مُخْتَصَرُ

الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيّ

فِي ضَوْءِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ

কুরআন ও সুন্নার আলোকে

ইসলামী ফিকাহ্

(প্রথম খণ্ড)

الفقير إلى عفو ربه

محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আত্তুওয়াইজিরী

أشرف على الترجمة والمراجعة

محمد سيف الدين بلال

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

مُخْتَصَرُ الفِقْه الإسْلامِيّ

في ضوء القرآن والسنة

কুরআন ও সুন্নার আলোকে

ইসলামী ফিকাহ

(প্রথম খণ্ড)

للعبد الفقير إلى مولاه

محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত্তুওয়াইজিরী

أشرف على الترجمة والمراجعة

محمد سيف الدين بلال

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

প্রথম প্রকাশ: ১৪৩৪ হি: ২০১৩ ইং

أسماء المترجمين

অনুবাদ পরিষদ

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হফুফ লিসান্স-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ	**محمد سيف الدين بلال** المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالأحساء خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-كلية الحديث
মুহাম্মদ আব্দুর রব আফফান গারবুদ্দীরা ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ লিসান্স-মদীনা ই: বি: দা'ওয়া বিভাগ	**محمد عبد الرب عفان** المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بغرب الديرة-الرياض خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-كلية الدعوة
মুহাম্মদ উমার ফারুক আব্দুল্লাহ আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হফুফ লিসান্স-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ	**محمد عمر فاروق عبد الله** المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالأحساء خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-كلية الحديث
আজমাল হুসাইন আব্দুন নূর নতুন সানাইয়া ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ লিসান্স-মদীনা ই: বি: শরিয়া বিভাগ	**أجمل حسين عبد النور** المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالصناعية الجديدة-الرياض خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-كلية الشريعة
শহীদুলাহ খান আব্দুল মান্নান সৌদির পক্ষ থেকে বাংলাদেশে মুবাল্লেগ লিসান্স-মদীনা ই: বি: দা'ওয়া বিভাগ	**شهيد الله خان عبد المنان** المبعوث إلى بنغلاديش من وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-كلية الدعوة

আমাদের সাথে থাকুন

1- hatha-alislam.com
email:mb_twj@hotmail.com
mobile:966504953332-966508013222

2- alahsaic.com
phone:966035866672 fax:966035874664

3- www.banglaislamgate.com

4- youtube: alahsaicbengali.com

5- www.quraneralo.com

6- email: saifbelal2010@gmail.com

7- www.islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

فهرس الموضوعات

সূচীপত্র

পরিচালকের বাণী

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান রব্বুল 'আলামীনের জন্য। প্রিয় হাবীব ও সর্বশেষ নবী ও রসূল মুহাম্মদ মোস্তফা [ﷺ]-এর প্রতি দরুদ ও সালাম। ইসলামী শরিয়তের মূল উৎস হলো আল-কুরআন ও সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীস। নবী [ﷺ] বলেন:"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। তোমরা যতক্ষণ ইহা আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো: আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নত।"[১]

বাস্তবে মুসলমানরা যতদিন আল্লাহর কিতাব ও মহানবী [ﷺ]-এর সুন্নত আঁকড়িয়ে ধরে ছিল ততদিন তারা বিপথগামী হয়নি। কিন্তু কালের পরিক্রমায় যখন তারা ইহা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তখনই তাদের মধ্যে ভ্রষ্টতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যদি আবারো মুসলিম জাতি শরিয়তের মূল উৎসের সাথে সংযোগ স্থাপন করে, তাহলে পুনরায় আল্লাহর সেরাতে মুস্তাকীমের পথিক হতে পারবে এবং ভ্রষ্টতার অন্ধকার দূরীভূত হবে।

ইসলামী বই-পুস্তকের নামে বাজারে অনেক ধরনের গ্রন্থ পাওয়া যায়। কিন্তু বড় দু:খের বিষয় হলো যার সিংহ ভাগই কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলিল থেকে শূন্য। যার ফলে সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা শরিয়তের সঠিক নির্ভেজাল জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত। তাই দ্বীনপ্রিয় বাংলাভাষী মুসলিমগণের বহুদিনের এক চাহিদা ছিল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে একটি বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য ইসলামী ফিকাহর কিতাব। যার মাঝে থাকবে একজন মুসলিমের জীবনের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়।

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, সহীহুল জামে' দ্রঃ হাঃ নং ২৯৩৭

যুগে যুগে ফিকাহ্‌বিদগণ দু'টি মূল উৎসের আলোকে ফিকাহশাস্ত্র রচনা করেছেন। এই ধারার প্রয়াস হিসাবে আমাদের সামনে "কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ফিকাহ্" গ্রন্থখানি। কুরআন ও সহীহ হাদীস এবং এই দুই মূল উৎসতে না পওয়া গেলে ইজমা' ও গ্রহণযোগ্য কিয়াসের আলোকে লেকখ আরবী ভাষায় গ্রন্থখানি রচনা করেছেন।

সবার দাবীকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য উল্লেখিত গ্রন্থখানি অনুবাদের জন্য আমার পরিচালনাধীন পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি অনুবাদ পরিষদ গঠন করি। মূল কিতাবটির পঞ্চম সংস্করণে অনুবাদের কাজ আরম্ভ করা হয়। আজ কিতাবটির ত্রয়োদশ সংস্করণ হয়েছে। লেখকের নির্দেশে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংস্করণের সাথে মিলিয়ে অনুবাদের সংশোধন করতে বেশ সময় ও প্ররিশ্রম করতে হয়েছে। বিশেষ করে ত্রয়োদশ সংস্করণে মূল কিতাবে লেখক সাহেব প্রায় ২৫% অতিরিক্ত নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযুক্ত করেছেন। কিতাবটির সিংহভাগের অনুবাদসহ কম্পিউটার কম্পোজ, প্রুফ ও সম্পাদানর দায়িত্ব আমারই উপর অর্পিত হয়।

আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে দেরীতে হলেও সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমের গাছটির সুস্বাদু ফল খাওয়ার সময় হয়েছে। পাঠকবৃন্দের কাছে গ্রন্থখানি সাদরে গৃহীত হলেই আমাদের খেদমত সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

আন্তরিকভাবে নির্ভুল ও নিখুঁত করার আগ্রহের অভাব ছিল না। কিন্তু অনীচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই কোন ভুলভ্রান্তি ধরা পড়লে আমাদেরকে জানালে তা সাদরে গ্রহণ করা হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

কিতাবটির মূল লেখক, অনুবাদ পরিষদ এবং প্রকাশের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা প্রত্যক্ষ্য ও পরোক্ষ্যভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের পরিশ্রমকে আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জীবন গঠনের তৌফিক দান করুন এবং আখেরাতে এ খেদমতকে নাজাতের অসিলা করে দিও। আমীন !

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
ধর্মোপদেষ্টা, অনুবাদক, গবেষক
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার,
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব
মোবাইল নং:
+966502456617
তাং-৩০/০৯/ ১৪৩৩ হি:
১৮/০৮/২০১২ ইং

saifbelal2010@gmail.com
www.banglaislamgate.com
youtube:alahsaicbengali.com

ভূমিকা

إنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِه اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। আমরা তারই প্রশংসা করি, তারই নিকট সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের প্রবৃত্তির অনীষ্ট ও মন্দ কার্যাদি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন তার ভ্রষ্টকারী কেউ নেই আর তিনি যাকে ভ্রষ্ট করেন তার হেদায়েতকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। যিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ [ﷺ] তাঁর বান্দা ও রসূল।

ﺁل Z @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 [
عمران: ١٠٢

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। আর অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" [সূরা আল-ইমরান:১০২]

/ . - , + *) (' & % $ # " ! [

النساء: ١ Z ? > = < ; : 8 7 6 5 4 3 1 0

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন, আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট চেয়ে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে সতর্কতা

অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।" [সূরা নিসা:১]

[u v w x y z { | } ~ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ © فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ Z الأحزاب: ٧٠ - ٧١

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।" [সূরা আহজাব:৭০-৭১]

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - **وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ».**

অত:পর সর্বোত্তম হাদীস (বাণী) হলো আল্লাহর কিতাব এবং কল্যাণময় হেদায়েত হলো মুহাম্মদ [ﷺ]-এর হেদায়েত। আর সবচেয়ে অনীষ্টকর বিষয় হলো (ধর্মের নামে) নব আবিস্কৃত জিনিস এবং প্রতিটি নব আবিস্কৃত জিনিসই হলো বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং প্রতিটি ভ্রষ্টতার পিরণাম জাহান্নাম।

সম্মানিত মুসলিম ভাই!

নি:সন্দেহে দ্বীনের ফিকাহ তথা সঠিক সূক্ষ্ম বুঝ এক উত্তম, পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান। ইহা আল্লাহর নামসমূহ, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য, তাঁর কার্যাদি এবং দ্বীন ও শরীয়তকে জানা। এ ছাড়া তাঁর নবী-রসূলগণ (আ:)কে জানা এবং ঈমান-আকীদায়, কথা-কাজে এবং চলাফেরা ও চরিত্রে সে মোতাবেক আমল করা। নি:সন্দেহে জ্ঞানের চূড়ান্ত হলো আল্লাহর তাওহীদকে জানা এবং আমলের চূড়ান্ত হচ্ছে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করা। আর ইহাই হলো আল্লাহর সবকিছু সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং তাঁর শরিয়তের সমস্ত কল্যাণের সমন্বয়কারী।

মু'আবিয়া [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেছেন:

« مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ ».متفق عليه.

"আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের ফিকাহ তথা সঠিক সূক্ষ্ম বুঝ দান করেন।"[১]

এ কথা সন্দেহাতিত, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা'য়ার প্রতি ঈমান আনবে ও তাঁর মহাবাণী আল-কুরআনের আনুগত্য করবে এবং তাঁর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ পালন করবে, সেই তাঁর বিরাট সওয়াব অর্জন করবে। এ ছাড়া আরো সত্য কথা হলো, যে ব্যক্তি দুনিয়ার জ্ঞানের জান্নাতে প্রবেশ করবে সেই আখেরাতের সজ্জিত জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি সন্তুষ্টি হবেন এবং তাকে সন্তুষ্টি করাবেন যেমন সে আল্লাহকে তাঁর আনুগত্যের দ্বারা রাজি করিয়েছে।

আর যে তার প্রতিপালকের প্রিয় জিনিসসমূহ পূর্ণ করে আল্লাহ তার পছন্দ জিনিসসমূহ আখেরাতে পূর্ণ করবেন। আর যে তার নফস্কে অজ্ঞতা এবং প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী করবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কিয়ামতে জাহান্নামের কারাগারে বন্দী করবেন। এ ছাড়া সে যেভাবে আল্লাহ তা'য়ালার নাফরমানি করে তাঁকে নারাজ করিয়েছে অনুরূপ তিনিও তার প্রতি নারাজ হবেন।

(বইটি লিখার কারণ)

একজন মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য একটি দালান ঘরের মত, যার একটি অংশ অপর অংশকে মজবুত করে। বর্তমানে শিরক ও অজ্ঞতার কালো অন্ধকার সুপ্রসারিত এবং সাধারণ মানুষের মাঝে বিদ'আত ও নাফরমানির ছড়াছড়ি। আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব পালনার্থে এবং নিজেকে ও ভাইদেরকে স্মরণ করার নিমিত্বে এ কাজের অবতরণা।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭১ মুসলিম হাঃ নং ১০৩৭

(কিতাবটি লিখার উদ্দেশ্য)

আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখে এই কিতাবের দ্বারা জ্ঞান পিপাসুদের দ্বীনের ফিকাহ শিখানো, অজ্ঞদের জ্ঞান দান করা, গাফেল তথা উদাসীনদের স্মরণ করিয়ে দেয়া, পাপীদের তওবার সুযোগ করে দেয়া, পথ ভ্রষ্টদের হেদায়েত পাওয়া ও নিষ্ঠুরদের অন্তরে পরশের সুযোগ করে দেয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য।

ইহা উল্লেখিত কারণসমূহের জন্য দায়িত্ব মনে করে এবং আমার প্রতি আল্লাহর নেয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মাত্র। এ ছাড়া আমার ভাইদের সাথে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার এবং দা'ওয়াদের কাজে শরিক হওয়া একান্ত জরুরি মনে করেছি।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অনুকম্পা, অনুগ্রহ, তওফিক ও সাহায্যের দ্বারা এ কিতাবটি লিখা আমার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। এ কিতাবটি প্রস্তুত ও বিন্যাস বিভিন্ন ধরনের নির্ভরযোগ্য ইসলামী কিতাব হতে নেয়া হয়েছে। এতে তাওহীদ, ঈমান, আদব-আখলাক, জিকির-আজকার, দোয়া ও প্রয়োজনীয় আহকাম ----- ইত্যাদি বিষয় জমা করা হয়েছে।

আল্লাহর বিশেষ মেহেরবাণী ও অনুকম্পায় কিতাবটিতে কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস সমন্বিত এক সমাহার ঘটেছে। আর "ফুরু'য়ী মাসায়েল" তথা দ্বীনের মৌলিক বিষয় ছাড়া শাখা-প্রশাখার ফিকাহ বিষয়ে শুধুমাত্র একটি মত উল্লেখ করেছি। আল্লাহর নিকট আশা পোষণ করি যে, ইহাই সঠিক মত। যার ফলে হক তথা সঠিক দ্বীন অনুসন্ধানীরা বিশেষ করে নবীণ জ্ঞান পিপাসুরা অতি সহজে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে।

কিতাবটি অতি সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে পেশ করা হয়েছে, যাতে করে উলামাগণ ও নবীণরা অল্প সময়ে এবং কষ্ট ছাড়াই উপকৃত হতে পারেন। কিতাবটি একমাত্র আল্লাহর ফজল ও করমে এক জ্ঞান ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে, যা বহন করতে হালকা ও আকারে মধ্যম।

কিতাবটি থেকে এবাদতকারী তার এবাদতে, বক্তা তার ওয়াজ-নসিহতে, মুফতী সাহেব তার ফতোয়া দানে, শিক্ষক তার শিক্ষকতায়, কাজি তথা বিচারক তার বিচার-আচারে, ব্যবসায়ী তার লেনদেনে,

দ্বীনের আহবানকারী তার দা'ওয়াতে ও সাধারণ মুসলিম তার প্রতিটি অবস্থাতে উপকৃত হবেন।

কিতাবটির সাধারণ মূলনীতিমালাগুলো এবং ফুরু'য়ী তথা শাখা-প্রশাখার মাসায়েলসমূহ ফিকাহ শাস্ত্রের ছোট-বড় নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন কিতাবসমূহ থেকে গ্রহণ করেছি। এর পাশাপাশি অতীত ও বর্তমানের উচ্চ পর্যায়ের উলামাগণের ফতোয়াসমূহ থেকেও গ্রহণ করেছি। আর মহামতি চতুষ্টদয় ইমামগণ: ইমান আবু হানীফা রহ: (মৃত: ১৫০ হি:), ইমাম মালেক রহ: (মৃত:১৭৯ হি:), ইমাম শাফে'য়ী রহ: (মৃত:২০৪ হি:) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহ: (মৃত:২৪১ হি:) ও অন্যান্য ইমামগণের কুরআন ও সহীহ হাদীসের শক্তিশালী দলিলের ভিত্তিতে সঠিক মতের উপর নির্ভর করেছি।

কিতাবটির তাওহীদ, ঈমান ও আহকাম ইত্যাদির অধ্যায়সমূহে চেষ্টা করেছি যেন, প্রতিটি মাসলা-মাসায়েল কুরআন ও সহীহ হাদীসের উভয়টি অথবা কোন একটির ভিত্তিতে হয়। আর যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে সুস্পষ্ট কোন সহীহ দলিল উল্লেখ হয়নি সে ব্যাপারে অতীত-বর্তমানের মুজতাহেদ[১] উলামাগণের বাণী ও নির্ভরযোগ্য মতের উপর নির্ভর করেছি।

তাওহীদ, ঈমান, জ্ঞানার্জন, ফাজায়েল, চরিত্র, ইসলামী আদব, জিকির-আজকার ও দোয়ার অধ্যায়গুলোতে শরিয়তের সহীহ দলিলসমূহের সমাহার ঘটিয়েছি; কারণ এগুলো প্রতিটি মুসলিমের বিশেষ প্রয়োজন।

আর ফুরু'য়ী (শাখা-প্রশাখার) ফিক্হের অধ্যায়গুলোতে শুধুমাত্র হুকুম বর্ণনা করেছি, সেখানে দলিল ও কারণ বর্ণনা করা হয়নি; কেননা এর ফলে কিতাবের কলেবর ও মাসায়েলের শাখা-প্রশাখা বেড়ে যাবে। এ ছাড়া যে উদ্দেশ্যে কিতাবটি লিখা হয়েছে তার পরিপন্থী হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি শরিয়তের দলিলসমূহ বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক তিনি যেন,

---

[১]. মুজতাহেদ হলেন: দ্বীনের মাসলা-মাসায়েল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নির্ধারণ করার বিশেষ শর্তাবলীসহ যোগ্যতাসম্পন্ন বিদ্বান। অনুবাদক

বড় বড় ফিকাহর মূল কিতাবসমূহে তালাশ করেন। যেমনঃ মুগনী, মাজমু'য়া ফতোয়া, উম, মাবসূত, মুদাওয়ানাহ ইত্যাদি ফিকাহ ও হাদীস গ্রন্থসমূহ।

আর যে ব্যক্তি অন্তরের আমলসমূহের কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিস্তারিতভাবে জানতে ইচ্ছুক সে যেন আমাদের লেখা সুপরিসর গ্রন্থ "মাওসূ'য়া ফিকহিল কুলূব" (৫ খণ্ডে) অধ্যায়ন করেন। এ ছাড়া যে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তাওহীদ, ঈমান এবং শরিয়তের বিধানসমূহের বিস্তারিত জ্ঞানার্জন করতে চান তিনি যেন আমাদের লেখা কিতাব "মাওসূ'য়াতুল ফিকহিল ইসলামী" ৫ খণ্ডে পড়েন।

কখনো আবার শাখা-প্রশাখার মাসায়েলের দলিল উল্লেখ করেছি; মাসয়ালাটির বিশেষ গুরুত্বের জন্য অথবা তা বেশি বেশি সংঘটিত হয় বলে কিংবা উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে বা তা থেকে ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্যে।

কিতাবটির ইলমী তথা জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু দু'টি মহান মূলের উপর নির্ভরশীল। তা হলো উম্মতের সালাফে সালেহীনগণের বুঝে কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসসমূহ। প্রতিটি আয়াতের নম্বরসহ সূরার নাম গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করতে সচেষ্ট হয়েছি। আর নবী [ﷺ]-এর হাদীসসমূহ হতে শুধুমাত্র সহীহ হাদীস[১] অথবা হাসান হাদীস[২] উল্লেখ করেছি। সাথে সাথে প্রতিটি হাদীসের মূল হাদীস গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া প্রতিটি হাদীস সহীহ কিংবা হাসান তার হুকুম সহকারে নিম্নে বর্ণিত পন্থা অবলম্বন করেছিঃ

১. এ কিতাবে উল্লেখিত সমস্ত হাদীসগুলো হারাকাতসহ (স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি যুক্তসহ) মূল হাদীসের কিতাবসমূহ থেকে নেয়া হয়েছে।

---

[১]. সহীহ হাদীস বলেঃ যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র অবিচ্ছিন্ন, বর্ণনাকারীগণ আদেল তথা বিশেষ চারিত্রিক গুণে গুনান্বিত, হাদীস গ্রহণ, স্মরণ ও সংরক্ষণে পূর্ণ দক্ষতা সম্পন্ন, সহীহ হওয়ার পরিপন্থী সর্বপ্রকার সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি মুক্ত ও অন্য কোন সহীহ হাদীসের বিপরীত না। মোট কথা যে হাদীস নবী [ﷺ] থেকে সুসাব্যস্ত ও আমলের যোগ্য। অনুবাদক

[২] .হাসান হাদীস বলেঃ যে হাদীসের কোন বর্ণনাকারী উপরোক্ত সহীহ হাদীসের গুণাবলির মধ্যে শুধুমাত্র হাদীস গ্রহণ, স্মরণ ও সংরক্ষণে একটু দুর্বল। এ হাদীসও আমলোর যোগ্য। অনুবাদক

২. হাদীস যদি সহীহাইন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)-এর কিংবা কোন একটির হয়, তাহলে প্রতিটির হাদীস নম্বরসহ উল্লেখ করেছি। আবার কখনো বিশেষ উপকার বা শব্দ বেশি হওয়ার কারণে একটির সাথে হাদীসের অন্য কোন কিতাবের নামও উল্লেখ করেছি।
৩. যদি হাদীস সহীহাইনের বাইরের হয় যেমনঃ মুসনাদে আহমাদ, চারটি সুনান গ্রন্থ, (সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাজাহ) ও সুনানে দারেমী ইত্যাদি হাদীসের কিতাবসমূহ, তাহলে দু'টি কিতাবের নাম উল্লেখ করেছি। আবার কখনো এর কম-বেশিও হয়েছে। এর সাথে হাদীসের আসল কিতাবের হাদীস নম্বর উল্লেখ করেছি।
৪. হাদীসের তাখরীজে তথা রেফারেন্স বর্ণনায় মূল কিতাবের হাদীস নম্বরের উপর নির্ভর করেছি। আর আসল কিতাবে কোন নম্বর না থাকলে খণ্ড ও পৃষ্ঠা নং উল্লেখ করেছি।
৫. যদি হাদীস সহীহাইনের বাইরের হয়, তাহলে হাদীস তাখরীজ তথা রেফারেন্স উল্লেখের সময় প্রতিটি হাদীসের সহীহ বা হাসান হুকুমসহ তার সামনে (হাদীসটি সহীহ কিংবা হাসান) লিখেছি। আর এ ব্যাপারে পূর্বের ও পরের অভিজ্ঞ ইমামগণের মতামতের উপর নির্ভর করেছি।
৬. যদি কোন হাদীস অন্যত্র দ্বিতীয়বার উল্লেখ হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে আবারও তার তাখরীজ (রেফারেন্স উল্লেখ) করা হয়েছে। আর কখনো কোন হুকুম বর্ণনা বা তারগীব তথা উৎসাহ প্রদান অথবা তারহীব তথা ভয়প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তার সাথে কোন সহীহ হাদীস বা হাদীসের কোন অংশ সংযুক্ত ক'রে দিয়েছি।

আমাদের সামনে এ কিতাবটি ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস, হুকুম-আহকাম, আদব-আখলাক সম্পর্কে সাধারণ পরিচিতি মাত্র। এতে বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলো একত্রিত করেছি এবং তার অধ্যায়, মাসায়েল ও দলিলসমূহ একটি অপটির সাথে সুন্দর করে সঙ্কলন করেছি।

এ কিতাবটির নাম রেখেছি "মুখতাসার আল-ফিকহ্ আল-ইসলামী ফী যাওয়িল কুরআনি ওয়াস্‌সুন্নাহ" **(কুরআন ও সুন্নাহ-এর আলোকে**

সংক্ষিপ্ত ইসলামী ফিকাহ্)। এর প্রথমভাগে উল্লেখ হয়েছে তাওহীদ ও ঈমান ও মধ্যম ভাগে বিভিন্ন সুন্নত ও হুকুম-আহকাম আর শেষভাগে দা'ওয়াত ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর দিকে মানুষকে দা'ওয়াত।

কিতাবটি ১০টি পর্বে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে সুবিন্যাস্ত করেছি:

১. **প্রথম পর্ব:** তাওহীদ ও ঈমান।

২. **দ্বিতীয় পর্ব:** ফাজায়েল, আদব-আখলাক, জিকির-আজকার ও দোয়াসমূহে কুরআন-সুন্নাহর ফিকাহ্।

৩. **তৃতীয় পর্ব:** এবাদত সংক্রান্ত।

৪. **চতুর্থ পর্ব:** লেনদেন ও আদান-প্রদান সম্পর্কে।

৫. **পঞ্চম পর্ব:** বিবাহ ও তৎ সংশ্লীষ্ট বিষয়াদি।

৬. **ষষ্ঠ পর্ব:** কিতাবুল ফারায়েজ তথা সম্পত্তির উত্তরাধিকার বণ্টন নীতিমালা।

৭. **সপ্তম পর্ব:** শাস্তি ও দণ্ডবিধি।

৮. **অষ্টম পর্ব:** ফয়সালা তথা বিচার-আচারের নীতিমালা।

৯. **নবম পর্ব:** জিহাদের আহকাম।

১০. **দশম পর্ব:** আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের আহকাম।

এ কিতাবটির উদ্দেশ্য হলো প্রতিপালক মহান উপাস্য আল্লাহ তা'য়ালাকে জানা এবং দ্বীনের আহকামের বর্ণনা করা। আর সারা বিশ্বের জনগণের জীবনের প্রতিটি বিভাগে আল্লাহর নির্দেশাবলির জীবিতকরণ। এ ছাড়া মানুষকে সীরাতে মুস্তাকীম আঁকড়িয়ে ধরার প্রতি উৎসাহিত করা।

আর আল্লাহর অনুগ্রহে এ প্রশস্ত ফিকাহর পাত্রটি প্রস্তুত হয়েছে যা থেকে নেওয়া খুবই সহজ; কারণ এর ফলের থোকাগুলো অতি নিকটে এবং শব্দসমূহ সুন্দর, পর্যাপ্ত অর্থবহ ও বাক্যসমূহ সংক্ষিপ্ত।

ইহা কোন প্রকার কষ্ট, বিরক্তি ও ক্লান্তি ছাড়াই তার তালাশকারীর প্রয়োজন পূর্ণ এবং উদ্দেশ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে।

ইহা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের দিকে অন্তরসমূকে নাড়াদানকারী, বিস্ময়কর উপকারিতার সমাহার, পাঠক ও শ্রোতার জন্য আরামদায়ক এবং নীরব সঙ্কল্পকে জান্নাতের উদ্যানসমূহের পানে উদ্দীপক।

ইহা ঈমানদার অন্তরসমূহের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে, ফেটে যাওয়া ঘাগুলোর চিকিৎসা করে, ব্যথার জ্বালা-যন্ত্রণাকে আরাম দেয়, সকল প্রকার বিদ'আত ও অজ্ঞতাকে বিতাড়িত করে এবং প্রত্যেক প্রতাপশালী, মুনাফেক ও অবাধ্যদেরকে দমন করে।

আমি একত্রিত ও প্রস্তুত করেছি যাতে করে ইহা আল্লাহর মখলুকাত সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপায়, বাড়িতে অবস্থানকারীর জন্য সঙ্গী এবং মুসাফিরের জন্য পাথেয়, নিঃসঙ্গতার পরম বন্ধু, পরিবারের জন্য উদ্যান এবং উম্মতের জন্য ভোজসভা স্বরূপ হয়। আর আল্লাহর ফজল ও করমে কুরআন ও সুন্নাহ, বর্ণিত ও যুক্তিসঙ্গত এবং উৎসাহ ও ভয় প্রদর্শনের মাঝে জমাকারী এ মেঘ মালার সমারোহ ঘটেছে।

এর পাঠকারী দাওহীদ ও শরিয়তের গগনে সাঁতার কাটবে, সত্য, সুন্নাহ ও মর্যদাকে নির্ধারন করবে এবং শিরক, বিদ'আত ও নিকৃষ্টকে ধ্বংস করবে।

আল্লাহর নিকট আকুল আবেদন এই যে, একে তাওহীদপন্থীদের জন্য চক্ষু শীতলকারী, এবাদতকারীদের জন্য প্রদীপ, দ্বীনের আহ্বানকারী ও শিক্ষক মণ্ডলীদের জন্য পাথেয়, তওবাকারীদের জন্য আলোকস্তম্ভ এবং পথচারীদের জন্য জ্যোতি বানিয়ে দেন।

প্রিয় মুসলিম ভাই!

আপনার জন্য এই পুস্পে পল্লবীত উদ্যান, যার ফল পেকে গেছে ও গাছসমূহ তার শীতল ছায়া দেয়া শুরু করেছে। এ কিতাবটি আমার প্রতি আল্লাহর শুধুমাত্র অনুকম্পা ও কৃপা ও দয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এর মধ্যে যে সমস্ত সঠিক উল্লেখ হয়েছে তা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যেসব ভুল-ভ্রান্তি ঘটেছে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। যেখানে জিভের স্খলন ঘটেছে অথবা ভুল ও ভ্রম হয়েছে তা থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রত্যেক সঙ্কলক ও প্রনেতা-লেখক কঠিন সাবধানতা ও যাচাই-বাছাই, গভীর দৃষ্টি এবং গবেষণা করার পরেও পদস্খলন ও ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। এর সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের

মাসায়েল ও অধ্যায় এবং সংক্ষেপণ ও বিশ্লেষণ করতে গিয়েও অনীচ্ছাকৃতভাবে ভুল হয়ে যায়। বিশেষ করে এ ফেতনার যুগে খুব কম লেখকই আছেন যার মন-মস্তিস্ক সুস্থ্ থাকতে পারে; কেননা ব্যস্ততা অধিক, সমস্যা নানাবিধ, অস্থির ও বিঘ্নীতকর বিষয়ের হামলা এবং একাধারে বালা-মসিবত ও পেরেশানি। প্রত্যেক বনি আদম ভুল করে আর উত্তম ভুলকারী যারা তওবা করে। আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করছি।

কলম শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় ভুল করে ও সঠিকও করে এবং আরম্ভ করে ও ফিরেও আসে। আর এমন কোন অঙ্গুলি নেই যার স্খলন ঘটে না এবং এমন কোন স্মরণশক্তি নেই যার ভ্রান্তি হয় না।

অতএব, ঐ মুসলিম ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর দয়া যিনি এ কিতাবের মাঝে সঠিক দেখে আল্লাহর শোকর করবেন এবং কোন প্রকার ভুল-ক্রটি দেখলে পরামর্শ দিবেন। তিনি একজন আমানতদার কল্যাণকামী এবং সত্যবাদী হেকিম যিনি ঐ সমস্ত জখমের চিকিৎসা করেন যা হতে কম সংখ্যক মানুষই নিরাপদে থাকেন। তিনি হাড়গুড় ভাঙ্গেন না এবং বিশেষ ও সাধারণের মাঝে ফেতনার বীজও বপন করেন না।

আর এ মহান দ্বীন যে তার দ্বারা আমল করবে, তার প্রতি দাওয়াত করবে, তার পক্ষ থেকে প্রতিহত করবে এবং এর জন্য ধৈর্যধারণ করবে তার কোন সন্দেহ থাকবে না।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট দোয়া করি তিনি যেন এ কিতাবটি দ্বারা আমাকে ও সকল মুসলিম ভাইদেরকে উপকৃত করেন। আর ইহা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেন। আমাকে ও আমার পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজন, প্রত্যেক সুধি পাঠক-পাঠিকা, শ্রোতামণ্ডলী, প্রত্যেক উপকৃত ব্যক্তি, যাঁরা এর শিক্ষা দানকারী অথবা প্রচার-প্রসারে সাহায্যকারী এবং সকল মুসলিমকে ক্ষমা করেন ও ভুল-ক্রটি মাফ করে দেন।

আল্লাহই একমাত্র আমাদের জন্য যথেষ্ট ও তিনিই উত্তম প্রতিনিধি। তিনিই উত্তম মাওলা তথা বন্ধু ও উত্তম সাহায্যকারী।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

লিখেছেন
মহান রবের ক্ষমাভিখারী
মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ আত্তুওয়াইজিরী
আল-বুরাইদাহ, আল-কাসীম, সৌদি আরব।
মোবাইল:০৫০৮০১৩২২২-০৫০৪৯৫৩৩৩২
Mb_twj@hotmail.com

ত্রয়োদশ সংস্করণ
১৪৩২হি: ২০১১ইং

প্রথম পর্ব
তাওহীদ ও ঈমান

আল্লাহর বাণীঃ

“হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে সমকক্ষ করো না। বস্তুত: এসব তোমরা জান।” [সূরা বাকারা: ২১-২২]

তাওহীদ ও ঈমান অধ্যায়

১- তাওহীদ

¿ তাওহীদঃ

তাওহীদ হলোঃ আল্লাহ তা'য়ালাকে তাঁর জন্য যা নির্দিষ্ট এবং ওয়াজিব সেসব বিষয়ে একক সাব্যস্ত করা।

বান্দা এ একিন-দৃঢ় বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তাঁর রবূবিয়াতে তথা কার্যাদিতে, আসমা-সিফাতে মানে নাম ও গুণাবলীতে একক এবং উলূহিয়াতে অর্থাৎ বান্দার সকল এবাদত কোন শরিক ছাড়াই একমাত্র তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করা সবচেয়ে বড় ফরজ।

¿ তাওহীদের অর্থঃ

বান্দা দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে এবং স্বীকার করবে যে, আল্লাহ একক, সবকিছুর প্রতিপালক ও মালিক। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং পৃথিবীর মহাব্যবস্থাপক। আর তিনিই একমাত্র এবাদতের হকদার, তাঁর কোন শরিক নেই। তিনি ছাড়া সকল মা'বূদ বাতিল। তিনি পূর্ণ গুণে গুণান্বিত, সর্বপ্রকার ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র। তাঁর সুন্দরতম নাম ও উচ্চমানের গুণ রয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

٨ :طه Z | { z y w v u t s [

“আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ্-উপাস্য নেই। সব সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই।” [সূরা ত্বহা:৮]

¿ তাওহীদের সূক্ষ্ম বূঝঃ

আল্লাহ তা'য়ালা একক, তাঁর কোন শরিক নেই। তিনি এক তাঁর সত্ত্বায়, নাম ও গুণাবলীতে এবং কাজে কেউ তাঁর সদৃশ নেই। তাঁরই সমস্ত রাজত্ব, সৃষ্টি ও নির্দেশ। তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই।

তিনি মালিক আর বাকি সবই তাঁর দাস। তিনিই প্রতিপালক আর সকলেই তাঁর বান্দা। তিনিই সৃষ্টিকর্তা আর বাকি সবকিছুই তাঁর সৃষ্টিরাজি।

0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [

الإخلاص: ١ – ٤ Z 3 2 1

“বলুন, তিনি আল্লাহ, একক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতূল্য কেউ নেই।” [সূরা এখলাস:১-৪]

আল্লাহ ক্ষমতাবান এবং তিনি ব্যতীত সকলে দুর্বল--। তিনি শক্তিমান আর বাকি সব অক্ষম। তিনি মহান আর সবই ক্ষুদ্র। তিনি অমুখাপেক্ষী আর সকলে তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি শক্তিশালী ও সবই দুর্বল। তিনি মহাসত্য এবং তিনি ছাড়া সকল উপাস্য বাতিল। আল্লাহর বাণী:

J I H G F E D C B A@ ? > = < ; [

لقمان: ٣٠ Z K

“এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহ্-ই সত্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে সব মিথ্যা। আল্লাহ্ সর্বোচ্চ, মহান।” [সূরা লোকমান:৩০]

তিনি মহান তাঁর চাইতে আর কেউ সুমহান নেই। তিনি সর্বোচ্চ তাঁর চাইতে কেউ উচ্চ নেই। তিনি বড় যার চাইতে আর কেউ বড় নেই। তিনি মেহেরবান তাঁর চাইতে কেউ বেশি দয়াবান নেই।

তিনি শক্তিধর, যিনি প্রত্যেক শক্তিশালীর মাঝে শক্তি সৃষ্টি করেন। তিনি শক্তিমান, যিনি সকল শক্তিমানের মধ্যে শক্তি সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরম করুণাময়, যিনি প্রত্যেক করুণাকারীর ভিতরে করুণা সৃষ্টি করেছেন। তিনি মহাজ্ঞানী, যিনি সকল সৃষ্টিকে জানেন। তিনি রিজিকদাতা, যিনি প্রত্যেকটি রিজিক ও রিজিকপ্রাপ্তদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

1 0 / . - , + * (' & % # " ! [

> = < : 9 8 7 6 5 4 3 2

? Z الأنعام: ١٠٢ – ١٠٣

"তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী। দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যান্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ।" [সূরা আন'আম:১০২-১০৩]

তিনিই সত্য ইলাহ্ যিনি তাঁর সত্ত্বা, মহত্ত্ব, সৌন্দর্য ও উত্তম এহসানের জন্য একমাত্র সমস্ত এবাদতের হকদার। একমাত্র তাঁরই জন্য সুন্দরতম নাম ও তিনিই সুউচ্চ গুণাবলীর অধিকারী। আল্লাহর বাণী:

[1 2 3 5 6 7 8 Z الشورى: ١١

"কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।" [সূরা শূরা:১১]

তিনি অভিজ্ঞ, মহাজ্ঞানী যিনি যা ইচ্ছা তাই করেন এবং যা ইচ্ছা তাই নির্দেশ করেন। আল্লাহর বাণী:

[p o n q s t u v w Z الأعراف: ٥٤

"জেনে রাখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ করা। আল্লাহ্, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।" [সূরা আ'রাফ: ৫৪]

তিনিই প্রথম সবকিছুর পূর্বে ও শেষ সবকিছুর পরে এবং তিনিই প্রকাশমান সবকিছুর উপরে ও অপ্রকাশমান সবকিছুর নিচে। তিনি সবকিছু অবগত এবং একক তাঁর কোন শরিক নেই। আল্লাহর বাণী:

[هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾ Z الحديد: ٣

"তিনিই সর্বপ্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।" [সূরা হাদীদ:৩]

তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা সত্য মালিক যাঁর হাতে সবকিছু। আর তিনি ছাড়া আর কারো হাতে কিছু নেই। অতএব, কোন শরিক ছাড়া একমাত্র তাঁরই অভিমুখে রওয়ানা হও।
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

d c b a ` _ ^] \ [Z Y X W[

آل عمران: ٢٦ Z r q p o n m l k j i h g f e

"বলুন হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।" [সূরা আল-ইমরান:২৬]

তিনিই আল্লাহ একমাত্র প্রতিটি জিনিসের মালিক, তিনিই প্রতিটি জিনিসের প্রতি ক্ষমতাশালী, তিনিই প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে মহাজ্ঞানী, তিনিই প্রতিটি বস্তুর দানকারী। তিনিই প্রতিটি বিষয়ের একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী, তিনিই প্রত্যেক ক্ষমতাবানের প্রতি ক্ষমতাশীল, তিনিই প্রত্যেক পরাক্রমশালীর মহাপরাক্রমশালী। তিনিই একক প্রত্যেকের মালিক।
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

الملك: ١ Z *) (' & % $ # " ! [

"মহাপূণ্যময় তিনি, যার হাতে রাজত্ব। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান" [সূরা মুলক:১]

২. তাওহীদের প্রকার

¿ রসূলগণ যে তাওহীদের প্রতি দা'ওয়াত করেছেন এবং যার জন্য আসমানী কিতাবসমূহ নাজিল হয়েছে তা দু'প্রকার।

১. **প্রথম:** জ্ঞান ও সুসাব্যস্ত করার তাওহীদ। এটাকে "তাওহীদুর রবূবিয়্যাহ ও তাওহীদুল আসমা ওয়াস্‌সিফাত" বলা হয়। এ হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ তাঁর সমস্ত নামে ও গুণাবলিতে এবং কার্যাদিতে।

এর অর্থ: বান্দা দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে এবং স্বীকার করবে যে, আল্লাহ একক। তিনিই একমাত্র রব তথা প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও এ পৃথিবীর মহাব্যবস্থাপক। তিনি তাঁর যাতে তথা সত্তায়, নামসমূহে ও গুণাবলীতে, কার্যাদিতে পরিপূর্ণ। সবকিছুই তিনি জানেন এবং সবকিছুকে ব্যাপৃত করে রেখেছেন। তাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। তাঁর সুন্দতম: নাম, উচ্চ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

١١ :الشورى Z 8 7 6 5 | 3 2 1 [

"তাঁর সদৃশ কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা শূরা: **১১**]

২. **দ্বিতীয়:** ইচ্ছা ও চাওয়ায় তাওহীদ তথা একত্ববাদ। ইহাকে "তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ ওয়াল-'ইবাদাহ্" বলে। আর তা হলো সকল প্রকার এবাদতে আল্লাহকে একক সাব্যস্ত করা। যেমন: দোয়া, সালাত, ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা ইত্যাদি।

এর অর্থ: বান্দা একিন রাখবে এবং স্বীকার করবে যে, আল্লাহ একমাত্র সকল সৃষ্টির এবাদতের হকদার। অতএব, কোন এবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা যাবে না। যেমন: দোয়া, সালাত, সাহায্য চাওয়া, ভরসা করা, ভয়-ভীতি, আশা-আকাংখা করা, জবাই করা ও নজর-মান্নত মানা ইত্যাদি সবই একমাত্র আল্লাহর জন্য আর অন্য কারো জন্য নয়। আর যে ব্যক্তি এগুলোর মধ্যে কোন কিছু অন্যের জন্য করবে সে মুশরিক হয়ে যাবে। যেমন: আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] ¶ ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَـٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿١١٧﴾ Z المؤمنون: ١١٧

"যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার কোন সনদ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয়ই কাফেররা সফলকাম হবে না।" [সূরা মু'মিনূন: ১১৭]

¿ তাওহীদকে স্বীকার করার বিধান:

(ক) তাওহীদুর রবুয়িয়া মানুষ তার স্বভাব ও নিখিল বিশ্ব দেখেই স্বীকার করে থাকে। আর শুধুমাত্র এই তাওহীদ স্বীকার করলে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আজাব হতে বাঁচার জন্য যথেষ্ট নয়; কারণ ইহা ইবলীস শায়তান ও মুশরেকরাও স্বীকার করেছিল যা তাদের কোন উপকারে আসেনি; কেননা তারা তাওহীদুল উলুহিয়া তথা একমাত্র আল্লাহর এবাদতকে মেনে নেয়নি।

অতএব, যে শুধুমাত্র তাওহীদুর রবুবিয়াকে স্বীকার করবে সে তাওহীদপন্থী ও মুসলিম বলে বিবেচিত হবে না। আর যতক্ষণ সে তাওহীদুল উলুহিয়াকে না স্বীকার করবে ততক্ষণ তার জানমালের নিরাপত্তাও পাবে না। সে সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই এবং তিনি একক তাঁর কোন শরিক নেই। আরো স্বীকার করবে যে, এবাদতের হকদার একমাত্র আল্লাহই এবং কোন শরিক ছাড়াই সর্বদা এক আল্লাহরই এবাদত করবে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

t s r q p o n m l k j i h [

Z y x w v البينة: ٥

"তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে এবং জাকাত দেবে। এটাই সঠিক দ্বীন।" [সূরা বাইয়িনাহ:৫]

(খ) তাওহীদুল উলূহিয়াহ ওয়াল 'ইবাদাহ"-এর বেশির ভাগ মানুষ কুফরি ও অস্বীকার করেছে। আর এ জন্যই আল্লাহ [ﷻ] মানুষের নিকট সমস্ত রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। তাঁদের উপর আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন, যাতে করে মানুষকে এক আল্লাহর এবাদতের জন্য নির্দেশ করেন এবং অন্য সকলের এবাদত ত্যাগ করতে বলেন।

১. আল্লাহর বাণী:

. - , + *) (' & % $ # " ! [

الأنبياء: ٢٥ Z 0 /

"আপনার পূর্বে আমি যে রসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। সুতরাং, আমারই এবাতদ কর।" [সূরা আম্বিয়া:২৫]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

Z b N M L K J I H G F E D [

النحل: ٣٦

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত (আল্লাহ ব্যতীত সকল উপাস্য) থেকে বেঁচে থাক।" [সূরা নাহাল: ২৬]

¿ তাওহীদুর রবূবিয়া ও উলুহিয়ার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক:

১. তাওহীদুর রবুবিয়াহ তাওহীদুল উলুহিয়াহকে আবশ্যক করে দেয়। তাই যে ব্যক্তি স্বীকার করে যে, আল্লাহই একমাত্র প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও রিজিকদাতা, তার জন্য এ কথা স্বীকার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, এবাদতের হকদার একমাত্র আল্লাহই আর কেউ নয়। অতএব, সে আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত আর কাউকে ডাকবে না, একমাত্র তাঁরই নিকট বিপদ মুক্তি চাইবে, একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা করবে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য কোন এবাদত করবে না। তাওহীদুল উলুহিয়া তাওহীদুর রবুবিয়াকে আবশ্যক করে। সুতরাং, যে কেউ একমাত্র আল্লাহর এবাদত করবে

সে তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরিক করবে না। আর জরুরি ভিত্তিতে এ বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহই একমাত্র তাঁর প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা ও মালিক।

২. তাওহীদুর রবুবিয়া ও তাওহীদুল উলুহিয়া কখনো এক সঙ্গে উল্লেখ হয় তখন তার অর্থ ভিন্ন হয়। এ সময় রবের অর্থ হবে মালিক-ব্যবস্থাপক আর ইলাহ্ অর্থ হবে সত্য মা'বূদ যিনি একমাত্র এবাদতের হকদার। যেমন : আল্লাহর বাণী:

Z Z Y X W V U T S R Q P[

الناس: ١ - ٣

"বলুন! আমি মানুষের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মানুষের অধিপতি। মানুষের মা'বূদ।" [সূরা নাস:১-৩]

আবার কখনো আলাদা আলাদা উল্লেখ হয় তখন উভয়ের অর্থ একই হয়। যেমন আল্লাহর বাণী:

[قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ ﴿١٦٤﴾ Z الأنعام: ١٦٤

"বলুন! আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ তালাশ করব! অথচ তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক।" [সূরা আন'আম:১৬৪]

¿ তাওহীদের হকিকত ও নির্জাস:

মানুষ দেখে প্রতিটি জিনিস একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে হয়। আর কোন কারণাদি ও মাধ্যমের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। সে ভাল-মন্দ এবং লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি শুধু আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকেই হয় মনে করে। তাই একমাত্র আল্লাহরই এবাদত করে এবং তার সাথে আর কারো এবাদত করে না।

¿ তাওহীদের হকিকতের ফলাফল:

একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং কোন সৃষ্টির নিকট অভিযোগ না করা। তাদের তিরস্কার ও নিন্দা না করা। আল্লাহর উপর পূর্ণ সন্তুষ্টি থাকা এবং তাঁকে মহব্বত করা ও তাঁর ফয়সালার প্রতি পূর্ণ আত্মসর্মপণ করা। এ ছাড়া সুন্দরভাবে তাঁর এবাদত করা, সর্বদা তাঁর

আনুগত্য করা, তাঁর প্রতি ভাল ধারনা রাখা এবং তাঁর জিকির দ্বারা প্রশান্তি লাভ করা।

¿ মানুষ তার স্বভাবগতভাবে ও পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের মাধ্যমে তাওহীদে রবুবিয়াকে স্বীকার করে থাকে। এ তাওহীদকে স্বীকার করা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর শাস্তি থেকে নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়; কারণ ইহা ইবলিস শয়তান স্বীকার করেছিল এবং মুশরিকরাও স্বীকার করেছিল। কিন্তু তাদের এ স্বীকারোক্তি কোন উপকারে আসেনি; কারণ তারা "তাওহীদুল 'ইবাদাহ্" তথা এবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য স্বীকার করে নাই। সুতরাং, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র তাওহীদুর রবূবিয়াহকে স্বীকার করে সে মুওয়াহ্হিদ তথা তাওহীদপন্থী ও মুসলিম হতে পারে না। তার জীবন ও সম্পদ হারাম ততক্ষণ হয় না যতক্ষণ সে তাওহীদে উলূহিয়াকে স্বীকার করে না নেয়। সে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য মা'বূদ (উপাস্য) নেই। তিনি একক ও তাঁর কোন শরিক নেই। আরো স্বীকার করবে যে, আল্লাহই একমাত্র এবাদতের হকদার আর কেউ নয়। আর কোন প্রকার শিরক ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর এবাদতকে নিজের উপর আবশ্যকীয় করে নেবে।

¿ **তাওহীদের ফজিলত:**

১. আল্লাহর বাণী:

· , + *) ('& % $ # " ! [

! > = < ; : 9 8 7 6 5 3 2 1 0 / .

البقرة: ٢٥ Z H G F E C B A @

"আর (হে নবী) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্মসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত: তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে এবং

সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিণী রমণীকূল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।" [সূরা বাকারা:২৫]

২. আল্লাহর বাণী:

Z , + *) (' & % $ # " ! [

الأنعام: ٨٢

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানে কোন প্রকার শিরকের সংমিশ্রণ ঘটায়নি তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্বা এবং তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।" [সূরা আন'আম: ৮২]

৩. আল্লাহর বাণী:

[ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا â ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ Z

الرعد: ٢٨

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।" [সূরা রা'দ:২৮]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ ». متفق عليه.

৪. উবাদা ইবনে সামেত [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য মা'বূদ নেই এবং নেই কোন প্রকার তাঁর শরিক। আর মুহাম্মদ [ﷺ] তাঁর বান্দা ও রসূল এবং ঈসা [ﷺ] আল্লাহর বান্দা ও রসূল ও তাঁর বাণী যা রুহ হিসাবে মরয়মের মধ্যে নিক্ষেপ করে ছিলেন। আর জান্নাত সত্য ও

জাহান্নামও সত্য। সে ব্যক্তিকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, চাই সে যেই কোন আমল করুক না কেন।”[১]

عَنْ جَابِرٍ قَال أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ فَقَالَ:« مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ». أخرجه مسلم.

৫. জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ]-এর নিকট একজন মানুষ এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল! ওয়াজিবকারী দু’টি জিনিস কি? তিনি [ﷺ] বললেন:“যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরিক করা ছাড়া মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরিক করা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।”[২]

¿ তাওহীদপন্থীদের প্রতিদান:

১. আল্লাহর বাণী:

, + *) ('& % $ # " ! [

> = < : 9 8 7 6 5 3 2 1 0 / .

البقرة: ٢٥ Z H G F E C B A @

“আর (হে নবী-ﷺ) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎআমলসমূহ করেছে, তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসাবে কোন ফলপ্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত: তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে এবং

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৪৩৫ ও মুসলিম হাঃ নং ২৮

[২]. মুসলিম হা: নং ৯৩

সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিণী রমণীকূল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।" [সূরা বাকারা: ২৫]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه مَا الْمُوجِبَتَانِ ؟ فَقَالَ:« مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ،وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّــارَ ». أخرجه مسلم.

২. জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ]-এর নিকটে একজন মানুষ এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! ওয়াজিবকারী দু'টি জিনিস কি? তিনি [ﷺ] উত্তরে বললেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরিক না করে মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরিক করা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[১]

¿ তাওহিদী কলেমার মহত্ব:

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرٍو ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ نَبِــيَّ اللَّه نُوحًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لابْنه:« إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ، آمُرُكَ باثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنْ اثْنَتَيْنِ ، آمُرُكَ بِــ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّــهُ " فَــإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّة ، وَوُضِعَتْ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " فِي كِفَّة رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ الــسَّبْعَ وَالْأَرْضِــينَ السَّبْعَ ،كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً قَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْــده فَإِنَّهَــا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، وَأَنْهَاكَ عَنْ الشِّرْك وَالْكِبْــرِ». أخرجــه أحمــد والبخاري في الأدب المفرد.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: আল্লাহর নবী নূহ [ﷺ]-এর মৃত্যুকালে তাঁর ছেলেকে বলেন: "আমি তোমাকে অসিয়ত করছি: দু'টি জিনিসের নির্দেশ করছি এবং

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৯৩

অপর দু'টি জিনিস থেকে নিষেধ করছি। আদেশ করছি "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ" এর। স্মরণ রাখ! যদি সাত আসমান ও সাত জমিন এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় রাখা হয় "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ" তবে "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ" এর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। যদি সাত আসমান ও সাত জমিন একটি অবিচ্ছদ্য গোলাকার বৃত্ত হত তাহলে "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ" ও "সুবহাানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি" সবকিছুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতো। ইহা প্রতিটি জিনিসের দোয়া এবং এর মাধ্যমেই সৃষ্টিরাজি রুজি পেয়ে থাকে। আর তোমাকে নিষেধ করি শিরক ও অহঙ্কার করা থেকে-----।"[১]

¿ তাওহীদের পূর্ণতাঃ

তাওহীদের পূর্ণতা ততক্ষণ সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহর এবাদত ও সর্বপ্রকার তাগুত তথা শিরক মুক্ত না হয়। যেমন আল্লাহর বাণীঃ

Z b N M L K J I H G F E D [

النحل: ٣٦

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা এক আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত তথা শিরক থেকে দূরে থাক।" [সূরা নাহ্‌লঃ ৩৬]

¿ তাগুতের বর্ণনাঃ

তাগুত হলোঃ এমন প্রত্যেক জিনিস যা দ্বারা মানুষ সীমা লঙ্ঘন করে। চাই তা মা'বূদ (উপাস্য) হোক যেমনঃ মূর্তি অথবা অনুসরণীয় ব্যক্তি হোক যেমনঃ জ্যোতিষ-গণক ও ধর্ম ব্যবসায়ী পীর-বুজর্গ এবং বদ আমল আলেম সমাজ অথবা মান্যবর ব্যক্তিরা হোক যেমনঃ শাসক ও নেতাজি ও প্রধানরা যারা আল্লাহর অবাধ্য।

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৬৫৮৩ বুখারীর আদাবুল মুফরাদ হাঃ নং ৫৫৮ সহীহ আদাবুল মুফরাদ হাঃ নং ৪২৬ আলবানীর সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১৩৪ দ্রষ্টব্য।

¿ তাগুতের নেতারা:

তাগুত অনেক আছে তাদের মধ্যে বড় পাঁচটি:

W ইবলিস: হে আল্লাহ! আমারা তার থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

W যার এবাদত করা হয় আর সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে।

W যে মানুষকে নিজের এবাদতের জন্য ডাকে।

W যে ব্যক্তি "গায়বী ইলম" তথা কোন মাধ্যম ছাড়াই অদৃশ্যের খবরাদির জ্ঞান দাবি করে।

W যে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যের বিধান (মানব রচিত বিধান) দ্বারা বিচার ফয়সালা করে।

- , +) (' & % $ # " ! [

: 9 7 6 5 3 2 1 0 / .

البقرة: ٢٥٧ Z < ;

"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরি করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো জাহান্নামের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।" [সূরা বাকারা:২৫৭]

৩- এবাদত

¿ এবাদতের অর্থ:

এবাদতের হকদার একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা। এবাদত শব্দটি দু'টি জিনিসের উপর প্রয়োগ হয়:

১. **প্রথম: এবাদত করা:** মহব্বত ও সম্মানের সথে আল্লাহর আদেশসমূহের বাস্তবায়ন ও নিষেধসমূহ বর্জন করে তাঁর জন্য নিজেকে বিলিন ও অবনত করা।

২. **দ্বিতীয়: যার দ্বারা এবাদত করা হয়:** আর তা কথা হোক বা কাজ হোক, প্রকাশ্য হোক বা গোপনীয় হোক যা আল্লাহ পছন্দ করেন এবং করলে খুশি হন। যেমন: দোয়া, জিকির, সালাত, ভালোবাসা ইত্যাদি। সুতরাং, সালাত একটি এবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহর এবাদত করা হয়। আমরা অবনত হয়ে এবং মহব্বত করে ও সম্মানের সঙ্গে একমাত্র আল্লাহর জন্য এবাদত করব। আর শুধুমাত্র তাঁর শরিয়ত সম্মতই এবাদত করব।

¿ জ্বিন ও ইনসান সৃষ্টির হিকমত:

আল্লাহ জ্বিন-ইনসানকে অযথা সৃষ্টি করেন নাই। পানাহার, খেলাধুলা ও হাসি-তামাশা করার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। বরং তাদের সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহর এবাদত করার জন্য। তারা একমাত্র তাঁরই এবাদত করবে, তাঁরই মহত্ব গাইবে এবং তাঁরই আনুগত্য করবে। তাঁর নির্দেশসমূহ মানবে এবং নিষেধসমূহ ত্যাগ করবে। তাঁর দেয়া সীমারেখা লঙ্ঘন করবে না। আর অন্য সবার এবাদত ত্যাগ করবে। যেমন: আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

[C D E F G H I Z الذاريات: ٥٦

"আমি জ্বিন ও ইনসানকে একমাত্র আমার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" [সূরা যারিয়াত: ৫৬]

¿ **এবাদতের হিকমতঃ**

আল্লাহর প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে তাঁর সমস্ত নির্দেশ পালন ও নিষেধ ত্যাগ করা। আর সর্বদা সৃষ্টিকর্তা ও অন্তরের মালিকের ধিয়ান করা। ইহা আল্লাহর বেশি বেশি জিকির ও সব সময় অন্তরে তাঁর ধিয়ান এবং এবাদতের মাধ্যমে হওয়া সম্ভব। আর যখন ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং শক্তিশালী হয় তখন তার আমলও বৃদ্ধি পায় ও মজবুত হয়। এরপর দুই জগতের সাফল্যতার দ্বারা সকল অবস্থা সঠিক হয়ে যায়। আর বিপরীত হলে বিপরীত দাঁড়ায়।

১. আল্লাহর তা'য়ালার বাণীঃ

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ Z

الأحزاب: ٤١ – ٤٢

"মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। আর সকাল-বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর।" [সূরা আহজাবঃ৪১-৪২]

২. আল্লাহর তা'য়ালার বাণীঃ

- , + *) (' & % $ # " ! [

الأعراف: ٩٦ Z 3 2 1 0 / .

"আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং আল্লাহভীরু হত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের বদলাতে।"
[সূরা আ'রাফঃ ৯৬]

¿ **এবাদতের পদ্ধতিঃ**

আল্লাহর এবাদত দু'টি বিশাল মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিতঃ

(১) আল্লাহ তা'য়ালার পরিপূর্ণ ভালোবাসা।

(২) আল্লাহর জন্য নিজেকে পূর্ণ অবনত মস্তকে বিলিন করা।

এ দু'টি মূলনীতি আবার অন্য দু'টি বড় মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর তা হলোঃ

(এক) আল্লাহর অনুকম্পা, এহসান, দয়া ও দানসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যা ভালোবাসাকে অপরিহার্য করে দেয়।
(দুই) আত্মা ও আমলের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য করা, যা দ্বারা জন্ম নেয় আল্লাহর জন্য অবনতি হওয়া ও নিজেকে বিলিন করা।

আর সব চাইতে নিকটের দরজা যার দ্বারা বান্দা তার রবের নিকট পৌঁছতে পারে তা হলো মুখাপেক্ষীর দরজা। নিজেকে গরিব-মিসকিন ভাবা এবং নেই কোন উপায়-উপান্ত ও নেই কোন পন্থা ও অসিলা এমন ভেবে নিজেকে বিলিন করে দেয়া। এ ছাড়া পূর্ণভাবে একমাত্র আল্লাহর প্রয়োজন বোধ করা এবং তিনি ব্যতীত সে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়ে যাবে মনে করা।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ ﴿٥٣﴾ Z النحل: ٥٣ - ٥٥

"তোমাদের কাছে যেসব নেয়ামত আছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। অত:পর তোমরা যখন দু:খ-কষ্টে পতিত হও তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর। " [সূরা নাহ্‌ল: ৫৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[u v w x y z | | } ~ ٱلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ Z فاطر: ١٥

"হে মানুষ সমাজ! তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ; তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।" [সূরা ফাতির:১৫]

¿ এবাদতের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ মানুষ:

নি:সন্দেহে নবী-রসূলগণ (আ:) আল্লাহর পরিপূর্ণ বান্দা; কারণ তাঁরা আল্লাহ সম্পর্কে সবার চেয়ে বেশি জানেন। তাঁরা অন্যদের চেয়ে তাঁকে বেশি তা'যীম তথা সম্মান করেন। এর অতিরিক্ত আল্লাহ তাঁদেরকে মানুষের নিকটে রসূল হিসেবে প্রেরণ ক'রে আরো তাঁদের সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের রেসালাতের ফজিলত তার সঙ্গে বিশেষ উবূদিয়্যাত তথা বন্দেগীর ফজিলতও সমন্বয় ঘটেছে।

এঁদের পরে স্থান হলো সিদ্দিকীনদের, যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য পূর্ণ সত্যতা লাভ করেছে। যার ফলে তাঁরা আল্লাহর আদেশসমূহে অটল ও অনড়। এরপর স্থান হলো শহীদগণের। এরপর সলেহীন তথা সৎ ও নেক লোকদের।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

U T S R Q P O N M L K J I [

النساء: ٦٩ Z \ [Z Y W V

"আর যারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে, তারা ওদের সঙ্গী হবে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন। তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের কতই না উত্তম সঙ্গী।" [সূরা নিসা: ৬৯]

¿ বান্দার প্রতি আল্লাহর হক (অধিকার):

আসমান ও জমিনবাসীদের উপর আল্লাহর হক হলো: তারা একমাত্র তাঁরই এবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। তাঁর আনুগত্য করবে, নাফরমানি ও অবাধ্যতা করবে না। তাঁকে সর্বদা স্মরণ করবে কখনো ভুলে যাবে না। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে কখনো অকৃতজ্ঞতা করবে না। আর যার জন্য সৃষ্ট (এবাদত) তার বিপরীত কিছু সংঘটিত হওয়াটা হয়তো অপারগতা কিংবা অজ্ঞতা আর না হয় বাড়াবাড়ি ও অবহেলার কারণে হয়ে থাকে।

তাই তো আল্লাহ [ﷻ] আসমান ও জমিনবাসীকে আজাব দিলে তাতে তিনি কোন প্রকার জুলুমকারী হবেন না। আর যদি তাদের প্রতি দয়া করেন তাহলে তা হবে তাঁর পক্ষ থেকে তাদের উপর বিশেষ রহমত যা কাজের চেয়ে অনেক বেশি।

عَنْ مُعَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ: « يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّه عَلَى عِبَادِه وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ

يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ ؟ قَالَ: لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا » .متفق عليه.

মু'য়ায ইববে জাবাল [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী [ﷺ]-এর পিছনে 'উফায়ের নামের গাধার উপর বসে ছিলাম। তখন তিনি [ﷺ] বলেন: "হে মু'য়ায! তুমি কি জান আল্লাহর হক তাঁর বান্দার উপর এবং বান্দার হক আল্লাহর উপর কি? মু'য়ায [ﷺ] বলেন আমি বললাম: এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশি জানেন। রসূল [ﷺ] বলেন: বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো: একমাত্র তাঁরই এবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরিক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো: যে তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরিক করে না তাকে শাস্তি না দেয়া। মু'য়ায [ﷺ] বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যাপারে মানুষকে সুসংবাদ প্রদান করি? তিনি (রসূল ﷺ)বলেন: তাদের সুসংবাদ দিও না; কারণ তারা হাত-পা গুটিয়ে পরনির্ভরশীল হয়ে কাজ-কর্ম ও এবাদত করা ছেড়ে দেবে।"[১]

¿ পূর্ণ দাসত্ব ও বন্দেগি:

১. প্রতিটি বান্দা তিনটি অবস্থার মধ্যে আবর্তন বিবর্তন করতে থাকে: (এক) আল্লাহর প্রচুর নেয়ামতের মধ্যে, যার ফলে আল্লাহর শুকরিয়া ও প্রশংসা করা বান্দার জন্য ওয়াজিব। (দুই) পাপকাজে লিপ্ত যার জন্য তওবা ও ক্ষমা চাওয়া ওয়াজিব। (তিন) আপদ-বিপদে যার দ্বারা আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করেন। সে মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি এ তিনটি ওয়াজিব আদায় করবে সে দুনিয়া ও আখেরাতে নিশ্চয় সফলকামী হবে।

২. আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন তাদের ধৈর্যশক্তি ও দাসত্বের পূর্ণতা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে। তাদের ধ্বংস ও শাস্তি দেয়ার জন্য নয়। তাই বান্দার বিপদকালে যেমন আল্লাহর পূর্ণ

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৮৫৬ ও মুসলিম হাঃ নং ৩০

বন্দেগি করা জরুরি তেমনি ভালো অবস্থাতেও পূর্ণ বন্দেগি করা একান্ত প্রয়োজন। পছন্দ-অপছন্দ সবকিছুতে আল্লাহর বন্দেগি করা জরুরি। আর বেশির ভাগ মানুষ পছন্দে পূর্ণ গোলামি করে কিন্তু আসলে কঠিন সময়েও পূর্ণ বন্দেগি করাই হলো জরুরি। বন্দেগিতে বান্দারা সবাই সমান নয় বরং তাদের মাঝে কম-বেশি রয়েছে। ধরা যাক ওযু যা প্রচণ্ড গরমে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা করা এক প্রকার এবাদত। পরম সুন্দরী নারীকে বিবাহ করাও একটি এবাদত। অনুরূপ প্রচণ্ড শীতে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ওযু করা এবাদত। যে পাপ কাজ করতে আত্মা উৎসাহি তা মানুষের ভয়েও নয় বরং ইচ্ছা করেই ত্যাগ করাও বন্দেগি। ক্ষুধা ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাও দাসত্ব। কিন্তু এ দু'প্রকার বন্দেগির মাঝে রয়েছে ব্যাপক ব্যবধান।

অতএব, যে ব্যক্তি সুখে-দু:খে ও পছন্দে-অপছন্দে সর্বাবস্থায় আল্লাহর বন্দেগি করতে পারে, তিনিই আল্লাহর সেই বান্দাদের অর্ন্তভুক্ত হন যাদের নেই কোন ভয়-ভীতি ও চিন্তা। আর তার উপর শত্রুদের নেই কোন শক্তি; কারণ আল্লাহই তার হেফাজতকারী। কিন্তু কখনো শয়তান তাকে ধ্বংস করে ফেলে। বান্দা কখনো গাফলতি-অমনোযোগী, মনপূজারী তথা কামনা-বাসনায় ও রাসে নিপতিত হয়, যার ফলে শয়তান তার মাঝে এ তিনটি দরজা দ্বারা প্রবেশ করে বসে। আল্লাহ পরীক্ষা করার নিমিত্তে প্রতিটি বান্দার উপর তার প্রবৃত্তি ও শয়তানকে শক্তি প্রদান করে দিয়েছেন। এ কথা জানা ও দেখার জন্যে যে, সে তার প্রতিপালকের আনুগত্য করছে না নাফরমানি করছে।

] كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ Z الأنبياء: ٣٥

“আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।” [সূরা আম্বিয়া:৩৬]

৩. মানুষের উপর আল্লাহর যেমন নির্দেশ রয়েছে তেমনি তার প্রবৃত্তিরও নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা চান মানুষ তার ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণ করুক। আর প্রবৃত্তি চায় সম্পদ ও কামনা-বাসনা পূর্ণ করুক।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের থেকে চান আখেরাতের কাজ আর প্রবৃত্তি চায় দুনিয়াবী কাজ।

স্মরণ রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র শক্তিশালী ঈমানই নাজাতের রাস্তা ও আলোর বাতি যার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যার মাধ্যে পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। আর ইহাই হলো পরীক্ষাগার।

১. আল্লাহর বাণী:

[s t u v w x y z { | } ~ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ

مِن قَبْلِهِمْۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ © ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣﴾ Z العنكبوت: ٢ - ٣

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যহতি পেয়ে যাবে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি, তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বের ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয় জেনে নিবেন মিথ্যুকদের।"

[সূরা আনকাবূত: ২-৩]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

[" # $ & ' ( ) * + , - . / 0 1 2

3 Z يوسف: ٥٣

"আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার রব ক্ষমাশীল, দয়ালু। [সূরা ইউসুফ: ৫৩]

¿ বন্দেগির সঠিক বুঝ:

জমিন মিষ্টি ও তিতা সবধরণের ফলের গাছ রোপণের জন্য উপযুক্ত। আর ফিতরৎ তথা দ্বীনের মূল স্বভাব সেখানে যে কোন গাছ লাগানোর জন্য এক মুক্তাঙ্গন। অতএব, যে তাতে ঈমান ও তাকওয়ার গাছ লাগাবে সে চিরস্থায়ী স্বাদের ফল পাড়বে। আর যে কুফরি, অজ্ঞতা ও পাপের গাছ লাগাবে সে চিরস্থায়ী দু:খের ও অনীষ্টের ফল পাড়বে।

মনে রাখতে হবে যে, সবচেয়ে যার জ্ঞান রাখা বেশি প্রয়োজন তা হলোঃ আপনার প্রতিপালকের পরিচয় এবং তাঁর ব্যাপারে যা ওয়াজিব তা জানা। যার ফলে মহান আল্লাহর ব্যাপারে আপনি জ্ঞানে অজ্ঞতা--, কাজে অবহেলা--, প্রবৃত্তির ত্রুটি, আল্লাহর হকে শিথিলতা--- ও লেনদেনে জুলুম করেন তা স্বীকার করতে পারবেন।

বান্দা যদি কোন নেকির কাজ করে তাহলে ভাবে ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। আল্লাহ যদি তা কবুল করে নেন তাহলে দ্বিতীয় অনুগ্রহ। আর যদি দ্বিগুণ বর্ধিত করেন তাহলে তৃতীয় অনুগ্রহ। কিন্তু যদি প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে এরূপ আমল গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিবেচিত হবে।

আর যদি বান্দা কোন পাপ করে তাহলে মনে রাখতে হবে যে, তার প্রতিপালক তাকে ছেড়ে দিয়েছেন এবং তার হেফাজতের রশির বন্ধন কেটে ফেলেছেন। আর যদি তার পাপের জন্য তাকে পাকড়াও করেন তাহলে ইহা তাঁর ইনসাফ। কিন্তু যদি পাকড়াও না করেন তাহলে ইহা তাঁর অনুগ্রহ। আর যদি মাফ করে দেন তাহলে ইহা বান্দার প্রতি তাঁর বিশেষ এহসান ও অনুকম্পা।

আসমান-জমিনে যতকিছু সবই আল্লাহর বান্দা। প্রতিটি মানুষের স্বীকার করা ওয়াজিব যে, সে সৃষ্টিগত ও শরিয়তগতভাবে আল্লাহর বান্দা। আপনি তাঁরই বান্দা; কারণ তিনিই আপনার সৃষ্টিকর্তা, আপনার মালিক, আপনার সকল বিষয়ের মহাব্যবস্থাপক। আর আপনি তাঁর বান্দা চাইলে দিবেন আর না চাইলে দিবেন না। তিনি চাইলে আপনাকে ধনী বানাবেন আর চাইলে গরিব বানাবেন। তিনি চাইলে আপনাকে হেদায়েত দান করবেন আর চাইলে পথভ্রষ্ট করবেন। তিনি তাঁর হিকমত ও দয়ার দাবি মোতাবেক যা চাইবেন অপনার জন্যে তাই করবেন। শরিয়তগতভাবে আপনি তাঁর বান্দা; তাই তিনি যা বিধিবিধান করেছেন সে অনুযায়ী তাঁর এবাদত করা আপনার প্রতি ওয়াজিব। তাঁর নির্দেশসমূহ আদায় করবেন ও নিষেধসমূহ ত্যাগ করবেন এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবেন যার ফলে দুনিয়া ও আখেরাতে সুখী হবে।

¿ সমস্ত সৃষ্টিজীব আল্লাহর মুখাপেক্ষী:

তাদের মুখাপেক্ষীতা দুই প্রকার:

১. বাধ্যগত মুখাপেক্ষীতা। ইহা সমস্ত সৃষ্টিকুলের প্রতিপালকের মুখাপেক্ষীতা, তাদের অস্তিত্ব, চলাফেরা এবং যা তাদের প্রয়োজন তার জন্য।

২. নির্বাচিত মুখাপেক্ষীতা। আর ইহা দু'টি জিনিস জানার ফলাফল: বান্দার তার প্রতিপালকের পরিচয় জানা ও বান্দার তার নিজের পরিচয় জানা। অতএব, যে তার প্রতিপালককে সর্বতভাবে অমুখাপেক্ষী জানবে সে নিজেকে সর্বতভাবে মুখাপেক্ষী জানতে পারবে এবং বন্দেগির দরজাকে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত নিজের প্রতি জরুরি করে নেবে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[u v w x y z | } ~ ٱلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ Z فاطر: ١٥

"হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ; তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।" [সূরা ফাতির:১৫]

৪- শির্ক

- **শিরকের সংজ্ঞা:** শির্ক হচ্ছে আল্লাহর রবূবিয়াতে (কাজে), আসমা ওয়াস্‌সিফাতে (নাম ও গুণাবলীতে) এবং উলূহিয়াতে (বান্দার সকল এবাদতে) অথবা এর কোন একটিতে কোন কিছুকে শরিক স্থাপনের কারার নাম। সুতরাং, মানুষ যখন এ বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর সঙ্গে আর কেউ সৃষ্টিকর্তা বা সাহায্যকারী আছে তখন সে মুশরিক। আর যে এ বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এবাদতের হকদার সেও মুশরিক। আর যে এ মনে করবে যে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে অন্য কেউ সদৃশ আছে সেও মুশরিক।

- **শির্কের ভয়াবহতা:**

১. শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম; কারণ ইহা আল্লাহর একান্ত বিশেষ হক তাওহীদের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন। তাওহীদ হলো সবচেয়ে বড় ইনসাফ। পক্ষান্তরে শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম ও ঘৃণ্যতা; কারণ এতে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালককে ছোট করা হয় এবং তাঁর আনুগত্য থেকে অহংকার করা হয়। এ ছাড়া আল্লাহর বিশেষ হক অন্যের জন্য সাব্যস্ত করা হয়। শিরকের ভয়াবহতা কঠিন, যার ফলে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মুশরিক হয়ে সাক্ষাৎ করবে তিনি তাকে কস্মিনকালেও ক্ষমা করবেন না। যেমন আল্লাহর বাণী:

النساء: ٤٨ Z ﴿٤٨﴾ ٰ ~ } | { z y x w v u t s r [

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীস্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করবেন না এবং এর চেয়ে ছোট পাপ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন।"
[সূরা নিসা: ৪৮]

২. শির্ক সবচেয়ে বড় জুলুম তথা অন্যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত করল সে এবাদতকে যথা স্থানে রাখল না এবং যে হকদার না তার জন্য নির্দিষ্ট করল, যা সবচেয়ে বড় জুলুম। যেমন আল্লাহর বাণী:

[A B C D E Z لقمان: ١٣

"নিশ্চয় শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম।" [সূরা লোকমান:১৩]

৩. শির্ক সমস্ত সৎ আমলকে পণ্ড করে দেয় এবং ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্তের দিকে ঠেলে দেয়। আর ইহা সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ।

১. আল্লাহর বাণী:

] وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ © عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾ Z الزمر: ٦٥

"তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহি হয়েছে, তুমি আল্লাহর শরিক স্থির করলে তোমার কর্ম পণ্ড হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" [সূরা জুমার: ৬৫]

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه، قَالَ:« الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ ». متفق عليه.

২. আবু বাকরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেছেন: আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ সম্পর্কে জানিয়ে দেব না? রসূল [ﷺ] এভাবে তিনবার বললেন। তাঁরা (সাহাবাগণ-ﷺ) বললেন: হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন: "আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, মা-বাবার অবাধ্য হওয়া। রসূল [ﷺ] এবার হেলান দেয়া অবস্থা থেকে উঠে বসে বললেন: সাবধান! মিথ্যা কথা থেকে সাবধান! বর্ণনাকারী বলেন: এ কথাটি রসূল [ﷺ] বারবার বলতেছিলেন এমনকি আমরা বলতে ছিলাম: হায়! যদি তিনি চুপ করতেন।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৬৫৪ ও মুসলিম হাঃ নং ৮৭

- **শিরকের ঘৃণ্যতা ও কুপ্রভাবঃ**

আল্লাহ তা'য়ালা শিরকের চারটি ঘৃণ্যতা ও কু-পরিণতি সম্পর্কে চারটি আয়াতে উল্লেখ করেছেন তা হলোঃ

১. আল্লাহর বাণীঃ

[r s t u v w x y z { | } ~ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ Z النساء: ٤٨

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীস্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করবেন না এবং এর চেয়ে ছোট পাপ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন। আর যে শিরক করল সে বড় ধরনের অপবাদ ধারণ করল।" [সূরা নিসাঃ ৪৮]

২. আল্লাহর বাণীঃ

[b c d e f g h i Z النساء: ١١٦

"আর যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করল সে বহু দূরের ভ্রষ্টতায় পতিত হলো।" [সূরা নিসাঃ **১১৬**]

৩. আল্লাহর বাণীঃ

[J K L M N O P Q R S T V W X Y Z Z المائدة: ٧٢

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশীস্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নামে। আর এরূপ অত্যাচারীদের জন্যে কোন সাহায্যকারী হবে না।" [সূরা মায়েদাঃ৭২]

৪. আল্লাহর বাণীঃ

[' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 Z الحج: ٣١

"আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল। অত:পর মৃতভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা

বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।" [সূরা হাজ্বঃ ৩১]

- **মুশরিকদের শাস্তিঃ**

১. আল্লাহর বাণীঃ

[z { | } ~ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ

© شَرُّ ٱلۡبَرِيَّةِ ٦ Z البينة: ٦

"নিশ্চয় মুশরিক ও আহলে কিতাবের যারা কুফরি করেছে তাদের স্থান জাহান্নামে। সেখানে তারা চিরস্থায়ী অবস্থান করবে। তারাই হলো সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টিজীব।" [সূরা বাইয়িনাঃ ৬]

২. আরো আল্লাহর বাণীঃ

K J I H G F E D C B A [

V U T S R Q P O N M L

النساء: ١٥٠ Z a ` _ ^] [Z Y X W

١٥١ –

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আজাব।" [সূরা নিসা:১৫০-১৫১]

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُود ﷺ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«مَنْ مَاتَ وَهْـــوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّه نِدًّا دَخَلَ النَّارَ ». متفق عليه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি শিরক করা অবস্থায় মারা যাবে সে জান্নামে প্রবেশ করবে।"[১]

- **শিরকের ভিত্তিঃ**

শিরকের ভিত্তি ও ঘাঁটি যার উপর শিরকের বুনিয়াদ তা হলো গাইরুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কেউ)-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন। আর যে গাইরুল্লাহ এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে, আল্লাহ তাকে যার সঙ্গে সে সম্পর্ক করেছে তার দিকে সোপর্দ করে দিবেন। তার দ্বারা তাকে শাস্তি দিবেন এবং যার সঙ্গে সম্পর্ক জুড়েছে সেদিক থেকে অপদস্ত করবেন। যার ফলে সে সবার নিকট ঘৃণিত হবে কেউ তার প্রশংসাকারী থাকবে না। অপদস্ত হবে কেউ তার সাহায্যকারী হবে না। যেমন আল্লাহ [ﷻ] বলেনঃ

[\ ] ^ _ ` a b c d e Z الإسراء: ٢٢

"আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করো না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে।" [সূরা বনি ইসরাঈলঃ ২২]

¿ **শিরকের সূক্ষ বুঝঃ**

আল্লাহর সাথে তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীতে, তাঁর বিধানে, তাঁর এবাদতে শিরক করা। এ হলো শিরকের প্রকারসমূহ। প্রথমটি হলো রবুবিয়াতে শিরক। দ্বিতীয়টি হলো আনুগত্বে শিরক। তৃতীয়টি হলো এবাদতে শিরক। আল্লাহ তা'য়ালা হলেন সুমাহন একমাত্র প্রতিপালক এবং সমস্ত সৃষ্টিরাজির একমাত্র সৃষ্টিকর্তা।

আর আল্লাহর সাথে তাঁর বিধানে শিরক করা তাঁর এবাদতে শিরক করার মতই। দু'টিই বড় শিরক যা মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়; কারণ এবাদত একমাত্র আল্লাহর হক যাঁর কোন শরিক নেই। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

[âكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ ç è é ê ë بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ î ï Z

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৪৯৭ ও মুসলিম হাঃ নং ৯২

الكهف: ١١٠

“অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরিক না করে।” [সূরা কাহাফ:১১০]

বিধান ফয়সালা করা একমাত্র আল্লাহর অধিকার। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] ¶ ﴿ اَلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ أَبۡصِرۡ بِهِۦ وَأَسۡمِعۡۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِيّٖ وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدٗا ﴿٢٦﴾ Z الكهف: ٢٦

“নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন। তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরিক করেন না।” [সূরাকাহাফ:২৬]

যে কেউ আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান ছেড়ে অন্য কারো বিধান দ্বারা ফয়সালা করবে সে কাফের ও মুশরিক। আর তার প্রতিপালক হবে সেই যার দ্বারা ইবলীস শয়তান মানব রচিত বিধান প্রণয়ন করেছে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] ٱتَّخَذُوٓاْ © وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ ´ µ ¶ ﴿ وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ﴿٣١﴾ Z التوبة: ٣١

“তারা তাদের পণ্ডিত ও দরবেশদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরিক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র।” [তাওবা:৩১]

আর শয়তানের এবাদত হলো তার নিয়ম-কানুনে অনুগত হওয়া যার দ্বারা মানুষকে সে শিরকের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আল্লাহ তা'য়ালা এই শত্রু থেকে আমাদেরকে সাবধান করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী:

R Q P O N L K J I H G F E D[

يس: ٦٠ – ٦١ Z Y X W V T S

“হে বনি আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখেনি যে, শয়তানের এবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর আমার এবাদত কর। এটাই সরল পথ।” [সূরা ইয়াসীন:৬০-৬১]

আর যেসব কাফেররা মূর্তিকে সেজদা করে তারা কাফের ও ফাজের। যখন তারা আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে শয়তানের বিধানের অনুগত হয়েছে তখন তারা এর দ্বারা তাদের পুরাতন কুফরির সাথে নতুন আর এক কুফরি সংযুক্ত করেছে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

, + *) (' % $ # " ! [

; : 9 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

التوبة: ٣٧ Z C B A @ ? > : <

“এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরির মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফেররা গোমরাহীতে পতিত হয়। এরা হালাল করে নেয় একে এক বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা গণনা পূর্ণ করে নেয় আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোকে। অত:পর হালাল করে নেয় আল্লাহর হারামকৃত মাসগুলোকে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্যে শোভনীয় করে দেয়া হল। আর আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।” [সূরা তাওবা:৩৭]

৫- শিরকের প্রকার

শির্ক দু'প্রকার (১) বড় শির্ক। (২) ছোট শির্ক।

১. বড় শির্ক দ্বীন থেকে খারেজ করে দেয়, সমস্ত আমল পণ্ড করে দেয় এবং তওবা ছাড়া মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বানায়। আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য এবাদত করা বড় শিরক। যেমন: গাইরুল্লাহকে আহব্বান করা। কবরবাসী, জ্বিন ও শয়তান ইত্যাদির নামে নজর-মান্নত মানা ও জবাই করা। অনুরূপ গাইরুল্লাহ এর নিকট এমন জিনিস চাওয়া যা তার শক্তির বাইরে। যেমনঃ অভাবমুক্ত, রোগ আরোগ্য, প্রয়োজন কামনা করা ও বৃষ্টি চাওয়া। এসব অজ্ঞ-মূর্খরা অলি ও নেককারদের কবরের পার্শ্বে বা গাছ ও পাথর ইত্যাদি মূর্তির নিকটে বলে ও করে থাকে।

- **বড় শির্কের কিছু প্রকারঃ**

১. **ভয়-ভীতিতে শির্কঃ** আল্লাহ ব্যতীত যেমনঃ মূর্তি বা তাগুত কিংবা মৃত বা অনুপস্থিত অলিদের কিংবা জ্বিন বা মানুষ ক্ষতি বা অনিষ্ট করাতে পারে বলে ভয় করা। এ ধরনের ভয়-ভীতির স্থান দ্বীন ইসলামে অনেক বড়। সুতরাং যে ইহা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য করবে সে আল্লাহর সাথে বড় শিরক করল। আল্লাহ [ﷻ] এরশাদ করেনঃ

[7 8 9 : ; < = Z آل عمران: ١٧٥

"সুতরাং, তাদেরকে ভয় কর না বরং যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তাহলে আমাকে ভয় কর।" [সূরা আল-ইমরান:১৭৫]

২. **ভরসার মধ্যে শিরকঃ** প্রতিটি বিষয়ে ও প্রতিটি অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা একটি বিরাট এবাদত। ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপর করা ওয়াজিব। সুতরাং যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহ এর উপর এমন ব্যাপারে ভরসা করে যা তার ক্ষমতার বাইরে। যেমনঃ ক্ষতিকর জিনিস দূর করার জন্যে বা কল্যাণ ও রিজিক লাভের

জন্যে মৃত্যু ও অনুপস্থিত ইত্যাদির উপর ভরসা করা। এ ধরনের কাজ যে করবে সে বড় শিরক করল।

আল্লাহর বাণী:

] وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٢٣﴾ Z المائدة: ٢٣

"আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা কর যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।" [সূরা মায়েদা: ২৩]

৩. **মহব্বত তথা ভালোবাসায় শির্ক:** আল্লাহর ভালোবাসা যা পূর্ণ বিনয়তা ও পূর্ণ আনুগত্যকে বাধ্য করে। এ ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। এর মধ্যে অন্য কাউকে শরিক করা হারাম। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুরূপ আর কাউকে ভালোবাসল ও ভক্তি করল সে আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা ও সম্মানে শিরক করল।

আল্লাহর বাণী :

Z n W V U T S R Q P O N M [

البقرة: ١٦٥

"আর মানুষের মধ্যে এরূপ আছে– যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সদৃশ স্থির করে, আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় তারা তাদেরকে ভালোবেসে থাকে।" [সূরা বাকার: **১৬৫**]

৪. **আনুগত্যে শির্ক:** আনুগত্যে শিরকের মধ্যে যেমন: শারিয়তের নাফরমানি ও অবাধ্যতার বিষয়ে আলেম সমাজ, ইমাম, শাসনকর্তা, রাষ্ট্রপতি ও পীর-বুজুর্গদের আনুগত্য করা। আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল বা আল্লাহর হালালকৃত বিষয়কে হারাম করার ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করা। অতএব, এ ব্যাপারে তাদের যে আনুগত্য করবে সে তাদেরকে বিধান রচনায় ও হালাল-হারাম করার ব্যাপারে আল্লাহর সঙ্গে শরিক বানালো। আর ইহা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর বাণী:

] ٱتَّخَذُوٓاْ © وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ ´ µ ¶ ¸ وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ Z التوبة: ٣١

"তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম, ধর্ম–যাজক ও মরয়মের ছেলে মাসীহ্‌কে রব তথা প্রতিপালক বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তাদেরকে এক ইলাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্‌র এবাদত করতে বলা হয়নি। তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। তারা যে সকল তাঁর শরিক সাব্যস্ত করে, তা থেকে তিনি পবিত্র।" [সূরা তাওবা: ৩১]

¿ **মুনাফেকি দু'প্রকার:**

১. **বড় মুনাফেকি:** ইহা বিশ্বাসে মুনাফেকি, বাইরে ইসলাম প্রকাশ করে আর ভিতরে কুফরি গোপন করে রাখাকে বলে। এমন ব্যক্তি কাফের যার স্থান হবে জাহান্নামের সর্বনিম্নে ।

আল্লাহর বাণী:

] إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ © تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ Z النساء: ١٤٥

"নিশ্চয় মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্থানে থাকবে। আর আপনি তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবেন না।" [সূরা নিসা: ১৪৫]

২. **ছোট মুনাফেকি:** ইহা কাজ-কর্ম ইত্যাদির মধ্যে হয়ে থাকে। এমন ব্যক্তি মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না কিন্তু পাপিষ্ঠ হয়।

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيه كَانَ مُنَافقًا خَالصًا، ومَنْ كَانَتْ فِيه خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيه خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاق حَتَّى يَدَعَهَا، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ ،وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেছেন: "যার মধ্যে চারটি অভ্যাস থাকবে সে সুস্পষ্ট মুনাফেক। আর যার মধ্যে এর কোন একটি পাওয়া যাবে সে সেটির মুনাফিক যতক্ষণ সেটি ত্যাগ না করে। যখন তার নিকট কোন আমানত রাখা হয় সে তার খেয়ানত করে। যখন কথা বলে তখন সে মিথ্যা বলে। যখন অঙ্গীকার করে তখন তা ভঙ্গ করে। আর যখন ঝগড়া করে তখন বাজে কথা বলে।" [১]

২. **ছোট শিরক:** ইহা তাওহীদকে হ্রাস করে দেয়। কিন্তু মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ তথা বের করে দেয় না। ইহা বড় শিরক পর্যন্ত পৌঁছানোর একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ছোট শিরককারীকে শাস্তি ভোগ করতে হবে, তবে কাফেরদের মত চিরস্থায়ী জান্নামী হবে না। বড় শিরক সমস্ত আমলকে পণ্ড করে দেয় কিন্তু ছোট শিরক শুধুমাত্র সে কাজটি পণ্ড করে। কোন কাজ আল্লাহর জন্য ক'রে কিন্তু মানুষের প্রশংসা অর্জন করাও উদ্দেশ্য থাকে। যেমন: মানুষ দেখানো বা শুনানো কিংবা তাদের প্রশংসার জন্য সালাত সুন্দর করে আদায় করা কিংবা দান-খয়রাত করা, রোজা পালন করা আথবা জিকির-আজকার করা। একে বলা হয় "রিয়া" তথা লোক দেখানো আমল যার সংমিশ্রণে আমল বাতিল হয়ে যায়।

১. আল্লাহর বাণী:

[قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ à â كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ

ç è é ê ë بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ î ï Z الكهف: ١١٠

"বলুন! আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ্। অতএব, যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার রবের এবাদতে কাউকে শরিক না করে।" [সূরা কাহাফ: ১১০]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৪ ও মুসলিম হাঃ নং ৫৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'য়ালা বলেন:"আমি সর্বপ্রকার শরিক থেকে অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি কোন আমলে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করে আমি তাকে ও তার শিরককে ত্যাগ করি।" [১]

¿ ছোট শিরকের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা। অনুরূপভাবে কারো কথা ''আল্লাহ এবং অমুকের ইচ্ছায়'' বা "যদি আল্লাহ ও ঐ ব্যক্তি না হতো" অথবা "ইহা আল্লাহ ও উমুক ব্যক্তির পক্ষ থেকে" কিংবা "আমার আল্লাহ ও উমুক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ নেই" ইত্যাদি বলা। ওয়াজিব হলো: "আল্লাহ যা চেয়েছেন অত:পর অমুক যা চেয়েছে" এমন বলা।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ». أخرجه أبو داود والترمذي.

১. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল সে কুফরি অথবা শির্ক করল।" [২]

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ». أخرجه أحمد وأبوداود.

২. হুযাইফা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"তোমরা ''আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং অমুক যা চেয়েছে''

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৯৮৫

[২]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩২৫১, তিরমিযী হাঃ নং ১৫৩৫ শব্দ তারই

বলো না। বরং "আল্লাহ যা চেয়েছেন অত:পর অমুক যা চেয়েছে" বল।"[১]

ছোট শিরক কখনো বড় শিরকে পরিণত হতে পারে। আর ইহা শিরককারীর অন্তরের ব্যাপার। অতএব, ছোট-বড় সর্বপ্রকার শিরক থেকে প্রতিটি মুসলিমের সতর্ক থাকা ফরজ; কারণ শিরক বড় জুলুম যা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। যেমন আল্লাহর বাণী:

النساء: ٤٨ Z ﴿٤٨﴾ ~ } | { z y x w v u t s r [

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীস্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করবেন না এবং এর চেয়ে ছোট পাপ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন।" [সূরা নিসা আয়াত: ৪৮]

¿ কিছু শিরকি কথা বা মাধ্যম:

কিছু কথা বা কাজ আছে যা বড় ও ছোট শিরকের মধ্যে আবর্তন-বিবর্তন করে। এটা যার দ্বারা ঘটবে তার অন্তরের উপর নির্ভর করবে। ইহা সঠিক আকীদার পরিপন্থী কাজ অথবা আকীদার মধ্যে কলুষ যা থেকে শরীয়ত সাবধান করে দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে যেমন:

১. বালা ও সুতা প্রভৃতি আপদ-বিপদ দূর করা অথবা স্পর্শ না করার জন্য ব্যবহার করা।

২. সন্তানদের শরীরে তাবিজ-কবজ ঝুলানো। চাই তা পুঁতি হোক বা হাড় কিংবা কোন কিছুতে লিখা হোক যা বদ নজর ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইহা নি:সন্দেহে শিরক।

৩. পাখী বা ব্যক্তি কিংবা কোন স্থান ইত্যাদির মাধ্যমে অশুভ বা কুলক্ষণ মনে করা যা শিরক; কারণ এর সম্পর্ক গাইরুল্লাহ এর সাথে জড়ানো হয়। এ বিশ্বাস করে যে তার দ্বারা ক্ষতি হয়। কিন্তু তা একটি সৃষ্টি যার ভাল-মন্দ করার কোন ক্ষমতা নেই। ইহা শয়তানের পক্ষ থেকে মানুষের

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২৩৫৪, সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১৩৭ দ্রঃ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৯৮০ শব্দ তারই

অন্তরে এক প্রকার ওয়াসওয়াসা তথা কুমন্ত্রনা যা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসার বিপরীত আকীদা।

৪. গাছ, পাথর, নির্দশন ও কবর ইত্যাদি দ্বারা বরকত হাছিল করা। এ ধরনের জিনিস থেকে বরকত চাওয়া ও আশা করা শিরকি আকীদা; কারণ এর দ্বারা গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাথে সম্পর্ক জুড়া ও বরকত হাছিল করাই প্রমাণ করে।

৫. জাদু: ইহা হচ্ছে যার কারণ গোপনীয় ও সূক্ষ্ম। ইহা বিপদ দূর করার বাক্য, মন্ত্র, বাণী ও ঔষধ যা অন্তর ও শরীরে প্রভাব ফেলে। যার ফলে অসুস্থ হয় কিংবা হত্যা করা হয় অথবা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে। ইহা শয়তানী কাজ। জাদু বেশির ভাগ শিরকের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। জাদু এক প্রকার শিরক; কারণ এর মধ্যে গাইরুল্লাহ তথা শয়তানের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এবং ইলমে গায়বের (অদৃশ্যের জ্ঞান) দাবী করা হয়। আল্লাহ [ﷻ] এরশাদ করেন:

Z s 1 0 / . - , + *) [

البقرة: ١٠٢

"সুলাইমান কুফরি করে নাই বরং শয়তানরা কুফরি করেছে। যারা মানুষদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে।" [সূরা বাকারা: ১০২]

আর জাদু কখনো কবিরা গুনাহ হয় যদি তা শুধু ঔষধ ও প্রতিষেধক হয়।

৬. গণকী ব্যবসা: শয়তানের সাহায্যে ভবিষ্যতে ঘটবে এমন ইলমে গায়ব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান দাবী করে খবর দেয়া। ইহা শিরক; কারণ এতে গাইরুল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের) নৈকট্য লাভ করা হয় এবং ইলমে গায়বের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে শরিক দাবি করা হয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَـنْ أَتَـى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ». أخرجه أحمد والحاكم.

আবু হুরাইরা ও হাসান [ﷺ] থেকে বর্ণিত তাঁরা নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর নিকটে

যায় অত:পর সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মদ [ﷺ] -এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরি করল।”[১]

৭. জ্যোতিষিক: সৌর জগতের অবস্থার আলোকে পৃথিবীতে বিভিন্ন পরিবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী করা। যেমন: ঝড়-বাতাস, বৃষ্টি বর্ষণ, রোগ, মৃত্যুর সময় ও ঠাণ্ডা-গরমের প্রকাশ এবং বিশ্ব-বাজারের মূল্য ইত্যাদি পরিবর্তন সম্পর্কে বাণী দেওয়া। ইহা শিরক; কারণ এর দ্বারা বিশ্ব-ব্যবস্থাপনা ও ইলমে গায়বে তথা অদৃশ্যের জ্ঞানে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করা হয়।

৮. নক্ষত্র দ্বারা বৃষ্টি কামনা করা: তারকারাজির উঠা-ডুবার সাথে বৃষ্টি বর্ষণের সম্পর্ক করা। যেমন বলা: আমরা অমুক তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি পেয়েছি। এখানে বৃষ্টি বর্ষণের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে না করে তারকার সঙ্গে জুড়েছে যা বড় শিরক; কারণ বৃষ্টি বর্ষণ আল্লাহর হাতে কোন তারকার সাথে সম্পর্ক বা অন্যের হাতে নয়।

৯. নেয়ামতের সম্পর্ক গাইরুল্লাহর দিকে করা: দুনিয়া-আখেরাতে সকল প্রকার নেয়ামত একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি কোন নেয়ামতের সম্পর্ক গাইরুল্লাহর সাথে করবে সে শিরক ও কুফরি করল। যেমন: সম্পদ অর্জন অথবা আরোগ্য লাভের সম্পর্ক আল্লাহ ছাড়া অন্যের সঙ্গে করা। জলে-স্থলে ও নৌপথে নিরাপদে চলাফেরার নেয়ামতকে চালক, মাঝি ও পাইলটের সাথে করা। বিভিন্ন ধরনের নেয়ামত হাছিল এবং শত্রুতা ও শাস্তির প্রতিরক্ষাকে সরকারী বা ব্যক্তি কিংবা পতাকা ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক জুড়া।

ফরজ হলো প্রতিটি নেয়ামতের সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহর সাথে করা এবং একমাত্র তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর যা কিছু কোন সৃষ্টির হাতে সম্পাদন হয় তা শুধু কারণ মাত্র যা কখনো ফলদায়ক হয় আর কখনো হয় না। আবার কখনো উপকারে আসে আবার কখনো অপকারে আসে।

---

[১].হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৯৫৩৬ শব্দ তারই, হাকেম হাঃ নং ১৫ ও ইরওয়াউল গালীল হাঃ নং ২০০৬ দ্রঃ

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

] وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ ﴿٥٣﴾ Z النحل: ٥٣

"তোমাদের কাছে যে সমস্ত নেয়ামত আছে, তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে। অত:পর তোমাদেরকে যখন দু:খ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর।" [সূরা নাহ্ল: ৫৩]

¿ ছবি তুলার বিধান:

আত্মা আছে এমন প্রতিটি জীবের ছবি উঠানো হারাম। বরং কবিরা গুনাহ। দ্বীন ও চরিত্র বিনষ্টের জন্য সব সময় সকল প্রকার ছবির বিরাট প্রভাব রয়েছে।

প্রথমত: ছবিই জমিনে সর্বপ্রথম শিরকের কারণ। আর এ ছিল নূহ [عليه السلام]-এর জাতির নেক-বুজুর্গদের ছবি-মূর্তি অঙ্কন করা। নেক লোকদের নাম হলো: ওয়াদ্দ, সুওয়া', ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাস্‌র। এ ছিল এক নেক উদ্দেশ্য আর তা হলো: যাতে করে তারা তাদেরকে দেখে জিকির ও এবাদতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পায়। এরপর লম্বা সময় অতিবাহিত হয় এবং তারা গাইরুল্লাহর এবাদত আরম্ভ করে। তাই দুনিয়াতে তাওহীদের প্রতি সর্বপ্রথম শিরকী অন্যায় ছিল ছবি তুলা।

দ্বিতীয়ত: ছবি তুলা দ্বীনের বিপর্যয়, চরিত্র ধ্বংস, নোংরা বিস্তার এবং মহৎ গুণ বিনষ্টের এক বিরাট কারণ। নারীদের উলঙ্গ ও বেপর্দা ছবি তুলে যুবকদের যৌন চহিদার সামনে সমপ্রচার করে তাদের দ্বীন ও চরিত্র ধ্বংস করা হচ্ছে যা চরিত্রের প্রতি এক বিরাট অবিচার। আর বিপর্যয় দূর করা কোন কল্যাণকর বয়ে নিয়ে আসার পূর্বের কাজ। আর যে জিনিস হারামের দিকে নিয়ে যায় তাও হারাম। তাই যদি সেটা হরাম জিনিস হয় এবং অন্য আর এক হারামের দিকে নিয়ে যায় তাহলে তার বিধান কি হওয়া উচিত?!

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ Z النساء: ١٤

"যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।" [সূরা নিসা:১৪]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আজাব হবে ছবি অঙ্কনকারীদের।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: ওর চাইতে বড় জালেম কে হতে পারে, যে আমার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করে। সে তার একটি অণু সৃষ্টি করুক তো বা একটি দানা বা জব সৃষ্টি করুক তো।"[২]

---

[১]. বুখারী হা: নং ৫৯৫০ মুসলিম হা: নং ২১০৯

[২]. বুখারী হা: নং ৭৫৫৯ মুসলিম হা: নং ২১১১

দোস্তী ও দুশমনির সূক্ষ্ম বুঝ

বন্ধুত্ব ও দোস্তী হলো: মুমিনদেরকে ভালবাসা, সাহায্য করা, সম্মান ও ইজ্জত করা।

দুশমনি ও শত্রুতা হলো: কাফেরদের থেকে দূরে ও সম্পর্ক ছিন্ন করা। এ ছাড়া তাদেরকে ভয় প্রদর্শন ও ওজরের পরে তাদের সাথে দুশমনি ও শত্রুতা রাখা।

মিত্রতা হলো আল্লাহ ও তাঁর দ্বীন, রসূল ও অলিদের ভালবাসার বহি:প্রকাশ। আর শত্রুতা হলো বাতিল ও তার পরিবারকে ঘৃণার চিত্র ও দৃশ্য।

মিত্রতা ও শত্রুতা তাওহীদের বিশাল একটি বিষয়; কারণ ইহাই হচ্ছে তাওহীদ, ঈমান, আনুগত্য, তাকওয়া এবং বন্ধুত্ব ও দুশমনি। আর দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপত্তা বাস্তবায়ন হবে ঈমান ও শিরক ও মুশরেকদের সাথে দুশমনি দ্বারাই। আর জমিনে তাওহিদী কালেমা ততক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবায়ন হবে না যতক্ষণ মিত্রদের সাথে মিত্রতা এবং শত্রুদের সাথে শত্রুতা করা না হবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[¶ ¸ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾ Z المائدة: ٥٥ - ٥٦

"তোমাদের বন্ধু আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মুমিনরা–যারা সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং মুমিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।" [সূরা মায়েদা:৫৫-৫৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن à وَٱلْكُفَّارَ â وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن ç è é Z المائدة: ٥٧

"হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।"
[সূরা মায়েদা:৫৭]
৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[s t u v w x y z { | } ~ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا © وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ Z الممتحنة: ٤

"তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সংঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।" [সূরা মুমতাহিনাহ:৪]

¿ কার্যকর মূলনীতিসমূহ যার দ্বারা বাস্তবায়িত হবে মিত্রতা ও শত্রুতা:

তাওহিদী কলেমা নিম্নের বিষয়াদিতে দোস্তী ও দুশমনি দাবী রাখে:

প্রথমত: মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব এবং কাফেরদের সাথে শত্রুতা রাখা। এ ছাড়া আল্লাহর শরিয়তের আনুগত্য এবং আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা ফয়সালা করা আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাগূতকে অস্বীকার করা।

আল্লাহ তা'য়ার বাণী:

[" # $ % & ' ( ) + , - . / 0 1
2 3 5 6 7 8 9 : ; Z المائدة: ٥١

"হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব

করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" [সূরা মায়েদা:৫১]

দ্বিতীয়তঃ তাওহীদের সাক্ষ্য "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাাহ" একজন মুসলিমকে তাঁর মুসলিম ভাইয়ের সাথে বাস্তবে বন্ধুত্ব রাখা ওয়াজিব করে দেয়। আর জাহেলিয়াতের সমস্ত গোত্রীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবাদের বন্ধুত্বকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই চাই সে যেখানেই হোক না কেন। আর ইসলামী রাষ্ট্র মুসলিমের রাষ্ট্র তা পৃথিবীর যে কোন স্থানে হোক না কেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

k j i h g e d c b a [

x v u t r q p o n m l

التوبة: ٧١ Z | { z y

"আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ করে। আর সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করে। এদেরই উপর আল্লাহ দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্ররাক্রমশালী, সুকৌশলী।" [সূরা তাওবাহ:৭১]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

@ ? > = < ; : 9 8 7 6 [

التوبة: ٢٣ Z J I H G F E D B A

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা, ও ভাইদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালঙ্ঘনকারী।" [সূরা তাওবাহ:২৩]

তৃতীয়তঃ দ্বীনের নিদর্শনাবলি, বিধানসমূহ ও সমস্ত আদব প্রকাশ করা। আর আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নত দ্বারা মুসলিমের পার্থক্যকরণ ও

সম্মানবোধ করা। এ ছাড়া কুরআন-সুন্নার বিপরীত সকল চিন্তা, কথা ও কাজ পরিহার করা। আর নব জাহেলিয়াতকে শূন্য করা ও তার জালিয়াতির মুখোশ খুলে দেয়া; যাতে করে মানুষ তার ধোকায় না পড়ে। আল্লাহ তা'য়ালা বাণী:

] قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي © رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ

أُمِرۡتُ ´ µ ¶ ¸ Z الأنعام: ١٦٢ – ١٦٣

"বলুন! আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছুই একমাত্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরিক নেই, আর এরই আদেষ্টিত হয়েছি এবং আমিই সর্বপ্রথম মুসলিম।" [সূরা আন'আম:১৬২-১৬৩]

চতুর্থতঃ পৃথিবীর যে কোন স্থানের মাজলুম মুসলিমদের সাহায্য করা। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই তার প্রতি ওয়াজিব হলো তার পাশে দাঁড়ানো। এ ছাড়া প্রতিটি স্থানে ও ব্যাপারে তাকে অর্থ, হাত ও জবান দ্বারা সাহায্য করা জরুরি।

আর তাওহীদের পরে সবচেয়ে বড় ওয়াজিব হলো আল্লাহর অলিদেরকে সাহায্য করা তাতে সে যেই হোক ও যেখানেই হোক না কেন। আর শয়তানের অলিদের সাথে শত্রুতা রাখা তাতে সে যেই হোক ও যেখানেই হোক না কেন। যদি উম্মতে মুসলিমা এ দায়িত্ব পালন না করে তবে নিজেদেরকে ফেতনা ও বিশাল বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেবে। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

T S R Q P O N M L K J [

c b a ` _ ^] \ Z Y X W V U

r q p o n m l k j i g f e d

s t v w x y z { | } ~ بَعۡضٍۚ إِلَّا

تَفۡعَلُوهُ تَكُن فِتۡنَةٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَفَسَادٞ © ﴿٧٣﴾ Z الأنفال: ٧٢ – ٧٣

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, স্বীয় জানমাল দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দেশত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগ করে। অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সবই দেখেন। আর যারা কাফের তারা পারস্পরিক বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে।" [সূরা আনফাল:৭২-৭৩]

পঞ্চমতঃ মুমিনদেরকে আশান্বিত করা এবং আল্লাহর সাহায্য তাঁর অলিদের জন্য অতি নিকটে তার সুসংবাদ দেয়া। এ ছাড়া আল্লাহর দুশমন কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনা অতি নিকটে তারও খবর দেয়া।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

الحج: ٤٠ – ٤١

"আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্ররাক্রমশালী, শক্তিধর। তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি–সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।"

[সূরা হাজ্ব:৪০-৪১]

নি:সন্দেহে পরিণাম মুত্তাকীন এবং সাহায্য ধৈর্যশীল ও ঈমানদার আল্লাহর অলিগণের জন্য অবধারতি।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ ´ ¶ ، ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ ٱللَّهِ
يَنصُرُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥﴾ ! " $ % & ' (
) * + , - Z الروم: ٤ – ٦

"অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। আল্লাহর সাহায্যে, তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে, আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"
[সূরা রূমঃ ৪-৬]

৬ - ইসলাম

W **ইসলাম হলো:** একত্ববাদের সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্য আত্মসমর্পণ করা, এবাদতের দ্বারা তাঁর আনুগত্য করা এবং শিরক ও মুশরেকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

W **মানবজাতির ইসলামের প্রয়োজনীয়তা:**

মানব জাতির দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ইসলাম ছাড়া সম্ভব নয়। ইসলাম মানব জাতির জীবনে পানাহার ও আবহাওয়ার চেয়েও বেশি প্রয়োজন। প্রতিটি মানুষ শরীয়তের মুখাপেক্ষী। মানুষের গতি দু'টি অবস্থার মধ্যে আবর্তন-বিবর্তন করে। প্রথমটি হলো: এমন গতি যার মাধ্যমে তার জন্যে লাভজনক জিনিস বয়ে আনে। দ্বিতীয়টি হলো: এমন গতি যার দ্বারা তার জন্যে যা ক্ষতিকর তা প্রতিহত করে। ইসলাম এমন এক আলো যা তার জন্য উপকার ও অপকার সবই বর্ণনা করে দেয়।

W দ্বীন ইসলামের তিনটি স্তর রয়েছে তা হলো: ইসলাম, ঈমান ও এহ্সান। প্রতিটি স্তরের আবার কিছু রোকন রয়েছে।

W **ইসলাম, ঈমান ও এহসানের মধ্যে পার্থক্য:**

১. যদি ইসলাম ও ঈমান দু'টি শব্দ একত্রে উল্লেখ হয় তবে ইসলাম শব্দের উদ্দেশ্য হলো: বাহ্যিক কার্যাদি তা হলো পাঁচটি রোকন। আর ঈমান শব্দের উদ্দেশ্য গোপনীয় কার্যাদি তা হলো ছয়টি রোকন। আর যখন ভিন্ন জায়গায় ব্যবহার হবে তখন একটি অপরটির অর্থে ও বিধানে শামিল হবে।

২. এহসানের সীমা-রেখা ঈমানের সীমা-রেখা চাইতে ব্যাপক। আর ঈমানের বেষ্টণী ইসলামের বেষ্টণীর চাইতে ব্যাপক। অতএব, এহসান শব্দটি অর্থের দিক থেকে ব্যাপক; কারণ সে ঈমানকেও শামিল করে। তাইতো কোন বান্দা ততক্ষণ এহসানের স্তরে পৌঁছতে পারবে না যতক্ষণ না তার মধ্যে ঈমান মজবুত হবে। আর এহসান শব্দটির বিশেষ অর্থে মুহসিন তথা এহসানকারী; কেননা

এহসানকারীগণ ঈমানদারগণের মধ্যে একটি ছোট দল। অতএব, প্রত্যেক মুহসিন মু'মিন কিন্তু প্রত্যেক মু'মিন মুহসিন নয়।

৩. ঈমান ইসলামের চাইতে অর্থের দিক থেকে ব্যাপক; কারণ ঈমান ইসলামকে শামিল করে। যার ফলে কোন বান্দা ঈমানের স্তর পর্যন্ত পোঁছতে পারে না যতক্ষণ তার মধ্যে ইসলাম দৃঢ়মূল না হয়। আর ঈমান শব্দটি বিশেষ অর্থে মু'মিন তথা ঈমানদারগণ। কেননা ঈমানদারগণ মুসলিমদের মধ্য হতে একটি ছোট দল, সবাই মু'মিন নয়। সুতরাং, প্রত্যেক মু'মিন মুসলিম কিন্তু প্রত্যেক মুসলিম মু'মিন নয়।

W ইসলাম, কুফর ও শিরকের মাঝে পার্থক্যঃ

W **ইসলামঃ** ইসলাম শব্দটির আভিধানিক অর্থ আত্মসমর্পণ করা। আর ইসলামি পরিভাষায় ইসলাম হলোঃ তাওহীদের সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্য আত্মসমর্পণ করা, এবাদতের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা এবং শিরক ও মুশরিকদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করা। অতএব, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর জন্য আত্মসমর্পণ করবে সে মুসলিম। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও অন্যের জন্য আত্মসমর্পণ করবে সে মুশরিক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য আত্মসর্মপণ করবে না সে অহংকারী কাফের।

W **কুফরিঃ** প্রতিপালক মহান আল্লাহকে সম্পূর্ণভাকে অস্বীকার করাকে বলে।

W **শিরকঃ** বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর সঙ্গে তাঁর কাজে, নাম ও গুণাবীতে ও বান্দার এবাদতে অন্য কাউকে শরিক করে তাঁর মর্যাদাকে ছোট করে দেওয়ার নাম।

W কুফরি শিরকের চাইতে বেশি মারাত্মক; কারণ শিরকের দ্বারা আল্লাহর শরিক সাব্যস্ত করা হয়। আর কুফরি দ্বারা প্রতিপালককে অস্বীকার করা হয়। তবে একটি অপরটির স্থানে ব্যবহার হয়। আর যখন একই সঙ্গে ব্যবহার হয় তখন ভিন্ন অর্থ দাঁড়ায়। কিন্তু যখন

ভিন্ন স্থানে ব্যবহার হয় তখন একটি অপরটির অর্থ ও হুকুম শামিল করে।

W সবচেয়ে বড় নেয়ামত:

মানব জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলাম একটি বিরাট নেয়ামত। আর কুরআনুল কারীম সবচেয়ে মহান কিতাব যা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মখলুকাতের মধ্যে মনোনীত ব্যক্তিকে ওয়ারিস বানান। আল্লাহর বাণী:

? > = < ; 9 8 7 6 5 4 3 [

فاطر: ٣٢ Z J I H G F D C B A @

"অত:পর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ।" [সূরা ফাতির:৩২]

আল্লাহ তা'য়ালা এ উম্মতকে যাদের মহান কিতাবের ওয়ারিস বানিয়েছেন তিনভাবে ভাগ করেছেন: (১) নিজের প্রতি অত্যাচারী। (২) মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। (৩) কল্যাণের পথে অগ্রগামী।

অতএব, নিজেদের প্রতি জুলুমকারী যে একবার তাঁর রবের আনুগত্য করে আর একবার নাফরমানি করে। সে সৎ আমলের সাথে খারাপ আমল মিলিয়ে ফেলে। আয়াতে এ প্রকারের দ্বারা আল্লাহ আরম্ভ করেছেন যাতে করে সে নিরাশ না হয়ে পড়ে এবং তার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। এ ছাড়া এরাই হলো বেশির ভাগ জান্নাতের অধিবাসী।

আর মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী হলো: যে তার প্রতি যে সকল ওয়াজিব তা আদায় করে এবং হারামগুলো ত্যাগ করে।

আর কল্যাণের পথে অগ্রগামী হলো: যে তার প্রতি যে সকল ওয়াজিব তা আদায় করে এবং হারামগুলো ত্যাগ করে। এ ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় বেশি বেশি নফল এবাদতও করে। এ

প্রকারের উল্লেখ আয়াতে সর্বশেষ করার কারণ হলোঃ যাতে করে সে তার আমল নিয়ে আশ্চর্য না হয়, ফলে আমল বরবাদ না হয়ে পড়ে। তা ছাড়া এরাই জান্নাতে প্রবেশের বেশি অধিকারী। আর নিজেদের প্রতি জুলমকারীরা বেশির ভাগ জান্নাতী হলেও সর্বাগ্রে প্রবেশকারী হিসাবে সংখ্যা কম। এরা বেশি হওয়ার জন্য তাদের দ্বারা আয়াতে শুরু করা হয়েছে।

আর আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক প্রকারের জন্য জান্নাতে প্রবেশের ওয়াদা করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণীঃ

W V T S R Q P O N M L K [

فاطر: ٣٣ Z Y X

"তারা প্রবেশ করবে বসবাসের জান্নাতে। তথায় তারা স্বর্ণনির্মিত, মোতি খচিত কংকন দ্বারা অলংকৃত হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।" [সূরা ফাতির: ৩৩]

৭- ইসলামের রোকনসমূহ

W ইসলামের রোকন পাঁচটি:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :« بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْـــسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَـــاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ [ﷺ] আল্লাহর রসূল। (২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা। (৩) জাকাত প্রদান করা। (৪) হজ্ব সম্পাদন করা। (৫) রমজান মাসের রোজা রাখা।"[১]

W "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ্" এ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ:

মানুষ তার জবান ও অন্তর দ্বারা স্বীকার করবে যে, আল্লাহ [ﷻ] ব্যতীত আর কোন সত্য ইলাহ্-উপাস্য নেই। আর তিনি ছাড়া যত মা'বূদ রয়েছে তাদের উলূহিয়াত বাতিল এবং তাদের এবাদত করাও বাতিল। ইহা নেতিবাচক ''লাা ইলাাহ'' অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত যার এবাদত করা হয় সকলকে অস্বীকার করা। আর ইতিবাচক ''ইল্লাল্লাাহ'' অর্থাৎ সকল প্রকার এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই করা, যার এবাদতে কোন শরিক নেই। যেমন তাঁর রাজত্বে তিনি একক তাঁর কোন শরিক নেই।

W "মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাাহ্" এ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ:

নবী [ﷺ] যার নির্দেশ করেছেন তার আনুগত্য করা এবং যা খবর দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা। আর যে সকল জিনিস থেকে নিষেধ-বারণ করেছেন ও যে সকল ব্যাপারে ধমক দিয়েছেন সেগুলো থেকে

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৮ ও মুসলিম হাঃ নং ১৬ শব্দ তারই

সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকা এবং তাঁর দেয়া শরীয়ত ছাড়া অন্য কোন শরীয়ত মোতাবেক আল্লাহর এবাদত না করা।

৮- ঈমান

- **ঈমানঃ** ঈমান শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস করা। আর ইসলামি পরিভাষায় ঈমান হলোঃ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, রসূলগণ, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনা এবং এর দাবি মোতাবেক আমল করা।
- ঈমান কথা ও কাজের নাম। ঈমান অন্তর ও জবানের কথা এবং অন্তর, জবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ। ঈমান সৎকাজের দ্বারা বাড়ে এবং অসৎকাজের দ্বারা কমে।

ঈমানের শাখা-প্রশাখাঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেনঃ "ঈমানের তেহাত্তর বা তেষট্রির অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ" আর সর্বনিম্ন হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা।"[১]

ঈমানের পূর্ণতাঃ

আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূলের পূর্ণ ভালোবাসা, আল্লাহ ও রসূল যা ভালবাসেন তাকে ভালবাসা জরুরি করে দেয়। তাই যখন মু'মিন আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসে ও ঘৃণা করে যা অন্তরের কাজ এবং আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে দেয় ও বারণ করে যা শরীরের কাজ তখন তার পূর্ণ ঈমান ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভালবাসা প্রমাণ হয়।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৩৫

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« مَنْ أَحَبَّ للَّه وَأَبْغَضَ للَّه، وَأَعْطَى للَّه وَمَنَعَ للَّه، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ». أخرجه أبو داود.

আবু উমামা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি কাউকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসল ও আল্লাহর ওয়াস্তে ঘৃণা করল এবং আল্লাহর ওয়াস্তে দিল ও নিষেধ করল সে তার ঈমানকে পূর্ণ করল।"[১]

ঈমানের স্তরসমূহ:

ঈমানের স্বাদ ও মজা এবং হকিকত রয়েছে।

১. **ঈমানের স্বাদ** নবী [ﷺ] তাঁর ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

« ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّه رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا». أخرجه مسلم.

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রতিপালক ও ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ [ﷺ] কে রসূল হিসাবে সন্তুষ্টি চিত্তে মেনে নিল সে প্রকৃত ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করল।"[২]

২. **ঈমানের মজা** নবী [ﷺ] তাঁর বাণী দ্বারা এভাবে বর্ণনা করেছেন:

« ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيه وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْه ممَّا سوَاهُمَا، وَأَنْ يُحبَّ الْمَرْءَ لَا يُحبُّهُ إِلَّا للَّه، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ في النَّارِ». متفق عليه.

"যার মধ্যে তিনটি জিনিস পাওয়া যাবে সে তা দ্বারা ঈমানের মজা-স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। (১) আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসা। (২) আল্লাহর ওয়াস্তে মানুষকে ভালোবাসা। (৩) আগুনে

[১].হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৬৮১ ও সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ৩৮০ দ্রঃ

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৩৪

নিক্ষেপ করা যেমন ঘৃণা করে তেমনি কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে ঘৃণা করা।" [১]

৩. **ঈমানের হকিকত** তারই জন্যে হাসিল হবে যার মধ্যে দ্বীনের হকিকত রয়েছে। আর দ্বীনের জন্য চেষ্টা-তদবির ক'রে এবং এবাদত, দা'ওয়াত, হিজরত, সাহায্য ও সম্পদ খরচের মাধ্যমে পরিশ্রম করে।

১. আল্লাহর বাণী:

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 [

N M L K J I H G F E D

[Z Y X W V U S R Q P O

\ Z الأنفال: ٢ - ٤

"যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন পাঠ করা হয় তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং স্বীয় রবের প্রতি ভরসা পোষণ করে। সে সমস্ত লোক যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যা তাদেরকে রুজি দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তারাই হল সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় রবের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুজি।" [সূরা আনফাল:২-৪]

২. আরো আল্লাহ [ﷻ]-এর বাণী:

] وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ´ µ ¶

¸ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّاۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾ Z الأنفال: ٧٤

"আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে,

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৬ ও মুসলিম হাঃ নং ৪৩

তারাই হলো সত্যিকারে ঈমানদার। তাদের জন্যে রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি।" [সূরা আনফাল:৭৪]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

[| | { ~ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ © سَبِيلِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾ Z الحجرات: ١٥

"তারাই মু'মিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে জানমাল দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।" [সূরা হুজুরাত: ১৫]

কোন বান্দা ঈমানের হকিকতে ততক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না যতক্ষণ না সে বিশ্বাস করবে যে, তার ভাগ্যে যা কিছু ঘটে তা ভুল ক'রে না। আর যা সে ভুল করে তা ইচ্ছা ক'রে না।

¿ ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর:

ঈমানের যেমন আছে শব্দ তেমনি আছে আকৃতি ও হকিকত। আর ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর হলো একিন। কারণ একিনের সাথে ঈমানে কোন প্রকার সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না। দেখা ও না দেখা উভয় ব্যাপারে সমানভাবে একিন হয়। অতএব, আল্লাহ তা'য়ালা যে সকল গায়বের খবর দিয়েছেন। যেমন: আল্লাহর নাম ও গুণসমূহ, ফেরেশতা মণ্ডলী, কিতাবসমূ, রসূলগণ ও শেষ দিবসের এগুলো তার নিকট চোখে দেখার মত হয়ে দাঁড়ায়। আর ইহাই হচ্ছে পূর্ণ একিন ও হাক্কুল একিন। এ ছাড়া ধৈর্য ও একিন দ্বারাই দ্বীনের মাঝে নেতৃত্ব লাভ করা যায়। আল্লাহর বাণী:

Z U T S R P O N M L K J [
السجدة: ٢٤

"তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।" [সূরা সেজদাহ:২৪]

৯- ঈমানের কিছু শাখা-প্রশাখা

¿ ঈমানের শাখা-প্রশাখা অনেক রয়েছে যা উত্তম কথা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও অন্তরের কাজসমূহকে বুঝায়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "ঈমানের তেহাত্তর বা তেষট্রির অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ" আর সর্বনিম্ন হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা।"[১]

¿ **রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর ভালোবাসা:**

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْه مِنْ وَالِدِه ،وَوَلَدِه ،وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». متفق عليه.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় না হব।"[২]

¿ **আনসার সাহাবীগণকে ভালোবাসা:**

عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ». متفق عليه.

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৩৫
[২]. বুখারী হাঃ নং ১৫ ও মুসলিম হাঃ নং ৪৪

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন তিনি [ﷺ] বলেছেন: "ঈমানের পরিচয় হলো আনসারী সাহাবাগণকে ভালোবাসা। আর আনসারগণকে ঘৃণা করা মুনাফেকের আলামত।"[১]

¿ মু'মিনগণকে ভালোবাসাঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« لاَ تَـدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُـوهُ تَحَابَبْتُمْ ،أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ».أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা জান্নাতে ততক্ষণ প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ মু'মিন না হবে। আর তোমরা মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ আপোসে একে অপরকে ভাল না বাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিব না যা করলে আপোসের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? নিজেদের মধ্যে বেশি বেশি সালাম লেনদেন ও প্রচার করবে।"[২]

¿ মুসলিম ভাইকে ভালোবাসাঃ

عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». متفق عليه.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার মুসলিম ভাই অথবা প্রতিবেশীর জন্য ঐ জিনিস পছন্দ না করবে যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।"[৩]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৭ ও মুসলিম হাঃ নং ৭৪

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৫৪

[৩]. বুখারী হাঃ নং ১৩ ও মুসলিম হাঃ নং ৪৫

¿ প্রতিবেশী ও মেহমানের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও সম্মান করা এবং কল্যাণকর কথা ব্যতীত চুপ থাকা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ،وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْـآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন কল্যাণকর কথা বলে আর না হয় চুপ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।"[১]

¿ সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ:

عن أَبِي سَعِيد الخدري ﷺ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَده، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانه، فَـإِنْ لَـمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان». أخرجه مسلم.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"তোমাদের যে কেউ যে কোন গর্হিত কাজ দেখবে সে জেন তার হাত দ্বারা তা প্রতিহত করে। যদি তার শক্তি না রাখে তবে তার জবান দ্বারা তার প্রতিবাদ করে। তাও যদি না পারে তবে তার অন্তর দ্বারা যেন তা ঘৃণা করে। আর ইহাই হলো দুর্বল ঈমানের পরিচয়।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬০১৮ ও মুসলিম হাঃ নং ৪৭

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৪৯

¿ অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা করা:

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ». أخرجه مسلم.

তামীম দারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন: "দ্বীন ইসলাম হলো অন্যের কল্যাণ কামনা করা। আমরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললাম কার জন্যে? তিনি বললেন: আল্লাহর জন্যে, তাঁর কিতাবের (কুরআনের) জন্যে, তাঁর রসূলের জন্যে, মুসলিমদের নেতাদের জন্যে ও সাধারণ মুসলিমদের জন্যে।"[১]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৫৫

১০- ঈমানের রোকনসমূহ

¿ **ঈমানের রোকন ছয়টি:**

ইহা হাদীসে জিবরীলে উল্লেখ হয়েছে। যখন তিনি নবী [ﷺ]কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন তিনি [ﷺ] তাঁর উত্তরে বলেন:

«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْـــرِهِ وَشَرِّهِ». متفق عليه.

"ঈমান হলো: তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশ্তাকুল, আসমানি কিতাবসমূহ, রসূলগণ, শেষ দিবস ও ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনবে।"[১]

¿ **ঈমানী সম্পর্কের শক্তি:**

ঈমানী সম্পর্ক সব চাইতে বড় বন্ধন। এর বিশাল শক্তির কারণে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির মাঝে এক গভির সম্পর্ক তৈরী হয়। অনুরূপ আসমান-জমিনের মধ্যে, উম্মত ও মহান রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাঝে, জমিনে বনি আদমের ভিতরে, বনি আদম ও ফেরেশতাদের মাঝে, জিন-ইনসানের মাঝে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে মধ্যে ঈমানী শক্তি বন্ধন সৃষ্টি করেছে। এই ঈমানী সম্পর্কের জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডল এবং জান্নাত ও জাহান্নাম। আর এ কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের বন্ধু ও প্রেরণ করেছেন নবী-রসূলগণ। আর নাজিল করেছেন আসমানি কিতাবসমূহ ও আল্লাহর রাহে জিহাদকে বিধিবিধান কেরছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

k j i h g e d c b a [

x v u t r q p o n m l

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫০ ও মুসলিম হাঃ নং ৮ শব্দ তারই

التوبة: ٧١ Z | { z y

“আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ করে। আর সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করে। এদেরই উপর আল্লাহ দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্ররাক্রমশালী, সুকৌশলী।” [সূরা তাওবাহ:৭১]

২. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

- , +) (' & % $ # " ! [

: 9 7 6 5 3 2 1 0 / .

البقرة: ٢٥٧ Z > ;

“যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো জাহান্নামের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।” [সূরা বাকারা:২৫৭]

বিস্তারিতভাবে ঈমানের ছয়টি রোকনের বর্ণনা করার সময় হয়ে গেছে তাই আসুন তাহলে আর দেরি না করে আরম্ভ করা যাক।

(১) আল্লাহর প্রতি ঈমান

¿ **আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত চারটি জিনিস:**

১. আল্লাহ তা'য়ালার অস্তিত্বের প্রতি ঈমান আনা:

¿ আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি সৃষ্টিজীবকে তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি ফিতরতী তথা স্বভাবগতভাবে ঈমান আনার জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

] فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا © ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ´ ا

(٣٠) Z الروم: ٣٠

"তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।" [সূরা রূম: ৩০]

¿ বিবেক প্রমাণ করে যে, এ জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। পূর্বের ও পরের সকল সৃষ্টি জগতের জন্য একজন সৃষ্টির্কতা অবশ্যই প্রয়োজন, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এটা অসম্ভব যে, তারা নিজেরা নিজকে সৃষ্টি করেছে। আর না আকস্মিকভাবে সবকিছু হয়ে গেছে। অতএব, প্রমাণ হলো যে, এ সবের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। আর তিনিই হলেন রব্বুল 'আলামীন 'আল্লাহ্'। যেমন তিনি [ﷻ] এরশাদ করেছেন:

H F E D C B A @ ? > = < ; : [

Z K J I الطور: ٣٥ - ٣٦

"তারা কি আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।" [সূরা তূর: ৩৫-৩৬]

¿ মানুষের অনুভূতি প্রমাণ করে আল্লাহর অস্তিত্বের; কারণ আমরা দেখি দিন-রাত্রির আবর্তন-পরিবর্তন, মানুষ ও জীবজন্তুর রিজিক ও সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাপনা। এসব আল্লাহর অস্তিত্বের অকাট্য ও চূড়ান্ত প্রমাণ।

আল্লাহর বাণী:

[! " # $ &' ( ) * + , Z النور: ٤٤

"আল্লাহ দিন-রাত্রি আবর্তন-বিবর্তন করেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বিচক্ষণদের জন্য রয়েছে শিক্ষা।" [সূরা নূর: ৪৪]

¿ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী-রসূলগণকে বিভিন্ন ধরণের নির্দশনাবলী ও বহু মু'জেযা দ্বারা সুদৃঢ় করেছেন যা মানুষ দেখেছে। অথবা যেসব জিনিস মানুষের শক্তির বাইরে তা শুনেছে। ঐ সকল জিনিস দ্বারা আল্লাহ [ﷻ] তাঁর নবী-রসূলগণকে সাহায্য ও শক্তিশালী করেছেন। আর এসব চূড়ান্ত প্রমাণ করে যে, তাঁদের একজন প্রেরণকারী আছেন। আর তিনিই হলেন আল্লাহ [ﷻ]। যেমনভাবে আল্লাহ [ﷻ] ইবরাহীম [عليه السلام]-এর প্রতি আগুনকে ঠাণ্ডা ও শান্তি করে দিয়েছিলেন। আর মূসা [عليه السلام]-এর জন্য সাগরকে লাঠির আঘাতে রাস্তা করে দিয়েছিলেন এবং ঈসা [عليه السلام]-এর জন্য মৃতুদের জীবিত করে দিয়েছিলেন। আর মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর জন্য চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছিলেন।

] قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ © وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴿١٠﴾ Z إبراهيم: ١٠

"তাদের রসূলগণ বলেছিলেন: আল্লাহ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা? তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন, যাতে তোমাদের কিছু পাপ ক্ষমা করেন।" [সূরা ইবরাহীম:১০]

¿ আল্লাহ তা'য়ালা কত আহব্বানকারীর ডাকে সাড়া দিয়েছেন, সওয়ালকারীদের উত্তর দিয়েছেন ও বিপদগ্রস্তদের বিপদ দূর

করেছেন। নি:সন্দেহে এসব আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সম্পর্কে অকাট্য দলিল।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

+ *) (' & % $ # " ! [

الأنفال: ٩ Z ,

"তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় রবের নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন যে, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে।" [সূরা আনফাল:৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

"আর স্মরণ করুন আইয়ূবের কথা, যখন তিনি তাঁর রবকে আহ্বান করে বলেছিলেন: আমি দু:খকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। অত:পর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দু:খকষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবারবর্গকে ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত:; আর এটা এবাদতকারীদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ।" [সূরা আম্বিয়া: ৮৩-৮৪]

¿ শরীয়ত প্রমাণ করে আল্লাহর অস্তিত্বের উপর; কারণ আহকামসমূহ সৃষ্টির কল্যাণ সম্মত। যেগুলো আল্লাহ [ﷻ] তাঁর কিতাবসমূহে নবী-রসূলগণের প্রতি অবতরণ করেছেন। আর এসকল প্রমাণ করে যে, এসব প্রজ্ঞাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে। তিনি শক্তিশালী এবং তাঁর বান্দার কল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞাত।

২. আল্লাহর রবূবিয়াতে তথা তাঁর কার্যাদিতে তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই এর প্রতি ঈমান আনা:

রব তিনিই যাঁর সৃষ্টি, রাজত্ব ও আদেশ-নিষেধ। সুতরাং, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কারো সৃষ্টি নেই এবং মালিকত্ব ও কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই। তিনি পরাক্রমশালী, দয়ালু, মুখাপেক্ষীহীন ও প্রশংসিত। তাঁর নিকট কেউ দয়া ভিক্ষা চাইলে দয়া করেন। আর ক্ষমা চাইলে মাফ করেন। কেউ চাইলে দান করেন আর যে তাঁকে ডাকে তার ডাকে সাড়া দেন। তিনি চিরঞ্জীব ও তন্দ্রা-নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

b a ` _ ^] \ [Z Y X W V U [

p o n l k j i h g f e d c

الأعراف: ٥٤ Z w v u t s q

"নিশ্চই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর আরশের উর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ, বরকতময় যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক"
[সূরা আ'রাফ:৫৪]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

[ê ë ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ î ï وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ ô قَدِيرٌۢ ١٢٠ Z المائدة: ١٢٠

"নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।" [সূরা মায়েদা: ১২০]

একিনের সাথে আমরা অবগত আছি যে, আল্লাহ সকল সৃষ্টিজীবের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তিনিই সবকিছুর উদভাবনকারী, আকৃতি দানকারী, আসমান-জমিন সৃষ্টিকারী। তিনিই সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র-সূর্য, দিন-রাত,

পানি ও উদ্ভিদসমূহ। আরো সৃষ্টি করেছেন মানব-দানব, জীবজন্তু, পাহাড়-পর্বতমালা। আর তিনি প্রতিটি জিনিস তাঁরই নির্দেশে পরিমিতভাবে সৃজন করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ´ µ ¶ ¸ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ

كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾ Z الفرقان: ٢

"তিনি হলেন যাঁর রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনিই প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অত:পর তাকে নির্দিষ্ট করেছেন পরিমিতভাবে।" [সূরা ফুরকান: ২]

¿ আল্লাহ তাঁর শক্তি দ্বারা প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কোন মন্ত্রী, পরামর্শদাতা বা সাহায্যকারী নেই। তিনি একক, মহাপরাক্রমশালী। নিজ শক্তিতে তিনি আরশে আযীমের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আর জমিনকে স্বেচ্ছায় বিছিয়েছেন এবং সকল মখলুককে নিজের এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর শক্তি দ্বারা বান্দাদেরকে অধীনস্ত করেছেন। পূর্ব-পশ্চীমের প্রতিপালক তিনি। তিনি ছাড়া নেই কোন সত্য ইলাহ্। তিনি চিরঞ্জীব।

¿ আমরা জানি ও একিন রাখি যে, আল্লাহ তা'য়ালা সবকিছুর উপর ক্ষমাতাবান ও ব্যাপৃতকারী। তিনিই একমাত্র সবার প্রতিপালক। তিনি সবকিছু জানেন ও প্রতিটি জিনিসের উপর পরাক্রমশালী। তাঁর বড়ত্বের কাছে সকল গর্দান নত হয়েছে। তাঁর ভয়ে সকল আওয়াজ নিচু হয়েছে, তাঁর শক্তির সামনে সকল শক্তিধররা অবনত হয়েছে। তাঁকে চর্মচুক্ষ দ্বারা কেউ দেখতে পারে না। কিন্তু তিনি সবাইকে দেখতে পান। আল্লাহ অতি দয়ালু ও সর্বজ্ঞ। যা ইচ্ছা তাই করেন। যা ইচ্ছা তাই ফয়সালা করেন। তিনি কিছু করতে চাইলে শুধু বলেন: হও, আর সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়।

আল্লাহর বাণী:

] إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ Z يس: ٨٢

“তিনি যখন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, ‘‘হও’’ তখনই তা হয়ে যায়।” [সূরা ইয়াসীন:৮২]

¿ আসমান-জমিনে যা আছে সবই তিনি জানেন। অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবই তিনি জানেন। তিনি মহান ও মহিয়ান। তিনি পর্বতমালার পরিমাণ ও সাগরসমূহের পরিমাপ অবহিত আছেন। আরো জানেন বৃষ্টির বিন্দুসমূহের পরিমাণ। জানেন গাছের পাতা ও বালির অণুর সংখ্যা। তিনি জানেন তাদেরকে যাদের উপর রাত্রি তার অন্ধকার বিস্তার ঘটিয়েছে ও দিন তার আলো বিকশিত করেছে।

আল্লাহর বাণী:

] وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ﴿٥٩﴾ Z الأنعام: ٥٩

“তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত আর কেউ জানে না। জলে-স্থলে যা কিছু আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আদ্র ও শুস্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে।” [সূরা আন‘আম:৫৯]

¿ আমরা আরো জানি ও একিন রাখি যে, আল্লাহ তা‘য়ালা প্রতিদিন তাঁর বিশেষ অবস্থায় বিরাজমান। আসমান-জমিনের কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকে না। তিনি মহাব্যবস্থাপক, তিনিই বাতাস প্রেরণ করেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন, মৃত জমিনকে জীবিত করেন। যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন আর যাকে ইচ্ছা অপদস্ত করেন। তিনিই জীবন-মরণ দান করেন। তিনিই দানশীল ও বঞ্চিতকারী। তিনিই উত্থান-পতনকারী।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

d c b a ` _ ^] \ [Z Y X W[

v u t s r q p o n m l k j i h g f e

ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ ~ } | | z y x w

© حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ Z آل عمران: ٢٦ – ٢٧

"বলুন হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতদের ভেতর থেকে মৃতদের বের কর এবং মৃতদের ভেতর থেকে বের কর জীবিতদের। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান কর।" [সূরা আল-ইমরান:২৬-২৭]

¿ আমরা আরো জানি ও একিন রাখি যে, আসমান-জমিনের ভাণ্ডারসমূহ একমাত্র আল্লাহর জন্যই। অস্তিত্বে যা কিছু আছে সবার ভাণ্ডার আল্লাহর নিকটে। পানির ভাণ্ডার, উদ্ভিদের ভাণ্ডার, হাওয়া-বাতাসের ভাণ্ডার, খনিজ পদার্থের ভাণ্ডার, সুস্থতার ভাণ্ডার, নিরাপত্তার ভাণ্ডার, শান্তির ভাণ্ডার, শক্তির ভাণ্ডার, দয়ার ভাণ্ডার, হেদায়েতের ভাণ্ডার, সম্মান-মর্যাদার ভাণ্ডার। উল্লেখিত এ ছাড়াও যত ভাণ্ডার আছে সবই আল্লাহর নিকটে ও তাঁর হাতে।

আল্লাহর বাণী:

الحجر: ٢١ Z W V U T S R Q P O N M L [

"আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতারণ করি।" [সূরা হিজর: ২১]

¿ যখন আমরা ইহা অবগত হলাম ও আমাদের একিন হলো আল্লাহর কুদরত, বড়ত্ব, মহিমা, জ্ঞান ভাণ্ডার, দয়া, ও তাঁর একত্ববাদ

সম্পর্কে, তখন তাঁর এবাদতের জন্য অন্তর তাঁর দিকেই ধাবিত হবে এবং অন্তর খুলে যাবে। শরীরের অঙ্গ-পত্যঙ্গগুলো তাঁর আনুগত্বের জন্য নত হবে। তাঁর বড়ত্ব, মহিমা, ও পবিত্রতা ও প্রশংসায় মুখরিত হবে।

সুতরাং, তাঁর নিকট ছাড়া অন্যের নিকট চেয়ো না এবং সাহায্য একমাত্র তাঁরই নিকটে চাও। ভরসা একমাত্র তাঁরই উপর রাখ। তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করো না এবং একমাত্র তাঁরই এবাদত কর।

আল্লাহর বাণী:

1 0 / . - , + * (' & % # " ! [

الأنعام: ١٠٢ Z 4 3 2

“তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁইর এবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী।” [সূরা আন‘আম: ১০২]

৩. আল্লাহর উলূহিয়াত-এর প্রতি ঈমান:

¿ আমরা জানি এবং একিন রাখি যে, আল্লাহই একমাত্র সত্য ইলাহ্ যাঁর কোন শরিক নেই। তিনিই একমাত্র এবাদতের হকদার। তিনিই বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক ও সকল জগতের মা’বূদ। শরীয়ত মোতাবেক পূর্ণ বিনয় ও মহব্বত এবং সম্মানের সাথে একমাত্র তাঁরই এবাদত করব।

¿ আমরা আরো জানি ও একিন রাখি যে, নিশ্চয় আল্লাহ যেমন তাঁর রবূবিয়াতে (কাজে) একক তাঁর কোন শরিক নেই। তেমনি তিনি একক তাঁর উলূহিয়াতে তথা এবাদতে তাঁর কোন শরিক নেই। অতএব, আমরা একমাত্র তাঁরই এবাদত করব এবং তাঁর সাথে কোন প্রকার শরিক করব না। আর তিনি ছাড়া অন্য সকলের এবাদত করা থেকে দূরে থাকব।

আল্লাহর বাণী:

] وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ Z البقرة: ١٦٣

“আর তোমাদের ইলাহ্ একজন মাত্র। তিনি ছাড়া নেই কোন সত্য ইলাহ। তিনি পরম দয়ালু মেহেরবান।” [সূরা বাকারা:১৬৩]

¿ আল্লাহ ছাড়া যত মা‘বূদ রয়েছে তাদের উলূহিয়াত বাতিল এবং তাদের এবাদতও বাতিল।

আল্লাহর বাণী:

[x y z { | } ~ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ © ﴿٦٢﴾ Z الحج: ٦٢

“এটা এ কারণেও যে, আল্লাহই সত্য; আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহই সবার উচ্চে, মহান।” [সূরা হাজ্ব : ৬২]

৪. আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান:

এর অর্থ হলো: এগুলোর অর্থ জানা, মুখস্ত করা ও স্বীকার করা। আর এ সমস্ত নাম ও গুণাবলী দ্বারা আল্লাহর এবাদত এবং সে মোতাবেক আমল করা। আল্লাহর বড়ত্ব ও সম্মান-মর্যাদা জানার মাধ্যমে বান্দার অন্তরে আল্লাহর ভয় ও সম্মানে ভরে যায়।

আল্লাহর মর্যাদা, মহিমা ও শক্তিমত্তা জানার মাধ্যমে অন্তরে নমনীয়তায় ভরে যায়। আর আল্লাহর সামনে নিজেকে বিলিন করে দেয়।

আল্লাহর দয়া ও দানশীলতা এবং মহানুভবতার গুণাবলী জানার ফলে অন্তরে আল্লাহর অনুকম্পা ও এহসানের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও ইচ্ছা জন্মে।

আল্লাহর জ্ঞান ও সবকিছুকে ব্যাপৃত করার গুণ জানার ফলে বান্দার প্রতিটি চলাফেরায় তাঁর প্রতিপালকের পর্যবেক্ষণ ওয়াজিব হয়ে পড়ে।

এ সকল গুণাবলী বান্দার জন্য তাঁর প্রতিপালককে ভালোবাসা ওয়াজিব করে দেয়। তাঁর প্রতি আগ্রহ জন্মে এবং একমাত্র তাঁরই এবাদতের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করে।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিজের জন্য যে সকল গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন সেগুলো আমরা সাব্যস্ত করব। এ ছাড়া রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর জন্য যে সকল নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোও সাব্যস্ত করব। এ গুলোর প্রতি ঈমান রাখব এবং এগুলোর যে অর্থ ও প্রভাব সেগুলোর উপরেও ঈমান আনব। অতএব, ঈমান আনব যে, আল্লাহ রহীম যার অর্থ তিনি দয়াশীল। আর এই নামের প্রভাব হলো তিনি যাকে চান তার প্রতি দয়া করেন। এরূপ বাকি সকল নামের ব্যাপারেও করব। আর আল্লাহ [ﷻ]-এর জন্যে যেমন উপযোগী সে ভাবেই সাব্যস্ত করব। এর মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন বা অর্থ বিকৃতি কিংবা কারো মত বা সদৃশ সাব্যস্ত করব না।

যেমন আল্লাহর বাণী:

[1 2 3 5 6 7 8 Z الشورى: ١١

"তাঁর সদৃশ কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা শূরা:১১]

¿ আমরা একিন সহকারে অবহিত যে, আল্লাহ [ﷻ] একক, তাঁর সুন্দর নাম ও উচ্চমানের গুণাবলী রয়েছে আমরা তার মাধ্যমে তাঁকে ডাকি।

১. আল্লাহর বাণী:

C [D E F G I J K L M O

P Q R S Z الأعراف: ١٨٠

"আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নামসমূহ। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।"
[সূরা আ'রাফ:১৮০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ لِلَّه تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ». متفق عليه.

¿ আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: আল্লাহর ৯৯টি নাম রয়েছে, একটি কম একশত। যে ব্যক্তি এগুলো আয়ত্ব করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

¿ আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীর রোকনসমূহ:

আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান তিনটি উসুলের প্রতি প্রতিষ্ঠ:

প্রথমত: আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তাকে তাঁর সত্ত্বায় ও নামসমূহ ও গুণাবলীতে সৃষ্টিকুলের সাথে সদৃশ থেকে পবিত্র করা।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ যা দ্বারা নিজেকে অথবা তাঁর রসূল [ﷺ] আল্লাহকে যে সকল নামসমূহ ও গুণাবলী দ্বারা ভূষিত করেছেন তার প্রতি ঈমান রাখা।

তৃতীয়ত: আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীর ধরণ জানতে পারার ইচ্ছাকে বিলুপ্ত করা। তাই আল্লাহর সত্ত্বার ধরণ যেমন আমরা জানি না তেমনি তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীর ধরণও জানি না।

যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[1 2 3 5 6 7 8 Z الشورى: ١١

"তাঁর অনুরূপ সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি শুনেন, দেখেন।"
[সূরা শূরা:১১]

---

[১]. বুখারী হাঃ ৭৩৯২ ও মুসলিম হাঃ ২৬৭৭

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ

আল্লাহর নামসমূহ তাঁর পূর্ণ গুণাবলীর প্রমাণ। সেগুলো গুণ থেকে বুৎপত্তি। নামসমূহই গুণাবলী যার ফলে সেগুলো সুন্দর। আল্লাহ ও তাঁর নাম এবং গুণাবলীর জ্ঞান সর্বোত্তম জ্ঞান। তাঁর নামসমূহের মধ্য হতে যেমন:

- **আল্লাহ্:** তিনিই মা'লূহ ও মা'বূদ যাকে সকল সৃষ্টিকুল ভয়, মহব্বত ও সম্মান করে। আর তাঁর জন্য নিজেকে বিলিন করে ও প্রয়োজনে তাঁরই দিকে ব্যাকুল হয়ে ছুটে যায়।
- **আর-রহমান ও আর-রহীম:** যাঁর দয়া প্রতিটি জিনিসকে ব্যাপৃত করে রেখেছে।
- **আল-মালিক:** যিনি সকল সৃষ্টিজীবের একমাত্র মালিক।
- **আল-মাালিক:** যিনি সকল বাদশাহ, দেশ ও বান্দার একমাত্র মালিক।
- **আল-মালীক:** যিনি তাঁর রাজ্যে নির্দেশসমূহ বাস্তবায়নকারী। তাঁরই হাতে বাদশাহী। যাকে ইচ্ছা তাকে রাজ্য দান করেন আর যাকে ইচ্ছা তার থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নেন।
- **আল-কুদ্দূস:** সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র এবং কামালিয়াত তথা পরিপূর্ণতার গুণে গুণান্বিত।
- **আস-সালাম:** যিনি সর্বপ্রকার ত্রুটি, আপদ-বিপদ ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র।
- **আল-মু'মিন:** যিনি তাঁর সৃষ্টিরাজির উপর জুলুম করা থেকে নিরাপদে রেখেছেন। তিনিই নিরাপত্বাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর বান্দার যাকে ইচ্ছা নিরাপত্বা দান করেন।

- **আল-মুহাইমিন:** মখলুক থেকে যাকিছু ঘটে তার উপর সাক্ষী। তাঁর থেকে কিছুই অদৃশ্য নয়।
- **আল-'আজীজ:** যাঁর জন্য সকল ইজ্জত-সম্মান। তিনি শক্তিশালী যার নিকটে পৌঁছা অসম্ভব। তিনি প্রভাবশালী যিনি কখনো পরাস্ত হন না। তিনি বিরাট শক্তিধর যার নিকটে সকল মখলুক নতজানু।
- **আল-জাব্বার:** তিনি তাঁর সৃষ্টির উপরে উচ্চ। যা চান তাই তাদের উপর করতে ক্ষমতাবান। তিনি মহাপ্রতাপশালী ও মর্যাদাবান। যিনি তাঁর বান্দাকে বাধ্য করেন ও তাদের অবস্থার শুদ্ধি করেন।
- **আল-মুতাকাব্বির:** যিনি সৃষ্টির গুণাবলীর উপরে বড়, তাঁর সদৃশ কেউ নেই। যিনি সর্বপ্রকার মন্দ ও জুলুম থেকে উর্ধ্বে।
- **আল-কাবীর:** তিনি ব্যতীত সবকিছুই ছোট। তাঁরই আসমান-জমিনে মহীমা ও গর্ব।
- **আল-খ–লিক্ব:** পূর্বের কোন সদৃশ ছাড়াই যিনি সৃষ্টিকারী।
- **আল-খাল্লাক্ব:** যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং নিজ কুদরতে সবকিছুই সৃষ্টি করেন।
- **আল-বারী:** যিনি সৃষ্টিকে নিজ কুদরতে সৃজন করে অস্তিত্বে নিয়ে এনেছেন। আর প্রতিটি সৃষ্টিকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দ্বারা সৃজন করেছেন এবং তাদেরকে নিরপরাধ করে সৃষ্টি করেছেন।
- **আল-মুসাওবির:** যিনি সৃষ্টিকুলকে বিভিন্ন আকৃতিতে তৈরী করেছেন। কেউ লম্বা আর কেউ খাটো আবার কেউ বড় আর কেউবা ছোট।
- **আল-ওয়াহ্হাব:** যিনি সর্বদা প্রদান করেন ও নেয়ামত দ্বারা দানশীল।

- **আর-রাজ্জাক্বঃ** যাঁর রিজিক তাঁর সকল সৃষ্টিকে ব্যাপৃত করেছে। রিজিকদাতা, যিনি রিজিক সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টিজীব পর্যন্ত তা পৌঁছিয়ে দেন।
- **আল-গাফূর ও আল-গাফ্ফারঃ** যিনি ক্ষমা ও মার্জনাই পরিচিত। তিনি আল-গাাফির বান্দার পাপরাজিকে গোপনকারী।
- **আল-কাাহিরঃ** তিনি সুমহান ও তাঁর বান্দার উপরে প্রতাবশালী। যাঁর জন্য সকল গর্দান নতজানু হয়েছে। যাঁর জন্য বশ্যতা স্বীকার করেছে সকল প্রভাবশালী।
- **আল-কাহ্হারঃ** পরাক্রমশালী যিনি সকল সৃষ্টিকে তাঁর ইচ্ছার প্রতি করেছেন পরাভূত। তিনিই একমাত্র প্রতাপশালী আর বাকি সকলেই বশীভূত।
- **আল-ফাত্তাহ্ঃ** যিনি তাঁর বান্দার মাঝে সত্য ও ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করেন। তাদের জন্য দয়া ও রিজিকের দরজাসমূহ খুলে দেন। তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাদের সাহায্যকারী এবং তিনি অদৃশ্যের চাবিকাঠির জ্ঞানে একক।
- **আল-'আলীমঃ** যাঁর নিকটে কোন কিছুই গোপন নয়। যিনি গোপন-প্রকাশ্য, কথা-কাজ সবই জানেন। তিনি একমাত্র সকল গায়বের খবর রাখেন।
- **আল-মাজীদঃ** যিনি তাঁর কার্যাদি দ্বারা সম্মানিত। যাঁর মর্যাদার জন্য তাঁর বান্দারা সম্মান করে। তিনি তাঁর মর্যাদা, সম্মান ও এহ্সানের জন্য প্রশংসিত।
- **আর-রব্বঃ** তিনি মালিক ও পরিবর্তনকারী। তিনি সকল প্রতিপালনকারীদের প্রতিপালক। সকল সৃষ্টির মালিক। যিনি তাঁর সৃষ্টিকে লালন-পালন করেন এবং তাদের দুনিয়া-আখেরাতের কার্যাদি দেখাশুনা করেন। তিনি ব্যতীত নেই কোন সত্য ইলাহ্। তিনি ব্যতীত নেই কোন পালনকর্তা।

- **আল-'আযীম:** তিনি তাঁর বাদশাহী ও রাজত্বে মহিয়ান-গরিয়ান।
- **আল-ওয়াসি':** যাঁর দয়া প্রতি জিনিসকে ব্যাপৃত করেছে। তামাম মখলুকের জন্য তাঁর রিজিক যথেষ্ট হয়েছে। তাঁর বড়ত্ব, মালিকত্ব ও রাজত্ব ব্যাপক এবং তাঁর অনুকম্পা ও এহসান বিশাল।
- **আল-কারীম:** যাঁর মর্যাদা মহান। যাঁর কল্যাণ অনেক ও সর্বত্র। তিনি আপদ ও ত্রুটি থেকে মুক্ত। **আল-আকরাম:** যিনি সকলকে তাঁর দান ও অনুকম্পা দ্বারা ব্যাপৃত করেছেন।
- **আল-ওয়াদূদ:** যে তাঁর অনূগত ও তার দিকে ফিরে আসে তাকে ভালবাসেন। তাদের প্রশংসা করেন এবং তাদের ও অন্যদের প্রতি এহসানকারী।
- **আল-মুক্বীত:** প্রতিটি জিনিসের হেফাজতকারী। প্রতিটি বিষয়ের রক্ষণা-বেক্ষণকারী। সৃষ্টির খাদ্য দানকারী।
- **আশ-শাকূর:** যিনি নেক আমল বর্ধিত করেন এবং পাপকে মিটিয়ে দেন। **আশ-শাাকির:** যিনি অল্প এবাদতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। যার ফলে বহুগুণ সওয়াব দান করেন। আর অনেক নেয়ামত দেন ও অল্প শুকরিয়াই সন্তুষ্ট হন।
- **আল-লাত্বীফ:** যাঁর কাছে কিছুই গোপন থাকে না। তাঁর বান্দার প্রতি ন্যায়পরায়ণ ও তাদের প্রতি দয়া করে থাকেন যা তারা জানতেও পারে না। তিনি অতি সূক্ষ্ম যাকে চর্মচুক্ষ দ্বারা এ দুনিয়ায় দেখা সম্ভব নয়।
- **আল-হালীম:** যিনি বান্দার পাপের শাস্তির ব্যাপারে জলদি করেন না। বরং যাতে করে তারা তওবা করে সে জন্য তাদেরকে ঢিল দিয়ে থাকেন।

- **আল-খাবীরঃ** যাঁর কাছে বান্দার কোন বিষয় গোপন থাকে না। তাদের চলাফেরা, স্থিরতা, কথা বলা, চুপ থাকা ও ছোট-বড় ইত্যাদি।

- **আল-হাফীযঃ** যিনি তাঁর সৃষ্টিকুলকে হেফাজতকারী এবং তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে ব্যাপৃত করে রেখেছে। **আল-হ্যাফিযঃ** যিনি বান্দার আমলসমূহকে হেফাজত করেন এবং তাঁর অলিদেরকে পাপ কাজে পতিত হওয়া থেকে হেফাজত করেন।

- **আর-রাক্বীবঃ** যিনি তাঁর সৃষ্টি জগতের সকল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। **আল-হ্যাফিয**ঃ যিনি হেফাজতকৃত বস্তু থেকে অনুপস্থিত নন।

- **আস-সামী'ঃ** যিনি সকল প্রকার শব্দ শুনেন। তাঁর শ্রবণশক্তি সকল শব্দকে ব্যাপৃত করেছে। প্রয়োজন, ভাষা ও জবানের প্রকার ভেদে তাঁকে শ্রবণ করা থেকে বিরত রাখে না। তাঁর নিকট প্রকাশ্য-গোপন ও নিকট-দূর সবই সমান।

- **আল-বাস্বীরঃ** যিনি সবকিছুই দেখেন। তিনি বান্দার প্রয়োজন ও কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত। আরো জানেন কে হেদায়েতের হকদার আর কে ভ্রষ্টতার হকদার। তাঁর থেকে কোন কিছুই দূরে থাকে না এবং কিছুই গোপন থাকে না।

- **আল-'আলী, আল-'আ'লা, আল-মুতা'আ-লীঃ** উচ্চ ও মহান যাঁর প্রতাপ ও রাজত্বের অধীনস্ত সকল কিছু। তিনিই মহান যার চেয়ে আর কেউ মহান নেই। তিনি 'আলী-উচ্চ যার চেয়ে আর কেউ উচ্চ নেই। তিনিই সবার চেয়ে বড় যার চেয়ে আর কেউ বড় নেই।

- **আল-হাকীমঃ** যিনি তাঁর হিকমত ও ইনসাফের দ্বারা প্রতিটি জিনিস তার উপযুক্ত স্থানে রাখেন। তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজে মহাবিজ্ঞ। **আল-হাকাম ও আল-হাকীমঃ** যার জন্য সকল ফয়সালা সোপর্দ করা হয়েছে। তিনি কারো প্রতি জুলুম করেন না।

- **আল-কাইয়ূমঃ** তিনি নিজেই সুপ্রতিষ্ঠিত ও শাশ্বত কারো প্রয়োজনবোধ করেন না। অন্যের জন্য প্রতিষ্ঠাকারী। সমস্ত মখলুকের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীল। তাঁকে ঘুম ও তন্দ্রা স্পর্শ করে না।
- **আল-ওয়্যাহিদ-আল-আহাদঃ** যিনি প্রতিটি কামালিয়াত তথা পূর্ণতায় একক তাঁর কোন শরিক নেই।
- **আল-হাইয়ুঃ** যিনি সর্বদা বাকি, তাঁকে মৃত্যু ও ধ্বংস স্পর্শ করে না।
- **আল-হ্যাসিব-আল-হাসীবঃ** তাঁর বান্দার জন্য তিনি যথেষ্ট, যার থেকে তারা কখনো অমুখাপেক্ষী নয়। তিনি তাঁর বান্দার জন্য হিসাবকারী।
- **আশ-শাহীদঃ** সকল জিনিসের প্রতি অবলোকনকারী। যার জ্ঞান সকল বিষয়কে ব্যাপৃত করে রেখেছে। যিনি বান্দা ও তার কার্যাদির উপর সাক্ষী।
- **আল-কাবিইয়ু আল-মাতীনঃ** পরিপূর্ণ শক্তিশালী যাঁর উপর কেউ প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না। আর কেউ তাঁর থেকে ভেসে যেতে পারে না। মহান শক্তিশালী যাঁর শক্তি অবিচ্ছিন্ন।
- **আল-ওয়ালিইয়ুঃ** সর্বপ্রকার ব্যবস্থাপনার মালিক। **আল-মুওয়াল্লীঃ** তিনি মহব্বতকারী ও সাহায্যকারী তাঁর মুমিন বান্দাদের।
- **আল-হামীদঃ** যিনি প্রশংসার হকদার। তিনি তাঁর নামসমূহ, গুণাবলী, কার্যাদি, বাণীসমূহ, এহসান, শরীয়ত ও মর্যাদার জন্য প্রশংসিত।
- **আস-স্বমাদ্ঃ** যিনি তাঁর পরিচালনায়, বড়ত্বে ও বদান্যতার চূড়ান্ত কামালিয়াতে তথা পূর্ণতায় পৌঁছেছেন। যাঁর নিকটে প্রয়োজনের সময় সকলে মুখাপেক্ষী হয়।
- **আল-কাদীর, আল-ক্যাদির ও আল-মুক্বতাদিরঃ** পরিপূর্ণ শক্তিশালী যাকে কোন কিছুই পরাস্ত করতে পারে না এবং কোন কিছুই তাঁর

থেকে হারিয়ে যায় না। যাঁর শক্তি সর্বদা পরিপূর্ণ ও সবকিছুকে শামিল।

- **আল-ওয়াকীলঃ** সৃষ্টিরাজির সকল কাজের ব্যবস্থাপক। **আল-কাফীলঃ** প্রতিটি জিনিসের হেফাজতকারী এবং যিনি প্রতিটি প্রাণের দেখাশুনা করেন। সকল সৃষ্টির রিজিকের দায়িত্বভার গ্রহণকারী এবং তাদের সকলের কল্যাণের গুরুত্বদানকারী।
- **আল-গনিইয়ুঃ** যিনি সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী। যাঁর কারো নিকটে কোন প্রকার প্রয়োজন নেই।
- **আল-হাক্কুল মুবীনঃ** যাঁর অস্তিত্বের কোন সন্দেহ নেই। যিনি তাঁর সৃষ্টির নিকট গোপন নন। **আল-মুবীনঃ** যিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য দুনিয়া-আখেরাতের নাজাতের রাস্তা বর্ণনা করে দিয়েছেন।
- **আন-নূরঃ** যিনি আসমান-জমিনকে আলোকিত করেছেন। যিনি তাঁর সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জনকারী ও ঈমানদারদের অন্তরকে আলোকিত করেছেন।
- **যুল-জালাালি ওয়াল-ইকরাামঃ** যিনি সৃষ্টিকুল থেকে ভয় পাওয়ার হকদার ও একমাত্র প্রশংসার যোগ্য। যিনি মহত্ব ও বড়ত্ব এবং দয়া ও এহসান ওয়ালা।
- **আল-বাাররুঃ** তাঁর বান্দার প্রতি দয়াশীল ও তাদের প্রতি সহানভূতিশীল এবং এহসানকারী।
- **আত-তাওওয়াাবঃ** যিনি তওবাকারীদের তওবা কবুল করেন। আর তাঁর দিকে যারা ফিরে আসে তাদের পাপকে ক্ষমাকারী। যিনি তওবাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর বান্দাদের থেকে তা কবুল করেন।
- **আল-'আফুওয়ুঃ** যাঁর ক্ষমা বান্দার পক্ষ থেকে যা পাপ সংঘটিত হয় তার সবইকে ব্যাপৃত করেছে। আর বিশেষ করে ক্ষমা ও তওবার সাথে।

- **আর-রাউফঃ** যিনি পরম দয়াশীল।
- **আল-আওওয়ালঃ** যাঁর পূর্বে কিছু নেই।
- **আল-আাখিরঃ** যাঁর পরে কিছু নেই।
- **আয-য–হিরঃ** যাঁর উপরে কিছু নেই।
- **আল-বাাত্বিনঃ** যাঁর নিচে কিছু নেই।
- **আল-ওয়াারিসঃ** যিনি তাঁর সৃষ্টি নি:শেষ হওয়ার পরেও বাকি থাকবেন। যাঁর নিকটে প্রতিটি জিনিস প্রত্যাবর্তন করে। যিনি চিরঞ্জীব তাঁকে মৃত্যু স্পর্শ করে না।
- **আল-মুহীত্বঃ** যাঁর শক্তি সকল সৃষ্টিকে ব্যাপৃত করেছে যাঁর থেকে হারিয়ে বা ভেসে যাওয়ার কারো কোন শক্তি নেই। তাঁর জ্ঞান প্রতিটি জিনিসকে ঘিরে রেখেছে এবং প্রতিটির সংখ্যাকে গণনা করে রেখেছে।
- **আল-ক্বরীবঃ** প্রত্যেকের নিকটে তিনি। তিনি দোয়াকারীর নিকটে। সকল প্রকার এবাদত ও এহসান দ্বারা তাঁর নৈকট্যলাভ করা যায়।
- **আল-হাাদীঃ** যিনি সকল সৃষ্টিকে তাদের মঙ্গলের প্রতি হেদায়েতদানকারী। তাঁর বান্দাকে হেদায়েতকারী এবং বাতিল থেকে সত্যের পথকে তাদের জন্যে স্পষ্ট করে বর্ণনাকারী।
- **আল-বাদী'ঃ** যাঁর কোন সদৃশ ও মত নেই। যিনি সৃষ্টিকুল পূর্বের কোন নমুনা ছাড়াই সৃজন করেছেন।
- **আল-ফাাত্বিরঃ** যিনি সকল সৃষ্টিরাজি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান-জমিনে যা ছিল না।
- **আল-কাাফীঃ** যিনি তাঁর বান্দার যা যা প্রয়োজন তার সবই যথেষ্ট করে দিয়েছেন।

- **আল-গাালিব:** সর্বদা তিনি প্রভাবশালী, প্রত্যেক অন্বেষণকারীর জন্য দানকারী। কেউ তাঁর ফয়সালাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না অথবা তিনি যা করেন তা নিষেধও করতে পারে না। তাঁর ফয়সালা রদকারী কেউ নেই এবং তাঁর হুকুমের খণ্ডনকারীও কেউ নেই।

- **আন-নাাসির- আন-নাসীর:** যিনি তাঁর নবী-রসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীদেরকে তাদের শত্রুদের উপরে সাহায্য করেন। তাঁরই হাতে একমাত্র বিজয়।

- **আল-মুসতা'আান:** যিনি কারো কাছে সাহায্য চান না। বরং তাঁরই নিকটে সাহায্য চাওয়া হয়। তাঁর নিকটে চায় তাঁর অলি ও দুশমনরা এবং তিনি সকলকেই সাহায্য করে থাকেন।

- **যুল-মা'য়াারিজ:** যাঁর নিকটে ফেরেশতাগণ ও রুহ উর্ধগমণ করে। তাঁর নিকটে সকল সৎ ও সুন্দর কার্যাদি ও বাণীসমূহ উপরে উঠে যায়।

- **যুত্ব-ত্বওল:** যিনি তাঁর অনুকম্পা, নেয়ামত ও এহসান সৃষ্টির প্রতি প্রসারিত করে দিয়েছেন।

- **যুল-ফায্ল:** যিনি প্রতিটি জিনিসের মালিক। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি বিভিন্ন ধরণের নেয়ামত দ্বারা কৃপা করে থাকেন।

- **আর-রাফীক:** যিনি দয়া ও দয়াশীলদেরকে পছন্দ করেন এবং বান্দাদের প্রতি পরম দয়াশীল।

- **আল-জামীল:** তিনি সুন্দর তাঁর যাত তথা সত্ত্বায়, নামসমূহ, গুণাবলী ও কার্যাদিতে।

- **আত্ব-ত্বইয়িব:** যিনি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি মুক্ত।

- **আশ-শিফাা':** যিনি সকল প্রকার অসুখ, বালা-মসিবত ও দূরারোগ্যের আরোগ্যদানকারী।

- **আস-সাব্বুহ্:** যিনি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। যাঁর তসবীহ্ পাঠ করে সাত আসমান-জমিন এবং এতদ্বয়ের মাঝে যা আছে সকলে। আর প্রতিটি জিনিস তাঁরই প্রবিত্রতা বর্ণনা করে।
- **আল-বিত্র:** যাঁর কোন শরিক, সদৃশ ও মত নেই। তিনি বেজোড় এবং বেজোড় কার্যাদি ও এবাদতকে ভালবাসেন।
- **আদ-দাইয়ান:** যিনি বান্দার হিসাব করবেন ও তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। আর তিনি রোজ কিয়ামতে তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন।
- **আল-মুকাদ্দিম ওয়াল-মুওয়াখ্খির:** তিনি যাকে ইচ্ছা সামনে করেন আর যাকে ইচ্ছা তাকে পেছনে করেন। যারে ইচ্ছা উপরে উঠান আর যাকে ইচ্ছা নীচে নামান।
- **আল-হান্নান:** তিনি তাঁর বান্দার প্রতি দয়াশীল। নেককারদেরকে সম্মানিত করেন এবং পাপিষ্ঠদের ক্ষমা করেন।
- **আল-মান্নান:** যিনি চাওয়ার আগেই অনুগ্রহ করা শুরু করেন। অধিক দানশীল, বিভিন্ন প্রকার এহসান, পুরস্কার, রিজিক ও দান বখশিয়ে থাকেন।
- **আল-ক্ব–বিযু:** যিনি তাঁর কল্যাণ ও ভাল জিনিসকে যার থেকে চান গুটিয়ে নেন। যিনি তাঁর অনুকম্পা প্রসারিত করেন এবং রুজিকে বান্দার যাকে ইচ্ছা তাকে প্রদান করেন।
- **আল-হাইয়ু-আস-সিত্তীর:** যিনি তাঁর বান্দাদের যে লজ্জাশীল ও গোপনকারীদের ভালবাসেন। তিনি তাঁর বান্দার অনেক দোষ-ত্রুটি ও পাপরাজি গোপন করে রাখেন।
- **আস-সাইয়িদ:** যিনি তাঁর সরদারীতে, মহত্বে, শক্তিতে ও সকল গুণাবলতিতে পরিপূর্ণ।
- **আল-মুহসিন:** যিনি তাঁর সকল মখলুককে তাঁর অনুকম্পা ও এহসান ভরপুর দিয়েছেন।

ঈমান বৃদ্ধি

¿ দ্বীনের ভিত্তি হলো আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি ঈমান এবং তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলী, কার্যাদি, ভাণ্ডারসমূহ, অঙ্গিকার ও শাস্তিসমূহের প্রতি একিন রাখা। আর ইহাই সকল প্রকার এবাদত ও আমল কবুল হওয়ার মূল ভিত্তি। যখনই ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে ও কমে যায় তখনই সকল আমল ও এবাদত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অবস্থা গতিহীন হয়ে পড়ে।

¿ আল্লাহর প্রতি ঈমান সর্বোত্তম আমল। আর এ ঈমান অর্জন ও বৃদ্ধির জন্য চরটি প্রচেষ্টা করা জরুরি: অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা। এরপর হেফাজতের জন্য চেষ্টা। অত:পর তা হতে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা। এরপর তার প্রচার-প্রসারের জন্য প্রচেষ্টা। অতএব, যে ব্যক্তি উল্লেখিত প্রচেষ্টাসমূহ চালিয়ে যাবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তাঁর সন্তুষ্টির হেদায়েত দান করবেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[p q r s t ׀ v w x y z Z العنكبوت: ٦٩

"যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত কবর। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।" [সূরা আনকাবূত:৬৯]

২. নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ: « إِيمَانٌ بِاللَّه وَرَسُوله قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন:"আল্লাহর ও তাঁর রসূলের প্রতি

ঈমান। বলা হলো অত:পর কী? তিনি বললেন: আল্লাহর রাহে জিহাদ। বলা হলো এরপর, তিনি বললেন: মাবরুর (কবুল) হজ্ব।”[১]

৩. নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ». أخرجه مسلم.

তামীম দারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:“দ্বীন হলো অন্যের কল্যাণ কামনা করা। আমরা বললাম, কার জন্যে? তিনি বললেন:“আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল, মুসলিমদের প্রধানদের ও সাধারণ মুসলিমদের জন্য।”[২]

ঈমান নেকির কাজে বাড়ে এবং পাপের কাজে কমে।

১. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

I H F E D C B A @ ? > = < [

الفتح: ٤ Z Q P O N M K J

“তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাজিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে ঈমান আরও বেড়ে যায়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়” [সূরা ফাত্হ:৪]

২. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

@ ? = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 [

التوبة: ١٢٤ Z F E D C B A

“আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলো? অতএব, যারা

[১]. বুখারী হা: নং ২৬ মুসলিম হা: নং ৮৩

[২]. মুসলিম হা: নং ৫৫

ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে।” [সূরা তাওবাহ:১২৪]

৩. নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেছেন:“মুমিন অবস্থায় জেনাকারী জেনা করে না। মুমিন অবস্থায় মদপায়ী মদ পান করে না। মুমিন অবস্থায় চোর চুরি করে না। মুমিন অবস্থায় লুণ্ঠনকারী মানুষের চোখের সামনে লুণ্ঠন করে না।”[১]

আমাদের জীবনে ঈমান ফিরে আসা ও তার বৃদ্ধির জন্য কিছু বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা জরুরি:

প্রথমত: এ কথা আমাদের জানা ও একিন রাখা উচিত যে, আল্লাহ প্রতিটি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, ছোট-বড় সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। আরশের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তারকারাজির সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। সাগর ও পর্বতমালার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। মানুষ, জীবজন্তু ও জড়পদার্থ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। জান্নাত-জাহান্নামের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ।

আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

[_ ` a b d e f g h i j k l m

o p q r s t u v Z [الزمر: ٦٢ - ٦٣]

---

[১]. বুখারী হা: নং ২৪৭৫ মুসলিম হা: নং ৫৭

"আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি প্রতিটি বিষয়ের দায়িত্ববান। আসমান ও জমিনের চাবি তাঁরই নিকটে। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" [সূরা জুমার: ৬২-৬৩]

ইহা আমরা বলব, শুনব, ও চিন্তা-ফিকির করব। আর জগতের নিদর্শন ও কুরআনের আয়াতসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করব শিক্ষা নেয়ার জন্য, যার ফলে আমাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ়মূল হবে। এর নির্দেশ আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

e d c b a ` _] \ [Z Y X [

يونس: ١٠١ Z g f

"বল! তোমরা আসমান-জমিনের যা আছে তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। আর বে-ঈমান জাতির জন্য নিদর্শনসমূহ ও ভয় প্রদর্শন কোন কাজে আসে না।" [সূরা ইউনুস:১০১]

২. আল্লাহর আরো বাণী:

محمد: ٢٤ Z h g f e d c b a [

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না ? না তাদের অন্তরে তালা বদ্ধ ? " [সূরা মুহাম্মাদ:২৪]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

, + *) (' & % $ # " ! [

= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

H G F E D C B A @ ? >

البقرة: ١٦٤ Z L K J I

"নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে ও নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর

আল্লাহ আকাশ থেকে যে পানি নাজিল করেছেন, তদ্বারা মৃত জমিনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীবজন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালায় যা তাঁরই নির্দেশের অধীনে আসমান ও জমিনের মাঝে বিচরণ করে–নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নির্দশন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।" [সূরা বাকারা:১৬৪]

দ্বিতীয়তঃ এ কথা আমাদের জানা ও একিন রাখা যে, আল্লাহ সমস্ত মখলুকাত সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রভাবও তৈরী করেছেন। যেমনঃ সৃষ্টি করেছেন চোখ এবং তার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন দেখার শক্তি। সৃষ্টি করেছেন কান তার মধ্যে দিয়েছে শ্রবণশক্তি। সৃষ্টি করেছেন জিহবা যার মাঝে দিয়েছেন কথা বলার শক্তি। সৃষ্টি করেছেন সূর্য তার মধ্যে প্রভাব দিয়েছেন আলোর। সৃষ্টি করেছেন আগুন তার মধ্যে দিয়েছেন দাহ শক্তি। সৃষ্টি করেছেন গাছ যার মধ্যে রয়েছে ফলদানের শক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ আরো আমাদের জানা ও একিন রাখা দরকার যে, যিনি সকল সৃষ্টির মালিক ও তাদের মহাব্যবস্থাপক ও পরিচালক তিনি একমাত্র আল্লাহ যাঁর কোন শরিক নেই। সুতরাং, ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে ছোট-বড় যত মখলুক আছে সবই আল্লাহর বান্দা ও তাঁর মুখাপেক্ষী। তারা তাদের নিজেদের ভাল-মন্দ ও সাহায্য করার মালিক নয়। তারা জীবন-মরণ ও পুনরুত্থানের মালিক নয়। আল্লাহই একমাত্র তাদের মালিক তারা সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী আর তিনি তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তিনিই এ পৃথিবীর আবর্তন-বিবর্তন এবং সমস্ত সৃষ্টির বিষয়াদি পরিচালনা করেন। সুতরাং যিনি আসমান-জমিন, আগুন-পানি, সাগর, বাতাস, জীবন, উদ্ভিদ, তারকা, জড়পদার্থ, নেতাজি, মন্ত্রী, ধনী-গরিব, শক্তিশালী, দুর্বল ইত্যাদি সবার পরিবর্তন করেন তিনিই একক, তাঁর কোন শরিক নেই।

d c b a ` _ ^] \ [Z Y X W[

v u t s r q p o n m l k j i h g f e

ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ ~ } | | z y x w

© حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ Z آل عمران: ٢٦ – ٢٧

"বলুন হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যার যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতদের ভেতর থেকে মৃতদের বের কর এবং মৃতদের ভিতর থেকে বের কর জীবিতদের। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান কর।"
[সূরা আল-ইমরান:২৬-২৭]

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর শক্তি, হিকমত ও জ্ঞান দ্বারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সবকিছুর পরিচালনা করেন। কখনো তিনি কোন জিনিস সৃষ্টি ক'রে তার প্রভাবকে বিলুপ্ত করে দেন। যেমন চোখ থাকা সত্ত্বেও দেখে না, কান আছে কিন্তু শুনে না, জিভ আছে কথা বলতে পারে না, সাগরের মাঝেও ডুবে না, আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরেও জ্বলে না। আবার কখনো আল্লাহ তা'য়ালা প্রভাব বিস্তার ঘটান; কারণ তিনিই যেমন ইচ্ছা সৃষ্টিতে পরিবর্তন করেন। তিনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। তিনিই মহাপরাক্রমশালী প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।

কিছু অন্তর রয়েছে যা বস্তুর সৃষ্টিকর্তার চাইতে সৃষ্টির দ্বারা বেশি প্রভাবান্বিত হয়। বস্তুর সাথে জড়িয়ে পড়ে বস্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর থেকে গাফেল হয়ে যায়। পরন্তঃ ওয়াজিব হলো আমরা এ জ্ঞান ও অন্তর দৃষ্টি দ্বারা সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার সঙ্গে মিলব। যিনি তা সৃষ্টি ও তার আকৃতি দান করেছেন এবং একমাত্র তাঁরই এবাদত করব ও কাউকে তাঁর সাথে শরিক করব না।

আল্লাহর বাণী:

] قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ ´ µ ¶ ¸ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾ Z يونس: ٣١ - ٣٢

"তুমি জিজ্ঞাসা কর, কে রুজি দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও জমিন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃত্যুর ভিতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃত্যুকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপক? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন তুমি বলো, তারপরেও ভয় করছ না কেন? অতএব, এ আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। আর সত্য প্রকাশের পরে (উদ্‌ভ্রান্ত ঘুরার মাঝে) কি রয়েছে গোমরাহী ছাড়া-সুতরাং কোথায় ঘুরছ ? " [সূরা ইউনুস: ৩১-৩২]

চতুর্থ: আরো জানা ও একিন রাখা দরকার যে, সমস্ত বিষয়ের ভাণ্ডার একমাত্র আল্লাহর নিকটে। যতকিছু অস্তিত্বে রয়েছে তার ভাণ্ডার আল্লাহর নিকটে। যেমন: খাদ্য-পানি, ফল-মূল ও ফসলাদি, আবহাওয়া, সম্পদ ও সাগর-পর্বতমালা ছাড়া আরো যাকিছু আছে তা সবই আল্লাহর নিকটে। অতএব, যার প্রয়োজন তা তাঁরই নিকটে চাইব এবং বেশি বেশি এবাদত ও আনুগত্য করব। আল্লাহ তা'য়ালা তিনি সকল প্রয়োজন পূরণকারী এবং আহ্বানে সাড়া দানকারী। তিনি সর্বোত্তম সওয়াল গ্রহণকারী এবং উত্তরদানকারী। তিনি যা দেন তা বারণ করার কেউ নেই আর যা তিনি বারণ করেন তা দেয়ার কেউ নেই।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[L M N O P Q R S T U V W Z الحجر: ٢١

"প্রতিটি জিনিসের ভাণ্ডার আমার নিকটে আর তা নির্দিষ্ট পরিমাণে নাজিল করি।" [সূরা হিজির:২১]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

[Q R S T U V W X Y Z المنافقون: ٧

"আসমান-জমিনের ভাণ্ডার আল্লাহর জন্য কিন্তু মুনাফেকরা বুঝার চেষ্টা করে না।" [সূরা মুনাফেকূন:৭]

¿ আল্লাহ তা'য়ালা কুদরতঃ

১. আল্লাহর শক্তি সীমাহিন। কখনো কারণ ও উপকরণের মাধ্যমে রিজিক দান করেন। যেমনঃ তিনি পানিকে উদ্ভিদ গজানোর জন্য কারণ করেছেন। স্ত্রী সহবাসকে সন্তান জন্মের কারণ করেছেন ইত্যাদি। আমরা কারণের জগতে রয়েছি। সুতরাং বৈধ কারণ ও মাধ্যম গ্রহণ করব এবং সাথে সাথে আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপরে ভরসা করব না।

Z } | { z y w v u t s r q [
المؤمنون: ٥١

"হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র রুজি ভক্ষণ কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। নিশ্চয়ই আমি তোমরা যা কর তা অবগত।" [সূরা মুমিনুন:৫১]

২. আবার কখনো তিনি রিজিক দান করেন কোন কারণ ছাড়াই। তিনি কোন জিনিসকে হওয়ার জন্য বলেন 'হও' আর তা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। যেমনঃ মরয়ম (রা:)কে গাছ ছাড়া ফল ও স্বামী ছাড়া ছেলে দান করেছিলেন।

] كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَٰمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ â يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ ç è Z آل عمران: ٣٧

"যখনই জাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তাঁর কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন–মরয়ম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো? তিনি বলতেন, এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান করেন।"
[সূরা আল-ইমরান:৩৭]

৩. আবার কখনো তিনি 'আসবাব' তথা কারণ ও উপকণের বিরুদ্ধে তাঁর শক্তি প্রয়োগ করেন। যেমনঃ আগুনকে ইবরাহীম [عليه السلام]-এর উপর ঠাণ্ডা ও নিরাপদ করে দিয়েছিলেন। আর মূসা [عليه السلام]কে পানিতে ডুবা থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন এবং ফেরাউন ও তার জাতিকে সাগরে ডুবিয়ে মেরে ছিলেন। ইউনুস [عليه السلام]কে মাছ ও সাগরের অন্ধকার থেকে নাজাত দান করে ছিলেন।

আল্লাহর বাণীঃ

] إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ Z يس: ٨٢

"তাঁর বিষয় হলো যখন তিনি কিছু করতে চান তখন বলেন 'হও' তখন তা হয়ে যায়।" [সূরা ইয়াসীনঃ ৮২]

¿ ইহা হলো সৃষ্টি সম্পর্কে ঈমান আর অবস্থাসমূহ সম্পর্কেঃ

১. আমরা জানি ও একিন রাখি যে, সকল অবস্থার সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। যেমন গরিব-ধনী, সুস্থ-অসুস্থ, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সম্মান-অসম্মান, জীবন-মরণ, নিরাপত্তা-ভয়, ঠাণ্ডা-গরম, হেদায়েত-ভ্রষ্টতা, শান্তি-অশান্তি এ ছাড়াও সব অবস্থার সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা।

২. আমরা আরো জানি ও একিন রাখি যে, যিনি সবকিছুর পরিচালক ও সকল অবস্থার মহাব্যবস্থাপক তিনি একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা। অতএব, আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত ফকির ধনী হতে পারবে না, রোগী সুস্থ হতে পারবে না। আর আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া লাঞ্ছিত মর্যাদাবান হতে পারবে না। আল্লাহর হুকুম ছাড়া হাসি কান্নায় পরিবর্তন হয় না। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া জীবিতদের মরণ ঘটবে না। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া ঠাণ্ডা গরমে পরিবর্তন হয় না। আর তাঁর ইচ্ছা ছাড়া ভ্রষ্টতা হেদায়েতে পরিবর্তন হবে না।

অতএব, সকল অবস্থার পরিবর্তন ঘটে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশক্রমে। তাঁর নির্দেশে বাড়ে-কমে ও অবশিষ্ট এবং নিঃশেষ হয়। সুতরাং, আমাদের করণীয় তাঁর নিকটে অবস্থার পরিবর্তনের জন্য চাওয়া,

যিনি এসবের একমাত্র মালিক। আর এসবের মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই নৈকট্য হাসিল করা।

আল্লাহর বাণী:

d c b a ` _ ^] \ [Z Y X W[

آل عمران: ٢٦ Z r q p o n m l k j i h g f e

"বল! হে আল্লাহ! যাকে ইচ্ছা বাদশাহী দান কর আর যাকে ইচ্ছা তার রাজত্ব ছিনিয়ে নেও। আর যাকে চাও তারে সম্মানিত কর এবং যাকে চাও তাকে অপদস্ত কর। তোমার পবিত্র হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।" [সূরা আলে-ইমরান:২৬]

৩. আমরা জানি ও একিন রাখি যে, উল্লেখিত সকল অবস্থা ও অন্য সবের ভাণ্ডার আল্লাহ ওয়াহ্‌দাহু লাা শারীকের নিকটে। অতএব, আল্লাহ যদি সকল মানুষকে সুস্থতা বা অভাবমুক্ত কিংবা অন্য কিছু দান করেন তবে তাঁর ভাণ্ডারের কিছুই কমবে না। বরং ততটুকু কমবে যতটুকু সাগরে একটি সূচ ডুবিয়ে উঠালে তার পানি কমে। আল্লাহ ছাড়া নেই কোন সত্য ইলাহ তিনি মুখাপেক্ষীহিন প্রশংসিত।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾ Z لقمان: ٢٦

"আসমান ও জমিনের মাঝে সবকিছুই একমাত্র আল্লাহর জন্যে। নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।" [সূরা লোকমান:২৬]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ:« يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي

فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». أخرجه مسلم.

২. আবু যার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন যা তিনি তাঁর রবের থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:"হে আমার বান্দারা! নিশ্চয় আমি জুলুমকে আমার নিজের উপর হারাম করেছি এবং তোমাদের আপোসের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা আপোসে জুলুম কর না।

হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলে পথ ভ্রষ্ট কিন্তু যাকে আমি হেদায়েত দান করব। অতএব, তোমরা আমর নিকটে হেদায়েত তালাশ কর।

হে আমার বান্দারা! আমি যাকে পানাহার করাই সে ব্যতীত তোমাদের সকলে ক্ষুধার্ত। অতএব, তোমরা আমার নিকট খাদ্য চাও আমি তোমাদের খাদ্য দান করব।

হে আমার বান্দারা! আমি যাকে পোশাক পরাই সে ছাড়া তোমাদের সবাই বস্ত্রহীন। অতএব, তোমরা আমার কাছে পরিধেয় বস্ত্র চাও আমি তোমাদেরকে কাপড় পরাবো।

হে আমার বান্দারা! তোমরা রাত-দিন ভুল কর আর আমি সকল পাপরাজি ক্ষমা করি। অতএব, তোমরা আমার নিকটে ক্ষমা চাও আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিব।

হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার কোন লাভ-ক্ষতি করতে পারবে না।

হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের আগের-পরের ও জ্বিন-ইনসানের সকলে তোমাদের মধ্যের সর্বোত্তম ব্যক্তির ন্যায় মুত্তাকী অন্তর হয়ে যাও তাহলে তা আমার বাদশাহীতে কিছুই বৃদ্ধি হবে না।

হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের আগের-পরের ও জ্বিন-ইনসানের সকলে তোমাদের মধ্যের সবচেয়ে জঘন্য ব্যক্তির ন্যায় ফাজের অন্তর হয়ে যাও তাহলে তা আমার বাদশাহীতে কিছুই কমবে না।

হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের আগের-পরের ও জ্বিন-ইনসানের সকলে একটি ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার নিকটে চাও আর আমি সবার চাওয়া-পাওয়া দিই। তাতে ততটুকুই কমবে যেমন সাগরে সূচ ডুবিয়ে উঠালে যতটুকু পানি কমে।

হে আমার বান্দারা! ইহা তোমাদের আমলসমূহ যা আমি তোমাদের জন্যে হিসাব করে রাখি। অত:পর তার প্রতিদান তোমাদেরকে প্রদান করব। সুতরাং, যে ব্যক্তি কল্যাণকর অবস্থা পাবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে আর যে এর বিপরীত পাবে সে যেন শুধুমাত্র নিজেকেই ধিক্কার দেয়।”[১]

¿ ঈমানের ফজিলত:

উত্তীর্ণ ও বিজয় অর্জিত হবে ঈমান ও সৎআমল দ্বারা, ধন-সম্পদ ও নেতৃত্ব এবং খ্যাতি ও প্রভাব দ্বারা নয়।

অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর হেদায়েত মোতাবেক আল্লাহর নির্দেশমালা পালন করবে তাকে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ভাণ্ডার থেকে দান করবেন। চাহে সে ধনী হোক বা গরিব হোক। আর তাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন। তাকে হেফাজত করবেন, ঈমান দ্বারা সম্মানিত করবেন চাই তার মর্যাদার উপকরণ থাক যেমন: আবু বকর, উমার, উসমান ও আলী [ﷺ] অথবা

১. মুসলিম হাঃ নং ২৫৭৭

তার কারণ না থাক যেমনঃ বেলাল, ‘আম্মার ও সালমান ফারেসী [ﷺ] ও অন্যান্যরা।

আল্লাহ তা‘য়ালার বাণীঃ

المنافقون: ٨ Z l k j i h g f e d [

“ইজ্জত-সম্মান কেবলমাত্র আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফেকরা তা জানে না।” [সূরা মুনাফিকূন:৮]

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে না যদিও তার নিকটে মর্যাদার উপকরণ বা কারণ থাকে। যেমনঃ বাদশাহী ও সম্পদ তাকে আল্লাহ [ﷻ] অপদস্ত করবেন যেমনঃ করেছিলেন ফেরাউন, হামান ও অন্যান্যদেরকে।

আর যদি তার নিকটে অপদস্তের কারণ থাকে তবে তা দ্বারা তাকে লাঞ্ছিত করেন যেমনঃ মুশরিকদের মধ্য থেকে অভাবগ্রস্তরা।

আল্লাহ তা‘য়ালা মানুষকে ঈমান আনা ও সৎ আমল করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারা শিরক মুক্ত একমাত্র তাঁরই এবাদত করবে। সম্পদ ও বিভিন্ন ধরণের জিনিসের বৃদ্ধি ও কাম-বাসনা চরিতার্থের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। যদি মানুষ এ সকল জিনিসে নিজেকে ব্যস্ত করে তাদের পালনকর্তার এবাদত থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে, তাহলে আল্লাহ তাদের উপরে ঐ সকল জিনিসকেই নিযুক্ত করে দেন এবং তাদের অশান্তি ও ধ্বংস এবং দুনিয়া-আখেরাতে ক্ষতিকে অবধারিত করে দেন।

আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

. - , + *) (' % $ # " ! [

التوبة: ٥٥ Z 3 2 1 0 /

“সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হল এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আজাবে নিপতিত রাখা এবং প্রাণবিয়োগ হওয়া কুফরি অবস্থায়।”

[সূরা তাওবাঃ ৫৫]

উত্তীর্ণ ও কল্যাণের কারণসমূহ

¿ ধনী-গরিব যেই হোক না কেন প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ কল্যাণ ও উত্তীর্ণের জন্য কিছু কারণ ও উপকরণ দান করেছেন। আর যে সকল বিষয়ে কোন কল্যাণ ও উত্তীর্ণ নেই যেমন: সম্পদ ও পদমর্যাদা সেগুলো থেকে কাউকে দিয়েছেন আর কাউকে মাহরুম করেছেন। ঈমান ও সৎআমল এগুলোই একমাত্র দুনিয়া-আখেরাতের জীবনে উত্তীর্ণ ও কল্যাণের কারণ মাত্র। এগুলো সবার জন্য সঠিকভাবে বণ্টন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ঈমানের স্থান তথা অন্তর সকলের নিকট রয়েছে এবং আমল করার স্থান তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ যা সকলের অধিকারভুক্ত। সুতরাং, যার অন্তরে ঈমান এবং তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল সংঘটিত হয় সে দুনিয়া-আখেরাতে কল্যাণকামী। আর সে ব্যতীত সকলে ক্ষতিগ্রস্ত।

, + *) (' & % $ # " ! [

- . / 0 1 Z العصر: ١ – ٣

"শপথ যুগের। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকিদ করে সত্যের ও তাকিদ করে সবরের।" [সূরা আসর:১-৩]

১. ঈমান ও সৎআমল দ্বারাই দুনিয়া-আখেরাতে কল্যাণ ও উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আল্লাহর নিকটে ঈমান ও সৎআমল যা করে সে মোতাবেক প্রতিটি মানুষের সম্মান রয়েছে। পরন্তঃ তার সম্পদ, আসবাব-পত্র ও পদমর্যাদা দ্বারা নয়। আল্লাহর কাছে মানুষের মূল তার গুণাবলি দ্বারা ও সত্ত্বার দ্বারা নয়। তাইতো আবু লাহাব একজন বংশীয় ও সম্পদশালী মানুষ থাকার পর লেলিহান আগুন তার ঠিকানা; কারণ সে ঈমান আনেনি। পক্ষান্তরে বেলাল হাবাশী [رضي الله عنه] লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহর জন্য তার পেটের উপরে রাখা পাথরের ভারিতে মৃত্যুর দারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাইতো আল্লাহ তাঁকে মর্যাদার আশনে বসিয়ে মক্কা বিজয়ের দিন ক'বার উপরে উঠে আজান দেয়ার

মাধ্যমে সম্মানিত করেন। আর মৃত্যু পর্যন্ত রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মুয়াজ্জিন হিসেবে নিয়োগ করেন। এ ছাড়া নবী [ﷺ] জান্নাতে তাঁর জুতার আওয়াজ শুনতে পান। কিন্তু কিছু জাতি রয়েছে যারা মনে করে কল্যাণ নিহিত রয়েছে বেশি সংখ্যায় যেমন: নূহ [عليه السلام]-এর জাতি। আর কোন জাতি মনে করে কল্যাণ শক্তিতে যেমন: আদ জাতি। আবার কেউ মনে করে কল্যাণ শিল্পে যেমন: সামূদ জাতি। আর কেউ মনে করে কল্যাণ মূর্তিতে যেমন ইবরাহীম [عليه السلام]-এর জাতি। আবার অন্য কেউ মনে করে কল্যাণ ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন: শো'য়াইব [عليه السلام]-এর জাতি। আর কেউ মনে করে শান্তি ও কল্যাণ হলো ক্ষেত-খামারে। যেমন: সাবা জাতি মনে করেছিল। আবার কেউ মনে করে কল্যাণ ও উত্তীর্ণ বাদশাহী ও রাজত্বে। যেমন: নমরূদ ও ফেরাউন। আবার কেউ মনে করে শান্তি সম্পদে যেমন: কারূন মনে করেছিল। আল্লাহ তা'য়ালা ঐ সকল জাতির নিকটে নবী-রসূলগণকে প্রেরণ করেন একমাত্র আল্লাহর এবাদতের প্রতি দা'ওয়াত করার জন্য। যাঁর কোন শরিক নেই। আর তাদের জন্য এ কথা বর্ণনা করার জন্য যে, কল্যাণ ও শান্তি এ সকল জিনিসে নয় বরং ঈমান ও সৎআমলে।

(ক) আল্লাহর বাণী:

] وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾ Z النور: ٥٢

"আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য।" [সূরা নূর: ৫২]

(খ) আরো আল্লাহর বাণী:

< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - [

z L K J I G F E D C B A @ ? > =

البقرة: ٣ - ٥

"যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে, তাদেরকে আমি যা রিজিক দান করেছি তা থেকে খরচ করে। যারা তোমার প্রতি যা

নাজিল হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনে তারাই তো দৃঢ় ঈমানের লোক। তারা তাদের রবের হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই কল্যাণকামী।" [সূরা বাকারা: ৩-৫]

২. ঐ সকল জাতি যখন নবী-রসূলগণকে মিথ্যা আরোপ করেছিল। আর তাদের কুফরিতে অটল রয়েছিল এবং তাদের নিকটে যা ছিল তা দ্বারা ধোকায় নিপতিত হয়েছিল তখন আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেন। আর তাঁর নবী-রসূলগণও তাঁদের অনুসারীদের নাজাত দান করেন এবং তাদের শত্রুদের উপর তাদেরকে সাহায্য করেন।

(ক) আল্লাহর বাণী:

< ; : 9 8 7 6 5 4 2 1 0 [

I H G F D C B A @ ? > =

العنكبوت: ٤٠ Z N M L K J

"আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলিন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করার ছিলেন না; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।" [সূরা আনকাবূত: ৪০]

(খ) আরো আল্লাহর বাণী:

c b a ` _ ^] \ [Z Y X [

q p o n m l k j i h g f d

هود: ٦٦ - ٦٧ Z t s r

"অত:পর আমার আজাব যখন উপস্থিত হলো, তখন আমি সলেহকে ও তদীয় ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে উদ্ধার করি এবং সেদিনকার অপমান হতে রক্ষা করি। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা তিনিই সর্বশক্তিমান

পরাক্রমশালী। আর ভয়ঙ্কর গর্জন পাপিষ্ঠদের পাকড়াও করল, ফলে ভোর হতে না হতে তারা নিজ নিজ গৃহসমূহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।" [সূরা হূদ: ৬৬-৬৭]

¿ আত্মা পবিত্রকরণের জ্ঞান:

আত্মা পবিত্রকরণকে আরবিতে 'তাজকিয়া' বলে। এর অর্থ: প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকার ময়লা ও নাপাক বস্তু থেকে পবিত্রকরণ। আত্মা পবিত্র করার তিনটি বিষয় সংশ্লিষ্ট:

১. আল্লাহর হকের ব্যাপারে: মানুষ নিজেকে সর্বপ্রকার শিরক, নেফাক ও লোক দেখানো আমল থেকে পবিত্র করে একমাত্র নিখাদ চিত্বে এক আল্লাহর এবাদত করবে।
২. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর হকের ব্যাপারে: সমস্ত আমলকে বিদাত থেকে পবিত্র করতে হবে। তাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শরিয়ত মোতাবেক আল্লাহর এবাদত করবে।
৩. মানুষের হকের ব্যাপারে: নিজের আত্মাকে পূত-পবিত্র করবে সকল প্রকার নোংরা চরিত্র থেকে। যেমন: হিংসা-বিদ্বেস, মিথ্যা, গিবত এবং অন্যদের উপর জুলম করা।

যে ব্যক্তিকে ইহা দান করা হয় সে ঈমান, জ্ঞান, আমল ও চরিত্রের উঁচু স্তর অর্জন করে।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 [

G H I Z الشمس: ٧ - ١٠

"শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর। অত:পর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, যে আত্মাকে পবিত্র করে, সেই সফলকাম হয় এবং যে আত্মাকে কলুষিত করে, সেই ব্যর্থ হয়।" [সূরা শামস: ৭-১০]

২. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

] قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾ ! " # $ % &

' ( ) Z الأعلى: ١٤ - ١٧

“নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অত:পর সালাত আদায় করে। বস্তুত: তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।” [সূরা আ‘লা:**১৪-১৭**]

আর প্রকৃত কৃতকার্য হলো: উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া এবং আতঙ্কগ্রস্ত থেকে নাজাত পাওয়া।

ঈমানদারদের পরস্পরের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব

১. সৃষ্টিরাজির ঈমানের অনেকগুলো স্তর রয়েছে যেমনঃ

(ক) ফেরেশতাগণের ঈমান সুদৃঢ় যা কম-বেশি হয় না। তাঁরা কখনো আল্লাহর নাফরমানি করেন না। আর তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তা তাঁরা পালন করেন। তাঁদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

(খ) নবী-রসূলগণের ঈমান। তাঁদের ঈমান বাড়ে কিন্তু কমে না; কারণ তাঁদের আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে জ্ঞান পরিপূর্ণ। তাঁদের মাঝেও অনেক স্তর রয়েছে।

(গ) সকল মুসলমানদের ঈমান যা সৎ আমলের দ্বারা বাড়ে এবং পাপের মাধ্যমে কমে। তাদেরও অনেক স্তর রয়েছে।

আবার ঈমানেরও অনেক স্তর আছে:

প্রথম স্তরের ঈমান যা বান্দাকে আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত করতে সাহায্য করে এবং তার মধ্যে মজা পায় ও হেফাজত করে। বান্দার উপরের বা তার মত মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহারের জন্য চাই শক্ত ঈমান যা নিজের ও অপরের প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত রাখে। আর নিজের চেয়ে নিম্নমানের মানুষের সাথে চলাফেরা করার জন্য উত্তম চরিত্র। যেমন: রাষ্ট্রপতি তার প্রজাদের সাথে ও স্বামী তার স্ত্রীর সাথে। সবার প্রয়োজন শক্তিশালী ঈমানের যাতে করে তার চেয়ে ছোটদের প্রতি জুলুম না করে। আর যখনই ঈমান বাড়বে তখন একিন বাড়বে ও সৎআমলও বাড়বে। যার ফলে মানুষ আল্লাহ তা'য়ালা ও বান্দাদের হক আদায় করতে পারবে। ইহাই হলো আল্লাহর সঙ্গে প্রকৃত উত্তম ব্যবহার এবং মখলুকের সাথেও। আর ইহা দুনিয়া-আখেরাতে সর্বোচ্চ মঞ্জিল বা স্তর।

২. প্রতিটি বান্দা চলমান কেউ স্থির নয়। হয়তো কেউ উপরের দিকে আবার কেউ নীচের দিকে চলতে থাকে। আবার কেউ সামনের দিকে আর কেউ পিছনের দিকে। স্বভাবজাত ও শরীয়তে একইভাবে অবস্থান করা কাম্য নয়। বরং প্রতিটি বান্দার জীবনে কিছু স্তর যা দ্রুত জান্নাতের বা জাহান্নামের দিকে সঙ্কুচিত হয়ে আসতেছে। কেউ

দ্রুত আবার কেউ ধীর গতিতে এবং কেউ আগে আর কেউ পরে। রাস্তায় কেউ স্থির নয়। বরং সকলে চলার পথে দ্রুত চলতেই আছে। অতএব, যে ব্যক্তি ঈমান ও সৎআমল দ্বারা জান্নাতের পানে আগাবে না সে কুফরি ও নোংরা আমলের মাধ্যমে নি:সন্দেহে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে চলেছে।

আল্লাহর বাণী:

[نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾ Z المدثر: ٣٦ - ٣٧

“মানুষের জন্যে সতর্ককারী। তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে।” [সূরা মুদ্দাসসির: ৩৬-৩৭]

৩. ঈমানদারগণের ঈমানে বড় ধরণের কম-বেশি রয়েছে। তাই নবী-রসূলগণের ঈমান এবং অন্যান্যদের ঈমান এক সমান নয়। আর সাহাবায়ে কেরাম [ﷺ]-এর ঈমান অন্যান্য সাধারণ মানুষের মত ঈমান নয়। নেককার মু'মিনদের ঈমান পাপিষ্ঠদের ঈমানের মত নয়। আর এ পার্থক্য অন্তরে আল্লাহ্ ও তাঁর নাম ও গুণাবলীর জ্ঞান, তাঁর কার্যাদি ও যা তিনি বান্দার জন্য শরীয়ত হিসাবে মনোনিত করেছেন তার জ্ঞান এবং তাঁর ভয়-ভীতি ও পরহেজগারীতার উপর নির্ভর করে। আর ‘লাা ইলাা ইল্লাল্লাহ্’-এর ভক্তদের অন্তরে নূরের পার্থক্য আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত আর কেউ হিসাব করতে পারবে না।

৪. আল্লাহকে যে যতো বেশি জানে সে ততো তাঁকে বেশি ভালোবাসে। আর এ জন্যেই নবী-রসূলগণ আল্লাহকে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন এবং বেশি সম্মান করতেন। আল্লাহর জাত তথা সত্ত্বা, সুন্দর এহসান ও মহত্বের জন্য তাঁকে ভালোবাসা এবাদতের মূল। তাই যখন আল্লাহর প্রতি মহব্বত শক্তিশালী হবে তখন আনুগত্য ও সম্মান পূর্ণ হবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে আনন্দ ও ঘনিষ্ঠতা পরিপূর্ণ হবে।

] فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ à ٱللَّهُ â لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ ç è é ê ë Z محمد: ١٩

“জেনে রাখুন! আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ক্রুটির জন্য এবং মুমিন পরুষ ও মুমিন নারীদের জন্যে। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।” [সূরা মুহাম্মাদ:১৯]

মুওয়াহ্হীদ ও মুমিনদের দায়িত্ব-কর্তব্য

¿ মুওয়াহহীদ (তাওহীদপন্থী) ও মুমিনদের প্রতি ওয়াজিব হলোঃ

১. আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, রসূলগণ, শেষ দিবস ও ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনা।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

U T S R Q P O N M L K [

b a ` _ ^] \ Z Y X W V

النساء: ١٣٦ Z h g f e d c

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাজিল করেছেন স্বীয় রসূলের উপর এবং সে সমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাজিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে।" [সূরা নিসাঃ ১৩৬]

২. আল্লাহ ওয়াহদাহু লাা শরীক-এর জন্য একমাত্র এবাদত করা এবং অন্যান্য সকল উপাস্য হতে দূরে থাকা।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

v t s r q p o n m l k j i h [

البينة: ٥ Z y x w

"তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে, জাকাত দেবে। এটাই সঠিক দ্বীন।" [সূরা বাইয়িনাত:৫]

৩. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা এবং নাফরমানি না এমন কাজে আলেম ও দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করা।

(ক) আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ

إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ â وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴿٥٩﴾ Z

النساء: ٥٩

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা আলেম ও দায়িত্বশীল তাদের। তারপর যদি কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যার্পণকর–যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" [সূরা নিসা:৫৯]

(খ) নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেন:"মুসলিম ব্যক্তির প্রতি পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে দায়িত্বশীলের কথা শুনা ও মান্য করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কোন নাফরমানির নির্দেশ করে তবে শুনা ও মান্য করা জরুরি নয়।"[১]

৪. শরিয়তের জ্ঞানার্জন নিজে করা ও অন্যান্যদেরকে করানো।

L K J I H G F E D C B A @ ? [

Z [Z Y X W V U T S R Q P O NM

آل عمران: ٧٩

"কোন মানুষকে আল্লাহর কিতাব, হেকমত ও নবুওয়াত দান করার পর সে বলবে যে, তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে

[১]. বুখারী হা: নং ৭১৪৪ মুসলিম হা: নং ১৮৩৯ শব্দ তাঁরই

যাও,–এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও, যেমন তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।” [সূরা আল-ইমরান:৭৯]

৫. আল্লাহর প্রতি দা‘ওয়াত এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা।

r ¦ p o n m l k j i h g f [

آل عمران: ١٠٤ Z u t s

“আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান করবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হলো সফলকাম।”
[সূরা আল-ইমরান:১০৪

৬. আল্লাহর রাহে জিহাদ করা।

] وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ © وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ¸ Z الأنفال: ٣٩

“আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না শিরক শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।” [সূরা আনফাল:৩৯]

৭. আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত করে আঁকড়িয়ে ধরা এবং দলাদলি না করা।

آل عمران: ١٠٣ Z e ¦ F E D C B A [

“আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।”[সূরা আল-ইমরান:১০৩]

৮. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশভাবে দ্বীনের প্রতি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা।

Z f e d c b ¦ ` _ ^] \ [Z Y [
هود: ١١٢

“অতএব, আপনি এবং আপনার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই সোজা পথে চলুন–যেমন আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সীমা লঙ্ঘন

করবে না। আর তোমরা যা কিছু করছ, নিশ্চয় তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।" [সূরা হূদ:১১২]

৯. মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করা।

[E F G H I J K L Z الأعراف: ١٩٩

"আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাকুন।" [সূরা আ'রাফ:১৯৯]

১০. সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা।

[A B C D E F G H I J K L

M N O P Q R T U V W Z النصر: ١ – ٣

"যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।" [সূরা নাস্‌র:১-৩]

আহলে তাওহীদ ও আহলে ঈমানের প্রতিদান

আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়াতে তাঁর মু'মিন বান্দাদের জন্য অনেক ওয়াদা-অঙ্গিকার করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো:
কল্যাণ অর্জন, হেদায়েত লাভ, আল্লাহর সাহায্য, ইজ্জত-সম্মান, জমিনে খেলাফত প্রতিষ্ঠা, মু'মিনদের প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা দান, নাজাত, বরকত হাসিল, কাফেরদেরকে মু'মিনদের উপর কর্তৃত্ব দান না করা, আল্লাহর বিশেষ সঙ্গ লাভ ও তাঁর মহব্বত হাসিল।
আর আখেরাতে তাঁদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন স্থায়ী নেয়াতমরাজি এবং বিশাল রাজ্য; যা না কোন চোখ দেখেছে, আর না কোন কান শুনেছে, আর না কোন মানুষের অন্তরে তার কল্পনা হতে পারে।

السجدة: ١٧ Z } | { z y x w v u t s r q p [

"কোন ব্যক্তি তার জন্যে চোখ শীতলকারী কি গোপন করে রাখা হয়েছে তা জানে না। আর এ হচ্ছে তারা যা আমল করেছে তার প্রতিদান।"
[সূরা সাজদাহ:১৭]
আহলে তাওহীদ ও আহলে ঈমানের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে সবচেয়ে বৃহৎ সম্মান ও মর্যাদা হলো:

১. দুনিয়া ও আখেরাতে সুন্দর জীবন দান:
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

d c b a ` _ ^] \ [Z Y[

النحل: ٩٧ Z l k j i h g f

"মু'মিন নারী-পুরুষ যেই সৎআমল করবে আমি তাকে সুন্দর জীবন দান করব। আর অবশ্যই তাদের কৃতকর্মের উত্তম প্রতিদান দিব।"
[সূরা নাহ্ল: ৯৭]

২. জান্নাতে প্রবেশ:

] إِنَّ ٱللَّهَ يُدۡخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۚ

إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾ Z الحج: ١٤

"নিশ্চয় আল্লাহ যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদেরকে পাদদেশে দিয়ে নহর প্রবাহিত জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।" [ন্দ্ররা হাজ্ব:১৪]

৩. জান্নাতুন নাঈমের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হওয়া:

، , + *) ('& % $ # " ! [

! > = < ; : 9 8 7 6 5 3 2 1 0 / .

البقرة: ٢٥ Z H G F E C B A @

"যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেকে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত: তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। আর সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকূল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।" [সূরা বাকারা:২৫]

৪. প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জন:

[} ~ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا

© طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ وَرِضۡوَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۚ µ ¶ ¸

ٱلۡعَظِيمُ ﴿٧٢﴾ Z التوبة: ٧٢

"আল্লাহ, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রসবণ। তারা সেগুলোরই

মাঝে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত: এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটিই হল মহান কৃতকার্যতা।" [সূরা তাওবাহ:৭২]

৫. জান্নাতে আল্লাহর দীদার লাভঃ

[ ) * + , - . / 0 Z القيامة: ٢٢ - ٢٣

"সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।" [সূরা কিয়ামাহঃ ২২-২৩]

৬. আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ লাভঃ

[: ; < = > ? @ A B C D E F Z القمر: ٥٤ – ٥٥

"আল্লাভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে। যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।" [সূরা কামার:৫৪-৫৫]

৭. মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ তা'য়ালার বাণী শুনার সুযোগঃ

[! " # $ % & ' ( ) * + , - .

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = Z

يس: ٥٥ – ٥٨

"এদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে। সেখানে তাদের জন্যে থাকবে ফল-মূল এবং যা চাইবে। করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'।" [সূরা ইয়াসীন:৫৫-৫৮]

৮. জাহান্নাম থেকে নাজাতঃ

[` a b c e f g h i j k l m n o

p q r s Z مريم: ٧١ – ٧٢

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌঁছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা। অত:পর আমি মুত্তাকীদের উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।" [সূরা মারয়াম:৭১-৭২]

যেসব গুণাবলির ওয়া'দা দুনিয়ায় করা হয়েছে তার অধিকাংশ আজ মুসলিমদের জীবনে অনুপস্থিত; এ ইহাই প্রমাণ করে যে, তাদের ঈমান দুর্বল। আর এসব অর্জনের বা দেখার একটি মাত্র রাস্তা আর তা হলো বর্তমানের দুর্বল ঈমানকে উপযুক্ত ঈমানে শক্তিশালী করা। আর এর দ্বারাই সম্ভব ঈমানের উপরে দুনিয়ায় উল্লেখিত আল্লাহর ওয়াদাসমূহ অর্জন করা। যার ফলে আমাদের ঈমান ও আমল হবে নবী-রসূলগণ ও সাহাবা কেরামের বাস্তব ঈমান ও আমলের অনুরূপ।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

a ` _ ^] \ Z Y X W V U T S [

البقرة: ١٣٧ Z i h g f d c

"অতএব, তারা যদি ঈমান আনে, তোমাদের ঈমান আনার মত, তবে সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে। সুতরাং এখন তাদের জন্যে আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।" [সূরা বাকারা:১৩৭]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

V U T S R Q P O N M L K [

e d c b a ` _ ^] \ Z Y X W

النساء: ١٣٦ Z h g f

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাজিল করেছেন স্বীয় রসূলের উপর এবং সে সমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাজিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের

উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে।”
[সূরা নিসা: ১৩৬]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[} ~ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ
إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ Z البقرة: ٢٠٨

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না–নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।” [সূরা বাকারা:১০৮]

(২) ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

˜ **ফরেশতাদের প্রতি ঈমানঃ**

দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, ফেরেশতামণ্ডলী আল্লাহর সৃষ্টিকুল। তাঁদের মধ্যে যাঁদের নামসমূহ জানতে পেরেছি, তাদের প্রতি নামসহ ঈমান আনব যেমন: জিবরীল [عليه السلام]। আর যাঁদের নামসহ জানতে পারেনি তাদের প্রতিও সংক্ষিপ্ত ঈমান আনব। আর যাঁদের গুণবলী ও কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত হয়েছি তাদের প্রতিও ঈমান আনব। তাঁরা মর্যাদার দিক থেকে: আল্লাহর এক সম্মানিত সৃষ্টিজীব। তাঁরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করেন। তাঁদের মধ্যে আল্লাহর উলূহিয়াত ও রবূবিয়াতের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তাঁরা এক অদৃশ্য জগৎ। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

˜ **তাঁরা কাজের দিক থেকে:** তাঁরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত ও তসবীহ্ তথা পবিত্রতা বর্ণনা করেন। তাদেরকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর কোন কাজে নাফরমানি করেন না। তাঁরা আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ যথাযথভাবে আদায় করেন। তাঁরা অক্লান্তভাবে রাত-দিন সর্বদা এবাদত করতেই থাকেন।

আল্লাহর বাণী:

[w x y z { | } ~ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ
ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفۡتُرُونَ ﴿٢٠﴾ Z الأنبياء: ١٩ - ٢٠

"আর যারা (ফেরেশতাগণ) তাঁর (আল্লাহর) সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁর এবাদতে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না। তারা রাত-দিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে এবং ক্লান্ত হয় না।"
[সূরা আম্বিয়া: ২০]

˜ **আল্লাহর আনুগত্যের দিক থেকে:** আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর নিদেশসমূহ পরিপূর্ণভাবে আনুগত্য ও বাস্তবায়নের শক্তি দান

করেছেন এবং তাঁরা সৃষ্টিগতভাবে এবাদতের জন্য সৃষ্টি। আল্লাহর বাণী:

] لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦ Z التحريم: ٦

"তারা আল্লাহর কোন কাজে নাফরমানি করে না। আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ যথাযথভাবে আদায় করে।" [সূরা তাহরীম: ৬]

~ তাঁদের সংখ্যা:

ফেরেশতাদের সংখ্যা অনেক, যার প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাঁদের কেউ আরশে আযীম বহনকারী, কেউ জান্নাতের পাহারাদার, কেউ জাহান্নামের প্রহরী, কেউ হেফাজতকারী, কেউ লিপিকার ইত্যাদি। তাঁদের মধ্যে সত্তর হাজার প্রতিদিন বায়তুল মা'মূরে সালাত আদায় করেন। যখন তাঁরা সেখান থেকে বের হয়ে যায়, পরে আর কখনো সেখানে ফিরে আসতে পারেন না। মে'রাজের ঘটনায় বর্ণিত আছে, নবী [ﷺ] যখন সপ্তম আকাশে গেলেন। তিনি [ﷺ] বলেন:

« .....فَرُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ..». متفق عليه.

"আমার জন্য বায়তুল মা'মূর উঠানো হলে। আমি জিবরীল [عليه السلام]কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: ইহা বায়তুল মা'মূর। ফেরেশতাগণের মধ্যে সত্তর হাজার প্রতিদিন সেখানে সালাত আদায় করে। যখন তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়, পরে আর কখনো সেখানে ফিরে অসার সুযোগ হয় না।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩২০৭ ও মুসলিম হাঃ নং ১৬২

˜ তাঁদের নাম ও কার্যাদিঃ

ফেরেশতাগণ সম্মানিত সৃষ্টি। তাঁদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এবাদত ও আনুগত্য করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। তাঁদের কারো কারো নাম ও কার্যাদি সম্পর্কে আল্লাহ আমাদেরকে অবহিত করিয়ে দিয়েছেন। আবার কারো ব্যাপারে জ্ঞান আল্লাহ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আল্লাহ তাঁদের বিভিন্ন ধরণের কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যেমনঃ

১. **জবরীল** [عليه السلام]: যিনি নবী-রসূলগণের নিকট অহি পৌঁছে দেয়ার কাজের জন্য নির্দিষ্ট।

২. **মীকাঈল** [عليه السلام]: যিনি পানি ও উদ্ভিদের জন্য নিয়োজিত।

৩. **ইসরাফীল** [عليه السلام]: যিনি সিঙ্গাই ফুৎকার দেয়ার জন্যে নির্দিষ্ট।

৪. **মালিক- খ–জেনে নাার** [عليه السلام]: যিনি জাহান্নামের প্রহরীর কাজের জন্য নির্দিষ্ট।

৫. **রেযওয়ান- খ–জেনে জান্নাত** [عليه السلام]: যিনি জান্নাতের প্রহরী।

তাঁদের মধ্যে আবার কেউ মৃত্যুর ফেরেশতা, যিনি রুহ কব্জ করার জন্য নির্দিষ্ট যেমনঃ মালাকুল মাউত ফেরেশতা।

আবার কেউ আরশে আযীম বহন করার জন্যে, কেউ জান্নাতের প্রহরী কেউ জান্নামের প্রহরী।

আবার কেউ বনি আদম ও তাদের আমলসমূহকে হেফাজত করেন এবং তা লেখার জন্য প্রত্যেককের আলাদা আলাদা ফেরেশতা নিযুক্ত আছে।

তাদের মধ্যে কেউ আবার মায়ের রেহেমে ভ্রুণসমূহকে হেফাজতের জন্য নির্দিষ্ট। তাদের রিজিক, আমল, বয়স ও ভাল-মন্দ আল্লাহর নির্দেশে লিখেন।

আর কিছু ফেরেশতা আছেন, যাঁরা মৃত ব্যক্তিকে কবরে তার রব, দ্বীন ও নবী সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর করেন। (মুনকার ও নাকীর ফেরেশতা)
এ ছাড়াও আরো অনেক ফেরেশতা রয়েছে যার প্রকৃত স্যখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। আল্লাহই একমাত্র প্রতিটি জিনিসের সঠিক হিসাব জানেন।

~ কেরামান কাতেবীন ফেরেশতাগণের কাজঃ

আল্লাহ তা'য়ালা কেরামন কাতেবীন (সম্মানিত ফেরেশতামণ্ডলী যাঁরা লিখার জন্য নির্দিষ্ট) সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের প্রতি হেফাজতকারী হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। তাঁরা কথা, কাজ ও উদ্ভিদ সবকিছু সম্পর্কে লিখেন। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে দু'টি করে ফেরেশতা আছেন। এক জন ডান কাঁধে যিনি নেকি লিখেন আর অপর জন বাম কাঁধে যিনি পাপ লিখেন। আরো দু'জন ফেরেশতা রয়েছেন যাঁরা মানুষকে হেফাজত ও পাহারা দেন। একজন পেছনে আর অপরজন সামনে থেকে।

১. আল্লাহর বাণীঃ

[O P Q R S T U V W X Y Z الانفطار: ١٠- ١٢

"নিশ্চয় তোমাদের উপর নিযুক্ত রয়েছে হেফাজতকারী ফেরেশতাগণ। তাঁরা সম্মানিত লিপিকার। তোমরা যা কর তা তাঁরা জানেন।" [সূরা ইনফিতারঃ ১০-১২]

২. আরো আল্লাহর বাণীঃ

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B Z ق: ١٧ - ١٨

"যখন দু'জন ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। সে যে কথা উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।" [সূরা ক্বাফ:১৭-১৮]

৩. আল্লাহর আরো বাণীঃ

[p q r s t u v w x y z ﴿١١﴾ Z الرعد: ١١

"তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে আল্লাহর নির্দেশে তারা ওদের হেফাজত করে।" [সূরা রা'দঃ ১১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَقُولُ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا ، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ». متفق عليه.

৪. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:"(হে ফেরেশতাগণ) যখন আমার বান্দা কোন পাপ করার ইচ্ছা পোষণ করে তখন তা সম্পাদন না করা পর্যন্ত তার কোন পাপ লিখ না। আর যদি করেই বসে, তাহলে অনুরূপ লিখ (অথ্যাৎ একটি পাপ লিখ)। আর যদি আমার খাতিরে তা ত্যাগ করে, তাহলে তার জন্য একটি নেকি লিখ। আর যখন আমার বান্দা কোন নেকির কাজ করতে ইচ্ছা করে এবং তা না করে, তবে তার জন্য মাত্র একটি নেকি লিখ। অত:পর তা করেই ফেললে, তার জন্যে অনুরূপ ১০ থেকে ৭০০ পর্যন্ত নেকি লিখ।"[১]

˜ ফেরেশতাগণের সৃষ্টির মহত্ত্বঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ». أخرجه أبوداود.

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন নবী [ﷺ] থেকে, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"আরশ বহনকারী একজন ফেরেশতা সম্পর্কে আমাকে আলোচনা করার জন্য অনুমতি দেয়া

[১].বুখারী হাঃ নং ৭৫০১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১২৮

হয়েছে। তার কানের লতী থেকে ঘাড় পর্যন্ত ৭০০ শত বছরের লম্বা রাস্তা।" [১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه «أَنَّ محمدًا ﷺ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ».

متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত যে: "মুহাম্মাদ [ﷺ] জিবরীল [عليه السلام]কে ৬০০শত ডানা বিশিষ্ট অবস্থায় দেখেছেন।"[২]

~ ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমানের উপকার:

১. আল্লাহর মহত্ব, মর্যাদা, শক্তি ও হিকমত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। তিনি ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেছেন যাঁদের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। তাঁদের মধ্যে কাউকে আরশ বহনকারী বানিয়েছেন। যার কান ও ঘাড়ের মধ্যেকার দূরত্ব ৭০০ শত বছরের লম্বা রাস্তা। তাহলে আরশ কত বড় ? আরশের উপরে যিনি আছেন তিনি কত বড় মহান? সেই মহান আল্লাহর সকল পবিত্রতা। তাঁর বাণী:

الجاثية: ٣٧ Z ` _ ^] [Z Y X W[

"তাঁরই জন্যে আসমান-জমিনে সকল অহঙ্কার। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা জাসিয়াহ:৩৭]

২. বনি আদমের ব্যাপারে আল্লাহর গুরুত্বের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের হেফাজত, সাহায্য ও আমল লিখে রাখার জন্য ফেরেশতাদেরকে নিযুক্ত করেছেন।

৩. ফেরেশতাগণকে মহব্বত করা; কারণ, তাঁরা আল্লাহর বান্দাদের খেদমতে নিয়োজিত আছেন এবং বিশেষ করে মু'মিনদের জন্য দোয়া করেন ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চান। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

---

[১].হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৭২৭ ও সিলসিলা সহীহা, ১৫১ পৃঃ দ্রঃ

[২]. বুখারী হাঃ নং ৪৮৫৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৭৪

] ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ © بِهِۦ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِينَ

ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ ´ µ ¶ ¸ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمۡ

عَذَابَ ٱلۡجَحِيمِ ٧ ! " # $ % & ' ( ) *

7 6 4 3 2 1 0 / . , +

غافر: ٧ - ٩ Z A @ ? > = ; : 9 8

“যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চার পাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু‘মিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে প্রবেশ করান চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি,-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”
[সূরা মু‘মিনঃ ৭-৯]

(৩) কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

- **কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানঃ**

এ ঈমান রাখা যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের হেদায়েতের জন্য নবী-রসূলগণের প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন। এগুলো আল্লাহর প্রকৃত বাণী। আর এর মধ্যে যা আছে সবই সত্য, তার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এর মধ্যে কিছু আছে যার নাম আল্লাহ উল্লেখ করেছেন আর কিছু আছে যার নাম ও সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

- **কুরআনে যে সকল আসমানী কিতাবের নাম উল্লেখ হয়েছে তার সংখ্যাঃ**

১. **সুহুফে ইবরাহীমঃ** ইবরাহীম [عليه السلام]-এর উপর।
২. **তাওরাতঃ** যা মূসা [عليه السلام]-এর প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা নাজিল করেছিলেন।
৩. **ইঞ্জিলঃ** যা আল্লাহ 'ঈসা [عليه السلام]-এর প্রতি নাজিল করেছিলেন।
৪. **জাবূরঃ** যা দাউদ [عليه السلام]-এর প্রতি আল্লাহ [عز وجل] নাজিল করেছিলেন।
৫. **আল-কুরআরঃ** যা সকল মানুষের জন্যে মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা নাজিল করেছেন।

— **পূর্বের আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান ও আমলের বিধানঃ**

আমরা ঈমান রাখব যে, আল্লাহ এ সকল কিতাব নাজিল করেছেন। এগুলোতে যে সকল খবরাদি সঠিক সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখব। যেমন কুরআনের খবরাদি এবং পূর্বের কিতাবসমূহের যে সমস্ত খবর অপরিবর্তিত ও অপরিবর্ধিত। আর পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টিচিত্তে যে সকল আহকাম রহিত হয়নি সেগুলোর আমল করব। আর যে সকল আসমানী কিতাবের নাম জানি না সেগুলোর প্রতি সংক্ষিপ্ত ঈমান আনব।

t s r q p n m l k j i h g [

وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا ~ } | { z y x w v u

وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ Z البقرة: ٢٨٥

“রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলিমরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে, আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রহন্থসমূহের প্রতি এবং রসূলগণের প্রতি। তারা বলে আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।” [সূরা বাকারা:২৮৫]

- পূর্বের সকল আসমানী কিতাব যেমন: তাওরাত, ইঞ্জিল ও জাবুর ইত্যাদি সবই কুরআনের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। যেমন আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

Z Y X W V U T S R Q P O [

Z © h g f e d c b ` _ ^] \

المائدة: ٤٨

“আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।” [সূরা মায়েদা:৪৮]

- **বর্তমান আহলে কিতাবের হাতে যেসব কিতাব রয়েছে তার বিধান:**

আহলে কিতাবের হাতে তাওরাত ও ইঞ্জিল নামে বর্তমানে যা আছে তার সম্পর্ক নবী-রসূলগণের সাথে সম্পৃক্ত করা সঠিক নয়; কারণ এর মাঝে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। যেমন: ইহুদিরা আল্লাহর সন্তান বলে সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে এবং খ্রীষ্টানরা ‘ঈসা [عليه السلام]-

এর এবাদত করেছে। আর আল্লাহ [ﷻ]কে এমন সবগুণে গুনান্বিত করা হয়েছে, যা তাঁর আজমত তথা মর্যাদার পরিপন্থী। অনুরূপভাবে নবীগণকে অপবাদ ইত্যাদি দেয়া হয়েছে যার সবই মিথ্যা। এগুলো সবই প্রত্যাখ্যান করা আমাদের প্রতি ওয়াজিব এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা যার সত্যায়ন এসেছে তা ব্যতীত সবকিছুর প্রতি ঈমান আনা জরুরি না।

যখন আহলে কিতাবরা (ইহুদি-খ্রীষ্টান) আমাদেরকে কোন কিছু শুনাবে তখন আমরা তা সত্য-মিথ্যা কোনটাই মনে করব না। বরং বলব: আমরা আল্লাহ, তাঁর কিতাব ও রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। যদি তারা যা বলে তা সত্য হয়, তাহলে তাদেরকে মিথ্যা বলব না। আর যদি তারা যা বলে বাতিল হয়, তাহলে তা সত্য মনে করব না।

¿ ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের হুকুম:

যে সত্য দ্বীন নিয়ে সমস্ত নবী-রসূলগণ এসেছেন তা হলো ইসলাম। ইহাই একমাত্র সত্য ধর্ম। এ ছাড়া বাকি সকল ধর্ম বাতিল।
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

V U T S R Q P O N L K J I H[

Z d c b a ` _ ^] \ Z Y X W

آل عمران: ١٩

"নি:সন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। আর যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশত:, যারা আল্লাহর নির্দেশসমূহের প্রতি কুফরি করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যান্ত দ্রুত।" [আল-ইমরান:১৯]

বর্তমানের ইহুদি ও খ্রীষ্টানরা আসমানী ধর্মে নয় এবং ইহুদিদেরকে মূসা [عليه السلام]-এর দ্বীনের ও খ্রীষ্টানদেরকে ঈসা [عليه السلام]-এর দ্বীনের বলা বৈধ হবে না। ইহুদি তাওরাতের বহু শতাব্দি পরে জন্মগ্রহণ করেছে অনুরূপভাবে খ্রীষ্টানরাও। বরং ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের ধর্ম নিজেদের পক্ষ থেকে বানানো নব আবিস্কৃত। এর মাঝে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ও বিদাত

ও কুফর দ্বারা ভরপুর, যা আল্লাহর মহত্ব, তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলি এবং সত্য দ্বীনের সাথে বিপরীত।

Z L K J I H G F E D C B A @ ? [
آل عمران: ٨٥

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না। আর সে আখেরাতে লোকসানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা আল-ইমরান:৮৫]

আর আল্লাহ তা'য়ালা ইবরাহীম [عليه السلام] ইহুদি ও খ্রীষ্টান ছিলেন না বলে ঘোষণা করেছেন। এ ছাড়া তিনি শিরককারী ছিলেন না তাও বলে দিয়েছেন। আর ইহা এই প্রমাণ করে যে, এ ধর্ম দু'টি কুফরের ধর্ম যা পরবর্তীতে কাফেররা নব আবিস্কার করেছে। অতএব, এ দু'টি দ্বারা কোন নবী-রসূলগণকে ভূষিত করা সমীচীন হবে না।

] مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن © حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
﴿٦٧﴾ Z آل عمران: ٦٧

"ইবরাহীম ইহুদি ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন 'হানীফ'–অথ্যাৎ সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং মুসলিম তথা আত্মসমর্পণকারী এবং তিনি মুশরিকও ছিলেন না।" [আল-ইমরান:৬৭]

● কুরআনের প্রতি ঈমান ও আমলের বিধানঃ

আল-কুরআনুল কারীম যা আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশেষ ও উত্তম নবী মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর প্রতি নাজিল করেছেন। ইহা সর্বশেষ আসমানী কিতাব। ইহা সর্বোত্তম ও সবচেয়ে পরিপূর্ণ। প্রত্যেকটি জিনিসের বর্ণনাকারী হিসাবে আল্লাহ নাজিল করেছেন। ইহা বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ।

কুরআন সর্বোত্তম কিতাব, যা সর্বোত্তম ফেরেশতা জিবরীল আমীন [عليه السلام]-এর মাধ্যমে, সৃষ্টির সেরা মানব মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর উপর নাজিল হয়েছে সর্বোত্তম উম্মতের জন্য। যাদেরকে মানব জাতির জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। ইহা সর্বোত্তম ও সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রতিটি মানুষের উপর তার প্রতি ঈমান আনা, তার বিধান মোতাবেক আমল করা এবং তার আদব অনুযায়ী চরিত্র গঠন করা ওয়াজিব। কুরআন নাজিলের পর আল্লাহ্ অন্য কোন কিতাব মোতাবেক কোন আমল কবুল করবেন না। কুরআনের হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন, যার ফলে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এবং কম-বেশি থেকে সম্পর্ণ মুক্ত।
আল্লাহর বাণী:

v u t s r q p o n m l k j i h [

Z الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥

"এই কুরআন তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে। আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অর্ন্তভুক্ত হন, সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।" [সূরা শো'য়ারা: **১৯২-১৯৫**]

- **কুরআনের আয়াতের নির্দেশনা:**

কুরআনের আয়াতসমূহে প্রতিটি জিনিসের সুস্পষ্ট র্বণনা রয়েছে। সেগুলো হয়তো খবর বা নির্দেশ।

- **খবরগুলো দু'প্রকার:**

১. হয়তো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ও তাঁর নাম ও গুণাবলী, কার্যাদি ও বাণীসমূহের খবর।
২. অথবা সৃষ্টিরাজির খবরসমূহ। যেমন: আসমান-জমিন, আরশ, কুরসী, মানুষ, জীবজন্তু, জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, জান্নাত-জাহান্নাম, নবী-রসূলগণ ও তাঁদের অনুসারী ও শত্রুদের খবরাদি এবং প্রত্যেক দলের প্রতিদান ইত্যাদি।

- **নির্দেশসমূহ দু'প্রকার:**

১. হয়তো একমাত্র আল্লাহর এবাদতের জন্য নির্দেশ। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের নির্দেশ। আল্লাহ যার নির্দেশ করেছেন সেগুলো

বাস্তবায়ন করা। যেমনঃ সালাত, সিয়াম ইত্যাদি আল্লাহর নির্দেশসমূহের মধ্য হতে।

২. অথবা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করতে নিষেধ। আর যা আল্লাহ হারাম করেছেন, তা থেকে সাবধান। যেমনঃ সুদ, অশ্লীল ইত্যাদি যা থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

§ আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা এবং তাঁরই এহসান ও অনুকম্পা। যিনি আমাদের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর সর্বোত্তম কিতাব আমাদের জন্য নাজিল করেছেন। আর আমাদেরকে সর্ব উৎকৃষ্ট উম্মত করে মানুষের হেদায়েত দেয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

১. আল্লাহর বাণীঃ

C B A @ ? > = < ; : 9 8 [

S R Q P O N M K J I H G F E D

الزمر: ٢٣ Z \ [Z Y X W V U

“আল্লাহ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাজিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠিত। এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ্ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।” [সূরা যুমারঃ ২৩]

২. আরো আল্লাহর বাণীঃ

[´ µ ¶ ¸ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ

وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ

مُّبِينٍ ١٦٤ Z آل عمران: ١٦٤

“আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ্ শিক্ষা দেন। বস্তুত: তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।” [সূরা আল-ইমরান: ১৬৪]

(৪) রসূলগণের প্রতি ঈমান

¿ রসূলগণের প্রতি ঈমানঃ

দৃঢ়ভাবে এ ঈমান পোষণ করা যে, আল্লাহ প্রতিটি জাতির নিকটে রসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদেরকে একমাত্র আল্লাহর এবাদতের প্রতি মানুষকে আহ্বান এবং আল্লাহ ছাড়া যতকিছুর এবাতদ করা হয়, তার সাথে কুফরি তথা সেগুলোকে অস্বীকার করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আরো ঈমান রাখা যে, তাঁরা সকলে সত্যবাদী, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। আল্লাহ তাঁদেরকে যে জন্য পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা তা সঠিকভাবে উম্মতের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এমন কিছু আছেন যাঁদের নাম আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আবার কিছু এমন আছেন যাঁদের নাম আল্লাহ তাঁর বিশেষ জ্ঞানে রেখে দিয়েছেন অন্য কাউকে অবহিত করিয়ে দেননি।

¿ নবী-রসূলগণের প্রতি ঈমানের বিধানঃ

সমস্ত নবী-রসূলগণের প্রতি ঈমান আনা ফরজ। অতএব, কেউ যদি কোন একজন নবী-রসূলকে অস্বীকার করে, তবে সে সকলকে অস্বীকার করল বলে বিবেচিত হবে। আর তাঁদের খবরাদি যা প্রমাণিত তা বিশ্বাস করা ওয়াজিব। এ ছাড়া ঈমানের সত্যায়নে, তাওহীদের পূর্ণতায় উত্তম চরিত্রে তাঁদের অনুসরণ করা। আর তাঁদের মধ্যে হতে যাঁকে আমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে তিনি হলেন মুহাম্মদ [ﷺ], তাঁর শরিয়ত দ্বারা আমল করা। তিনি হলেন সর্বশেষ ও সর্বোত্তম নবী ও রসূল যাঁকে সকল মানুষ ও সমস্ত পৃথিবীর জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

t s r q p n m l k j i h g [

وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا ~ } | { z y x w v u

وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ Z البقرة: ٢٨٥

“রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলিমরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে, আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রহন্থসমূহের প্রতি এবং রসূলগণের প্রতি। তারা বলে আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।” [সূরা বাকারা:২৮৫]

২. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

U T S R Q P O N M L K [

a ` _ ^] \ Z Y X W V

النساء: ١٣٦ Z h g f e d c b

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাজিল করেছেন স্বীয় রসূলের উপর এবং সে সমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাজিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে।”
[সূরা নিসা: ১৩৬]

৩. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 [

M L K J I H G F E D C B A @

البقرة: ١٣٦ Z R Q P O N

“তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে,

তৎসমূদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।" [সূরা বাকারা:১৩৬]

¿ নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীদের তরবিয়ত:

আল্লাহ তাঁর নবী-রসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীদেরকে তরবিয়ত করেন, যাতে করে তাঁরা নিজেদের আত্মার উপর পরিশ্রম করতে পারেন। এবাদত, তাযকিয়্যা তথা আত্মার পরিশোধন, ফিকির তথা চিন্তা-চেতনা, ধৈর্য ও ত্যাগের মাধ্যমে তাঁরা এ বিশ্বাস অর্জন করতে পারেন যে, সবকিছুই একমাত্র দ্বীনের জন্য। আর আল্লাহর পথে খরচ ও ত্যাগ-তিতিক্ষা একমাত্র আল্লাহর কালেমা তাওহীদকে উড্ডিন করার লক্ষ্যে করেন। যার ফলে তাদের জীবনে পূর্ণতা লাভ করতে পারে। আর একিন যেন তাঁদের অন্তরে এ কথার দৃঢ়তা আনে যে, আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর হাতেই সবকিছুর চাবিকাঠি। আর তিনিই একমাত্র এবাদতের হকদার। অত:পর তাঁরা নেক পরিবেশে যেমন: মসজিদসমূহে তাদের ঈমান ও সৎআমল দ্বারা ঈমানের হেফাজত করার জন্য পরিশ্রম করতে থাকেন।

তারপর তাঁরা ঈমানের বদৌলতে দ্বীন ও তাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য চেষ্টা করবেন। যার ফলে তাঁরা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে তাঁদের সঙ্গে দেখেন। তিনি তাঁদেরকে সাহায্য করেন, রিজিক দান করেন। যেমন বদরে, উহুদে, মক্কা বিজয়ের সময় ও হুনাইন ইত্যাদি যুদ্ধে মুসলিমদের সাহায্য করেছেন যার ফলে বিজয় অর্জিত হয়েছে। তাঁরা একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করেন এবং অন্য কারো উপর ভরসা করেন না।

অত:পর তাঁরা তাদের জাতি ও উম্মতের মধ্যে ঈমান প্রচারের ব্যাপারে চেষ্টা করেন। যেন তারা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করে। আর তাদেরকে দ্বীনের হুকুম-আহকামের শিক্ষা দেন এবং তাদের উপর তাদের রবের আয়াতসমূহ পাঠ করেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . [

K J H G F E D C B A @ ? > = < ;

-٢ :الجمعة Z Y X W V U S R Q P O N M L
٤

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও সুন্নতের। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। এই রসূল প্রেরিত হয়েছেন অন্য আরোও লোকদের জন্যে, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এটা আল্লাহর কৃপা, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ্ মহাকৃপাশীল।" [সূরা জুমু'আঃ ২-৪]

- **রসূলঃ** রসূল বলা হয় যাঁর নিকটে আল্লাহ [ﷻ] নতুন শরীয়ত অহি রূপে প্রেরণ করেছেন। আর যারা ইহা জানে না অথবা জানে কিন্তু তার বিপরীত চলে, তাদের মাঝে প্রচার-প্রসার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

- **নবীঃ** নবী হলেন যাঁর নিকটে আল্লাহ পূর্বের শরীয়ত অহি রূপে প্রেরণ করেন এবং তাঁর চতুস্পার্শ্বের মানুষকে সে শরীয়তের শিক্ষা দেন ও নবায়ন করেন। সুতরাং, প্রত্যেক রসূল নবী কিন্তু প্রত্যেক নবী রসূল নয়।

• নবী-রসূলগণের প্রেরণঃ

এমন কোন জাতি নেই যার নিকট আল্লাহ তার রসূল প্রেরণ করেননি। বরং প্রতিটি জাতির নিকট আলাদা শরীয়ত দিয়ে একজন করে রসূল পাঠিয়েছেন। অথবা নবী পাঠিয়েছেন তাঁর পূর্বের শরীয়ত দিয়ে, যাতে করে তিনি তা নবায়ন করেন।

১. আল্লাহর বাণীঃ

:النحل Z b N M L K J I H G F E D [
٣٦

“আর আমি অবশ্যই প্রতিটি জাতির নিকট একজন করে রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে করে তাদের বলেঃ তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত তথা আল্লাহ ছাড়া যে সবের এবাদত করা হয় তা থেকে দূরে থাক।” [সূরা নাহ্‌লঃ ৩৬]

২. আরো আল্লাহর বাণীঃ

] \ [Z Y X V U T S R Q [

المائدة: ٤٤ Z } ` _ ^

“আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হেদায়েত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বরগণ, আল্লাহভীরু দ্বীনদার ও আলেমগণ এর মাধ্যমে ইহুদিদেরকে ফয়সালা দিতেন।” [সূরা মায়েদাঃ ৪৪]

● নবী-রসূলগণের সংখ্যাঃ

নবী-রসূলগণ(আঃ)-এর সংখ্যা অনেক।

(ক) তাঁদের মধ্যে কিছু রয়েছেন যাঁদের নাম ও সমাচার আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা ২৫ জন মাত্র।

১. **আদম** [عليه السلام]: আল্লাহর বাণীঃ

طه: ١١٥ Z @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 [

“আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অত:পর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি।” [সূরা ত্ব-হাঃ **১১৫**]

২-১৯ আল্লাহ তা‘য়ালা তাঁর কিছু নবী-রসূল [عليهم السلام]-এর নাম উল্লেখ করে বলেনঃ

; : 9 7 6 5 4 2 1 0 / . - [

I H G F D C A @ ? > = <

U T R Q P O N M L K

a ` _ ^] [Z Y X W V

m l k j i h g f d c b

{ z y x w v u t s r q p n

| } ~ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ © ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ

ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ﴿٨٩﴾ Z الأنعام: ٨٣ - ٨٩

"এটি ছিল আমার দলিল-প্রমাণ, যা আমি **ইবরাহীম**কে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। আমি তাঁকে দান করেছি **ইসহাক** এবং **ইয়াকূব**। প্রত্যেককেই আমি পথ-প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি **নূহ**কে পথ-প্রদর্শন করেছি-তাঁর সন্তানদের মধ্যে **দাউদ, সোলায়মান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা, ও হারুন**কে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। আরও **জাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াস**কে। তারা সবাই পূর্ণবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর **ইসমাঈল, আল-ইয়াসা', ইউনুস, লূত**কে প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি। আরও তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে; আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি। এটি আল্লাহর হেদায়েত। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, এপথে চালান। যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যেত। তাদেরকে আমি গ্রন্থ, শরীয়ত ও নবুওয়াত দান করেছি।" [সূরা আন'আম: ৮৩-৮৯]

২০. ইদ্রিস [عليه السلام]: আল্লাহর বাণী:

مريم: ٥٦ Z Q P O N M K J I H [

"এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী।" [সূরা মারয়াম: ৫৭]

২১. হূদ [عليه السلام]: আল্লাহর বাণী:

[q r s t u v w x y z { | } ~ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ Z الشعراء: ١٢٣ - ١٢٥

"আদ সম্প্রদায় রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললেন: তোমাদের কি ভয় নেই? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল।" [সূরা শু'আরা:১২৩-১২৫]

২২. সালেহ [عليه السلام]: আল্লাহর বাণী:

[> ? @ A B C D E F G H I J K L M N Z الشعراء: ١٤١ - ١٤٣

"সামূদ সম্প্রদায় রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বললেন: তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রসূল।" [সূরা শু'আরা: ১৪১-১৪৩]

২৩. শু'আইব [عليه السلام]: আল্লাহর বাণী:

[كَذَّبَ أَصْحَٰبُ ´ µ ¶ ¸ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ Z الشعراء: ١٧٦ - ١٧٨

"বনের অধিবাসীরা রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন শু'আইব তাদেরকে বললেন: তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রসূল।" [সূরা শু'আরা: ১৭৬-১৭৮]

২৪. যুল-কিফ্ল [عليه السلام]: আল্লাহর বাণী:

[S T U V W Y Z [\ Z ص: ٤٨

"স্মরণ করুন, ইসমাঈল, আল-ইয়াসা' ও যুল-কিফ্ল এর কথা। তারা প্রত্যেকেই গুণীজন।" [সূরা সোয়াদ: ৪৮]

২৫. মুহাম্মদ [ﷺ]: আল্লাহর বাণী:

] مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ ﴿٤٠﴾ Z
الأحزاب: ٤٠

"মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়। বরং তিনি আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী।" [সূরা আহজাব:৪০]

(খ) আর কিছু নবী-রসূল (আ:) আছেন যাঁদের নাম আমরা জানি না। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের কোন খবর আমাদেরকে অবহিত করাননি। আমরা তাঁদের উপর সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনব।

১. আল্লাহর বাণী:

- , + *) (' & % $ # " ! [

. | C Z غافر: ٧٨

"আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি।" [সূরা মু'মিন:৭৮]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ قَالَ:قَالَ أَبُو ذَرٍّ ﷺقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه كَمْ وَفَّى عِدَّةُ الْأَنْبِيَاء؟ قَالَ:« مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا ، الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا». أخرجه أحمد والطبراني.

২. আবু উমামা [ﷺ] বলেন, আবু যার [ﷺ] বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বললাম: নবীগণের সংখ্যা কত পর্যন্ত পুরা হয়েছে? তিনি [ﷺ] বললেন: ১২৪০০০(এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) তার মধ্যে বিরাট দল ৩১৫ (তিন শত পনের) জন রসূল।"[১]

[১]. হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি, আহমাদ হাঃ নং ২২৬৪৪, ত্ববরানী কাবীরে ৮/২১৭, সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ২৬৬৮ দ্রঃ

● রসূলগণের মধ্যে যাঁরা উলূল ‘আজ্‌ম:

রসূলগণের মধ্যে উলূল ‘আজ্‌ম তথা দৃঢ় প্রত্যয়ী রসূল হলেন পাঁচজন। নূহ [ﷺ], ইবরাহীম [ﷺ], মূসা [ﷺ], ঈসা [ﷺ] ও মুহাম্মদ [ﷺ]। তাঁদের নাম আল্লাহ তাঁর কুরআনে উল্লেখ করেছেন:

X W V U T S R Q P O N M L K J [

الشورى: ١٣ Z s a ` _ ^] \ Z Y

“তিনি তোমাদের জন্যে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা, ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।” [সূরা শূরা: ১৩]

● সর্বপ্রথম রসূল:

প্রথম রসূল নূহ [ﷺ]।

১. আল্লাহর বাণী:

النساء: ١٦٣ Z = + *) (' & % $ # " [

“আমি আপনার নিকটে অহি করেছি যেমন অহি করেছি নূহের নিকট এবং তাঁর পরের নবীদের নিকট।” [সূরা নিসা: ১৬৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حديث الشفاعة -وفيه- قال النبي ﷺ: « ...... اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে শাফা‘য়াতের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তাতে রয়েছে, নবী [ﷺ] বলেন: (আদম [ﷺ] বলবেন) “তোমরা নূহের নিকটে

যাও। তারা নূহের নিকটে যাবে এবং বলবে: হে নূহ [ﷺ]! আপনি জমিনবাসীর জন্যে সর্বপ্রথম রসূল।"[১]

● সর্বশেষ রসূল:

সর্বশেষ রসূল মুহাম্মদ [ﷺ]। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ ﴿٤٠﴾ Z
الأحزاب: ٤٠

"মুহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়। বরং তিনি আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী।" [সূরা আহযাব: ৪০]

● নবী-রসূলগণকে আল্লাহ কার নিকটে প্রেরণ করেছেন:

১. আল্লাহ নবী-রসূলগণকে তাঁদের জাতির জন্য খাস-নির্দিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন। যেমন : আল্লাহ এরশাদ করেন:

[F G H I Z الرعد: ٧

"প্রতিটি জাতির জন্যে রয়েছে হেদায়েতকারী।" [সূরা রা'দ:৭]

২. আর মুহাম্মদ [ﷺ]কে সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি সর্বশেষ নবী ও রসূল এবং সর্বোত্তম। তিনি [ﷺ] সকল বনি আদমের সরদার এবং রোজ কিয়ামতের প্রশংসার পতাকা ধারণকারী। আল্লাহ তাঁকে বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ করে প্রেরণ করেছেন।

(ক) আল্লাহর বাণী:

[u v w x y z { | } ~ لاَ

يَعۡلَمُونَ ﴿٢٨﴾ Z سبأ: ٢٨

"আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে সুসংবাদ দাতা ও ভয়-প্রদর্শনকারী করে প্রেরণ করেছি। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই জানে না।" [সূরা সাবা: ২৮]

(খ) আরো আল্লাহর বাণী:

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৩৪০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৯৪

[` a b c d e Z الأنبياء: ١٠٧

“আমি আপনাকে বিশ্ব জাহানের জন্য কেবল মাত্র রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।” [সূরা আম্বিয়া:১০৭]

- **নবী-রসূলগণকে প্রেরণের হিকমত:**

১. **একমাত্র আল্লাহর এবাদতের জন্য মানুষ সমাজকে আহ্বান করা** এবং সর্বপ্রকার শিরক থেকে তাদের বারণ করা। এই ছিল নবী-রসূলগণকে প্রেরণ করার একমাত্র উদ্দেশ্য। আল্লাহর বাণী:

Z b N M L K J I H G F E D [
النحل: ٣٦

“আর আমি অবশ্যই প্রতিটি জাতির নিকট একজন করে রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে করে তাদের বলে: তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত তথা শিরক থেকে দূরে থাক।” [সূরা নাহ্ল: ৩৬]

২. **আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা বর্ণনা প্রদান করা:**

আল্লাহর বাণী:

: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . [

; < = > ? @ A B C Z الجمعة: ٢

“তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও সুন্নতের। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।” [সূরা জুমু‘আ: ২]

৩. **কিয়ামতের দিনে মানুষ তাদের রবের নিকটে পৌঁছার পরের অবস্থা বর্ণনা দেয়া:**

J I H G F E D C B A @ ? > = [

W V U T S R Q P O N M L K

Z الحج: ٤٩ - ٥١

“বল! হে মানুষ সমাজ! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয়-প্রদর্শনকারী। সুতরাং, যারা ঈমানদার এবং সৎকর্মশীল তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্যে চেষ্টা করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।” [সূরা হাজ্ব: ৪৯-৫১]

৪. মানুষের উপর হুজ্জত তথা দলিল-প্রমাণ কায়েম করা:

আল্লাহর বাণী:

Z ^ X W V U T S R Q P O N [

النساء: ١٦٥

“সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে।” [সূরা নিসা: ১৬৫]

৫. রহমতের জন্য:

আল্লাহর বাণী:

الأنبياء: ١٠٧ Z e d c b a ` [

“আমি আপনাকে বিশ্ব জাহানের জন্য কেবল মাত্র রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।” [সূরা আম্বিয়া:১০৭]

● নবী-রসূলগণের গুণাবলি:

১. নবী-রসূলগণ মহামানব আল্লাহর সৃষ্টি বান্দা। আল্লাহ তাঁদেরকে সমস্ত মানব জাতির মধ্য হতে নির্বাচন করেছেন। আল্লাহ তাঁদের রেসালাত ও নবুওয়তের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। তাঁদেরকে মু'জেযা দ্বারা সহযোগিতা করেছেন। রেসালাতের দ্বারা তাঁদেরকে সম্মানিত করে তা মানুষের নিকটে পৌঁছে দেয়ার জন্য নির্দেশ করেছেন। যাতে করে তারা এক আল্লাহর এবাদত করে এবং সকল প্রকার শিরক থেকে বিরত থাকে। আর এর উপর তাদেরকে জান্নাতের ওয়াদা প্রদান করেন। রসূলগণ তা সত্যে পরিণত করেছেন এবং যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন।

(ক) আল্লাহর বাণী:

/ . - , + * (' & % $ # " ! [

النحل: ٤٣ Z 1 0

“আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। অতএব, জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর যদি তোমাদের জানা না থাকে।” [সূরা নাহ্ল: ৪৩]

(খ) আরো আল্লাহর বাণী:

آلZ g f e d c b a ` _ ^] \ [

عمران: ٣٣

“নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীম পরিবার ও ইমরান পরিবারকে বিশ্ব-বাসীর উপারে নির্বাচন করেছেন।” [সূরা আল-ইমরান:৩৩]

(গ) আরো আল্লাহর বাণী:

Z b N M L K J I H G F E D [

النحل: ٣٦

“আর আমি অবশ্যই প্রতিটি জাতির নিকট একজন করে রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে করে তাদের বলে: তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত তথা শিরক থেকে দূরে থাক।” [সূরা নাহ্ল: ৩৬]

২. আল্লাহ সকল নবী-রসূলগণকে আল্লাহর দিকে দা’ওয়াত করার জন্য নির্দেশ করেছেন। আরো নির্দেশ করেছেন যেন তাঁরা মানব সমাজকে একমাত্র আল্লাহর এবাদত করতে এবং সর্বপ্রকার শির্ক ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করেন। আর প্রতিটি জাতির জন্য উপযুক্ত শরীয়ত দান করেছেন। যেমন: আল্লাহর বাণী:

المائدة: ٤٨ Z © n m l k j [

“তোমাদের সবার জন্যে আলাদা শরীয়ত ও সিলেবাস করে দিয়েছি।” [সূরা মায়েদা: ৪৮]

৩. আল্লাহ যখন তাঁর নবী-রসূলগণকে নির্বাচন করেছেন তখন বলে দিয়েছেন যে, তাঁরাও আল্লাহর বান্দা। কিন্তু তাঁদের মর্যাদা সবার চেয়ে ঊর্ধ্বে। যেমন আল্লাহ মুহাম্মদ [ﷺ]-এর উপর কুরআন নাজিলের ব্যাপারে তাঁর স্থান সম্পর্কে বলেন:

] تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ © لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾ Z الفرقان:١

“পরম করুণাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি নাজিল করেছেন ফয়সালার গ্রন্থ, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হয়।”
[সূরা ফুরকান: ১]
আর ঈসা [عليه السلام] সম্পর্কে বলেন:

] إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٥٩﴾ Z الزخرف: ٥٩

“তিনি (ঈসা) একজন বান্দা যার প্রতি আমি দান করেছি নেয়ামত এবং বনি ইসরাঈলদের জন্য তাঁকে এক উদাহরণ করেছি।” [যুখরুফ: ৫৯]
৪. সকল নবী-রসূলগণ আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ। তাঁরা পানাহার করেন, ভুল করেন, ঘুম পাড়েন এবং অন্যান্য মানুষের মত তাঁদেরকে রোগ ও মৃত্যু স্পর্শ করে। তাঁদের মধ্যে উলূহিয়াত বা রবূবিয়াতের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তাঁরা কারো ভাল-মন্দ করার মালিক নয়। বরং আল্লাহ তা'য়ালা যা চান তাই হয়। আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহের কোন মালিকত্ব তাঁদের হাতে নেই। আর আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দেয়া ব্যতীত তাঁরা কোন গায়বী ইলম তথা অদৃশ্যের খবর রাখেন না।
আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মদ [ﷺ] সম্পর্কে বলেন:

0 / . - + *) (' & % $ # " ! [

Z ? > = < ; : 98 6 5 4 3 2 1

الأعراف: ١٨٨

“আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি অদৃশ্যের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে

আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র ঈমানদারদের জন্য একজন ভীতিপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ।"
[সূরা আ'রাফ:১৮৮]

● নবী-রসূলগণের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

নবী-রসূলগণের অন্তর পূত-পবিত্র। তাঁদের মেধা অতুলনীয়। তাঁদের ঈমান নিশ্চিত সত্য। তাঁরা সর্বোত্তম চরিত্রবান ও দ্বীনের ব্যাপারে পরিপূর্ণ এবং এবাদতে শক্তিশালী ও শারীরিকভাকে পূর্ণাঙ্গ, দেখতে সুদর্শন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে অনেক বৈশিষ্ট্য দ্বারা সম্মানিত করেছেন তন্মমধ্যে:

১. আল্লাহ তাঁদেরকে অহি ও রেসালাতের জন্য নির্বাচিত করেছেন:

(ক) আল্লাহর বাণী:

[L M N O P Q R X Z الحج: ٧٥

" আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য হতে রসূল নির্বাচন করেন।"
[সূরা হজ্ব :৭৫]

(খ) আরো আল্লাহর বাণী:

[قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ à ï Z الكهف: ١١٠

"বলুন! আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ একক ইলাহ।" [সূরা কাহাফ:১১০]

২. **মানুষকে আকীদা ও আহকামের যে সমস্ত বাণী পৌঁছান তাতে তাঁরা সম্পূর্ণ নির্ভুল।** আর যদি ভুল করেনও বা হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরকে সত্য ও সঠিকের দিকে ফিরিয়ে দেন। আল্লাহর বাণী:

[! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1
2 3 4 5 6 7 8 9 Z النجم: ١-٥

"নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। আর প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কুরআন অহি, যা প্রত্যাদেশ হয়। তাঁকে শিক্ষা দান করেন এক শক্তিশালী ফেরেশতা।" [সূরা নাজম:১-৫]

৩. মৃত্যুর পর তাঁরা কাউকে উত্তরাধিকারী বানান না:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ « لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ». متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আমরা কাউকে ওয়ারিস তথা উত্তরাধিকারী বানাই না। যা কিছু ছেড়ে যাই তা সবই দান-সদকা।"[১]

৪. তাঁদের চোখ ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না:

عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه في قصة الإسراء: «وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ ». أخرجه البخاري.

আনাস [রাঃ] থেকে ইসরা ও মে'রাজের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে:"নবী [ﷺ]-এর চোখ ঘুমায় কিন্তু তাঁর অন্তর ঘুমায় না। অনুরূপ নবীগণ তাঁদের চোখ ঘুমায় আর অন্তর ঘুমায় না।"[২]

৫. মৃত্যুর সময় তাঁদেরকে দুনিয়াই বেঁচে থাকা বা আখেরাতের পানে চলে যাওয়ার এখতিয়ার দেয়া হয়:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :«مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرَضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ». متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"প্রত্যেক নবীকে অসুস্থতার সময় দুনিয়া-আখেরাতের মধ্যে যে কোন একটিকে এখতিয়ার করার অধিকার দেয়া হয়।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৭৩০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৭৫৭

[২]. বুখারী হাঃ নং ৩৫৭০

৬. তাঁদেরকে মৃত্যুর স্থানেই সমাধিস্থ করতে হয়:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« لَنْ يُقْبَرَ نَبِيٌّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوتُ ». أخرجه أحمد.

আবু বকর [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "প্রতিটি নবীকে তাঁর মৃত্যুর স্থানেই কবরস্থ করতে হয়।"[২]

৭. জমিনের প্রতি তাঁদের মৃতদেহ পচানো হারাম:

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ..» -وفيه- :قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ ؟ فَقَالَ:« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ». أخرجه أبو داود.

আওস ইবনে আওস ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের সর্বোত্তম দিন হলো জুমার দিন--- এতে রয়েছে: তাঁরা (সাহাবাগণ-ﷺ) বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো পচে ক্ষয় হয়ে যাবেন কিভাবে আপনার প্রতি আমাদের দরুদ পেশ করা হবে? অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আল্লাহ তা'য়ালা নবীগণের শরীরকে মাটির জন্যে পচানো হারাম করে দিয়েছেন।"[৩]

৮. নবী-রসূলগণ তাঁদের কবরে জীবিত আছেন এবং সালাত আদায় করেন:

عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:« الأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ». أخرجه أبو يعلى.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৫৮৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৪৪৪

[২]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২৭

[৩]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ১০৪৭

১. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন: "নবীগণ তাঁদের কবরে জীবিত আছেন। সেখানে তাঁরা সালাত আদায় করেন।"[১]

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ :« مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِه». أخرجه مسلم .

২. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"মে'রাজের রাত্রিতে আমি ''আল-কাছীব আল-আহমার'' তথা লাল বালির টিলার নিকট দিয়ে অতিক্রম করি। সেখানে দেখি মূসা [ﷺ]- তাঁর কবরে সালাত আদায় করতেছেন।" [২]

৯. নবীগণের স্ত্রীদের অপরের সঙ্গে বিবাহ হারামঃ

আল্লাহ এরশাদ করনে:

] وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ Z الأحزاب: ٥٣

"আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর মুত্যুর পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।" [সূরা আহযাবঃ ৫৩]

¿ নবী ও রসূলগণের পরস্পরের মাঝে মর্যাদর শ্রেষ্টত্বঃ

নবুওয়াতের দিক থেকে সকল নবী-রসূল বরাবর একজন অপরজনের উপর কোন বেশি মর্যাদা নেই। কিন্তু অবস্থা, বৈশিষ্ট্য, নিদর্শন ও সূক্ষ বিষয়াদির দিক থেকে নবী-রসূলগণের মাঝে মর্যাদার কম-বেশি রয়েছে। এর জন্যেই তাঁদের কেউ হলেন রসূল আর কেউ হলেন নবী। আবার কেউ হলেন উলুল 'আজম (দৃঢ় প্রত্যয়শীল)

---

[১]. হাদীসটির সনদ উত্তম, আবু ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন হাঃ নং ৩৪২৫, সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ৬২১ দ্রঃ

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২৩৭৫

আর কেউ হলেন আল্লাহর খালীল এবং কেউ হলেন কালীমুল্লাহ। এভাবে আল্লাহ তা'য়ালা একজনকে অপরজনের উপরে ফজিলত ও মর্যাদা দান করেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন বনি আদমের সন্তানদের সরদার মুহাম্মদ [ﷺ]

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

! 0 / . , + *) (' & % $ # " [

البقرة: ٢٥٣ Z [: 9 8 7 6 5 4 3 2

"এই রসূলগণ–আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি; তাদের মধ্যে কেউ তো হলো তারা যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর কারও মর্যাদা উচ্চতর করেছেন এবং আমি মরিয়মের সন্তান ঈসাকে প্রকৃষ্ট মু'জিযা দান করেছি এবং তাকে শক্তিদান করেছি 'রূহুল কুদ্দুস' (জিবরাঈলের) মাধ্যমে।" [সূরা বাকারা:২৫৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ~ } | { y x w v u t [

زَبُورًا ﴿٥٥﴾ Z الإسراء: ٥٥

"আপনার পালনকর্তা তাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন, যার আকাশসমূহে ও ভূপৃষ্ঠে রয়েছে। আমি তো কতক নবী কতক নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এবং দাউদকে জবুর দান করেছি।"
[সূরা বনী ইসলাঈল: ৫৫]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

النساء: ١٢٥ Z r q p o n [

"আর আল্লাহ ইবরাহীমকে খালীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।"
[সূরা নিসা:১২৫]

৪. নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِستٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"আমাকে নবী-রসূলগণের উপর ছয়টি জিনিস দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে: শব্দ কম ভাবার্থ বেশি এমন ভাষা লাভ করেছি, ভয়-ভীতি দ্বারা সাহায্যকৃত হয়েছি, আমার জন্য গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে, আমার জন্য সমস্ত জমিনকে পবিত্র ও মসজিদ করা হয়েছে, সমস্ত মখলুকাতের জন্য প্রেরিত হয়েছি এবং আমার দ্বারাই নবুওয়াত শেষ করা হয়েছে।"[১]

৫. নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الْأُولَى». متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"তোমরা নবী-রসূলগণের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব দান করবে না; কারণ কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহুশ হয়ে পড়বে। আর আমি সর্বপ্রথম জমিন থেকে উঠব, সে সময় মূসা [ﷺ]কে দেখব তিনি আলশের খুঁটি ধরে রয়েছে। আমি জানি না তিনি কি বেহুশ হয়েছিলেন না হয়নি? নাকি প্রথম বেহুশেই তাঁর হিসাব হয়ে গেছে।"[২]

---

[১]. মুসলিম হা: নং ৫২৩

[২]. বুখারী হা: নং ২৪১২ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ২৩৭৪

¿ নবী-রসূলগণের প্রতি ঈমানের উপকার:

@ বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া এবং তাদের ব্যাপারে তাঁর গুরুত্বারোপ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। কারণ তাঁরা মানুষকে তাদের রবের এবাদত করা এবং হেদায়েত দান ও এবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা দেন।

@ আরো উপকার হলো এ নেয়ামতের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

@ আরো কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ছাড়াই রসূলগণের প্রশংসা ও তাঁদেরকে মহব্বত করা জরুরি; কারণ তাঁরা আল্লাহর রসূল, তাঁরা আল্লাহর এবাদত কায়েম করেছেন এবং আল্লাহর রেসালাত পৌঁছানো ও তাঁর বান্দাদেরকে নসীহত করার কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন।

সর্বোত্তম নবী ও রসূল মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ [ﷺ]

¿ তাঁর বংশ পরিচয় ও প্রতিপালনঃ

তিনি হলেনঃ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম। তাঁর মায়ের নাম আমেনা বিনতে ওহাব। হাতির বছর ৫৭১ খৃঃ পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় তাঁর বাবা আব্দুল্লাহ মারা যান। জন্মের পরে তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব। ৬ বছর বয়সে তাঁর মা আমেনা তাঁকে এতিম করে দুনিয়া ত্যাগ করেন। দাদাজির মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি উত্তম চরিত্র ও মহান আদর্শবান হিসাবে লালিত-পালিত হন। যার ফলে তাঁর জাতি তাঁকে 'আল-আমীন' তথা বিশ্বস্ত হিসাবে উপাধি দান করে। গারে হেরায় তাঁর নিকট সত্য-অহি আসলে চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবী হন।

অত:পর তিনি মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এবং একমাত্র আল্লাহর এবাদত করার জন্যে দা'ওয়াত দেয়া শুরু করেন। যার ফলে বিভিন্ন ধরণের দু:খ-কষ্টের স্বীকার হন এবং আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে প্রকাশ করা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করেন। মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানে দ্বীনের হুকুম-আহকাম ধারাবাহিকভাবে নাজিল হয় এবং ইসলামের শক্তি অর্জিত হয় ও দ্বীন পূর্ণতা লাভ করে।

তিনি ১১ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসের রোজ সোমবার মৃত্যুবরণ করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। স্পষ্টভাবে রেসালাত পৌঁছানোর পরেই তিনি তাঁর উপরের বন্ধু আল্লাহর সঙ্গে মিলেছেন। উম্মতকে সকল কল্যাণের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আর সর্বপ্রকার অক্যলাণ থেকে সতর্ক করেছেন। তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

¿ রসূল [ﷺ]-এর বৈশিষ্ট্যঃ

তাঁর বৈশিষ্টের মধ্যে তিনি সর্বশেষ নবী, রসূলগণের সরদার, মুত্তাকীনদের ইমাম। তাঁর রেসালাত সাকালাইন তথা জ্বিন-ইনসানের সকলের জন্য। আল্লাহ তাঁকে ''রাহমাতুল লিল'আলামীন'' তথা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ করে প্রেরণ করেছিলেন। মসজিদে আকসা পর্যন্ত তাঁকে ইসরা তথা রাত্রের ভ্রমণ করানো হয় এবং আসমান পর্যন্ত মে'রাজ তথা উর্ধ্ব গমণ করানো হয়। আল্লাহ তাঁকে নবী ও রসূল দু'টি গুণ ধরেই আহ্বান করেছেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً». متفق عليه.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "আমাকে পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। এক মাসের সমান পথ দূরত্ব থেকেই শত্রুদের অন্তরে আমার আতঙ্ক দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি। আমার জন্য সমস্ত জমিনকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম করে দেয়া হয়েছে।

অতএব, সালাত আমার উম্মতের যে কোন মানুষকে যে স্থানে পাবে সে যেন তা সেখানেই আদায় করে নেয়। আমার জন্যে গনিমতের মাল হালাল করে দেয়া হয়েছে যা ইতি পূর্বে কারো জন্য হালাল করা হয়নি। আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। পূর্বে সকল নবীগণ তাঁদের উম্মতের জন্য বিশেষভাবে প্রেরিত হতেন আর আমি সকল মানুষের জন্য প্রেরিত।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬০

¿ অন্যান্য নবী-রসূলগণ ছাড়া ৫টি জিনিস দ্বারা তিনি নির্দিষ্ট:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ».متفق عليه.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:“আমাকে ৫টি জিনিস দেয়া হয়েছে যা পূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি। এক মাসের দূর পথের দুশমনকে আমার ভয়-ভীতি দান করা হয়েছে। জমিনকে আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে। অতএব, আমার উম্মতের যে কোন ব্যক্তিকে সালাত পেয়ে বসবে সে সেখানেই সালাত আদায় করবে। আর আমার জন্যে গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল করা হয়নি। আমাকে সুপারিশ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি নবীকে তাঁর জাতির জন্য নির্দিষ্ট করে প্রেরণ করা হত আর আমাকে সমস্ত মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।”[১]

কিছু জিনিস রয়েছে নবী [ﷺ]-এর জন্য খাস-নির্দিষ্ট যা কোন উম্মতের জন্য জায়েজ নয়। যেমন: পর্যায়ক্রমে ইফতারী ছাড়া এক সাথে দু’দিন রোজা রাখা। দেন-মোহরানা ব্যতীত বিবাহ করা। চার জনের অধিক বিবাহ করা। তাঁর জন্য সদাকা-খয়রাত খাওয়া হারাম। মানুষ যা শুনতো না তা তিনি শুনতেন এবং তারা যা দেখত না তা তিনি দেখতেন। যেমন: জিবরীল [عليه السلام]কে আল্লাহ তা‘য়ালা যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁকে সে আকৃতিতে দেখেছেন। তিনি কাউকে উত্তরাধিকারী বানান নাই।

---

[১]. বুখারী হা: নং ৩৩৫ শব্দ তাঁইর মুসলিম হা: নং ৫২১

¿ নবী [ﷺ]-এর নিকট অহি তথা ঐশীবাণীর শুরু:

عَنْ عَائشَةَ أُمِّ الْمُؤْمنينَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدئَ به رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ منْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالحَةُ في النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إلَّا جَاءَتْ مثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إلَيْه الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بغَارِ حرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فيه -وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَاليَ ذَوَات الْعَدَد - قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إلَى أَهْله وَيَتَزَوَّدُ لذَلكَ، ثُمَّ يَرْجعُ إلَى خَديجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لمثْلهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ في غَارِ حرَاءٍ ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ قَالَ مَا أَنَا بقَارِئٍ قَالَ: فَأَخَذَني فَغَطَّني حَتَّى بَلَغَ منِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَني فَقَالَ: اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بقَارِئٍ فَأَخَذَني فَغَطَّني الثَّانيَةَ حَتَّى بَلَغَ منِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَني فَقَالَ: اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بقَارِئٍ فَأَخَذَني فَغَطَّني الثَّالثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَني فَقَالَ: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ فَرَجَعَ بهَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَديجَةَ بنْت خُوَيْلد رَضيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ: زَمِّلُوني زَمِّلُوني فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لخَديجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشيتُ عَلَى نَفْسي فَقَالَتْ خَديجَةُ: كَلَّا وَاللَّه مَا يُخْزيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إنَّكَ لَتَصلُ الرَّحمَ ،وَتَحْملُ الْكَلَّ ،وَتَكْسبُ الْمَعْدُومَ ،وَتَقْري الضَّيْفَ، وَتُعينُ عَلَى نَوَائب الْحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ به خَديجَةُ حَتَّى أَتَتْ به وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَد بْنِ عَبْد الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَديجَةَ، وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ في الْجَاهليَّة وَكَانَ يَكْتُبُ الْكتَابَ الْعبْرَانيَّ فَيَكْتُبُ منْ الْإنْجيلِ بالْعبْرَانيَّة مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبيرًا قَدْ عَميَ فَقَالَتْ لَهُ خَديجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ منْ ابْنِ أَخيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ :هَذَا النَّامُوسُ الَّذي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَني فيهَا جَذَعًا لَيْتَني أَكُونُ حَيًّا إذْ يُخْرجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: أَوَمُخْرِجيَّ هُمْ قَالَ نَعَمْ

لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُــكَ أَنْــصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ ». متفق عليه.

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লার রসূল [ﷺ]-এর নিকট সর্বপ্রথম যে অহি আসে, তা ছিল নিদ্রাবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হতো। অত:পর তাঁর নিকটে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি ''হেরা গুহায়" নির্জনে অবস্থান করতেন। আপন পরিবারের নিকট ফিরে এসে কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক দিন এবাদতে মগ্ন থাকতেন। অত:পর খাদীজা (রা:)-এর নিকট ফিরে এসে আবার একই সময়ের জন্য কিছু খাদ্য-খাবার নিয়ে যেতেন। এভাবে একদিন ''হেরা গুহায়'' অবস্থানকালে তাঁর নিকটে অহি আসল। তাঁর নিকট ফেরেশতা এসে বললো, পাঠ করুন। আল্লাহর রসূল [ﷺ] বলেন: "আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না" তিনি [ﷺ] বলেন: "অত:পর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো। অত:পর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, পাঠ করুন। আমি বললাম: আমি পড়তে জানি না। সে দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো। অত:পর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো: পাঠ করুন। আমি উত্তর দিলাম, আমি তো পড়তে জানি না। আল্লাহর রসূল [ﷺ] বলেন: অত:পর তৃতীয়বার সে আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলো। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললো, পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে, পাঠ করুন, আর আপনার রব মহাদয়ালু। (সূরা আলাক্ব: ১-৩)

অত:পর আল্লাহর রসূল এ আয়াত নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল তিনি খাদীজা বিনতে খুওয়াইলেদ (রা:)-এর নিকট এসে বললেন, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, তিনি তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করেন। এমনকি তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রা:)-এর নিকট ঘটনাবৃত্তান্ত জানিয়ে তাঁকে

বললেন, আমি আমার নিজকে নিয়ে আশংকা বোধ করছি। খাদীজা (রা:) বললেন, আল্লাহর কসম! কখনই নয়!? আল্লাহ আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নি:স্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।

অত:পর তাঁকে নিয়ে খাদীজা (রা:) তাঁর চাচাতো ভাই ওরাকা ইবনে আব্দুল আসাদ ইবনে আব্দুল উযযার নিকট গেলেন, যিনি জাহেলিয়াতের যুসে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে পারতেন এবং আল্লাহর তওফিকে ইবরানী ভাষায় ইঞ্জিল হতে ভাষান্তর করতেন। তিনি ছিলেন অতিবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা (রা:) তাঁকে বললেন, হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাতিজা! তুমি কী দেখ? আল্লাহর রসূল [ﷺ] যা দেখেছিলেন, সবই বর্ণনা করলেন। তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, এটা সেই বার্তাবাহক যাঁকে আল্লাহ মূসা [عليه السلام]-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার জাতি তোমাকে বহিস্কার করবে। আল্লাহর রসূল [ﷺ] বললেন, তারা কি আমাকে বের করে দিবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো অনুরূপ কিছু (অহি) নিয়ে যে কেউ এসেছেন তাঁর সঙ্গে বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব। এর কিছুদিন পর ওরাকা (রা:) মারা যান। আর অহি স্থগিত থাকে।"[১]

¿ তাঁর স্ত্রীগণ:

রসূল [ﷺ]-এর স্ত্রীগণ "উম্মুহাতুল মু'মিনীন" তথা মু'মিনদের সবার মা। তাঁরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর দুনিয়া ও আখেরাতে স্ত্রী। তাঁরা সকলে

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬০

মুসলিমা নারী ও পূত-পবিত্র এবং সতী-সাধ্বী। আর যে সকল নোংরা জিনিস তাঁদের সম্মান-মর্যাদার ব্যাপারে কলঙ্ক তা থেকে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।

তাঁরা হলেনঃ

খাদীজা বিনতে খুওয়াইলেদ, আয়েশা বিনতে আবু বকর, সাওদা বিনতে জাম'য়া, হাফসা বিনতে উমার, জায়নাব বিনতে খুজাইমা, উম্মে সালামা, জায়নাব বিনতে জাহাশ, জুওয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিস, উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান, স্বফিয়্যা বিনতে হুয়াই ও মায়মূনা বিনতে আল-হারিস (রাযিআল্লাহু আনহুন্না)

রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মৃত্যুর পূর্বে যাঁরা মারা গেছেন তাঁরা হলেনঃ খাদীজা ও জায়নাব বিনতে খুজাইমা। আর বাকি সবাই তাঁর পরেই মৃত্যুবরণ করেছেন। স্ত্রীদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন খাদীজা ও আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহুমা)

¿ রসূল [ﷺ]-এর সন্তান-সন্ততিগণঃ

১. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর তিনজন ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেনঃ কাসেম ও আব্দুল্লাহ্ খাদীজা (রা:)-এর গর্ভের। আর ইবরাহীম তাঁর বাঁদি মারিয়া কিবতিয়া (রা:)-এর গর্ভের। তাঁরা সকলে ছোট অবস্থায় মারা যান।

২. আর মেয়ে চারজন জায়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলছূম ও ফাতেমা (রাযিআল্লাহু আনহুন্না) তাঁরা সকলে খাদীজা(রা:)-এর গর্ভের। তাঁরা সকলে বিবাহিতা এবং ফাতেমা ছাড়া সকলেই রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর পূর্বে মারা যান। আর ফাতেমা (রা:) রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মৃত্যুর ছয় মাস পরে মারা যান। তাঁরা সকলে মুসলিমা নারী এবং পূত-পবিত্র ও সতী-সাধ্বী ছিলেন।

¿ রসূল [ﷺ]-এর সাহাবায়ে কেরামঃ

নবী [ﷺ]-এর সাহাবায়ে কেরাম সর্বোত্তম মানুষ। উম্মতের সকলের উপর তাঁদের মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ [ﷻ] তাঁদেরকে তাঁর নবীর সঙ্গী হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। তাঁরা আল্লাহ [ﷻ] ও তাঁর রসূলের প্রতি

ঈমান এনেছেন এবং আল্লাহ ও রসূলকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। দ্বীনের হেফাজতের জন্য তাঁরা হিজরত করেছেন এবং দ্বীনের জন্য সাহায্য ও আশ্রয়দান করেছেন। তাঁদের জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছেন। যার ফলে আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো মুহাজিরগণ অত:পর আনসারগণ।

عَنْ عَبْد اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« خَيْرُ النَّـــاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার শতাব্দীর মানুষ। অত:পর যারা তাদের পরের শতাব্দীর মানুষ। তারপর যারা তাদের পরের শতাব্দীর মানুষ। অত:পর এমন জাতি আসবে যাদের সাক্ষী দেয়া শপথ এবং শপথ করা সাক্ষীর দেয়ার আগে আগে চলবে। (না চাওয়ার আগেই সাক্ষী দেবে ও কসম খাবে।)"[১]

¿ রসূল [ﷺ]-এর সাহাবাগণকে ভালোবাসা:

অন্তর দ্বারা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাহাবীদেরকে ভালোবাসা এবং জবান দ্বারা তাঁদের প্রশংসা করা ওয়াজিব। অনুরূপ ওয়াজিব তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করা ও ক্ষমা চাওয়া। তাঁদের মাঝে যে সকল মতানৈক্য হয়েছে সে ব্যাপারে চুপ থাকা। তাঁদেরকে গালি-গালাজ না করা ; কারণ তাঁদের অনেক ফজিলত ও ভাল গুণ রয়েছে। আরো রয়েছে তাঁদের সৎকর্ম- এহসান, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য, আল্লাহর রাহে জেহাদ ও তাঁর প্রতি দা'ওয়াত এবং হিজরত ও দ্বীনের জন্য সাহায্য। তাঁরা জানমাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছেন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। হে আল্লাহ! তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হউন।

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৬৫২ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৩৩

১. আল্লাহর বাণী:

) (' & % $ # " ! [

6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *

التوبة: ١٠٠ Z ; : 9 8

“যারা সর্বপ্রথম মুহাজির ও আনছার আর যারা তাদের উত্তম অনুসরণ করেছে, আল্লাহর সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।” [সূরা তাওবা: ১০০]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

] وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ´ µ ¶

¸ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّاۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾ Z الأنفال: ٧٤

“আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য-সহায়তা করেছে, তাঁরাই হলো সত্যিকারে মু‘মিন। তাঁদের জন্যে রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি।” [সূরা আনফাল:৭৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَده ! لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مثْلَ أُحُد ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“তোমরা আমার সাহাবাগণকে গালি-গালাজ কর না। তোমরা আমার সহাবাগণকে গালি-গালাজ কর না। সে আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, যদি তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় বরাবর স্বর্ণ (আল্লাহর রাহে) খরচ করে তবুও তাঁদের (সাহাগণের) একমুদ

(প্রায় ৬২৫ গ্রাম পরিমাণ) বরাবর বা এর অর্ধেক (প্রায় ৩১২.৫ গ্রাম) হতে পারবে না।"[১]

১. বুখারী হাঃ নং ৩৬৭৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৪০ শব্দ তারই

(৫) শেষ দিবসের প্রতি ঈমান

¿ **শেষ দিবসঃ** কিয়ামতের দিনকে শেষ দিবস বলা হয়, যে দিন সকল মখলুককে পুনরুত্থান করা হবে হিসাব ও প্রতিদানের জন্য। এই দিনকে শেষ দিবস বলা হয় এই জন্যে যে, এরপরে আর কোন দিবস নেই; কারণ এরপরে জান্নাতীগণ জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

¿ শেষ দিবসের প্রসিদ্ধ নামসমূহঃ

কিয়ামতের দিন, পুনরুত্থানের দিন, ফয়সালার দিন, বের হওয়ার দিন, প্রতিদান দিবস, হিসাবের দিন, শাস্তির দিন, একত্রিত হওয়ার দিন, হার-জিতের দিন, ডাকাডাকির দিন, আফসোসের দিন, কর্ণবিদারক, মহাসংকট, আচ্ছাদনকারী, অবশ্য ঘটনীয়, সুনিশ্চিত ও মহাপ্রলয়।

¿ শেষ দিবসের প্রতি ঈমানঃ

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান বলতেঃ আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ] সেই মহান দিবসে যেসব জিনিস ঘটবে বলে অবহিত করিয়েছেন ঐ সকল বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমনঃ পুনরুত্থান, হাশর-নশর, পুল-সিরাত, মীজান, জান্নাত ও জাহান্নাম ছাড়াও যা কিছু কিয়ামতের মাঠে সংঘটিত হবে।

এর সাথে শামিল হবে যা মৃত্যুর পূর্বে যেমনঃ কিয়ামতের আলামতসমূহ। আর যা মৃত্যুর পরে যেমনঃ কবরের প্রশ্নোত্তর, আজাব ও প্রশান্তি ইত্যাদি যা ঘটবে।

¿ শেষ দিবসের মহত্বঃ

আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ রোকনসমূহের অন্যতম স্তম্ভ। এ দু'টি ও বাকি ঈমানের রোকনসমূহের উপর নির্ভর করছে মানুষের দৃঢ়তা, কল্যাণ এবং দুনিয়া-আখেরাতের সুখ-শান্তি। এ দিন সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[! " # $ % ' ( ) * + , - . 4 Z النساء: ٨٧

“আল্লাহ ব্যতীত আর কোনই সত্যিকার উপাস্য নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন কিয়ামতের দিন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।” [সূরা নিসা: ৮৭]

এ দু’টি রোকনের অধিক গুরুত্বের ফলে আল্লাহ তা‘য়ালা কুরআনের বহু আয়াতে একসঙ্গে তা উল্লেখ করেছেন। যেমন:

১. আল্লাহর বাণী:

[` a b c d e f g h i p Z الطلاق: ٢

“এ দ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে।” [সূরা তালাক: ২]

২. আল্লাহর বাণী:

] فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ ﴿٥٩﴾ Z النساء: ٥٩

“তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর। যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক।” [সূরা নিসা: ৫৯]

¿ কবরের ফেতনা তথা পরীক্ষা:

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ ..- وَفِيه- قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :« وَيَأْتِيه مَلَكَان فَيُجْلِسَانه فَيَقُولَان لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَان لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَان لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ قَالَ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ...»

أخرجه أحمد وأبو داود

১. বারা ইবনে ‘আজেব [رضي الله عنه] বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে জানাযায় বের হই। ----- এতে বর্ণিত হয়েছে নবী [ﷺ] বলেন:

"কবরবাসীর নিকট দু'জন ফেরেশ্‌তা আসবেন। অত:পর তাকে উঠিয়ে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন: তোমার রব কে? তখন সে (মুমিন হলে) বলবে: আমার রব আল্লাহ। আবার জিজ্ঞেস করবেন, তোমার দ্বীন কি? উত্তরে বলবে: আমার দ্বীন ইসলাম। আবারো জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের নিকট প্রেরীত এ ব্যক্তিটি কে ছিলেন? সে বলবে: তিনি রসূলুল্লাহ্ [ﷺ]।[১]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَان لَهُ :مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّه وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الْجَنَّةِ» قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا ». وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ». متفق عليه.

২. আনাস [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হবে এবং তার সাথীরা সকলে চলে যাবে তখন সে তাদের জুতা-স্যান্ডেলের শব্দ শুনতে পাবে। এরপর তার নিকট দু'জন ফেরেশ্‌তা আসবেন এবং তাকে বসিয়ে বলবেন: এ মানুষটি (মুহাম্মাদ-ﷺ) সম্পর্কে (দুনিয়াতে) কি বলতে? তখন সে (মুমিন হলে) বলবে: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। অত:পর তাকে বলা হবে: দেখ তোমার জাহান্নামের সে স্থানটি যার পরিবর্তে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে জান্নাতের স্থান প্রদান করেছেন। নবী [ﷺ] বলেন: তখন সে উভয় স্থান অবলোকন করবে। আর কাফের বা মুনাফেক বলবে: জানি না, মানুষেরা যা বলতো তাই

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ ১৮৭৩৩, আবূ দাঊদ হাঃ ৪৭৫৩ শব্দ তারই

বলতাম। তখন তাকে বলা হবে: জাননি এবং পড়নি। অত:পর তার দু'কানের মাঝে লোহার হাতুড়ী দ্বারা প্রহার করা হবে। আর সে এমন চিৎকার করবে যা মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত তার পার্শ্ববর্তী সকলেই শুনবে।" [১]

¿ কবর আজাব-এর প্রকার:

কবরের আজাব দু'প্রকার:

১. স্থায়ী আজাব যা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে এমন শাস্তি। ইহা কাফের ও মুনাফেকদের জন্য। যেমন অল্লাহ্ তা'য়ালা ফেরাউনের পরিবার সম্পর্কে এরশাদ করেছেন:

z y x w v u t r q p o n [

غافر: ٤٦ Z | {

"সকালে ও সন্ধায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আজাবে দাখিল কর।" [সূরা মুমিন: ৪৬]

২. নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আজাব যা তাওহীদপন্থী পাপিষ্ঠদের 'আজাব। তাদের পাপানুসারে আজাব দেয়া হবে। অত:পর শাস্তি হালকা করে দেয়া হবে অথবা আল্লাহর রহমতে, কিংবা পাপধ্বংসের ফলে যেমন: ছদকা জারিয়া অথবা উপকারী জ্ঞান বা সৎ সন্তানের দোয়া ইত্যাদি কারণে আজাব বন্ধ করে দেয়া হবে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:« إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ،وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

متفق عليه

---

[১]. বুখারী হাঃ১৩৩৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ২৮৭০

ইবনে উমার [ﷻ] বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "তোমাদের কেউ যখন মারা যায় তখন তাকে সকাল-সন্ধা তার আসন দেখানো হয়। যদি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে জান্নাতীদের, আর যদি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে জাহান্নামীদের আসন দেখানো হয়। আর তাকে বলা হয়, ইহা তোমার আসন। এভাবে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থান পর্যন্ত হতেই থাকবে।[১]

¿ কবরের সুখ-শান্তি:

সত্যবাদী মুমিনদের জন্য কবরের সুখ-শান্তি:

১. আল্লাহর বাণী:

, + *) (' & % $ # " ! [

فصلت: ٣٠ Z 4 3 2 1 0 / . -

"নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্, অত:পর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে বলেন: তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। [সূরা হা-মীম সেজদা: ৩০]

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الْمُـــؤْمِنِ إِذَا أَجَابَ الْمَلَكَـــيْنِ فِي قَبْرِهِ : «...فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ ، أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَـــا قَالَ: وَ يُفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ ..». أخرجه أحمد أبوداود.

২. বারা ইবনে 'আজেব [ﷻ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] মুমিন সম্পর্কে বলেন: "যখন তার কবরে ফেরেশতাদ্বয়ের উত্তর দিবে ----- তখন আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী ডেকে বলবেন: আমার বান্দা সত্য বলেছে। অতএব, তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং

---

[১]. বুখারী হাঃ ১৩৭৯ ও মুসলিম হাঃ ২৮৬৬ শব্দ তারই

জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও আর জান্নাত পর্যন্ত তার জন্য একটি দরজা খুলে দাও। নবী [ﷺ] বলেন: তখন তার নিকট আসবে জান্নাতের আরাম ও খোশবু এবং তার জন্যে তার চোখ যতদূর যায় ততদূর কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হবে।”[১]

মুমিনকে কবরের ভয়-ভীতি, ফেতনা ও আজাব থেকে মুক্তি দিতে পারে এমন কিছু জিনিস রয়েছে যেমন: আল্লাহর রাহে শহীদ হওয়া, সীমান্তে প্রহরীর কাজ ও পেটের পীড়ায় মৃত্যু ইত্যাদি।

¿ মৃত্যুর পরে কিয়ামত পর্যন্ত রুহ্সমূহের আবাস স্থান:

বারজাখী জিন্দিগী তথা অন্তর্বর্তীকালিন জীবনে রুহ্সমূহের মধ্যে বড় ধরণের পার্থক্য হবে: তাদের মধ্যে কিছু রুহ ইল্লীইনের সর্বোচ্চ ‘মালাইল আ‘লায়’ অবস্থান করবে আর তা হলো নবী-রসূলগণ (আ:)-এর রুহসমূহ। তাঁদেরও মাঝে মর্যাদা ও মরতবার দিক থেকে ব্যবধান থাকবে।

আর কিছু রুহ্ পাখীর আকৃতিতে জান্নাতের গাছে ঝুলে থাকবে। এগুলো হলো মুমিনদের রুহ্সমূহ।

আবার কিছু রুহ সবুজ পাখীর উদরে থাকবে যারা জান্নাতে বিচরণ করবে। এগুলো হলো কিছু শহীদদের রুহ।

আর কিছু রুহ্ কবরেই আটকা থাকবে। যেমন: গনিমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) খেয়ানতকারীর রুহ। আবার কিছু রুহ জান্নাতের দরজার উপর আটকা থাকবে। যেমন: ঋণী ব্যক্তিদের রুহ। আর কারো রুহ পৃথিবীতেই আটকা রইবে নীচু মানের রুহ হওয়ার কারণে। কিছু রুহ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীদের আজাবের চুলায় থাকবে। আবার কিছু রুহ রক্তের নদীতে সাঁতার কাটবে এবং তাদের মুখের ভিতর পাথর নিক্ষেপ করা হবে। আর এ হলো সুদখোরদের রুহ ---।

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৮৭৩৩ শব্দ তারই, আবু দাঊদ হাঃ নং ৪৭৫৩

عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِت قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي حَائط لِبَنِي النَّجَّـــار عَلَى بَغْلَة لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِه فَكَادَتْ تُلْقيه وَإِذَا أَقْبُرٌ ستَّةٌ أَوْ خَمْـــسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ:« مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذه الْأَقْبُرِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ فَمَتَـــى مَـــاتَ هَؤُلَاء قَالَ مَاتُوا فِي الْإِشْرَاك فَقَالَ إِنَّ هَذه الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَلَوْلَـــا أَنْ لَـــا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمعَكُمْ منْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذي أَسْمَعُ منْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهه فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّه منْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّه منْ عَذَابِ النَّارِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّه منْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّه منْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّه منْ الْفتَنِ مَا ظَهَرَ منْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّه منْ الْفتَنِ مَا ظَهَرَ منْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّه منْ فتْنَة الدَّجَّالِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّه منْ فتْنَة الدَّجَّالِ». أخرجه مسلم.

জায়েদ ইবনে ছাবেত [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বনি নাজ্জারের একটি বাগানে তাঁর খচ্চরের উপরে ছিলেন। আর আমরাও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ করে খচ্চরটি তীব্রভাবে চলতে লাগল এমনকি নবী [ﷺ]কে ফেলে দিবে এমন। দেখা গেল সেখানে ৬টি বা ৫টি কিংবা ৪টি (পুরাতন) কবর। নবী [ﷺ] বললেন: কে এ কবরগুলো চিন? একজন মানুষ বলল: আমি। তিনি [ﷺ] বললেন: এরা কখন মারা গেছে? লোকটি বলল: এরা শিরক অবস্থায় মারা গেছে। এরপর নবী [ﷺ] বললেন:"এ উম্মত তার কবরে পরীক্ষিত হবে। যদি তোমরা মৃতদের দাফন না করতে তাহলে আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম যেন তোমরা কবরের আজাব শুনতে পাও যেমন আমি তা হতে শুনতে পাই।

এরপর তিনি আমাদের দিকে চেহারা মোবারক ফিরিয়ে বললেন:"তোমরা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সহাবাগণ বললেন: আমরা আল্লাহর নিকট জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা চাই। তিনি [ﷺ] আবার বললেন: তোমরা কববেব আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবাগণ বললেন: আমরা কবরের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা চাই। তিনি [ﷺ] আবারও বললেন: তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবাগণ বললেন:

আমরা আল্লাহর নিকট প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি [ﷺ] আবারও বললেন: তোমরা দাজ্জালের ফেতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সহাবাগণ বললেন: আমরা আল্লাহর কাছে দাজ্জালের ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা চাই।"[১]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৬৭

কিয়ামতের আলামতসমূহ

¿ **কিয়ামতের জ্ঞান:**

কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে এর জ্ঞান আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত আর কেউ জানে না। যেমন: আল্লাহর বাণী:

1 0 / . - , *) (' & $ # " ! [

2 Z الأحزاب: ٦٣

"লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহর কাছেই। আপনি কি করে জানবেন যে, সম্ভবত: কিয়ামত নিকটেই।" [সূরা আহ্‌যাব: ৬৩]

¿ **কিয়ামতের আলামতসমূহ:**

নবী [ﷺ] কিছু আলামতের কথা খবর দিয়েছেন যা কিয়ামত সন্নিকটে প্রমাণ করে। আর সেগুলো হলো ছোট আলামত ও বড় আলামত।

১. কিয়ামতের ছোট আলামতসমূহ

¿ ছোট আলামতসমূহ তিন প্রকার:

১. যে সকল আলামত অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে যেমন:

নবী [ﷺ]-এর আগমন ও তাঁর মৃত্যু, চন্দ্র দ্বি-খণ্ডন যা তাঁর একটি মু'জেযা, বাইতুল মাক্বদিসের বিজয় ও হিজাজ ভূমি থেকে আগুনের নির্গমণ।

عَنْ عَوْفَ بْنَ مَالك ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول :«اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ، مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ...» أخرجه البخاري.

১. 'আওফ ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন:"কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি জিনিস গণনা কর। আমার মৃত্যু অত:পর বাইতুল মাক্বদিসের বিজয়-- ।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرَى». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "হেজাজ ভূমি থেকে আগুন বের না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। সে আগুন বুছরার উটের চূড়া আলোকিত করবে।" [২]

২. যে সকল আলামত প্রকাশ পেয়েছে এবং এখনো ঘটতেছে যেমন:

ফেতনা-ফ্যাসাদের প্রকাশ, মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার, নিরাপত্তার অবনতি, শরিয়তি জ্ঞান উঠে যাওয়া, অজ্ঞতার প্রকাশ, বেশি বেশি শর্ত আরোপ ও জালেমদের সহযোগীদের আধিক্য, গান-বাজনার বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রের প্রকাশ ও সেগুলোকে হালাল মনে করা, জেনা-ব্যভিচার অধিকভাবে প্রকাশ, মদ পানের ছড়াছড়ি ও হালাল মনে করা, দালান-কোঠা নিয়ে খালি পা, উলঙ্গ শরীর, ছাগলের রাখাল এমন লোকদের আপোসে গৌরব, মসজিদসমূহে হট্টগোল ও মসজিদের কারুকার্য নিয়ে বাড়াবাড়ি করা, বেশি বেশি যুদ্ধ-বিগ্রহ, সময় গুটিয়ে যাওয়া (সময়ের বরকত উঠে যাওয়া) অনুপযুক্ত মানুষের নিকট দায়িত্ব অর্পণ, ইতর নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের সম্মান ও সম্মানিত মানুষদের অসম্মান করা, কথা বেশি বলবে কিন্তু কাজ করবে না, (কথায় কাজে গরমিল) অতি পাশাপাশি হাট-বাজার হওয়া, এ উম্মতে শিরকের প্রকাশ, কার্পণ্যতা ও মিথ্যা বেশি হওয়া, সম্পদের প্রাচুর্যতা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রকাশ, বেশি বেশি ভূমিকম্প, আমানতদারীদেরকে খেয়ানতকারী আর খেয়ানতকারীদের আমানতদার মনে করা, অশ্লীলতার প্রকাশ, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা, বদমাইশ পড়শী, নীচু শ্রেণীর মানুষদের প্রাধান্য

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩১৭৬

[২]. বুখারী হাঃ৭১১৮ ও মুসলিম হাঃ ২৯০২

বিস্তার, অর্থের বিনিময়ে ফয়সালা, বিশেষ ব্যক্তিদের (জালেমদের নিকট) সোপর্দ, ছোটদের নিকটে জ্ঞান অনুসন্ধান, কলমের ছড়াছড়ি, শরীর দেখা যায় এমন ফিনফিনে পাতলা কাপড় পরিহিতা নারীদের প্রকাশ, মিথ্যা সাক্ষীর ছড়াছড়ি, হঠাৎ মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, হালাল রুজি উপার্জনে সাবধানতা অবলম্বন না করা, আরব ভূমি নদী ও শস্যক্ষেতে পরিণত হওয়া, হিংস্র পশুর মানুষের সাথে কথা বলা, মানুষের ছড়ির শিম্‌লা ও জুতার ফিতা তার সাথে কথা বলা, মানুষকে তার ঊরু খবর দেবে তার অনুপস্থিতে পরিবারে কি ঘটেছে, ইরাককে অবরোধ করা হবে এবং সেখানে খাদ্য ও মুদ্রা প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া। অত:পর শামদেশ (সিরিয়া)কে অবরোধ করা এবং সেখানেও খাদ্য ও মুদ্রা প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে, এরপর মুসলমান ও রোমানদের মধ্যে চুক্তি হওয়া এবং রোমানরা মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করা।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُ:« أَلا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». متفق عليه.

ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে পূর্বদিক ফিরে বলতে শুনেছেন: "হুশিয়ার! নিশ্চয়ই ফেতনা এদিক (ইরাক) থেকে, হুশিয়ার! নিশ্চয়ই ফেতনা এদিক থেকে, যেখান থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়।"[১]

৩. যে সকল আলামত আজ পর্যন্ত সংঘটিত হয়নি, তবে অবশ্যই ঘটবে যেরূপ নবী [ﷺ] তার খবর দিয়েছেন যেমন:

¿ ফোরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশ, বিনাযুদ্ধে কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌ল (ইস্তাম্বুল) নগরীর বিজয়, তুর্কীদের হত্যা, ইহুদিদের হত্যা এবং তাদের উপর মুসলমানদের বিজয়, কাহত্বান গোত্রের একজন লোকের আবির্ভাব যে মানুষকে তার লাঠি দ্বারা হাঁকাবে এবং সকলে

---

[১]. বুখারী হাঃ ৭০৯৩ ও মুসলিম হাঃ ২৯২৫ শব্দ তারই

তার আনুগত্য করবে। পুরুষদের সংখ্যা কম হওয়া এবং নারীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া। এমনকি ৫০জন নারীর পরিচালনা করবে মাত্র একজন পুরুষ। মদীনা হতে অনীষ্টতা দূরীকরণ অত:পর তার ধ্বংস।

¿ আরো হচ্ছেঃ ইমাম মাহদীর প্রকাশ, যিনি আহলে বাইতের একজন মানুষ হবেন। যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর দ্বীনের সাহায্য করবেন এবং পৃথিবীকে ইনসাফ দিয়ে ভরপুর করে দিবেন যেমন এর পূর্বে জুলুম-অন্যায়ে ভরে গিয়েছিল। তিনি ৭ বছর রাজত্ব চালাবেন। তাঁর যুসে উম্মত এমন শান্তিভোগ করবে যা ইতিপূর্বে কখনো করে নাই। পূর্বদিক থেকে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে এবং বাইতুল্লাহ-এর নিকটে তাঁর বায়েত হবে।

¿ আরো হলোঃ যূস্‌সুওয়াইকাতাইন তথা পায়ের নলা সরু বিশিষ্ট একজন হাবাশী (আবিসিনিয়ার) মানুষের হাতে কা'বা ঘরের ধ্বংসলীলা ঘটবে। তারপর দ্বিতীয়বার তা পূনর্নির্মান হবে না, আর ইহাই শেষ জমানা। আল্লাহই সর্বাধিক অবিহিত।

¿ **নোটঃ** পূর্বে উল্লোখিত সকল আলামত নবী [ﷺ]-এর সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

২- কিয়ামতের বড় আলামতসমূহ

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيد الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ: « مَا تَذَاكَرُونَ ؟ قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ. قَالَ:« إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَات» فَذَكَرَ الدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام،وَيَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ، خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ. أخرجه مسلم.

হুজাইফা ইবনে আসীদ আল-সেফারী [رضي الله عنه] বলেন, নবী [ﷺ] আমাদের প্রতি দেখলেন যে, আমরা আপোসে আলাপ-আলোচনা করছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন:"তোমরা আপোসে কি ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করছ? তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন, কিয়ামতের বিষয়ে। তিনি [ﷺ] বললেন: "কিয়ামত ততদিন অনুষ্ঠিত হবে না যতদিন তোমরা দশটি নিদর্শন না দেখবে। অত:পর তিনি উল্লেখ করেন: ধোঁয়া, দাজ্জাল, জন্তুর আবির্ভাব, পশ্চিম গগন থেকে সূর্য উদিত হওয়া, 'ঈসা ইবনে মরয়মের অবতরণ, ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব, তিনিটি ধ্বস: একটি পূর্বে, দ্বিতীয়টি পশ্চিমে আর তৃতীয়টি আরব উপদ্বীপে। এরপর ইয়ামেন থেকে আগুন বের হবে এবং মানুষকে ধাওয়া ক'রে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাবে।"[১]

১. দাজ্জালের বহি:প্রকাশ:

দাজ্জাল বনি আদমেরই একজন মানুষ। শেষ জামানায় তার আবির্ভাব ঘটবে এবং সে নিজেকে রব (প্রতিপালক) দাবি করবে। পূর্ব তথা খোরাসান থেকে সে বের হবে। অত:পর সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করবে। প্রতিটি দেশে প্রবেশ করবে কিন্তু মসজিদে আকসা, তূর পাহাড়,

---

[১]. মুসলিম হাঃ ২৯০১

মক্কা ও মদীনাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ ঐগুলোকে ফেরেশতাগণ পাহারা দিয়ে রাখবেন। মানুষ ঘুমে বেহুশ হয়ে পড়বে। মদীনায় তিনটি কম্পন হবে, যার ফলে প্রতিটি কাফের ও মুনাফেক সেখান থেকে বের হয়ে চলে যাবে।

عَنْ عَبْد اللَّه بْنَ عُمَرَ ﷺ قَالَ: كُنَّا عنْدَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قُعُودًا فَذَكَرَ الْفتَنَ فَأَكْثَرَ في ذكْرهَا حَتَّى ذَكَرَ فتْنَةَ الْأَحْلَاس فَقَالَ قَائلٌ: يَا رَسُولَ اللَّه وَمَا فتْنَةُ الْأَحْلَاس ؟

قَالَ:« هيَ فتْنَةُ هَرَب وَحَرَب، ثُمَّ فتْنَةُ السَّرَّاء دَخَلُهَا أَوْ دَخَنُهَا منْ تَحْت قَدَمَيْ رَجُل منْ أَهْل بَيْتي يَزْعُمُ أَنَّهُ منِّي وَلَيْسَ منِّي إِنَّمَا وَلِيِّيَ الْمُتَّقُونَ، ثُمَّ يَصْطَلحُ النَّاسُ عَلَى رَجُل كَوَرك عَلَى ضلَع.ثُمَّ فتْنَةُ الدُّهَيْمَاء لَا تَدَعُ أَحَدًا منْ هَذه الْأُمَّة إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً، فَإِذَا قيلَ انْقَطَعَتْ تَمَادَتْ يُصْبحُ الرَّجُلُ فيهَا مُؤْمنًا وَيُمْسي كَافرًا حَتَّى يَصيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْن، فُسْطَاطُ إِيمَان لَا نفَاقَ فيه، وَفُسْطَاطُ نفَاق لَا إِيمَانَ فيه، إِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظرُوا الدَّجَّالَ منْ الْيَوْم أَوْ غَد».

أخرجه أحمد وأبوداود

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ] -এর নিকটে বসে ছিলাম তখন তিনি ফেতনার কথা বারবার উল্লেখ করলেন। এক পর্যায়ে 'আহলাস'-এর ফেতনার কথা উল্লেখ করলেন। কোন একজন বললো: ইয়া রসূলাল্লাহ! আহলাসের ফেতনা কি? তিনি বললেন: তা হলো পলায়ন ও যুদ্ধ। অত:পর 'সার্রাা' এর ফেতনা, যার ধোঁয়া আমার পরিবারে একজন মানুষের পায়ের নীচ থেকে হবে। সে আমার পরিবারের দাবি করবে কিন্তু সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়; শুধুমাত্র আমার বন্ধু হলো মুত্তাকীন তথা আল্লাহভীরুগণ। অত:পর মানুষেরা এমন এক দুর্বল চুক্তি করবে যার কোন নিয়ম নীতি বা স্থায়িত্ব থাকবে না।

অত:পর 'দুহাইমাা' কালো ফেতনা যা এ উম্মতের প্রতিটি মানুষকে একটি করে চড় মারবেই। অত:পর যখন বলা হবে ফেতনা শেষ হয়েছে

কিন্তু আসলে শেষ না হয়ে অব্যাহতই থাকবে। সে সময় মানুষ প্রভাত করবে মু'মিন হয়ে আর সন্ধা করবে কাফের হয়ে। এক পর্যায়ে দু'টি বড় তাঁবু হবে যার একটি ঈমানের যার মধ্যে কপটতা থাকবে না আর অন্যটি নেফাক-কপটতার তাঁবু যার মধ্যে ঈমান থাকবে না। অতএব, যখন এরূপ হবে তখন সেদিন বা পরের দিন দাজ্জালের প্রতিক্ষা করিও।"[১]

¿ দাজ্জালের ফেতনাঃ

দাজ্জালের আবির্ভাব এক বিরাট ফেতনা; কারণ আল্লাহ [ﷻ] তাকে এমন বড় বড় অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর শক্তি দান করবেন যার ফলে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তার সাথে জান্নাত-জাহান্নাম থাকবে। প্রকৃতপক্ষে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত আর জান্নাত হবে জাহান্নাম। আরো তার সাথে থাকবে রুটির পাহাড় এবং পানির নদীসমূহ। তার নির্দেশে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং জমিন উদ্ভিদ গজাবে। পৃথিবীর সমস্ত গুপ্তধন তার সঙ্গে চলবে। মেঘমালাকে বাতাস যেমন দ্রুত পশ্চাদ গমন করে তেমনি সে অতিদ্রুত পথ অতিক্রম করবে।

সে পৃথিবীতে ৪০দিন অবস্থান করবে। প্রথম দিন হবে এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন হবে এক মাসের সমান, তৃতীয় দিন হবে এক সপ্তাহের সমান আর বাকি দিনগুলো হবে আমাদের দিনের মতই দিন। অত:পর তাকে 'ঈসা [عليه السلام] হত্যা করবেন ফিলিস্তীনের 'লুদ' নামক গেটের নিকটে।

¿ দাজ্জালের শারীরিক বর্ণনাঃ

রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাদেরকে দাজ্জালের আনুগত্য বা তাকে বিশ্বাস না করার জন্য সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি [ﷺ] আমাদেরকে তার বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে করে তার থেকে আমরা সাবধানে থাকতে পারি। তিনি বর্ণনা করছেন যে, সে একজন লাল রঙ্গের যুবক ও তার এক চোখ

[১]. হাদীসটি সহীহ , আহমাদ হাঃ ৬১৬৮, সিলসিলা সহীহা হাঃ ৯৭৪ দ্রঃ, আবু দাউদ হাঃ ৪২৪২ শব্দ তারই

টেরা হবে। তার কপালে লিখা থাকবে "কাফির" যা প্রতিটি মুসলিম পড়বে।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت ﷺ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :« إِنَّ مَسيحَ الدَّجَّال رَجُلٌ قَصيرٌ أَفْحَجُ جَعْدٌ أَعْوَرُ مَطْمُوسُ الْعَيْنِ لَيْس بنَاتئَة وَلَا حَجْزَاءَ فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ».
أخرجه أحمد وأبوداود.

উবাদা ইবনে সামেত [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "নিশ্চয় মাসীহুদ্দাজ্জাল একজন খাট মানুষ হবে। যার চলার সময় দু'পায়ের অগ্রভাগ কাছাকাছি এবং গোড়ালি দূরে থাকবে। মাথার চুল কোঁকড়ানো হবে, এক চোখ টেরা হবে। চোখ সমান হবে, না হবে উঠা আর না হবে বসা। যদি তোমাদের দাজ্জালকে চিনতে সমস্যা হয় তবে জেনে রাখ তোমাদের প্রতিপালক টেরা নন।"[১]

¿ দাজ্জাল বের হওয়ার স্থান:

عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ﷺقَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ -وفيه «... إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا..».
أخرجه مسلم.

নাওয়াস ইবনে সাম'য়ান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] দাজ্জালের ব্যাপার উল্লেখ করে বলেন:---- সে শাম (সিরিয়া) ও ইরাকের মধ্যবর্তী এক পথ দিয়ে বের হবে। অত:পর ডানে-বামে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে।"[২]

¿ যে সমস্ত স্থানে দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না:

عَنْ أَنَس بْنِ مَالك رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« لَيْسَ منْ بَلَد إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدينَةَ ». متفق عليه.

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ ২৪০৮৫, সিলসিলা সহীহা হাঃ ২৯৩৪ দ্রঃ

[২]. মুসলিম হাঃ ২৯৩৭

১. আনাস ইবনে মালিক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "দাজ্জাল মক্কা ও মদীনা ব্যতীত সকল দেশে পদাচারণ করবে।"[১]

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ذَكَرَ الدَّجَّالَ وفيه قال:« لاَ يَقْرَبُ أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ، مَسْجِدَ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدَ الطُّورِ، وَمَسْجِدَ الْأَقْصَى ». أخرجه أحمد.

২. একজন সাহাবী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে বলেন: "সে চারটি মসজিদের নিকটবর্তী হতে পারবে না। মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী, মসজিদে তূর ও মসজিদুল আক্সা।"[২]

¿ দাজ্জালের অনুসারী:

দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হবে ইহুদি, ইরানী (পার্শিয়ান-অগ্নিপূজক), তুর্কী ও কিছু মিশ্রিত মানুষ যাদের বেশির ভাগ বেদুঈন ও মহিলা।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمْ الطَّيَالِسَةُ». أخرجه مسلم.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "দাজ্জালের অনুসরণ করবে ইস্পাহানের ৭০ হাজার ইহুদি, যাদের উপর লম্বা চাদর থাকবে।"[৩]

¿ দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার উপায়:

আল্লাহর প্রতি ঈমানের মাধ্যমে। বিশেষভাবে সালাতে দাজ্জালের ফেতনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। পলায়ন করেও দাজ্জালের

---

[১]. বুখারী হাঃ ১৮৮১ ও মুসলিম হাঃ ২৯৩৪

[২].হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ ২৪০৮৫, সিলসিলা সহীহা হাঃ ২৯৩৪ দ্রঃ

[৩]. মুসলিম হাঃ ২৯৪৪

ফেতনা থেকে বাঁচা সম্ভব। রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বাণী:

« مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ الدَّجَّالِ»، وفي لفظ: « فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ». أخرجه مسلم.

"যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াত হেফজ করবে সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিস্কৃতি পাবে।" অন্য শব্দে "তোমাদের কাউকে যদি সে পেয়ে বসে, তাহলে তার উপর সূরা কাহাফের প্রথম থেকে পড়বে।"[১]

২. ঈসা ইবনে মারইয়াম [عليه السلام]-এর অবতরণ:

দাজ্জালের আবির্ভাব ও পৃথিবীতে তার বিপর্যয় সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'য়ালা ঈসা ইবনে মরয়ম [عليه السلام]কে দুনিয়াতে প্রেরণ করবেন। তিনি দু'জন ফেরেশতার ডানায় ভর করে দামেস্ক (সিরিয়ার রাজধানী)-এর পূর্বদিকের সাদা মিনারার নিকটে অবতরণ করবেন। অত:পর দাজ্জালকে হত্যা করবেন, ইসলামের বিধান জারি করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, কর-ট্যাক্স উঠিয়ে দিবেন, সম্পদের প্রাচুর্য হবে, হিংসা-বিদ্বেষ চলে যাবে। ৭বছর তিনি অবস্থান করবেন। তখন দু'জনের মধ্যে কোন প্রকার শত্রুতা থাকবে না। অত:পর তিনি মারা যাবেন এবং মুসলমানগণ তাঁর জানাযা আদায় করবেন।

অত:পর আল্লাহ তা'য়ালা সিরিয়ার দিক থেকে সুগন্ধিময় ঠাণ্ডা বাতাস প্রেরণ করবেন। ফলে যার অন্তরে অণু পরিমাণ কল্যাণ বা ঈমান থাকবে সে মারা যাবে। আর অবশিষ্ট থাকবে দুষ্টপ্রকৃতির মানুষেরা। তারা পাখীর মত হালকা মেজাজের এবং হিংস্র জন্তুর মত জালেম প্রকৃতির হবে। তারা গাধার মত মাতলামী-পাগলামী করবে। অত:পর শয়তান তাদেরকে মূর্তির পূজা করার নির্দেশ করবে। তাদের উপরই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَـدْلًا، فَيَكْـسِرَ

[১]. মুসলিম হাঃ ৮০৯ ও ২৯৩৭

الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ ،حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺوَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ .متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷻ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "ঐ সত্ত্বার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন। তোমাদের মধ্যে ইবনে মারইয়ামের ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ হয়ে অবতরণের সময় অতি সন্নিকটে। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, খাজনা-কর বন্ধ করবেন, সম্পদের প্রাচুর্য এতো বেড়ে যাবে যে কেউ তা গ্রহণ করার থাকবে না। আর তখন একটি সেজদা দুনিয়া ও দুনিয়ায় যা আছে তার চেয়েও অতি উত্তম হবে। অত:পর আবু হুরাইরা [ﷻ] বলেন, যদি চাও তাহলে পড় আল্লাহর বাণী:

"আর আহলে- কিতাবের প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে ঈসা [عليه السلام]-এর উপর ঈমান আনবে। আর কিয়ামতের দিন তিনি [عليه السلام] তাদের উপর সাক্ষী হবেন।" [সূরা নিসা: ১৫৯]" [১]

৩. ইয়াজূজ মাজূজের আবির্ভাব:

ইয়াজূজ মাজূজ বনি আদমের বড় দু'টি উম্মত। তারা বড় শক্তিশালী জাতি, তাদের মোকাবেলা করার মত কারো শক্তি হবে না। তাদের আবির্ভাব কিয়ামতের বড় আলামতের একটি। তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। অত:পর ঈসা ইবনে মারইয়াম [عليه السلام] ও তাঁর সাথীগণ তাদের উপর বদদোয়া করবেন, যার ফলে তারা সকলে মারা যাবে।

১. আল্লাহর বাণী:

Z] \ [Z Y X W V U T S [

الأنبياء: ٩٦

[১]. বুখারী হাঃ ৩৪৪৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১৫৫

“যে পর্যন্ত না ইয়াজূজ ও মাজূজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে।” [সূরা আম্বিয়া: ৯৬]

عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ﷺ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ وأن عيسى يقتله ببَابِ لُدٍّ ... وفيه-:« إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ ». أخرجه مسلم.

২. নাওয়াস ইবনে সাম‘য়ান [ﷺ] বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] দাজ্জালের কথা উল্লেখ করেন। তাকে হত্যা করবেন ঈসা [ﷺ] লুদ গেটে ---- এতে আরো রয়েছে---“যখন আল্লাহ ঈসা [ﷺ]-এর নিকটে অহি করে বলবেন: আমি আমার এমন বান্দাদের বের করব যাদের হত্যা করার মত কেউ নেই। অতএব, আমার বান্দাদেরকে তূর পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়ার জন্য বল। এরপর আল্লাহ ইয়াজূজ ও মাজূজ জাতিদ্বয়কে প্রেরণ করবেন এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। তাদের প্রথম ভাগ “ত্ববারিয়্যা” হ্রদ/লেকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার পানি পান করে ফেলবে। এরপর তাদের শেষাংশ অতিক্রম করার সময় বলবে, এর মধ্যে এ সময় পানি ছিল। আল্লাহর নবী ঈসা [ﷺ] ও তাঁর সাথীদের অবরুদ্ধ করা হবে। তখন তাদের নিকট একটি গরু আজ তোমাদের কারো নিকটে একশত দিনারের চেয়েও উত্তম হবে। অত:পর আল্লাহর নবী ঈসা [ﷺ] ও তাঁর সাথীগণ মুক্তি চাইবেন, তখন আল্লাহ তাদের ঘাড়ে এক প্রকার কীট প্রেরণ করবেন। আর তারা সকলে একসাথে প্রভাত

করবে মৃত্যুবরণ করে। অত:পর আল্লাহর নবী ঈসা [عليه السلام] ও তাঁর সাথীগণ জমিনে অবতরণ করবেন।”[1]

¿ ঈসা [عليه السلام] ও তাঁর সাথীগণ জমিনে অবতরণের পর তিনি [عليه السلام] আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। অত:পর আল্লাহ পাখী প্রেরণ করবেন এবং তারা ইয়াজূজ ও মাজূজদেরকে বহন করে আল্লাহ যেখানে চাইবেন সেখানে ফেলে দিবে। অত:পর আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করে পৃথিবীকে ধৌত করে দিবেন। এরপর জমিনে বরকত নাজিল হবে, শাক-সবজি ও ফল-ফলাদি প্রকাশ পাবে এবং শস্যাদি ও পশুতে বরকত নাজিল হবে।

৪. ৫. ৬. তিনটি ভূমিধ্বস:

তিনটি ভূমিধ্বস কিয়ামতের বড় আলামত। একটি পূর্বে, দ্বিতীয়টি পশ্চিমে আর তৃতীয়টি আরব উপদ্বীপে। এগুলো এখনও সংঘটিত হয়নি।

৭. ধোঁয়া নির্গমণ:

শেষ জামানায় ধোঁয়া নির্গমণ কিয়ামতের বড় নিদর্শনসমূহের একটি।

১. আল্লাহর বাণী:

p o n m k j i h g f e d c [

Z الدخان: ١٠ – ١١

“অতএব, আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে, যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।”
[সূরা দুখান: ১০-১১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« بَادرُوا بِالْأَعْمَال ستًّا: طُلُوعَ الشَّمْسِ منْ مَغْرِبِهَا، أَوْ الدُّخَانَ، أَوْ الدَّجَّالَ، أَوْ الدَّابَّةَ ،أَوْ خَاصَّةَ أَحَدكُمْ، أَوْ أَمْرَ الْعَامَّة». أخرجه مسلم.

---

[1]. মুসলিম হাঃ নং ২৯৩৭

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"ছয়টি জিনিস আসার পূর্বে সৎআমল জলদি ক'রে কর। পশ্চিম গগন থেকে সূর্য উদিত হওয়া, ধোঁয়া নির্গমন, দাজ্জালের বহি:প্রকাশ, জন্তুর আর্বিভাব, এককভাবে অথবা যৌথভাবে আজাব।"[১]

৮. পশ্চিম গগন থেকে সূর্য উদয়ঃ

পশ্চিম গগন থেকে সূর্য উদিত হওয়া কিয়ামতের বড় আলামতের একটি। ইহা হচ্ছে ঊর্ধ্ব জগতের বিবর্তনকারী সর্ববৃহৎ প্রথম নিদর্শন। এর বহি:প্রকাশের দলিলসমূহঃ

১. আল্লাহর বাণীঃ

? > = < ; : 9 8 7 654 3 2 1 0 [

@ A B Z H الأنعام: ١٥٨

"যেদিন অপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্যে ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি।" [সূরা আন'আম:১৫৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فَيَوْمَئِذٍ:﴿ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾. متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "পশ্চিম গগন থেকে সূর্য না উঠা পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে তখন সকল মানুষ ঈমান আনবে কিন্তু সেদিন "এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্যে ফলপ্রসূ হবে

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৯৪৭

না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি।'' [সূরা আন‘আম: ১৫৮]"[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا ».

أخرجه مسلم.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামতের মধ্যে পশ্চিম গগন থেকে সূর্য উদিত হওয়া, চাশতের সময় মানুষদের উপর জন্তুর আবির্ভাব। যেটিই তার সাথীর পূর্বে হোক দ্বিতীয়টি তার পরেই জলদি চলে আসবে।"[২]

৯. জন্তুর আবির্ভাব:

শেষ জামানায় জমিনের উপর বিচরণকারী জন্তুর আবির্ভাব কিয়ামত সন্নিকটের আলামত। সে বের হয়ে মানুষদের নাকের উপর ছেঁক দিবে। কাফেরের নাকে দাগ পড়বে আর মু'মিনের চেহারা উজ্জ্বল হবে। জন্তুর আবির্ভাবের দলিল:

১. আল্লাহর বাণী:

d c b a ` _ ^] \ [Z Y X W V [

e f Z النمل: ٨٢

"যখন প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জন্তু বের করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না।" [নামাল: ৮২]

[১]. বুখারী হাঃ ৪৬৩৫ ও মুসলিম হাঃ ১৫৭ শব্দ তারই
[২]. মুসলিম হাঃ নং ২৯৪১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "তিনটি জিনিস যখন বের হবে সেদিন এমন কোন ব্যক্তির ঈমান তার জন্যে ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে ঈমান আনেনি কিংবা স্বীয় ঈমান অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি। পশ্চিম গগন থেকে সূর্য উদিত হওয়া, দাজ্জালের বহি:প্রকাশ ও জন্তুর আবির্ভাব।"[১]

১০. আগুনের নির্গমন যা মানুষকে জমায়েত করবে:

ইহা বড় ধরনের আগুন যা ইয়ামেনের পূর্ব দিকের এডেন নগরী থেকে বের হবে। ইহা কিয়ামতের বড় আলামতসমূহের সর্বশেষ এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার সর্বপ্রথম নিদর্শন। আগুন ইয়ামেন থেকে বের হয়ে জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং মানুষকে হাশরের ময়দান শামের (সিরিয়া) দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে।

¿ মানুষকে একত্রিত করার আগুনের পদ্ধতি:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ: رَاغِبِينَ ، رَاهِبِينَ ،وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمْ النَّارُ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "তিন পন্থায় মানুষকে জমায়েত করা হবে। কিছু স্বেচ্ছায় আর কিছু অনিচ্ছায় এবং বাকিরা (বাহনে করে)। একটি উটে দু'জন করে, তিনজন করে, চারজন করে ও

[১]. মুসলিম হাঃনং ১৮৫

দশজন করে। আর বাকিদেরকে আগুন একত্রিত করবে। তারা যখন দিবানিদ্রা করবে তখন আগুনও তাই করবে। আর যখন তারা রাত্রিযাপন করবে তখন আগুনও তাদের সাথে রাত্রিযাপন করবে। আগুন তাদের সাথেই প্রভাত করবে এবং তাদের সাথেই সন্ধা করবে।"[১]

¿ কিয়ামতের প্রথম বড় আলামত:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ سَلَامٍ لَمَّا أَسْلَمَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مَسَائِلَ، وَمِنْهَا: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنْ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ». أخرجه مسلم.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন নবী [ﷺ]কে কিছু বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তন্মধ্যে: কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত কি? রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রথম আলামত হলো পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে মানুষকে একত্রকারী আগুন।"[২]

¿ পর্যায়ক্রমে নিদর্শনসমূহ ঘটা ও পরিস্থিতির পরিবর্তন:

১. যখন কিয়ামতের বড় আলামতের প্রথমটি প্রকাশ পেয়ে যাবে তখন একটির পর অপরটি পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হতেই থাকবে। যেমনটি নবী [ﷺ] এরশাদ করেছেন:

« خُرُوْجُ الآيَاتِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ يَتَتَابَعْنَ كَمَا تَتَابَعُ الْخَرَزُ». أخرجه ابن حبان.

"পুঁতির মালার দানা যেমন খুলে গেলে পর্যায়ক্রমে একটির পর অপরটি আসতেই থাকে, তেমনি নিদর্শনসমূহের প্রকাশ পরস্পর পর্যায়ক্রমে ঘটতেই থাকবে।"[৩]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫২২ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৬১

[২]. বুখারী হাঃ নং ৩৩২৯

[৩]. হাদীসটি সহীহ, ইবনে হিব্বান হাঃ ৬৮৩৩ আলাবানী (রহঃ)-এর সহীহ জামে' হাঃ ৩২২৭ দ্রঃ

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّــى لاَ يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ». أخرجه مسلم.

২. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে আল্লাহ, আল্লাহ শব্দ বলা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না।"[১]

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ». أخرجه الترمذي.

৩. হুযাইফা ইবনে ইয়ামান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সবচেয়ে সুখী মানুষ না হবে।"[২]

---

[১]. মুসলিম হাঃনং ১৪৮

[২]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ ২২০৯

শিঙ্গায় ফুৎকার

¿ শিঙ্গা হচ্ছে ভেঁপুর ন্যায় শিং। আল্লাহ ইসরাফীল [عليه السلام]কে শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার দেওয়ার জন্য নির্দেশ করবেন। আর সেটি হবে বেহুশ করার ফুৎকার, যার ফলে আকাশে ও পৃথিবীতে যারা থাকবে আল্লাহ ব্যতীত সকলে বেহুশ হয়ে পড়বে। অত:পর আল্লাহ দ্বিতীয়বার ফুৎকার দেওয়ার জন্য নির্দেশ করবেন। আর এটি হবে পুনরুত্থানের ফুৎকার।

¿ ফুৎকারের সময় সমস্ত সৃষ্টির অবস্থা:

৩. আল্লাহর বাণী:

[فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ﴿٦﴾ ! " # $

% & ' ( ) * + , . / 0 1 2 3 Z

القمر: ٦ - ٨

"অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। যেদিন অহ্বানকারী আহ্বান করবে এক অপ্রিয় পরিণামের দিকে, তারা তখন অবনমিত হয়ে কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল সদৃশ। তারা আহ্বানকারীর দিকে দৌড়াতে থাকবে। কাফেররা বলবে: এটা কঠিন দিন।"
[সূরা কামার: ৬-৮]

৪. আল্লাহর বাণী:

[! " # $ %& ' ( ) * + , - . 0 1

2 3 4 5 6 7 8 Z الزمر: ٦٨

"শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে সবাই বেহুশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন। অত:পর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে।"
[সূরা যুমার: ৬৮]

৫. আল্লাহর বাণী:

] وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ ﴿٨٧﴾ Z النمل: ٨٧

"যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। অত:পর আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা সবাই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর কাছে আসবে বিনিত অবস্থায়।" [সূরা নাম্‌ল: ৮৭]

¿ দুই ফুৎকারের মাঝের সময়ের পরিমাণ:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ» قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ:أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী [ﷺ] বলেন:"দুই ফুৎকারের মাঝের সময়ের পরিমাণ চল্লিশ।" তাঁরা [ﷺ] (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন: হে আবু হুরাইরা ইহা কি চল্লিশ দিন? তিনি [ﷺ] বলেন: আমি অস্বীকার করলাম। তাঁরা [ﷺ] আবার বললেন: চল্লিশ মাস? তিনি [ﷺ] বলেন: আমি অস্বীকার করলাম। তাঁরা [ﷺ] বললেন: চল্লিশ বছর? তিনি [ﷺ] বলেন: আমি অস্বীকার করলাম।"[১]

¿ কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ :« إِنَّ طَرَفَ صَاحِبِ الصُّورِ مُنْذُ وُكِّلَ بِهِ مُسْتَعِدٌّ يَنْظُرُ نَحْوَ الْعَرْشِ، مَخَافَةَ أَنْ يُؤْمَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ طَرْفُهُ، كَأَنَّ عَيْنَيْهِ كَوْكَبَانِ دُرِّيَّانِ».أخرجه الحاكم.

[১]. বুখারী হাঃ ৪৯৩৫ ও মুসলিম হাঃ ২৯৫৫ শব্দ তারই

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "নিশ্চয় সিঙ্গার মালিক (ইসরাফীল-ﷺ)-এর দৃষ্টি যেদিন থেকে তাঁকে এ কাজের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে, সেদিন থেকে তিনি অনবরত আরশের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। এ ভয়ে যে, তার দৃষ্টি নিক্ষেপের পূর্বেই তাকে নির্দেশ করা হবে। আর তাঁর চোখ দু'টি যেন উজ্জ্বল দুটি তারকার মত।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেন: "সর্বোত্তম দিন যার প্রতি সূর্য উদিত হয়েছে শুক্রবার। সে দিন আদম [ﷺ]কে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেদিনই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। আবার সেদিনই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। আর শুক্রবারেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।"[২]

[১]. হাদীসটি সহীহ, হাকেম হাঃ ৮৬৭৬, সিলসিলা সহীহা হাঃ ১০৭৮ দ্রঃ

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৮৫৪

পুনরুত্থান ও হাশরের ময়দানে সমবেত

¿ যে সকল জগৎ বান্দা অতিক্রম করবে:

জগৎ তিনটি: দুনিয়াবী জগৎ, বারজাখী জগৎ, অত:পর হয় বেহেস্ত বা দোযখের স্থায়ী জীবনের জগৎ। আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি জগতের জন্য বিশেষ বিশেষ বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর এই মানুষকে শরীর ও রুহ দ্বারা গড়েছেন তিনিই। দুনিয়ার বিধানগুলো শরীরের প্রতি করেছেন আর রুহ-আত্মা করেছেন তার অধীন। আবার বারজাখের বিধানগুলোকে করেছেন রূহের প্রতি আর শরীরকে করে দিয়েছেন তার অধীন। অনুরূপ রোজ কিয়ামতের শাস্তি ও আজাবকে করেছেন শরীর ও রুহ উভয়ের প্রতি।

¿ **পুনরুত্থান:** ইহা হচ্ছে শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকারের সময় মৃতদের জীবন্তকরণ। তখন মানুষ মহান রব্বুল 'আলামীনের দরবারে খালি পায়ে, বস্ত্রহীন শরীরে ও খাৎনাবিহীন অবস্থায় দাঁড়াবে। আর প্রতিটি মৃত বান্দাকেই উত্থিত করা হবে।

১. আল্লাহর বাণী:

] وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ´ µ ¶ ، ﴿٥١﴾ قَالُواْ يَٰوَيۡلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرۡقَدِنَاۜۗ هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلۡمُرۡسَلُونَ ﴿٥٢﴾ Z يس: ٥١ - ٥٢

"শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের রবের দিকে ছুটে চলবে। তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ। কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল? রহমান আল্লাহ তো এরই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্য বলেছিলেন।"
[সূরা ইয়াসীন: ৫১-৫২]

২. আল্লাহর বাণী:

] ثُمَّ إِنَّكُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ ´ µ ¶ ، ﴿١٦﴾ Z المؤمنون: ١٥ - ١٦

"এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। অত:পর কিয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে।" [সূরা মুমিনূন: ১৫-১৬]

¿ পুনরুত্থানের বর্ণনা:

আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন তখন মানুষ উদ্ভিদের ন্যায় বের হতে থাকবে।

১. আল্লাহর বাণী:

[µ ¶ ¸ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَـٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ Z الأعراف: ٥٧

"তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। অত:পর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি। অত:পর পানি দ্বারা সবরকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনিভাবে মৃতদেরকে বের করব- যাতে তোমরা স্মরণ কর।"
[সূরা আ'রাফ: ৫৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ» قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قَالَ: أَبَيْتُ، « ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، قَالَ: وَلَيْسَ مِنْ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "দুই ফুৎকারের মাঝের সময়ের পরিমাণ চল্লিশ। তাঁরা [ﷺ] (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন: হে আবু হুরাইরা ইহা কি চল্লিশ দিন? তিনি [ﷺ] বলেন: আমি অস্বীকার করলাম। তাঁরা [ﷺ] আবার

বললেন: চল্লিশ মাস? তিনি [ﷺ] বলেন: আমি অস্বীকার করলাম। তাঁরা [ﷺ] বললেন: চল্লিশ বছর? তিনি [ﷺ] বলেন: আমি অস্বীকার করলাম। অত:পর আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন তখন মানুষ উদ্ভিদের ন্যায় বের হতে থাকবে। মানুষের পশ্চাদাংশের পুচ্ছের একটি হাড় ছাড়া সমস্ত শরীর ক্ষয় হয়ে যাবে। আর ঐটি থেকেই আবার কিয়ামতের দিন মানুষকে সৃষ্টি করা হবে।"[১]

¿ সর্বপ্রথম যার কবর বিদীর্ণ করা হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"আমি কিয়ামতের দিন বনি আদমের সরদার-নেতা হব। যাঁর [ﷺ] কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ করা হবে। প্রথম সুপারিশকারী ও প্রথম সুপারিশ কবুলে ধন্য ব্যক্তি আমিই।"[২]

¿ কাকে কিয়ামতের দিন সমবেত করা হবে:

১. আল্লাহর বাণী:

] قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ Z الواقعة: ٤٩ - ٥٠

"বলুন! পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট সময়ে।" [সূরা ওয়াক্বিয়া: ৪৯-৫০]

২. আল্লাহর বাণী:

] إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾ Z مريم: ٩٣ - ٩٥

[১]. বুখারী হাঃ ৪৯৩৫ ও মুসলিম হাঃ ২৯৫৫ শব্দ তারই

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২২৭৮

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। তাঁর কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে।" [সূরা মারয়াম: ৯৩-৯৫]

৩. আল্লাহর বাণী:

Z ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 [

الكهف: ٤٧

"যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্রিত করব অত:পর তাদের কাউকে ছাড়ব না।" [সূরা কাহাফ: ৪৭]

¿ হাশরের ময়দানের বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

إبراهيم: ٤٨ Z | { z y x v u t s r q [

"যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশসমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে প্রকাশিত হবে।" [সূরা ইবরাহীম: ৪৮]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ، كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ، لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ لأَحَدٍ». متفق عليه.

২. সাহল ইবনে সা'দ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"রোজ হাশরে মানুষদেরকে সাদা আটার রুটির মত সাদা মেটে জমিনের উপর একত্রিত করা হবে। সেই মাটিতে কারো কোন প্রকার চিহ্ন থাকবে না।"[১]

---

[১]. বুখারী হা: ৬৫২১ ও মুসলিম হা: ২৭৯০ শব্দ তারই

¿ কিয়ামতের দিনে মানুষকে সমবেত করার বর্ণনা:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــه وَسَــلَّمَ يَقُولُ:« يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا » قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ». متفق عليه.

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"রোজ কিয়ামতে মানুষদেরকে খালি পায়ে, উলঙ্গ শরীরে ও খাৎনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে।" আমি বললাম: ইয়া রসূলাল্লাহ! মহিলা পুরুষ সকলে একজন আরেক জনের দিকে দেখবে যে? তিনি [ﷺ] বললেন:"আয়েশা! একজন অপর জনের দিকে দেখার চেয়েও ব্যাপারটা বড় কঠিন হবে।"[১]

১. মুমিনদেরকে সম্মানের সহিত দলে দলে জমায়েত করা হবে:
আল্লাহর বাণী:

[g h i j k l m Z مريم: ٨٥

"সেদিন দয়াময়ের কাছে পরহেযগারদেরকে অতিথিরূপে সমবেত করব।" [সূরা মারয়াম: ৮৫]

২. কাফেরদেরকে তাদের মুখের উপরে অন্ধ, বোবা, বধির, পিপাসার্ত ও নীলচক্ষু করে সমবেত করা হবে। তাদের সকলকে একসাথে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

১. আল্লাহর বাণী:

[0 1 2 3 4 5 6 7 9 : ; < =

> ? @ A B C D E O Z الإسراء: ٩٧ - ٩٨

---

[১]. বুখারী হাঃ ৬৫২৭ ও মুসলিম হাঃ ২৮৫৯ শব্দ তারই

"আমি কিয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, বোবা অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্যে অগ্নি আরো বৃদ্ধি করে দিব। এটাই তাদের শাস্তি। কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে।" [সূরা বনি ইসরাঈল: ৯৭-৯৮]

২. আল্লাহর বাণী:

مريم: ٨٦ Z s r q p o n [

"আর অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।" [সূরা মারয়াম: ৮৬]

৩. আল্লাহর বাণী:

طه: ١٠٢ Z K J I H G E D C B [

"যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীলচক্ষু অবস্থায়।" [সূরা ত্বহা:১০২]

৪. আল্লাহর বাণী:

] وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ Z فصلت: ١٩

"যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে।" [সূরা হা-মীম সাজদা: ১৯]

৫. আল্লাহর বাণী:

] احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ Z الصافات: ٢٢ - ٢٣

"একত্রিত কর জালেমদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের এবাদত তারা করত আল্লাহ্ ব্যতীত। অত:পর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে।" [সূরা সাফফাত: ২২-২৩]

৭. আল্লাহর বাণী:

} | { z y x ı v u t s r q [

~ يَوۡمَئِذٖ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلۡأَصۡفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٖ وَتَغۡشَىٰ ©

ٱلنَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجۡزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡۚ ´ µ ¶ ¸ ﴿٥١﴾ Z

إبراهيم: ٤٨ - ٥١

“যেদিন পরিবর্তন করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তন করা হবে আকাশসমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে পেশ হবে। আপনি ঐ দিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবদ্ধ দেখবেন। তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে।” [সূরা ইবরাহীম:৪৮-৫১]

عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالك ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه ! كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافرُ عَلَى وَجْهه يَوْمَ الْقيَامَة ؟ قَالَ:« أَلَيْسَ الَّذي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْه في الدُّنْيَا، قَادرًا عَلَى أَنْ يُمْشيَهُ عَلَى وَجْهه يَوْمَ الْقيَامَة ؟ ». متفق عليه.

৮. আনাস ইবনে মালিক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, একজন মানুষ বলল: হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামতের দিন কাফেরকে কিভাবে তার চেহারার উপর সমবেত করা হবে? নবী [ﷺ] বললেন:“যিনি তাকে দুনিয়াতে তার দু’পায়ের উপর চালিয়েছেন, তিনি কিয়ামতের দিন তার চেহারার উপর চালাতে পারবেন না? [১]

৩. **আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন সকল পশু-পাখী ও জীবজন্তুকে** সমবেত করবেন। অত:পর জীবজন্তুর মাঝে কেসাস (প্রতিশোধ নেয়া) হবে। যে শিংওয়ালা ছাগল দুনিয়াতে শিং ছাড়া ছাগলকে গুঁতা মেরেছিল সে তার বদলা নিবে। জানোয়ারদের মাঝের বদলা নেওয়া শেষ হলে আল্লাহ তাদেরকে বলবেন: তোমরা সব মাটি হয়ে যাও।

আল্লাহর বাণী:

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৭৬০ ও ও মুসলিম হাঃ নং২৮০৬ শব্দ তারই

T S R Q P N M L K J I H G F E D C [

الأنعام: ٣٨ Z [Z Y X W U

“আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু’ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই একেকটি শ্রেণী। আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি। অত:পর সবাই স্বীয় রবের কাছে সমবেত হবে।” [সূরা আন‘আম: ৩৮]

¿ আখেরাতে আল্লাহর সাক্ষাত:

প্রতিটি মানুষ কিয়ামতের দিন তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত করবে। চাই সে ভাল আমল করুক বা খারাপ আমল করুক। মুমিন হোক বা কাফের হোক আর নেককার হোক বা পাপী হোক।

১. আল্লাহর বাণী:

الأحزاب: ٤٤ Z *) (' & $ # " ! [

“যেদিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে; সেদিন তাদের অভিবাদন হবে সালাম। তিনি তাদের জন্যে সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।” [সূরা আহজাব:৪৪]

২. আল্লাহর বাণী:

] وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾ Z البقرة: ٢٢٣

“আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাত করতেই হবে। আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও।” [সূরা বাকারা:২২৩]

৩. আল্লাহর বাণী:

الانشقاق: ٦ Z I H G F E D C B A [

“হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অত:পর তার সাক্ষাত ঘটবে।” [সূরা ইনশিকাক:৬]

৪. নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت أَنَّ نَبِيَّ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ». متفق عليه.

উবাদা ইবনে সামেত [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা পছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।"[১]

[১]. বুখারী হা: নং ৬৫০৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২৬৮৩

কিয়ামত দিবসের বিভীষিকা

¿ কিয়ামত দিবসের কঠিন বিভীষিকা:

কিয়ামতের দিনের ব্যাপার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এদিনের বিভীষিকা-আতঙ্ক বড় কঠিন। এদিবসে বান্দাদের আতঙ্ক ও ভীতি সঞ্চারিত হবে। জালেমদের চক্ষু উচ্চে স্থির হবে। সেদিনকে আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি আছর থেকে যোহরের সময় পরিমাণ করে দিবেন। আর কাফেরদের প্রতি ৫০০ বছরের সমান করে দিবেন। সেদিনের কিছু কঠিন পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. আল্লাহর বাণী:

L K J I H G F E D C B A @ ? > [

الحاقة: ١٣ - ١٦ Z U T S R Q P O N M

"যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে-একটি মাত্র ফুৎকার এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তেলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে, সেদিন কিয়ামত-মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে।" [সূরা হা-ক্বক্বাহ: ১৩-১৬]

২. আল্লাহর বাণী:

- , + *) (' & % $ # " ! [

التكوير: ١ Z 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

٦ -

"যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, যখন পর্বতমালা প্রসারিত হবে, যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে, যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, যখন সমুদ্রগুলিকে উত্তাল করে তোলা হবে।" [সূরা তাকবীর: ১-৬]

৩. আল্লাহর বাণী:

. - , + *) (' & % $ # " ! [

الانفطار: ١ - ٤ Z 0 /

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্ররাজি ঝরে পড়বে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে।" [সূরা ইনফিতার: ১-৪]

৪. আল্লাহর বাণী:

; :9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , [

الانشقاق: ١ - ٥ Z @ ? > = <

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং পৃথিবী এরই উপযুক্ত।" [সূরা ইনশিকাক:১-৫]

৫. আল্লাহর বাণী:

j i h g f e d c b a ` _ ^] [

الواقعة: ١ - ٦ Z t s r q p o n m l k

"যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে, যার বাস্তবতায় কোন সংশয় নেই। এটা নীচু করে দেবে, সমুন্নত করে দেবে। যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।" [সূরা ওয়াকিয়া:১-৬]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ:﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ وَ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴾ وَ ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ . أخرجه أحمد والترمذي.

৬. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:“যে কিয়ামতের দিনকে স্বচক্ষে দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকবীর, সূরা ইনফিতার ও সূরা ইনশিক্বাক পড়ে।”[১]

¿ কিয়ামতের দিন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পরিবর্তন:

১. আল্লাহর বাণী:

Z | { z y x v u t s r q [

إبراهيم: ٤٨

“যেদিন পরিবর্তন করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তন করা হবে আকাশসমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে।” [সূরা ইবরাহীম: ৪৮]

২. আল্লাহর বাণী:

E C B A @ ? = < ; : 9 8 [

الأنبياء: ١٠٤ Z K J I H F

“যেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে।” [সূরা আম্বিয়া:১০৪]

¿ যেদিন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিবর্তন করা হবে সেদিন মানুষর কোথায় থাকবে:

عن ثَوْبَانَ مَوْلَى ﷺرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًــا عِنْــدَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حِبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ...- وفيه- فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالــسَّمَوَاتُ ؟ فَقَــالَ

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৪৮০৬, তিরমিযী হাঃ নং ৩৩৩৩ শব্দ তারই

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ»، وفي رواية: « عَلَى الصِّرَاطِ». أخرجه مسلم.

রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর আজাদকৃত দাস ছাওবান [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]- এর নিকট দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমন সময় একজন ইহুদি পণ্ডিত এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল: যেদিন পরিবর্তন করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তন করা হবে আকাশসমূহকে, সেদিন লোকেরা কোথায় থাকবে? রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "তখন তারা ব্রীজের সন্নিকটে অন্ধকারে, অন্য বর্ণনায়–পুল সিরাতের উপরে থাকবে।"[১]

¿ হাশরের ময়দানের ভীষণ উত্তাপ ও আতঙ্ক:

আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত মখলুককে পুনরুত্থান করবেন। অত:পর ফয়সালার জন্য কিয়ামতের ময়দানে জুতা-স্যান্ডেল ছাড়া, খালি শরীরে, খাৎনাবিহীন অবস্থায় একই প্লাটফর্মে একত্রিত করবেন। সেদিন সূর্য সন্নিকটে হবে এবং সত্তর হাত গভীর ঘামের (সাগর) হবে। মানুষ তাদের আমল অনুসারে ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে।

عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الْخَلْقِ، حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ، فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا» قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ . أخرجه مسلم.

১. মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"কিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের সন্নিকটে আসবে, এমনকি এক মাইল পরিমাণ দূরে হবে। তখন মানুষ তাদের

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৩১৫ ও ২৭৯১ আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমল অনুসারে ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। ঘাম কারো গোড়ালি পর্যন্ত হবে, কারো হাঁটু পর্যন্ত হবে, আবার কারো কোমর পর্যন্ত হবে এবং ঘাম কারো মুখের লাগাম হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর মোবারক হাত দ্বারা মুখের প্রতি ইঙ্গিত করেন। [১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:« يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟ ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আল্লাহ তা'য়ালা রোজ কিয়ামতে জমিনকে হাতের মুঠে নিবেন এবং আসমানকে তাঁর ডান হাতে গুটিয়ে নিবেন। অত:পর বলবেন: আমিই একমাত্র বাদশাহ্, কোথায় পৃথিবীর বাদশাহ্রা? [২]

¿ হাশরের ময়দানে যাদেরকে আল্লাহ ছায়া দান করবেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন: "যে দিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কারো ছায়া থাকবে না সেদিন আল্লাহ তা'য়ালা সাত শ্রেণীর মানুষকে ছায়াস্ত করবেন। (এক) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ। (দুই) ঐ যুবক যে তাঁর প্রতিপালকের এবাদতে লালিতপালিত। (তিন) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে ঝুলন্ত। (চার) এমন দু'জন মানুষ যারা

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৬৪

[২]. বুখারী হাঃনং ৭৩৮২ ও মুসলিম হাঃনং ২৭৮৭

আল্লাহর ওয়াস্তে একত্রিত হয় এবং তারই ভিত্তিতে সম্পর্ক ছিন্ন করে। (পাঁচ) এমন মানুষ যাকে উচ্চ আসনের সুন্দরী নারী জেনার কাজে আহ্বান করে আর সে বলে: আমি আল্লাহকে ভয় করি। (ছয়) ঐ ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান-খয়রাত করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানতে পারে না। (সাত) ঐ ব্যক্তি যখন সে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে তখন তার চোখে অশ্রু ঝরে।"[১]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ». أخرجه أحمد وابن خزيمة.

২. উকবা ইবনে 'আমের [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন। "কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে ফয়সালা করা পর্যন্ত প্রত্যেক দানবীর তার দান-খয়রাতের ছায়ার নিচে অবস্থান করবে।"[২]

ফয়সালার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালার আগমন:

আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন যখন ফয়সালার জন্য আসবেন তখন তাঁর নূর দ্বারা পৃথিবী আলোকিত হবে। আর সমস্ত সৃষ্টকুল তাঁর ভয়, বড়ত্ব ও মহিমায় বেহুশ হয়ে পড়বে।

১. আল্লাহর বাণী:

] كَلَّآ ´ µ ¶ ¸ دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ Z الفجر: ٢١ - ٢٢

"এটা নিশ্চিত! যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশ্‌তাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন।" [সূরা ফাজর: ২১-২২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ

---

১. বুখারী হা: নং ৬৬০ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১০৩১

২. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হা: নং ১৭৩৩৩ শব্দ তারই, ইবনু খুজাইমা হা: নং ২৪৩১

فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِـي، أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَى اللَّهُ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন: "আমাকে মূসা [ﷺ]-এর উপরে প্রাধান্য দিও না; কারণ কিয়ামতের দিন যখন সকল মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে তখন আমিও তাদের সাথে বেহুশ হব। আর যারা চেতন হবে আমি তাদের সর্বপ্রথম। তখন দেখব যে, মূসা [ﷺ] আরশের পার্শ্ব শক্ত করে ধরে আছেন। তিনি কি বেহুশ হয়েছিলেন, অত:পর আমার আসেই চেতন হয়েছেন। আর না তাদের অর্ন্তভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ বেহুশ হওয়া থেকে বাদ রেখেছিলেন।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ২৪১১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ২৩৭৩

বিচার ফয়সালা

কিয়ামতের দিন মানুষকে যখন তাদের রবের নিকটে সমবেত করা হবে। সেদিনের আতঙ্ক ও কঠিন অবস্থার ফলে মানুষ প্রচণ্ড কষ্টে থাকবে। তারা চাইবে আল্লাহ তাদের বিচার ফয়সালা করুন। তাই যখন তাদের অবস্থান দীর্ঘ হবে এবং বিপদ কঠিন হবে তখন সকলে নবী-রসূলগণের নিকট আল্লাহর দরবারে সুপারিশের জন্য যাবে।

১. আল্লাহর বাণী:

} | { z y x w v u t s r q p o n [

~ جَمَعۡنَٰكُمۡ وَٱلۡأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِن كَانَ لَكُمۡ كَيۡدٞ فَكِيدُونِ © Z المرسلات: ٣٥ - ٣٩

"এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না এবং কাউকে তওবা করার অনুমতি দেয়া হবে না। সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। এটা বিচার দিবস, আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে একত্রিত করেছি। অতএব, তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার কাছে।" [সূরা মুরসালাত: ৩৫-৩৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أن رسول اللهﷺ قَالَ:« أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمْ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنْ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: ائْتُوا آدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟

فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، فَيَأْتُونَ نُوحًا فإبراهيم ، فموسى، فعيسى، فيعتذر كل واحد ، وكلهم يَقُولُونَ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ نَفْسِي نَفْسِي، ثم يَقُولُ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْتُونِّي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟

فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي.

فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَبْوَابِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى ».متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"আমি রোজ কিয়ামতে মানুষের সরদার-নেতা হব। তোমরা জানো কি তা কেন? কিয়ামতের দিন আল্লাহ আগের-পরের সকল মানুষকে একত্রে একটি উঁচু ভূমিতে সমবেত করবেন। আহ্বানকারী তাদেরকে শুনাবে আর চক্ষু সকলকে এক পলকে অবলোকন করবে। সূর্য নিকটে আসবে। মানুষেরা দুশ্চিন্তা ও বিপদের চরম পর্যায়ে পৌঁছবে। এমন বিপদ যা তাদের শক্তির বাহিরে এবং সহ্য করাও বড় কঠিন হয়ে পড়বে। ওরা একে অপরকে বলবে: তোমরা দেখনা তোমাদের পরিস্থিতি কি? তোমরা দেখনা তোমাদের কি পৌঁছেছে? তোমরা একজনকে তালাশ

করবে না যিনি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য সুপারিশ করবেন?

একে অপরকে বলবে: চল আদম [عليه السلام]-এর নিকট। সকলে আদম [عليه السلام]-এর নিকটে গিয়ে বলবে: হে আদম [عليه السلام] আপনি মানুষের পিতা। আল্লাহ আপনাকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করে আপনার মাঝে তাঁর রুহ ফুঁকেছেন। ফেরেশতাগণকে নির্দেশ করেছেন আর তাঁরা আপনাকে সেজদা করেছেন। আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা কি অবস্থায় আপনি দেখেন না!? আমরা কি চরম পর্যায় পৌঁছেছি দেখেন না?

বাবা আদম [عليه السلام] বলবেন: নিশ্চয় আমার রব-প্রতিপালক আজ এমন রাগ হয়েছেন যা ইতিপূর্বে কখনো রাগ হননি। আর এর পরেও কখনও এরূপ রাগ হবেন না। আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন আর আমি তার নাফরমানি করেছিলাম। নাফ্সী নাফ্সী (আমি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত আছি) তোমরা অন্য কারো নিকটে যাও। তারা যথাক্রমে: নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ:)-এর নিকটে যাবে। কিন্তু সকলে ওজর পেশ করবেন। তাঁরা সকলে বলবেন: নিশ্চয় আমার রব আজ এমন রাগ হয়েছেন যা ইতিপূর্বে কখনো রাগ হন নাই এবং এরপরেও কখনো এরূপ রাগ হবেন না। নাফসী নাফসী (আমি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত আছি)।

অত:পর ঈসা [عليه السلام] বলবেন: তোমরা অন্য জনের নিকটে যাও। তোমরা মুহাম্মদ [ﷺ]-এর নিকটে যাও। তারা সকলে আমার নিকটে আসবে। অত:পর বলবে: হে মুহাম্মদ [ﷺ] আপনি আল্লাহর রসূল, শেষ নবী, আল্লাহ আপনার আগের-পরের সকল পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। আমরা কি অবস্থায় আপনি দেখেন না কি!? আমরা কি চরম পর্যায় পৌঁছেছি দেখেন না? তখন আমি অগ্রসর হয়ে আরশের নীচে যেয়ে আমার রবের জন্যে সেজদায় পড়ে যাব। অত:পর আল্লাহ আমার প্রতি তাঁর প্রশংসা ও শুকরিয়া করার জন্য অন্তর খুলে দিবেন ও এমন ইলহাম (আল্লাহ কর্তৃক অন্তরে প্রদত্ব জ্ঞান) দান করবেন যা

আমার পূর্বে আর কারো জন্য খুলে দেননি। অত:পর বলা হবে: হে মুহাম্মদ [ﷺ] ! তোমার মাথা উঠাও। চাও দেয়া হবে। সুপারিশ কর গ্রহণ করা হবে। তখন আমি মাথা উঠাব এবং বলব: হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত! আমার উম্মত! বলা হবে: হে মুহাম্মদ [ﷺ]! তোমার উম্মতের যাদের কোন হিসাব নেই তাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তারা মানুষের সঙ্গে অন্য সকল দরজায় অংশিদার। যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন! নিশ্চয় জান্নাতের দরজার দু'পাল্লার মধ্যের দূরত্ব মক্কা ও হাজার[১] বা মক্কা ও বুছরার[২] দূরত্বের সমান।"[৩]

¿ অত:পর আল্লাহ মানুষের মাঝে ফয়সালা করবেন এবং আমলনামা দিবেন। মীজান (তারাজু) রাখবেন এবং হিসাব-নিকাশ কায়েম করবেন। ডান হাতে আমলনামার লোকেরা জান্নাতে আর বাম হাতে ধারণকারীরা জাহান্নামে যাবে।

১. আল্লাহর বাণী:

- , +) (' & % $ # " ! [

الزمر: ٧٥ Z 3 2 1 0 / .

"আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন, তারা আরশে আজিমের চারপাশ ঘিরে তাদের রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছে। তাদের সবার মাঝে ন্যায় বিচার করা হবে। বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।" [সূরা যুমার:৭৫]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ:« هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، إِذَا كَانَتْ صَحْوًا؟ قُلْنَا: لَا ، قَالَ:« فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا، ثُمَّ

---

[১]. বাহরাইনের ঘাঁটি গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর। বর্তমানে সৌদি আরবের পূবাঞ্চলের আহসা শহর।

[২]. এটি সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক হতে তিন মারহালা দূরে হাওরান নামক একটি শহর। মক্কা হতে এর দূরত্ব এক মাসের রাস্তা।

[৩]. বুখারী হাঃ নং৪৭১২ মুসলিম হাঃ নং ১৯৪ শব্দ তারই

قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ ،وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، فَيُقَالُ: لِلْيَهُودِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ ،فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَمَا تُرِيدُونَ ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ: اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ.

ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ ،فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَمَا تُرِيدُونَ ؟ فَيَقُولُونَ: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ.

حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ فَيُقَالُ: لَهُمْ مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا ، قَالَ: فَيَأْتِيهِمْ الْجَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ.

فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ ؟ فَيَقُولُونَ: السَّاقُ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجَسْرُ ؟

قَالَ: مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ، الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ ، وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ

جَهَنَّمَ ، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ .

وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ.

فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾.

فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنْ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدْ امْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ اللُّؤْلُؤُ فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمْ الْخَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمْ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ».

متفق عليه.

২. আবু সা'য়ীদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি রোজ কিয়ামতে আমাদের রবকে দেখতে পাব ? তিনি [ﷺ] বললেন:"মেঘ মুক্ত আকাশে সূর্য ও চন্দ্র দেখতে তোমাদের কোন প্রকার অসুবিধা হয় কি ? আমরা বললাম: না, তিনি বললেন: সূর্য-চন্দ্র দেখতে যতটুকু তোমাদের কষ্ট হয় ততটুকুও সেদিন তোমাদের রবকে দেখতে কষ্ট হবে না। অত:পর

তিনি বললেন: এরপর একজন আহ্বানকারী ডেকে বলবে: প্রতিটি জাতি যার যার এবাদত করতে তার দিকে যাও। তখন ক্রুশওয়ালারা ক্রুশের সাথে, মূর্তি পূজকরা মূর্তির সাথে এবং প্রত্যেকে যার যার উপাস্যের সাথে যাবে। শুধু বাকি থাকবে যারা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করত। চাহে সে নেক্কার হোক বা বদ্কার হোক, আর আহলে কিতাবের ধূলি মিশ্রিতরা হোক।

অত:পর জাহান্নামকে পেশ করা হবে যেন উহা মরীচিকার ন্যায়। আর ইহুদিদেরকে বলা হবে: তোমরা কার এবাদত করতে? তারা বলবে: আমরা 'উযাইর ইবনুল্লাহর এবাদত করতাম। বলা হবে: তোমরা মিথ্যুক। আল্লাহর কোন স্ত্রী ও সন্তান ছিল না। তোমরা কি চাও ? তারা বলবে: আমাদেরকে পানি পান করান, ইহাই আমাদের চাওয়া-পাওয়া। বলা হবে: পান কর, আর তারা জাহান্নামে নিপতিত হতে থাকবে।

এরপর খ্রীষ্টনদেরকে বলা হবে: তোমরা কার এবাদত করতে? তারা বলবে: আমরা ঈসা ইবনুল্লাহর এবাদত করতাম। বলা হবে: তোমরা মিথ্যুক। আল্লাহর কোন স্ত্রী ও সন্তান ছিল না। তোমরা কি চাও ? তারা বলবে: আমাদেরকে পানি পান করান, ইহাই আমাদের চাওয়া-পাওয়া। বলা হবে: পান কর, আর তারা জাহান্নামে নিপতিত হতে থাকবে।

এরপর বাকি থাকবে নেককার হোক বা পাপিষ্ঠ হোক শুধু যারা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করত। তাদেরকে বলা হবে: সকল মানুষ চলে গেছে আর তোমাদেরকে কোন জিনিস আটকিয়ে রেখেছে? তারা বলবে: আমরা তাদের থেকে আলাদা ছিলাম। আজ ইহা আমাদের আরো বেশি প্রয়োজন। আমরা একজন আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনেছি: প্রতিটি জাতি যে যার এবাদত করত তার সঙ্গে মিলে যায়, তাই আমরা আমাদের রবের প্রতিক্ষায় রয়েছি। নবী [ﷺ] বলেন: এরপর তাদের নিকটে শক্তিধর আল্লাহ যে আকৃতিতে তারা প্রথমবার দেখেছিল তার বিপরীত আকৃতিতে এসে বলবেন: আমি তোমাদের প্রতিপালক। তারা বলবে: আপনি আমাদের রব।

নবীগণ ব্যতীত আর কেউ কথা বলবেন না। আল্লাহ বলবেন: তোমাদের ও তাঁর (রবের) মাঝে কোন আলামত আছে কি যা দ্বারা তাঁর পরিচয় লাভ করতে পারবে? তারা বলবে: পায়ের নলা। তখন আল্লাহ তাঁর পায়ের নলা খুলে দিবেন আর প্রতিটি মুমিন তাঁকে সেজদা করবে। বাকি থাকবে ঐ ব্যক্তিরা যারা লোক দেখানো ও শুনানো আল্লাহকে সেজদা করত। তারা সেজদা করার চেষ্টা করবে কিন্তু তাদের পিঠ একটি সোজা স্তরে পরিণত হবে। (যার ফলে সেজদা করতে পারবে না)

অত:পর পুল সিরাতকে এনে জাহান্নামের উপরে রাখা হবে। আমরা বললাম: ইয়া রসূলাল্লাহ! সেতু (ব্রীজ) কি?

তিনি বললেন: বড় পিচ্ছল হবে, তার উপর আঁকশি ও আঁকড়া থাকবে। আরো থাকবে প্রশস্ত কাঁটালো যার কাঁটাগুলো হবে বাঁকানো। এ ধরণের বৃক্ষ নাজদ এলাকায় হয় যাকে কাঁটাদার বৃক্ষ বলা হয়। মু'মিন তার উপর চোখের পলকে, বিদ্যুতের ন্যায়, বাতাসের মত ও উন্নত মানের দ্রুতগামী ঘোড়ার দৌড়ে পার হয়ে যাবে। কিছু মানুষ নিরাপদে নাজাতপ্রাপ্ত হবে আবার কেউ আঁচড় খেয়ে নাজাত পাবে। আর কেউ খামচি খেয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। সর্বশেষ যারা অতিক্রম করবে তাদেরকে শক্তভাবে টান মারা হবে। তোমরা সত্যের ব্যাপরে আমার নিকট কতই না শক্তভাবে আবেদনকারী, তার চেয়েও কিয়ামতের দিন মুমিনরা তাদের ভাইদের জন্যে আল্লাহর নিকট বেশি শক্তভাবে সুপারিশ করবে।

আর যখন তারা তাদের ভাইদের ব্যতীত নিজেরা নাজাত পেয়ে যাবে, তখন বলবে: হে আমাদের রব! আমাদের ভাইয়েরা, তারাতো আমাদের সাথে সালাত আদায় করত, সিয়াম পালন করত ও আমল করত। আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন: তোমরা যাও এবং দেখ যাদের অন্তরে দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা ৬২৫ গ্রাম) পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। আর আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন।

তারা তাদের নিকটে যেয়ে দেখবে কেউতো তার পা পর্যন্ত আগুনে ডুবে আছে আবার কেউ আছে পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত। অত:পর তারা যাদেরকে চিনবে তাদেরকে বের করবে।

তারপর তারা (মু'মিনরা) ফিরে আসবে তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন: তোমরা যাও এবং দেখ যাদের অন্তরে অর্ধেক দিনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। অত:পর তারা যাদেরকে চিনবে তাদেরকে বের করবে।

অত:পর তারা (মুমিনরা) ফিরে আসবে তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন: তোমরা যাও এবং দেখ যাদের অন্তরে যার্রা (অণু) পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। অত:পর তারা যাদেরকে চিনবে তাদেরকে বের করবে।

আবু সা'য়ীদ [ﷺ] বলেন: যদি তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করো তবে পড় আল্লাহর বাণী:

النساء: ٤٠ Z V P O N M K J I H G F [

"নিশ্চয়ই আল্লাহ যাররা (অণু) পরিমাণও জুলুম করবেন না এবং একটি নেকি হলেও তা দ্বীগুণ বাড়াবেন।" [সূরা নিসা: ৪০]

এরপর নবীগণ, ফেরেশতাগণ ও মু'মিনগণ সুপারিশ করবেন। আর আল্লাহ বলবেন: আমার সুপারিশ বাকি রয়ে গেছে। আল্লাহ জাহান্নাম থেকে এক মুষ্ঠি নিবেন এবং এমন জাতিকে বের করবেন যারা ইতিমধ্যে আগুনে দগ্ধ হয়ে গেছে। তাদেরকে জান্নাতের সামনে রক্ষিত 'মা-উল হায়াত' তথা নহরে হায়াতে ফেলে দিবেন। আর উদ্ভিদের ন্যায় তারা দু'কিনারায় নতুন জীবন পাবে যেমন: স্রোতের ঢলে নদীর কিনারায় বীজকণা গজায়। তোমরা শস্যদানাকে পাথর ও গাছের পার্শ্বে গজাতে নিশ্চয় দেখেছ! তার যেটুকু সূর্যের দিকে সবুজ হয় আর যেটুকু ছায়ার দিকে সাদা হয়। তারা (নহরে হায়াত) থেকে মণি-মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে বের হবে। তাদের ঘাড়ে মোহর দেয়া হবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। অত:পর জান্নাতীগণ বলবেন: এরা দয়াময় আল্লাহর আজাদী দল যাদেরকে তিনি বিনা কোন আমলে ও অগ্রিম কোন

কল্যাণকর কাজ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। তাদেরকে বলা হবে: তোমাদের জন্যে যা তোমরা দেখছ ও অনুরূপ আরো।[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৪৩৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৩

হিসাব ও মীজান (দাড়িপাল্লা)

¿ **হিসাবঃ** আল্লাহ বান্দাদেরকে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান করাবেন। তিনি তাদের আমল সম্পর্কে অবহিত। তাদের আমল মোতাবেক প্রতিদান দিবেন। প্রতিটি নেকি দশগুণ থেকে সাত শতগুণ পর্যন্ত বরং বহুগুণে বর্ধিত করা হবে। আর পাপ যা তাই থাকবে।

¿ আমলনামা গ্রহণের পদ্ধতিঃ

হাশরের ময়দানে প্রত্যেককে আমলনামা প্রদান করা হবে। কাউকে দেয়া হবে ডান হাতে, তারাই হবে সুখী। আবার কাউকে দেয়া হবে পিঠের পেছন দিয়ে বাম হাতে, তারা হবে হতভাগা!

১. আল্লাহর বাণীঃ

N M L K J I H G F E D C B A [

] \ [Z Y X W V U T S R Q P O

١٢ - ٦ :الانشقاق Z g f e d c b a ` _ ^

"হে মানুষ! তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অত:পর তার সাক্ষাৎ ঘটবে। যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে। আর যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ দিক থেকে দেয়া হবে, সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" [সূরা ইনশিকাকঃ ৬-১২]

২. আল্লাহর বাণীঃ

] وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ ´ µ ¶ ¸ كِتَٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾ يَٰلَيْتَهَا

كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ Z الحاقة: ٢٥ - ٢٧

"যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবেঃ হায় আমায় যদি আমলনামা না দেয়া হতো! আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হতো।" [সূরা আল-হা-ককাহঃ ২৫-২৭]

¿ মীজানসমূহের স্থাপনঃ

মখলুকদের হিসাব-নিকাশের জন্যে কিয়ামতের দিন মীজানসমূহ স্থাপন করা হবে। হিসাবের জন্য একজন একজন করে সামনে বাড়বে আর আল্লাহ তা'য়ালা তাদের হিসাব করবেন। তিনি তাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। হিসাব হয়ে গেলে এরপর আমল মাপা হবে।

১. আল্লাহর বাণীঃ

F E D B A @ ? > = < ; : [

الأنبياء: ٤٧ Z P O N M K J I H G

"আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।" [সূরা আম্বিয়াঃ ৪৭]

২. আরো আল্লাহর বাণীঃ

M L K J I H G F E D C B A [

Z Y X W V U T S R Q P O N

القارعة: ٦ - ١١ Z

"অতএব, যার নেকির পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন-যাপন করবে আর যার নেকির পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। আপনি জানেন তা কি ? প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।" [সূরা কারি'আঃ ৬-১১]

¿ কিয়ামতের দিন মানুষকে যা জিজ্ঞাসা করা হবেঃ

১. আল্লাহর বাণীঃ

] وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾ Z الإسراء: ٣٦

“যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চক্ষু ও অন্ত:করণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।”
[সূরা বনি ইসরাঈল: ৩৬]

২. আল্লাহর বাণী:

[E F G H I J K L M Z القصص: ٦٢

“যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে আওয়াজ দিয়ে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরিক দাবী করতে, তারা কোথায় ?” [সূরা কাসাস: ৬২]

৩. আল্লাহর বাণী::

[r s t u v w x Z القصص: ٦٥

“যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রসূলগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে?” [সূরা কাসাস: ৬৫]

৪. আল্লাহর বাণী:

[& ' ( ) * + , - Z الحجر: ٩٢ - ٩٣

“অতএব, আপনার রবের কসম, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে।” [সূরা হিজর: ৯২-৯৩]

৫. আল্লাহর বাণী:

[وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾ Z الإسراء: ٣٤

“এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।” [সূরা বনি ইসরাঈল: ৩৪]

৬. আল্লাহর বাণী:

[y z { | } ~ Z التكاثر: ٨

“এরপর অবশ্যই সেদিন নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।”
[সূরা তাকাসুর: ৮]

৭. আল্লাহর বাণী:

d b a ` _ ^] \ [Z Y [

الأعراف: ٦ - ٧ Z g f e

"অতএব, আমি অবশ্যই তাদরকে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রসূলগণকে। অত:পর আমি স্বজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনা করব। বস্তুত: আমি অনুপস্থিত তো ছিলাম না। " [সূরা আ'রাফ: ৬-৭]

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ». أخرجه الترمذي والدارمي.

৮. আবু বারযা আসলামী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "কিয়ামতের দিন বান্দার দু'পা ততক্ষণ নড়াতে পারবে না যতক্ষণ তাকে জিজ্ঞেস না করা হবে: তোমার জেন্দেগি কোথায় ব্যয় করেছ। জ্ঞানানুসারে কি আমল করেছ। সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছ আর কিসে খরচ করেছ। আর তোমার শরীরকে কি কাজে নি:শেষ করেছ।"[১]

¿ হিসাব-নিকাশের পদ্ধতি:

কিয়ামতের দিন যাদের হিসাব-নিকাশ হবে তারা দু'প্রকার:

১. যাদের সহজ হিসাব-নিকাশ তথা শুধু পেশ করা হবে:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

[১]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৪১৭ শব্দ তারই, দারেমী হাঃ নং ৫৪৩, সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ৯৪৬ দ্রঃ

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ». متفق عليه.

১. আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "কিয়ামতের দিন যে কারো হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হবে।" আমি বললাম: ইয়া রসূলাল্লাহ্! আল্লাহ তা'য়ালা কি এরশাদ করেন নাই: "আর যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তার হিসাব-নিকাশ সহজ হবে।" [সূরা ইনশিকাক: ৭-৮] রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "এতো শুধু পেশ মাত্র; কারণ কিয়ামতের দিন যে কারো হিসাব পর্যবেক্ষণ করা হবে সে নির্ঘাত আজাবে নিপতিত হবে।"[১]

عَنْ ابن عمر رضي الله عنهما قال:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِه، فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُ ؟ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَعْرِفُ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِه، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ». متفق عليه.

২. ইবনে উমার [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "কিয়ামতের দিন মু'মিনকে তার রবের সন্নিকটে করা হবে। এমনকি আল্লাহ তা'য়ালা তার উপরে হাত রেখে দিবেন। এরপর তার পাপের স্বীকারোক্তি করাবেন। বলবেন: তুমি জান? সে বলবে: হ্যাঁ, হে আমার রব! জানি। আল্লাহ বলবেন: আমি দুনিয়াতে তোমার পাপরাজি ঢেকে রেখেছিলাম আজ তা তোমাকে মাফ করে দিলাম। অত:পর তাকে তার নেকির আমলনামা প্রদান করা হবে। আর কাফের

[১]. বুখারী হাঃনং ৬৫৩৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৭৬

ও মুনাফেকদেরকে সমস্ত সৃষ্টিজীবের সামনে ডেকে বলা হবেঃ এরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল।”[১]

২. যাদের হিসাব-নিকাশ শক্তভাবে করা হবেঃ

ছোট-বড় প্রত্যেকটি ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি সত্য বলে তাহলে ভালই। আর যদি মিথ্যা বলার বা গোপন করার চেষ্টা করে, তবে তার মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কথা বলার জন্য বলা হবে।

আল্লাহর বাণীঃ

z y x w v u t s r q p [

{ Z يس: ٦٥

“আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।”
[সূরা ইয়াসীন:৬৫]

¿ যেসব উম্মতের হিসাব নেয়া হবেঃ

১. কিয়ামতের দিনে সকলের হিসাব হবে। কিন্তু নবী [ﷺ] যাদেরকে এর আওতাভূক্ত না বলেছেন, তারা ব্যতীত। যেমন:এ উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ যারা বিনা হিসাব-নিকাশ ও আজাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে।
২. কাফেরদের হিসাব এবং কর্মসমূহ পেশ করা হবে তাদেরকে তিরস্কার করার জন্য। তাদের আজাব বিভিন্ন ধরনের হবে। সুতরাং, যার পাপ বেশি হবে তার শাস্তি যার পাপ কম হবে তার তুলনায় ভীষণ কঠিন হবে। আর যার পূণ্য থাকবে তার আজাব হালকা করা হবে তবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।
৩. কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম উম্মতে মুহাম্মদীর হিসাব অনুষ্ঠিত হবে। (হক্কুল্লাহ-এর মধ্য হতে) মুসলিমের সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব হবে। যদি সালাত ঠিক হয় তবে বাকি সকল আমল তার ঠিক হবে। আর

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৪৪১ ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৬৮ শব্দ তারই

যদি সালাত বিনষ্ট হয় তাহলে বাকি সবআমলই তার বিনষ্ট হবে। আর (হক্কুল এবাদের মধ্য হতে) মানুষদের মাঝে সর্বপ্রথম বিচার ফয়সালা হবে খুনের।

عَنْ أَنَس بْنِ مَالك ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: « إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلمُ مُؤْمنًا حَسَنَةً، يُعْطَى بهَا في الدُّنْيَا ، وَيُجْزَى بهَا في الْآخرَة، وَأَمَّا الْكَافرُ: فَيُطْعَمُ بحَسَنَات مَا عَملَ بهَا للَّه في الدُّنْيَا ،حَتَّى إذَا أَفْضَى إلَى الْآخرَة لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بهَا». أخرجه مسلم.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা কোন মুমিনের প্রতি একটি নেকির ব্যাপারেও জুলুম করবেন না। এর বদলা তাকে দুনিয়াতে দেওয়া হবে এবং আখেরাতেও তার প্রতিদান দেওয়া হবে। আর কাফের যে সকল নেক আমল আল্লাহর জন্য করেছে তার পরিবর্তে তাকে দুনিয়াতে পানাহার করানো হবে। আর যখন সে আখেরাতে পৌঁছবে তখন তার কোন নেক আমল থাকবে না যার প্রতিদান তাকে দেওয়া হবে।"[১]

¿ আমলনামা মাপের পদ্ধতি:

কিয়ামতের দিন বান্দার ভাল-মন্দ সকল আমলের পরিমাপ হবে। অতএব, যার পূণ্যের পাল্লা ভারি হবে সে কৃতকার্য হবে। আর যার পাপের পাল্লা ভারি হবে সে ধ্বংস হবে। আমলকারী এবং তার আমল ও আমলনামা সবই পরিমাপ করা হবে। আল্লাহর ইনসাফ প্রকাশ করার জন্য আমল পরিমাপ করা হবে সকল বান্দাদের মাঝে। বান্দার পাল্লায় রোজ কিয়ামতে সবচেয়ে ভারী আমল হবে সৎ চরিত্র।

১. আল্লাহর বাণী:

t s r q p o n m l j i h [

u v w x y z { | } ~ Z الأعراف: ٨ - ٩

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৮০৮

"আর সেদিন যথার্থই ওজন হবে। অত:পর যাদের দাঁড়িপাল্লা ভারি হবে, তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো।" [সূরা আ'রাফ: ৮-৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّــهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، وَقَالَ اقْرَءُوا إن شئتم: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴾ .متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "কিয়ামতের দিন একটি বিরাট মোটা-তাজা মানুষকে নিয়ে আসা হবে, যার ওজন আল্লাহর নিকটে মশার ডানার সমান হবে না। তিনি [ﷺ] বলেন: যদি চাও তবে পড় আল্লাহর বাণী:

] { ~ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ Z الكهف: ١٠٥

"আমি তাদের জন্যে কিয়ামতের দিন কোন ওজনই স্থির করবো না।"[১]

¿ আখেরাতে কাফেরদের আমলের বিধান:

আমল কবুলের শর্ত ঈমান, যা না থাকার কারণে কাফের ও মুনাফেকদের কোন সৎ আমলই কবুল করা হবে না। তাদের আমলসমূহ ঝড়ের দিনে প্রচণ্ড বাতাসে ছাইয়ের ন্যায় হবে। কিয়ামতের দিনে সমস্ত সৃষ্টির সামনে তাদেরকে আহ্বান করে বলা হবে: এরাই তাদের রবের উপর মিথ্যারোপ করেছিল।

১. আল্লাহর বাণী:

] ¶ ﮋ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰٓئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَٰدُ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٨﴾ Z
هود: ١٨

[১]. বুখারী হাঃনং ৪৭২৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৮৫

“আর তাদের চেয়ে বড় জালেম কে হতে পারে, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। এসব লোককে তাদের রবের সাক্ষাতের সম্মুখীন করা হবে আর সাক্ষীগণ বলতে থাকবে, এরাই ঐসব লোক, যারা তাদের রবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। শুনে রাখ, জালেমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ রয়েছে।” [সূরা হূদ: ১৮]

২. আল্লাহর বাণী:

[µ ¶ ¸ بِرَبِّهِمْ أَعْمَٰلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا۟ عَلَىٰ شَىْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿١٨﴾ Z إبراهيم: ١٨

“যারা স্বীয় রবের প্রতি অবিশ্বাসী, তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কর্মসমূহ ছাইভস্মের মত যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যায় ধূলিঝড়ের দিন। তাদের উপার্জনের কোন অংশই তাদের করতলগত হবে না। এটাই দূরবর্তী পথভ্রষ্টতা।” [সূরা ইবরাহীম: ১৮]

৩. আল্লাহর বাণী:

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 [

الفرقان: ٢٢ - ٢٣ Z K J I H G F E D

“যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্যে কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, কোন বাধা যদি তা আটকে রাখত। আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অত:পর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণারূপ করে দেব।” [সূরা ফুরকা:: ২২-২৩]

¿ আমলনামার অবলোকন:

কিয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহ তাদের প্রতি পেশ করা হবে। আর মানুষ তার ছোট-বড় ও ভাল-মন্দ সকল আমল অবলোকন করবে। এ মর্মে আল্লাহর বাণী:

Z Y X W V U T S R Q P [

الزلزلة: ٦ - ٨ Z d c b a ` _ ^] \ [

“সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে। অত:পর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।” [সূরা জিলজাল: ৬-৮]

¿ কিয়ামতে ছোট বাচ্চাদের বিধান:

মুমিনদের ছেলে-মেয়েরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন বড়রা প্রবেশ করবে তাদের বাবা আদম [عليه السلام]-এর আকৃতিতে। অনুরূপ মুশরেকদের সন্তান-সন্ততিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতে ছোটরাও বিয়ে-শাদি করবে যেমন বড়রা করবে। মহিলা ও পুরুষদের যারা এ দুনিয়াতে বিবাহ না করেই মারা গিয়েছে, তারা জান্নাতে বিবাহ করবে। জান্নাতে কেউ অবিবাহিত থাকবে না।

হাউজে কাওছার

- ¿ আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক নবীর জন্যে হাউজে কাওছার তৈরী করেছেন। তবে আমাদের নবী [ﷺ]-এর হাউজ সবচেয়ে বড় ও এর পানি সবচেয়ে বেশি মিষ্টি হবে এবং রোজ হাশরে এর পানকারী সবার চেয়ে অধিক হবে।

- ¿ **নবী [ﷺ]-এর হাউজে কাওছারের বর্ণনা:**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنْ اللَّبَنِ ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا». متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেন:"আমার হাউজের প্রশস্ততা এক মাসের পথের দূরত্ব সমপরিমাণ। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা, সুগন্ধি মেশকে আম্বরের চেয়েও অধিক খোশবুদার। এর পিয়ালা আকাশের নক্ষত্ররাজি তুল্য। যে একবার এর শরবত পান করবে সে কখনো পিপাসার্ত হবে না।"[১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنْ الْيَمَنِ ، وَإِنَّ فِيهِ مِنْ الْأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ». متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক [রাঃ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "নিশ্চয় আমার হাউজের আয়তন ইয়ামেনের আইলা ও সান'আর (শহরের) মধ্যের দূরত্ব সমপরিমাণ। তার পান পাত্রের সংখ্যা আসমানের তারকারাজি সমান হবে।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং৬৫৭৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃনং ২২৯২

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৮০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৩০৩

¿ যাদেরকে হাউজে কাওছার থেকে বিতাড়িত করা হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَرِدُ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيُجْلَوْنَ عَنِ الْحَوْضِ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের একটি দল আমার নিকটে আসতে চাইবে। কিন্তু তাদেরকে বাধা দেয়া হবে। অত:পর আমি বলব: হে রব! ওরা আমার উম্মত। আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন: তুমি জান না এরা তোমার অবর্তমানে ধর্মের নামে নতুন নতুন বিদ'আত আবিষ্কার করেছে। নিশ্চয়ই এরা পশ্চাৎমুখী হয়ে মুরতাদ হয়েছিল।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৮৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃনং ২২৯০ ও ২২৯১

পুলসিরাত

¿ **সিরাতঃ** সিরাত হচ্ছে জাহান্নামের উপর নির্মিত পুল, যার উপর দিয়ে অতিক্রম করে মু'মিনগণ জান্নাতে যাবেন।

¿ **কারা পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করবেঃ**

শুধু মু'মিনগণই একমাত্র পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। আর কাফের ও মুশরেকদের প্রত্যেকটি দল দুনিয়ায় যে সকল মূর্তি ও শয়তান ইত্যাদি বাতিল উপাস্যের এবাদত করত, সে সকল উপাস্যের সঙ্গে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

অত:পর বাকি থাকবে যারা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর এবাদত করত। চাই তাতে তারা সত্য হোক বা মুনাফেক (কপট) হোক। এদের জন্যে জাহান্নামের উপর পুলসিরাত রাখা হবে। আর মুনাফেকদেরকে সেজদা করা ও মু'মিনদের নূর থেকে বঞ্চিত করে মু'মিনগণ থেকে আলাদা করা হবে। অতএব, মুনাফেকরা পিছনে আগুনের দিকে ফিরে যাবে আর মু'মিনরা সিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করে জান্নাতে চলে যাবে।

¿ পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম, হিসাব-নিকাশ ও আমল ওজনের পর অনুষ্ঠিত হবে। অত:পর মানুষেরা সিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে বাধ্য হবে। যেমন আল্লাহর বাণীঃ

o n m l k j i h g f e c b a ` [

p q r s Z مريم: ٧١ - ٧٢

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌঁছবে না। এটা আপনার রবের অনীবার্য ফয়সালা। অত:পর আমি পরহেযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।" [সূরা মারয়ামঃ ৭১-৭২]

¿ সিরাতের বর্ণনা ও তার উপর অতিক্রম:

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ﷺ في حديث الرؤية وصفة الصراط.. — وفيه- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ ؟ قَالَ: دَحْضٌ مَزِلَّةٌ، فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ ، تَكُونُ بِنَجْد فِيهَا شُوَيْكَةٌ، يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ ، فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْف الْعَيْنِ وَكَالْبَرْق وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيد الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ ، وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ». متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, দিদারে ইলাহী ও সিরাতের বর্ণানার হাদীসে এসেছে ---অত:পর পুলসিরাতকে এনে জাহান্নামের উপরে রাখা হবে। আমরা বললাম: ইয়া রসূলাল্লাহ! পুলসিরাত কি? তিনি বললেন: বড় পিচ্ছিল হবে, তার উপর আঁকশি ও আঁকড়া থাকবে। আরো থাকবে প্রশস্ত কাঁটালো যার কাঁটাগুলো হবে বাঁকানো। এ ধরণের বৃক্ষ নাজদ এলাকায় হয় যাকে 'সা'দান' তথা কাঁটাদার বৃক্ষ বলা হয়। মু'মিন তার উপর চোখের পলকে, বিদ্যুতের ন্যায়, বাতাসের মত ও উন্নত মানের দ্রূতগামী ঘোড়ার দৌড়ে পার হয়ে যাবে। কিছু নিরাপদে নাজাতপ্রাপ্ত হবে আবার কেউ আঁচড় খেয়ে নাজাত পাবে। আর কেউ খামচি খেয়ে জান্নামে পতিত হবে।"[১]

¿ সর্বপ্রথম পুলসিরাত কে অতিক্রম করবে:

সর্বপ্রথম পুল সিরাত অতিক্রম করবেন মুহাম্মদ [ﷺ] ও তাঁর উম্মত। আর মু'মিনগণ ছাড়া অন্যরা পুলসিরাত অতিক্রম করবে না। মু'মিনদেরকে তাদের আমল ও ঈমান পরিমাণ নূর দেয়া হবে। অত:পর তাঁরা সে মোতাবেক পুলসিরাত পার হবেন। আর আমানত ও (রেহেম) আত্মীয়তা সম্পর্ককে পাঠানো হবে তারা দু'জনে পুলসিরাতের দু'পাশের ডানে-বামে দাঁড়াবে। সেদিন রসূলগণের দোয়া হবে: ' আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম' অর্থাৎ– হে আল্লাহ! নিরাপদ! নিরাপদ!

---

[১]. বুখারী ৭৪৩৯ ও মুসলিম ১৮৩ শব্দ তারই

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ فِي حَـــدِيث الرُّؤْيَـــة : «وَيُـــضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِـــذٍ إِلَّا الرُّسُلُ ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] দিদারে ইলাহীর হাদীসে বলেন: "আর জাহান্নামের উপর পুলসিরাত ঝুলানো হবে। তখন আমি ও আমার উম্মাত সর্বপ্রথম অতিক্রম করব। সে দিন রসূলগণ ব্যতীত আর কেউ কথা বলতে পারবে না। সেদিন রসূলগণের দোয়া হবে: 'আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম' অর্থাৎ– হে আল্লাহ! নিরাপদ কামনা করছি! নিরাপদ কামনা করছি!।"[১]

¿ সিরাত অতিক্রম করার পর মু'মিনদের কি হবে ?

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــه وَسَلَّمَ :« يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ منْ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّة وَالنَّـــارِ، فَيُقَصُّ لبَعْضِهِمْ منْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا ،حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّـــوا أُذنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّة ، فَوَالَّذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَده ! لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلـــه فِي الْجَنَّة منْهُ بِمَنْزِلِه كَانَ فِي الدُّنْيَا». أخرجه البخاري.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "মু'মিনগণ আগুন থেকে রেহায় পাবে এবং তাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের উপর রক্ষিত পুলের উপরে আটকিয়ে রাখা হবে। অত:পর তারা দুনিয়াতে যে সকল জুলুম করেছে আপোসে তার বদলা নিবে। অত:পর যখন তারা সবকিছু থেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। যার হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁর কসম! তারা তাদের দুনিয়ার মঞ্জিলের চেয়েও জান্নাতের মঞ্জিল বেশি অবগত হবে।"[২]

---

[১]. বুখারী ৮০৬ ও মুসলিম ১৮২ শব্দ তারই

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৩৫

শাফা'য়াত-সুপারিশ

¿ **শাফা'য়াতঃ** শাফা'য়াত তথা সুপারিশ বলা হয়ঃ অন্যের জন্য সাহায্য চাওয়া।

¿ **শাফা'য়াতের প্রকারঃ**

কিয়ামতের দিন শাফা'য়াত দু'প্রকারঃ

১. নবী [ﷺ]-এর বিশেষ শাফা'য়াতঃ

এ সুপারিশ আবার কয়েক প্রকার যেমনঃ

(ক) ইহা হচ্ছে 'শাফা'য়াতে কুবরা' তথা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সুমহান সুপারিশ। হাশরের ময়দানে অবস্থানরত মানুষদের জন্য নবী [ﷺ]-এর ফয়সালার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ। আল্লাহ তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করবেন এবং তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন। আর ইহাই হলো রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর জন্য ' মাকামে মাহমূদ'।

(খ) উম্মতের কিছু মানুষের জন্য সুপারিশ। যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের সংখ্যা সত্তর হাজার মাত্র। আল্লাহ তা'য়ালা রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলবেনঃ তোমার উম্মতের মধ্য হতে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করাও যাদের কোন হিসাব-নিকাশ নেই। যেমন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

(গ) যাদের পাপ-পূণ্য সমান সমান তাদের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সুপারিশ। তাদের ব্যাপারে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(ঘ) এ সুপারিশ হলো জান্নাতে মর্যাদা বাড়ানোর জন্য। তাদের আমলের কারণে জান্নাতের যে স্থান পাবে তার চেয়ে উঁচু স্তরের জন্য নবী [ﷺ]-এর সুপারিশ।

(ঙ) নবী [ﷺ]-এর চাচা আবু তালিবের শাস্তি কম করার জন্য সুপারিশ।

(চ) সকল মু'মিনদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতির জন্য নবী [ﷺ]-এর সুপারিশ।

২. সাধারণ সুপারিশঃ

যা নবী [ﷺ] ও অন্যান্য নবী-রসূলগণ, ফেরশেতা ও মু'মিনদের শাফা'য়াত। এ সুপারিশ জাহান্নামে প্রবেশ না করানো বা বের করানোর জন্য।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِي شَفَٰعَتُهُمْ à إِلَّا â بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ ç è é ê Z النجم: ٢٦

"আকাশে অনেক ফেরশেতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না দেন।" [সূরা নাজম: ২৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي ، فَهِيَ نَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "প্রত্যেক নবীর কবুল দোয়া রয়েছে। প্রত্যেক নবী তাঁদের দোয়া শেষ করে দিয়েছেন। আর আমি কিয়ামতের দিন সুপারিশ করার জন্য আমার দোয়াকে লুকিয়ে রেখেছি। আমার উম্মতের যে সকল মানুষ আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরিক না করে মারা গেছে তারাই এ সুপারিশ পাবে।" [১]

عن أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِه ». أخرجه أبو داود.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৩০৪ ও মুসলিম হাঃ নং ১৯৯শব্দ তারই

৩. আবু দারদা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "একজন শহীদের সুপারিশ তার নিজ পরিবারের সত্তর জনের জন্য গ্রহণ করা হবে।"[১]

¿ সুপারিশের জন্য দু'টি শর্ত:

১. সুপারিশের জন্য আল্লাহর অনুমতি। যেমন আল্লাহর বাণী:

] مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ ﴿٢٥٥﴾ Z البقرة: ٢٥٥

"কে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া?"
[সূরা বাকারা:২৫৫]

২. সুপারিশকারী ও যার জন্য সুপারিশ করা হবে তাদের উভয়ের উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি। যেমন আল্লাহর বাণী:

] وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَٰعَتُهُمْ à إِلَّا â بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ ç è
é ê Z النجم: ٢٦

"আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে। তাদের সুপারিশ পলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না দেন।" [সূরা নাজম:২৬]

¿ কাফেরের জন্য কোন সুপারিশ নেই। সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে, কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যদি ধরে নেয়া যায় যে, কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করে তা গ্রহণ করা হবে না। যেমন আল্লাহর বাণী:

[! " # $ % Z المدثر: ٤٨

"আর সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না।" [সূরা মুদ্দাসসির: ৪৮]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ২৫২২

¿ নবী [ﷺ]-এর শাফা'য়াত তলব করা:

যে ব্যক্তি নবী [ﷺ]-এর শাফা'য়াত কামনা করবে সে যেন আল্লাহ তা'য়ালা-এর নিকট চায়। যেমন: বলবে:"আল্লাহুম্মার যুক্বনী শাফা'য়াতা নাবিয়্যিকা" (হে আল্লাহ্ ! আমাকে তোমার নবীর সুপারিশ দান করুন।) এবং এর জন্য উপযুক্ত সৎকর্ম করবে। যেমন: এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য করা। নবী [ﷺ]-এর প্রতি বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা এবং তিনি যেন 'অসিলা' প্রাপ্ত হন সে জন্য দোয়া করা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قال:« أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা [রাঃ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশে ধন্যব্যক্তি সবচেয়ে সুখী মানুষ। আর সে হলো: যে অন্তর বা নফ্স থেকে এখলাস তথা নিখাদ চিত্তে বলে:''লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ্।"[১] অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া নেই কোন সত্য উপাস্য।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৯৯

স্থায়ী নিবাস

¿ মানুষের জীবনের স্তরসমূহ

মানুষ একটি সোপান থেকে আরেক সোপানে আরোহণ করে। একটি স্থান হতে অপর স্থানে স্থানান্তর করে। আল্লাহ তাদেরকে সর্বপ্রথম মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অত:পর মাটি থেকে শুক্রবিন্দুতে পরিবর্তন করেছেন, অত:পর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছেন, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছেন, অত:পর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছেন, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছেন। অত:পর দুনিয়াতে স্থানান্তর করেছেন, এরপর কবরে, তারপর হাশরের ময়দানে, অত:পর স্থায়ী বাসস্থান জান্নাতে অথবা জাহান্নামে।

১. আল্লাহর বাণী:

s r q p o n m l k j i h g f e [

} | { z y x w v u t

~ ٱلۡعِظَٰمَ لَحۡمٗا ثُمَّ أَنشَأۡنَٰهُ خَلۡقًا ءَاخَرَۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ © ٱلۡخَٰلِقِينَ ﴿١٤﴾ Z

المؤمنون: ١٢ – ١٤

"আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি, অত:পর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অত:পর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অত:পর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।" [সূরা আল-মুমিনূন:১২-১৪]

২. আল্লাহর বাণী:

] لَتَرۡكَبُنَّ © عَن طَبَقٖ ﴿١٩﴾ Z الانشقاق: ١٩

"নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে।" [সূরা ইনশিকাক: ১৯]

¿ স্থায়ী বাসস্থানঃ

দুনিয়া আমলের জগত আর আখেরাত প্রতিদানের জগত। কিন্তু আমল ও প্রশ্ন স্থায়ী বাসস্থানে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। বারজাখী জেন্দেগিতে ও কিয়ামতের মাঠে বিচ্ছিন্ন হবে না। যেমন দুইজন ফেরেশতা মৃতকে তার কবরে প্রশ্ন করবে, সমস্ত মখলুককে সেজদার জন্য আহ্বান করা হবে কিয়ামতের দিনে, পাগলদের এবং দুই জন নবী-রসূল প্রেরণের মাঝে যারা মারা গেছে তাদের পরীক্ষা। অত:পর বান্দার আমল ও ঈমান অনুপাতে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন। একদল হবে জান্নাতী আর অপর দল হবে জাহান্নামী।

১. আল্লাহর বাণী:

l k j i h g f e d c b a ` _ [

الشورى: ٧ Z v u t s r q p n m

"এমনিভাবে আমি অপনার প্রতি আরবি ভাষায় কুরআন নাজিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশ-পাশের লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেন নেই। একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" [সূরা শূরা:৭]

২. আল্লাহর বাণী:

+ *) (' % $ # " ! [

6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

الحج: ٥٦ – ٥٧ Z 7

"রাজত্ব সেদিন আল্লাহরই; তিনিই তাদের বিচার করবেন। অতএব, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তারা নেয়ামতপূর্ণ কাননে থাকবে। আর যারা কুফরি করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে তাদের জন্যে লাঞ্ছনাকর শাস্তি রয়েছে।" [হাজ্ব: ৫৬-৫৭]

৩. আল্লাহর বাণী:

] وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ ! " # $ % &
' ( ) * + , Z الروم: ١٤ ـ ١٦

"যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে; আর যারা কাফের এবং আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলেছে, তাদেরকেই আজাবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে।"
[সূরা রূম:১৪-১৬]

জান্নাতের বর্ণনা

¿ **জান্নাতঃ** ইহা আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ্য থেকে তাঁর মুমিন নারী-পুরুষ বান্দাদের জন্য আখেরাতে এক শান্তির নীড়।

¿ এখানে আল্লাহ তা'য়ালার কিতাব কুরআনের আলোকে জান্নাতের বিবরণ দেয়া হলো, তিনিই হলেন এর সৃষ্টিকর্তা, এর সুখ-শান্তি ও জান্নাতীদের সৃষ্টিকারী আল্লাহ তা'য়ালা। আর মুহাম্মদ [ﷺ]-এর সহীহ হাদীসের আলোকে যিনি এই জান্নাতে প্রবেশ করেছিলেন এবং তাঁর পা মোরারক তার মাটিকে পদদলিত করেছিল।

¿ **জান্নাতের প্রসিদ্ধ নামসমূহঃ**

১. **জান্নাতঃ**[১]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٍ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ´
µ ¶ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿١٣﴾ Z النساء: ١٣

"আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে, তাতেই চিরস্থায়ী বসবাস করবে, আর ইহাই হচ্ছে বড় সাফল্যতা।"
[সূরা নিসা:১৩]

২. **জান্নাতুল ফিরদাউসঃ**

আল্লাহর বাণীঃ

] إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ´ µ ¶ ٱلۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ Z الكهف: ١٠٧

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে আর সৎআমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউসে মেহমানদারী।" [সূরা কাহাফ: ১০৭]

---

[১]. জান্নাত নামটি নির্দিষ্ট কোন নাম নয় বরং ইহা মূল সাধারণ নাম। অনুবাদক

৩. জন্নাতু ‘আদন্ঃ

আল্লাহর বাণীঃ

Z j i h g f e d c b a ` ^] [

ص: ٤٩ - ٥٠

“ইহা হলো স্মরণীয় জিনিস এবং মুত্তাকীনদের জন্য সুন্দর আশ্রয়স্থল। ‘জান্নাতু আদন’ যার দরজাগুলো খোলা থাকবে।” [সূরা স্ব-দঃ ৪৯-৫০]

৪. জান্নাতুল খুলদ্ঃ

আল্লাহর বাণীঃ

K J I H F E D C B A @ ? > [

الفرقان: ١٥ Z L

“বল! ইহা উত্তম না জান্নাতুল খুলদ যা মুত্তাকীনদের ওয়াদা করা হয়েছে, যা তাদের জন্য প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান।” [সূরা ফুরকানঃ ১৫]

৫. জান্নাতুন্নাঈমঃ

আল্লাহর বাণীঃ

لقمان: ٨ Z n m l k j i h g f [

“নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎআমল করেছে তাদের জন্য জান্নাতে নাঈম রয়েছে।” [সূরা লোকমানঃ ৮]

৬. জান্নাতুল মা’ওয়াঃ

আল্লাহার বাণীঃ

¶ µ ´ ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًۢا بِمَا © [

السجدة: ١٩ Z

“আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎআমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল মা’ওয়া, ইহা তাদের কর্মের বিনিময়ে মেহমানদারী।” [সাজদাহঃ১৯]

৭. **দারুস্‌সালামঃ**

আল্লাহর বাণীঃ

[L M N O P|R S T U   V W Z الأنعام: ١٢٧

“তাদের জন্যে রয়েছে দারুসসালাম তাদের রবের পক্ষ থেকে, তিনি তাদের বন্ধু তাদের কর্মের বিনিময়ে।” [সূরা আন‘আমঃ ১২৭]
নোটঃ[১]

¿ **জান্নাতের স্থানঃ**

১. আল্লাহর বাণীঃ

[x y z { | } Z الذاريات: ٢٢

“আর আসমানে রয়েছে তোমাদের রিজিক ও প্রতিশ্রুতি সবকিছু।”
[সূরা যারিয়াতঃ ২২]

২. আল্লাহর বাণীঃ

[ ] ^ _ ` a b c d e f g h i Z النجم: ١٣ - ١٥

“নিশ্চয় সে তাকে (জিবরীলকে) আরেকবার দেখেছিল, সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে, যার কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মা’ওয়া।”
[সূরা নাজম:১৩-১৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ ،كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ

---

[১]. লেখক এখানে ৬টি জান্নাতের নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:) বুখারী শরীফের তাঁর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যার কিতাব ফাতহুল বারীতে বলেছেন: জান্নাতের ১০টি বা তার অধিক নাম রয়েছে। উপরের নামগুলো ছাড়াও “দারুল মুকামাহ, আল-মাকামুল আমীন, মাক‘আদু সিদক, আল-হুসনা” তিনি উল্লেখ কেরছেন। আর বলেছেন যে, এ নামগুলো কুরআনুল কারীমে উল্লেখ হয়েছে। ফাতহুল বারীঃ জান্নাত-জাহান্নমের বিবরণের অধ্যায়: ১৮/৩৯৪। প্রসিদ্ধ তাবেঈ মুজাহিদ (রহ:) বলেছেন: “তূবা” ও একটি জান্নাতের অন্যতম নাম। অনুবাদক

الْجَنَّةَ ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ». أخرجه البخاري.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনলো, সালাত কায়েম করলো, রমজানের সিয়াম পালন করলো আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। চাই সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক বা তার জন্মভূমিতে বসে থাকুক।" সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রসূল [ﷺ]! আমরা কি এ খবরটি মানুষদের বলব না? তিনি বললেন: নিশ্চয় জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে যা আল্লাহ তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। দু'টি স্তরের মধ্যে আসমান জমিনের মধ্যের দূরত্ব সমান। যখন তোমরা আল্লাহর নিকটে জান্নাত চাইবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে; কারণ ইহা জান্নাতের মধ্যে ও সর্বোচ্চে এবং তার উপর রহমানের আরশ। আর সেখান থেকেই জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত হবে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ:« إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ حَضَرَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، فَإِذَا قُبِضَتْ نَفْسُهُ جُعِلَتْ فِيْ حَرِيْرَةٍ بَيْضَاءَ فَيُنْطَلَقُ بِهَا إِلَى بَابِ السَّمَاءِ، فَيَقُوْلُوْنَ مَا وَجَدْنَا رِيْحًا أَطْيَبَ مِنْ هَذِهِ....».أخرجه الحاكم وابن حبان.

৪. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "নিশ্চয় মু'মিনের মৃত্যুর সময় তার নিকট রহমতের ফেরেশ্তাগণ উপস্থিত

---

১. বুখারী হাঃ নং ৭৪২৩

হয়। যখন তার জান কবজ করে নেয়, তখন উহা একটি সাদা রেশমী কাপড়ে করে আকাশের দরজার দিকে নিয়ে যায়। আর তাঁরা বলেন: এরচেয়ে উত্তম আর কোন সুগন্ধি আমরা পাই নাই।" [১]

¿ জান্নাতের দরজাসমূহের নাম:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« مَـــنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّه نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّة يَا عَبْدَ اللَّه ؟ هَذَا خَيْرٌ فَمَـــنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاة دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاة ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجهَاد دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجهَاد، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّان، وَمَنْ كَانَ مـــنْ أَهْلِ الصَّدَقَة دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَة ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِـــأَبِي أَنْـــتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّه: مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَة، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দ্বিগুণ খরচ করবে তাকে জান্নাতের দরজা থেকে অহ্বান করা হবে। হে অল্লাহর বান্দা! ইহা কল্যাণকর। যে ব্যক্তি পাক্কা মুসল্লী তাকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। আর যে মুজাহিদ তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। আর যে রোজাদার তাকে রাইয়ান দরজা থেকে ডাকা হবে। আর যে দানবীর তাকে সদকার দরজা থেকে অহ্বান করা হবে।"

আবু বকর [ﷺ] বললেন: আমার বাবা-মা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক হে আল্লাহর নবী [ﷺ]! প্রত্যেককেই তার দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। কিন্তু এমন কেউ আছে কি যাকে সমস্ত দরজা থেকে ডাকা হবে? তিনি বললেন:"হ্যাঁ, আর আমি আশাবাদি যে, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।"[২]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, হাকেম হাদীস নং ১৩০৪

[২].বুখারী হাঃ নং ১৮৯৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১০২৭

¿ **জান্নাতের দরজাসমূহের প্রশস্ততা:**

عَنْ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ ﷺ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنْ الزِّحَامِ». أخرجه مسلم.

১. উত্‌বা ইবনে গাজওয়ান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজার দু'পাল্লার মধ্যের দূরত্ব চল্লিশ বছরের সমান। তার উপর এমন একদিন আসবে যে দিন দরজার মাঝে ভিড়ের কারণে পূর্ণ হয়ে যাবে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺقَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِلَحْمٍ ... وفي آخره قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَده إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى». متفق عليه.

২. অবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট গোশত নিয়ে আসা হলো-----(হাদীসের শেষে) তিনি [ﷺ] বললেন: "যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, নিশ্চয়ই জান্নাতের দরজার দু'পাল্লার মধ্যের দূরত্ব মক্কা ও হাজার (মদীনার) মধ্যের দূরত্বের সমান অথবা মক্কা ও বুছরার সমান।"[২]

¿ **জান্নাতের দরজাসমূহের সংখ্যা:**

১. আল্লাহর বাণী:

[ ] ^ ` a b c d e f g h i j Z ص: ৪৯ - ৫০

"ইহা হলো স্মরণীয় জিনিস এবং মুত্তাকীনদের জন্য সুন্দর আশ্রয়স্থল। জান্নাতু আদন যার দরজাগুলো খুলা থাকবে।" [সূরা সদ: ৪৯-৫০]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৯৬৭

[২] . বুখারী হাঃ নং ৪৭১২ ও মুসলিম হাঃ নং ১৯৪ এ শব্দগুলো তারই

২. আল্লাহর বাণী:

] وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ إِلَى © زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ ´ µ ¶ ¸ فَٱدۡخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ﴿٧٣﴾ Z الزمر: ٧٣

"যারা তাদের রবকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অত:পর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।" [সূরা যুমার:৭৩]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ». متفق عليه.

৩. সাহাল ইবনে সা'দ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। যার মধ্যে একটির নাম হলো রাইয়ান যা দিয়ে শুধুমাত্র রোজাদারগণ প্রবেশ করবে।"[১]

¿ যে সকল সময়ে দুনিয়াতে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّة يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَميس، فَيُغْفَرُ لكُلِّ عَبْد لَا يُشْرِكُ باللَّه شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخيه شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ،أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا». أخرجه مسلم .

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "জান্নাতের দরজাসমূহ সোমবার ও বৃহস্পতিবার খুলে দেওয়া হয়। আর ঐ সকল বান্দাকে মাফ করে দেওয়া হয়, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে নাই। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে তার ভাইয়ের ও তার মাঝে শত্রুতা

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৫৬৫

রাখে। বলা হবে, দেখ এ দু'জনকে যতক্ষণ তারা মীমাংসা না হয়। দেখ এ দু'জনকে যতক্ষণ তারা মীমাংসা না হয়। দেখ এ দু'জনকে যতক্ষণ তাদের মীমাংসা না হয়।"[১]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ،وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] বলেছেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যখন রমজান মাস প্রবেশ করে তখন জান্নাতের সকল দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় আর জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলীত করা হয়।"[২]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب ﷺ قَالَ قَالَ رسول الله ﷺ :« مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ " إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».

أخرجه مسلم .

৩. উমার ইবনে খাত্তাব [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পূর্ণভাবে ওযু করে অত:পর বলে: "আশহাদু আল্‌লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান অব্দুহু ওয়া রসূলুহ্" তখন তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়, সে যেটি দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে।"[৩]

¿ সর্বপ্রথম যিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন:

عَنْ أَنَس بْنِ مَالك ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ ، فَيَقُولُ:

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৫৬৫

[২] . বুখারী হাঃ নং ৩২৭৭ ও মুসলিম হাঃ নং ১০৭৯ শব্দগুলো তারই

[৩] . মুসলিম হাঃ নং ২৩৪

بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ». أخرجه مسلم.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "রোজ কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় পৌঁছে দরজা খুলতে বলবো। তখন খাজেন (জান্নাতের প্রহরী) বলবেন: আপনি কে? আমি বলব: মুহাম্মদ। তখন সে বলবেন: আপনার জন্যই আদিষ্টিত হয়েছি। আপনার পূর্বে আর কারো জন্য খুলব না।"[১]

¿ সর্বপ্রথম যে উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আমরা সবার শেষ হয়েও কিয়ামতের দিন সবার প্রথম হব। আমরা সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব।"[২]

¿ জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দল:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ ،وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتْفِلُونَ ،وَلَا يَمْتَخِطُونَ، أَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ ،وَمَجَامِرُهُمْ الْأَلُوَّةُ الْأَنْجُوجُ عُودُ الطِّيبِ، وَأَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ ، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি পূর্ণিমা চাঁদের মত উজ্জ্বল

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৯৭

[২]. বুখারী হাঃ নং ৮৭৬ ও মুসলিম হাঃ নং ৮৫৫ শব্দ তারই

আকৃতিতে প্রবেশ করবে। অত:পর প্রবেশ করবে আকাশের সবচেয়ে দীপ্তিমান তারকার সুরতে। সেখানে তারা পেশাব-পায়খানা করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না। তাদের চিরুনিগুলো হবে স্বর্ণের, ঘর্ম হবে মেস্কের মত, তাদের ধূপ হবে চন্দন কাঠের এবং স্ত্রীগণ হবে হূরুল'ঈন (আয়তলোচন চির কুমারী হুরগণ)। সকলের আকৃতি তাদের বাবা আদম [ﷺ]-এর মত একই রকমের ষাট হাত লম্বা হবে।"[১]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ منْ أُمَّتي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مائَة أَلْف، مُتَمَاسكُونَ آخذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخرُهُمْ ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَة الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ». متفق عليه.

২. সাহাল ইবনে সা'দ [ﷺ] বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আমার উম্মতের সত্তর হাজার বা সাত লক্ষ মানুষ একে অপরকে মজবুত করে আঁকড়িয়ে ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রথমভাগ ততক্ষণ প্রবেশ করবে না যতক্ষণ শেষভাগ প্রবেশ না করবে। তাদের চেহারাগুলো হবে পূর্ণিমা রাত্রির চাঁদের আলোর মত।"[২]

عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصي ﷺ يَقُولُ: سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقيَامَة إِلَى الجَنَّة بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا». أخرجه مسلم.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"কিয়ামতের দিন মুহাজিরদের গরিবরা ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩]

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৮৭৬ ও ও মুসলিম হাঃ নং ৮৫৫ শব্দগুলো ইমাম মুসলিমের

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৪৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২১৯ শব্দগুলো তারই

[৩] . মুসলিম হাঃ নং ২৯২০

¿ জান্নাতীদের বয়স:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِينَ، أَبْنَاءَ ثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً ». أخرجه أحمد والترمذي.

মু'য়ায ইবনে জাবাল [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে বস্ত্রহীন ও দাড়িবিহীন শুরমা পরা অবস্থায়। তারা ত্রিশ বা ত্রেত্রিশ বছরের বয়সের যুবক-যুবতী হবে।"[১]

¿ জান্নাতীদের চেহারার বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

[z { | } ~ عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعۡرِفُ فِي وُجُوهِهِمۡ نَضۡرَةَ ٱلنَّعِيمِ ©

Z المطففين: ٢٢ - ٢٤

"নিশ্চয় সৎলোকগণ থাকবে পরম আরামে, সোফার উপরে বসে অবলোকন করবে, আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন।" [সূরা তাতফীফ: ২২-২৪]

২. আল্লাহর বাণী:

[ ) * + , - . / 0 Z القيامة: ٢٢ - ٢٣

"সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তার রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" [সূরা কিয়ামা: ২২-২৩]

৩. আল্লাহর বাণী:

[W X Y Z [\ ] ^ _ ` a Z الغاشية: ٨ - ١٠

"অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে সজীব। তাদের কর্মের কারণে। তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে।" [সূরা গাশিয়া: ৮-১০]

৪. আল্লাহর বাণী:

---

[১]. হাদীসটি হাসান আহমাদ হাঃ নং ৭৯২০

] وُجُوهٌ à مُّسۡفِرَةٌ â ضَاحِكَةٌ مُّسۡتَبۡشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ Z عبس: ٣٨ - ٣٩

"অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল।" [সূরা আবাসা: ৩৮-৩৯]

৫. আল্লাহর বাণী:

] وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبۡيَضَّتۡ وُجُوهُهُمۡ فَفِي رَحۡمَةِ ٱللَّهِ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١٠٧﴾ Z آل عمران: ١٠٧

"আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে রহমতের মাঝে। তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।" [সূরা আল-ইমরান: ১০৭]

৬. আল্লাহর বাণী:

] L N O P Q R S T Z الإنسان: ١١

"অত:পর আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ।" [সূরা দাহর:১১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالَّذِينَ عَلَى آثَارِهِمْ كَأَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لَا تَبَاغُضَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَحَاسُدَ لِكُلِّ ». متفق عليه.

৭. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেন: "জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি পূর্ণিমা চাঁদের মত উজ্জ্বল আকৃতিতে প্রবেশ করবে। অত:পর প্রবেশ করবে আকাশের সবচেয়ে দীপ্তিমান তারকার মত উজ্জ্বল আকৃতিতে। তাদের অন্তরগুলো হবে একটি মানুষের ন্যায়। পরস্পর কোন প্রকার শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ করবে না।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩২৫৪ শব্দগুলো তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৩৪

¿ জান্নাতীদের অভ্যর্থনার বর্ণনাঃ

১. আল্লাহর বাণী:

] وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ إِلَى © زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا

وَقَالَ لَهُمۡ ´ µ ¶ ¸ فَٱدۡخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ﴿٧٣﴾ Z الزمر: ٧٣

"যারা তাদের রবকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অত:পর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।" [সূরা যুমার:৭৩]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

u t s q p o n m l k j i h g [

الرعد: ٢٣ - ٢٤ Z v

"ফেরেশ্‌তাগণ তাদের কাছে প্রত্যেক দরজা দিয়ে এসে বলবে: তোমাদের ধৈর্যের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই না চমৎকার।" [সূরা রা'দ: ২৩-২৪]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

4 3 2 1 0 / . - , [

الأنبياء: ١٠٣ Z 7 6 5

"মহাত্রাস তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে: আজ তোমাদের দিন, যে দিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।" [সূরা আম্বিয়া: ১০৩]

¿ হিসাব ও আজাব ছাড়াই যারা জান্নাতে প্রবেশ করবেঃ

عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْأُمَّةُ ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ النَّفَرُ ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْعَـــشَرَةُ ،

وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ هَؤُلَاءِ أُمَّتِي؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ ، قَالَ: هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ، وَهَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، قُلْتُ: وَلِمَ ؟ قَالَ: كَانُوا لَا يَكْتَوُونَ ،وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ». متفق عليه.

১. ইবনে আব্বাস [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেন: "আমার উপর সকল উম্মতকে পেশ করা হয়েছিল। দেখলাম একজন নবী তাঁর সাথে বড় একটি দল নিয়ে চলছেন। একজন নবী ছোট একটি দল নিয়ে চলছেন। একজন নবী দশজনকে নিয়ে চলছেন। একজন নবী পাঁচজনকে নিয়ে চলছেন। একজন নবী একাই চলছেন তার সাথে কেউ নেই। আবার দেখলাম বিরাট একটি দল, বললাম: জিবরাইল [ﷺ]-এরা আমার উম্মত? তিনি বললেন: বরং উপরের দিকে দেখুন, দেখলাম যে অনেক মানুষ। জিবরাইল [ﷺ] বললেন: এরাই আপনার উম্মত। এদের অগ্রভাগের সত্তর হাজার এমন হবে যারা কোন হিসাব ও আজাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম: এর কারণ কি? তিনি বললেন: এরা শরীরে দাগ দিত না, কারো নিকট থেকে কখনো ঝাড়-ফুঁক ক'রে নেই নাই, কোন কিছুকে কুলক্ষণ বা অশুভ মনে করে নাই এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর একমাত্র ভরসাকারী।"[১]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: « وَعَدَنِي رَبِّي سُبْحَانَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا، لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا ، وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৪১ শব্দগুলো তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২২০

২. আবু উমামা বাহেলী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: “আমার রব আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা-হিসাবে ও আজাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রতি হাজারের সাথে আরো সত্তর হাজার করে প্রবেশ করবে এবং আরো আমার রবের তিন অঞ্জলি পরিমাণ।”[১]

¿ জান্নাতের মাটি ও ঘরের বর্ণনা:

عَنْ أَنَس بْنِ مَالك ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا عُرِجَ به إِلَى السَّمَاء قَالَ:« ... ثُمَّ انْطَلَقَ بي حَتَّى أَتَى بِي سدْرَةَ الْمُنْتَهَى ، فَغَشيَهَا أَلْوَانٌ مَا أَدْرِي مَا هِيَ ، ثُمَّ أُدْخلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ ». متفق عليه.

১. আনাস ইবনে মালিক [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ]কে যখন আসমানে উত্তোলন করা হয় (মেরাজের রাত্রিতে) তিনি বলেন:----- আবার (জিবরাঈল) আমাকে নিয়ে চলতে লাগলো এবং সিদরাতুলমুন্তাহায় (কুলবৃক্ষ পর্যন্ত) আমাকে নিয়ে পৌঁছল। আমার অজানা অনেক রঙ তাকে (কুলবৃক্ষটিকে) আবৃত করে রেখেছে। অত:পর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান হলো। সেখানে আছে মণি-মুক্তার গম্বুজ। আর জান্নাতের মাটিগুলো মেস্কের।”[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّه ...الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ:« لَبِنَةٌ مِنْ فضَّة وَلَبِنَةٌ منْ ذَهَب، وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ ، مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ ، وَيَخْلُدُ لَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ ،وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ ». أخرجه الترمذي والدارمي.

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃনং ২৪৩৭, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৪২৮৬ শব্দগুলো তারই

[২] . বুখারী হাঃ নং ৩৩৪২ শব্দগুলো তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৩

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল [ﷺ]! ---- জান্নাতের প্রাসাদগুলো কেমন? তিনি বললেন: "একটি ইট হবে রৌপ্যের আর অপরটি স্বর্ণের। সিমেন্ট হবে সুগন্ধি মেস্কের। কংকর হবে মুক্তা ও ইয়াকুত পাথরের আর মাটি হবে জাফরানের। যে তাতে প্রবেশ করবে সে সুখী হবে, কখনো দু:খী হবে না। চিরস্থায়ী হবে কখনো মরবে না। তাতে কাপড়গুলো পুরাতন হবে না এবং যৌবন কখনো শেষ হবে না।" [১]

عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ فَقَالَ:« دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ». أخرجه مسلم.

৩. আবু সাঈদ [ﷺ] হতে বর্ণিত, ইবনে ছাইয়াদ নবী [ﷺ]কে জান্নাতের মাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি [ﷺ] বলেন: "সাদা আটা ও খাঁটি মেস্কের হবে।"[২]

¿ জান্নাতীদের তাঁবুর বর্ণনা:

১.আল্লাহর বাণী:

] 4 5 6 7 8 Z الرحمن: ٧٢

"তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হূরগণ।" [সূরা রাহমান:৭২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ﷺ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا سِتُّونَ مِيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "জান্নাতে মু'মিনদের জন্য একটি শূন্যগর্ভ মুক্তার তাঁবু থাকবে, যার

[১].হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৫২৬ শব্দগুলো তারই, দারেমী হাঃ নং ২৭১৭

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২৯২৮

লম্বা হবে ষাট মাইল। তাতে মু'মিনদের জন্য পরিবার থাকবে। সেখানে মু'মিনরা ঘুরবে কিন্তু একজন অপরজনকে দেখবে না।"[১]

¿ জান্নাতের হাট-বাজার:

عَنْ أَنَس بْنِ مَالك ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ فِي الْجَنَّة لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَة ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَال فَتَحْثُو فِي وُجُوههِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللَّه لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا ، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللَّه لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا». أخرجه مسلم.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "জান্নাতে একটি বাজার থাকবে। সেখানে জান্নাতীরা প্রতি শুক্রবারে যাবে। আর উত্তরের বাতাস বইবে তখন তারা অঞ্জলভরে তাদের মুখমণ্ডলে ও কাপড়ে মাখবে। যার ফলে তাদের সৌন্দর্য আরো বেড়ে যাবে। তারা তাদের স্ত্রীগণের নিকট ফিরে যাবে তাদের বর্ধিত সৌন্দর্য নিয়ে। তখন তাদেরকে স্ত্রীগণ বলবে: আল্লাহর কসম! আমাদের নিকট থেকে যাওয়ার পর তোমাদের সৌন্দর্য ও রূপ বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন তারাও বলবে: আল্লাহর কসম! আমাদের বাজারে যাওয়ার পর তোমাদেরও সৌন্দর্য ও রূপ বৃদ্ধি পেয়েছে।"[২]

¿ জান্নাতের প্রাসাদ:

আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতের অট্টালিকা ও আবাসস্থানের ভিতর এমন সবজিনিস বানিয়েছেন যা মন মাতানো ও চোখজুড়ানো।

আল্লাহর বাণী:

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৮৭৯ ও মুসলিম হাঃনং ২৮৩৮ শব্দগুলো তারই

[২] . মুসলিম হাঃ নং ২৮৩৩

] { ~ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا © طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ وَرِضۡوَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۚ µ ¶ ۚ ٱلۡعَظِيمُ ﴿٧٢﴾ Z التوبة: ٧٢

“আল্লাহ মু’মিন ও মু’মিনাদের সাথে ওয়াদা করেছেন এমন জান্নাতের যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহর। সেখানে তারা চিরস্থায়ী থাকবে এবং জান্নাতে আদনে আরামদায়ক আবাসস্থান থাকবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি সর্ববৃহৎ ইহাই হচ্ছে মহান বিজয়।” [সূরা তাওবা:৭২]

¿ জান্নাতীদের প্রাসাদ পরস্পরে উপরে প্রাধান্যঃ

১. আল্লাহর বাণী:

] ¶ ۚ ثَمَّ رَأَيۡتَ نَعِيمٗا وَمُلۡكٗا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ Z الإنسان: ٢٠

“আর যখন তুমি দেখবে অত:পর আবার দেখবে নেয়ামত ও বিরাট রাজত্ব।” [সূরা ইনসান: ২০]

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّة لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَف منْ فَوْقهمْ ،كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ منْ الْأُفُقِ منْ الْمَشْرِق أَوْ الْمَغْرِب، لتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه: تلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاء ، لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ ، قَالَ: بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده ! رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّه وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ». متفق عليه.

২. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: “নিশ্চয়ই জান্নাতীরা তাদের উপরের প্রাসাদবাসীদেরকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম গগনে উদিত উজ্জ্বল তারকা দেখ। আর ইহা তাদের মাঝে মর্যাদায় একে অপরের মধ্যে প্রাধান্যের কারণে। তারা (সাহাবাগণ ﷺ) বললেন: হে আল্লাহর রসূল! এ তো নবীগণের মজলিসসমূহ যে পর্যন্ত অন্য আর কেউ পৌঁছতে পারবে না। (নবী ﷺ) বললেন: হ্যাঁ, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! ঐ সকল মানুষ যারা

আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং রসূলগণকে বিশ্বাস করেছে তারা সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে।"[১]

¿ জান্নাতীদের কক্ষসমূহের বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

a ` _ ^] \ [Z Y X W V [

العنكبوت: ٥٨ Z h g f e c b

"আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎআমল করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কত উত্তম পুরস্কার কর্মীদের।"
[সূরা আনকাবূত: ৫৮]

২. আল্লাহর বাণী:

[¶ ‌ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ لَهُمۡ غُرَفٞ مِّن فَوۡقِهَا غُرَفٞ مَّبۡنِيَّةٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ وَعۡدَ ٱللَّهِۖ لَا يُخۡلِفُ ٱللَّهُ ٱلۡمِيعَادَ ٢٠ Z الزمر: ٢٠

"কিন্তু যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের জন্যে নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি খেলাফ করেন না।"
[সূরা যুমার: ২০]

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُــرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ،وَأَدَامَ الصِّيَامَ ، وَصَلَّى لِلَّه بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ». أخرجه أحمد والترمذي.

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩২৫৬ ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৩১ শব্দগুলো তারই

৩. আলী [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:“নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রাসাদসমূহ রয়েছে। যার ভিতর থেকে বাহির দেখা যাবে আর বাহির থেকে ভিতর দেখা যাবে। অত:পর একজন গ্রাম্য মানুষ দাঁড়িয়ে বলল: ইহা কাদের জন্য হে আল্লাহর রসূল [ﷺ]? তিনি [ﷺ] বললেন: “যে ব্যক্তি তার কথাকে সুন্দর করে, মিসকিনদের পানাহার করায়, সর্বদা রোজা রাখে এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন আল্লাহর জন্য রাত্রে সালাত আদায় করে।”[১]

¿ জান্নাতীদের বিছানার বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

[f g h i j k | p Z الرحمن: ٥٤

“তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে।” [সূরা রাহমান: ৫৪]

২. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

[n o p Z الواقعة: ٣٤

“আর থাকবে সমুন্নত শয্যায়।” [সূরা ওয়াকিয়াহ:৩৪]

¿ গদি ও কার্পেটের বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

[r s t u v w Z الغاشية: ١٥ - ١٦

“এবং সারি সারি গদি এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট।” [সূরা গাশিয়া:১৫-১৬]

২. আল্লাহর বাণী:

[J K L M N O P Z الرحمن: ٧٦

---

[১]. হাদীসটি হাসান, আমাদ হাঃ নং ১৩৩৮ ও তিরমিযী হাঃ নং ১৯৮৪

"তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে।" [সূরা রাহমান: ৭৬]

¿ জান্নাতের সোফা বা পালঙ্ক:

১. আল্লাহর বাণী:

[z { | } ~ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾ Z المطففين: ٢٢ - ٢٣

"নিশ্চয় সৎলোকগণ থাকবে পরম আরামে, পালঙ্কে বসে অবলোকন করবে।" [সূরা তাতফীফ: ২২-২৩]

২. আল্লাহর বাণী:

[[\ ] ^ . ` a b c d e f Z الإنسان: ١٣

"তারা সেখানে পালঙ্কে-সোফায় হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রোদ্র ও ঠাণ্ডা অনুভব করবে না।" [সূরা দাহার: ১৩-১৪]

৩. আর আল্লাহর বাণী:

[! " # $ % & ' ( ) * + , - .

/ 0 Z يس: ٥٥ - ٥٦

"এদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে।"
[সূরা ইয়াসীন: ৫৫-৫৬]

¿ জান্নাতীদের আসনসমূহের বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

] وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم ´ µ ¶ ¸ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ﴿٤٧﴾ Z الحجر: ٤٧

"তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দেব। তারা ভাই ভাইয়ের মত সামনা-সামনি আসনে বসবে।" [সূরা হিজর: ৪৭]

২. আল্লাহর বাণী:

[L M N O Q R S T Z الطور: ٢٠

"তারা শ্রেণীবদ্ধ আসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে ডাগরচক্ষু বিশিষ্ট হুরদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেব।" [সূরা তূর: ২০]

৩. আল্লাহর বাণী:

[عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِـِٔينَ عَلَيْهَا مُتَقَـٰبِلِينَ ﴿١٦﴾ Z الواقعة: ١٥ - ١٦

"স্বর্ণ খচিত আসনে, তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে।" [সূরা ওয়াকিয়া: **১৫-১৬**]

৪. আল্লাহর বাণী:

[k l m n Z الغاشية: ١٣

"তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন।" [সূরা গাশিয়া: **১৩**]

¿ জান্নাতীদের বাসন-পাত্র:

১. আল্লাহার বাণী:

[! " # $ % & ' ( ) * + Z الواقعة: ١٧ - ١٨

"তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা। পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি শূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে।" [সূরা ওয়াকিয়া: **১৭-১৮**]

২. আল্লাহর বাণী:

[يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا ´ µ ¶ وَأَنتُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٧١﴾ Z الزخرف: ٧١

"তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র । আর তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে।" [সূরা যুখরুফ: **৭১**]

৩. আল্লাহর বাণী:

[n o p q r s t u v w x y z { | Z الإنسان: ١٥ - ١٦

"তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত পানপাত্রে। রূপালী স্ফটিক পাত্রে-পরিবেশনকারীরা তা পরিমাণ করে পূর্ণ করবে।" [সূরা দাহার: **১৫-১৬**]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَـــوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ». متفق عليه.

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "দু'টি জান্নাত যার বাসন-পাত্র ও সবকিছুই হবে রৌপ্যের। আর আরো দু'টি জান্নাত যার বাসন-পাত্র ও সবকিছুই হবে স্বর্ণের। 'জান্নাতে আদ্‌নে' মানুষ ও তাদের প্রতিপালককে দেখার মাঝে আল্লাহর চেহারার উপর গৌরবের চাদর ব্যতীত আর কিছুই থাকবে না।"[১]

¿ জান্নাতীদের অলংকার ও পোশাক:

১. আল্লাহর বাণী:

] إِنَّ ٱللَّهَ يُدۡخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلُؤۡلُؤٗاۖ وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٞ ﴿٢٣﴾ Z

الحج: ٢٣

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎআমল করে, আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে সেখানে স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী।" [সূরা হাজ্ব: ২৩]

২. আল্লাহর বাণী:

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৪৪৪ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮০

[x y z { | } ~ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾ Z الكهف: ٣٠ - ٣١

"তাদের তথায় স্বর্ণ-কংকণে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে, তারা সোফাতে সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়।" [সূরা কাহাফ: ৩১]

৩. আল্লাহর বাণী:

] عَٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوٓا۟ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ Z الإنسان: ٢١

"তাদের আবরণ হবে পাতলা সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকন এবং তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন 'শারাবান-ত্বহুরা'।" [সূরা দাহার: ২১]

¿ জান্নাতে সর্বপ্রথম যাকে পোশাক পরানো হবে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:«...وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ». أخرجه البخاري.

ইবনে আব্বাস [রাঃ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম পোশাক পরানো হবে ইবরাহীম [আঃ]কে।"[১]

¿ জান্নাতীদের খাদেমদের বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

[! " # $ % & ' ( ) * + Z الواقعة: ١٧ - ١٨

[১].বুখারী হাঃ নং ৬৫২৬

"তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা। পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি শূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে।" [সূরা ওয়াকিয়া: ১৭-১৮]

২. আল্লাহর বাণী:

] وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا ´ µ Z الإنسان: ١٩

"তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা।" [সূরা হাদার: ১৯]

৩. আল্লাহর বাণী:

[z { | } ~ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾ Z الطور: ٢٤

"সুরক্ষি মতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে।" [সূরা তূর: ২৪]

¿ জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য:

عَنْ أَنَس بْن مَالك رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ سَلَام ﷺ سَأَلَ النَّبيَّ ﷺ مَــا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّة ؟ فَقَالَ:« زِيَادَةُ كَبِد حُوت ». أخرجه البخاري.

১. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম [ﷺ] নবী [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য কি হবে? নবী [ﷺ] উত্তরে বললেন:"মাছের অতিরিক্ত কলিজা।"[১]

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ: كُنْتُ قَائمًا عنْدَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَجَاءَ حبْرٌ منْ أَحْبَارِ الْيَهُود ... - وفيه- فَقَالَ الْيَهُوديُّ ... فَمَنْ أَوَّلُ النَّاس إجَازَةً ؟ قَالَ: فُقَرَاءُ الْمُهَاجرِينَ، قَالَ الْيَهُوديُّ : فَمَا تُحْفَتُهُمْ حينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ: زِيَادَةُ كَبد النُّون، قَالَ فَمَا غذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا؟ قَالَ يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّة الَّذي كَــانَ يَأْكُلُ منْ أَطْرَافهَا، قَالَ فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْه ؟ قَالَ: منْ عَيْنٍ فيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيْلاً». أخرجه مسلم.

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৩২৯

২. ছাওবান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলাম এমন সময় ইহুদিদের একজন পণ্ডিত লোক এসে নবী [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করল: জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশের অনুমতি কে পাবে? নবী [ﷺ] বললেন: "মুহাজেরদের গরিব তথা যারা একেবারে নি:স্ব। ইহুদি আবার বলল: এদের জান্নাতে প্রবেশের পরে কি দ্বারা মেহমানদারী করানো হবে? তিনি বললেন: অতিরিক্ত মাছের কলিজা দ্বারা। ইহুদি আবার বলল: এরপরে তাদেরকে কি দ্বারা দুপুরের আপ্যায়ন করা হবে? তিনি বললেন: জান্নাতে চরে খাওয়া একটি জান্নাতী সাঁড় তাদের জন্য জবাই করা হবে। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল: তাদের পানীয় দ্রব্য কি হবে? তিনি বললেন: জান্নাতের একটি ঝর্ণা যার নাম 'সালসাবীল'এর পানীয় পান করানো হবে।"[১]

¿ জান্নাতীদের খাদ্যের বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

] ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ © يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا ´ µ ¶ ¸ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ Z

الزخرف: ٧٠ - ٧١

"জান্নাতে প্রবেশ কর তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে। তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে।" [সূরা যুখরুফ:৭০-৭১]

২. আল্লাহর বাণী:

Z 9 / . - + *) (& % $ # " [

الرعد: ٣٥

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৩১৫

"পরহেজগারদের জন্যে প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা এই যে, তার নিম্নে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও।" [সূরা রা'দ: ৩৫]

৩. আল্লাহর বাণী:

[2 3 4 5 6 7 8 9 : Z الواقعة: ٢٠ - ٢١

"আর তাদের পছন্দমত ফল-মুল নিয়ে এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়ে।" [সূরা ওয়াকেয়া: ২০-২১]

৪. আল্লাহর বাণী:

] كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔا بِمَآ © فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ Z الحاقة: ٢٤

"বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে।" [সূরা হাক্বক্বাহ: ২৪]

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَة خُبْزَةً وَاحدَةً ، يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَده كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ، نُزُلًا لأَهْلِ الْجَنَّة ، فَأَتَى رَجُلٌ منْ الْيَهُود.. فَقَالَ:« اَلاَّ أُخْبرُكَ بإِدَامهِمْ ! قَـالَ: إِدَامُهُمْ بَالَامٌ وَنُونٌ ، قَالُوا وَمَا هَذَا ؟ قَالَ: ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ منْ زَائدَة كَبِـدهمَا سَبْعُونَ أَلْفًا». متفق عليه.

৫. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেন: "কিয়ামতের দিন পৃথিবী একটি রুটির ন্যায় হবে যাকে জাব্বার (আল্লাহ) তাঁর হাতে নিবেন যেমন তোমাদের কেউ সফরে তার রুটিকে হাতে নেয়। ইহা দ্বারা জান্নাতীদের মেহমানদারী করানো হবে।-- হাদীসে উল্লেখ হয়েছে-এরপর একজন ইহুদি এসে বলল: আমি আপনাকে জান্নাতীদের তরকারী বিষয়ে খবর দিব না? সে আরও বলল: তাদের তরকারী হবে বালা-ম ও নূনের। তারা

বললেন: এ আবার কি? সে ব্যক্তি বলল: গরু ও মাছের অতিরিক্ত কলিজা যা সত্তর হাজার জান্নাতীগণ ভক্ষণ করবে।"[১]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ ، وَلَا يَتْفُلُونَ ، وَلَا يَبُولُونَ ،وَلَا يَتَغَوَّطُونَ ،وَلَا يَمْتَخِطُونَ، قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ ؟ قَالَ: جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ ».أخرجه مسلم.

৬. জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"জান্নাতীরা জান্নাতে পানাহার করবে, থুথু ফেলবে না, পেশাব-পায়খানা করবে না এবং নাকের ময়লাও হবে না। তারা ﷺ বললেন: তাহলে যা খাবে তার কি হবে? তিনি [ﷺ] বললেন: "ঢেকুর ও ঘর্ম হবে। ঘাম হবে মেস্কের মত। তাদেরকে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাাহ) এর এলহাম করা হবে যেরূপ নি:শ্বাসের এলহাম করা হয়।"[২]

عَنْ عُتْبَةَ بنِ عبدِ السلمي ﷺ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رسولَ اللهِ أَسَمَعُكَ تَذْكُرُ شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ لاَ أَعْلَمُ فِي الدُّنْيَا شَجَرَةً أَكْثَرَ شَوْكًا مِنْهَا يَعْنِي الطَّلْحَ فَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ:« فَإِنَّ اللهَ يَجْعَلُ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ مِثْلَ خِصْيَةِ التَّيْسِ الْمَلْبُوْدِ- يعني المخصي- فِيْهَا سَبْعُوْنَ لَوْنًا مِنَ الطَّعَامِ، لاَ يَشْبَهُ لَوْنُهُ لَوْنَ الآخَرِ».أخرجه الطبراني الكبير وفي مسند الشاميين.

৭. উতবা ইবনে আব্দ্ আস্‌সুলামী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে বসেছিলাম। এমন সময় একজন গ্রাম্য মানুষ এসে বলল: ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি না কি জান্নাতের এমন একটি গাছের কথা উল্লেখ করেন যার মত বেশি কাঁদিদার বৃক্ষ এ

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫২০ শব্দগুলো তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৯২
[২]. মুসলিম হাঃ নং২৮৩৫

দুনিয়াতে আর আমি জানি না। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি কাঁদির স্থানে খাসি করা ছাগের অণ্ডকোষের ন্যায় করবেন। তাতে সত্তর রকমের খাদ্য থাকবে। যার একটি অন্যটির মত হবে না।"[1]

¿ জান্নাতীদের পানীয়বস্তুর বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

] إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ Z الإنسان: ٥

"নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলগণ পান করবে কাফূর মিশ্রিত পানপাত্র।"
[সূরা দাহার: ৫]

২. আল্লাহর বাণী:

[} ~ كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٧﴾ Z الإنسان: ١٧

"তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে, 'যানজাবীল' (আদ্রক) মিশ্রিত পানপাত্র।" [সূরা দাহার: ১৭]

৩. আল্লাহর বাণী:

] يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتَٰمُهُۥ مِسْكٌ وَفِي ´ µ ¶ ،

وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ Z المطففين: ٢٥ - ٢٨

"তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। তার মোহর হবে কস্তুরী। এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের পানি। এটা একটা ঝরনা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ।" [সূরা তাতফীফ: ২৫-২৮]

---

[1]. হাদীসটি সহী , ত্ববারানী কাবীরে ৭/১৩০ ও মোসনাদে শামীতে ১/২৮২, সিলসিলা সহীহা-আলবানী দেখুন হাঃনং ২৭৩৪

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« الْكَوْثَرُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّة حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوت، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْك ، وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ، وَأَبْيَضُ مِنْ الثَّلْجِ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "হাউজে কাওছার জান্নাতের একটি নহর, যার দু'কিনারা স্বর্ণের এবং স্রোতধারা মুক্তা ও ইয়াকুতের। তার মাটি মেস্কের চেয়েও সুগন্ধি। তার পানি হবে মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি এবং বরফের চেয়েও বেশি সাদা।"[১]

৫. জান্নাতের বৃক্ষরাজি ও ফল-ফলারীর বর্ণনা

১. আল্লাহর বাণী:

[g h i j k l m Z الإنسان: ١٤

"তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে।" [সূরা দাহার: ১৪]

২. আল্লাহর বাণী:

[إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَٰلٍ وَعُيُونٍ ´ µ ¶ ¸ ﴿٤٢﴾ Z المرسلات: ٤١ - ٤٢

"নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুরা থাকবে ছায়ায় এবং প্রসবণসমূহে এবং তাদের বাঞ্ছিত ফল-ফুলের মধ্যে। " [সূরা মুরসালাত: ৪১-৪২]

৩. আল্লাহর বাণী:

[k l m n o p q r Z ص: ٥١

"সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে চাইবে অনেক ফল-মূল ও পানীয়।" [সূরা ছোয়াদ: ৫১]

৪. আল্লাহর বাণী:

[১]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ৩৩৬১ এ শব্দগুলো তারই

[r s t u v ﴿١٥﴾ Z محمد: ١٥

"তাদের জন্যে রয়েছে সেখানে সবধরনের ফল-মূল।"
[সূরা মুহাম্মাদ: ১৫]

৫. আল্লাহর বাণী:

[! " # $ % & ' Z النبأ: ٣١ - ٣٢

"পরহেযগারদের জন্যে রয়েছে সাফল্য, উদ্যান, আঙ্গুর, সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী ।" [সূরা নাবা: ৩১-৩২]

৬. আল্লাহর বাণী:

[[\ ] ^ _ ` Z الرحمن: ٥٢

"উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হবে।" [সূরা রাহমান:৫২]

৭. আল্লাহর বাণী:

[! " # $ % Z الرحمن: ٦٨

"তথায় আছে ফল-মূল, খেজুর ও ডালিম।" [সূরা রাহমান: ৬৮]

৮. আল্লাহার বাণী:

[{ | } ~ ءَامِنِينَ ﴿٥٥﴾ Z الدخان: ٥٥

"তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মূল আনতে বলবে।"
[সূরা দুখান: ৫৫]

৯. আল্লাহর বাণী:

[S T U V W X Y Z [\ ] ^ _ `

a b c d e f g h i j k l m Z

الواقعة: ٢٧ - ٣٣

"আর যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কতই না ভাগ্যবান। তারা থাকবে কাঁটাবিহীন কুল বৃক্ষে এবং কাঁদি কাঁদি কলায় এবং দীর্ঘ ছায়ায় এবং প্রবাহিত পানিতে, প্রচুর ফল-মূলে যা শেষ হবার নয়।"
[সূরা ওয়াকিয়া: ২৭-৩৩]
১০. আল্লাহর বাণী:

] { ~ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَآ © فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ Z الحاقة: ٢٢ - ٢٤

"সুউচ্চ জান্নাতে, তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। বিগতদিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে।" [সূরা হাক্কাহ: ২২-২৪]

عَنْ مَالك بْنِ صَعْصَعَةَ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في قصة المعراج-وفيه-: أن النبي ﷺ قال:« وَرُفِعَتْ لِي سدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قلَالُ هَجَرَ، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُول، في أَصْلهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَار: نَهْرَان بَاطنَان ، وَنَهْرَان ظَاهرَان، فَسَأَلْتُ جبْرِيلَ فَقَالَ: أَمَّا الْبَاطنَان فَفي الْجَنَّة، وَأَمَّا الظَّاهرَان النِّيلُ وَالْفُرَاتُ». متفق عليه.

১১. মে'রাজের ঘটনায় মালেক ইবনে সা'সা' [ﷺ] হতে বর্ণিত, তাতে বর্ণিত হয়েছে, নবী [ﷺ] বলেছেন: "আমাকে সিদরাতুলমুন্তাহা পর্যন্ত উঠানো হলো, তখন দেখলাম তার বরইগুলো হাজারের (মদীনার) মটকের সমান। আর পাতাগুলো হাতির কানের সমান। আর তার মূলে চারটি নহর রয়েছে: দু'টি গোপন নহর আর দু'টি প্রকাশ্য নহর। আমি জিবরাইল [عليه السلام]কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: গোপনীয় দু'টি জান্নাতে আর প্রকাশ্য দু'টি নীল ও ফোরাত।"[১]

عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« إنَّ فِي الْجَنَّة لَشَجَرَةً، يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا». متفق عليه.

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩২০৭ শব্দগুলো তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬২

১২. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"নিশ্চয়ই জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার দূরত্ব দ্রুতগামী অশ্বের উপর আরোহী এক বছরেও অতিক্রম করতে পারবে না।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ ». أخرجه الترمذي.

১৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"জান্নাতের প্রতি বৃক্ষের কাণ্ডগুলো হবে স্বর্ণের।"[২]

¿ জান্নাতের নদীসমূহের বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

q p n m l k j i h g f e d [

البروج: ١١ Z s r

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরিণীসমূহ। এটাই মহাসাফল্য।"
[সূরা বুরূজ: **১১**]

২. আল্লাহার বাণী:

g f e d c b a ` _ ^] \ Z Y X W V [

y x w v u t s r p o n m l k j i h

محمد: ١٥ Z ١٥

"পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তাতে আছে দুর্গন্ধমুক্ত স্বচ্ছ পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরবর্তনীয়, পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর।

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৫৩ শব্দগুলো তারই ও মুসলিম হাঃনং ২৮২৮

[২]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৫২৫, সহীহুল জামে' হাঃ নং ৫৬৪৭ দ্রষ্টব্য

তথায় তাদের জন্যে আছে রকমারি ফল-মূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা।" [সূরা মুহাম্মাদ: ১৫]

৩. আল্লাহর বাণী:

[: ; < = > ? @ A B C D E F Z القمر: ٥٤-٥٥

"আল্লাভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে। যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।" [সূরা কামার: ৫৪-৫৫]

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك ﷺعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّة إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّف، قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِينُهُ أَوْ طِيبُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ». أخرجه البخاري.

৪. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "আমি জান্নাতে চলার সময় একটি নহর দেখলাম যার পাড় দু'টি গর্ভশূন্য মুক্তার গম্বুজ। জিবরীল [ﷺ]কে বললাম এটা কি? তিনি বললেন: ইহা হচ্ছে 'হাউজে কাওছার' যা আপনাকে আপনার প্রতিপালক দান করেছেন। যার মাটি বা খোশবু সুগন্ধ কস্তুরির।" [১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « سَيْحَانُ، وَجَيْحَانُ ،وَالْفُرَاتُ، وَالنِّيلُ، كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ». أخرجه مسلم.

৫. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "সাইহান, জাইহান, ফোরাত ও নীল সবগুলো জান্নাতের নহর।"[২]

¿ জান্নাতের ঝরনাসমূহের বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

] إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ © ﴿٤٥﴾ Z الحجر: ٤٥

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৮১

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৩৯

"নিশ্চয় আল্লাহভীরুরা উদ্যানে ও ঝরনাসমূহে থাকবে।"
[সূরা হিজরঃ ৪৫]

২. আল্লাহর বাণীঃ

] إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ ! " #
$ % & ' (Z الإنسان: ٥ - ٦

"নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে কাফূর মিশ্রিত পানপাত্র। এটা একটা ঝরনা, যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে-তারা একে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে।" [সূরা দাহারঃ ৫-৬]

৩. আল্লাহর বাণীঃ

] وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ Z المطففين: ٢٧ - ٢٨

"তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের পানি। এটা একটা ঝরনা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ।" [সূরা তাতফীফঃ ২৭-২৮]

৪. আল্লাহর বাণীঃ

[R S T U Z الرحمن: ٥٠

"উভয় উদ্যানে আছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ।" [সূরা রাহমানঃ ৫০]

৫. আল্লাহর বাণীঃ

] فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٦٦﴾ Z الرحمن: ٦٦

"তথায় আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ।" [সূরা রাহমানঃ ৬৬]

৬. আল্লাহর বাণীঃ

] { ~ كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا © Z الإنسان: ١٧ - ١٨

"তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে, 'যানজাবীল' (আদা) মিশ্রিত পানপাত্র। এটা জান্নাতস্থিত 'সালসাবীল' নামক একটি ঝরনা।"
[সূরা দাহারঃ ১৭-১৮]

¿ জান্নাতী নারীদের বর্ণনাঃ

১. আল্লাহর বাণী:

[´ µ ¶ ¸ جَنَّٰتٌ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزۡوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضۡوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِٱلۡعِبَادِ ﴿١٥﴾ Z آل عمران: ١٥

“যারা পরহেযগার, আল্লাহর নিকট তাদের জন্যে রয়েছে বেহেশ্ত, যার তলদেশে প্রসবণ প্রবাহিত-তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন।” [সূরা আল-ইমরান:১৫]

২. আল্লাহর বাণী:

~ } | { z y x w v u t s r q[

مِّنَ ٱلۡأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلۡأٓخِرِينَ ﴿٤٠﴾ Z الواقعة: ٣٥ - ٤٠

‘‘আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অত:পর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, কামিনী, সমবয়স্কা, ডান দিকের লোকদের জন্যে। তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্যে থেকে এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে।” [সূরা ওয়াকিয়াঃ ৩৫-৪০]

৩. আল্লাহর বাণী:

[وَعِندَهُمۡ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرۡفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيۡضٌ مَّكۡنُونٌ ﴿٤٩﴾ Z الصافات: ٤٨ - ٤٩

“তাদের কাছে থাকবে নত আয়তলোচনা তরুণীগণ; যেন তারা সুরক্ষিত ডিম।” [সূরা সাফফাত: ৪৮-৪৯]

৪. আল্লাহর বাণী:

[; < = > ? @ A B C D E F Z الواقعة: ٢٢ - ٢٤

“তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়, তারা যাকিছু করত, তার পুরস্কার স্বরূপ।” [সূরা ওয়াকিয়াঃ ২২-২৪]

৫. আল্লাহর বাণী:

[v w x y z { | } ~ ﴿٥٦﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ ٱلۡيَاقُوتُ وَٱلۡمَرۡجَانُ © Z الرحمن: ٥٦ - ٥٨

"তথায় থাকবে আনতনয়না রমণীগণ, কোন জ্বিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে ব্যবহার করেনি। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ।" [সূরা রাহমান: ৫৬-৫৮]

৬. আল্লাহর বাণী:

[+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7

8 Z الرحمن: ٧٠ - ٧٢

"সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ।" [সূরা রাহমান: ৭০-৭২]

عَنْ أَنَس بْنِ مَالك ﷺ عَنْ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« لَرَوْحَةٌ في سَبيلِ اللَّه أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ منْ الدُّنْيَا وَمَا فيهَا ، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدكُمْ مــنْ الْجَنَّــة أَوْ مَوْضعُ قيد يَعْني سَوْطَهُ خَيْرٌ منْ الدُّنْيَا وَمَا فيهَا ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً منْ أَهْلِ الْجَنَّــة اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، وَلَنَصيفُهَا عَلَى رَأْسهَا خَيْرٌ منْ الدُّنْيَا وَمَا فيهَا». متفق عليه.

৭. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "আল্লাহর রাস্তায় সকাল বেলা বা বিকাল বেলা একবার পদচারনা দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা আছে তার চেয়েও উত্তম। আর তোমাদের কারো জান্নাতের এক ধনুক বা এক ছড়ি বরাবর জায়গা দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা আছে তার চেয়েও উত্তম। আর যদি একজন জান্নাতী রমণী জমিনবাসীর প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করত তাহলে আসমান জমিনের মধ্যে উজ্জ্বল করে দিত ও সুগন্ধিতে মুখরিত করে দিত।

আর তার মাথার উড়নাটি দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা আছে তার চেয়েও উত্তম।" [১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺعَنْ رَّسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَــالَ:« إِنَّ أَوَّلَ زُمْـــرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى أَضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ، يُرَى مُـــخُّ سُـــوقِهِمَا مِـــنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ ». متفق عليه.

৮. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি হবে পূর্ণিমা চাঁদের ন্যায়। তার পরেরটি হবে আকাশে উজ্জ্বল তারকার ন্যায়। প্রতিটি মানুষের দু'টি করে স্ত্রী হবে যাদের পায়ের নলার অভ্যন্তরের মজ্জা দেখা যাবে গোশতের ভিতর থেকে।" [২]

¿ জান্নাতের আতর ও সুগন্ধিসমূহ:

ইহা ব্যক্তি বিশেষে ও তাদের মর্যাদা ও মঞ্জিল হিসাবে বিভিন্ন ধরনের হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَـــى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً ، لَا يَبُولُونَ ،وَلَا يَتَغَوَّطُونَ ،وَلَا يَتْفِلُونَ ،وَلَا يَمْتَخِطُونَ، أَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ ،وَمَجَامِرُهُمْ الْأَلُوَّةُ الْـــأَنْجُوجُ عُودُ الطِّيبِ ، وَأَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ ، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি পূর্ণিমা চাঁদের মত উজ্জ্বল

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৭৯৬ শব্দগুলো তারই ও মুসলিম হাঃনং ১৮৮০

[২]. বুখারী হাঃ নং ৩২৪৬ ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৩৪ শব্দগুল তারই।

আকৃতিতে প্রবেশ করবে। অত:পর প্রবেশ করবে আকাশের সবচেয়ে দিপ্তমান তারকার মত উজ্জ্বল হয়ে। সেখানে পেশাব-পায়খানা করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না। তাদের চিরুনিগুলো হবে স্বর্ণের, ঘর্ম হবে মেস্কের মত, তাদের ধূপ হবে চন্দন কাঠের এবং স্ত্রীগণ হবে হূরুল 'ঈন (ডাগরচক্ষু বিশিষ্ট হুরগণ)। সকলের আকৃতি তাদের বাবা আদম [ﷺ]-এর মত ষাট হাত লম্বা একই রকমের হবে।"[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ،وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». أخرجه البخاري.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি কোন সন্ধিকৃত অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না। আর নিশ্চয়ই জান্নাতের সুগন্ধি চল্লিশ বছরের রাস্তার দূর থেকে পাওয়া যাবে।"[২]

وفي لفظ: « وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ».

৩. অন্য এক শব্দে এসেছে:"আর নিশ্চয়ই জান্নাতের সুগন্ধি সত্তর বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।"[৩]

¿ জান্নাতী স্ত্রীগণের গান:

عَنْ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم:« إِنَّ أَزْوَاجَ أَهْلِ الجَنَّة لَيُغَنِّيْنَ أَزْوَاجَهُنَّ بِأَحْسَنِ أَصْوَاتٍ سَمِعَهَا أَحَدٌ قَطٌّ، إِنَّ مِمَّا يُغَنِّيْنَ : نَحْنُ الْخَيْرَاتُ الْحِسَانُ، أَزْوَاجُ قَوْمٍ كِرَامٍ، يَنْظُرْنَ بِقُرَّةِ أَعْيَانٍ. وَإِنَّ مِمَّا يُغَنِّيْنَ بِهِ : نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلاَ يَمُتْنَهْ ، نَحْنُ الآمِنَاتُ فَلاَ يَخَفْنَهْ ، نَحْنُ الْمُقِيْمَاتُ فَلاَ يَظْعَنَّهْ». أخرجه الطبراني في الأوسط.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৩২৭ শব্দগুল তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৩৪

[২]. বুখারী হাঃ নং ৩১৬৬

[৩]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ ১৪০৩, ইবনে মাজাহ হাঃ ২৬৮৭

ইবনে উমার [ﷻ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "জান্নাতী স্ত্রীগণ এমন মিষ্টি কণ্ঠে গান গাইবে যা কেউ কখনো শুনেনি। তাদের গানের মধ্য হতে: আমরা অতি সুন্দরী, সম্মানী জাতির স্ত্রী, চক্ষুশীতল দৃষ্টিতে চাহণী। জান্নাতে তাদের গানের মধ্যে আরো হলো: আমরা চিরস্থায়ী কখনো মরবো না, আমরা শান্তিনী ভয়ের কিছু নেই, আমরা বসবাসকারিণী ভ্রমণকারিণী নই।" [১]

¿ জান্নাতীদের সহবাস:

১. আল্লাহর বাণী:

. - , + *) (' & % $ # " ! [

/ O Z يس: ٥٥ - ٥٦

"এদিন জান্নাতীরা মশগুল থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে।"
[সূরা ইয়াসীন: ৫৫-৫৬]

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:« إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةُ مِائَةِ رُجُلٍ فِيْ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالشَّهْوَةِ وَالجِمَاعِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اليَهُوْدِ: فَإِنَّ الَّذِيْ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُوْنُ لَهُ الحَاجَةُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :« حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيْضُ مِنْ جِلْدِهِ فَإِذَا بَطْنُهُ قَدْ ضَمَرَ». أخرجه الطبراني والدارمي.

২. জায়েদ ইবনে আরকাম [ﷻ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:"জান্নাতীদের একজনকে পানাহার, কামনা ও সহবাসের ব্যাপারে একশ জনের শক্তি দেওয়া হবে।" একজন ইহুদি লোক বলল: যে পানাহার করবে তারতো প্রাকৃতিক প্রয়োজন হবে,

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, তবরানী আওসাতে হাঃ নং ৪৯১৭ সহীহুল জামে' হাঃ নং ১৫৬১ দ্রঃ

(তার উত্তরে) রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:“তাদের হাজাত পূরণ হবে চামড়া হতে ঘর্ম দ্বারা আর তার পেট তখন সঙ্কুচিত হয়ে যাবে।”[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلْ نَصِلُ إلى نِسَائِنَا فِي الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ:« إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ فِيْ الْيَوْمِ إِلَى مِائَةِ عَذْرَاءَ». أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في صفة الجنة.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলা হলো: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীগণের সাথে সহবাস করব? তিনি বললেন: একজন মানুষ একদিনে একশত জন কুমারীর সাথে সহবাস করবে।”[২]

¿ জান্নাতে সন্তান লাভ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي ». أخرجه أحمد والترمذي.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: “কোন মু’মিন যখন জান্নাতে সন্তান চাইবে তখন তার গর্ভধারণ, প্রসব ও বয়স এক মুহূর্তের মধ্যে সব হয়ে যাবে, যেমন সে চাইবে।”[৩]

¿ জান্নাতীদের শান্তির স্থায়িত্ব:

১. আল্লাহর বাণী:

1 / . - + *) (& % $ # " [

الرعد: ٣٥ Z 9 8 7 6 4 3 2

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, তবারানী মু‘জামুল কাবীরে ৫/১৭৮ ইহা তারই শব্দ, দারমেী হাঃ নং ২৭২১ সহীহুল জামে’ ১৬২৭ হাঃ দ্রঃ

[২]. হাদীসটি সহীহ, তবারানী আওসাতে হাঃ নং ৫২৬৩, আবু নাঈম সিফাতুল জান্নাতে হাঃ নং ৩৭৩ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ৩৬৭ দ্রঃ

[৩]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১১০৭৯, তিরমিযী হাঃ নং ২৫৬৩

"পরহেযগারদের জন্যে প্রতিশ্রুতি জান্নাতের অবস্থা এই যে, তার নিম্নে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও। এটা তাদের প্রতিদান, যারা সাবধান হয়েছে এবং কাফেরদের প্রতিফল অগ্নি।" [সূরা রা'দ: ৩৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يُنَادِي مُنَاد إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا ،وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"জান্নাতীদেরকে ডেকে একজন আহ্বানকারী বলবে: তোমরা সর্বদা সুস্থ থাকবে কখনোই আর অসুস্থ হবে না। চিরজীবন থাকবে কখনো মরবে না। চিরকুমার থাকবে আর কখনো বুড়ো হবে না। আর চিরসুখী থাকবে কখনো অসুখী হবে না। ইহাই হলো আল্লাহর বাণী: "আহ্বান করে বলা হবে আর ইহাই তোমাদের জান্নাত যা তোমাদের কৃতকর্মের বদলায় উত্তরাধিকারী হয়েছ।"[১]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلْ يَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ:« لاَ، النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتُ». أخرجه البزار.

৩. জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলা হলো: হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতীরা কি ঘুমাবে? তিনি বললেন: "না, ঘুম মৃত্যুর ভাই।"[২]

---

[১]. মুসলিম হাঃনং ২৮৩৭

[২]. হাদীসটি সহীহ, বায্যার হাঃনং ৩৫১৭, কাশফুল আসতার, সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১০৮৭ দ্রঃ

¿ জান্নাতের স্তরসমূহঃ

১. আল্লাহর বাণী:

[Z Y X W V T S R Q P O [

Z الإسراء: ٢١

“দেখুন, আমি তাদের একদলকে অপরের উপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম। পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্যদায় শ্রেষ্ঠ এবং ফজিলতে শ্রেষ্ঠতম।” [সূরা বানি ইসরাঈল: ২১]

২. আল্লাহর বাণী:

] وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ à ٱلْعُلَىٰ â جَنَّٰتُ عَدْنٍ

تَجْرِى مِن ç è é ê وَذَٰلِكَ جَزَآءُ î ï ﴿٧٦﴾ Z طه: ٧٥ - ٧٦

“আর যারা তাঁর কাছে আসে এমন ঈমানদার হয়ে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা। জান্নাতে আদন (বসবাসের) এমন পুস্পোদ্যান রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটা তাদেরই পুরস্কার, যারা পবিত্র হয়।” [সূরা ত্বোয়া-হা: ৭৫-৭৬]

৩. আল্লাহর বাণী:

] وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ ﴿١٠﴾ © ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ

´ µ ¶ ¸ ﴿١٤﴾ Z الواقعة: ١٠ - ١٤

“অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তারাই নৈকট্যশীল, অবদানের উদ্যানসমূহে, তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে।” [সূরা ওয়াকিয়া: ১০-১৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَنْ آمَنَ بِاللَّه وَبِرَسُوله وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ ،كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّه أَنْ يُدْخلَــهُ الْجَنَّةَ ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِه الَّتِي وُلِدَ فِيهَا ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ

اللَّه: أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ:« إِنَّ فِي الْجَنَّة مائَةَ دَرَجَة أَعَدَّهَا اللَّهُ للْمُجَاهِـــدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّه، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا سَـــأَلْتُمُ اللَّـــهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّة وَأَعْلَى الْجَنَّة أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الـــرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّة ». أخرجه البخاري.

৪. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনলো, সালাত কায়েম করলো ও রমজানের সিয়াম পালন করলো আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। চাহে সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক বা তার জন্মস্থভূমিতে বসে থাকুক। তাঁরা [ﷺ] বললেন: হে আল্লাহর রসূল! মানুষদের কি এর সুসংবাদ দিবো না ? তিনি [ﷺ] বললেন:"জান্নাতে ১০০টি স্তর রয়েছে যা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাহে জেহাদকারীদের জন্যে তৈরী করে রেখেছেন। প্রতি দু'টি স্তরের মাঝের দূরত্ব আসমান জমিনের দূরত্বের সমান। অতএব, যখন তোমরা আল্লাহর নিকট জান্নাত চাইবে, তখন জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে, উহা জান্নাতের মধ্যস্থান এবং সর্বোচ্চ। আমি তার উপরে রাহমানের আরশ দেখছি। সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হবে।" [১]

¿ মু'মিনদের সন্তানগণকে তাদের মর্যাদা দান করা হবে যদিও তারা আমলে নিম্নস্তরের:

আল্লাহর বাণী:

a ` _ ^] \ [Z Y X W V U [

Z i h g f e d b الطور: ٢١

"যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের

১. বুখারী হাঃ নং ২৭৯০

আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী।" [সূরা তূর: ২১]

¿ জান্নাতের ছায়ার বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

z y x w v u t s r q p [

{ | | ~ فِيهَآ أَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞۖ وَنُدۡخِلُهُمۡ ظِلّٗا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾ Z النساء: ٥٧

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, অবশ্যই আমি প্রবিষ্ট করাব তাদেরকে জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ। তাদেরকে আমি প্রবিষ্ট করাব ঘন ছায়ানীড়ে।" [সূরা নিসা: ৫৭]

২. আল্লাহর বাণী:

` _ ^] \ [Z Y X W V U T S [

a b Z الواقعة: ٢٧ - ٣٠

"যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কতই না ভাগ্যবান। তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে এবং কাঁদি কাঁদি কলায় এবং দীর্ঘ ছায়ায়।" [সূরা ওয়াকিয়া:২৭-৩০]

৩. আল্লাহর বাণী:

k j i h g f e d c b a ` ^] \ [[

l m Z الإنسان: ١٣ - ١٤

"তারা সেখানে পালঙ্কে-সোফায় হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না।" [সূরা দাহার: ১৩-১৪]

৪. আল্লাহর বাণী:

1 / . - + *) (& % $ # " [

الرعد: ٣٥ Z 9 8 7 6 4 3 2

“পরহেযগারদের জন্যে প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা এই যে, তার নিম্নে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও।” [সূরা রা‘দ: ৩৫]

¿ জান্নাতের উচ্চতা ও প্রশস্ততা:

১. আল্লাহর বাণী:

f e d c b a ` _ ^] \ [Z Y X W [

الغاشية: ٨ - ١١ Z

“অনেক মুখমণ্ডল হবে সজীব, তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট। তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে। তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা।” [সূরা গাশিয়া: ৮-১১]

২. আল্লাহর বাণী:

+ *) (' & % $ # " [

آل عمران: ١٣٣ Z - ,

“তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন বরাবর। যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য।” [সূরা আল-ইমরান: ১৩৩]

৩. আল্লাহর বাণী:

n m l k j i h g f e d c [

Z ~ } | { z x w v u t s q p o

الحديد: ٢١

“তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে

আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাসীদের জন্যে। এটা আল্লাহর কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী।" [সূরা হাদীদ: ২১]

¿ জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». أخرجه مسلم.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন যে:"যখন তোমরা মুয়ায্যিনের আজান শুনবে তখন তার মত হুবহু বলবে। অত:পর আমার প্রতি দরুদ পাঠ করবে; কারণ যে আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন। এরপর আমার জন্য অসিলা চাইবে; কারণ উহা জান্নাতের এমন একটি মর্যাদা যা আল্লাহর বান্দাদের এক জনের জন্যই উপযোগী। আমি আশাবাদি ঐ ব্যক্তি আমিই হব। অতএব, যে ব্যক্তি আমার জন্য অসিলা চাইবে তার জন্য আমার সুপারিশ বৈধ হয়ে যাবে।"[১]

¿ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্থানের জান্নাতীগণ:

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ أن رسول الله قال:« سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلْ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ ؟

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৩৮৪

فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْك مَلك من مُلُوك الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ، فَيَقُولُ: لَكَ ذَلكَ وَمثْلُهُ وَمثْلُهُ وَمثْلُهُ وَمثْلُهُ ، فَقَالَ فِي الْخَامسَة، رَضِيتُ رَبِّ ، فَيَقُولُ : هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَاله وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ .

قَالَ: رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، قَالَ: وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:﴿ **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ** ﴾ .أخرجه مسلم. وَفِي لَفْظٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ : « فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا». متفق عليه.

মুগীরা ইবনে শু'বা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "মূসা [ﷺ] তাঁর রবকে জিজ্ঞাসা করেন: সর্বোনিম্ন মর্যাদার জান্নাতী ব্যক্তি কে হবেন? আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: সে হলো এমন একজন ব্যক্তি যাকে সকল জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর নিয়ে আসা হবে এবং তাকে বলা হবে: জান্নাতে প্রবেশ কর, তখন সে বলবে: হে রব ইহা কিভাবে সম্ভব! সকল মানুষ তো তাদের স্ব স্ব স্থানে অবতরণ করেছে এবং যার যা তা গ্রহণ করেছে?

তখন তাকে বলা হবে: দুনিয়ার কোন বাদশাহর বাদশাহী পরিমাণ তোমার রাজত্ব হলে খুশি হবে? তখন সে বলবে: সন্তুষ্ট হবো হে রব! তখন আল্লাহ বলবেন: তোমার জন্য উহা ও অনুরূপ আরো চারগুণ। তখন সে পঞ্চমবারে বলবে: সন্তুষ্ট হয়েছি হে রব! আল্লাহ বলবেন: ইহা তোমার জন্যে এবং অনুরূপ আরো দশগুণ বেশি ও তোমার মনে যা চায় ও যা দ্বারা চোখ জুড়ায়। সে বলবে: সন্তুষ্ট হয়েছি হে রব!

মূসা(ﷺ) বলেন: হে রব! তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী কে? আল্লাহ বলেন: ওদেরকেই তো চেয়েছি, তাদের সম্মানকে আমার হাত দ্বারা রোপন করেছি এবং তার উপর মোহরঙ্কন করেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি আর কোন কর্ণ শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরেও জাগে

নি। এর প্রমাণে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: "কোন মানুষ জানে না যা তাদের জন্য গোপন করে রাখা হয়েছে চক্ষুশীতলকারী জিনিসের মধ্য হতে।"[১]

বুখারী ও মুসলিমের অন্য শব্দে সর্বোনিম্ন জান্নাতী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে: "তোমার জন্যে দুনিয়া পরিমাণ ও ওর সমান দশগুণ আরো বেশি।"[২]

¿ জান্নাতীদের সর্বোত্তম নেয়ামত: (আল্লাহ্‌কে দর্শন)

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[{ ~ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا

© طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ µ ¶ ¸

ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾ Z التوبة: ٧٢

"আল্লাহ মুমিন পুরুষ মুমিন নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানুন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রসবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানুন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত: এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটিই হল মহান কৃতকার্যতা।" [সূরা তাওবাহ:৭২]

২. আল্লাহর বাণী:

[ ) * + , - . / 0 Z القيامة: ٢٢ - ٢٣

"সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।" [সূরা ক্বিয়ামা: ২২-২৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ،قَالَ: هَلْ تُضَارُّونَ فِي

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৮৯

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৭১ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৬

الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, কিছু মানুষ রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করল। আমরা কি আমাদের পালনকর্তাকে দেখতে পাব? রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল: না, ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন: তোমাদের কি মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল: না, ইয়া রসূলাল্লাহ ! তিনি বললেন: তোমরা অনুরূপ আল্লাহকে দেখবে।"[১]

عَنْ صُهَيْبٍ ﷺعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنْ النَّارِ ؟قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ ،فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ». أخرجه مسلم.

৩. সুহাইব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন: তোমাদের জন্যে এরচেয়ে আর কিছু বাড়িয়ে দেব? জান্নাতীরা বলবে: আপনি কি আমাদের চেহারাগুলো উজ্জ্বল করে দেননি? আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং আগুন থেকে পরিত্রান দেননি? নবী [ﷺ] বলেন: আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর পর্দা খুলে দিবেন। অতএব, তাদেরকে ইতিপূর্বে এমন কিছু দেওয়া হয়নি, যা তাদের প্রতিপালকের প্রতি দৃষ্টিপাতের চেয়েও অধিক প্রিয়।"[২]

¿ জান্নাতের নেয়ামতসমূহের বর্ণনা:

নিম্নে জান্নাতের কিছু চিত্র ও তার মধ্যের স্থায়ী নেয়ামতসমূহের বর্ণনা। আল্লাহ আমাদের, আপনাদের ও সকল মুসলমানদের জান্নাতের অধিবাসী করুন। নিশ্চয়ই তিনি অতি দানশীল ও মহৎ।

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৮০৬ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮২ শব্দগুলো তারই

[২]. মুসলিম হাঃ নং ১৮১

১. আল্লাহর বাণী:

] { ~ بِـَٔايَٰتِنَا وَكَانُوا۟ مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ

تُحْبَرُونَ © يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا ´ µ

¶ ¸ وَأَنتُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِىٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَٰكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ Z الزخرف: ٦٩ - ٧٣

"তোমরা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে এবং তোমরা আজ্ঞাবহ ছিলে জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ স্বানন্দে। তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে। এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটা তোমাদের কর্মের ফল। তথায় রয়েছে তোমাদের জন্যে প্রচুর ফল-মূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে।" [সূরা যুখরুফ: ৬৯-৭৩]

২. আল্লাহর বাণী:

r q p o n m l k j i h g f [

} | { z y x w v u t s

~ ءَامِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ وَوَقَىٰهُمْ

عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ Z الدخان: ٥١ - ٥٦

"নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুগণ নিরাপদ স্থানে থাকবে- উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে। তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমীবস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে আয়তলোচনা স্ত্রী দেব। তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মূল আনতে বলবে। তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না, প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার রব তাদরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করবেন।" [দুখান: ৫১-৫৬]

৩. আল্লাহর বাণীঃ

e d c b a ` ^] \ [Z Y X W V U [

t s r q p o n m l k j i h g f

u v w x y z { | } ~ كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا

تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا © وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا ´ µ ¶ ¸ ثَمَّ

رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾ Z

الإنسان: ١٢ - ٢٢

“এবং তাদের ধৈর্যের প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। তারা সেখানে সোফায় হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না। তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে। তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত পানপাত্রে। রূপালী স্ফটিক পাত্রে-পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে ‘জানজাবীল’ (আদা) মিশ্রিত পানপাত্র। এটা জান্নাতস্থিত ‘সালসাবীল’ নামক একটি ঝরনা। তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা। আপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন নেয়ামতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। তাদের আবরণ হবে পাতলা সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কঙ্কণ এবং তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন ‘শারাবান-ত্বহুরা’ এটা তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে।”
[সূরা দাহারঃ ১২-২২]

৪. আল্লাহর বাণী:

] وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ ﴿١٠﴾ © ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ

´ µ ¶ ¸ ﴿١٤﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِـِٔينَ عَلَيْهَا مُتَقَٰبِلِينَ ﴿١٦﴾

/ . - , + *) (' & % $ # " !

= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

M L K J I H G F E D C B A @ ? >

الواقعة: ١٠ - ٢٦ Z R Q P O N

"অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তারাই নৈকট্যশীল, অবদানের উদ্যানসমূহে। তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে। স্বর্ণ খচিত সিংহাসনে। তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মখোমুখি হয়ে। তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি শূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে, যা পান করলে তাদের শির:পীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না। আর তাদের পছন্দমত ফল-মূল নিয়ে। এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়ে। তথায় থাকবে আয়তনয়না হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মতির ন্যায়, তারা যা কিছু করত, তার পুরস্কার স্বরূপ। তারা তথায় অবান্তর ও কোন খারাপ কথা শুনবে না। কিন্তু শুনবে সালাম আর সালাম।"
[সূরা ওয়াকিয়া: ১০-২৬]

৫. আল্লাহর বাণী:

` _ ^] \ [Z Y X W V U T S [

n m l k j i h g f e d c b a

| { z y x w v u t s r q p o

} ~ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾ Z الواقعة: ٢٧ - ٤٠

“যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান। তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে এবং কাঁদি কাঁদি কলায় এবং দীর্ঘ ছায়ায় এবং প্রবাহিত পানিতে, ও প্রচুর ফল-মূলে, যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধ নয়, আর থাকবে সমুন্নত শয্যায়। আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অত:পর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, কামিনী, সমবয়স্কা ডান দিকের লোকদের জন্যে।” [সূরা ওয়াকিয়া:২৭-৪০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ،وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ،وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ . متفق عليه.

৬. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন: “আমার নেক বান্দাদের জন্যে আমি এমন (জান্নাত) বানিয়ে রেখেছি যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরেও জাগেনি। এর প্রমাণ আল্লাহর কিতাবে:“কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে।”[১]

¿ জান্নাতীদের জিকির-আজকার ও কথাবার্তা:

১. আল্লাহর বাণী:

] وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ إِلَى © زُمَرًا حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ ´ µ ¶ ¸ فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا۟ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُۥ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ﴿٧٤﴾ Z الزمر: ٧٣ - ٧٤

[১]. বুখারী হাঃনং৩২৪৪ ও মুসলিম হাঃনং ২৮২৪ শব্দগুলো তারই

“যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক। অত:পর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই না চমৎকার।” [সূরা যুমার:৭৩-৭৪]

২. আল্লাহর বাণী:

B A ? > = < ; : 9 8 [

O N M L K J I G F E D C

يونس: ٩- ١٠ Z X W V U T S R Q

“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে হেদায়েত করবেন তাদের পালনকর্তা, তাদের ঈমানের মাধ্যমে। এমন সমুদয় কনুন-কুঞ্জের প্রতি যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রসবণসমূহ। সেখানে তাদের প্রার্থনা হল, ‘পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ্’। আর শুভেচ্ছা হল সালাম আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয়, ‘সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য’ বলে। [সূরা ইউনুস: ৯-১০]

৩. আল্লাহর বাণী:

الواقعة: ٢٥ - ٢٦ Z R Q P O N M L K J I H G [

“তারা তথায় অবান্তর ও কোন খারাপ কথা শুনবে না। কিন্তু শুনবে সালাম আর সালাম।” [সূরা ওয়াকিয়া:২৫-২৬]

৪. নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّة يَــأْكُلُون فِيهَــا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَتْفُلُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ قَالُوا فَمَــا بَــالُ

الطَّعَامِ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ ». أخرجه مسلم.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন:“জান্নাতীরা জান্নাতে খাবে, পান করবে, থুথু ফেলবে না, পেশাব-পায়খানা করবে না এবং নাকের ময়লা বের হবে না। তাঁরা (সাহাবাগণ) বললেন, তাহলে খাদ্যের কি হবে? তিনি [ﷺ] বললেন: ঢেকুর উঠবে ও মেস্কের খোশবুর মত ঘামে পরিণত হবে। সর্বাদা তাদের অন্তরে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহমীদ (আল-হামদু লিল্লাাহ)-এর শ্বাস-নি:শ্বাসের মত এলহাম তথা অনুপ্রেরণা করা হবে।”[১]

¿ জান্নাতীদের প্রতি প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম:

১. আল্লাহর বাণী:

] هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ à ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾ ! " # $ & ' ( ) * Z الأحزاب: ٤٣ – ٤٤

“তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও রহমতের দোয়া করেন−অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোতে বের করার জন্য। তিনি মুমিনরদের প্রতি পরাম দয়ালু। যেদিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে; সেদিন তাদের অভিবাদন হবে সালাম। তিনি তাদের জন্যে সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।” [সূরা আহযাব:৪৩-৪৪]

২. আল্লাহর বাণী:

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = Z يس: ٥٧ - ٥٨

“সেখানে তাদের জন্যে থাকবে ফল-মূল এবং যা চাইবে। করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরেকে বলা হবে ‘সালাম’।”
[সূরা ইয়াসীন: ৫৮]

---

[১]. মুসলিম হা: নং ২৮৩৫

¿ জান্নাতে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম দান:

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّة يَا أَهْلَ الْجَنَّة ! فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَـــدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْط أَحَدًا منْ خَلْقكَ ، فَيَقُولُ: أَلَا أُعْطيكُمْ أَفْضَلَ منْ ذَلكَ؟ فَيَقُولُونَ يَـــا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْـــدَهُ أَبَدًا». متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতীদের বলবেন: "হে জান্নাতবাসীগণ! তারা বলবে: উপস্থিত হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার কল্যাণ চাই এবং কল্যাণ একমাত্র অপনার হাতেই। আল্লাহ তা'য়ালা আবার বলবেন: তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে: কেনইবা সন্তুষ্ট হবো না, হে আমাদের রব! যেখানে আপনি আমাদের এমন সবজিনিস প্রদান করেছেন যা আপনার অন্য বান্দাদের দান করেননি। আল্লাহ তা'য়ালা আবার বলবেন: এরচেয়েও কি উত্তম জিনিস তোমাদেরকে দিব না? তারা বলবে: হে আমাদের রব! এরচেয়েও আর কি উত্তম জিনিস আছে? আল্লাহ বলবেন: তোমাদের জন্য আমার সন্তুষ্টি অবধারিত হয়েছে আর কখনো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না।" [১]

হে আল্লাহ! আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজন ও সকল মসুলিমদের প্রতি রাজি হও এবং তোমার দয়া দ্বারা আমাদেরকে জান্নাতে নাঈমে প্রবেশ করাও।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৪৯ ও মসুলিম হাঃ নং ২৮২৯ শব্দগুলো তারই

¿ উম্মতে মুহাম্মদীর জান্নাতীদেরর সংখ্যা:

عَنْ عَبْدِ اللَّه بن مسعود ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي قُبَّة فَقَـــالَ:« أَتَرْضَـــوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّة؟ قُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّـــة ، قُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّة ؟ قُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ : وَالَّذي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَده ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نصْفَ أَهْلِ الْجَنَّة ، وَذَلكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلمَةٌ ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْك إِلَّا كَالشَّعْرَة الْبَيْضَاء فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَد ، أَوْ كَالشَّعْرَة السَّوْدَاء فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ».متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবী [ﷺ]-এর সঙ্গে একটি তাঁবুর ভিতরে ছিলাম এমন সময় রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "তোমরা জান্নাতের এক চতুর্থাংশ হলে খুশী হবে? আমরা বললাম: হাঁ। তিনি [ﷺ] আবার বললেন: জান্নাতের এক তৃতীয়াংশ হলে তোমরা খুশী হবে? আমরা বললাম: হাঁ। তিনি [ﷺ] আবার বললেন: জান্নাতের অর্ধেক হলে খুশী হবে? আমরা বললাম: হাঁ। তিনি [ﷺ] বললেন: আমি আশাবাদি যে, তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে। আরো স্মরণ রাখ যে, মুসলিম ছাড়া জান্নাতে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমরা মুশরিকদের মুকাবেলায় একটি কালো গরুর গায়ে একটি সাদা চুলের ন্যায় মাত্র। অথবা একটি লাল গরুর গায়ে একটি কালো চুলের সমান মাত্র।" [১]

¿ জান্নাতীদের গুণাবলী:

১. আল্লাহর বাণী:

أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا ~ } | { z [

خَٰلِدُونَ ﴿٨٢﴾ Z البقرة: ٨٢

[১].বুখারী হাঃ নং ৬৫২৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২২১

“আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে।” [সূরা বাকারা: ৮২]

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« ...وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ....». أخرجه مسلم.

২. ‘ইয়ায ইবনে হেমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: “তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতী: ইনসাফকারী, দানবীর ও সফল বাদশাহ। নরম অন্তরের মানুষ যে প্রতিটি আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিমের প্রতি দয়াশীল। সৎচরিত্রবান এবং সংযমশীল অধিক সন্তানের পিতা।” [১]

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قَالُوا بَلَى، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ ...». متفق عليه.

৩. হারেছা ইবনে ওয়াহ্‌ব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে শুনেছেন, তিনি [ﷺ] বলেন: “তোমাদেরকে জান্নাতীদের খবর দিব না? তাঁরা [ﷺ] (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন হ্যাঁ। নবী [ﷺ] বললেন: “প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি যাকে মানুষ হেলাফেলা করে। কিন্তু যদি সে আল্লাহ্ উপর কসম করে তাহলে আল্লাহ্ তার কসমকে পূরণ করেন- ----।” [২]

¿ সর্বাধিক জান্নাতী কারা হবে:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ». متفق عليه

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৬৫

[২]. বুখারী হাঃ ৪৯১৮ ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৫৩ শব্দগুলো তারই

ইমরান ইবনে হুসাইন [ﷺ] হতে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন: "জান্নাতে উঁকি মেরে দেখলাম সর্বাধিক জান্নাতী হচ্ছে গরিব-মিসকিনরা। আর জাহান্নামে দেখলাম সবচেয়ে বেশি জাহান্নামী মহিলারা।"[১]

¿ সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ:« إِنَّ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْ النَّارِ، رَجُلٌ يَخْــرُجُ حَبْوًا فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ : ادْخُلْ الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ: رَبِّ الْجَنَّةُ مَلْأَى، فَيَقُولُ لَهُ ذَلِــكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَكُلُّ ذَلِكَ يُعِيدُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ مَلْأَى، فَيَقُولُ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مِرَارٍ ».متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী ও জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলো: যে হামাগুড়ি দিয়ে বের হবে তখন তার রব তাকে বলবেন: যাও জান্নাতে প্রবেশ কর; সে বলবে: হে রব! জান্নাত ভরে গেছে। এভাবে আল্লাহ্ তাকে তিনবার বলবেন। প্রতিবারই সে বলবে: জান্নাত ভরে গেছে। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলবেন: তোমার জন্যে দুনিয়ার সমান দশগুণ রয়েছে।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩২৪১ শব্দগুলো তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৩৭

[২]. বুখারী হাঃ নং ৭৫১১ শব্দগুলো তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৬

জাহান্নামের বর্ণনা

¿ **জাহান্নাম:** জাহান্নাম হলো আজাব তথা শাস্তির নিবাস। ইহা আল্লাহ তা'য়ালা কাফের ও পাপিষ্ঠদের জন্য আখেরাতের প্রতিদান হিসাবে তৈরী করে রেখেছেন।

¿ এখানে ধ্বংসকারী জাহান্নাম ও তার বিভিন্ন ধরণের আজাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো; যাতে করে জাহান্নাম থেকে ভয় ও দূরে থাকার কারণ হতে পারে। নি:সন্দেহে সফলকাম একমাত্র জান্নাত হাসিলে ও জাহান্নাম থেকে নাজাতে। আর ইহা সম্ভব ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা এবং শিরক ও পাপ থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে। হে আল্লাহ ! আমাদের জান্নাত লাভে বিজয়ী করিও আর জাহান্নাম থেকে নাজাত দিও। জাহান্নাম বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নিম্নে বর্ণনা দেয়া হলো।

¿ **জাহান্নামের প্রসিদ্ধ নামসমূহ:**

১. "নার" অর্থাৎ আগুন:

আল্লাহর বাণী:

] وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ Z النساء: ١٤

"যে কেউ আল্লাহ্ ও রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। " [সূরা নিসা: ১৪]

২. "জাহান্নাম" অর্থাৎ দোজখ।

আল্লাহর বাণী:

] إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ Z النساء: ١٤٠

"আল্লাহ জাহান্নামে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।" [সূরা নিসা: ১৪০]

৩. "জাহীম" অর্থাৎ প্রচণ্ড উত্তপ্ত আগুনঃ

আল্লাহর বাণীঃ

Z (' & % $ # " ! [

المائدة: ١٠

"যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নিদর্শনাবলী মিথ্যা বলে, তারা জাহীমবাসী।" [সূরা মায়েদাঃ ১০]

৪. "সা'ঈর" অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত শিখাঃ

আল্লাহর বাণীঃ

الأحزاب: ٦٤ Z : 9 8 7 6 5 4 3 [

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের প্রতি অভিশাপ করেন এবং তাদের জন্যে সা'ঈর তথা প্রজ্জ্বলিত শিখা তৈরী করে রেখেছেন।"

[সূরা আহযাবঃ ৬৪]

৫. "সাকার" অর্থাৎ ঝলসানো আগুনঃ

আল্লাহর বাণীঃ

] يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ Z القمر: ٤٨

"যেদিন তাদের মুখ হেঁচড়ে টেনে নেয়া হবে সাকারে (ঝলসানীয় আগুনে), বলা হবেঃ অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর।" [সূরা কামারঃ ৪৮]

৬. "হুত্বামাহ্" অর্থাৎ পিষ্টকারীঃ

আল্লাহর বাণীঃ

N M L K J I H G F E D C A [

الهمزة: ٤ - ٦ Z O

"কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি? এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।"

[সূরা হুমাযাহঃ৪-৬]

৭. "লাযা" অর্থাৎ লেলিহান অগ্নিঃ

আল্লাহর বাণীঃ

١٧ - ١٥ المعارج: Z F E D C B A @ ? > = < : [

"কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি, যা চামড়া তুলে দিবে। সে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল।" [সূরা মা'আরিজঃ ১৫-১৭]

৮. "দারুল বাওয়ার" অর্থাৎ ধ্বংসের ঘরঃ

আল্লাহর বাণীঃ

` _ ^] \ [Z Y X W V U T S [

٢٩ - ٢٨ إبراهيم: Z e d c a

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরিতে পরিণত করেছে এবং স্বজাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংসের আলয়ে-দোযখের? তারা তাতে প্রবেশ করবে সেটা কতই না মন্দ আবাস।" [সূরা ইবরাহীমঃ ২৮-২৯]

¿ জাহান্নামের স্থানঃ

১. আল্লাহর বাণীঃ

٧ المطففين: Z ' & % $ # " ! [

"এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে।" [সূরা তাতফীফঃ ৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:«... وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِذَا قُبِضَتْ نَفْسُهُ وَذُهِبَ بِهَا إِلَى بَابِ الأَرْضِ، يَقُوْلُ خَزَنَةُ الأَرْضِ: مَا وَجَدْنَا رِيْحًا أَنْتَنَ مِنْ هَذِهِ، فَتَبْلُغُ بِهَا إِلَى الأَرْضِ السُّفْلَى». أخرجه الحاكم وابن حبان.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: -------
“আর কাফেরের যখন জান কবজ করা হবে এবং তা নিয়ে জমিনের দরজা পর্যন্ত যখন পৌঁছানো হবে তখন জমিনের পাহারাদার বলবেন: এর চাইতে পচা দুর্গন্ধ আর কখনো আমরা পাইনি। অত:পর উহা নিম্নতর জমিনে পৌঁছে দেয়া হবে।”[১]

¿ জাহান্নামীদের চিরস্থায়ীত্ব:

কাফের, মুশরেক ও আকিদায় কপট মুনাফেকরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। আর তাওহীদপন্থী পাপীরা আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। তিনি চাইলে তাদেরকে মাফ করে দিবেন অথবা তাদের পাপতুল্য শাস্তি দেয়ার পর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

১. আল্লাহর বাণী:

] وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ ´ µ ¸
حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾ Z التوبة: ٦٨

“আল্লাহ ওয়াদা করেছেন মুনাফেক নারী-পুরুষ এবং কাফেরদের জন্যে দোযখের আগুনের; তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের প্রতি অভিশাপ করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আজাব।” [সূরা তাওবা: ৬৮]

২. আল্লাহর বাণী:

النساء: ٤٨ Z ﴿٤٨﴾ ۚ ~ } | { z y x w v u t s r [

“নি:সন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে আল্লাহর সাথে শরিক করে। তিনি ক্ষমা করবেন এরচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।” [সূরা নিসা: ৪৮]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, হাকেম হাঃ নং ১৩০৪ ইবনে হিব্বান হাঃ নং ৩০১৩, আরনাউত বলেনঃ এর সনদ সহীহ

¿ জাহান্নামীদের চেহারার বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

O N M K J I H G F E D C [

الزمر: ٦٠ Z R Q P

"যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে, কিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কাল দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থান জাহান্নামে নয় কি?" [সূরা যুমার: ৬০]

২. আল্লাহর বাণী:

- ٤٠ :عبس Z ﴿٤٢﴾ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ï î ﴿٤١﴾ قَتَرَةٌ ë ê é è ç وَوُجُوهٌ] ٤٢

"আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি ধূসরিত। তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল।" [সূরা 'আবাসা: ৪০-৪২]

৩. আল্লাহর বাণী:

القيامة: ٢٤ - ٢٥ Z : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 [

"আর সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উদাস হয়ে পড়বে। তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর-ভাঙ্গা কঠিন আচরণ করা হবে।" [সূরা কিয়ামাহ: ২৪-২৫]

৪. আল্লাহর বাণী:

الغاشية: ٢ - ٤ Z C B A @ ? > = < ; : 9 [

"অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে।" [সূরা গাশিয়া: ২-৪]

৫. আল্লাহর বাণী:

] تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَـٰلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ Z المؤمنون: ١٠٤

“আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে।” [সূরা মুমিনূন : ১০৪]

¿ জাহান্নামের দরজাসমূহের সংখ্যা:

আল্লাহর বাণী:

بَابٍ مِّنۡهُمۡ جُزۡءٌ مَّقۡسُومٌ ~ } | { z y x w v [

الحجر: ٤٣ - ٤٤ Z ﴿٤٤﴾

“তাদের সবার জন্যে নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্যে এক-একটি পৃথক দল আছে।”
[সূরা হিজর: ৪৩-৪৪]

¿ জাহান্নামের দরজাসমূহ তার অধিবাসীর উপর বন্ধ থাকবে:

১. আল্লাহর বাণী:

O N M L K J I H G F E D C A [

- الهمزة: ٤ Z \ [Z Y X W V U T S R Q P
٩

“কখনও নাম সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি? এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে। এতে তাদেরকে বেঁধে দেওয়া হবে, লম্বা লম্বা খুঁটিতে।”
[সূরা হুমাজাহ: ৪-৯]

¿ জাহান্নামকে কিয়ামতের ময়দানে হাজির করা হবে:

১. আল্লাহর বাণী:

الشعراء: ٩١ Z O N M L [

“আর বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম।”
[সূরা শু‘য়ারা: ৯১]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

] كَلَّآ ´ µ ¶ ¸ دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِاْىٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَـٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿٢٣﴾ Z الفجر: ٢١ - ٢٣

"এটা নীশ্চিত! যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারীবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে ?" [সূরা ফাজর: ২১-২৩]

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُود ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئذ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَك يَجُرُّونَهَا». أخرجه مسلم

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "রোজ কিয়ামতে জাহান্নামকে ৭০ হাজার লাগাম পরিয়ে আনা হবে। প্রতিটি লাগাম ৭০ হাজার ফেরেশ্‌তা ধরে তাকে টানতে থাকবে।"[১]

¿ জাহান্নামে নিক্ষেপণ:

১. আল্লাহর বাণী:

[` a b c e f g h i j k l m n o

p q r s Z مريم: ٧١ - ٧٢

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌঁছবে না। এটা আপনার রবের অনীবার্য ফয়সালা। অত:পর আমি পরহেযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।" [সূরা মারয়াম: ৭১-৭২]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৪২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ؟ ...-وفيه- «وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَـنْ يُجِيزُ..». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, কিছু মানুষ রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করল: ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? ---- এ হাদীসে রয়েছে-------"জাহান্নামের উপর পুলসিরাত রাখা হবে। আর আমি এবং আমার উম্মতকে সর্বপ্রথম তা পার হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে।"[১]

¿ জাহান্নামের গভীরতা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« تَدْرُونَ مَا هَذَا ؟! قَالَ: قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُـولُهُ أَعْلَمُ قَالَ:« هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا،فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّـارِ الْآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا ». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা একদিন রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে বসে ছিলাম হঠাৎ করে আমরা একটি বিকট শব্দ শুনতে পেলাম, তখন তিনি [ﷺ] বললেন:"তোমরা জান এটা কিসের শব্দ?" আমরা বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রসূল [ﷺ] ভাল জানেন। তিনি [ﷺ] বললেন:" ইহা একটি পাথরের শব্দ যা সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল যা আজ তার তলদেশে পৌঁছল।"[২]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৮০৬ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮২ শব্দ তারই

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৪৪

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُــولُ:« إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَــنْ تَأْخُذُهُ إِلَى عُنُقِهِ». أخرجه مسلم.

২. সামুরা ইবনে জুন্দুব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন:"আগুন জাহান্নামীদের কাউকে তার গোড়ালী পর্যন্ত, কাউকে কোমর পর্যন্ত ও কাউকে ঘাড় পর্যন্ত গ্রাস করবে।"[১]

¿ জাহান্নামীদের শারীরিক গঠন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« ضِرْسُ الْكَافِرِ أَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "কাফেরের মাঢ়ীর দন্ত বা কর্তনদন্ত উহুদ পাহাড় সমান হবে। আর চামড়ার পুরুত্ব হবে তিন দিনের রাস্তার পথ।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْ الْكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "জাহান্নামে কাফেরের দু'কাঁধের মাঝের দূরত্ব হবে দ্রূতগামী বাহনে চলন্ত আরোহীর তিন দিনের পথের সমান।" [৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَعَضُدُهُ مِثْــلُ الْبَيْــضَاءِ، وَفَخِذُهُ مِثْلُ وَرِقَانَ، وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ مِثْلُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ الرَّبَذَةِ». أخرجه أحمد والحاكم.

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৪৫
[২]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৪৫
[৩]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৫১ ও মুসলিম হাঃ নং ৫২ শব্দ তারই

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "কাফেরের মাঢ়ীর দন্ত উহুদ পাহাড় সমান হবে। আর চামড়ার পুরুত্ব হবে সত্তর হাত। বাহু হবে ''বাইযা'' পাহাড়ের মত। ঊরু হবে ওয়ার্‌কান পাহাড়ের ন্যায়। আর তার আসন হবে আমার (মদীনা) ও 'রাবজা' পাহাড়ের মধ্যের দূরত্বের সমান।"[১]

¿ জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ শক্তি:

১. আল্লাহর বাণী:

= < : 9 7 6 5 4 3 2 1 0 [

> ? @ A B C D E O Z الإسراء: ٩٧ - ٩٨

"আমি কিয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্যে অগ্নি আরোও বৃদ্ধি করে দিব। এটাই তাদের শাস্তি। কারণ, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে।"
[সূরা বনি ইসরাঈল:৯৭-৯৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ ، قَالُوا :وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَـا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَـا ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:]:"তোমাদের এ আগুন যা দ্বারা আদম সন্তান জ্বালানি কাজ করে তা জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের একভাগ।" তাঁরা [ﷺ] (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন: ইয়া রসূলাল্লাহ! এই তো যথেষ্ট। উত্তরে তিনি [ﷺ]

[১].হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৮৩২৭ হাকেম হাঃ নং ৮৭৫৯ শব্দ তারই, সিলসিলা হাঃ নং ১১০৫ দ্রঃ

বললেন: "এর উপরে আরো ঊন সত্তর গুণ আগুনের তাপ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যার প্রতিটি ভাগ দুনিয়ার আগুনের সমান উত্তাপ।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ :رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الزَّمْهَرِيرِ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করে বলে: হে আমার রব ! আমার একাংশ অপরাংশকে ভক্ষণ করে নিচ্ছে। তখন আল্লাহ তাকে দু'টি নি:শ্বাসের অনুমতি দান করেন। একটি শীতকালে আর অপরটি গ্রীষ্মকালে। যার কারণে তোমরা প্রচণ্ড গরম ও ঠাণ্ডা অনুভব করে থাক।" [২]

¿ জাহান্নামের জ্বালানী-ইন্ধন:

১. আল্লাহর বাণী:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ´ µ ¶ ¸
غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦ Z التحريم: ٦

"মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশ্তাগণ। তারা আল্লাহ তা'য়ালা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করেন না এবং যা করতে আদেশ করা হয় তাই করেন।" [সূরা তাহরীম: ৬]

২. আল্লাহর বাণী:

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩২৬৫ ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৪৩ শব্দ তারই

[২]. বুখারী হাঃ নং ৩২৬০ ও মুসলিম হাঃ নং ৬১৭ শব্দ তারই

] فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٤﴾ Z البقرة: ٢٤

"তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। জাহান্নাম কাফেরদের জন্যে তৈরী করা হয়েছে।" [বাকারা:২৪]

৩. আল্লাহর বাণী:

Z } | { z y x w v u t s r [
الأنبياء: ٩٨

"নিশ্চয় তোমরা ও আল্লাহ ছাড়া তোমরা যার এবাদত করতে জাহান্নামের ইন্ধন হবে। আর তোমরা তাতে নিপতিত হবে।"
[সূরা আম্বিয়া: ৯৮]

¿ জাহান্নামের দারাকাত (স্তরসমূহ):

জাহান্নামের একটির নীচে অপরটি দারকাত (স্তরসমূহ) হবে। মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন দারাকে (স্তরে) থাকবে; কারণ, তাদের কুফরি বড় জঘন্য ও এর দ্বারা তারা মু'মিনদেরকে কষ্ট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

আল্লাহর বাণী:

] إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ © تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ Z النساء: ١٤٥

"নিশ্চয়ই মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন দারকে (স্তরে) থাকবে এবং আপনি তাদের জন্য কখনো কোন সাহায্যকারী পাবেন না।"
[সূরা নিসা: ১৪৫]

¿ জাহান্নামের ছায়ার বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

] وَأَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ ©أَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ Z الواقعة: ٤١ - ٤٢

"বামপার্শ্বস্থ লোক, কত না হতভাগা তারা। তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে এবং উত্তপ্ত পানিতে এবং ধূম্রকূঞ্জের ছায়ায়।" [সূরা ওয়াকিয়া: ৪১-৪৪]

২. আল্লাহর বাণী:

Z j i h f e d c b ` _ ^] \ [Z Y X [
الزمر: ١٦

"তাদের জন্যে উপর দিক থেকে এবং নীচের দিক থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে। এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন যে, হে আমার বান্দাগণ, আমাকে ভয় কর।" [সূরা যুমারঃ **১৬**]

৩. আল্লাহর বাণীঃ

المرسلات: ٣٠ Z ` _ ^] \ [Z Y X W V U T S [
٣١ -

"চল তোমরা তিন কুণ্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না।" [সূরা মুরসালাতঃ **৩১-৩২**]

¿ জাহান্নামের প্রহরীগণঃ

১. আল্লাহর বাণীঃ

] وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ يُخَفِّفۡ عَنَّا يَوۡمٗا مِّنَ ٱلۡعَذَابِ ﴿٤٩﴾ ! " # $ % & ( ) + , .

غافر: ٤٩ – ٥٠ Z 4 3 2 1 0 /

"যারা জাহান্নামে আছে, তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বল, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আজাব লাঘব করে দেন। রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রসূল আসেননি? তারা বলবে হাঁ। রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দোয়া কর। বস্তুতঃ কাফেরদের দোয়া নিষ্ফলই হয়। [সূরা মুমিনঃ৪৯-৫০]

২. আল্লাহর বাণীঃ

W V U T S R Q P O N M L K J I H G F [

Z ﴿٣١﴾ g f e d c b a _ ^] \ [Z Y X
المدثر: ٢٦ - ٣١

“আমি তাকে প্রবেশ করাব অগ্নিতে। আপনি কি জানেন অগ্নি কি? এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। মানুষকে দগ্ধ করবে। এর উপর নিয়োজিত থাকবে উনিশ জন ফেরেশতা। আমি জাহান্নামের তত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যেই তার এই সংখ্যা নির্ধারণ করেছি।” [সূরা মুদ্দাসসির: ২৬-৩১]

৩. আল্লাহর বাণী:

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 [

D E F G Z الزخرف: ٧٧ - ٧٨

“তারা ডেকে বলবে, হে মালিক, পালনকর্তা আমাদের কিস্‌সাই শেষ করে দিন। সে বলবে, নিশ্চয়ই তোমরা চিরকাল থাকবে। আমি তোমাদের কাছে সত্যধর্ম পৌঁছেছি; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যধর্মে নিস্পৃহ।” [যুখরুফ:৭৭-৭৮]

¿ জাহান্নামের প্রতিনিধিদল:

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: « يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ [3 4 5 6 7 8 9

: ; < = > ? @ A B Z الحج: ٢

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه :وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ ؟ قَالَ: أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا». متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: “আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন: হে আদম! তিনি [ﷺ] বলবেন: উপস্থিত-হাজির! সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতেই। আল্লাহ বলবেন: জাহান্নামের প্রতিনিধিদের বের কর। আদম [ﷺ] বলবেন: প্রতিনিধি কারা? আল্লাহ বলবেন: প্রতি হাজারে

নয়শত নিরানব্বই জন। সে সময় ছোটরা বুড়ো হয়ে যাবে। (আল্লাহর বাণী:) "আর প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুত: আল্লাহর আজাব সুকঠিন।" [সূরা হাজ্ব:২] তাঁরা বললেন: ঐ একজনে আমরা কোথায় থাকব? তিনি [ﷺ] বললেন: "তোমরা আনন্দিত হও; কারণ তোমাদের থেকে একজন আর ইয়াজূজ-মাজূজ থেকে হবে এক হাজার।"[১]

¿ জাহান্নামীদের জাহান্নামে প্রবেশের পদ্ধতি:

১. আল্লাহর বাণী:

` _ ^] \ [Z X W V U T S [

l k j i h g f e d c b a

z y x w v u t s r q p o m

{ | } فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ Z الزمر: ٧١ - ٧٢

"কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গাম্বর আসেননি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করত এবং সতর্ক করত এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে ? তারা বলবে, হাঁ, কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্তবায়িত হয়েছে। বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্যে। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল।" [সূরা যুমার: ৭১-৭২]

২. আল্লাহর বাণী:

[! " # $ % & ' Z الرحمن: ٤١

১. বুখারী হাঃ নং ৩৩৪৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২২২

"অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে; অত:পর তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে।"
[সূরা আর-হরমান:৪১]

৩. আল্লাহর বাণী:

(' & % $ # " ! ﴿١١﴾ وَأَعۡتَدۡنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا]

6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *)

الفرقان: ١١ - ١٤ Z = < ; : 9 8 7

"আর যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করেছি। অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার। যখন এক শিকলে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের এক সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। বলা হবে, আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না- অনেক মৃত্যুকে ডাক।" [সূরা ফুরকান: ১১-১৪]

৪. আল্লাহর বাণী:

Z O N M L K J I H G F E D C A [

الهمزة: ٤ - ٦

"কখনও না সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি? এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।" [হুমাজাহ: ৪-৬]

৫. আল্লাহর বাণী:

] يَوۡمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾ هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾

. - , + *) (' & % $ # " !

الطور: ١٣ – ١٦ Z 5 4 3 2 1 0

"যেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। আর বলা হবে: এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখছ না? এতে প্রবেশ কর

অত:পর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিদান দেয়া হবে।" [সূরা তূর: **১৩-১৬**]

৬. আল্লাহর বাণী:

] { ~ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ ٱلنَّارُ ﴿٥٠﴾ Z © إبراهيم: ٤٩ - ٥٠

"তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে।" [সূরা ইবরাহীম: ৪৯-৫০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« تَخْرُجُ عُنُقٌ منْ النَّار يَوْمَ الْقيَامَة ،لَهَا عَيْنَان تُبْصرَان ،وَأُذُنَان تَسْمَعَان ، وَلسَانٌ يَنْطقُ ، يَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَرَ، وَبِالْمُصَوِّرِينَ ». أخرجه أحمد والترمذي.

৭. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে একটি ঘাড় বের হবে: যার দু'টি চোখ হবে যা দ্বারা দেখবে, দু'টি কান হবে যা দ্বারা শুনবে এবং একটি জিহ্বা হবে যা দ্বারা সে বলবে: আমাকে তিন শ্রেণী মানুষের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক অবাধ্য প্রতাপশালী, আল্লাহর সাথে শির্ককারী এবং চিত্রকরদের জন্য।"[১]

¿ যাদের দ্বারা জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত-উদ্বোধন করা হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَة عَلَيْه، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِه فَعَرَّفَهُ نعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ:

[১].হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৮৪১১ সিলসিলা সহীহা হাঃ ৫১২, তিরমিযী হাঃ নং ২৫৭৪ শব্দ

فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদের ফয়সালা করা হবে তাদের মধ্যে: একজন শহীদ, যাকে উপস্থিত করে তার প্রতি নেয়ামতসমূহের উল্লেখ করা হবে এবং সে স্বীকার করবে। আল্লাহ বলবেন: তুমি তার কৃতজ্ঞার্থে কি করেছ? সে বলবে: তোমার জন্য যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন: মিথ্যা বলছ। বরং তুমি যুদ্ধ করেছ যাতে করে মানুষ তোমাকে বীর-বাহাদুর বলে। আর তা বলা হয়েছে। অত:পর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে তার চেহারার উপর হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অন্য একজন যে জ্ঞানার্জন করেছিল এবং তা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিল ও কুরআন পড়েছিল। তাকে উপস্থিত করে তার প্রতি নেয়ামতসমূহের উল্লেখ করা হবে এবং সে স্বীকার করবে। আল্লাহ বলবেন: তুমি এর কৃতজ্ঞার্থে কি করেছ? সে বলবে: আমি জ্ঞানার্জন করেছিলাম ও তা অন্যদের শিক্ষা দিয়েছিলাম এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পড়েছিলাম। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি জ্ঞানার্জন করেছিলে যাতে করে বলা হয়, আলেম এবং কুরআন

পড়েছিলে যাতে করে বলা হয় কারী সাহেব, আর তা বলা হয়েছে। অত:পর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে তার চেহারার উপর হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আর একজন যাকে আল্লাহ সর্বপ্রকার সম্পদের প্রাচুর্য দান করেছেন। তাকে উপস্থিত করে তার প্রতি নেয়ামতসমূহের উল্লেখ করা হবে এবং সে স্বীকার করবে। আল্লাহ বলবেন: তুমি তার জন্য কি করেছ? সে বলবে: আমি তোমার পছন্দনীয় প্রত্যেকটি রাস্তায় খরচ করেছি। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি করেছিলে যাতে বলা হয় তুমি দানবীর, আর তা বলা হয়েছে। অত:পর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে তার চেহারার উপর হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" [১]

¿ জাহান্নামীদের বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

[4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? Z البقرة:
٣٩

"আর যারা কুফরি করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তারাই জাহান্নামী। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে।"
[সূরা বাকারা: ৩৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ ´ µ ¸
حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾ Z التوبة: ٦٨

"ওয়াদা করেছেন আল্লাহ, মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদের এবং কাফেরদের জন্যে দোজখের আগুণের–তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের প্রতি অভিশাপ করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আজাব।" [সূরা তাওবাহ:৬৮]

---

[১].মুসলিম হাঃ নং ১৯০৫

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:(.. وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا ، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ». أخرجه مسلم.

৩. ‘ইয়ায ইবনে হেমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: --- আর জাহান্নামীরা পাঁচ প্রকার:‘‘বিবেকহীন দুর্বলরা, যারা তোমাদের মধ্যে নি:স্ব শুধু অন্যের অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণ করে। আর এমন প্রচণ্ড খেয়ানতকারী যাকে পরীক্ষা করেও তার লোভ প্রকাশ পায় না। আর এমন একজন মানুষ যে সকাল-সন্ধা তোমার পরিবার ও সম্পদে প্রতারণা করে। আরো উল্লেখ করেন কৃপণতা বা মিথ্যা এবং অসৎচরিত্র নির্লজ্জ ব্যক্তি।”[১]

¿ অধিকাংশ জাহান্নামী কারা:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّه قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ». متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেন: --- “আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে, যার অধিকাংশ অধিবাসীরা কুফরিকারী মহিলা। বলা হলো: তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরি করে? তিনি [ﷺ] বললেন: তারা স্বামীদের ও এহসানের তথা বদাণ্যতার কুফরি করে। যদি তাদের কারো সাথে সারাজীবন অনুগ্রহ করো। অত:পর

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৬৫

তোমার থেকে একটু গড়মিল দেখে তবে বলবেঃ তোমার থেকে কখনো কোন প্রকার কল্যাণ দেখলাম না।” [১]

¿ সবচেয়ে কঠিন আজাবের জাহান্নামীঃ

১. আল্লাহর বাণীঃ

مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ~ } | { z y x w v u t s r q [

ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِى ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾ Z ق: ٢٤ - ٢٦

“তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ বিরুদ্ধচারী, যে বাধা দিতো মঙ্গলজনক কাজে, সীমালঙ্ঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারীকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত, তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।” [সূরা ক্বাফঃ ২৪-২৬]

২. আল্লাহর বাণীঃ

t r q p o n m l k j i h [

غافر: ٤٥ - ٤٦ Z | { z y x w v u

“আর ফেরাউন গোত্রকে শোচনীয় আজাব গ্রাস করল। সকালে ও সন্ধায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আজাবে প্রবেশ ক’র।” [সূরা মু’মিনঃ ৪৫-৪৬]

৩. আল্লাহর বাণীঃ

, + *) (' & % $ # " ! [

النحل: ٨٨ Z . -

“যারা কুফরি করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমি তাদেরকে আজাবের পর আজাব বাড়িয়ে দেব। কারণ, তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।” [সূরা নাহ্‌লঃ ৮৮]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৯০৭

৪. আল্লাহর বাণী:

] إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ © تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ Z النساء: ١٤٥

"নি:সন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না।" [সূরা নিসা: ১৪৫]

৫. আল্লাহর বাণী:

L K J I H G F E D C [

] \ [Z Y X W V U T S R Q P O N M

^ _ Z مريم: ٦٨ - ٧٠

"সুতরাং আপনার রবের কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানকে একত্রে সমবেত করব, অত:পর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব। অত:পর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহর সর্বাধিক অবাধ্য, আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। অত:পর তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তাদের বিষয়ে ভালোভাবে জ্ঞাত আছি।"
[সূরা মারয়াম: ৬৮-৭০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ ،وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ : بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ،وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَبِالْمُصَوِّرِينَ ». أخرجه أحمد والترمذي.

৬. আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে একটি ঘাড় বের হবে, যার দু'টি চোখ হবে যা দ্বারা দেখবে, দু'টি কান হবে যা দ্বারা শুনবে, আর জবান হবে যা দ্বারা সে বলবে: আমাকে তিন শ্রেণী মানুষের জন্য

নিযুক্ত করা হয়েছে: প্রত্যেক অবাধ্য প্রতাপশালি, আল্লাহর সাথে শরিককরী ও চিত্রকরদের জন্য।"[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ ». متفق عليه.

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আজাব হবে চিত্রকরদের।" [২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا ، وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ ، وَمُمَثِّلٌ مِنْ الْمُمَثِّلِينَ». أخرجه أحمد والطبراني.

৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আজাব হবে, যাকে কোন নবী হত্যা করেছেন বা সে কোন নবীকে হত্যা করেছে। আর ভ্রষ্ট ইমাম তথা নেতা ও চিত্রনায়ক-নায়িকাদের।" [৩]

¿ সবচেয়ে সহজ আজাবের জাহান্নামী ব্যক্তি:

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ». متفق عليه.

[১].হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৮৪১১ সিলসিলা সহীহা হাঃ ৫১২, তিরমিযী হাঃ নং ২৫৭৪

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫৯৫০ ও মুসলিম হাঃ নং ২১০৯ শব্দ তারই

[৩].হাদীসটির সনদ (বর্ণনা সূত্র) উত্তম, আহমাদ হাঃ ৩৮৬৮ শব্দ তারই ও তবারানী কাবীরে ১০/২৬০ ও সিলসিলা সহীহা হাঃ ২৮১ দ্রঃ

১. নু'মান ইবনে বাশীর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"সবচেয়ে সহজ আজাবের জাহান্নামীর আজাব হলো, তার দু'পায়ে দু'টি জ্বলন্ত অঙ্গার পরানো হবে, যার ফলে চুলার উপর যেমন কড়াই (এর পানি বা তৈল) টগবগ ক'রে, তেমন তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটবে।"[১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ». أخرجه مسلم.

২. ইবনে অব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "সবচেয়ে সহজ আজাবের জাহান্নামী হবেন আবু তালিব। তিনি দু'পায়ে দু'টি (আগুনের) জুতা পরিহিত থাকবেন, যার ফলে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটবে।"[২]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول -وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ:« لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ». متفق عليه.

৩. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন: (তাঁর নিকটে চাচা আবু তালিবের কথা উল্লেখ করা হলে) তিনি বলেন:"রোজ কিয়ামতে সম্ভবত: আমার সুপারিশ তার উপকারে আসবে। তার গোড়ালি পর্যন্ত আগুন দেয়া হবে। যার ফলে তার মাথার মগজ টগবটগ করে ফুটতে থাকবে।" [৩]

¿ জাহান্নামীদেরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা:

১.আল্লাহর বাণী:

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৬২ ও মুসলিম হাঃ নং ২১৩ শব্দ তারই

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২১২

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৬৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২১০

] إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ أَنَّ ´ µ ¶ ¸ جَمِيعًا وَمِثۡلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفۡتَدُواْ بِهِۦ مِنۡ عَذَابِ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنۡهُمۡۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿٣٦﴾ Z المائدة: ٣٦

"যারা কাফের, যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আর তদনুরূপ সম্পদ থাকে আর এগুলোর বিনিময় দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তবুও তাদের কাছে থেকে তা কবুল করা হবে না। তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" [মায়েদা: ৩৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقيَامَة: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدي به ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، فَيَقُولُ: أَرَدْتُ منْكَ أَهْوَنَ منْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ، أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي». متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন সবচেয়ে সহজ আজাবের জাহান্নামীকে বলবেন: যদি তোমার নিকটে পৃথিবীর কিছু থাকত তাহলে তার বিনিময় দিয়ে পরিত্রাণ পেতে চাইতে? সে বলবে: হ্যাঁ, আল্লাহ বলবেন: আমি তোমার নিকট থেকে এরচেয়েও সহজ জিনিস চেয়েছিলাম, যখন তুমি আদম [عليه السلام]-এর পৃষ্ঠে ছিলে। আর তা হলো: আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। কিন্তু তুমি তা অস্বীকার করে আমার সাথে শির্ক করেছ।" [১]

¿ জাহান্নামের জিঞ্জির ও বেড়ি:

১. আল্লাহর বাণী:

] إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَاْ وَأَغۡلَٰلٗا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾ Z الإنسان: ٤

"আমি কাফেরদের জন্য জিঞ্জির, বেড়ি ও প্রজ্বল্লিত আগুন তৈরী করেছি।" [সূরা দাহার: ৪]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৫৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮০৫

২. আরো আল্লাহর বাণী:

g f e d c a ` _ ^] \ [[

غافر: Z s r q p o n m l k j i h
٧٠ - ٧٢

“যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে আমি রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করে। অতএব, সত্বরই তারা জানতে পারবে, যখন বেড়ি ও শৃঙ্খল তাদের গলদেশে পরাবে। তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।” [সূরা মু’মিন: ৭০-৭২]

৩. আল্লাহর বাণী:

[l m n o p q r s t u v Z المزمل: ١٢ - ١٣

“নিশ্চয়ই আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড। গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” [সূরা মুযযাম্মিল: ১২-১৩]

৪. আল্লাহর বাণী:

] خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ

كَانَ لَا à بِاللَّهِ â ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ ç è é Z الحاقة: ٣٠ - ٣٤

“(ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) ধর একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, অত:পর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। অত:পর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিল না।” [সূরা হাক্বক্বাহ: ৩০-৩৪]

¿ জাহান্নামীদের খাদ্যের বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

G F E D C B A @ ? > = < [

الدخان: ٤٣ - ٤٦ Z J I H

“নিশ্চয় জাক্কূম বৃক্ষ পাপীর খাদ্য হবে; গলিত তাম্রের মত পেটে ফুটতে থাকবে। যেমন গরম পানি ফুটে।” [সুরা দুখান: ৩৪-৩৬]

২. আল্লাহর বাণী:

i h g f e d c b a ` _ ^] \ [

v u t s r q p o n m l k j

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ﴿٦٧﴾ لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ~ } | { z y x w

الْجَحِيمِ © Z الصافات: ٦٢ - ٦٨

“এই কি উত্তম আপ্যায়ন, না জাক্কূম বৃক্ষ? আমি জালেমদের জন্য একে বিপদ করেছি। এটি একটি বৃক্ষ, যা উদগত হয় জাহান্নামের মূলে। এর গুচ্ছ শয়তানের মস্তকের মত। কাফেররা একে ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। তদুপরি তাদেরকে দেয়া হবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ, অত:পর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে।”
[সূরা সফফাত: ৬২-৬৮]

৩. আল্লাহর বাণী:

الغاشية: ٦ - ٧ Z V U T S R Q P O N M L K J I [

“কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই। এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধায়ও উপকার করবে না।” [সূরা গাশিয়া: ৬-৭]

৪. আল্লাহর বাণী:

Z 1 0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [

الحاقة: ٣٥ - ٣٧

“অতএব, আজকের দিন এখানে তার কোন সুহৃদ নাই এবং কোন খাদ্য নাই, ক্ষত-নি:সৃত পুঁজ ব্যতীত। গোনাহ্গার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না।” [সূরা হাক্বক্বাহ: ৩৫-৩৭]

¿ জাহান্নমীদের পানীয়:

১. আল্লাহর বাণী:

~ } | { z y x w v u t s [

صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُۥ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُۥ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن © مَكَانٍ

وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآئِهِۦ عَذَابٌ غَلِيظٌ ´ Z إبراهيم: ١٥ - ١٧

"রসূলগণ ফয়সালা চাইতে লাগবেন এবং প্রত্যেক অবাধ্য, হঠকারী ব্যর্থ কাম হবে। তার পিছনে দোযখ রয়েছে, তাতে পুঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে। ঢোক গিলে তা পান করবে এবং গলার ভিতরে প্রবেশ করাতে পারবে না।" [সূরা ইবরাহীম: ১৬-১৭]

২. আল্লাহর বাণী:

] وَسُقُوا۟ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿١٥﴾ Z محمد: ١٥

"এবং যাদের পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি অত:পর তা তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন বিছিন্ন করে দেবে ?" [সূরা মুহাম্মাদ: ১৫]

৩. আল্লাহর বাণী:

Z Y X W V T S R Q P O N[

الكهف: ٢٩ Z b a ` _ ^ \ [

"আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে ফুটন্ত তেলের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।" [সূরা কাহাফ: ২৯]

৪. আল্লাহর বাণী:

] هَٰذَا وَإِنَّ لِلطَّٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ´ µ ¶

وَغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ ﴿٥٨﴾ Z ص: ٥٥ - ٥٨

"এটা তো শুনলে, এখন দুষ্টদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট ঠিকানা তথা জাহান্নাম। তারা সেখানে প্রবেশ করবে। অতএব, কত নিকৃষ্ট সেই

অবাসস্থল। এটা উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ; অতএব তারা একে আস্বাদন করুক। এ ধরনের আর কিছু শাস্তি আছে।” [সূরা ছোয়াদ: ৫৫-৫৮]

¿ জাহান্নামীদের পোশাক:

১. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

Z ﴿١٩﴾ ٱلۡحَمِيمُ ~ } | { z y x w v u t [
الحج: ١٩

“অতএব যারা কাফের, তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে।”
[সূরা হাজ্ব: ১৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো এরশাদ করেন:

يَوۡمَئِذٖ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلۡأَصۡفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٖ وَتَغۡشَىٰ ~ } [
© ٱلنَّارُ ﴿٥٠﴾ Z إبراهيم: ٤٩ - ٥٠

“তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে।” [সূরা ইবরাহীম: ৪৯-৫০]

¿ জাহান্নামীদের বিছানা-পত্র:

১. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

i h g f e d c b a ` _ ^] \ [

x w v u t s r q | o n m l k j

الأعراف: ٤٠ - ٤١ Z ﴿٤١﴾ ٱلظَّٰلِمِينَ ~ } | { z y

“নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্যে আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করি। তাদের জন্যে

নরকাগ্নির শয্যা রয়েছে এবং উপর থেকে রয়েছে আগুনের চাদর এবং এ ভাবেই জালেমদেরকে আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি।" [আ'রাফ:৪০-৪১]

¿ জাহান্নামীদের আফসোস:

১. আল্লাহর বাণী:

c b a ` _ ^] \ [Y X W V U T[

الأنعام: ٣١ Z p o n m l j i h g f e d

"নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করেছে। এমনকি, যখন কিয়ামত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে যাবে, তারা বলবে: হায় আফসোস, এর ব্যাপারে আমরা কতই না ত্রুটি করেছি! তারা স্বীয় বোঝা নিজের পৃষ্ঠে বহন করবে। শুনে রাখ, তারা যে, বোঝা বহন করবে, তা নিকৃষ্টতর বোঝা।" [সূরা আন'আম: ৩১]

২. আল্লাহর বাণী:

] كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعۡمَٰلَهُمۡ حَسَرَٰتٍ عَلَيۡهِمۡۖ وَمَا هُم ´ µ ¶ ¸ Z
البقرة: ١٦٧

"এভাবেই আল্লাহ তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্যে। অথচ, তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না।" [সূরা বাকারা: ১৭৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً». أخرجه البخاري.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে তাকে তার জাহান্নামের স্থান দেখানো হবে যদি পাপ করত; যাতে করে তার কৃতজ্ঞতা আরো বেড়ে যায়। আর যে কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাকে তার

জান্নাতের স্থান দেখানো হবে যদি ভাল করত; যাতে করে তার আফসোস হয়।”[১]

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:« إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ، أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ».

متفق عليه.

৪. আনাস ইবনে মালেক [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:“আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন সবচেয়ে সহজ আজাবের জাহান্নামীকে বলবেন: যদি তোমার নিকট পৃথিবীর কিছু থাকত তার বিনিময় দিয়ে পরিত্রাণ পেতে চাইতে? সে বলবে: হ্যাঁ, আল্লাহ বলবেন: আমি তোমার কাছ থেকে এরচেয়েও সহজ জিনিস চেয়েছিলাম, যখন তুমি আদম [عليه السلام]-এর পৃষ্ঠে ছিলে। আর তা হলো: আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। কিন্তু তুমি তা অস্বীকার করে আমার সাথে শির্ক করেছ।”[২]

৫. জাহান্নামীদের একে অপরকে অভিশাপ:

১. আল্লাহর বাণী:

1 0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [

? > = < ; : 9 8 7 6 5 3 2

N M L K J I H G F D C B A @

Z [Z Y X W V U T S R Q P O

الأعراف: ٣٨ - ٣٩

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬৫৬৯

২. বুখারী হাঃ নং ৬৫৫৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮০৫

“আল্লাহ বলবেনঃ তোমাদের পূর্বে জ্বিন ও মানবের যেসব সম্প্রদায় চলে গেছে, তাদের সাথে তোমরাও দোযখে যাও। যখন এক সম্প্রদায় প্রবেশ করবে; তখন অন্য সম্প্রদায়কে অভিশাপ করবে। এমনকি, যখন তাতে সবাই পতিত হবে, তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল। অতএব, আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন। আল্লাহ বলবেনঃ প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ; কিন্তু তোমরা জান না। পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবেঃ তাহলে আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অতএব, শাস্তি আস্বাদন কর স্বীয় কর্মের কারণে। ” [সূরা আ‘রাফঃ ৩৮-৩৯]

২. আল্লাহর বাণীঃ

L K J I H G F E D[

العنكبوت: ٢٥ Z S R Q P O N M

“এরপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরেকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে অভিশাপ করবে। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই।” [সূরা আনকাবূতঃ ২৫]

৩. আল্লাহর বাণীঃ

$ # " ! بَلۡ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِۖ وَأَعۡتَدۡنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١١]

2 1 0 / . - , + *) (' & %

الفرقان: ١١ - ١٤ Z = < ; : 9 8 7 6 5 4 3

“বরং তারা কিয়ামকে অস্বীকার করে এবং যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে আমি তার জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করেছি। অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার। যখন এ শিকলে কয়েকজন বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। বলা হবে, আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেক না বরং অনেক মৃত্যুকে ডাক।” [সূরা ফুরকানঃ১১-১৪]

¿ জাহান্নামে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কিছু চিত্র:

১. কাফের ও মুনাফেক:

আল্লাহর বাণী:

] وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلۡكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ ´ µ ¸

حَسۡبُهُمۡۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُۖ وَلَهُمۡ عَذَابٞ مُّقِيمٞ ﴿٦٨﴾ Z التوبة: ٦٨

"আল্লাহ মুনাফেক নারী-পুরুষ ও কাফেরদের জন্য জাহান্নামের আগুন তৈরী করে রেখেছেন। তারা সেখানে অনন্তকাল ধরে থাকবে। আর জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদের প্রতি অভিশাপ করেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আজাব।" [সূরা তাওবাহ: ৬৮]

২. নিরপারাধী ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় হত্যাকারী:

(ক) আল্লাহর বাণী:

k j i h g f e d c [

النساء: ٩٣ Z s r q p o n m l

"যে কোন মু'মিনকে ইচ্ছা করে হত্যা করে তার প্রতিদান জাহান্নাম। সেখানে সে অনন্তকাল ধরে থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হন এবং তাকে অভিশাপ করেন। আর তার জন্যে কঠিন আজাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।" [সূরা নিসা: ৯৩]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». أخرجه البخاري.

(খ) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [রাঃ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি কোন সন্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি চল্লিশ বছরের দূর থেকে পাওয়া যাবে।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩১৬৬

৩. ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারী:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ:« هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا ؟» -وفيه- أَنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ:« إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي ، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي انْطَلِقْ... فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ ، فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا ، قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلَاءِ؟..-وفيه- «فَقَالَ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي ...». أخرجه البخاري.

সামুরা ইবনে জুন্দুব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর সাহাবাগণকে বেশি বেশি জিজ্ঞাসা করতেন: তোমাদের মধ্যে কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? ---- তিনি একদিন সকালে বললেন: "আজ রাত্রে আমার নিকট দু'জন (ফেরেশতা) এসেছিলেন, তাদেরকে আমার নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। আর তারা দু'জনে আমাকে বলেন: চলুন----- আমরা সকলে চললাম। অত:পর একটি চুলার মত জিনিসের নিকটে পৌঁছলাম। সেখানে চেঁচামেচি ও বিকট শব্দ হচ্ছে। তিনি [ﷺ] বলেন: আমরা সেখানে উঁকি দিয়ে দেখলাম: সেখানে উলঙ্গ নারী-পুরুষ। আর তাদের নীচ থেকে আগুনের শিখা এসে তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখন আগুনের শিখা তাদের নিকটে আসছে তখন তারা হৈচৈ করছে। তিনি [ﷺ] বলেন: আমি তাঁদের দু'জনকে জিজ্ঞেস করলাম এরা করা? ----- তাঁরা দু'জনে বললেন: যারা চুলার মধ্যে উলঙ্গ নারী-পুরুষ তারা হলো ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারীরা।------" [১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭০৪৭

৪. সুদখোররা:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:«فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ ، وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ مَا هَذَا؟...قَالَ: وَالَّذِيْ رَأَيْتَهُ فِيْ النَّهَرِ آكِلُو الرِّبَا». أخرجه البخاري.

সামুরা ইবনে জুন্দুব [ﷻ] থেকে বর্ণিত, পূর্বের হাদীসে নবী [ﷺ] বলেন: "অত:পর আমরা চললাম এবং এক পর্যায়ে একটি রক্তের নদীর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। তাতে একজন মানুষ নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর অন্য একজন মানুষ নদীর কিনারায় যার সামনে একটি পাথর। নদীর মাঝের মানুষটি যখন কিনারায় আসছে এবং বের হওয়ার চেষ্টা করছে, তখন ঐ মানুষটি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করছে। আর সে আবার যেখানে ছিল সেখানে চলে যাচ্ছে। সে যখনই এসে বের হতে চাচ্ছে তখনই ঐ ব্যক্তি তার মুখে পাথর মারছে, যার ফলে সে আবার যেমন ছিল তেমন হয়ে যাচ্ছে। অত:পর আমি জিজ্ঞেস করলাম: এ ব্যক্তি কে? ----- তাঁরা (ফেরেশতা) বললেন: যে ব্যক্তিকে নদীতে দেখেছিলেন সে হলো সুদখোর।"[১]

৫. চিত্রকররা:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ ». أخرجه مسلم.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৩৮৬

(ক) ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"প্রত্যেক চিত্রকররা জাহান্নামে যাবে। সে যত চিত্র এঁকেছিল সবগুলোর মধ্যে তার জীবন দেয়া হবে ও তাকে জাহান্নামে আজাব দেয়া হবে।" [১]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لي بقرَام فيه تَمَاثيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ ، وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ، وَقَالَ يَا عَائشَةُ :« أَشَدُّ النَّاس عَذَابًا عنْدَ اللَّه يَوْمَ الْقيَامَة ، الَّذينَ يُضَاهُونَ بخَلْق اللَّه» قَالَتْ عَائشَةُ : فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا منْهُ وسَادَةً أَوْ وسَادَتَيْن . متفق عليه.

(খ) আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমার নিকট প্রবেশ করলেন। আর আমি আমার দেয়ালের তাকটি একটি চিত্রাঙ্কিত পর্দা দ্বারা ঢেকে রেখেছিলাম। অত:পর তিনি তা দেখে ছিঁড়ে ফেললেন ও তাঁর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হয়ে গেল। এরপর বললেন: "হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহ নিকটে সবচেয়ে কঠিন আজাব হবে তাদের, যারা আল্লাহর সৃষ্টির সদৃশ তৈরী করে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে।" আয়েশা (রা:) বলেন: পর্দাটিকে ফেড়ে একটি অথবা দু'টি বালিশ বানিয়ে ফেলি।[২]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ :سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ :«مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ » .متفق عليه.

(গ) ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ছবি অঙ্কন করবে তাকে

---

১. মুসলিম হা:নং ২১১০

২. বুখারী হাঃ নং ৫৯৫৪ ও মুসলিম হাঃ নং ২১০৭ শব্দ তারই

কিয়ামতের দিন তাতে রুহ ফুঁকার জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে রুহ ফুঁকতে পারবে না।”[১]

৬. এতিমের মাল ভক্ষণকারী:

আল্লাহর বাণী:

^] \ [Z Y X W V U T[

` a b Z النساء: ١٠

“নিশ্চয়ই যারা এতিমের মাল জুলুম করে ভক্ষণ করে, নি:সন্দেহে তারা তাদের পেটে আগুন ভক্ষণ করে। আর তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।” [সূরা নিসা: ১০]

৭. মিথ্যুক, গীবতকারী ও চোগলখোর:

(ক) আল্লাহর বাণী:

Z ~ } | { z y x w v u t s r q [

الواقعة: ٩٢ - ٩٤

“আর যদি সে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের একজন হয়, তবে তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে অগ্নিতে।”
[সূরা ওয়াকিয়া: ৯২-৯৪]

عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ ﷺ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ - وفيه- فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّه وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِه ؟ فَقَالَ:« ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائدُ أَلْسنَتهِمْ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

(খ) মু‘য়ায ইবনে জাবাল [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী [ﷺ] -এর সাথে সফরে ছিলাম। এতে রয়েছে ----আমি বললাম: হে আল্লাহর নবী [ﷺ]! আমরা যা বলি তার জন্য কি গ্রেফতার হব? তিনি

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭০৪২ ও মুসলিম হাঃ নং ২১১০ শব্দ তারই

বললেন:"হে মু'য়ায! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক; মানুষ কি তাদের চেহারা বা নাকের উপর উপুড় হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তাদের জিভের অর্জিত কার্যাদি ছাড়া অন্য কিছুর জন্য ?!"[১]

৮. আল্লাহর নাজেলকৃত কিতাব গোপনকারীরা:

আল্লাহর বাণী:

[x y z { | } ~ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ

مَا يَأۡكُلُونَ © بُطُونِهِمۡ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا

µ ¶ ¸ ﴿١٧٤﴾ Z البقرة: ١٧٤

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নাজেলকৃত কিতাব গোপন করে এবং তার বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন আর না তাদের পবিত্র করবেন। বস্তুত: তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব।" [সূরা বাকারা: ১৭৪]

¿ জাহান্নামীদের আপোসে ঝগড়া:

যখন কাফেররা তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রস্তুতকৃত আজাব দেখবে এবং প্রচণ্ড আতঙ্কে ভুগবে তখন নিজেদের ও দুনিয়ার বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করবে। আর তাদের মধ্যের মহব্বত দুশমনে পরিণত হবে। সে সময় জাহান্নামীরা আপোসে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে এবং তাদের প্রত্যেক স্তররের লোকেরা একে অপরের সাথে ভীষণভাবে মন:ক্ষুণ্ন হবে।

১. উপাস্যদের সাথে ঝগড়া:

আল্লাহর বাণী:

[১]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ ২৬১৬ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ ৩৯৭৩

l k j i h g f e d c b a ` _ [

{ z y x w v u t s r q p o n m

| } Z الشعراء: ٩٤ - ٩٩

"অত:পর তাদেরকে এবং প্রথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখি করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। আর ইবলীস বাহিনীর সকলকে। তারা তথায় কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে বলবেঃ আল্লাহর কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য গণ্য করতাম। আমাদেরকে দুষ্টকর্মীরাই পথভ্রষ্ট করেছিল।" [সূরা শো'য়ারাঃ ৯৬-৯৯]

২. দুর্বলদের অহংকারী নেতাদের সাথে ঝগড়াঃ

আল্লাহর বাণীঃ

[} ~ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَٰٓؤُاْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا

لَكُمۡ © فَهَلۡ أَنتُم مُّغۡنُونَ عَنَّا نَصِيبٗا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ ´

µ ¶ ¸ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدۡ حَكَمَ بَيۡنَ ٱلۡعِبَادِ ﴿٤٨﴾ Z غافر: ٤٧ - ٤٨

"যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে, অত:পর দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা এখন জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে নিবৃত্ত করবে কি? অহংকারীরা বলবে, আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ফয়সালা করে দিয়েছেন।" [সূরা মু'মিনঃ ৭-৪৮]

৩. ভ্রষ্ট নেতাদের সাথে তাদের ভক্তদের ঝগড়াঃ

আল্লাহর বাণীঃ

: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + [

K J I H G F E D C B A @ ? > = < ;

[Z Y X W V U TS R Q P O M L

\ Z الصافات: ٢٧ - ٣٣

“তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। বলবে, তোমরা তো আমাদের কাছে ডান দিক থেকে আসতে। তারা বলবে, বরং তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না, বরং তোমরাই ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। আমাদের বিপক্ষে আমাদের পালনকর্তার উক্তিই সত্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম। কারণ, আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম। তারা সবাই সেদিন শাস্তিতে শরিক হবে।”
[সূরা সাফফাত: ২৭-৩৩]

৪. কাফের ও তার শয়তান বন্ধুর মাঝে ঝগড়াঃ

আল্লাহর বাণী:

] قَالَ قَرِينُهُۥ رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُۥ وَلَٰكِن كَانَ فِى ضَلَٰلٍ ´ µ ¶ ¸ تَخْتَصِمُوا۟ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾ Z ق: ٢٧ – ٢٩

“তার সঙ্গী শয়তান বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি। বস্তুতঃ সে নিজেই ছিল সুদূর বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। আল্লাহ বলবেন: আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই তোমাদেরকে আজাব দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেছিলাম। আমার কাছে কথা রদবদল হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নই।”
[সূরা ক্বাফ: ২৭-২৯]

৫. যখন মানুষের সাথে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝগড়া করবে তখন ব্যাপরটা আরো বিকট ধারণ করবে:

আল্লাহর বাণী:

] وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ ! " # $ %

Z 4 3 2 1 0 / . - , + *) ('

فصلت: ١٩ - ٢١

“যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছাবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।”
[সূরা হা-মীম সেজদাহ্: ১৯-২১]

¿ জাহান্নামীরা তাদের রবের নিকট তাদের ভ্রষ্টকারীদের দেখতে চাইবে এবং তাদের প্রতি দ্বিগুণ আজাবের আরজ করবে:

১. আল্লাহর বাণী:

] وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾ Z فصلت: ٢٩

“কাফেররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! যেসব জ্বিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়।”
[সূরা হা-মীম সেজদাহ্: ২৯]

২. আল্লাহর বাণী:

S R Q P O N M L K J I H G F E [

` _ ^] \ [Z Y X W V U T

Z b a الأحزاب: ٦٦ - ٦٨

“যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলট পালট করা হবে; সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রসূলের আনুগত্য করতাম। তারা আরো বলবে, হে আমাদের রব, আমরা আমাদের সাইয়েদ (ধর্মগুরু) ও নেতাদের কথা মেনেছিলাম, অত:পর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে মহাঅভিশাপ করুন।” [সূরা আহজাব: ৬৬-৬৮]

¿ জাহান্নামীদের উদ্দেশ্যে ইবলীস শয়তানের খুৎবা প্রদান:

আল্লাহ তা'য়ালা যখন বান্দাদের মাঝে বিচার ফয়সালা শেষ করবেন তখন ইবলিস শয়তান জাহান্নামীদের উদ্দেশ্যে তাদের কষ্ট, লজ্জা ও আফসোস বাড়ানোর জন্য ভাষণ প্রদান করবে।

আল্লাহর বাণী:

f e d c b a ` _ ^] \ [

u s r q p o n m l k j i g

إِنِّي بِمُصۡرِخِيَّ ~ } | { z x w v

كَفَرۡتُ بِمَآ أَشۡرَكۡتُمُونِ مِن قَبۡلُۗ © ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٢٢ Z

إبراهيم: ٢٢

“যখন সবকাজের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে: নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অত:পর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অত:পর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব, তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না বরং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর শরিক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” [সূরা ইবরাহীম: ২২]

¿ জাহান্নামের অধিক তলবঃ

১. আল্লাহর বাণী:

] يَوۡمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمۡتَلَأۡتِ وَتَقُولُ هَلۡ مِن مَّزِيدٖ ٣٠ Z ق: ٣٠

“যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব; তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবে: আরও আছে কি ?” [সূরা ক্বাফ: ৩০]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيد؟ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ ، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ تَقُولُ: قَدْ قَدْ بعِزَّتكَ وَكَرَمكَ ، وَلاَ تَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّة». متفق عليه.

২. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: “জাহান্নামে নিক্ষেপ করতেই থাকা হবে, আর সে বলবে: আরও আছে কি? শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা‘য়ালা তাতে তাঁর পা রেখে দিবেন, তখন জাহান্নামের এক অংশ আরেক অংশের সাথে মিলে যাবে। আর বলবে: আল্লাহ তোমার ইজ্জত ও সম্মানের কসম! যথেষ্ট হয়েছে। আর জান্নাতে অবশিষ্ট জায়গা থেকেই যাবে তখন আল্লাহ তার জন্যে নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন এবং জান্নাতের অবশিষ্ট স্থানে তাদেরকে অধিবাসী বানাবেন।”[১]

¿ জাহান্নামীদের শাস্তির কিছু চিত্র:

১. আল্লাহর বাণী:

f e d c b a ` _ ^] \ [Z[

النساء: ٥٦ Z o n m l k j i h g

“নিশ্চয়ই যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন

---

[১]. বুখারী হাঃ নং৪৮৪৮ ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৪৮ শব্দ তারই

আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আজাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী।" [সূরা নিসা: ৫৬]

২. আল্লাহর বাণী:

/ . - , + *) (' & % $ # " ! [

الزخرف: ٧٤ - ٧٦ Z 5 4 3 2 1 0

"নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের আজাবে চিরকাল থাকবে। তাদের থেকে আজাব লাঘব করা হবে না এবং তারা তাতেই থাকবে হতাশ হয়ে। আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি; কিন্তু তারাই ছিল জালেম।"
[সূরা যুখরুফ: ৭৪-৭৬]

৩. আল্লাহর বাণী:

B A @ ? = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 [

P O N M L K J I H G F E D C

الأحزاب: ٦٤ - ٦٦ Z

"নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিশাপ করেছেন এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন। তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলট পালট করা হবে; সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রসূরেল আনুগত্য করতাম।" [আহজাব: ৬৪-৬৬]

৪. আল্লাহর বাণী:

وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ ~ } | { z y x w v [

فاطر: ٣٦ Z ﴿٣٦﴾ © عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ

"যারা কুফরি করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে

শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।" [সূরা ফাতির: ৩৬]

৫. আল্লাহর বাণী:

] فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا۟ ´ µ ¶ ¸ زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ Z هود: ١٠٦ - ١٠٧

"অতএব, যারা হতভাগ্য তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার রব অন্যকিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার রব যা ইচ্ছা করতে পারেন।"
[সূরা হূদ: ১০৬-১০৭]

৬. আল্লাহর বাণী:

L K J I H G F E D C [

] \ [Z Y X W V U T S R Q P O N M

^ _ Z مريم: ٦٨ - ٧٠

"সুতরাং আপনার রবের কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, অত:পর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব। অত:পর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহর সর্বাধিক অবাধ্য, আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। অত:পর তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তাদের বিষয়ে ভালোভাবে জ্ঞাত আছি।"
[সূরা মারয়াম:৬৮-৭০]

৭. আল্লাহর বাণী:

] y z { | } ~ مَـَٔابًا ﴿٢٢﴾ لَّٰبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا © وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَآءً وِفَاقًا ´ Z النبأ: ٢١ - ٢٦

“নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতিক্ষায় থাকবে, সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে। তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে। তথায় তারা কোন শীতল এবং পানীয় আস্বাদন করবে না; কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পাবে পরিপূর্ণ প্রতিফল হিসাবে।” [সূরা নাবা: ২১-২৬]

৮. আল্লাহর বাণী:

u t s r q p o n m l j i h g f [

قَالُوٓاْ ﴿٨﴾ نَذِيرٌ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ خَزَنَتُهَآ سَأَلَهُمۡ فَوۡجٌ فِيهَا ~ } { z y x w v

©قَدۡ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبۡنَا وَقُلۡنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن ´ µ ¶ ¸ فِي ضَلَٰلٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ Z الملك: ٦ - ٩

“যারা তাদের রবকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে। তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি ? তারা বলবে: হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অত:পর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম: আল্লাহ কোন কিছু নাজিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ।” [সূরা মুলক: ৬-৯]

৯. আল্লাহর বাণী:

[إِنَّ ٱلۡمُجۡرِمِينَ فِي ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوۡمَ يُسۡحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ Z القمر: ٤٧ - ٤٨

“নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত। যেদিন তাদেরকে মুখ হেঁচড়ে টেনে নেয়া হবে জাহান্নামে, বলা হবে: অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর।” [সূরা কামার: ৪৭-৪৮]

১০. আল্লাহর বাণী:

O N M L K J I H G F E D C A [

- ٤ :الهمزة Z \ [Z Y X W V U T S R Q P

৭

"কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি? এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বালিত অগ্নি, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে। এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে, লম্বা লম্বা খুঁটিতে।"
[সূরা হুমাযা: ৪-৯]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يَقُولُ:« يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ». متفق عليه.

১১. উসামা ইবনে যায়েদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "একজন ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে অত:পর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সে তার নাড়িভুঁড়ি নিয়ে জাহান্নামে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা জাঁতা নিয়ে ঘুরে। তখন জাহান্নামীরা তার নিকটে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে: হে অমুক আপনার কি হয়েছে!? আপনি তো আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতেন। সে বলবে: তা ঠিক; কিন্তু আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতাম আর আমি নিজেই তা করতাম না। আর খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতাম কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩২৬৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৯৮৯

¿ জাহান্নামীদের ক্রন্দন ও চিৎকারঃ

১.আল্লাহর বাণীঃ

[Z Y XWU T S RQONMLK [

\ ] ^ _ ` a b c Z التوبة: ٨١ - ٨٢

"আর তারা বলেছে, এই গরমের মধ্যে যুদ্ধে বের হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাদের বিবেচনাশক্তি থাকত। অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের জন্যে অনেক বেশি কাঁদবে।" [সূরা তাওবা: ৮১-৮২]

২. আল্লাহর বাণীঃ

] وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَـٰلِحًا غَيْرَ ´ µ ¶ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾ Z فاطر: ٣٧

"সেখানে তারা আর্তচিৎকার করে বলবে, হে আমাদের রব, বের করুন আমাদেরকে, আমরা প্রত্যাবর্তন করব, পূর্বে যা করতাম, তা আর করব না। (আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেয়নি যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্ত তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। আস্বাদন কর; জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।" [সূরা ফাতির: ৩৭]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

] لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ Z الأنبياء: ١٠٠

"তারা সেখানে চিৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না।" [সূরা আম্বিয়াঃ ১০০]

৪. আল্লাহর বাণীঃ

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + [

الفرقان: ١٣ - ١٤ Z = < ; : 9

"যখন এক শিকলে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের এক সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। তখন তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেক না বরং অনেক মৃত্যুকে ডাক।" [সূরা ফুরকানঃ ১৩-১৪]

৫. আল্লাহর বাণীঃ

Z r q p o n m l k j i h g [

الفرقان: ٢٧

"জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম।" [সূরা ফুরকানঃ ২৭]

৬. আল্লাহর বাণীঃ

Z ¸ ¶ µ ´ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم]

البقرة: ١٦٧

"এভাবেই আল্লাহ তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্যে। অথচ, তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না।" [সূরা বাকারাঃ ১৬৭]

¿ বিপদ মুক্তির জন্য জাহান্নামীদের ফরিয়াদঃ

যখন জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং তাদের কঠিন আজাব স্পর্শ করবে তখন তারা বিপদ থেকে বাঁচার জন্য আহ্বান করতে থাকবে। হয়তো কেউ সাহায্যকারী ও তাদের ডাকে সাড়া দেবে। জান্নাতীদের ডাকবে, জাহান্নামের প্রহরীদের ডাকবে, জাহান্নামের খাজেন ফেরেশতা মালেককে ডাকবে এবং তাদের প্রতিপালককে ডাকবে। কিন্তু কেউ ডাকে সাড়া দিবেন না, যার ফলে তাদের আফসোস আরো বেড়ে

যাবে। আর তারা সর্বপ্রকার আশা-ভরসা হারিয়ে ফেলবে এবং জাহান্নামে আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে।

১. আল্লাহর বাণী:

] وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ´ µ ¶ ¸ أَفِيضُواْ عَلَيۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ أَوۡ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُۚ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿٥٠﴾ Z الأعراف: ٥٠

"জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে: আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে রুজি দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও। তারা বলবে: আল্লাহ এই উভয় বস্তু কাফেরদের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন।" [সূরা আ'রাফ: ৫০]

২. আল্লাহর বাণী:

] وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ يُخَفِّفۡ عَنَّا يَوۡمٗا مِّنَ ٱلۡعَذَابِ ﴿٤٩﴾ ! " # $ % & ( ) + , . / 0 1 2 3 4 Z غافر: ٤٩ - ٥٠

"যারা জাহান্নামে আছে, তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে: তোমরা তোমাদের রবকে বল, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আজাব লাঘব করে দেন। রক্ষীরা বলবে: তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রামাণাদিসহ তোমাদের রসূল আসেন নি? তারা বলবে হাঁ। রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দোয়া কর। বস্তুত: কাফেরদের দোয়া নিষ্ফলই হয়।" [সূরা মু'মিন: ৪৯-৫০]

৩. আল্লাহর বাণী:

[6 7 8 9 : < = > ? @ A B C D E F G Z الزخرف: ٧٧ - ٧٨

"তারা ডেকে বলবে: হে মালেক, পালনকর্তা আমাদের কিসসাই শেষ করে দিন। সে বলবে, নিশ্চয় তোমরা চিরকাল থাকবে। আমি তোমাদের

কাছে সত্য দ্বীন পৌঁছিয়েছি; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্য দ্বীনে নিস্পৃহ।" [সূরা যুখরুফ: ৭৭-৭৮]

৪. আল্লাহর বাণী:

6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * [

- المؤمنون: ١٠٦ Z @ ? > = < ; : 9 8 7
١٠٨

"হে আমাদের রব! আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। হে আমাদের রব! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা অত্যাচারি হব। তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না।" [সূরা আল-মু'মিনূন: ১০৬-১০৮]

৫. আল্লাহর বাণী:

] فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ ´ µ ¶ ¸ زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ Z هود: ١٠٦ - ١٠٧

"অতএব, যারা হতভাগ্য তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার রব অন্যকিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার রব যা ইচ্ছা করতে পারেন।"
[সূরা হূদ: ১০৬-১০৭]

¿ জাহান্নামীদের মঞ্জিলগুলো জান্নাতীদের উত্তরাধিকারী হওয়া:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَا منْكُمْ مِـــنْ أَحَد إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ: مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّة ،وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ ، فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّـــارَ وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّة مَنْزِلَهُ ، فَذَلكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: أخرجه ابن ماجه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "তোমাদের প্রত্যেকের দু'টি করে মঞ্জিল রয়েছে। একটি জান্নাতের

মঞ্জিল আর অপরটি জাহান্নামের মঞ্জিল। অতএব, জাহান্নামী মারা গেলে দোযখে প্রবেশ করবে। আর তার জান্নাতের মঞ্জিলটি জান্নাতীরা উত্তরাধিকারী হবে। এ মর্মে আল্লাহর বাণী:"তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে, তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে।" [সূরা মু'মিনূন: ১০-১১][১]

¿ তাওহীদপন্থী পাপীরা জাহান্নাম থেকে বের হবে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ النَّـــارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ النَّـــارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً ». متفق عليه.

১. আনাস ইবনে মালেক [ﷻ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তি ''লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ্'' বলেছে এবং তার অন্তরে যবের দানা পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। অত:পর যে ব্যক্তি ''লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ্'' বলেছে এবং তার অন্তরে গমের দানা পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। এরপর যে ব্যক্তি ''লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ্'' বলেছে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) থাকবে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।"[২]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ حَتَّى يَكُونُوا فِيهَا حُمَمًا، ثُمَّ تُـــدْرِكُهُمْ الرَّحْمَـــةُ فَيُخْرَجُـــونَ وَيُطْرَحُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، قَالَ: فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِي حِمَالَةِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ». أخرجه الترمذي.

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, ইবনে মাজাহ হাঃ ৪৩৪১

[২]. বুখারী হাঃ নং ৪৪ ও মুসলিম হাঃ নং ১৯৩ শব্দ তারই

২. জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেনঃ "তাওহীদবাদীদের কিছু মানুষকে জাহান্নামে আজাব দেয়া হবে। এমনকি সেখানে তারা কয়লার মত হয়ে যাবে। অত:পর রহমত তাদেরকে স্পর্শ করবে। আর জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতের দরজার উপর নিক্ষেপ করা হবে। তিনি [ﷺ] বলেনঃ অত:পর জান্নাতীরা তাদের উপর পানি ছিটাবে তখন নদীর প্রবাহে বয়ে যাওয়া আবর্জনা যেমন গজায় অনুরূপ নতুন জীবন পেয়ে তারা গজিয়ে উঠবে। অত:পর জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১]

¿ জাহান্নামীদের সবচেয়ে কঠিন আজাবঃ

জাহান্নামীদের সবচেয়ে কঠিন আজাব হলো আল্লাহকে দর্শন করা হতে বঞ্চিত হওয়া।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

- ١٥ :المطففـــــين Z _ ^] \ [Z Y X W V U T [
١٦

"কখনও না, তারা সেদিন তাদের পালনকর্তা থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। অত:পর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"
[সূরা তাতফীফ: ১৫-১৬]

¿ জান্নাতী ও জাহান্নামীদের অনন্তকাল ধরে স্ব-স্ব স্থানে অবস্থানঃ

যখন জাহান্নমীরা জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাবে এবং কোন কল্যাণ আশা করতে পারবে না। আর আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে।

১. আল্লাহর বাণীঃ

] يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ © بِإِذْنِهِۦۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ

شَقُوا۟ ´ µ ¶ ¸ زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ ১৫৬৮, সিলসিলা সহীহা হাঃ ২৪৫১ দ্রঃ, তিরমিযী হাঃ ২৫৯৭ শব্দ তারই

وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا۟ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۖ عَطَآءً غَيْرَ a ﴿١٠٨﴾ Z هود: ١٠٥ - ١٠٨

"যেদিন তা আসবে সেদিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। অত:পর কিছু লোক হবে হতভাগ্য, আর কিছু লোক সৌভাগ্যবান। অতএব যারা হতভাগ্য তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার রব অন্যকিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার রব যা ইচ্ছা করতে পারেন। আর যারা সৌভাগ্যবান তারা বেহেশতের মাঝে। সেখানেই চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক অন্যকিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়। " [সূরা হূদ: ১০৫-১০৮]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

] إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ أَنَّ ´ µ ¶ ¸ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفْتَدُوا۟ بِهِۦ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ ! " # $ % & ' ( ) + , - . Z المائدة: ٣٦ - ٣٧

"যারা কাফের, যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আর তদনুরূপ সম্পদ থাকে আর এগুলো বিনিময় দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তবুও তাদের কাছে থেকে তা কবুল করা হবে না। তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। তারা জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু কস্মিনকালেও সেখান থেকে বের হতে পারবে না। আর তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আজাব।"
[সূরা মায়েদা: ৩৬-৩৭]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّة إِلَى الْجَنَّة وَأَهْلُ النَّار إِلَى النَّار جِيءَ بِالْمَوْت ،حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّة وَالنَّار، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادي مُنَاد يَا أَهْلَ الْجَنَّة لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّار لَا مَوْتَ ، فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّة فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّار حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ ». متفق عليه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"জান্নাতীরা যখন জান্নাতে হবে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে তখন মৃত্যুকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে নিয়ে এসে জবাই করে দেয়া হবে। অত:পর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবে: হে জান্নাতীগণ! তোমাদের আর কোন মৃত্যু হবে না। হে জাহান্নামীরা তোমাদের আর কোন মৃত্যু হবে না। অত:পর জান্নাতীদের আনন্দের সীমা বেড়ে যাবে। আর জাহান্নামীদের দু:খ-কষ্টের সীমাও বেড়ে যাবে।" [১]

¿ কারা বেশি জান্নাতী ও জাহান্নামী হবে:

নারীদের চাইতে পুরুষরা বেশি জান্নাতী হবে। আর নারীরা পুরষের চাইতে বেশি জাহান্নামী হবে। এ ছাড়া হূরগণ পুরুষদের চাইতেও বেশি জান্নাতী হবেন।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّة فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ». متفق عليه.

১. এমরান ইননে হুসাইন [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন:"জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম এর অধিকাংশ লোক হলো অভাবীরা। আর জাহান্নামে উঁকি দিয়ে দেখলাম এর বেশির ভাগ হলো মহিলারা।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৪৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৫০

[২]. বুখারী হা: নং ৩২৪১ শব্দ তাঁইর মুসলিম হা: নং ২৭৩৭

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী [ﷺ] বলেছেন:"আমাকে জাহান্নাম দেখানো হলে সেখানে অধিকাংশ নারীদেরকে দেখলাম। তারা কুফরি করে। বলা হলো তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরি করে? তিনি বললেন: স্বামীদের কুফরি করে; তারা এহসানের কুফরি করে। তাদের কারো প্রতি যুগ ধরে এহসান করার পর যদি তোমার থেকে একটু ব্যতিক্রম দেখে তাহলে বলে: তোমার থেকে কখনো ভাল কিছু দেখনি।"[১]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاءُ». أخرجه مسلم.

৩. এমরান ইবনে হুসাইন [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন:"জান্নাতের কম সংখ্যক বসবাসকারী হলো মহিলারা।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى أَضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ». متفق عليه.

৪. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন:"জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি পূর্ণিমার রাত্রির চাঁদের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল হবে। এরপরের দলটি হবে আকাশে উজ্জ্বল

---

[১]. বুখারী হা: নং ২৯ শব্দ তাঁরই মুসলিশ হা: নং ৯০৭

[২]. মুসলিম হা: নং ২৭৩৮

তারকার আলোর ন্যায়। প্রত্যেকের জন্যে সেখানে থাকবে দু'টি করে স্ত্রী; যাদের মাংসের বাহির থেকে পায়ের নলার মজ্জা দেখা যাবে। আর জান্নাতে কেউ অবিবাহিত থাকবে না।"[১]

¿ জান্নাত ও জাহান্নামের পর্দা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« حُجِبَتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ». متفق عليه.

"আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "জাহান্নামকে শাহওয়াত তথা কামনা-বাসনা দ্বারা আর জান্নাতকে অপছন্দনীয় ও কষ্টের জিনিস দ্বারা আবৃত করা হয়েছে।"[২]

¿ জান্নাত ও জাহান্নাম অতি সন্নিকটে:

عَنْ عَبْد اللَّه بن مسعودرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِه ،وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ». أخرجه البخاري.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেন:"জান্নাত তোমাদের কারো সেন্ডেলের ফিতার চেয়েও সন্নিকটে এবং জাহান্নামও অনুরূপ।"[৩]

¿ জান্নাত ও জাহান্নামের আপোসে ঝগড়া ও তাদের মধ্যে আল্লাহর ফয়সালা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« تَحَاجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ ،وَقَالَتْ الْجَنَّةُ :مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ ،قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ

---

[১]. বুখারী হা: নং ৩২৪৬ মুসলিম হা: নং ২৮৩৪ শব্দ তাঁরই
[২] .বুখারী হাঃ নং ৬৪৮৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮২৩
[৩]. বুখারী হাঃ ৬৪৮৮

رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَقَالَ لِلنَّارِ :إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَـــذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ،وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا ..». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "জান্নাত ও জাহান্নাম বদানুবাদ করে। জাহান্নাম বলেঃ আমি অহংকারী ও প্রতাপশালীদের দ্বারা অগ্রাধিকার লাভ করেছি। আর জান্নাত বলেঃ আমি অগ্রাধিকার লাভ করেছি দুর্বল, অপারগ ও ছিন্নমূলদের দ্বারা। অত:পর আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতকে বলেন: তুমি আমার দয়া। তোমার দ্বারা আমার যে সকল বান্দাদের প্রতি দয়া করতে চাই করব। আর জাহান্নামকে বলেন: তুমি আমার শাস্তি, আমার বান্দাদের যাদের চাইব তাদেরকে তোমার দ্বারা শাস্তি দিব। আর তোমাদের প্রত্যেকেই ভরপুর হবে---।"[১]

¿ জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা ও জান্নাত চাওয়াাঃ

১.আল্লাহর বাণী:

] يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضْعَـٰفًا مُّضَـٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِىٓ أُعِدَّتْ لِلْكَـٰفِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾ Z آل عمران: ١٣٠ - ١٣٢

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার। আর তোমরা সেই জাহান্নাম থেকে ভয় কর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আর আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর, সম্ভবত তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার।" [সূরা আল-ইমরান: ১৩৩-১৩২]

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ، فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ:« اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».متفق عليه.

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৮৫০ ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৪৬ শব্দ তারই

২. 'আদী ইবনে হাতেম [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] জাহান্নামের কথা উল্লেখ করলে তাঁর চেহারায় অপছন্দ ভরে উঠে এবং তা থেকে আশ্রয় চান। অত:পর আবার জাহান্নামের কথা উল্লেখ করলে তাঁর চেহারায় অপছন্দ ভরে উঠে এবং তা থেকে পানাহ্ চান। অত:পর বলেন: তোমরা অর্ধেক খেজুর দ্বারা হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। আর যে ব্যক্তি ইহাও পারবে না সে যেন একটি ভাল কথা দ্বারাও বাঁচার চেষ্টা করে।" [১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى ؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "অস্বীকারকারী ব্যতীত আমার উম্মতের সকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" তাঁরা (সাহাবায়ে কেরামﷺ) বললেন: কে অস্বীকার করে হে আল্লাহর রসূল [ﷺ]! তিনি [ﷺ] বললেন:"যে আমার আনুগত্য করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার নাফরমানি করবে সেই অস্বীকারকারী।"[২]

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَاقَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ.

হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট জান্নাত এবং যে সকল কথা ও কর্ম জান্নাতের নিকটে করে দেয় তার প্রার্থনা করছি। আর জাহান্নাম ও যে সকল কথা ও কর্ম জাহান্নামের নিকটে করে দেয় তা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৬৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১০১৬

[২]. বুখারী হাঃ নং ৭২৮০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৩৫

(৬) ভাগ্যের প্রতি ঈমান

¿ ক্বদ্‌র তথা তকদির হলোঃ

প্রতিটি বিষয়াদি এবং আল্লাহ যা উদ্ভাবন করতে চান, সৃষ্টিকুল, জগৎসমূহ ও প্রবাহমান ঘটনাবলীর সংঘটন সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞান এবং ঐগুলোর নির্ধারণ ও লাওহে মাহফুজে লিখন।

আল্লাহর সৃষ্টিতে তকদির তাঁর একান্ত রহস্য-ভেদ যা কোন সম্মানিত ফেরেশতা আর না কোন প্রেরিত রসূল জানেন।

¿ ভাগ্যের প্রতি ঈমানঃ

ভাগ্যের প্রতি ঈমান হলোঃ এমন দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, ভাল-মন্দ ও যাকিছু ঘটছে সবই আল্লাহর ফয়সালা ও নির্ধারণকৃত। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

[إِنَّا كُلَّ à خَلَقْنَٰهُ â ﴿٤٩﴾ ! " # $ % & ' Z القمر: ٤٩ - ٥٠

"নিশ্চয় আমি প্রতিটি বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। আমার কাজ তো এক মুহূর্তে চোখের পলকের মত।" [সূরা কামার:৪৯-৫০]

¿ ভাগ্যের প্রতি ঈমানের রোকনসমূহ

ভাগ্যের প্রতি ঈমান চারটি জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে:

প্রথমতঃ এ ঈমান রাখা যে, আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি জিনিসের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত সার্বক্ষণিক জ্ঞান রাখেন। চাহে ইহা তাঁর নিজের কার্যাদি হোক। যেমনঃ সৃষ্টি, পরিচালনা, জীবন-মরণ দান করা ইত্যাদি। অথবা সৃষ্টিরাজির কাজ-কর্ম হোক। যেমনঃ মানুষের কথা, কাজ-কর্ম ও অবস্থাসমূহ। অনুরূপ জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থ। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞাত।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ à أَنَّ â عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ç è é ê ë شَىْءٍ عِلْمًا î Z الطلاق: ١٢

“আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণ, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত। [সূরা তালাক: ১২]

দ্বিতীয়ত: এ ঈমান রাখা যে, আল্লাহ তা‘য়ালা প্রতিটি জিনিসের তকদির যেমন: সৃষ্টিকুল, অবস্থাদি ও রিজিক লওহে মাহফূজে লিখে রেখেছেন। সবকিছুর পরিমাণ, ধরণ, সময় ও স্থান লিখে দিয়েছেন। এসবের কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও কম-বেশি আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কিছুই ঘটবে না।

১. আল্লাহর বাণী:

[q r s t u wv x y { | } ~ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ

يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ Z الحج: ٧٠

“তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ আসমান-জমিনের যা কিছু রয়েছে তা অবগত আছেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে, অবশ্যই এটা আল্লাহর নিকট সহজ।” [সূরা হাজ্ব:৭০]

عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــه وَسَلَّمَ يَقُولُ:«كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الــسَّمَاوَاتِ وَالْــأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة ، قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ». أخرجه مسلم.

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে ‘আ-স [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, “আল্লাহ সৃষ্টিরাজির তকদির আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ (৫০) হাজার বছর পূর্বে লিখেছেন। তিনি [ﷺ] আরো বলেন, তখন আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিল।”[১]

তৃতীয়ত: এ ঈমান রাখা যে, সকল সৃষ্টিজগতের সকল আবর্তন-বিবর্তন আল্লাহর ইচ্ছা ও চাওয়া ছাড়া কিছুই হয় না। প্রতিটি জিনিস তাঁর ইচ্ছায়

[১]. মুসলিম হাঃ ২৬৫৩

ঘটে থাকে। তিনি যা চান তা হয় আর যা তিনি চান না তা হয় না। চাহে ইহা আল্লাহর কাজের সাথে সম্পর্ক হোক যেমনঃ সৃষ্টি করা, পরিচালনা করা, জীবন-মরণ দান করা ইত্যাদি। কিংবা সৃষ্টিরাজির কাজের সাথে সম্পর্ক হোক যেমনঃ তাদের কাজ-কর্ম, কথা-বর্তা ও অবস্থাসমূহ।

১. আল্লাহ বাণীঃ

] وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ µ ¶ ¸ ٱلْخِيَرَةُ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ Z القصص: ٦٨

"তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন। তাদের কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ পবিত্র এবং তারা যাকে শরিক করে, তা থেকে ঊর্ধ্বে।" [সূরা কাসাসঃ ৬৮]

২. আরো আল্লাহর বাণীঃ

[= > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q Z إبراهيم: ٢٧

"আল্লাহ মুমিনদের মজবুত বাক্য দ্বারা দৃঢ় করেন। পার্থিবজীবনে এবং পরকালে। আর আল্লাহ জালেমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।" [সূরা ইবরাহীম:২৭]

৩. আরো আল্লাহর বাণীঃ

[M N O P Q Z إبراهيم: ٢٧

"আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।" [সূরা ইবরাহীমঃ ২৭]

৪. আরো আল্লাহর বাণীঃ

[" # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < =

L K J I G F E D C B A @ ? >

الأنعام: ١١١ - ١١٢ Z R Q P O M

“আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে অবতারণ করতাম এবং ওদের সাথে মৃতরা কথাবর্তা বলত এবং আমি সব বস্তুকে তাদের সামনে জীবিত করে দিতাম, তথাপি তারা কখনো বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়; কিন্তু যদি আল্লাহ চান। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবর্তা শিক্ষা দেয়। আর যদি আপনার প্রতিপালক চাইতেন, তাহলে তারা এমন কাজ করতে পারতো না।” [সূরা আন‘আমঃ **১১১-১১২**]

৪. আরো আল্লাহর বাণীঃ

] إِنْ ´ µ ¶ ¸ ﴿٢٧﴾ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٩﴾ Z التكوير: ٢٧ - ٢٩

“এটা তো কেবল বিশ্বাবাসীরদের জন্যে উপদেশ। তোমাদের মধ্যে তার জন্যে, যে সোজা চলতে চায়। তোমরা আল্লাহ্ রব্বুল ‘আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।”

[সূরা তাকবীরঃ ২৭-২৯]

চতুর্থতঃ এ ঈমান রাখা যে, আল্লাহ একমাত্র সকল জিনিসের সৃষ্টিকার্তা, তিনিই সৃষ্টিজগতের সত্ত্বাসমূহ, গুণসমূহ ও নড়াচড়া সবই সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি ব্যতীত নেই কোন সৃষ্টিকারী ও প্রতিপালক।

১. আল্লাহ তা‘য়ালা এরশাদ করেনঃ

الزمر: ٦٢ Z i h g f e d b a ` _ [

“আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সবকিছুর ব্যবস্থাপক।” [যুমারঃ ৬২]

২. আরো আল্লাহ বলেনঃ

] إِنَّا كُلَّ à خَلَقْنَهُ â ﴿٤٩﴾ ! " # $ % & ' Z القمر: ٤٩ - ٥٠

“নিশ্চয় আমি প্রতিটি বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। আমার কাজ তো এক মুহূর্তে চোখের পলকের মত।” [সূরা কামার:৪৯-৫০]

৩. আরো আল্লাহ বাণীঃ

] وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ © Z الصافات: ٩٦

“প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তাও।” [সূরা সাফ্ফাত: ৯৬]

¿ ভাগ্যের রহস্যঃ

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সৃষ্টির জন্য যা কিছু ফয়সালা ও নির্দিষ্ট করেন তার মধ্যে রয়েছে উপকার ও গুরুত্বপূর্ণ হিকমত। অতএব, আল্লাহর ভাল ও এহসান করা তাঁর দয়ার প্রমাণ, পাকড়াও এবং প্রতিশোধ গ্রহণ তাঁর রাগের প্রমাণ, অনুগ্রহ ও সম্মান করা তাঁর ভালবাসার প্রমাণ, অপদস্ত ও লাঞ্ছিত করা তাঁর ঘৃণা ও অবজ্ঞা করার প্রমাণ, কম দেয়ার পরে পূর্ণতা দান পুনরুত্থানের প্রমাণ।

¿ ভাগ্যের সূক্ষ্মবুঝঃ

আল্লাহ তা'য়ালার ভাগ্যনির্ধারণ দুই প্রকারঃ

প্রথমঃ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর পৃথিবীতে যাকিছু জারি করে থাকেন। যেমনঃ সৃষ্টি, রিজিক, জীবন-মরণ ও আবর্তন-বিবর্তন এবং পরিচালনা ইত্যাদি। এসব কাওনী তথা মহাজগতের সৃষ্টিরাজি সম্পর্কিত নির্দেশাবলী। এগুলো বিশাল ভাগ্য নির্ধারণ যা আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সামনে জারি করে থাকেন, যাতে করে তাঁর মহিমা জানতে পারি। এ ছাড়া তাঁর রাজত্ব ও শক্তির মহত্ব এবং প্রতিটি জিনিসের তাঁর জ্ঞানের পরিধী অবগত হতে পারি। তাই যখন আমরা ইহা জানতে পারি তখন তাঁর প্রতি ঈমান আনি এবং তাঁর আনুগত্য ও এবাদত করি। যেমন আল্লাহর বাণীঃ

] ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلۡأَمۡرُ بَيۡنَهُنَّ à أَنَّ â عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ç è é ê ë شَيۡءٍ عِلۡمَۢا î Z الطلاق: ١٢

“আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত।” [সূরা তালাক:১২]

দ্বিতীয়: ভাল-মন্দ যাকিছু অল্লাহ মানুষের জন্য জারি করেন। ইহা আল্লাহর জ্ঞানানুসারে হয়ে থাকে। অতএব, যে ঈমান আনবে ও সৎকর্ম করবে আল্লাহ তাকে দুনিয়তে সুখী করবেন। এরপর পর্যায়ক্রমে মৃত্যুর সময় ও কবরে তাকে সুখী করবেন এবং সর্বশেষ জান্নাতে পরিপূর্ণ সুখ দান করবেন। যেমন আল্লাহর বাণী:

d c b a ` _ ^] \ [Z Y[

f g h i j k l Z النحل: ٩٧

“যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।”
[সূরা নাহ্‌ল: ৯৭]

আর যে কুফরি এবং আল্লাহর নাফরমানি করবে সে দুনিয়াতে দুর্ভাগ্যবান হবে। এরপর মৃত্যুর সময় তার দুর্ভাগ্যতা বেড়ে যাবে এবং এরপর আরো বেড়ে যাবে কবরে। আর পরিশেষে জাহান্নামে পূর্ণ হবে তার শাস্তি।

১. আল্লাহর বাণী:

Z N M L K J I H G F E D C B A @[
النساء: ١٢٣

“যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া নিজের কোন সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না।” [সূরা নিসা:১২৩]

২. আল্লাহর বাণী:

] أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ ´ µ ¶ ¸ كَسَبَتْۗ وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْۚ أَمْ تُنَبِّـُٔونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلْأَرْضِ أَم بِظَـٰهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا۟ عَنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ لَّهُمْ عَذَابٌ à ٱلْحَيَوٰةِ â ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَقُّ è é ê ë مِن وَاقٍ Î Z الرعد: ٣٣ – ٣٤

"ওরা প্রত্যেকেই কি মাথার উপর স্ব স্ব কৃতকর্ম নিয়ে দণ্ডায়মান নয়? আর তারা আল্লাহর জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলুন! নাম বল অথবা খবর দাও পৃথিবীর এমন কিছু জিনিস সম্পর্কে যা তিনি জানেন না? অথবা অসার কথাবার্তা বলছ? বরং সুশোভিত করা হয়েছে কাফেরদের জন্যে তাদের প্রতারণাকে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দান করা হয়েছে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। দুনিয়ার জীবনেই এদের জন্যে রয়েছে আজাব এবং অতি অবশ্য আখেরাতের জীবন কঠোরতম। আল্লাহর কবল থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী নেই।" [সূরা রা'দ:৩৩-৩৪]

এতএব, মানুষ যে রূপ ভাল-মন্দ কাজ বা আনুগত্য বা পাপ করবে সেরূপ আল্লাহর তার ভাগ্যে জারি করবেন। আর বেশিরভাগ মানুষ এসব ভাগ্যলিপির রহস্য অবগত নয়, সে জন্যেই পাপিষ্ঠদের উপর মসিবতের স্তুপ হয়ে দাঁড়ায়। তাই তারা সেসবের সমাধানের জন্য ছুটে যায় মানুষের নিকট, যার ফলে মসিবত দূর না হয়ে আরো বেশি হতে থাকে।

আর হকিকত হলো: এসবের সমাধান তো তাদের হাতেই; কারণ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে তারা নিজেরাই। সুতরাং, যদি তারা কুফরির স্থানে ঈমান, পাপের জায়গায় আনুগত্য, মন্দের বদলে ভাল করত, তাহলে দ্রুত আল্লাহ তাদের অবস্থার পরিবর্তন করে দিতেন। আর যদি কল্যাণের স্থানে অনিষ্ট দ্বারা পরিবর্ত করে তাহলে তাদেরকে আজাব দিবেন। যেমন আল্লাহর বাণী:

[! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 Z الأنفال: ٥٣

"তার কারণ এই যে, আল্লাহ কখনও পরিবর্তন করেন না সে সব নেয়ামত, যা তিনি কোন জাতিকে দান করেছিলেন, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই পরিবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়। বস্তুত: আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।" [সূরা আনফাল: ৫৩]

আর মসিবতসমূহ কখনো পাপিষ্ঠদের জন্যে শাস্তি স্বরূপ যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ ﴿٣٠﴾ Z الشورى: ٣٠

"তোমাদের উপর যেসব আপদ-বিপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক পাপ ক্ষমা করে দেন।" [সূরা শূরা:৩০]

আর কখনো বান্দাকে তরবিয়ত এবং তার অপরিচ্ছন্ন তাওহীদকে পরিস্কার করার জন্যে মসিবত দিয়ে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[s t u v w x y z { | } ~ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ © ٱلۡكَٰذِبِينَ ﴿٣﴾ Z العنكبوت: ٢ – ٣

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা ঈমান এনেছি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে।" [সূরা আনকাবূত:২-৩]

আর কখনো মসিবত পাপ মিটিয়ে দেয়া ও বান্দার মর্যাদা উঁচুর করার জন্যে করে থাকেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন:"মুসলিম ব্যক্তির যে কোন কষ্ট, ব্যাধি, দুশ্চিন্তা, বিপদ-আপদ এমনকি একটি কাটা ফুটলেও তার দ্বারা আল্লাহ তার পাপ মিটিয়ে দেন।"[১]

عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَا منْ مُسْلمٍ يُـشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتبَتْ لَهُ بهَا دَرَجَةٌ وَمُحيَتْ عَنْهُ بهَا خَطيئَةٌ».أخرجه مسلم.

২. আয়েশা [রাযিয়াল্লাহু আনহা] হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"কোন মুসলিম ব্যক্তির একটি কাটা ফুটে বা এরচেয়ে বড় কিছু হয়, আল্লাহ তা'য়ালা এর দ্বারা তার একটি মর্যাদা উঁচু করে দেন। এ ছাড়া তার দ্বারা তার থেকে একটি পাপ মিটিয়ে দেন।"[২]

¿ ভাগ্যের প্রকার:

আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের তকদির তথা ভাগ্য নির্ধারণ ও ফয়সালা দু'প্রকার:

প্রথম প্রকার: আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সবকাজ ও অবস্থার ফয়সালা ও নির্ধারণ যা মানুষের ইচ্ছার বাইরে: চাহে তা মানুষের শরীরের সাথে সম্পর্ক হোক। যেমন: লম্বা ও বেঁটে অথবা সুন্দর-অসুন্দর কিংবা তার জীবন-মরণ। আথবা তার পছন্দ ছাড়াই যা ঘটে। যেমন: মসিবত, রোগ-শোক, জানমালে ক্ষতি ও ফলাদি এবং ফসলে বিনষ্ট ছাড়া আরো মসিবত। যা কখনো বান্দার প্রতি শাস্তি হিসাবে আবার কখনো তার পরীক্ষা হিসাবে এবং কখনো তার মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্যও ঘটে থাকে। এসব কাজ যা মানুষের জীবনে প্রবাহমান বা তার ইচ্ছার বাইরে ঘটে থাকে সে ব্যাপারে মানুষ প্রশ্নের সম্মুক্ষীন হবে না। সে বিষয়ে হিসাব-নিকাশ হবে না। এ ব্যপারে তার ঈমান আনা ওয়াজিব যে, এ সকল আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালা ও নির্ধারণ। ধৈর্যধারণ করবে, সন্তুষ্টি চিত্তে

---

[১]. বুখারী হা: ৫৬৪১ শব্দ তাঁইর মুসলিম হা: নং ২৫৭৩

[২]. মুসলিম হা: নং ২৫৭২

গ্রহণ করে নিবে এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে। এ জগতে যা কিছু ঘটে তার মধ্যে রয়েছে মহাবিজ্ঞানী সর্বজ্ঞ আল্লাহর হিকমত।

১.আল্লাহর বাণী:

] مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ © فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ

إِنَّ ذَٰلِكَ ´ µ ¶ ¸ Z الحديد: ٢٢

"পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।" [সূরা হাদীদ: ২২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ ، بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: বনি আদম যুগকে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়, অথচ আমিই তো যুগ। আমার হাতেই নির্দেশ। আমিই দিন-রাত্রির পরিবর্তন করি।"[১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ ،وَجَفَّتْ الصُّحُفُ ». أخرجه أحمد والترمذي.

[১]. বুখারী হাঃ ৪৮২৬ ও মুসলিম হাঃ ২২৪৬

৩. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একদিন রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর পিছনে বসে ছিলাম, তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "হে বৎস! তোমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিব। আল্লাহর (আদেশ-নিষেধসমূহ) হেফাজত কর আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহর (আদেশ-নিষেধসমূহ) হেফাজত কর তাঁকে তোমার সামনে পাবে। যখন চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটেই চাইবে। আর যখন সাহায্য - সহযোগিতা চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটেই চাইবে। জেনে রাখ! সমস্ত উম্মত মিলে যদি তোমার কোন উপকার করতে চায়, তবে তারা তোমার উপকার করতে পারবে না। কিন্তু অতটুকুই উপকার করতে পারবে যতটুকু তোমার জন্য আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। আর যদি তারা সকলে মিলে তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, তাহলে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রখেছেন। ভাগ্য লিপির কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং ছহিফা শুকিয়ে গিয়েছে।"[১]

দ্বিতীয় প্রকার: এমন সবকাজ যা আল্লাহ ফয়সালা ও নির্ধারণ করেছেন, যেগুলো করতে মানুষ সক্ষম এবং আল্লাহর দান বিবেক, শক্তি এবং বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দ্বারা করতে পারে। যেমন: ঈমান ও কুফরি---- আনুগত্য ও নাফরমানি--- ভাল-মন্দ ব্যবহার ইত্যাদি।

এগুলো ও এরমতো যে সকল কাজ সেগুলোর হিসাব-নিকাশ করা হবে। এর উপর নির্ভর করবে সওয়াব ও শাস্তি; কারণ আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন, আসমানী কিতাবসমূহ নাজিল করেছেন, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন, ঈমান ও আনুগত্যের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন, কুফরি ও নাফরমানি থেকে সাবধান করে দিয়েছেন, মানুষকে বিবেক দান করেছেন, তাকে ভাল-মন্দ বাছাই করার স্বাধীনতা দান করেছেন যার ফলে তার ইচ্ছামত চলতে পারে। আর দু'টি পথের যে কোনটি সে পছন্দ করবে তা আল্লাহর ইচ্ছা ও শক্তির আওতাভুক্ত।

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২৬৬৯ ও তিরমিযী হাঃ নং ২৫১৬ শব্দ তারই

কারণ আল্লাহর রাজ্যে এমন কিছু ঘটবে না যা আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে হবে।

১. আল্লাহর বাণী:

الكهف: ٢٩ Z b L K J I H G E D C B [

"বল! সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে চায় ঈমান আনবে আর যে চায় কুফরি করবে।" [সূরা কাহাফ: ২৯]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

Z ﴿٤٦﴾ لِّلْعَبِيدِ ë ê é ç فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ â عَمِلَ à [

فصلت: ٤٦

"যে সৎকর্ম করে, সে নিজের উপকারের জন্যই করে, আর যে অসৎকর্ম করে, তা তার উপরই বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি মোটেই জুলুম করেন না।" [সূরা ফুসসিলাত: ৪৬]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

[~ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ ﴿١٨﴾ © ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟

ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فَلَهُمْ جَنَّـٰتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًۢا بِمَا ´ µ ¶ ¸ ٱلَّذِينَ فَسَقُوا۟ فَمَأْوَىٰهُمُ

ٱلنَّارُ ۖ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا۟ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَآ أُعِيدُوا۟ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم

بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ Z السجدة: ١٨ - ٢٠

"ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা সমান নয়। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়নস্বরূপ বসবাসের জান্নাত। পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আজাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর।" [সূরা সেজদাহ:১৮-২০]

৪. আরো আল্লাহর বাণী:

] إِنۡ ´ µ ¶ ¸ ﴿٢٧﴾ لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٢٩﴾ Z التكوير: ٢٧ - ٢٩

“এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্যে উপদেশ। তার জন্যে, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়। তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।” [তাকবীর: ২৭-২৯]

¿ কখন তকদির দ্বারা যুক্তি পেশ করা যাবে:

১. প্রথম প্রকারে উল্লেখিত মসিবতসমূহে মানুষের জন্য তকদির দ্বারা দলিল পেশ করা জায়েজ আছে। সুতরাং মানুষ অসুস্থ হলে অথবা মারা গেলে কিংবা তার ইচ্ছা ছাড়াই কোন মসিবতে পতিত হলে সে আল্লাহর তকদির দ্বারা দলিল পেশ করতে পারে। যেমন সে বলবে: আল্লাহই নির্ধারণ করেছেন এবং যা ইচ্ছা তাই করেছেন। আর সে ধৈর্যধারণ করবে এবং সম্ভবপর সন্তুষ্ট থাকবে যাতে করে সওয়াব অর্জন করতে পারে। যেমন আল্লাহ তা‘য়ালা এরশাদ করেন:

; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 [

I H G F E D C B A @ ? > = <

- ١٥٥ البقرة: Z S R Q P O N M L K J
١٥٧

“আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, জানমালের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের–যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত।” [সূরা বাকারা: ১৫৫-১৫৭]

২. পাপের কাজে তকদির দ্বারা দলিল পেশ করা মানুষের জন্য জায়েজ নয়। কোন ওয়াজিব ত্যাগ করে বা হারাম কাজ করে বলবে ইহা আমার তকদিরে ছিল। এ ধরণের দলিল পেশ চলবে না। কারণ আল্লাহ

তা'য়ালা এবাদত করার জন্য নির্দেশ করেছেন এবং পাপকাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। আর কাজ করার জন্য আদেশ করেছেন এবং তকদিরের উপর ভরসা করে বসে থাকার জন্য নিষেধ করেছেন। যদি ভাগ্য কারো জন্য দলিল হতো, তাহলে যারা রসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছে আল্লাহ তাদের শাস্তি দিতেন না। যেমনঃ নূহ [عليه السلام]-এর জাতি, আদ, সামূদ ইত্যাদি। আর সীমালঙ্ঘনকারীদের উপর শরীয়তের শাস্তির জন্য নির্দেশ করতেন না।

যারা তকদিরকে পাপিষ্ঠদের জন্য দলিল মনে করে এবং তাদের থেকে নিন্দা ও শাস্তিকে উঠিয়ে দিতে চায়; তাদের উচিত যদি কেউ তার উপর জুলুম করে তাকে মন্দ না বলা এবং শাস্তিও না দেওয়া। আর যে ব্যক্তি তার সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং যে খারাপ ব্যবহার করে দু'জনের মধ্যে পার্থক্য না করা। এ ধরনের কাজ অজ্ঞতা ও বাতিল ছাড়া আর কি? আর আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকেই দ্বীনের সূক্ষ্ম জ্ঞান দান করেন।

:< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / [

K J I H G E D C B A @ ? >

Z W V U T S R Q P O M L الأنعام: ١٤٨

"এখন মুশরিকরা বলবেঃ যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে আমরা শিরক করতাম না, না আমাদের বাপ-দাদারা এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম। এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, এমনকি তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। আপনি বলুনঃ তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে, যা আমাদেরকে দেখাতে পার? তোমরা শুধুমাত্র আন্দাজের অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বল।" [সূরা আন'আম:১৪৮]

¿ উপায় গ্রহণের বিধানঃ

আল্লাহ যা কিছু তাঁর বান্দার জন্য তকদিরে নির্দিষ্ট করেছেন চাহে ভাল হোক বা মন্দ হোক তা কারণের সঙ্গে জড়িত। অতএব, কল্যাণকর

জিনিসের কারণ যেমন: ঈমান ও এবাদতসমূহ। আর মন্দ কাজের কারণ যেমন: কুফরি ও নাফরমানি। মানুষ শুধুমাত্র ঐ ইচ্ছা ও নির্বাচন শক্তি দ্বারাই কাজ করে যা আল্লাহ তার জন্য নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার জন্যে কল্যাণ-অকল্যাণ যাকিছু নির্দিষ্ট করেছেন সে পর্যন্ত সে কারণের মাধ্যম ছাড়া পৌঁছতে পারে না। যে সকল কারণ তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে তা সে নিজের পছন্দ মত করে থাকে। জান্নাতে প্রবেশের জন্য কিছু কারণ রয়েছে যা করা ওয়াজিব। আর জাহান্নামে প্রবেশের জন্যেও কিছু কারণ রয়েছে যা ত্যাগ করা ওয়াজিব।

১. আল্লাহর বাণী:

M L K J I H G F E D C B A ? > = [

_ ^] \ [Y X W V U T S R Q P O

` Z الإنسان: ٢٩ – ٣١

"এটা উপদেশ, অতএব, যার ইচ্ছা হয় সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতে দাখিল করেন। আর জালেমদের জন্যে তো প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" [সূরা দাহার:২৯-৩১]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

] تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى

مِن تَحْتِهَا ´ µ ¶ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ Z النساء: ١٣ – ١٤

"এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর

তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য। আর যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"
[সূরা নিসা:১৩-১৪

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَا مِنْكُمْ مِــنْ نَفْسٍ إِلَّا وَقَدْ عُلِمَ مَنْزِلُهَا مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ نَعْمَلُ أَفَلَــا نَتَّكِلُ ؟ قَالَ: لَا اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ .متفق عليه.

২. আলী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "প্রতিটি মানুষকে তার জান্নাত ও জাহান্নামের স্থান জানানো হয়েছে। তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন: হে আল্লাহর রসূল! তাহলে আমরা কেন আমল করব? আমরা কি ভরসা করে বসে থাকব না? তিনি বললেন: না, তোমরা আমল কর; কারণ যার জন্যে যা সৃষ্টি করা হয়েছে তা সবই তার জন্যে সহজ। অত:পর তেলাওয়াত করলেন:"অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরোওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব।" [সূরা লাইল: ৫-১০] [১]

¿ তকদিরকে প্রতিহত করার বিধান:

নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে তকদির দ্বারা তকদিরকে প্রতিহত করা জায়েজ:

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৯৪৫ ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৪৭ শব্দ তাইর।

১. যখন কোন তকদিরের কারণ সংঘটিত হয় তখন অন্য কারণ দ্বারা সেটির মোকাবেলা করা জায়েজ। যেমনঃ দুশমনের মোকাবেলা তার সাথে যুদ্ধ করা এবং ঠাণ্ডাকে গরম দ্বারা দূর করা ইত্যাদি।

২. যে তকদির সংঘটিত হয়েছে এবং স্থীর হয়েছে তাকে অন্য তকদির দ্বারা দূর করা ও সরানো। যেমনঃ রোগ তকদিরকে চিকিৎসা তকদির দ্বারা দূর করা। পাপ তকদিরকে তওবা তকদির দ্বারা মিটানো। দুর্ব্যবহার তকদিরকে সদ্ব্যবহার তকদির দ্বারা দূর করা। এরূপ আরো অনেক রয়েছে।

g f e d c b a ` . ^] \ [Z[

v u t s r q p o n m l k j i h

w x Z فصلت: ٣٤ – ٣٥

"সমান নয় ভাল-মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যান্ত ভাগ্যবান।" [সূরা হা-মীম সেজদাহ:৩৪-৩৫]

¿ প্রতিটি জিনিসের জন্য আল্লাহর সাধারণ ইচ্ছাঃ

বান্দার পক্ষ থেকে ভাল-মন্দ কাজ সংঘটিত হয়। এগুলোর সৃষ্টি করা ও অস্তিত্বে আনা আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা কোন দোষণীয় নয়। কারণ আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। এর মধ্যে মানুষ ও তার কার্যাদিও। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছা তাঁর সন্তুষ্টির প্রমাণ নয়। যেমনঃ কুফরি, পাপকাজ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তা পছন্দ করেন না এবং তাতে সন্তুষ্টও হন না। এ গুলোর আদেশ করেন না বরং এগুলোতে নারাজ হন এবং এসব থেকে নিষেধ করেন। অতএব, কোন জিনিস আল্লাহর নিকট অসন্তুষ্টকর ও অপছন্দনীয় হওয়াটা তাঁর ইচ্ছা ও সৃষ্টির বাইরে হয় না। সুতরাং, প্রতিটি জিনিস আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার

সৃষ্টি ও পৃথিবী পরিচালনার ভিত্তির যে উদ্দেশ্য সে হিকমত তার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

] إِنْ ´ µ ¶ ¸ ﴿٢٧﴾ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٩﴾ Z التكوير: ٢٧ – ٢٩

"এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্যে উপদেশ, তার জন্যে যে, তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়। তোমরা আল্লাহর অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।" [সূরা তাকবীর:২৭-২৯]

¿ **তকদিরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা তিন প্রকারঃ**

১. আনুগত্যের উপর সন্তুষ্টি যা নির্দেশিত।
২. মসিবতের প্রতি সন্তুষ্ট যা নির্দেশিত। উহা চাহে ওয়াজিব হোক বা মুস্তাহাব (উত্তম) হোক।
৩. কুফরি, ফাসেকি ও নাফরমানি যার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া নির্দেশিত নয়। বরং তা ঘৃণা ও অপছন্দ করার জন্য নির্দেশ করতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা ইহা পছন্দ করেন না এবং সন্তুষ্টও হন না। আল্লাহ তা'য়ালা যদিও উহা সৃষ্টি করেছেন কিন্তু তা তিনি পছন্দ করেন না। ইহা এ কথার প্রমাণ করে যে, এমন জিনিসও সৃষ্টি করেছেন যা তিনি পছন্দ করেন না। যেমনঃ শয়তানকে সৃষ্টি করা। আল্লাহ তা'য়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি আমরা সন্তুষ্ট থাকব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জঘন্য কাজ ও তার কর্তাকে সন্তুষ্টির চোখে দেখবো না এবং পছন্দও করব না।

একটি বিষয় এক দৃষ্টিকোন থেকে পছন্দনীয় হলেও অন্য দৃষ্টিকোন থেকে ঘৃণীত। যেমনঃ ঔষধ অপ্রিয় স্বাদহীন কিন্তু তা প্রিয় জিনিসের (সুস্থতার) দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহকে খুশী করার রাস্তা অবলম্বন করব। তিনি যা ভালবাসেন এবং যাতে সন্তুষ্ট হন তাই করব। আর এ কথা নয় যে, প্রতিটি বিষয় যা ঘটে বা হয় সবকিছুর উপর সন্তুষ্ট থাকব। আমরা আদিষ্ট নয় যে, আল্লাহর সবফয়সালা ও নির্ধারণকৃত তকদিরের প্রতি খুশী হব। বরং আমরা আদিষ্ট আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ] যে সকল আদেশ করেছেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

Q P O N M L K J I H G E D C B A [

^] \ Z Y X W V U T S R

الحجرات: ٧ – ٨ Z h g f e c b a ` _

“তোমরা জেনে রাখ তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল রয়েছেন। তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবদার মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। এটা আল্লাহর কৃপা ও নেয়ামত, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [সূরা হুজুরাত:৭-৮]

¿ **আল্লাহর ফয়সালা ভাল-মন্দ যাই হোক তার দু’টি দিক রয়েছে:**

১. **প্রথমটি:** যা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে সম্পৃক্ত ও একমাত্র তাঁরই সঙ্গে সম্পর্ক। তাই বান্দা এর প্রতি রাজি-খুশী থাকবে; কারণ আল্লাহর সকল ফয়সালা কল্যাণময় এবং ইনসাফপূর্ণ ও হিকমত সম্মত।

২. **দ্বিতীয়টি:** যা বান্দার সাথে সম্বন্ধ ও তারই সঙ্গে সম্পর্ক। এর মধ্যে কিছু রয়েছে যা সন্তোষজনক যেমন: ঈমান ও আনুগত্য। আর কিছু রয়েছে যা অসন্তোষজনক যেমন: কুফরি ও নাফরমানি, যাতে আল্লাহ তা‘য়ালা অসন্তুষ্ট হন ও পছন্দ করেন না এবং তার নির্দেশও করেন না।

৪. আল্লাহর বাণী:

] وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ µ ¶ ¸ ٱلْخِيَرَةُ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا

يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ Z القصص: ٦٨

“আপনার পালনকর্তা যা ইছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন, তাদের কোন অধিকার নেই। আল্লাহ পবিত্র এবং তারা যাকে শরিক করে, তা থেকে আল্লাহ বহু ঊর্ধ্বে।” [সূরা কাসাস: ৬৮]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

n Y X W V T S R Q O N M L K J [

Z الزمر: ٧

"যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে আল্লাহ তোমাদের থেকে বেপরোয়া। তিনি তাঁর বান্দাদের কাফের হয়ে হওয়া পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্যে তা পছন্দ করেন।"
[সূরা যুমার: ৭]

৩. আরো আল্লাহ বাণী:

[وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ © Z الصافات: ٩٦

"আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা সৃষ্টি করেছেন।"
[সূরা সফফাত: ৯৬]

¿ বান্দার সকল কাজ-কর্ম সৃষ্ট:

আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার কার্যাদিও সৃষ্টি করেছেন। আর সবকিছুই জানেন ও ঘটার পূর্বেই তা লিখে রেখেছেন। সুতরাং, মানুষ যখন কোন ভাল বা মন্দ কাজ করে তখন আল্লাহর জ্ঞান, সৃষ্টি ও লিখন আমাদের জন্য প্রকাশ হয়ে যায়। বান্দার কাজ সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞান ব্যাপক। প্রতিটি জিনিসে আল্লাহর জ্ঞান ব্যাপৃত। আসমান ও জমিনে আল্লাহর জ্ঞান থেকে অণু পরিমাণ জিনিসও দূরে থাকতে পারে না।

১. আল্লাহর বাণী:

[وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ © Z الصافات: ٩٦

"আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা সৃষ্টি করেছেন।"
[সূরা সফফাত: ৯৬]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

U T S R Q P O N M L K [
النحل: ٩٠ Z \ [Z Y W V

"আল্লাহ ন্যাপরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন–যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।" [সূরা নাহ্‌ল:৯০]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

] وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ à إِلَّا â كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾ Z يونس: ٦١

"বস্তুত: যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর, অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার প্রতিপালক থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও জমিনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই।" [সূরা ইউনুস: ৬১]

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُود ﷺقَالَ :حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ:« إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّه أَرْبَعينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مثْلَ ذَلكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مثْلَ ذَلكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُــؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلمَات: وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقيٌّ أَوْ سَعيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فيه الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ منْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّة إِلَّا ذرَاعٌ فَيَسْبقُ عَلَيْه كتَابُهُ فَيَعْمَلُ بعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّــارِ إِلَّــا ذرَاعٌ فَيَسْبقُ عَلَيْهِ الْكتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّة فَيَدْخُلُهَا». متفق عليه.

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সত্যবাদী ও আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যায়িত রসূল [ﷺ] আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন:"তোমাদেরকে মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন নুতফা তথা শুক্রকিট হিসাবে রাখা হয়। অত:পর আরো চল্লিশ দিনে একটি রক্তের টুকরা বানানো হয়। আবার চল্লিশ দিনে এক মাংসের পিণ্ড বানানো হয়। এরপর ফেরেশতা পাঠানো হয় যিনি তার মধ্যে রুহ ফুঁকে দেন। আর চারটি জিনিস লেখার জন্য তাঁকে নির্দেশ করা হয়ঃ তার রিজিক, বয়স, কার্যাদি ও সুখী না অসুখী। সেই আল্লাহর কসম যিনি ব্যতিরেকে নেই কোন ইলাহ। তোমাদের কেউ জান্নাতীদের কাজ করতে থাকে। এমন কি তার ও জান্নাতের মাঝে এক হাত বাকি থাকে। এমতাবস্থায় তার ভাগ্যলিপি তার সামনে বেড়ে যায়। আর সে জাহান্নামের কাজ করে বসে, যার ফলে জাহান্নামে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে তোমাদের কেউ জাহান্নামের কাজ করতে থাকে। এমনকি তার ও জাহান্নামের মাঝে যখন এক হাত বাকি থাকে তখন তার ভাগ্যলিপি আগে বেড়ে যায়, যার ফলে সে জান্নাতীদের কাজ করে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।"[১]

¿ ইনসাফ ও এহসানঃ

আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি কাজ ইনসাফ ও এহসান ছাড়া খালি নয়। তিনি কখনো কারো প্রতি জুলুম করেন না। তিনি বান্দার সাথে ইনসাফ অথবা অনুগ্রহ করে থাকেন। পাপিষ্ঠদের সঙ্গেও ইনসাফ করে থাকেন। যেমনঃ আল্লাহর বাণীঃ

[| | } ~ مِّثْلُهَا ﴿٤٠﴾ Z الشورى: ٤٠

"মন্দ কাজের প্রতিদান অনুরূপ মন্দ।" [সূরা শূরাঃ ৪০]

আর নেককারদের সাথে অনুকম্পা ও অনুগ্রহের আচরণ করে থাকেন। যেমনঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[১]. বুখারী হাঃ ৩২০৮ ও মুসলিম হাঃ ২৬৪৩ শব্দ তারই

الأنعام: ١٦٠ Z o l c b a ` _ ^ [

"যে ব্যক্তি একটি সৎকর্ম করবে সে দশগুণ নেকি পাবে।"
[সূরা আন'আম: ১৬০]

¿ আল্লাহর নির্দেশসমূহের সূক্ষ্ম বুঝ:

আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশসমূহ দু'প্রকা: কাওনী (সৃষ্টিগত) আদেশ ও শার'য়ী (শরিয়তের) আদেশ। সৃষ্টিগত আদেশসমূহ আবার তিন প্রকার:

১. সৃষ্টি ও স্থিতির ব্যাপারে:

ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল সৃষ্টির জন্য। যেমন: আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

الزمر: ٦٢ Z i h g f e d b a ` _ [

"আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর দায়িত্বশীল।"
[সূরা যুমার: ৬২]

২. স্থিতি থাকার নির্দেশ:

ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল সৃষ্টির স্থিতির জন্য নির্দেশ।

১. আল্লাহর বাণী:

p o n m l k j i g f e d c b a [
فاطر: ٤١ Z v u t s r

"নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল।" [সূরা ফাতির: ৪১]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

0 / . - , + *) ' & % $ # " ! [
الروم: ٢٥ Z 2 1

"আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে হলো তাঁরই নির্দেশে আসমান ও জমিন প্রতিষ্ঠিত আছে।" [সূরা রূম:: ২৫]

৩. উপকার-অপকার, নড়াচড়া- স্থির ও জীবন-মরণ---এ সবের নির্দেশ। ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল সৃষ্টির জন্য।

১. আল্লাহর বাণী:

0 / . - + *) (' & % $ # " ! [

Z ? > = < ; : 98 6 5 4 3 2 1

الأعراف: ١٨٨

"আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য।"
[আ'রাফ: **১৮৮**]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

d c b a ` _ ^] \ [Z Y X W[

آل عمران: ٢٦ Z r q p o n m k j h g f e

"বলুন হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।"
[সূরা আল-ইমরান:৩৬]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

غافر: ٦٨ Z O N M L K J I H G E D C B [

"তিনিই জীবন ও মরণ দান করেন। সুতরাং যখন তিনি কোন জিনিসের ফয়সালা করেন তখন শুধুমাত্র বলেন: 'হও' তখন হয়ে যায়।"

[সূরা গাফের-মুমিন: ৬৮]

আর আল্লাহর পক্ষ থেকে শার'য়ী (শরিয়তের) নির্দেশসমূহ যা শুধু জ্বিন ইনসানের জন্য খাস-নির্দিষ্ট। আর উহা হচ্ছে দ্বীন ইসলাম। যা ঈমান, সকল এবাদত, লেনদেন, মেলামেশা ও চরিত্র সবকিছুতেই শামিল। আল্লাহর সৃষ্টিগত নির্দেশসমূহের প্রতি মজবুত দৃঢ়তার পরিমাণ মোতাবেক বান্দা আল্লাহর শার'য়ী নির্দেশসমূহ পালনে আগ্রহ ও স্বাদ অনুভব করতে পারবে। ইহা দ্বারা সবার চেয়ে কল্যাণময় মানুষ তারাই হবে যাদের রব সম্পর্কে জ্ঞান বেশি গভীর। আর তাঁরাই হচ্ছেন নবী-রসূলগণ। এরপরে যারা তাঁদের হেদায়েত মোতাবেক চলেছে তারা। আল্লাহর শার'য়ী নির্দেশসমূহ পালন করলে তিনি আমাদের জন্য দুনিয়াতে আসমান-জমিনের সকল বরকত খুলে দিবেন। আর আখেরাতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

¿ শরিয়তের নির্দেশাবলী পাঁচ প্রকার:

সেগুলো হলো তাওহীদ ও ঈমান, এবাদতসমূহ, লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান ও চরিত্রের নির্দেশসমূহ। এসব শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে জিন ও ইনসানের জন্য নির্দেশিত। আর এই হচ্ছে সত্য দ্বীন যা দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন ও তাঁর কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। আর ইহাই হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর সৃষ্টির প্রতি সবচেয়ে বড় নেয়ামত।

আল্লাহর নামসমূহ, গুণাবলী, কার্যাদি এবং তাঁর সৃষ্টিগত ও শরিয়তের নির্দেশগুলোর একিনের শক্তির অনুপাতে আল্লাহর শরিয়তের নির্দেশনার প্রতি বান্দার আগ্রহ, উদ্দীপনা ও মজা অনুভব হবে।

আর সবচেয়ে সুখী মানুষ হলো যে যত তার প্রতিপালককে বেশি জানে, তাঁরা হলেন নবী-রসূলগণ। এরপর যারা তাঁদের হেদায়েতের অনুসারী। আর আল্লাহর শরিয়তের নির্দেশাবলীর দ্বারাই দুনিয়াতে আমাদের জন্য তিনি আসমান-জমিনের বরকত উন্মুক্ত করে দিবেন এবং আখেরাতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

১. আল্লাহর বাণী:

c U T S R Q P O N M L K [

Z المائدة: ٣

“আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।” [সূরা মায়েদা:৩]

২. আল্লাহর বাণী:

- , + *) (' & % $ # " ! [

الأعراف: ٩٦ Z 3 2 1 0 / .

“আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমান ও জমিনের নেয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকরাড়ও করেছি তাদের কৃতকর্মের বদলাতে। [সূরা আ‘রাফ: ৯৬]

৩. আল্লাহর বাণী:

] إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ´ µ ¶ ¸ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ

عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ Z الكهف: ١٠٧ ـ ١٠٨

“যারা ঈমানদার ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যার্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল ফেরদাউস। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না।” [সূরা কাহাফ:১০৭-১০৮]

¿ আল্লাহর নির্দেশসমূহ দু’প্রকার:

১. শার‘য়ী নির্দেশসমূহ: ইহা কখনো ঘটে আবার কখনো আল্লাহর ইঙ্গিতে মানুষ তার বিপরীত করে থাকে। এর মধ্যে আল্লাহর বাণী:

الإسراء: ٢٣ Z ﴿٢٣﴾ n m l k j i h g [

"আপনার প্রতিপালক একমাত্র তাঁরই এবাদত করাকে ফরজ করেছেন। আর বাবা-মার সাথে সদ্ব্যবহার।" [সূরা বনি ইসরাঈল: ২৩]

২. সৃষ্টিগত নির্দেশসমূহ: যা অবশ্যই সংঘটিত হয়। তার বিপরীত করা মানুষের জন্য সম্ভপর নয়। ইহা দু'প্রকার:

১. **সরাসরি আল্লাহর নির্দেশসমূহ:** যা বাস্তবায়ন অবধারিত। যেমন: আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ Z يس: ٨٢

"তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও' তখনই তা হয়ে যায়।" [সূরা ইয়াসীন: ৮২]

২. **সৃষ্টিগত আল্লাহর নির্দেশসমূহ:** আর তা হলো নিখিল বিশ্বের সৃষ্টির রীতিসমূহ যা কারণের সাথে জড়িত এবং এগুলোর ফলাফল পরস্পরে প্রভাবিত। আর প্রতিটি সৃষ্টিগত কারণের পরিণাম রয়েছে। নিখিল বিশ্বের সৃষ্টির রীতিসমূহের মধ্যে যেমন:

১. আল্লাহর বাণী:

1 0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [

الأنفال: ٥٣ Z 4 3 2

"তার কারণ এই যে, আল্লাহ কখনও পরিবর্তন করেন না সেসব নেয়ামত যা তিনি কোন জাতিকে দান করেছেন, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই পরিবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়। বস্তুত: আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।" [সূরা আনফাল: ৫৩]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

] وَإِذَآ أَرَدۡنَآ أَن نُّهۡلِكَ قَرۡيَةً أَمَرۡنَا مُتۡرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيۡهَا ٱلۡقَوۡلُ فَدَمَّرۡنَٰهَا تَدۡمِيرٗا ﴿١٦﴾ Z الإسراء: ١٦

"যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন জনগোষ্ঠীর উপর আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অত:পর আমি তাকে উঠিয়ে আছাড় দেই।" [সূরা বনি ইসরাঈল: ১৬]

এ সমস্ত সৃষ্টির রীতিসমূহে ইবলিস ও তার সহচরদের জন্য সম্ভব যে, চেষ্টা করে কিছু মানুষের ধ্বংসের কারণ হিসাবে নির্ধারন করতে পারে। কিন্তু তার থেকে নাজাতের জন্য আল্লাহ আমাদের জন্য দোয়া ও ইস্তিগফারের ব্যবস্থা করেছেন। দোয়া দ্বারাই এক মাত্র আল্লাহর ফয়সালা পরিবর্তন হতে পারে। দোয়া হচ্ছে সেই আল্লাহর নিকটে আশ্রয় চাওয়া যিনি সমস্ত সৃষ্টির রীতিসমূহের সৃষ্টিকারী। তিনিই সবকিছুর কার্যক্ষমতাকে বাতিল করতে অথবা তার ফলাফলকে পরিবর্তন করেত সক্ষম। যে কোন সময় চাইবেন এবং যেমনভাবে চাইবেন। যেমনভাবে ইবরাহীম [عليه السلام]-এর উপর আগুনের শক্তিকে খর্ব করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহর বাণী:

[~ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمۡ إِن كُنتُمۡ فَٰعِلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلۡنَا يَٰنَارُ © بَرۡدٗا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيۡدٗا فَجَعَلۡنَٰهُمُ ´ µ Z الأنبياء: ٦٨ - ٧٠

"তারা বলল: একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। আমি বললাম: হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইল, অত:পর আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।" [সূরা আম্বিয়া: ৬৮-৭০]

¿ নেকি ও পাপের সূক্ষ্ম বুঝ:

নেকি দু'প্রকার:

১. এমন নেকি যার কারণ হলো ঈমান ও সৎআমল। আর ইহা হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ]-এর আনুগত্য করা।
২. এমন নেকি যার কারণ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ব নেয়ামতসমূহ। যেমন: সম্পদ, সুস্থতা, সাহায্য, ইজ্জত-সম্মান ইত্যাদি।

¿ পাপ দু'প্রকার:

১. এমন পাপ যার কারণ হলো শিরক ও নাফরমানি, যেগুলো মানুষ থেকে ঘটে থাকে।

২. এমন পাপ যার কারণ হচ্ছে বালা-মসিবত বা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি যেমন: শারীরিক অসুস্থতা, সম্পদের ধ্বংস এবং পরাজয় ইত্যাদি।

¿ যে সকল নেকির অর্থ আনুগত্য সেগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে সম্বোধন করা যাবে না। তিনিই ইহা তাঁর বান্দার জন্য নিযুক্ত করেছেন, জানিয়ে দিয়েছেন, করার জন্য নির্দেশ করেছেন এবং করার জন্য সহযোগিতা করেছেন।

¿ পাপ যার অর্থ আল্লাহ তা'য়ালা ও রসূল [ﷺ]-এর নাফরমানি। যদি ইহা বান্দা তার ইচ্ছা ও পছন্দমত করে যা আনুগত্যের উপর পড়ে, তাহলে ইহা পাপিষ্ঠবান্দার দিকে সম্বোধন করতে হবে। ইহা আল্লাহর দিকে সম্বোধন করা যাবে না। কারণ ইহা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর শরীয়ত সম্মত করেন নাই, করার নির্দেশও করেন নাই। বরং উহা হারাম করে দিয়েছেন ও সে ব্যাপারে সতর্কতা প্রদান করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেছেন:

] مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ à سَيِّئَةٍ â نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ ç

é ê ë ﴿٧٩﴾ Z النساء: ٧٩

"আপনার যে কল্যাণ হয়, তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে। আর আমি আপনাকে পাঠিয়েছি মানুষের প্রতি আমার পয়গামের বাহক হিসাবে। আর আল্লাহ সববিষয়েই যথেষ্ট-সববিষয়েই তাঁর সম্মুখে উপস্থিত।" [সূরা নিসা:৭৯]

আর যে নেকি অর্থ নেয়ামত। যেমন সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সুস্থতা, সাহায্য এবং সম্মান। আর যে পাপ অর্থ শাস্তি ও পরীক্ষা যেমন: সম্পদে ঘাটতি, মৃত্যু, ফসলাদিতে ধ্বংস, পরাজয় ইত্যাদি। এ দু'টি নেকি ও পাপ এ অর্থে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে; কারণ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাকে পরীক্ষা করেন ও শাস্তি দেন এবং সম্মান ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। যেমন: আল্লাহর বাণী:

] وَإِن تُصِبۡهُمۡ حَسَنَةٞ يَقُولُواْ هَٰذِهِۦ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٞ يَقُولُواْ هَٰذِهِۦ مِنۡ عِندِكَۚ قُلۡ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلۡقَوۡمِ لَا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثٗا ﴿٧٨﴾ Z النساء: ٧٨

"আর যদি তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হয় তাহলে বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ সাধিত হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও, এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে, যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না।" [সূরা নিসাঃ ৭৮]

¿ পাপের শাস্তি দূর করার পন্থাসমূহঃ

যদি কোন মুমিন পাপ করে তাহলে তার শাস্তি নিম্ন বর্ণিত কারণে দূর হতে পারেঃ সে তওবা করবে যার ফলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করে মাফ করে দিবেন। অথবা সে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাইবে আর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কিংবা ভাল আমল করবে যার দ্বারা তার পাপগুলো মুছে যাবে। অথবা তার মুমিন ভাইয়েরা তার জন্যে দোয়া করবে ও ক্ষমা চাইবে কিংবা তাদের যে সকল আমলের সওয়াব দান করা জায়েজ তা তাকে দান করবে, যা আল্লাহর কাছে তার জন্য উপকারী হবে। অথবা দুনিয়াতে আল্লাহ তাকে মুসিবতে নিপতিত করবেন যা তার পাপকে মিটিয়ে দিবে। অথবা বারযাখী জিন্দেগীর শাস্তি দ্বারা পাপকে মিটিয়ে দেয়া হবে। অথবা হাশরের মাঠে বিপদগ্রস্ত করে ক্ষমা করা হবে। অথবা নবী মুহাম্মদ [ﷺ]-এর সুপারিশে কিংবা দয়াময় রহমান দয়া করে মাফ করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।

[e f g h i j k l m n Z طه: ٨٢

"আর যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অত:পর সৎপথে আটল থাকে, আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল।" [সূরা ত্বহা:৮২]

¿ আনুগত্য ও নাফরমানির সূক্ষ্ম বুঝঃ

এবাদতের মাধ্যমে সওয়াব হাসিল হয় এবং সুন্দর চরিত্র তৈরী হয়। আর পাপ দ্বারা ক্ষতি সাধিত হয় এবং নোংরা অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। সূর্য, চন্দ্র, উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও জল-স্থল সকলে তাদের রবের আনুগত্য করেছে যার ফলে তাদের থেকে বহুবিধ ফায়েদার উদ্ভব হয়েছে, যার হিসাব আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা অসম্ভব। আর আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ:) যখন আল্লাহর আনুগত্য করেছেন তখন তাঁদের থেকে এমন উপকারের উৎপত্তি হয়েছে, যার হিসাব আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে নয়।

ইবলিস শয়তান যখন তার রবের নাফরমানি করে অস্বীকার করেছে ও অহংকার প্রদর্শন করেছে তখন পৃথিবীতে অনিষ্ট ও বিপর্যয় দ্বারা ভরে গেছে। এর গগণা করা আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া আর কারো দ্বারা সম্ভব না।

অনুরূপ মানুষ যখন তার রবের আনুগত্য করে তখন তা দ্বারা নিজের ও অন্যের কল্যাণ ও উপকার হয় যার হিসাব আল্লাহই একমাত্র জানেন। আর যখন তার রবের নাফরমানি করে তখন সে কারণে নিজের ও অন্যের জন্য বহু ধরণের অনিষ্ট ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, যার হিসাব আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা বড় কঠিন।

] تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى
مِن تَحْتِهَا ´ µ ¶ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾
وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ
عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ Z النساء: ١٣ – ١٤

"এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ ও রসূলে আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য। আর যে কেউ আল্লাহ ও রসূলে অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"
[সূরা নিসা:**১৩-১৪**

¿ ভাল-মন্দ কাজের প্রভাবঃ

আল্লাহ তা'য়ালা এবাদত ও ভাল কাজের পছন্দনীয় সুন্দর স্বাদের প্রভাব নির্দিষ্ট করেছেন। এর স্বাদ পাপের স্বাদের চেয়ে শতগুণ বেশি। আর আল্লাহ তা'য়ালা পাপ ও নোংরা কাজের এমন কু-প্রভাব ও ঘৃণীত দু:খ বেদনা করে দিয়েছেন যা আফসোস ও লজ্জার জন্ম দেয় এবং এর পরিণাম শতগুণে খারাপের দিকেই বাড়তে থাকে। মানুষের পাপের জন্যই অপছন্দনীয় ব্যাপার ঘটে থাকে। আর আল্লাহ তো বেশির ভাগ মাফ করেই থাকেন।

পাপরাজি আত্মার জন্য ঐরূপ ক্ষতিকর যেমন বিষ শরীরের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে তার সুন্দর উত্তম স্বভাবজাত গুণাবলী দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। সেগুলো যখন পাপ-পঙ্কিলতায় ভরে যায় তখন তার থেকে ঐ সকল সুন্দর ও উত্তম বিষয়াদি ছিনিয়ে নেয়া হয়। এরপর যখন তওবা করে আল্লাহর দরবারে ফিরে আসে তখন আবার তার সৌন্দর্য ও উত্তমতা ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তার কামালিয়াত তথা ঈমানী পূর্ণতা তাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আর তাকে নবী-রসূলগণের সঙ্গী বানিয়ে দেয়।

U T S R Q P O N M L K J I [

b ` _ ^] \ [Z Y W V

Z e d c النساء: ٦٩ – ٧٠

"আর যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেনঃ নবী, ছিদ্দীক, শহীদ, ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। এটা হল আল্লাহ প্রদত্ত মহত্ত্ব। আর আল্লাহ যথেষ্ট পরিজ্ঞাত।" [সূরা নিসা:৬৯-৭০]

¿ হেদায়েত ও ভ্রষ্টতা সূক্ষ্ম বুঝঃ

সৃষ্টি ও নির্দেশ একমাত্র আল্লাহর হাতে তিনি যা চান তাই করেন এবং যা ইচ্ছা তাই ফয়সালা করেন। যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন

আর যাকে ইচ্ছা পথ ভ্রষ্ট করেন। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সৃষ্টি একমাত্র তাঁরই। তিনি তাঁর কার্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না কিন্তু সৃষ্টিরা জিজ্ঞাসিত হবে। তাঁর অনুকম্পা অশেষ, যার কৃপায় তিনি নবী-রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। আসমানী কিতাবসমূহ নাজিল করেছেন। সকল রাস্তাকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। সকল সমস্যাকে দূর করে দিয়েছেন। আর হেদায়েত ও আনুগত্যের সকল কারণসমূহকে যেমন: কান, চোখ ও বিবেক দ্বারা অনুধাবন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এরপরে:

১. যে ব্যক্তি হেদায়েতকে অগ্রাধিকার দেয়, এর জন্য আগ্রহী হয়, তালাশ করে এবং তার কারণ মোতাবেক আমল করে ও তা অর্জন করার জন্য চেষ্টা-তদবীর করে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে হেদায়েত দান করেন। আর তা হাসিল ও পূর্ণ করার জন্য তাকে সহযোগিতা করেন। ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দার উপর দয়া ও অনুকম্পা স্বরূপ। আল্লাহর বাণী:

العنكبوت: ٦٩ Z z y x w v ׀ t s r q p [

“যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।” [সূরা আনকাবূত: ৬৯]

২. আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতাকে অগ্রাধিকার দিল, এর জন্য আগ্রহী হল, তালাশ করল এবং তার কারণ মোতাবেক আমল করল তার জন্য তাই পুরা হবে। সে তাকে ঐ দিকেই ফেরাবে যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তা থেকে ভাগার কোন উপায় থাকবে না। আর ইহা হচ্ছে আল্লাহর ইনসাফ।

K J I H G F E D C B A @ ? > [

النساء: ١١٠ Z S R Q ׀ O N M L

“যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সকল মুসলিমের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি

তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিকে সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।" [নিসা:১১৫]

¿ ভাগ্যের প্রতি ঈমানের উপকারিতা:

ভাগ্য ও আল্লাহর ফয়সালার প্রতি ঈমান প্রত্যেক মুসলিমের আরাম, প্রশান্তি ও কল্যাণের উৎপত্তিস্থল। সে জানে যে প্রতিটি ব্যাপার আল্লাহর নির্ধারণ করা। যার ফলে উদ্দেশ্য সফল হলে আশ্চর্য হয় না, অনুরূপ কোন পছন্দনীয় জিনিসের বিয়োগে বা অনিষ্ট ঘটলে পেরেশানও হয় না। কারণ সে জানে এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালাকৃত, যা অবশ্যই হবে।

১. আল্লাহর বাণী:

] مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ © فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ إِنَّ ذَٰلِكَ ´ µ ¶ ¸ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ Z الحديد: ٢٢ - ٢٣

"পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্যে দু:খিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে উল্লাসিত না হও। আল্লাহ্ কোন ঔদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"
[সূরা হাদীদ: ২২-২৩]

عَنْ صُهَيْبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمنِ إنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَد إلَّا للْمُؤْمنِ ، إنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ». أخرجه مسلم.

২. সুহাইব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "মুমিনের বিষয় আশ্চর্যজনক তার সকল বিষয় কল্যাণকর। আর ইহা মু'মিন ছাড়া অন্য কারো জন্য নয়। সে সুখে থাকলে শুকরিয়া করে যা

তার জন্য কল্যাণকর। আর বিপদে পড়লে ধৈর্যধারণ করে যা তার জন্য কল্যাণকর।"[১]

عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَّاص ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: « عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِـدَ اللَّهَ وَصَبَرَ ، فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ أَمْرِهِ حَتَّى يُؤْجَرَ فِي اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِـي امْرَأَته». أخرجه أحمد وعبد الرزاق.

৩. সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আমি মু'মিনের ব্যাপারে আশ্চর্য হই যে, সে সুখে থাকলে আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া করে। আর বিপদে পড়লে আল্লাহর প্রশংসা করে ও ধৈর্যধারণ করে। সুতরাং মু'মিনের প্রতিটি কাজে সওয়াব মিলে। এমনকি সে যে লোকমাটি তার স্ত্রীর মুখে উঠিয়ে দেয় সেটিরও সওয়াব পায়।"[২]

এখানে আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে ঈমানের ৬টি রোকনের আলোচনা শেষ হলো। আর তা হলো: আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, শেষ দিবসের প্রতি ঈমান ও ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান। প্রতিটি রোকনের প্রতি ঈমানের লাভ জনক উপকার রয়েছে।

❁ ঈমানের রোকনের উপকারসমূহ:

১. **আল্লাহর প্রতি ঈমান:** আল্লাহর প্রতি মহব্বত জন্মায়, তাঁর বড়ত্ব, শুকরিয়া, এবাদত, আনুগত্য, ভয় ও নির্দেশসমূহের বাস্তবায়ন হয়।

২. **ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান:** তাদের প্রতি মহব্বতের জন্ম দেয়, তাঁদেরকে লজ্জা করা ও এবাদত করার ব্যাপারে তাঁদের ইত্তেবা তথা অনুসরণ করার শিক্ষা দেয়।

---

[১].মুসলিম হাঃ নং ২৯৯৯

[২] . হাসীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ১৪৯২ শব্দ তারই, আরনাউত বলেনঃ সনদ হাসান, আব্দুর রাজ্জাক হাঃ ২০৩১০

৩. ৪. কিতাব ও রসূলগণের প্রতি ঈমানঃ এর ফলে আল্লাহর প্রতি ঈমানের শক্তি ও মহব্বত জন্মে। ফলে আল্লাহর শরীয়ত জানা যায় ও যা তিনি মহব্বত করেন এবং যা অপছন্দ করেন সবকিছুই জানা যায়। শেষ দিনের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। আর রসূলগণের মহব্বত ও তাঁদের আনুগত্য হাসিল হয়।

৫. শেষ দিবসের প্রতি ঈমানঃ এবাদত ও কল্যাণের কাজে উৎসাহ জন্মে। আর পাপ ও নোংরা কাজের প্রতি ঘৃণার জন্ম দেয়।

৬. ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমানঃ মনের প্রশান্তি ও স্থিরতা লাভ। আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি। আর যদি এ অবস্থা মু'মিনের জীবনে হাসিল হয়ে যায়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত হয়ে যাবে, যা আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ]-এর আনুগত্য ছাড়া পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

] وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ´

µ ¶ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿١٣﴾ Z النساء: ١٣

"আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। যে জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত থাকবে। সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে। আর ইহাই হচ্ছে মহৎ সাফল্য।" [সূরা নিসাঃ ১৩]

১১. এহসান

¿ **এহসানঃ** ইহা হচ্ছে এমনভাবে আল্লাহর এবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি এমন না হয় তবে আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।

১. আল্লাহর বাণী:

] إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ ﴿١٢٨﴾ Z النحل: ١٢٨

"মুত্তাকী ও নেককারদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন।" [সূরা নাহাল: **১২৮**]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

o n m l k j i h g f e d c b [

الشعراء: ٢١٧ - ٢٢٠ Z t s r q p

"আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর, যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি নামাজে দণ্ডায়মান হন এবং নামাজিদের সাথে উঠাবসা করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।"
[সূরা শু'য়ারা: **২১৭-২২০**]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

] وَمَا تَكُونُ فِي شَأۡنٖ وَمَا تَتۡلُواْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَانٖ وَلَا تَعۡمَلُونَ مِنۡ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيۡكُمۡ شُهُودًا إِذۡ تُفِيضُونَ فِيهِۚ وَمَا يَعۡزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثۡقَالِ ذَرَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصۡغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ à إِلَّا â كِتَٰبٖ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾ Z يونس: ٦١

"বস্তুত: যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার রবের থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও জমিনের এবং না আসমানের। না এরচেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই।" [সূরা ইউনুস: **৬১**]

৪. আল্লাহর বাণী:

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 [

N M L K J I H G F E D

[Z Y X W V U S R Q P O

\ Z الأنفال: ٢ - ٤

"যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় আয়াত, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি ভরসা পোষণ করে। সে সমস্ত লোক যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুজি দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে–তারাই হল সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পালনকর্তার নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুজি।" [সূরা আনফাল:২-৪]

¿ দ্বীন ইসলামের স্তরসমূহ:

দ্বীন ইসলামের তিনটি স্তর রয়েছে, যার একটি অপরটির ঊর্ধ্বে। সেগুলো হলো: ইসলাম, ঈমান ও এহসান। আর এহসান হচ্ছে সবার ঊর্ধ্বে এবং প্রতিটি স্তরের রয়েছে রোকনসমূহ।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ، وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنْ الْإِسْلَامِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ،

وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ». قَالَ: صَدَقْتَ ، قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ، قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِيمَانِ؟

قَالَ:« أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ». قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِحْسَانِ ؟ قَالَ:« أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ».

قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ السَّاعَةِ ؟ قَالَ:« مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ» قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا ؟ قَالَ:« أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ». قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ،؟ قَالَ:« فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ ». أخرجه مسلم.

উমার ইবনে খাত্তাব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট ছিলাম; এমন সময় সাদা ধবধবে কাপড় ও মাথার চুল কালো মিশমিশে এক ব্যক্তি আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর মাঝে ভ্রমণের কোন আলামত দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের সবার নিকট অপরিচিত ব্যক্তি। অত:পর লোকটি নবী [ﷺ]-এর নিকটে এসে বসলেন এবং তাঁর দু'জানু রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর দু'জানুর সাথে মিলালেন এবং দু'হাত তাঁর দু'উরুর উপর রেখে বললেন: হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে খবর দেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] উত্তরে বললেন: " ইসলাম হচ্ছে: তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই। আর মুহাম্মদ [ﷺ] আল্লাহর রসূল। সালাত কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে, রমজানের সিয়াম পালন করবে এবং সামর্থ্যবান হলে আল্লাহর ঘরের হজ্ব করবে।" লোকটি বললেন, সত্য বলেছেন। (উমার‎ﷺ) বলেন, লোকটির ব্যাপারে আমরা আশ্চর্যবোধ করলাম জিজ্ঞাসা করছেন আবার সত্যায়নও করছেন।

লোকটি বললেন, আমাকে ঈমান বিষয়ে অবহিত করান। নবী [ﷺ] বললেন:"তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর

কিতাবসমূহের প্রতি, রসূলগণের প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনবে। আর ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতিও ঈমান আনবে।"

(লোকটি) বললেন, সঠিক বলেছেন। (লোকটি আবার) বললেন, আমাকে এহসান সম্বন্ধে জানান। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:"তুমি এমনভাবে আল্লাহর এবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে না দেখ তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে দেখছেন।" (লোকটি) বললেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে খবর দিন।

তিনি [ﷺ] বললেন:"জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশি জানেন না।" (লোকটি) বললেন, আমাকে কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে অবহিত করান, তিনি বললেন: (কিয়ামতের আলামত হচ্ছে) "বাঁদী তার মনিবকে জন্ম দেবে। আর দেখবে খালি পা, নাঙ্গা শরীর, গরীব ও ছাগলের রাখালরা দালানকোঠা নিয়ে গৌরব করবে।" (উমার ﷺ) বলেন, এরপর লোকটি চলে সেলেন। অত:পর আমি দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করলাম। এরপর নবী [ﷺ] আমাকে বললেন: "উমার জানো প্রশ্নকারী লোকটি কে ছিলেন?" আমি বললাম, আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ] বেশি জানেন। তিনি [ﷺ] বললেন:"তিনি হচ্ছেন জিবরীল [عليه السلام]। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন।"[১]

¿ এহসানের সূক্ষ্ম বুঝ:

যে হিকমতের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং যার কারণেই সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টিরাজি ও যে জন্যই সৃষ্টি করেছেন জীবন ও মরণ তা হলো: ভাল কাজের দ্বারা পরীক্ষা। আর এর ভিত্তি হলো তাওহীদ ও আল্লাহর প্রতি ঈমানের পূর্ণতা। আমলে এহসানের রাস্তা হচ্ছে আসমান, জমিন সৃষ্টিকর্তার নামসমূহ, গুণাবলি, তাঁর কার্যাদি জানা ও আল্লাহকে প্রতিটি কাজে মুরাকাবা তথা পর্যবেক্ষণ করা। এ ছাড়া জানা যে আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি জিনস সম্পর্কে জ্ঞাত

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৮

এবং প্রতিটি জিনিসের উপর পর্যবেক্ষক ও প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

আর ইহাই হচ্ছে কুরআনের সবচেয়ে বড় ওয়াজ যা একজন মুসলিম ব্যক্তিকে তাঁর প্রতিপালকের আমলে এহসান করার জন্যে আহবান জানায়। যার ফলে সে আল্লাহর জন্য মুহব্বত, সম্মানের সাথে আদায় করে যেন সে তাঁকে দেখছে। আর যদি দেখতে না পায় তবে আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই তাকে দেখছেন।

অতএব, বান্দার উচিত হলো সে যেন তার আমল আল্লাহর জন্য সুন্দরভাবে আদায় করে; যাতে করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন, সর্বোত্তম সওয়াব হাসিল এবং তাঁর আজাব থেকে মুক্তি পায়। আর যে ভাল করবে সে নিজের জন্যই আর যে মন্দ করবে সেও নিজের জন্যই।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 [

هود: ٧ Z T C B A @

"তিনিই আসমান ও জমিন ছয় দিনে তৈরী করেছেন, তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে।" [সূরা হূদ:৭]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

الكهف: ٧ Z K J I H G F E D C B A @ [

"আমি পৃথিবীস্থ সবকিছুকে পৃথিবীর জন্যে শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে।"
[সূরা কাহাফ:৭]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

الملك: ٢ Z 7 6 5 4 2 1 0 / . - , + [

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবনকে, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে। তিনি প্রবাক্রমশীল, ক্ষমাশীল।" [সূরা মুলক:২]

¿ এহসানের স্তরসমূহ:

এহসানের দু'টি স্তর:

১. **প্রথম স্তর:** মানুষ তার রবের এবাদত এমনভাবে করবে যেন সে তাঁকে দেখছে। অতি আগ্রহ, আশা-আকাংখা ও ভালোবাসা সহকারে এবাদত করবে। সে যা ভালোবাসে তা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট চাইবে। যে যাকে মন থেকে চায় সে তাঁকে দেখছে এমন ভেবে একমাত্র তাঁরই এবাদত করে। আর ইহাই হচ্ছে দু'টির মধ্যে উঁচু স্তর "তুমি এমনভাবে আল্লাহর এবাদত কর যেন তাঁকে দেখছ।"

২. **দ্বিতীয় স্তর:** আল্লাহকে দেখছ ও তাঁর নিকট চাচ্ছ এমনভাবে যদি এবাদত করতে না পার, তবে তাঁর এবাদত কর এমনভাবে যেন তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। আল্লাহর আজাব ও শাস্তির ভয়-ভীতি ও তাঁর সামনে নিজেকে বিলিন করে এবাদত কর। [যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তাহলে তিনি (আল্লাহ) অবশ্যই তোমাকে দেখছেন]

¿ বন্দেগির পূর্ণতা:

আল্লাহর এবাদতের ভিত্তি দু'টি জিনিসের উপর: একটি হলো পরম ভালোবাসা আর অপরটি হলো পরম শ্রদ্ধা ও তাঁর জন্য নিজেকে বিলিন করা। ভালোবাসা আগ্রহ ও যাঞ্চা সৃষ্টি করে আর শ্রদ্ধা নিজেকে বিলিন করা ও ভয়-ভীতির জন্ম দেয়। আর একেই বলে আল্লাহর এবাদতে এহসান। আল্লাহ তা'য়ালা এহসানকারীদেরকে ভালোবাসেন।

১. আল্লাহর বাণী:

l k j i h g f e d c b a ` [

النساء: ١٢٥ Z r

"যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইবরাহিমের ধর্ম অনুসরণ করে তার চেয়ে দ্বীনের ব্যাপারে আর কে উত্তম ?" [সূরা নিসা: ১২৫]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

f e c b a ` _ ^] \ [Z Y [

لقمان: ٢٢ Z i h g

“যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ অভিমুখী করে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর দিকে।” [সূরা লোকমান: ২২]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

] بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾ Z البقرة: ١١٢

“হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে তবে তার জন্য তার রবের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।” [সূরা বাকারা: ১১২]

¿ লাভজনক ব্যবসায়ী:

কুরআনুল কারীমে দু’প্রকার ব্যবসার কথা উল্লেখ হয়েছে: মু’মিনদের ব্যবসা আর মুনাফেকদের ব্যবসা:

১. মুমিনদের ব্যবসা লাভজনক যার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ সাধিত হয় আর উহা হচ্ছে দ্বীন। যেমন আল্লাহ তা‘য়ালা এরশাদ করেন:

~ } | { z y x w v u t s r q p o [

فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ © كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ Z الصف: ١٠ - ١١

“মু’মিনগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বুঝ।” [সূরা ছফ: ১০-১১]

২. মুনাফেকদের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা যা দুনিয়া ও আখেরাতে বদনসিবের কারণ ঘটে। যেমন আল্লহ তা'য়ালার বাণী:

] وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ ´ µ ¶ ¸ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَـٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾ Z البقرة: ١٤ - ١٦

"আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি-আমরা তো (মুসলিমদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। তারা সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে। বস্তুত: তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি এবং তারা হেদায়েতও লাভ করতে পরেনি।" [সূরা বাকারা: ১৪-১৬]

১২- জ্ঞানার্জনের অধ্যায়

¿ **জ্ঞান হলো:** বাহির হতে অন্তরের ভিতরে জ্ঞানকে প্রবেশ করানো।

¿ **আমল হলো:** ভিতর থেকে জ্ঞানকে আমলের আকৃতিতে বাহিরে বের করা যেমন: ওযু ও সালাত। আল্লাহ সম্পর্কে, তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলি, তাঁর কার্যাদি, তাঁর দ্বীন ও শরিয়তে জ্ঞান হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান। এ ছাড়া ইহা সবচেয়ে সুন্দর অলংকার যা দ্বারা বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতে অলংকৃত হয়। এ জ্ঞানার্জন করা প্রতিটি মুসলিমের প্রতি ওয়াজিব যা এখানে আলোচনা করার উদ্দেশ্য।

¿ **জ্ঞানার্জনের ফজিলত ও গুরুত্ব:**

১. আল্লাহর বাণী:

] يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ à ٱلۡعِلۡمَ â ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ ç è Z المجادلة: ١١

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চে করে দিবেন। আল্লাহ্ খবর রাখেন যাকিছু তোমরা কর।” [সূরা মুজাদালা: ১১]

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« خَيْرُكُمْ مَــنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». أخرجه البخاري.

২. উসমান ইবনে আফ্ফান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন:“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়।”[১]

¿ **জ্ঞানার্জনের ফজিলত এবং তা কথা ও কাজের পূর্বে:**

১. আল্লাহর বাণী:

---

[১]. বুখারী হা: নং ২৬৯৯

] فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ à ٱللَّهُ â لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ ç è
é ê ë Z محمد: ١٩

"জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ক্রটির জন্যে এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।" [সূরা মুহাম্মাদ: **১৯**]

২. আরো আল্লাহর বাণী::

] 0 1 2 3 4 Z طه: ١١٤

"আর বলুন! হে আমার রব আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।" [সূরা ত্ব-হা: **১১৪**]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:«... وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيه عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِه طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّة ». أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:---"আর যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য বের হলো আল্লাহ সে জন্য তার জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন।"[১]

¿ হেদায়েতের দা'ওয়াতকারীর ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ার বাণী:

[L M N O P Q R S T U V W X Y
Z فصلت: ٣٣

"ওর চাইতে কথা বলার দিক থেকে কে উত্তম হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে দাও'য়াত করে, সৎআমল করে এবং বলে: আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা হা-মীম সেজদাহ:৩৩]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৬৯৯

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে হেদায়েতের প্রতি দা'ওয়াত করে তার সওয়াব ততটুকু হবে যতটুকু তার অনুসারীদের হবে। কারো কোন সওয়াব কমানো হবে না। আর যে ভ্রষ্টতার দিকে আহবান করে তার ততটুকু পাপ হবে যতটুকু তার অনুসারীদের পাপ হবে। কারো কোন পাপ কমানো হবে না।"[১]

¿ শার'য়ী জ্ঞান প্রচার করা ওয়াজিবঃ

১. আল্লাহার বাণী:

] هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٥٢﴾ Z إبراهيم: ٥٢

"এটা মানুষের একটি সংবাদনামা এবং যাতে এর দ্বারা ভীতি হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই-একক; এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে।" [সূরা ইবরাহীম: ৫২]

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ مِنْ حَجَّةِ الوَدَاعِ - وَفِيه- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :«.. لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ». متفق عليه.

২. আবু বাকরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, -বিদায় হজ্ব সম্পর্কে- তাতে বর্ণিত আছে "রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: --- "উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়; কারণ হয়তোবা উপস্থিত ব্যক্তি এমন ব্যক্তির নিকট পৌঁছাবে যা সে তারচেয়েও বেশি আয়ত্তকারী।"[২]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৬৭৪

[২] . বুখারী হাঃ নং ৬৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৭৯

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ..». أخرجه البخاري.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "আমার থেকে প্রচার কর যদিও তা একটি আয়াত হয় না কেন ---- ।"[১]

¿ শার'য়ী জ্ঞান গোপনকারীর শাস্তি:

১. আল্লাহর বাণী:

} | { z y x w v u t s r q p[

~ ' أُوْلَـٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّـٰعِنُونَ ١٥٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ © وَأَصۡلَحُواْ وَبَيَّنُواْ

فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيۡهِمۡۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ´ Z البقرة: ١٥٩ - ١٦٠

"নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাজিল করেছি মানুষের জন্য, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিশাপ এবং অন্যান্য অভিশাপকারীদেরও তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি তওবা কবুলকারী, পরম দয়াময়।" [সূরা বাকারা: ১৫৯-১৬০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرجه أبوداود والترمذي.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তিকে শার'য়ী জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো আর সে তা গোপন করলো, আল্লাহ তা'য়ালা রোজ কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুণের লাগাম পরাবেন।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৪৬১

[২]. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ ৩৬৫৮ শব্দ তারই

¿ আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে শার'য়ী জ্ঞানার্জন করার শাস্তি:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رسولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْه رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِه فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِه فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِه حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِه فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِه فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِه حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْه وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّه فَأُتِيَ بِه فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِه فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِه ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন:“ কিয়ামতের দিন যাদের প্রথমে বিচার করা হবে তাদের মধ্যে একজন হলো শহীদ। তাকে হাজির করা হবে এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাকে নেয়ামতরাজির স্বীকারোক্তি করালে স্বীকার করবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন: এ সবকিছুর কি করেছ? সে বলবে: আপনার জন্য যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেছি। আল্লাহ বলবেন: মিথ্যা বলছ। বরং তুমি যুদ্ধ করেছ তোমাকে বাহাদুর বলা হবে তাই। আর তা বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ করা হবে এবং তাকে মুখের উপর টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অপর একজন মানুষকে হাজির করা হবে যে জ্ঞানার্জন করেছিল এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছিল ও কুরআন পাঠ করেছিল। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সবনেয়ামত স্বীকারোক্তি করালে স্বীকার করবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন: এ সবকিছুর কি করেছ? সে উত্তরে বলবে: আমি

শিক্ষা অর্জন করেছিলাম এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলাম ও তোমার জন্য কুরআন পাঠ করেছিলাম। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন: মিথ্যা বলছ। বরং তুমি জ্ঞানার্জন করেছিলে যেন তোমাকে আলেম বলা হয় এবং কুরআন পাঠ করেছ যেন তোমাকে কারী সাহেব বলা হয়। আর এসব বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ করা হবে এবং মুখের উপর টেনে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অপর একজন যাকে আল্লাহ তা'য়ালা প্রচুর সম্পদ দান করেছিলেন এবং সর্বপ্রকার সম্পদ দিয়েছিলেন তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে নেয়ামতসমূহের স্বীকারোক্তি করালে স্বীকার করবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন: এ সবকিছুর কি করেছ? সে উত্তরে বলবে: আল্লাহ এমন কোন পথ নেই যা তুমি পছন্দ কর যেখানে খচর করি নাই। তোমার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেছি। আল্লাহ বলবেন: মিথ্যা বলছ বরং তুমি করেছ যেন তোমাকে দানবীর বলা হয়। আর তা বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ করা হবে এবং মুখের উপর টেনে তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا ، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا». أخرجه أبوداود والترمذي.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দ্বীনি জ্ঞান দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য অর্জন করল, সে রোজ কিয়ামতে জান্নাতের গন্ধও পাবে না।"[২]

---

[১]. মুসলিম হা: নং ১৯০৫

[২] . হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ ৩৬৬৪ শব্দ তারই ও ইবনে মাজাহ হাঃ ২৫২

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِك ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُـــولُ: « مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يَـــصْرِفَ بِـــهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

৩. কা'ব ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি উলামাদের সাথে ঝগড়া ও বিতর্ক করা অথবা মূর্খদের মধ্যে সংশয় ছড়িয়ে দেয়া কিংবা মানুষের মধ্যে খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে শরিয়তের জ্ঞান অর্জন করে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।"[১]

৫. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি মিথ্যারোপের শাস্তি:

১. আল্লাহর বাণী:

e d c b ` _ ^] \ [Z Y X W V [

الأنعام: ١٤٤ Z h g f

"অতএব, সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি অত্যাচারী আর কে? যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা পোষণ করে যাতে করে মানুষকে বিনা প্রমাণে পথভ্রষ্ট করতে পারে। নিশ্চয় আল্লাহ মিথ্যাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।" [সূরা আন'আম: ১৪৪]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

[{ | } ~ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ

© ع إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ´ Z النحل: ١١٦

"তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত: যেসব মিথ্যা কথা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে না।" [সূরা নাহ্ল: ১১৬]

---

[১]. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ ২৬৫৪ শব্দ তারই ও ইবনে মাজাহ হাঃ ২৫৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে জাল হাদীস বানালো, সে নিজে তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল।"[১]

¿ যে ব্যক্তি শার'য়ী জ্ঞানার্জন করল এবং অন্যকে শিখালো তার ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

آل Z [Z Y X W V U T S R Q [

عمران: ٧٩

"বরং তারা বলবে: তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, যেমন: তোমরা কিতাব শিখতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।"
[সূরা আল-ইমরান: ৭৯]

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ، أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ».متفق عليه.

২. আবু মূসা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন তিনি [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে যে হেদায়েত ও জ্ঞান

[১]. বুখারী হাঃ নং ১১০ ও মুসলিম হাঃ নং ৩ শব্দ তারই

দ্বারা প্রেরণ করছেন তার উদাহরণ হচ্ছে প্রচুর বৃষ্টির পানির মত যা জমিনে বর্ষণ হয়। অত:পর কিছু উর্বর জমি রয়েছে যা পানিকে গ্রহণ করে এবং অনেক তৃণ ও ঘাস জন্মায়। আর এক প্রকার অনুর্বর জমি বা জলাশয় রয়েছে যা পানি ধরে রাখে যার দ্বারা আল্লাহ মানুষকে উপকৃত করিয়ে থাকেন। তা থেকে তারা পান করে, সেচ করে চাষাবাদ করে। আর এক প্রকার পাথুরে জমি রয়েছে যা পানিকে ধারণ করতে পারে না এবং কোন প্রকার উদ্ভিদও গজায় না। এ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর দ্বীনের ফকীহ্ হয়। আল্লাহ যে হেদায়েত ও জ্ঞান দ্বারা আমাকে প্রেরণ করেছেন তা দ্বারা তাকে উপকৃত করেন। যার ফলে সে শিখে এবং অন্যকে শিখায়। আর ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে এ ব্যাপারে গরুত্ব দেয় না তথা জ্ঞানার্জন করে না এবং যে হেদায়েত দ্বারা আমি প্রেরিত তা কবুলও করে না।"[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مَسْعُود ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ :رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِه فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّـهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». متفق عليه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [﵁] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেছেন:"দু'জনের ব্যাপারে গিবতা তথা অন্যের ন্যায় কামনা করা জায়েজ: ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'য়ালা সম্পদ দান করেছেন যা সে কল্যাণের কাজে খরচ করে। আর ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ হিকমত দান করেছেন যা দ্বারা সে ফয়সালা করে এবং মানুষকে শিক্ষা দেয়।"[২]

¿ শার'য়ী জ্ঞানের বিলুপ্তি ও তা উঠিয়ে নেয়ার পদ্ধতি:

عَنْ أَنَس بْنِ مَالك ﷺ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَديثًا سَمِعْتُهُ منْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعَهُ مِنْهُ:« إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২২৮২

[২]. বুখারী হাঃ নং ৭৩ শব্দ তারই ও মসুলিম হাঃ নং ৮১৬

الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَفْشُوَ الزِّنَا ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ ،وَتَبْقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ ». متفق عليه.

১. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে একটি হাদীস শুনাবো না যা আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে শুনেছি। তাঁর থেকে শুনেছেন এমন কেউ আর তোমাদেরকে আমার পরে সে হাদীস শুনাবে না। "কিয়ামতের আলামতের মধ্য হতে: দ্বিনী জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতা প্রকাশ পাবে, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, মদ পান করা হবে, পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এমনকি ৫০জন মহিলার পরিচালক হবে মাত্র একজন পুরুষ।" [১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ».متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে 'আস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের থেকে জ্ঞানকে ছিনিয়ে নিবেন না। বরং রব্বানী উলামাগণের মৃত্যুর মাধ্যমে জ্ঞানকে উঠিয়ে নিবেন। এমনকি যখন কোন আলেম থাকবে না তখন মানুষ অজ্ঞদেরকে প্রধান বানিয়ে নিবে। আর তারা জিজ্ঞাসিত হলে জ্ঞান ছাড়াই ফতোয়া দান করবে; যার ফলে নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৮১ ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৭১ শব্দ তারই

[২]. বুখারী হাঃ নং ১০০ শব্দ তারই ও মসুলিম হাঃ নং ২৬৭৩

¿ দ্বীনের ফকীহ্ হওয়ার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'লার বাণী:

] ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيۡلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحۡذَرُ ٱلۡأٓخِرَةَ وَيَرۡجُواْ رَحۡمَةَ رَبِّهِۦۗ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٩ Z الزمر: ٩

"যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে এবাদত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না; বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।" [সূরা জুমার:৯]

عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَاللَّهُ الْمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ ، وَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ». متفق عليه.

২. মু'আবিয়া [ﷺ]থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহ তা'য়ালা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের ফকীহ্ বানান। আল্লাহই একমাত্র দাতা আর আমি বণ্টনকারী। এ উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত তাদের বিপরীতকারীদের উপর সর্বদা বিজয়ী থাকবে।"[১]

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ». أخرجه البخاري.

৩. উছমান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআনের জ্ঞানার্জন করে এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩১১৬ শব্দ তারই ও মসুলিম হাঃ নং ১০৩৭

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫০২৭

¿ জিকিরের মজলিসের ফজিলত:

দুনিয়াতে জান্নাতের দু'টি উদ্যান রয়েছে: একটি স্থির আর অপরটি সময় ও স্থানের সাথে নতুনত্ব লাভ করে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ،وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي».متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন তিনি [ﷺ] বলেছেন:"আমার ঘর ও মেম্বারের মধ্যবর্তি স্থান জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান। আর আমার মেম্বারটি হলো আমার হাউজে কাওছারের উপর।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رضي الله عنهما أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ ،وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তাঁরা দু'জনে নবী [ﷺ]-এর নিকটে উপস্থিত ছিলেন, তিনি [ﷺ] বলেন:"যখন কোন জাতি বসে আল্লাহর জিকির করে তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে ধরেন এবং তাদেরকে দয়ার ডানা দ্বারা ঢেকে নেন। আর তাদের উপর প্রশান্তি নাজিল হয় এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাদের কথা যাঁরা তাঁর নিকটে আছেন (ফেরেশতাগণ) তাদের কাছে উল্লেখ করেন।" [২]

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّة فَارْتَعُوا ، قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ». أخرجه أحمد والترمذي.

---

১. বুখারী হাঃ নং ১১৯৬ ও মুসলিম হাঃ নং ১৩৯১

২. মুসলিম হাঃ নং ২৭০০

৩. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যখন তোমরা জান্নাতের উদ্যানের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম কর তখন তাতে চরে নিও (তা থেকে উপকৃত হও) (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন, জান্নাতের উদ্যান কি? তিনি বললেন: জিকিরের (কুরআন ও হাদীসের) মজলিসসমূহ।"[১]

[১]. হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ১২৫৫ সিলসিলা সহীহা দ্রষ্টব্য হাঃ নং ২৫৬২, তিরমিযী হাঃ নং ৩৫১০

জ্ঞানার্জনের আদব

¿ জ্ঞানার্জন করা একটি এবাদত। আর এবাদত কবুলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দু'টি শর্ত রয়েছে:

একটি এখলাস—একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া। আর অপরটি একমাত্র রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সুন্নতের একচ্ছত্র আনুগত্য ও অনুসরণ তথা মোতাবেক হওয়া। উলামাগণ আম্বিয়াগণের উত্তরসূরী। জ্ঞানের অনেক প্রকার ও বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান হচ্ছে যা নবী-রসূলগণ (আ:) নিয়ে এসেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ, উন্নত সুমহান গুণাবলি-বৈশিষ্ট্য ও আল্লাহর কার্যাদি এবং তাঁর দ্বীন ও শরীয়ত সর্ম্পকীয় জ্ঞান। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

] فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ à ٱللَّهُ â لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ ç è

é ê ë Z محمد: ١٩

১. "জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ত্রুটির জন্যে এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।" [সূরা মুহাম্মাদ: ১৯]

] هَٰذَا بَلَٰغٞ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِۦ وَلِيَعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ﴿٥٢﴾ Z إبراهيم: ٥٢

"এটা মানুষের একটি সংবাদনামা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই—একক, এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে।" [সূরা ইবরাহীম: ৫২]

¿ জ্ঞানার্জনের কিছু আদব ও শিষ্টাচার রয়েছে তন্মধ্যে: কিছু শিক্ষকের জন্য আর কিছু রয়েছে ছাত্র-ছাত্রিদের জন্য। এখানে নিম্নে আপনাদের খেদমতে কিছু উল্লেখ করা হলো:

১- শিক্ষকের সাথে আদব

● **কথায় ও কাজে এখলাস:**

[قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ à â كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ ç

è é ê ë بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ î ï Z الكهف: ١١٠

"বুলন, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহি হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র এলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরিক না করে।"
[সূরা কাহাফ:১১০]

● **বিনয়ী ও নম্র-ভদ্র হওয়া:**
আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে বলেন:

[S T U V W X Y Z الشعراء: ٢١٥

"এবং আপনার অনুসারী মু'মিনদের প্রতি সদয় হোন।" [শো'য়ারা:২১৫]

● **উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া:**
১. আল্লাহর বাণী:

[k l m n o Z القلم: ٤

"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।" [সূরা কালাম: ৪]
২. আরো আল্লাহর বাণী:

[E F G H I J K L Z الأعراف: ١٩٩

"আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাক।" [সূরা আ'রাফ: ১৯৯]

● **শিক্ষক ওয়াজ-নসিহতের সময় শিক্ষার্থীদের প্রতি খেয়াল রাখবেন, যাতে করে তারা বিরক্ত হয়ে ভেগে না যায়:**

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا».متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] ওয়াজ-নসিহতে সময়ের ব্যাপারে আমাদের খেয়াল রাখতেন; কারণ যাতে করে আমাদেরকে বিরক্তি স্পর্শ না করে।" [১]

- **শিক্ষা দানের সময় শব্দ উঁচু করা এবং প্রয়োজনে বুঝানোর জন্য দু'বার বা তিনবার করে বলা:**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ ، وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: « وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ». مَرَّتَيْنِ أَوْثَلَاثًا.متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: কোন এক সফরে নবী [ﷺ] আমাদের থেকে পিছনে পড়ে যান। অত:পর তিনি আমাদের সঙ্গে হলেন। এ দিকে সালাতের সময় হওয়াতে আমরা ওযু করতে ছিলাম। আমরা আমাদের পায়ের উপর (পানি দ্বারা না ধুয়ে) মাসেহ করতে ছিলাম। তখন তিনি [ﷺ] উঁচু শব্দে ডেকে বললেন: "গোড়ালি (না ভিজার) জন্য জাহান্নামের আজাব হবে।" এভাবে তিনি দু'বার বা তিনবার বললেন।"[২]

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا ». أخرجه البخاري.

২. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] যখন কোন কথা বলতেন তখন তিনবার করে বলতেন; যাতে করে বুঝতে পারা যায়।

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮২১

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং২৪১

আর যখন কোন জাতির নিকট যেতেন তখন তাদেরকে তিনবার করে সালাম দিতেন।" [১]

● ওয়াজ বা শিক্ষাদানের সময় অপছন্দনীয় কিছু দেখলে বা শুনলে রাগান্বিত হওয়া:

عَنْ أَبِي مَسْعُود الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قال رَجُلٌ يا رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْــه وَسَلَّمَ ؟ لاَ أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ ممَّا يُطولُ بِنَا فُلاَنٌ ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعظَة أَشَدَّ غَضبًا من يَوْمَئذ فَقَالَ:« يَا أَيُّهَا النَّــاسُ! إِنَّ مِــنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِــيهِمْ الْمَــرِيضَ وَالــضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ». متفق عليه.

আবু মাসউদ আনসারী [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মানুষ বলল হে আল্লাহর রসূল [ﷺ] ! অমুক ব্যক্তি সালাত এমন লম্বা করে যার ফলে আমি জামাতে সালাত আদায় করি না। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ [ﷺ] সেদিন ওয়াজে এমন রাগ হলেন যেমন রাগ হতে আর কোন দিন তাঁকে দেখিনি। অত:পর তিনি [ﷺ] বললেন:"হে মানুষ সমাজ! তোমাদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা মানুষদেরকে ভাগিয়ে দিচ্ছে। অতএব, যে ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করবে সে যেন হালকা করে সালাত আদায় করে; কারণ তাদের মধ্যে রয়েছে রোগী, দুর্বল এবং বিভিন্ন প্রয়োজনের মানুষ।"[২]

● প্রশ্নকারীর প্রশ্নের চেয়েও মাঝে-মধ্যে বেশি উত্তর দেওয়া:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَــلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــه وَسَــلَّمَ:« لَــا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَات، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخفَافَ، إِلَّــا

---

১. বুখারী হাঃ নং ৯৫

২. বুখারী হাঃ নং ৯০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৪৬৬

أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ،وَلَا الْوَرْسُ».متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, একজন মানুষ রসূলুল্লাহ [ﷺ] কে জিজ্ঞাসা করল, মুহরিম ব্যক্তি কোন ধরনের কাপড় পরিধান করতে পারবে? উত্তরে তিনি [ﷺ] বললেন: "তোমরা পাঞ্জাবি-সার্ট, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরিধান করবে না। তবে কেউ সেন্ডেল না পেলে চামড়ার মোজার গিঁঠ থেকে নিম্নাংশ কেটে ফেলে পরবে। আর জাফরান ও ওয়ারস রঙ দ্বারা (এক প্রকার ঘাসের রঙ) রঞ্জিত কোন কাপড় পরবে না।"[১]

● শিক্ষার্থীদের জ্ঞান পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে শিক্ষকের প্রশ্ন উত্থাপন করা:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا ،وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ ؟ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ :وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ فَقَالَ: « هِيَ النَّخْلَةُ ».
متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে যার পাতা ঝরে না। এর উদাহরণ মুসলিম ব্যক্তির ন্যায়। গাছটির নাম কি তোমরা বল? তখন সাহাবায়ে কেরাম জঙ্গলের বিভিন্ন বৃক্ষের নাম তালাশ করতে লাগলেন। আব্দুল্লাহ বলেন, আমার অন্তরে সেটি খেজুর গাছ বলতে ছিল। কিন্তু লজ্জা করে বলি নাই। অত:পর সকলে বললেন, ঐ বৃক্ষের নাম কি আপনি বলুন ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তা হলো খেজুর গাছ।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৫৪২ ও মুসলিম হাঃ নং ১১৭৭ শব্দ তারই

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮১১

● **সাধারণের সামনে রূপক বিষয় উল্লেখ না করা এবং তাদের না বুঝার ভয়ে বিশেষ ব্যক্তিদেরকে বিশেষ জ্ঞান শিখানো:**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ﷺ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ: يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ: يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ:« مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ؟ فَيَسْتَبْشِرُوا، قَالَ: إِذًا يَتَّكِلُوا ، فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত। মু'য়ায [ﷺ] রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বাহনের পিছনে ছিলেন। এমন অবস্থায় নবী [ﷺ] বললেন:"হে মু'য়ায! তিনি বললেন, আমি হাজির, আমি আপনার আনুগত্যে ধন্য! এভাবে তিনি [ﷺ] তিনবার বললেন। তিনি [ﷺ] বললেন: "কেউ তার অন্তর থেকে 'আশহাদু আল লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' সঠিকভাবে পড়লে আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দিবেন। মু'য়ায [ﷺ] উত্তরে বললেন, এ খবরটা কি আমি মানুষদেরকে জানিয়ে দিবো না, যার ফলে তারা খুশি হবে! তিনি [ﷺ] বললেন: তাহলে তারা কাজ-কর্ম ছেড়ে ভরসা করে বসে থাকবে। (জ্ঞান লুকানোর) পাপের ভয়ে মু'য়ায [ﷺ] তাঁর মৃত্যুর সময় এ খবরটা জানিয়ে দেন।"[১]

● **কোন বেশি জটিল বিষয়ে পতিত হয়ার ভয়ে অন্যায়ের প্রতিরোধ না করা:**

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجاهلية، لَأَمَرْتُ بِالبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১২৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৩২

أُخْرِجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ: بَابًا شَرْقِيًّا ، وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ». متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁকে বলেন: "হে আয়েশা! যদি তোমার জাতির সম্পর্ক জাহেলিয়াতের সাথে নতুন (নৌও মুসলিম) না হতো, তাহলে কা'বা ঘর ভাঙ্গার নির্দেশ করতাম। আর এর বাকি অংশ প্রবেশ করাতাম (পূর্ণ কা'বা ঘর নির্মাণ করতাম) এবং মাটির সাথে মিলিয়ে দু'টি দরজা বানাতাম। একটি পূর্বের দরজা আর অপরটি পশ্চিমের দরজা। এর ফলে ইবরাহিমী ভিত্তীতে পৌঁছে দিতাম।"[১]

● **পুরুষদের জ্ঞানদান এবং ভিন্ন ব্যবস্থা থাকলে মহিলাদেরকেও:**

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَت النِّسَاءُ للنَّبِيِّ ﷺ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَيَلْقيَهُنَّ فِيه، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ:« مَا منْكُنَّ منْ امْرَأَة تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا منْ وَلَدهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانُوا لَهَا حجَابًا منْ النَّارِ» فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: وَاثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاثْنَيْنِ ». متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: মহিলারা নবী [ﷺ]কে বললো: আপনার নিকট আমাদের উপর (শিক্ষার ব্যাপারে) পুরুষরা প্রাধান্য পেয়েছে। সুতরাং আমাদের (শিক্ষার) জন্য একদিন নির্দিষ্ট করুন। তখন তিনি [ﷺ] তাদের জন্য এক দিনের ওয়াদা করলেন, যে দিন তিনি [ﷺ] তাদের সাথে মিলতেন। তিনি [ﷺ] তাদেরকে ওয়াজ ও নির্দেশ করেন। তাদেরকে যা বলেন তার মধ্যে ছিল: "তোমাদের মধ্যের কোন মহিলা তিন জন সন্তান পেশ করলে (মারা গেলে) ইহা তার জন্যে

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৫৮৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৩৩৩

জাহান্নামের জন্য পর্দা হয়ে যাবে।" একজন মহিলা বললো, যদি দু'জন (সন্তান) হয়? তিনি [ﷺ] বললেন: "দু'জন হলেও।"[১]

● **মাটি অথবা বাহনের উপরে দিনে বা রাত্রে মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দেয়া:**

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ:« سُبْحَانَ الله ! مَا ذَا أَنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ، وَمَا ذَا فُتِحَ مِنَ الخَزَائِنِ، أَيْقِظُوْا صَوَاحِبَ الحِجْرِ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الآخِرَةِ». أخرجه البخاري.

১. উম্মে সালামা (রা:) বলেন, এক রাত্রে নবী [ﷺ] ঘুম থেকে জেগে বললেন:"সুবহানাল্লাহ! এ রাত্রে কি ফেতনা নাজিল হয়েছে। কিসের ভাণ্ডারসমূহ উন্মুক্ত করা হয়েছে। কামরাবাসীদের ঘুম থেকে জাগ্রত কর। দুনিয়াতে কিছু বস্ত্র পরিহিতা নারী আখেরাতে উলঙ্গ থাকবে।"[২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَة صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاته ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ:« أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذه ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَة سَنَة مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ ».متفق عليه.

২. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] তাঁর শেষ জীবনে আমাদের নিয়ে এশার সালাত আদায় করেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে বললেন:"এ রাত্রি সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করাব। যারা আজকের দিনে জমিনের উপরে বেঁচে আছে এক শত বছরের মধ্যে তাদের কেউ আর বেঁচে থাকবে না।"[৩]

عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ ﷺ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ ، قَالَ فَقَالَ:« يَا مُعَاذُ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّه عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১০১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৩৩

[২]. বুখারী হাঃ নং ১১৫

[৩]. বুখারী হাঃ নং ১১৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৩৭

الْعِبَادِ عَلَى اللَّه ؟ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ:« فَإِنَّ حَقَّ اللَّه عَلَى الْعِبَاد أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا به شَيْئًا ، وَحَقُّ الْعِبَاد عَلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ به شَيْئًا، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا». متفق عليه.

৩. মু'য়ায ইবনে জাবাল [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:'উফাইর নামক গাধার উপরে নবী [ﷺ] -এর পিছনে বসে ছিলাম। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "হে মু'য়ায! তুমি কি জান আল্লাহর হক্ব বান্দার উপর কি এবং বান্দার হক্ব আল্লাহর উপর কি? তিনি [ﷺ] বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশি জানেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "নিশ্চয় বান্দার উপর আল্লাহর হক্ব হচ্ছে, সে যেন একমাত্র আল্লাহরই এবাদত করে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরিক না করে। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক্ব হলো, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরিক করে না তাকে যেন শাস্তি না দেন। মু'য়ায [ﷺ] বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! মানুষদেরকে এ সুসংবাদটি দেব না? তিনি [ﷺ] বললেন: তাদেরকে সুসংবাদ দিও না; কারণ তারা কাজ-কর্ম ছেড়ে ভরসা করে বসে থাকবে।"[১]

● **মজলিস শেষে কি দোয়া ও জিকির বলবে:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :«مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فيه لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ منْ مَجْلسه ذَلكَ « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلسه ذَلكَ ». أخرجه أحمد والترمذي.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "কোন মজলিসে বসে কারো বেশি অনর্থক কথা হলে সে মজলিস থেকে

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৮৫৬ ও মুসলিম হাঃ নং ৩০ শব্দ তারই

উঠার পূর্বে যদি সে বলে: [হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত সত্যিকার কোন ইলাহ্ নেই। তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তওবা করছি।] তাহলে তার সে মজলিসে যা ভুল-ত্রুটি হয়েছে সব ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[১]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ:« اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ،وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا ، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا ». أخرجه الترمذي.

২. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] মজলিস থেকে উঠে তাঁর সাহাবাগণের জন্য প্রায় এ দোয়াগুলো দ্বারা দোয়া করতেন। (দোয়ার শব্দগুলোর অর্থ হলো)"হে আল্লাহ! তোমার ভয়ের এমন এক ভাগ আমাদের জন্য বণ্টন করো যা আমাদের ও তোমার নাফরমানির মধ্যে আড় হয়ে যায়। আর দান কর তোমার আনুগত্য যা আমাদেরকে তোমার জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেবে এবং একিন যা দুনিয়ার বালা-মসিবতকে আমাদের উপরে আসান করে দেয়। আর সারা জীবন আমাদের কান, চোখ ও শক্তি দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন এবং এর উত্তম উত্তোরাধীকারী আমাদের থেকেই বানাও। যারা আমাদের উপর জুলুম করে তাদের উপর আমাদের জন্য প্রতিশোধ নিন। যারা আমাদের সঙ্গে দুশমনি করে তাদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমাদের মসিবতসমূহকে আমাদের দ্বীনের জন্য ফেতনা করে দিও না। দুনিয়াকে আমাদের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য

---

[১] .হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১০৪২০, তিরমিযী হাঃ নং ৩৪৩৩ শব্দ তারই

এবং আমাদের জ্ঞানের বিনিময় করে দিও না। যারা আমাদের প্রতি দয়া করে না তাদেরকে আমাদের উপর ক্ষমতাশীল বানিয়ে দিও না।”[১]

[১]. হাদীসটি হাসান, তিরিমিযী হাঃ নং ৩৫০২ সহীহুল জামে’ দ্রঃ হাঃ নং ১২৬৮

২- ছাত্রদের জন্য আদব

● **জ্ঞানার্জনে এখলাস:**

v ׀ t s r q p o n m l k j i h[

البينة: ٥ Z y x w

“তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে এবং জাকাত দেবে। এটাই সঠিক দ্বীন।” [সূরা বাইয়িনাহ:৫]

● **জ্ঞানার্জনের জন্য বসার পদ্ধতি:**

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُـرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ...» .متفق عليه.

১. উমার ইবনে খাত্তাব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা একদিন রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে ছিলাম; এমন সময় সাদা ধবধবে কাপড় ও মাথার চুল মিশমিশে কালো এক ব্যক্তি আমাদের নিকট আসল। তাঁর মাঝে ভ্রমণের কোন আলামত দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের কেউ তাঁকে চিনেও না। অত:পর লোকটি নবী [ﷺ]-এর নিকটে এসে বসলেন এবং তাঁর দু’জানু রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর দু’জানুর সাথে মিলালেন এবং দু’হাত তাঁর দু’ঊরুর উপর রাখলেন------।”[১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَرَجَ، فَقَامَ عَبْـدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ:« أَبُوكَ حُذَافَةُ» فَلَمَّا أَكْثَـرَ

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫০ ও মুসলিম হাঃ নং ৮ শব্দ তারই

رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ منْ أَنْ يَقُولَ:« سَلُوني» بَرَكَ عُمَرُ ﷺ فَقَالَ: رَضينَا باللَّه رَبًّا وَبالْإِسْلَام دينًا وَبمُحَمَّد رَسُولًا، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ». أخرجه البخاري.

২. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বের হলে আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা [ﷺ] জিজ্ঞাসা করলেন: ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার বাবা কে? উত্তরে নবী [ﷺ] বললেন: তোমার বাবা হুযাফা। অত:পর তিনি [ﷺ] বারবার বলতে লাগলেন: আমাকে জিজ্ঞাসা কর। তখন উমার [ﷺ] তাঁর দু'হাটুর উপর বসে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন: 'রাযীনাা বিল্লাহি রব্বাা, ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনাা, ওয়া বিমুহাম্মাদিন [ﷺ] নাবিয়্যাা এরপর তিনি [ﷺ] চুপ করলেন।"[১]

¿ মসজিদে জ্ঞানচর্চা ও জিকিরের মজলিসে উপস্থিতীর গুরুত্ব দেওয়া এবং ভরা মজলিসে প্রবেশ করলে কোথায় বসবে:

عَنْ أَبِي وَاقد اللَّيْثيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالسٌ في الْمَسْجد وَالنَّاسُ مَعَهُ، إذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَان إلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ، وَذَهَبَ وَاحدٌ ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا: فَرَأَى فُرْجَةً في الْحَلْقَة فَجَلَسَ فيهَا ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ ،وَأَمَّا الثَّالثُ: فَأَدْبَرَ ذَاهبًا ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« أَلَا أُخْبرُكُمْ عَنْ النَّفَر الثَّلَاثَة؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إلَى اللَّه فَآوَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ منْهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ ».

متفق عليه.

আবু ওয়াকেদ লাইছী [ﷺ] থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ] মসজিদে মানুষদের সাথে বসে ছিলেন। এমন সময় তিনজন মানুষ উপস্থিত হলো। তাদের মধ্যে দু'জন রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে এলো আর

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৯৩

অপরজন চলে গেল। বর্ণনাকারী বলেন: যে দু'জন রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে দাঁড়ালো, তাদের একজন মজলিসে জায়গা পেয়ে সেখানে বসে পড়ল। আর অপরজন তাদের পিছনে বসল। আর তৃতীয় জন পশ্চাদ ফিরিয়ে চলে গেল। নবী [ﷺ] মজলিস শেষে বললেন:"তোমাদের ঐ তিন ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করাবো না? একজন তো আল্লাহর নিকট আশ্রয় নিয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় জন লজ্জা করেছে আল্লাহও তার ব্যাপারে লজ্জা করেছেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আল্লাহও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।"[১]

¿ জিকির ও জ্ঞানার্জনের মজলিসে গোল হয়ে বসা:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ قَـــالَ: « إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: حِلَقُ الذِّكْرِ».

أخرجه أحمد والترمذي.

আনাস ইবনে মালেক [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যখন তোমরা জান্নাতের উদ্যানের পাশ দিয়ে অতিক্রম কর তখন তাতে চরে নিও (উপকৃত হওয়ার চেষ্টা কর) (সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم) বললেন: জান্নাতের উদ্যান কি? তিনি [ﷺ] বললেন:" গোল হয়ে বসে জিকিরের (কুরআনা-হাদীসের জ্ঞানচর্চার) মজলিসসমূহ।"[২]

¿ উলামাগণ ও বড়দেরকে সম্মান করা:

১.আল্লাহর বাণী:

} | { z y x w v u t s r q p [

~ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ ﴿٢﴾ Z الحجرات: ٢

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২১৭৬

[২]. হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ১২৫৫ সিলসিলা সহীহা দ্রষ্টব্য হাঃ নং ২৫৬২, তিরমিযী হাঃ নং ৩৫১০

"হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে যা তোমরা টেরও পাবে না।" [সূরা হুজুরাত: ২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا ». أخرجه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد.

২. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন বৃদ্ধ মানুষ এসে নবী [ﷺ]-এর নিকট পৌঁছতে চাইলেন। কিন্তু সাহাবাগণ তার জন্যে জায়গা প্রশস্ত করতে দেরী করলেন। তখন নবী [ﷺ] বললেন: " সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না।"[১]

¿ উলামাগণের জন্য মানুষদেরকে নিরব করানো:

عَنْ جَرِيرٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: « اسْتَنْصِتْ النَّاسَ ، فَقَالَ:« لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ،يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ». متفق عليه.

জারীর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, বিদায় হজ্বে নবী [ﷺ] তাকে বলেন: "মানুষদেরকে চুপ করাও। অত:পর তিনি [ﷺ] বলেন:আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান মেরে কাফের হয়ে যেও না।"[২]

¿ যদি কোন বিষয় শুনার পরে বুঝে না আসে তবে আলামের নিকট থেকে তা বুঝে নেওয়া:

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ১৯১৯ শব্দ তারই বুখারী আদাবুল মুফরাদে হাঃ নং ৩৩৬, সহীহ আদাবুল মুফরাদ হাঃ নং ২৭২, সিলসিলা সাহীহা দ্রঃ হাঃ নং ২১৯৬

[২]. বুখারী হাঃ নং ১২১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৬৫

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ» قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّـهُ تَعَالَى ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ قَالَتْ فَقَالَ:« إِنَّمَا ذَلِـكِ الْعَـرْضُ ،وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ». متفق عليه.

ইবনে আবু মুলাইকা (রাহ:) থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ]-এর স্ত্রী আয়েশা (রা:) কোন বিষয় শুনে না বুঝলে বুঝিয়ে নিতেন। আর নবী [ﷺ] বলেছেন: "যার হিসাব নেয়া হবে সে আজাবে পতিত হবে। আয়েশা (রা:) বলেন তখন বললাম, আল্লাহ তা'য়ালা কি বলেননি:"অত:পর তাদের সহজ হিসাব করা হবে।" [সূরা ইনশিকাক: ৮]
আয়েশা (রা:) বলেন, তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "এর অর্থ হচ্ছে শুধু হিসাব উপস্থাপন করা। কিন্তু যে ব্যক্তির হিসাব-নিকাশ করা হবে সে ধ্বংস হবে।"[১]

¿ কুরআন ও অন্যান্য হেফজকৃত অংশ নিয়মিত পুনরাবৃত্তি করা:

عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« تَعَاهَـدُوا الْقُـرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا». متفق عليه.

আবু মূসা [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা কুরআনের হেফজকৃত অংশ নিয়মিত পুনরাবৃত্তি কর; কারণ যার হাতে আমার জীবন তাঁর সত্ত্বার কসম! অবশ্যই উহা (কুরআনের হেফজকৃত অংশ) উট তার বেড়ী থেকে ভেগে যাওয়ার চাইতেও দ্রুত ভেগে যায়।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১০৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৭৬
[২]. বুখারী হাঃ নং ৫০৩৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৭৯১

¿ **অন্তরের উপস্থিতি ও আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করা:**

ق: Z > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 [
٣٧

“এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে।” [সূরা ক্বাফ: ৩৭]

¿ **জ্ঞানার্জনের জন্য বাড়ী থেকে বের হওয়া ও কষ্ট সহ্য করা এবং বেশি বেশি জ্ঞানার্জন করা ও সর্বাস্থায় বিনয়ী হওয়া:**

R Q P O N M L K J I H G F [

` _ ^] \ [Z Y X W V U T S

الأعراف: Z k j i h g f e d b a
١٤٦

১. “আমি আমার নিদর্শনসমূহ হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে। যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও তা বিশ্বাস করবে না। আর যদি হেদায়েতের পথ দেখে, তবে সে পথ গ্রহণ করে না। অথচ গোমরাহীর পথ দেখলে তাই গ্রহণ করে নেয়। এর কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহে মিথ্যা বলে মনে করেছে এবং তা থেকে বে-খবর রয়ে গেছে।” [সূরা আ‘রাফ:১৪৬]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ:« بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى لَا ، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى، بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ ،فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْه ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً.

وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ ؟ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيه إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، قَالَ: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا

قَصَصًا، فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ».

متفق عليه.

২. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"একদিন মূসা [ﷺ] বনি ইসরাঈলের একটি জনসভায় ছিলেন, এমন অবস্থায় একজন মানুষ তাঁর কাছে এসে বলল, আপনার জানা মতে আপনার চেয়ে বেশি জ্ঞানী আর কেউ আছে কি? মূসা [ﷺ] বললে, না। তখন আল্লাহ তা'য়ালা মূসা [ﷺ]-এর নিকট অহি করলেন: বরং আমার বান্দা খাজির আছে। তখন মূসা [ﷺ] খাজির [ﷺ]-এর নিকট যাওয়ার পথ জানতে চাইলেন। আল্লাহ তা'য়ালা মূসা [ﷺ]-এর জন্য একটি মাছকে নিদর্শন করে দিলেন।

তাঁকে (মূসাকেﷺ)বলে দেয়া হলো: যখন আপনি মাছটিকে হারাবেন তখন ফেরৎ আসবেন। আর তখনই খাজির [ﷺ]-এর সাক্ষাত পাবেন। তিনি সাগরে মাছের নিদর্শন তালাশ করতে থাকলেন। তাঁকে যুবকটি বলল, আমরা যখন পাথরের নিকট আশ্রয় নিয়েছিলাম তখন আমি মাছটি ভুলে গেছি। আর স্মরণ করিয়ে দিতে আমাকে শয়তান ভুলিয়ে দিয়েছে। মূসা [ﷺ] বললেন, আমরা তো ঐ স্থানটিই খুঁজতেছিলাম। এরপর তাঁরা দু'জনে নিজেদের চিহ্ন ধরে ফিরে চললেন এবং খাজির [ﷺ]কে পেয়ে গেলেন। তাঁদের দু'জনের ঘটনা আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে [সূরা কাহাফে] বর্ণনা করেছেন।"[১]

¿ জ্ঞানার্জনে আগ্রহী হওয়া:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ،

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৩৮০

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ،خَالِصًا مِنْ قَلْبِــهِ، أَوْ نَفْسِهِ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল [ﷺ]! রোজ কিয়ামতে আপনার সুপারিশে সবচেয়ে ধন্য ব্যক্তি কে হবে? রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:"আমি অবশ্যই এ কথা ভেবে ছিলাম যে, এ হাদীসের ব্যাপারে তোমার পূর্বে আর কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। কারণ হাদীস তলাশে তোমার প্রচণ্ড আগ্রহ দেখেছি। রোজ কিয়ামতে আমার সুপারিশে ধন্য হবে, যে নিখাঁদ চিত্তে তার অন্তর বা নফ্স থেকে বলে: 'লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ'।"[১]

¿ জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করা:

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ فَمَــا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ». أخرجــه البخاري

১. আবু জুহাইফা (রহ:) বলেন, আমি আলী ইবনে আবী তালেব [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার নিকটে কোন কিতাব আছে কি? তিনি বললেন: না, কিন্তু আল্লাহর কিতাব ও একজন মুসলিম ব্যক্তিকে দেয়া সূক্ষ্মবুঝ ব্যতীত আর অন্য কিছু নেই। অথবা যা এই সহিফাতে আছে। বর্ণনাকারী বলেন আমি বললাম, এই সহিফাতে কি আছে? আলী [ﷺ] বললেন, দিয়াত (হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ তথা রক্তমূল্য), যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তকরণ এবং কোন কাফেরের পরিবর্তে মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না এ সংক্রান্ত বিষয়।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৯৯

[২]. বুখারী হাঃ নং ১১১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ ». أخرجه البخاري.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ]-এর সাহাবাগণের মধ্যে তাঁর [ﷺ] থেকে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী আমার চেয়ে আর কেউ নেই। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ব্যতীত; কারণ তিনি লিখতেন আর আমি লিখতাম না।" [১]

¿ নিজে প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করলে অন্য কাউকে প্রশ্ন করার জন্যে বলা:

عَنْ عَلِيٍّ ﷺقَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ،وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:« يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ ».متفق عليه.

আলী [ﷺ] বলেন, আমি অধিক মযী তথা কাম-রস নির্গত হওয়া ব্যক্তি ছিলাম। নবী [ﷺ]-এর মেয়ে (ফাতেমা) আমার নিকট থাকার কারণে তাঁকে প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করি। তাই মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করার জন্য অনুরোধ করি। তিনি তাঁকে [ﷺ] প্রশ্ন করলে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"সে তার পুরুষাঙ্গ ধৌত করে ওযু করবে।"[২]

¿ ওয়াজ-নসিহতের সময় ইমামের সন্নিকটে হওয়া:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنْ الْإِمَامِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا». أخرجه أبوداود.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১১৩

[২]. বুখারী হাঃ নং ২৬৯ ও মুসলিম হাঃ নং ৩০৩ শব্দ তারই

সামুরা ইবনে জুন্দুব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "তোমরা জিকিরের মজলিসে হাজির হও এবং ইমামের সন্নিকটে হও; কারণ যে ব্যক্তি সর্বদা দূরেই থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও পরেই থাকবে।"[১]

¿ আলেমের উপস্থিতিকে প্রশ্ন করে সুযোগ গ্রহণ করা:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ: « نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ». أخرجه مسلم.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা তার শিশুকে উঠিয়ে ধরে বলল: হে আল্লাহর রসূল! এর হজ্ব আছে কি? তিনি [ﷺ] বললেন:"হাঁ, আর তোমার জন্যে রয়েছে সওয়াব।"[২]

¿ মজলিসের শরিয়তের আদবসমূহের খিয়াল রাখা:

তন্মধ্যে যেমন:

১.আল্লাহর বাণী:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ à ٱلۡعِلۡمَ â ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ ç è Z المجادلة: ١١

"হে মুমিনগণ, যখন তোমাদেরকে বলা হয়: মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে প্রশস্ত করে দিবেন। যখন বলা হয়: উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ্ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর।" [সূরা মুজাদালা: ১১]

---

[১]. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ১১০৮

[২]. মুসলিম হা: নং ১৩৩৬

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« قَالَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا ». متفق عليه.

২. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "কোন মানুষ যেন অপর মানুষকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে না বসে। বরং তোমরা মজলিস প্রশস্ত কর।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার মজলিস থেকে উঠে চলে গেল। অত:পর আবার ফিরে আসল সে ব্যক্তি ঐ স্থানের বেশি হক্বদার।" [২]

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي». أخرجه أبوداود والترمذي.

৪. জাবের ইবনে সামুরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে আসতাম তখন যে যেখানে পৌঁছত সেখানেই বসে যেত।" [৩]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ يُجْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا». أخرجه أبوداود.

৫. আমর ইবনে শু'য়াইব থেকে বর্ণিত, তিনি তার বাবা থেকে এবং বাবা (শু'য়াইব) তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী [ﷺ] বলেন: "দু'জন মানুষের মাঝে তাদের অনুমতি ছাড়া বসা যাবে না।"[৪]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬২৭০ ও মুসলিম হাঃ নং ২১৭৭ শব্দ তারই
[২]. মুসলিম হাঃ নং ২১৭৯
[৩]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৮২৫, তিরমিযী হাঃ নং ২৭২৫
[৪]. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৮৪৪

عَنْ الشَّرِيد بْنِ سُوَيْدٍ ﷺقَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا ، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي ، وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي فَقَالَ:« أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ». أخرجه أحمد وأبوداود.

৬. শারীদ ইবনে সুওয়াইদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি এভাবে বসে ছিলাম, এমন অবস্থায় নবী [ﷺ] আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। আমি আমার বাম হাত পিঠের উপর রেখে ডান হাতের উপরে ভর করে বসে ছিলাম। তিনি [ﷺ] বললেন:"গজবপ্রাপ্ত মানুষদের ন্যায় বসে আছ!"[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ». متفق عليه.

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যদি তোমরা তিনজন হও তাহলে দু'জনে তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে গোপন কথা বলবে না; কারণ ইহা তাকে (তৃতীয় জনকে) চিন্তিত করবে।"[২]

¿ দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়াদির ব্যাপারে আলেমদের সাথে পরামর্শ করা:

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ:« أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْ ،قَالَ:« فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ».متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একজন মানুষ নবী [ﷺ]-এর নিকট এসে জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য অনুমতি চাইলে

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৯৬৮৩

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬২৯০ ও মুসলিম হাঃ নং ২১৮৪ শব্দ তারই

বলেন:"তোমার বাবা-মা জীবত আছে? লোকটি বলল: হ্যাঁ, তিনি [ﷺ] বললেন:"যাও তাদের দু'জনের (খেদমত করে) জিহাদ কর।"[১]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَـأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًـا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِـئْتَ حَبَـسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَـا يُـورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ الـسَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: উমার [رضي الله عنه] খয়বারের কিছু জমি পান। তিনি (উমার) নবী [ﷺ]-এর নিকট গিয়ে বলেন: আমি খয়বারের কিছু জমির পেয়েছি যার চেয়ে উত্তম সম্পদ আর কখনো পাইনি। তাই সে জমির ব্যাপারে আপনি আমাকে কি দির্দেশ করেন? নবী [ﷺ] বললেন:"যদি চাও তাহলে জমির মূল নিজের নিকট রেখে তার উৎপাদন দান-খয়রাত করতে পার। এরপর উমার [رضي الله عنه] শর্ত করে দান করেন। শর্তগুলো হলো: এ জমির মূল বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না, কেউ ওয়ারিস হবে না। ইহা ফকির, আত্মীয় স্বজন, গোলাম আজাদ, আল্লাহর রাহে, মেহমান এবং পথিকদের জন্য দান। আর যে এর দায়িত্ব গ্রহণ করবে সে উত্তম পন্থায় এ থেকে কিছু খেলে বা কোন বন্ধুকে মালদার না বানানোর উদ্দেশ্যে খাওয়ালে তাতে তার কোন পাপ হবে না।"[২]

---

[১]. বুখারী হা: নং ৩০০৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২৫৪৯

[২]. বুখারী হা: ২৭৭২ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৬৩২

দ্বিতীয় পর্ব

কুরআন ও সুন্নাহর ফিকাহ্

এতে রয়েছেঃ

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / [

C B A @ ? > = < ; : 9

الإسراء: ٩ - ١٠ Z I H G F E D

আল্লাহর বাণী:

“এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে মহাপুরস্কার রয়েছে। আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্যে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি।”

[সূরা বনি ইসরাঈল: ১০-১১]

১-ফাজায়েল অধ্যায়

এতে রয়েছে:

১. তাওহীদের ফজিলত	(ছ) জিহাদের ফজিলত
২. ঈমানের ফজিলত	(জ) জিকিরের ফজিলত
৩. এবাদতের ফজিলত	(ঝ) দোয়ার ফজিলত
(ক) ওযুর ফজিলত	৪. ভাল আচরণ ও লেনদেনের ফজিলত
(খ) আজানের ফজিলত	৫. মেলামেশা ও সম্পর্কের ফজিলত
(গ) সালাতের ফজিলত	৬. আখলাক-চরিত্রের ফজিলত
(ঘ) জাকাতের ফজিলত	৭. কুরআনুল কারীমের ফজিলত
(ঙ) সিয়ামের ফজিলত	৮. নবী [ﷺ]-এর ফজিলত
(চ) হজ্ব-উমরার ফজিলত	৯. নবী [ﷺ]-এর সাহাবাগণের ফজিলত

قال الله تعالى:

(} ~ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا

ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا © طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ

وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ µ ¶ ¸ ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾)

[التوبة/٧٢]

আল্লাহর বাণীঃ

“আল্লাহ ঈমানদার নারী-পরুষদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানুন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রসবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানুন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুতঃ এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটিই হলো মহান কৃতকার্যতা।” [সূরা তাওবা:৭২]

ফজিলতের অধ্যায়

¿ ফজিলতের সূক্ষ্ম বুঝঃ

এ অধ্যায়ে যে সকল আমল দ্বারা অল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব সেগুলোর ফজিলতের ব্যাপারে কিছু কুরআনের আয়াত ও সহীহ্ হাদীস উল্লেখ করেছি। এগুলো বেশি বেশি আমল করার ব্যাপারে উৎসাহিত করবে। এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা হবে ও এবাদতে মজা ও স্বাদও পাবে। প্রতিটি আমলের সঙ্গে ফজিলত উল্লেখ করলে আমলটি করার উৎসাহ ও উদ্দীপনা জন্মে। আর শরীর ও মনে উদ্যম আসে এবং অলসতা ও অপারগতা দূর করে ও অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে আনুগত্য ও এবাদত করার আগ্রহ সৃষ্টি করে।

আল্লাহর বাণীঃ

· , + *) ('& % $ # " ! [

> = < : 9 8 7 6 5 3 2 1 0 / .

البقرة: ٢٥ Z H G F E C B A @

“আর [হে নবী] যারা ঈমান এনেছে এবং সৎআমল করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসূমহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসাবে কোন ফলপ্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিণী রমণীকূল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।” [সূরা বাকারাঃ ২৫]

¿ এখলাস ও সৎনিয়তের ফজিলতঃ

১. আল্লাহর বাণীঃ

v t s r q p o n m l k j i h[

البينة: ٥ Z y x w

"তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে এবং জাকাত দেবে। এটাই সঠিক দ্বীন।" [সূরা বাইয়িনা: ৫]

২. আল্লাহর বাণী:

, + *) (' & % $ # " ! [

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

F E D C B A @ ? > = < ; : 9

[فصلت: ٣٠ – ٣٢] Z K J I H G

"নিশ্চয় যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ অত:পর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় কর না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুতি জান্নাতের সুসংবাদ শুনো। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমাদের মনে চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা দাবী কর। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন।" [সূরা হা-মীম সেজদাহ:৩০-৩২]

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّة ،وَلكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّه وَرَسُوله فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّه وَرَسُوله ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْه». متفق عليه.

৩. উমার ইবনে খাত্তাব [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি মানুষ যা নিয়ত করে তাই পায়। অতএব, যে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ]-এর জন্য হিজরত করে তার হিজরত আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ]-এর জন্য

হয়। আর যে দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে বা কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য হিজরত করে, তার হিজরত সে যে জন্য করেছে তাই হবে।" [১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ». أخرجه مسلم.

৪. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে দেখবেন না। বরং তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে দেখবেন।"[২]

¿ যে ব্যক্তি সৎকর্মের ইচ্ছা করে তার ফজিলত:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَات وَالسَّيِّئَات ثُمَّ بَيَّنَ ذَلكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَة فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عنْدَهُ حَسَنَةً كَاملَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَات إِلَى سَبْعِ مِائَة ضِعْف إِلَى أَضْعَاف كَثِيرَة،وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَة فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَاملَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ». متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] তাঁর প্রতিপালক তাবারক ওয়াতা'য়ালা থেকে বর্ণনা করত: বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা নেকি ও পাপ লিখেছেন। অত:পর তা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং, যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা করার পর না করে, আল্লাহ তাঁর নিকটে পূর্ণ একটি নেকি লিখেন। আর যদি ইচ্ছা করে অত:পর তা বাস্তবায়িত করে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তার নিকট দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত ও আরো বহুগুণ লিখেন। আর যদি কোন পাপ করার ইচ্ছা করে অত:পর না ক'রে,

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৯০৭

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২৫৬৪

তাহলে আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণ নেকি লিখেন। আর যদি কোন পাপ কাজ করার মনস্থ করে এবং তা বাস্তবায়ন করে তাহলে আল্লাহ তার জন্য মাত্র একটি পাপ লিখেন।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৪৯১ ও মুসলিম হাঃ নং ১৩১ শব্দ তারই

১. তাওহীদের ফজিলত

১. আল্লাহর বাণী:

; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 [

I H G F E D C A @ ? > = <

الأنبياء: ٨٣ – ٨٤ Z L K J

“আর স্মরণ করুন আইয়ূবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন: আমি দু:খকষ্টে পতিত হয়েছি আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। অত:পর আমি তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তার দু:খকষ্ট দূর করে দিলাম এবং তার পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত:; আর এটা এবাদতকারীদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ।” [সূরা আম্বিয়া: ৮৩-৮৪]

২. আল্লাহর বাণী:

m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ [

y x w v u t s r q p o n

الأنبياء: ٨٧ – ٨٨ Z ﴿٨٨﴾ ~ } | z

“আর মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অত:পর মনে করেছিলেন যে, আমি তার প্রতি কোন ক্ষমতা রাখি না। অত:পর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন: তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি দির্দোষ আমি গোনাহগার। অত:পর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত দিলাম। আমি এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।” [সূরা আম্বিয়া:৮৭-৮৮]

৩. আল্লাহর বাণীঃ

, + *) (' & % $ # " ! [

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

F E D C B A @ ? > = ; : 9

فصلت: ٣٠ – ٣٢ Z K J I H G

“নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অত:পর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে রয়েছে যা তোমরা দাবী কর। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন।” [সূরা হা-মীম সেজদাহঃ ৩০-৩২]

عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ». متفق عليه.

৪. উবাদা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:“যে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরিক নেই, নিশ্চয় মুহাম্মদ [ﷺ] তাঁর বান্দা ও রসূল, নিশ্চয় ঈসা [ﷺ] আল্লাহর বান্দা ও রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি মরয়মের ভিতরে নিক্ষেপ করেন ও তাঁরই রুহ, জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য, তাহলে সে যে কোন আমল করুক না কেন আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।”[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৪৩৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ». أخرجه البخاري.

৫. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামতের দিনে আপনার শাফা'য়াতে সবচেয়ে বেশি ধন্য কে হবে? তিনি [ﷺ] বললেন:"আমার ধারণা ছিল হে আবু হুরাইরা, এ ব্যাপারে তোমার পূর্বে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না; কারণ তোমার মাঝে আমি হাদীস শুনার আগ্রহ দেখেছি। কিয়ামতের দিন আমার শাফা'য়াতে সবচেয়ে বেশি ধন্য ব্যক্তি হবে, যে অন্তর থেকে নিখাদ চিত্বে বলবে: আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ্ নেই।"[১]

[১]. বুখারী হা: নং ৬৫৭০

২. ঈমানের ফজিলত

১. আল্লাহর বাণী:

n m l k j i h g f e d c [

Z ~ } | { z x w v u t s q p o

الحديد: ٢١

“তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও জমিন বরাবর প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমানদারদের জন্যে। এটা আল্লাহর কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আল্লাহ্‌ মহান কৃপার অধিকারী।” [সূরা হাদীদ: ২১]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

({ ~ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا

© طَيِّبَةً فِي جَنَّٰتِ عَدْنٍۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُۚ µ ¶ ¸

ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾) [التوبة/٧٢].

“আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রসবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত: এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটিই হল মহান কৃতকার্যতা।” [সূরা তাওবা:৭২]

৩. আল্লাহর বাণী:

(, + *) (' & % $ # " !)

[الأنعام/٨٢].

“যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকির সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।” [সূরা আন‘য়াম: ৮২]

৪. আল্লাহর বাণী:

> = < ; : 9 8 7 6 4 3 2 1 0 / .)

? @) [التغابن/١١].

“আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।” [সূরা তাগাবুন:১১]

৫. আল্লাহর বাণী:

] إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ´ µ ¶ ¸ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ Z الكهف: ١٠٧

“যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যার্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল ফেরদাউস।” [সূরা কাহাফ: ১০৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ:« إِيمَانٌ بِاللَّه وَرَسُولِه ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّــهِ ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ» . متفق عليه.

৬. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] সর্বোত্তম আমল কোনটি জিজ্ঞাসিত হলে বললেন: “আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনা। বলা হলো এরপর কি? তিনি [ﷺ] বললেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আবার বলা হলো এরপর কি? তিনি [ﷺ] বললেন: হজ্ব মাবরুর তথা কবুল হজ্ব।”[১]

عَنْ عُثْمَانَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ مَــاتَ وَهُــوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ». أخرجه مسلم.

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৮৩

৭. উছমান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ্ নেই জেনে মারা গেল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[১]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৬

৩. এবাদতসমূহের ফজিলত

(ক) ওযুর ফজিলত

¿ ওযুর ফজিলত:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَده حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِه». أخرجه مسلم.

উসমান ইবনে 'আফ্‌ফান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করল, তার শরীর থেকে পাপরাজি বের হয়ে গেল। এমনকি তার নখসমূহের নিচ দিয়ে পাপ বের হয়ে যায়।"[১]

¿ ওযু ও অন্যান্য কাজে ডান থেকে শুরু করার ফজিলত:

عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُعْجبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعُّله، وَتَرَجُّله ،وَطُهُوره ،وَفي شَأْنه كُلِّه .متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] যে কোন কাজ ডান থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। জুতা-সেন্ডেল পরাতে, মাথার চুল সিঁথি করাতে, পবিত্রতা তথা ওযু-গোসলে ও তাঁর প্রতিটি বিষয়ে।"[২]

¿ তাহিয়্যাতুল ওযুর ফজিলত:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍ ﷺ أَنَّهُ سَمعَ النَّبيَّ ﷺ يَقُولُ:« مَا منْ مُسْلمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِه وَوَجْهِه إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». أخرجه مسلم.

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৪৫

[২]. বুখারী হাঃ নং ১৬৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৮

‘উকবা ইবনে ‘আমের [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন: “যে কোন মুসলিম ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করল। অত:পর অন্তর দ্বারা সর্বাআত্মকভাবে ও গুরুত্ব সহকারে দাঁড়িয়ে দু’রাকাত সালাত আদায় করল তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল।”[১]

¿ ওযুর পরের জিকিরের ফজিলত:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ (أَوْ فَيُسْبِغُ) الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ« أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ». أخرجه مسلم

উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে ওযু করার পর বলবে:‘আশহাদু আল্‌লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান্ আব্দুল্লাহি ওয়া রসূলুহ্’ তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে যেটি দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে।”[২]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৩৪
[২]. মুসলিমহা: নং ২৩৪

(খ) আজানের ফজিলত

¿ আজানের ফজিলত:

عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيَّ ﷺ قَالَ لَـهُ:« إِنِّـي أَرَاكَ تُحبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالـصَّلَاةِ فَـارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّـا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ. أخرجه البخاري.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত যে, আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] তাকে বলেন: আমি তোমার মাঝে ছাগল ও গ্রাম্য এলাকার ভালোবাসা দেখছি। অতএব, যখন তুমি ছাগলের সঙ্গে বা গ্রাম্য এলাকায় থাকবে তখন সালাতের জন্য আজান দিবে এবং আজানের শব্দগুলো উঁচু শব্দে বলবে; কারণ মুয়াজ্জিনের আওয়াজ জ্বিন, ইনসান ও অন্যান্য যারাই শুনবে তারা সকলেই রোজ কিয়ামতে তার জন্যে সাক্ষ্য দিবে।" আবু সাঈদ [ﷺ] বলেন, ইহা আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে শুনেছি।[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْـتَهَمُوا ...». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যদি মানুষ জানতো আজান ও সালাতের প্রথম কাতারে কি আছে, তাহলে তারা লটারী করে হলেও তা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করত।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬০৯

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬১৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৪৩৭

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». أخرجه مسلم.

৩. মু'য়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"রোজ কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনগণের ঘাড় সবার চেয়ে লম্বা হবে।"[১]

¿ মুয়াজ্জিনের আজানের উত্তর দেওয়ার ফজিলত:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ». أخرجه مسلم .

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ] কে বলতে শুনেছি: "যখন তোমরা মুয়াজ্জিনের আজান শুনো তখন তার অনুরূপ বল। অত:পর আমার প্রতি দরুদ পাঠ কর; কারণ যে আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তার বদলে তার প্রতি দশবার রহমত নাজিল করবেন। এরপর আল্লাহর নিকট আমার জন্য অসিলা চাও; কারণ অসিলা হচ্ছে জান্নাতের একটি স্থান যা আল্লাহর একজন বান্দা ছাড়া আর কারো জন্য বাঞ্চনীয় নয়। আশা করি আমিই সেই ব্যক্তি। আর যে আমার জন্য অসিলা চায় তার জন্য শাফা'য়াত হালাল হয়ে যায়।"[২]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৩৮৭

[২]. মুসলিম হা: নং ৩৮৪

(গ) সালাতের ফজিলত

¿ সালাতের জন্য চলা ও জামাতে সালাত আদায়ের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّي يَعْنِي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "বাড়ী বা বাজারে একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে জামাতে সালাত আদায় করলে ২৫গুণ বেশি সওয়াব। কারণ, তোমাদের কেউ যখন ভাল করে ওযু করে এবং শুধুমাত্র সালাতের জন্য মসজিদে যায়, তখন মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত তার প্রতিটি পদে পদে আল্লাহ তার একটি করে মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং একটি করে গুনাহ্ মিটিয়ে দেন। আর যখন সালাতের জন্য মসজিদে প্রবেশ করে অপেক্ষা করতে থাকে তখন সে সময়টুকু সালাত হিসাবে পরিগণিত হয়। আর যতক্ষণ ওযু অবস্থায় যে স্থানে সালাত আদায় করেছে সেখানেই অবস্থান করে, ততক্ষণ তার জন্য ফেরেশ্তাগণ রহমতের দোয়া করতে থাকেন। তাঁরা বলেন: হে আল্লাহ্! তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি দয়া করুন।"[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». متفق عليه.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৭৭শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৬৪৯

২. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "জামাতের সাথে সালাত আদায় করা একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে ২৭গুণ বেশি সওয়াব।"[১]

¿ সকাল-সন্ধা মসজিদে যাওয়ার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنْ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধা মসজিদে যাবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতিবারের জন্য জান্নাতের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করবেন।"[২]

¿ ধীরস্থির ও শান্তভাবে সালাতের জন্য যাওয়ার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ ،فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ».متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যখন সালাতের একামত দেয়া হয়, তখন তোমরা সালাতের জন্য দৌড়ে যেও না। বরং ধীরস্থির ও শান্তভাবে যাও। অত:পর সালাতের যতটুকু পাবে তা আদায় করবে আর যে টুকু ছুটে যাবে সেটুকু পূরণ করবে। নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যখন সালাতের জন্য ইচ্ছা করে চলতে থাকে তখন সে সালাত অবস্থাতেই আছে বলে ধরা হয়।"[৩]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৪৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৬৫০
[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৬২ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৬৬৯
[৩]. বুখারী হাঃ নং ৬৩৬ ও মুসলিম হাঃ নং ৬০২ শব্দ তারই

¿ আমীন বলার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যখন তোমাদের কেউ সালাতে (সূরা ফাতিহা পড়া শেষে স্বশব্দে) আমীন বলে এবং আসমানে ফেরেশতামণ্ডলীও আমীন বলেন। একটি আমীন বলা অন্যটির সাথে মিলে গেলে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।"[১]

¿ সময়মত সালাত আদায়ের ফজিলত:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ:« الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করি, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কি? তিনি [ﷺ] বলেন:"সালাত তার নির্দিষ্ট সময়ে কায়েম করা। সাহাবী [ﷺ] বলেন: এরপর কি? তিনি বলেন:"পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। সাহাবী [ﷺ] বলেন: এরপর কি? তিনি [ﷺ] বলেন:"আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। সাহাবী [ﷺ] বলেন: এ সকল জিনিস রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমার জন্যে বর্ণনা করেন। যদি আরো বেশি চাইতাম, তবে তিনি [ﷺ] আরো বেশি বলতেন।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৮১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৪১০

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫২৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৮৫

¿ বারদাইন তথা ফজর ও আছরের সালাতের ফজিলত:

عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ».متفق عليه.

আবু মূসা আশ'য়ারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তি 'বারদাইন' তথা ফজর ও আছরের সালাত আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [১]

عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ ﷺ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ:« إِنَّ هَذه الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ..». أخرجه مسلم.

আবু বাছরা আল-গেফারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাদেরকে 'মুখাম্মাছ' নামক স্থানে আছরের সালাত পড়ালেন। অত:পর বললেন:"তোমাদের পূর্বর্তীদের উপর এই সালাত উপস্থাপন করা হয়েছিল। তারা এর হেফাজত না করে একে বরবাদ করে দিয়েছিল। সুতরাং যে ব্যক্তি এ সালাতের হেফাজত করবে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব---।"[২]

¿ এশা ও ফজরের সালাত জামাতে আদায়ের ফজিলত:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان ﷺ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَة فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ ،وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ». أخرجه مسلم.

উসমান ইবনে 'আফ্ফান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যে ব্যক্তি এশার সালাত জামাতের

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৭৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৬৩৫

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৮৩০

সাথে আদায় করল সে যেন অর্ধেক রাত্রি কিয়াম করল। আর যে ফজরের সালাত জামাতের সহিত আদায় করল (অর্থাৎ এশা ও ফজর দু'ওয়াক্তই জামাতে আদায় করল) সে যেন পূর্ণ রাত্রির কিয়াম করল।"[১]

¿ এক ওয়াক্ত সালাত আদায়ের পর অপর সালাতের জন্য অপেক্ষা করার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺأَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ به الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ به الدَّرَجَات؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه ،قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوء عَلَى الْمَكَارِه، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِد ، وَانْتظَارُ الصَّلَاة بَعْدَ الصَّلَاة، فَذَلكُمْ الرِّبَاطُ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আমি কি তোমাদেরকে যার দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা পাপরাজি মিটিয়ে ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেন তার খবর বলে দিব না? সাহাবায়ে কেরাম [ﷺ] বললেন: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি [ﷺ] বললেন: "কষ্টের সময় পূর্ণভাবে ওযু করা, বেশি বেশি মসজিদের পানে পদচারনা করা ও এক ওয়াক্ত সালাত আদায়ের পর অপর ওয়াক্ত সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। আর ইহাই হচ্ছে আল্লাহর ওয়াস্তে সীমান্তে পাহারা দেওয়া।"[২]

¿ ফজরের সালাত আদায়ান্তে মুসল্লায় বসে থাকার ফজিলত:

عَنْ سمَاك بْنِ حَرْب قَالَ قُلْتُ لجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ أَكُنْتَ تُجَالسُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ؟ قَالَ نَعَمْ كَثيرًا، كَانَ لَا يَقُومُ منْ مُصَلَّاهُ الَّذي يُصَلِّي فيه الصُّبْحَ أَوْ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامَ ». أخرجه مسلم.

সেমাক ইবনে হারব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে সামুরা [ﷺ]কে বললাম, আপনি কি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে উঠা-বসা

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৬৫৬
[২]. মুসলিম হাঃ নং ২৫১

করতেন? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ, অনেক বসেছি। রসূলুল্লাহ [ﷺ] ফজরের সালাত আদায় করে সেই মুসল্লায় সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে থাকতেন। অত:পর যখন সূর্য উদিত হত তখন দাঁড়াতেন।"[১]

¿ জুমার দিনের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ،وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ،وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "কল্যাণময় দিন যার উপরে সূর্য উদিত হয়েছে জুমার দিন। সেদিনে আদম [ﷺ]কে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেদিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ ও বের করা হয়েছে এবং জুমার দিনেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।"[২]

¿ যে ব্যক্তি গোসল করল এবং জুমার খুৎবা শুনলো ও সালাত আদায় করল তার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি গোসল করে জুমার জন্য আসল। অত:পর তার জন্যে যত রাকাত সালাত ভাগ্যে ছিল তা আদায় করল। (যত রাকাত সম্ভব পড়ল) এরপর ইমাম সাহেবের খুৎবা শেষ করা পর্যন্ত চুপ করে থাকল এবং তাঁর (ইমামের) সাথে জুমার সালাত আদায় করল,

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৬৭০
[২]. মুসলিম হাঃ নং ৮৫৪

তার জন্যে দু'জুমার মাঝের ও অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ্সমূহ মাফ করে দেয়া হবে।"[১]

¿ জুমার দিনের বিশেষ সময় যা আছরের পরে তার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ« فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ». زاد قتيبة في روايته: «وأشار بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আবুল কাসেম [ﷺ] বলেন: "জুমার দিনে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত রয়েছে, সে সময় কোন মুসলিম বান্দা সালাতরত অবস্থায় আল্লাহর নিকট যা কল্যাণ চাইবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তাই দিবেন।" কুতাইবা (রহ:) তার বর্ণনাতে এ শব্দগুলো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন:"নবী [ﷺ] তাঁর হাত দ্বারা সময়টা অতি সল্পের প্রতি ইঙ্গিত করেন।"[২]

¿ সুন্নতে রাতেবা (মুওয়াক্কাদাহ)-এর ফজিলত:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ». قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ. أخرجه مسلم.

নবী [ﷺ] -এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা:) বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "যে কোন মুসলিম বান্দা প্রতিদিন ফরজ সালাত ছাড়া আল্লাহর ওয়াস্তে ১২রাকাত সুন্নত সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন। অথবা তার জন্য জান্নাতে

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৮৫৭

[২]. বুখারী হাঃ নং ৯৩৫ ও মুসলিম হাঃ নং ৮৫২ শব্দ তারই

একটি বাড়ি বানানো হবে। উম্মে হাবীবা (রা:) বলেন: এরপর থেকে আমি সর্বদা উহা আদায় করতাম।"[১]

¿ তাহাজ্জুদ-কিয়ামুল লাইলের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের গুণ বর্ণনা করে বলেন:

` _ ^] \ [Z Y X W V U T S [

k j i h g f e d c b a

{ z y x w v u t s r q p o n m l

| { Z السجدة: ١٥ - ١٧

"কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। কেউ জানে না তার কৃতকর্মের জন্যে কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে।" [সূরা সেজদাহ: ১৫-১৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـــه وَسَـــلَّمَ: « أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيـــضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"রমজানের পর সর্বোত্তম সিয়াম (রোজা) হলো আল্লাহর মাস মুহররমের সিয়াম। আর ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত রাত্রের সালাত।"[২]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৭২৮

[২]. মুসলিম হাঃ নং ১১৬৩

¿ শেষ রাত্রে বেতরের সালাত আদায়ের ফজিলত:

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ ». أخرجه مسلم.

জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি শেষ রাত্রে উঠতে ভয় করে সে যেন প্রথম রাতে বিতর পড়ে নেয়। আর যে শেষ রাত্রে জাগার প্রতাশ্যা রাখে সে যেন শেষ রাতে পড়ে; কারণ শেষ রাতের সালাত উপস্থিত করা হয় এবং ইহাই সর্বোত্তম।"[১]

¿ রাত্রের দোয়া, সালাত ও জিকিরের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"আল্লাহ তা'য়ালা প্রতি রাত্রে রাতের তিন ভাগের শেষ ভাগে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন: যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। যে আমার নিকট চাইবে আমি তাকে দিব। যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।"[২]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ». أخرجه مسلم.

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৭৫৫

[২]. বুখারী হাঃ নং ১১৪৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৭৫৮

২. জাবের [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"রাত্রে এমন একটি মুহূর্ত আছে সে সময়ে কোন মুসলিম বান্দা আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কল্যাণ চাইলে, আল্লাহ তা তাকে দান করেন। আর ইহা প্রতি রাতেই হয়ে থাকে।"[১]

¿ চাশতের সালাতের ফজিলত ও তার উত্তম সময়ঃ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ،وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ،وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ،وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ،وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ،وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى». أخرجه مسلم.

১. আবু যার [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"তোমাদের প্রত্যেকের প্রভাতকালে শরীরের এক একটি জোড়ের উপর একটি করে সদকা করা উচিত। আর প্রত্যেকটি 'সুবহানাল্লাহ', 'আল-হামদু লিল্লাহ', 'লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ্', 'আল্লাহু আকবার', সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ এক একটি সদকা। আর এসবের পরিবর্তে চাশতের দু'রাকাত সালাতই যথেষ্ট।"[২]

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ». أخرجه مسلم.

২. জায়েদ ইবনে আরকাম [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আওয়াবীন তথা চাশতের সালাতের সময় হলো যখন উটের ছোট বাচ্চা তার পায়ে উত্তপ্ত বালির গরম উনুভব করে।"[৩]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৭৫৭
[২]. মুসলিম হাঃ নং ৭২০
[৩]. মুসলিম হাঃ নং ৭৪৮

¿ বেশি বেশি সেজদা ও তাতে দোয়ার ফজিলত:

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي:« سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ ، قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ». أخرجه مسلم.

১. রাবী'য়া ইবনে কা'ব আসলামী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে রাত্রি যাপন করতাম। এক দিন তাঁর জন্যে ওযু ও প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসলাম। রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে বললেন: "চাও, আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সঙ্গী হতে চাই। তিনি বললেন: অন্য কিছু চাও, আমি বললাম: সেটিই চাই। তিনি বললেন:"তাহলে বেশি বেশি সেজদা দ্বারা আমাকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করা।"[১] (অর্থাৎ বেশি বেশি নফল সালাত আদায় কর।)

عن ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ،وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً ». أخرجه مسلم.

২. ছাওবান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহর জন্যে বেশি বেশি সেজদা করা তোমার প্রতি জুরুরি। কারণ তোমার প্রত্যেকটি সেজদার দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা একটি করে মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন এবং একটি করে পাপ মিটিয়ে দিবেন।"[২]

¿ বাড়ীতে নফল সালাত আদায়ের ফজিলত:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:« فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ ». متفق عليه.

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৪৮৯

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৪৮৮

যায়েদ ইবনে ছাবেত [ﷻ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "----তোমরা তোমাদের বাড়ীতে সালাত কায়েম কর; কারণ পুরুষদের জন্য ফরজ সালাত ব্যতীত নফল সালাত বাড়ীতেই আদায় করা উত্তম।"[১]

¿ ফরজ ও নফল সালাত আদায়ের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّـهَ قَـالَ: « مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ،وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ،وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَـا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّـهُ ،وَمَـا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْـرَهُ مَسَاءَتَهُ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা [ﷻ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:"যে ব্যক্তি আমার কোন অলির সাথে দুশমনি করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। বান্দার প্রতি আমি যা ফরজ করেছি তা দ্বারাই আমার নৈকট্য হাসিল করা আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আর আমার বান্দা নফল সালাতের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করতে থাকে, যার ফলে আমি তাকে ভালবাসি। অত:পর আমি তার কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শুনে, চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে, হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধরে এবং পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। আর যদি আমার নিকট চায় তাহলে অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি। যদি আমার নিকট আশ্রয় চায় তাহলে আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় প্রদান করি। আমি কোন কাজ করতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব করি না যেমন দ্বিধাদ্বন্দ্ব করি

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৩১ ও মুসলিম হাঃ নং ৭৮১ শব্দ তারই

মুমিনের জীবন নিতে; কারণ সে মৃত্যুকে ঘৃণা করে আর আমি তাকে কষ্ট দেয়া অপছন্দ করি।"[১]

¿ ফরজ সলাতে সালামের পর জিকির-আজকারের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ سَبَّحَ اللَّــهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاة ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّـــرَ اللَّـــهَ ثَلَاثًـــا وَثَلَاثِينَ ، فَتْلكَ تسْعَةٌ وَتسْعُونَ ،وَقَالَ تَمَامَ الْمائَة " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ،وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি প্রতি সালাতের পরে ৩৩বার 'সুবহানাল্লাহ্', ৩৩বার 'আল-হামদুলিল্লাাহ' ও ৩৩বার 'আল্লাাহু আকবার' বলবে। এ হল ৯৯বার এবং একশত পূরণ করতে বলবে 'লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুলহামদ্, ওয়া হুয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর' তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হোক না কেন।"[২]

¿ জানাজার জন্য হাজির হওয়া, জানাজা পড়া ও দাফন কাজে শরিক হওয়ার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلمٍ إِيمَانًا وَاحْتسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا ،وَيَفْرُغَ منْ دَفْنهَا، فَإِنَّه يَرْجعُ منْ الْأَجْرِ بِقيرَاطَيْنِ،كُلُّ قيرَاطٍ مثْلُ أُحُد ،وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجعُ بِقيرَاطٍ ».متفق عليه.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫০২

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৫৯৭

আবু হুরাইরা [ﷺ] রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কোন মুসলিমের জানাজায় হাজির হলো ও সালাতে জানাজা পড়া পর্যন্ত সাথে থাকল এবং দাফন কাজ সম্পাদন করল, সে দু'কীরাত নেকি নিয়ে ফিরল। প্রতি কীরাত উহুদ পাহাড় সমান। আর যে দাফনের পূর্বে জানাজা পড়েই ফিরে আসবে সে এক কীরাত নেকি নিয়ে ফিরবে।"[১]

¿ মুসলিমগণ যার সালাতে জানাজা পড়ে তার ফজিলত:

عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ ». أخرجه مسلم.

১. আয়েশা (রা:) নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যে মৃত ব্যক্তির সালাতে জানাজা মুসলিম জনগণ পড়বে যার সংখ্যা হবে একশত জন এবং তারা সবাই তার জন্য সুপারিশ করবে, তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে।"[২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمْ اللَّهُ فِيهِ ». أخرجه مسلم.

২. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা যায় এবং তার জানাজায় এমন ৪০জন মানুষ হাজির হয়, যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরিক করে নাই, তাহলে আল্লাহ তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন।"[৩]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৯৪৫

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৯৪৭

[৩]. মুসলিম হাঃ নং ৯৪৮

¿ যার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মারা গেল এবং আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা করল তার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لعَبْدي الْمُؤْمنِ عنْدي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ منْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُــمَّ احْتَــسَبَهُ إِلَّاالْجَنَّةُ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: "আমার মু'মিন বান্দার যখন দুনিয়ার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর জান কবজ করি, অত:পর সে আমার নিকট সওয়াবের প্রত্যাশা করে, তার জন্যে প্রতিদান হলো জান্নাত।"[১]

¿ মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে সালাতের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« صَلَاةٌ فــي مَسْجِدي هَذَا خَيْرٌ منْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"আমার এ মসজিদে যে কোন সালাত অন্য সাধারণ মসজিদের চেয়ে এক হাজার গুণ বেশি সওয়াব। কিন্তু মসজিদে হারাম ব্যতীত।" [২]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« صَلَاةٌ فِي مَــسْجِدِي أَفْضَلُ منْ أَلْف صَلَاة فيمَا سوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فــي الْمَــسْجِد الْحَرَامِ أَفْضَلُ منْ مائَة أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ». أخرجه أحمد وابن ماجه.

২. জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আমার এ মসজিদে যে কোন সালাত অন্য সাধারণ মসজিদের চেয়ে এক হাজার গুণ বেশি সওয়াব। কিন্তু মসজিদে হারাম ব্যতীত। মসজিদে হারামে

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৪২৪

[২]. বুখারী হাঃ নং ১১৯০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৩৯৪

অন্য সাধারণ মসজিদের চেয়ে যে কোন সালাত এক লক্ষগুণ বেশি সওয়াব।"[১]

¿ বায়তুল মাকদিস মসজিদে সালাত আদায়ের ফজিলত:

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ: تَذَاكَرْنَا وَنَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ مَسْجِدُ رَسُوْلِ اللهِ أَمْ مَسْجِدُ بَيْتِ المَقْدِسِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:« صَلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيْهِ ، وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى...». أخرجه الحاكم.

আবু যার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে আপোসে বলাবলি করতেছিলাম: রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মসজিদ ও বায়তুল মাকদিস মসজিদের মধ্যে কোনটি উত্তম। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আমার এ মসজিদে যে কোন সালাত বায়তুল মাকদিস মসজিদে চারবার সালাত আদায়ের চেয়ে উত্তম। (বায়তুল মাকদিসে সালাত ২৫০গুণ বেশি সওয়াব) আর কতই না উত্তম মুসাল্লা বায়তুল মাকদিস।"[২]

¿ কুবা মসজিদে সালাতের ফজিলত:

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ ، فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ». أخرجه النسائي وابن ماجه.

সাহল ইবনে হানীফ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি তার বাড়ীতে ওযু করল। অত:পর মসজিদে কুবায় গিয়ে দু'রাকাত সালাত আদায় করল, তার জন্য একটি উমরার সওয়াব হলো।"[৩]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৪৭৫০, ইরওয়াউল গালীল হাঃ নং ১১২৯ দ্রঃ , ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৪০৬ শব্দ তারই

[২]. হাদীসটি সহীহ, হাকেম হাঃ নং ৮৫৫৩, সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ২৯০২ দেখুন

[৩]. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ৬৯৯ , ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৪১২ শব্দ তারই

(ঘ) জাকাতের ফজিলত

¿ জাকাত আদায়ের ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

j i h g f e d c b a[

البقرة: ٢٧٧ Z t s r q p o n m l k

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, সালাত কায়েম করেছে এবং জাকাত প্রদান করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট প্রতিদান। আর নেই তাদের কোন প্রকার ভয়-ভীতি আর না তারা চিন্তিত হবে।" [সূরা বাকারা: ২৭৭]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

] وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ´ µ Z الروم: ٣٩

"আর যা তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জাকাত প্রদান করে থাক। অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে থাকে।" [সূরা রূম: ৩৯]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

] ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ´ µ

¶ ¸ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾ Z البقرة: ٢٧٤

"যারা দিনে-রাত্রে ও গোপনে-প্রকাশ্যে তাদের সম্পদ খরচ করে তাদের জন্যে রয়েছে তাদের রবের নিকট প্রতিদান। আর নেই তাদের কোন ভয়-ভীতি ও চিন্তা-ভাবনা।" [সূরা বাকারা: ২৭৪]

৪. আরো আল্লাহর বাণী:

y w v u t r q p o n m l k j [

التوبة: ١٠٣ Z | { z

"তাদের মালামাল থেকে জাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি এর মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র এবং বরকতময় করতে পার। আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর, নি:সন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুত: আল্লাহ্ সবকিছুই শোনেন, জানেন।" [সূরা তাওবা: ১০৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ:« تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ،وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ ،وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ،وَتَصُومُ رَمَضَانَ». قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا ». متفق عليه.

৫. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, একজন বেদুঈন লোক নবী [ﷺ]-এর নিকটে এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। নবী [ﷺ] বলেন: "তুমি এক আল্লাহর এবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরিক করবে না, ফরজ সালাত কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে, রমজানের সিয়াম পালন করবে। লোকটি তখন বলল, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! এরচেয়ে একটুও বেশি করব না। লোকটি যখন ফিরে চলে গেল, তখন নবী [ﷺ] বললেন: "যে ব্যক্তি জান্নাতী মানুষ দেখে আনন্দ পেতে চায় সে যেন এ লোকটির দিকে দেখে নেয়।"[১]

৬ পবিত্র উপার্জন থেকে দান-খয়রাত করার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ،وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ». متفق عليه.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৩৯৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৪

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে একটি খেজুর পরিমাণ পবিত্র উপার্জন থেকে দান করে। আর আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র ছাড়া কবুল করেন না। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ডান হাতে তা কবুল করেন। অত:পর উহা তার মালিকের জন্য বাড়াতে থাকেন। যেমন তোমাদের কেউ তার উটের বাচ্চা লালন-পালন করে বাড়ায়। সেটি বেড়ে এমনকি পাহাড়ের মত হয়ে যাবে।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৪১০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১০১৪

(ঙ) সিয়াম-রোজার ফজিলত

¿ রমজানের ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

r q p o n m l k j i h [

عَلَىٰ سَفَرٍ ~ } | { y x w v u s

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ © ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟

ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ ´ µ ¶ ¸ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ Z البقرة: ١٨٥

"রমজান মাসই হল সে মাস, যাতে নাজিল হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোজা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না–যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।" [সূরা বাকারা:১৮৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْسَمَاءِ ،وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ ،وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ». وفي لفظ:« فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যখন রমজান প্রবেশ করে তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। আর

শয়তানকে শৃঙ্খলবদ্ধ করা হয়। অন্য শব্দে আছে: জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।"[১]

¿ সিয়ামের ফজিলত:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِه، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ ، وَالَّذي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَده لَخُلُوفُ فَم الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّه مِنْ رِيحِ الْمسْك، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَان : يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمه».متفق عليه.

আবু হুরাইরা [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: "বনি আদমের প্রতিটি আমল তার জন্য। কিন্তু সিয়াম ব্যতীত; কারণ ইহা আমার জন্য, আমিই তার প্রতিদান দিব। সিয়াম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যখন সিয়াম পালন করে সে যেন, নোংরা কাজ এবং শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি সায়েম তথা রোজাদার। মুহাম্মদের জীবন যার হাতে তাঁর সত্ত্বার কসম! রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেস্কের চেয়েও বেশি সুবাস। সায়েমের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে: একটি যখন সে ইফতারী করে তখন খুশী হয় আর অপরটি যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে তখন সে তার সিয়ামের দ্বারা খুশী হবে।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৮৯৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১০৭৯

[২]. বুখারী হাঃ নং ১৯০৪ শব্দ তারই ওমুসলিম হাঃ নং ১১৫১

¿ রোজাদারদের ফজিলত:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ». متفق عليه.

সাহল ইবনে সা'দ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে তন্মধ্যে একটির নাম হলো 'রাইয়ান' এটি দ্বারা রোজাদার ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করবে না।"[১]

¿ ঈমানের সাথে ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে রমজানের রোজা রাখার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি রমজানের সিয়াম ঈমানের সাথে ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে রাখবে, তার পূর্বের পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[২]

¿ ঈমানের সাথে ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে রমজানের কিয়ামকারীর ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি রমজানের রাত্রের কিয়াম ঈমানের সাথে ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে করবে, তার পূর্বের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[৩]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩২৫৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১১৫২

[২]. বুখারী হাঃ নং ৩৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৭৬০

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৩৭শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৭৫৯

¿ ঈমানের সাথে ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে লাইলাতুল কদরের কিয়ামকারীর ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরের কিয়াম ঈমানের সাথে ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে করে, তার পূর্বের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হয়।"[১]

¿ রমজানের সিয়ামের পর যে শাওয়াল মাসের ৬টি সিয়াম রাখে তার ফজিলত:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال سمعت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ يقُولُ:« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ ،كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ». أخرجه مسلم.

আবু আইয়ূব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি রমজান মাসের সিয়াম পালন ক'রে, অত:পর শাওয়াল মাসের ৬টি সিয়াম রাখল, ইহা যেন তার সারা জীবনের রোজা রাখা হল।"[২]

¿ প্রতি মাসের তিনটি সিয়ামের ফজিলত:

عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -وفيه- أن النبي ﷺقَالَ له:(...وَصُــمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ ». متفق عليه.

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৯০১শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৭৬০

[২]. মুসলিম হাঃ নং ১১৬৪

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস [﵁] থেকে বর্ণিত, এতে রয়েছে, নবী [ﷺ] তাকে বলেছেন:" --- আর প্রতি মাসে তিন দিনের সিয়াম রাখ। নিশ্চয়ই প্রতিটি নেকি দশগুণ। আর ইহা হচ্ছে যুগের রোজা সদৃশ।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৯৭৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১১৫৯

(চ) হজ্ব ও উমরার ফজিলত

¿ যিলহজ মাসের প্রথম দশদিনের ফজিলত:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ ،قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ». أخرجه البخاري.

وفي لفظ:«مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ..». أخرجه الترمذي.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: "যিলহজ মাসের প্রথম দশদিনের আমলের চেয়ে উত্তম আমল আর নেই। তারা [ﷺ] বললেন, জিহাদও না? তিনি [ﷺ] বললেন:"জিহাদও না। তবে ঐ ব্যক্তি যে তার জীবনের ঝুঁকি ও সম্পদ নিয়ে বের হলো আর কিছুই নিয়ে ফিরলো না।"[১]

অন্য শব্দে আছে:"এই দশদিনে কৃত সৎকর্মের চেয়ে আল্লাহর নিকটে আর কোন প্রিয় আমল নেই।"[২]

¿ মাবরুর তথা কবুল হজ্বের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্ব পালন করে এবং কোন প্রকার অশ্লীল কথা ও কাজ তথা স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি করে

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৯৬৯

[২]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হা: নং ২৪৩৮ ও তিরমিযী হাঃ নং ৭৫৭ শব্দ তারই

না, সে হজ্ব থেকে নিষ্পাপ হয়ে ফিরে ঐ দিনের ন্যায় যে দিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ:« إِيمَانٌ بِاللَّه وَرَسُوله ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করা হলো সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি [ﷺ] বললেন: "আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনা। বলা হলো, এরপর কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহর পথে জিহাদ করা। বলা হলো: এরপর কি? তিনি [ﷺ] বললেন: কবুল হজ্ব।"[২]

¿ মহিলাদের উত্তম জিহাদ:

عَنْ عَائشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ ؟ قَالَ:« لَا ، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ». أخرجه البخاري.

মুমিনদের জননী আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার মনে হয় জিহাদ সর্বোত্তম আমল। উত্তরে নবী [ﷺ] বললেন: "বরং (মহিলাদের জন্য) উত্তম জিহাদ হচ্ছে হজ্ব মাবরূর তথা কবুল হজ্ব।"[৩]

¿ উমরার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:« الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ،وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». متفق عليه.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৫২১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৩৫০

[২]. বুখারী হাঃ নং ১৫১৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৮৩

[৩]. বুখারী হাঃ নং ১৫২০

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"একটি উমরা অপর উমরা পর্যন্ত গুনাহসমূহের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ। আর কবুল হজ্বের একমাত্র প্রতিদান জান্নাত।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৭৭৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৩৪৯

(ছ) জিহাদের ফজিলত

¿ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ফজিলত:

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

] إِنَّ ٱللَّهَ © مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَٰتِلُونَ ´ µ ¶ ¸ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١١﴾ Z التوبة: ١١١

"আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে; অত:পর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করেছ তাঁর সাথে। আর এ হলো মহান সাফল্য।" [সূরা তাওবা: **১১১**]

¿ আল্লাহর রাস্তায় সকাল-সন্ধা পদচারণার ফজিলত:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». متفق عليه.

১. আনাস ইবনে মালেক [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) সকাল বা সন্ধায় পদচারণা অবশ্যই দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা আছে তার চেয়েও উত্তম।"[১]

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنصاري ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ». أخرجه مسلم.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৭৯২ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৮০

২. আবু আইয়ূব আনসারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের উদ্দেশ্যে) সকালে বা সন্ধায় একটু পদচারণা করা, যে সকল জিনিসের উপর সূর্য উদিত হয়েছে তার চেয়েও উত্তম।”[১]

¿ যে ব্যক্তি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহতে বের হয়ে মারা গেল বা শহীদ হলো তার ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

] وَمَن يَخۡرُجۡ مِنۢ بَيۡتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدۡرِكۡهُ ٱلۡمَوۡتُ فَقَدۡ وَقَعَ أَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾ Z النساء: ١٠٠

“যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করল। অত:পর মৃত্যু তাকে গ্রাস করে ফেলল, তার সওয়াব আল্লাহর নিকট সুসাব্যস্ত হয়ে গেল। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।” [সূরা নিসা: ১০০]

২. আল্লাহর আরো বাণী:

] وَلَئِن قُتِلۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوۡ مُتُّمۡ لَمَغۡفِرَةٞ مِّنَ à وَرَحۡمَةٌ â مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ﴿١٥٧﴾ ! " # $ % & ' (Z آل عمران: ١٥٧ - ١٥٨

“যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যাও অথবা মরে যাও। তবে মনে রাখ আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া অবশ্যই তোমরা যা একত্র কর তার চেয়ে উত্তম। আর তোমরা যদি মরে যাও বা হত্যা হও তবে আল্লাহর নিকটে উপস্থিত হতেই হবে।” [সূরা আল-ইমরান: ১৫৭-১৫৮]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

s r q p o n m l k j i h g f e d [

خَلۡفِهِمۡ أَلَّا خَوۡفٌ ~ } | { z y x w v u t

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৮৮৩

عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ © بِنِعۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضۡلٖ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ
´ µ Z آل عمران: ١٦٩ – ١٧١

"আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয়-ভীতিও নেই এবং চিন্তা-ভাবনাও নেই। আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করবেন না।" [আল-ইমরান:১৬৯-১৭১]

৪. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] فَلۡيُقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشۡرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا بِٱلۡأٓخِرَةِۚ وَمَن يُقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقۡتَلۡ أَوۡ يَغۡلِبۡ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا ﴿٧٤﴾ Z النساء: ٧٤

"কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জিহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুত: যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে এবং এরপর মত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব।" [সূরা নিসা:৭৪]

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّه يُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« نَعَمْ ،وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ ». أخرجه مسلم.

৫. আবু কাতাদা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন মানুষ রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে এসে বলল: আমি যদি আল্লাহর রাহে শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমার গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে? রসূলুল্লাহ [ﷺ]

বললেন:"হ্যাঁ, তবে তুমি যদি ধৈর্যশীল ও সওয়াবের আশাবাদী হও এবং সামনে অগ্রগামী ও পশ্চাদে পালায়নকারী না হও। কিন্তু ঋণ ব্যতীত; কারণ জিবরীল [ﷺ] আমাকে ইহা বলেছেন।"[১]

¿ জিহাদের ইচ্ছা করার পর যাকে রোগ বা কোন ওজর আটকে ফেলল তার ফজিলত:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ: « إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ ». متفق عليه.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] এক যুদ্ধে ছিলেন সে সময় বলেন: "কিছু মানুষ যারা আমাদের পিছনে মদীনায় অবস্থান করছে। কিন্তু তারা আমাদের চলন্ত প্রতিটি গিরিপথ ও উপত্যকায় আমাদের সাথে রয়েছে। তাদেরকে ওজর আটকিয়ে রেখেছে।"[২]

¿ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য গাজি প্রস্তুত করার ফজিলত:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا». متفق عليه.

জায়েদ ইবনে খালেদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য মুজাহিদ প্রস্তুত করে পাঠালো সে জিহাদই করল। আর যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য উত্তম উত্তরাধিকারী গাজি ছেড়ে গেল সেও জিহাদ করল।"[৩]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৮৮৫
[২]. বুখারী হাঃ নং ২৮৩৯
[৩]. বুখারী হাঃ নং ২৮৪৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৯৫

¿ আল্লাহর রাস্তায় জানমাল খরচকারীর ফজিলতঃ

১. আল্লাহর বাণীঃ

XW V U T S R Q P O N M L K[

f e d c b a ` _ ^ \ [Z Y

r q p o n m l k j i h g

﴿١٢٠﴾ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ~ } | { y x w v u t s

وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً © يَقۡطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ

لَهُمۡ لِيَجۡزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحۡسَنَ مَا ´ µ ¶ Z التوبة: ١٢٠ - ١٢١

“মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এ জন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়- তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নি:সন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না। আর তারা অল্প-বিস্তার যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়। যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।” [সূরা তাওবা: ১২০-১২১]

عَنْ أَبِي عَبْسٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ». أخرجه البخاري.

২. আবু আব্‌স [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যে ব্যক্তি তার যুগলদ্বয় আল্লাহর রাস্তায় ধূসরিত করল, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন।"[১]

¿ আল্লাহর রাস্তায় খরচের ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

ZY X W V U T S R Q P O N M [

البقرة: ٢٦١ Z g f e d b a ` _] \ [

"যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অধিক দান করেন। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।" [সূরা বাকারা: ২৬১]

عَنْ أَبِي مَسْعُود الْأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَة مَخْطُومَة فَقَالَ: هَــذه فــي سَبِيلِ اللَّه فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَة سَــبْعُ مِائَة نَاقَة كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ ». أخرجه مسلم.

২. আবু মাসউদ আনসারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একজন মানুষ একটি লাগাম পরানো উট নিয়ে এসে বলল, ইহা আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। তখন নবী [ﷺ] বললেন: "রোজ কিয়ামতে তোমার জন্য এর পরিবর্তে সাতশত উট হবে যার প্রতিটি লাগাম পরানো থাকবে।"[২]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৯০৭

[২]. মুসলিম হাঃ নং ১৮৯২

(জ) জিকিরের ফজিলত

¿ জিকিরের ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

] ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ ٢٨ Z الرعد: ٢٨

“যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।” [সূরা রা‘দ: ২৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ،وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন: বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা করবে তেমনি আমাকে পাবে। আমাকে যখন সে স্মরণ করে আমি তার সঙ্গে থাকি। সে যদি আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে তাহলে আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে কোন জনগোষ্ঠির নিকট স্মরণ করে তাহলে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম জনগোষ্ঠির নিকটে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে অর্ধ হাত এগিয়ে আসে তাহলে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসি। আর যদি সে এক হাত এগিয়ে আসে তাহলে আমি তার দিকে হস্তদ্বয় প্রসারিত

পরিমাণ এগিয়ে আসি। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে তাহলে আমি তার দিকে দ্রুত হেঁটে আসি।" [১]

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ». أخرجه البخاري.

৫. আবু মূসা আশ'য়ারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি তাঁর রবকে স্মরণ করে আর যে স্মরণ করে না, তাদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তির সদৃশ।" [২]

¿ সর্বদা আখেরাতের বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করার ফজিলত এবং মাঝে-মধ্যে তা ছেড়ে দেয়াও জায়েজ:

عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ ﷺ -وفيه-....فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. أخرجه مسلم.

হানযালা আল-উসায়্যেদী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, -এতে রয়েছে--- তিনি বলেন: আমি ও আবু বকর [ﷺ] চললাম এবং রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে প্রবেশ করে আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! হানযালাতো মুনাফেক হয়েগেছে। তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:"এর ব্যাপারটা কি? আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমরা যখন আপনার নিকটে থাকি, আর

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৪০৫ শব্দ তাঁরই ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৭৫

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৪০৭

আপনি জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা দেন তখন যেন স্বচক্ষে অবলোকন করি। আর যখন আপনার নিকট থেকে চলে গিয়ে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন অনেক কিছুই ভুলে যাই।
রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! যদি তোমরা আমার নিকটে অবস্থানকালের অবস্থায় ও জিকিরের প্রতি স্থায়ী থাকতে পারতে, তাহলে তোমাদের বিছানায় ও রাস্তা-ঘাটে ফেরেশতাগণ তোমাদের সাথে মোসাফাহা তথা করমর্দন করতেন। কিন্তু হে হানযালা এক ঘন্টা আখেরাত আর অপর এক ঘন্টা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে।" এ কথাগুলো তিন [ﷺ] তিনবার বলেন।[১]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৭৫০

(ঝ) দোয়ার ফজিলত

¿ দোয়ার ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

] وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ Z البقرة: ١٨٦

"আর আমার বান্দারা যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে- বস্তুত: আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নিই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নি:সংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।" [সূরা বাকারা: ১৮৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: বান্দা আমাকে যেমন ধারণা করবে তেমনি আমাকে পাবে। যখন সে আমাকে ডাকে তখন আমি তার সাথে থাকি।"[১]

¿ পাপ ক্ষমা চাওয়া ও দুশমনদের উপর সাহায্য এবং দৃঢ় থাকার ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

] ¶ ¸ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿١٤٧﴾ فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْـَٔاخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾ Z آل عمران: ١٤٧ - ١٤٨

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৪০৫ ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৭৫ শব্দ তারই

"তারা আর কিছুই বলেনি-শুধু বলেছে, হে আমাদের রব! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদের দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদিগকে সাহায্য কর। অত:পর আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ায় সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখেরাতের সওয়াব। আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।" [সূরা আল-ইমরান: ১৪৭-১৪৮]

عَنْ طارق بن أشيم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي قَالَ:« قُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي وَيَجْمَعُ أَصَابِعَهُ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ». أخرجه مسلم.

২. তারেক ইবনে আশয়াম [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন যখন একজন মানুষ তাঁর নিকটে এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল! যখন আমার প্রতিপালকের নিকট চাইব তখন কিভাবে বলব? তিনি [ﷺ] বললেন:"তুমি বলবে:'আল্লাহুম্মাগফির লী, ওয়ারহামনী, ওয়া'আাফিনী, ওয়ারজুক্বনী'। তিনি তাঁর হাতের বৃদ্ধাঙ্গলি ছাড়া বাকি আঙ্গুলগুলো জমা করে বলেন:"এ শব্দগুলো তোমার দুনিয়া ও আখেরাতকে একত্রিত করে দেবে।"[১]

[১]. মুসলিম হা: নং ২৬৯৭

৪- ভাল আচরণ ও লেনদেনের ফজিলত

¿ আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

Y X W V U T S R Q P O N M L [

h g f e d c b a ` _ ^] \ [Z

w v u t s r q p o n m l k j i

Z x

فصلت: ٣٣ - ٣٥

"যে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম), তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে? সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।"
[সূরা হা-মীম সেজদা: ৩৩-৩৫]

عَنْ سَهْلُ بْنُ سَعْد ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لعَليّ بْنِ أَبِي طَالب في غَزْوَة خَيْبَرَ:«انْفُذْ عَلَى رِسْلكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّه فِيه، فَوَاللَّه لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ». متفق عليه.

২. সাহল ইবনে সা'দ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] আলী ইবনে আবু তালেব [ﷺ]কে খয়বারের যুদ্ধের দিন বলেন: "ধীর-স্থীরভাবে তাদের যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে অবতরণ কর। অত:পর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান কর। আর তাদের উপর আল্লাহর হকের ব্যাপারে যা যা ফরজ তা জানিয়ে দাও। জেনে রাখ! আল্লাহর কসম! যদি তোমার দ্বারা

একটি মানুষও হেদায়েত লাভ করে তবে তা তোমার জন্যে লাল উষ্ট্রির চেয়েও উত্তম।”[১]

¿ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধের ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

r p o n m l k j i h g f [

آل عمران: ١٠٤ Z u t s

“আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।”
[সূরা আল-ইমরান: ১০৩]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . [

آل عمران: ١١٠ Z G 9

“তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।”
[সূরা আল-ইমরান: ১১০]

عَنْ أَبِي سَعِيد الخدري ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــه وَسَــلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَــمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ». أخرجه مسلم.

৩. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: “তোমাদের যে কেউ যে কোন অন্যায় দেখবে, সে যেন তা তার হাত দ্বারা পরিবর্তন করে। আর তা যদি না পারে

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৯৪২ ও মুসলিম হাঃ নং ২৪০৬ শব্দ তারই

তাহলে যেন তার জবান দ্বারা পরিবর্তন করে। যদি তাও না পারে তবে তার অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে। আর ইহাই হচ্ছে দুর্বল ঈমান।"[১]

¿ অন্যের জন্য কল্যাণ কামনাকারীর ফজিলত:

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ». أخرجه مسلم.

তামীম দারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "দ্বীন হলো অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা করা। আমরা বললাম: কার জন্য? তিনি [ﷺ] বললেন: "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রসূলের জন্য, মুসলমানদের শাসকদের জন্য ও সাধারণ মানুষের জন্য।"[২]

¿ আপোসে সত্যের নসিহত করার ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

, + *) (' & % $ # " ! [

العصر: ١ - ٣ Z 1 0 / . -

"কসম যুগের, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে ধৈর্যের।" [সূরা আসর:১-৩]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

j i h g e d c b a [

t r q p o n m l k

التوبة: ٧١ Z | { z y x v u

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৪৯

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৫৫

“আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের নির্দেশ করে আর মন্দ কাজের নিষেধ করে। সালাত প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দেয় এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ্ দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।” [সূরা তাওবা: ৭১]

¿ ইসলামে সুন্দর রীতি প্রবর্তনকারীর ফজিলত:

عَنْ جَرِيرِبْنِ عَبْدِ الله ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :«...مَـــنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ،وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْه وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَـــا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا». أخرجه مسلم.

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “ --- যে ব্যক্তি ইসলামে (শরিয়ত সম্মত) সুন্দর রীতি প্রবর্তন করে তার জন্যে তার সওয়াব রয়েছে এবং এরপরে যারাই ঐ আমল করবে তাদের সমপরিমাণ সেও সওয়াব পাবে। এতে কারো কোন প্রকার সওয়াব কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন নিকৃষ্ট কাজের রীতি প্রবর্তন করবে সে তার পাপ ও যারাই এর পরবর্তিতে ঐ আমল করবে তাদের সকলের সমপরিমাণ পাপ সেও বহন করবে। এতে কারো কোন পাপ কম করা হবে না।”[১]

¿ মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসাকারীর ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

0 / . - , + *) (' & % $ # " [

النساء: Z = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 1

١١٤

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১০১৭

"তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে শলা-পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করতো তা স্বতন্ত্র। যে এ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করব।" [সূরা নিসা: ১১৪]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ». أخرجه أبوداود والترمذي.

২. আবু দারদা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আমি তোমাদেরকে সিয়াম, সালাত ও দান-খয়রাতের চেয়ে উত্তম জিনিসের খবর দিব না? তাঁরা [ﷺ] বললেন, হাঁ, তিনি [ﷺ] বললেন: তা হলো মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করা। মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা বড় সর্বনাশা কাজ।"[১]

¿ মুমিনদের সাহায্য-সহযোগিতার ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

] وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা: ২]

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا». وَشَبَّكَ ﷺ أَصَابِعَه . متفق عليه.

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৯১৯ শব্দ তারই ও তিরমিযী হাঃ নং ২৫০৯

২. আবু মূসা [ﷺ] রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "নিশ্চয় একজন মুমিন অপর মুমিনের জন্য এমন একটি ইঁটের গাঁথা দেয়ালের ন্যায়, যার একটি ইঁট অপরটিকে শক্তিশালী করে।" নবী [ﷺ] তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলোকে একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখান।[১]

¿ মুমিনদের পরস্পরে সমবেদনার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ...». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি একজন মুমিনের দুনিয়ার কোন দু:খকষ্ট দূর করে আল্লাহ্ রোজ কিয়ামতের দিনে তার দু:খকষ্ট দূর করবেন। আর যে অভাবগ্রস্তের প্রতি সহজ করে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতের তার প্রতি সহজ করবেন। আর যে কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ দুনিয়া-আখেরাতে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢেকে রাখবেন। আর বান্দা তার ভাইয়ের প্রতি যতক্ষণ সাহায্য-সহযোগিতা করে ততক্ষণ আল্লাহও তার প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা করেন --।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৮১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৮৫

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২৬৯৯

¿ রোগীদর্শনের ফজিলত:

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ مَوْلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّــهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ جَنَاهَا ». أخرجه مسلم.

রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর আজাদকৃত দাস ছাওবান [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি কোন রোগীদর্শন করল সে যেন পুরো সময়টা জান্নাতের খুরফাতে রইল। বলা হলো, জান্নাতের খুরফা অর্থ কি? তিনি [ﷺ] বললেন: খুরফা অর্থ হলো জান্নাতের ফল পাড়া।"[১]

¿ দান-খয়রাতের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

] إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ Z الحديد: ١٨

"নিশ্চয়ই দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে কর্জ দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।" [সূরা হাদীদ:১৮]

২. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

] ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً µ ¶ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾ Z البقرة: ٢٧٤

"যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তদের জন্যে তাদের সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" [সূরা বাকারা:২৭৪]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৫৬৮

¿ বেচাকেনা ও ঋণ গ্রহণে বদান্যতার ফজিলত:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ: « قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى».

أخرجه البخاري

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “আল্লাহ তা‘য়ালা ঐ ব্যক্তির উপর দয়া করেন, যে বেচাকেনা ও ঋণ গ্রহণের সময় উদারতা ও মহানুভবতা প্রদর্শন করে।”[১]

¿ আল্লাহ তা‘য়ালার রাস্তায় জিহাদ, হিজরত ও সাহায্য করার ফজিলত:

১. আল্লাহার বাণী:

- , + *) (' & % $ # " ! [

< ; : 9 7 6 5 4 3 2 1 0 .

L K I H G F E D C B A @ ? >

Z O N M النساء: ٩٥-٩٦

“গৃহে উপবিষ্ট মুসলিম-যাদের সঙ্গত ওজর নেই এবং ঐ মুসলিম যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে- সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।” [সূরা নিসা: ৯৫-৯৬]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২০৭৬

] وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ´ µ ¶

ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّاۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾ Z الأنفال: ٧٤

"আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়েছে এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে ও যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তাঁরাই সত্যিকারে মুসলিম। তাঁদের জন্যে রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি।" [সূরা আনফাল: ৭৪]

¿ আল্লাহর ওয়াস্তে জিয়ারতের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ ، قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا ؟ قَالَ: لَا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ ». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন যে, একজন মানুষ অন্য এক গ্রামে তার ভাইয়ের জিয়ারত করে। এ দিকে আল্লাহ তার চলার পথে একজন ফেরেশ্‌তাকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য নিয়োগ করেন। যখন সে ব্যক্তি সেখান দিয়ে অতিক্রম করে, ফেরেশ্‌তা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় যাবে? সে বলে, এ গ্রামে আমার একজন ভাইয়ের নিকট যাব। ফেরেশ্‌তা বলেন, তোমার কি তার নিকট কোন সম্পদ আছে যার দেখা-শুনার জন্য যাচ্ছ? লোকটি বলে, না, বরং আমি তাকে আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াস্তে ভালবাসি। ফেরেশ্‌তা বলেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার নিকট প্রেরিত দূত। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে ভালবাসেন যেমন তুমি ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবেসেছ।"[১]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৫৬৭

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি কোন রোগীদর্শনে যায় অথবা আল্লাহর ওয়াস্তে কোন ভাইয়ের জিয়ারতে যায়। তাকে একজন আহ্বানকারী (ফেরেশতা) ডেকে বলেন, তুমি সুখী হও, তোমার পদচারণা সুন্দর হোক। আর তুমি জান্নাতে একটি স্থান বানিয়েছ।"[১]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ». أخرجه مالك وأحمد.

৩. মু'য়ায ইবনে জাবাল [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"আল্লাহ্ তা'য়ালা এরশাদ করেন: আমার ওয়াস্তে দু'জন মহব্বতকারী, আমার ওয়াস্তে একত্রে দু'জন ওঠাবসাকারী, আমার ওয়াস্তে দু'জন আপোসে একে অপরের জিয়ারতকারী এবং আমার ওয়াস্তে দু'জনে পরস্পরের জন্য খরচকারীদের জন্য আমার মহব্বত ওয়াজিব হয়ে যায়।"[২]

---

[১]. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ২০০৮ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৪৪৩

[২]. হাদীসটি সহীহ, মালেক মুয়াত্তায় হাঃ নং ১৭৭৯, সহীহুল জামে' হাঃ নং ৪৩৩১ দ্রষ্টব্য, আহমাদ হাঃ নং ২২৩৮০

৫- উত্তম মেলামেশা ও সম্পর্কের ফজিলত

¿ পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

s r q p n m l k j i h g [

قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ ~ } | { z y x w v u t

وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ © رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ﴿٢٤﴾ رَّبُّكُمۡ

أَعۡلَمُ بِمَا ´ µ ¦ ¸ تَكُونُواْ صَٰلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلۡأَوَّٰبِينَ غَفُورٗا ﴿٢٥﴾ Z

الإسراء: ٢٣ - ٢٥

“তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁর ছাড়া অন্য কারো এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে ‘ উহ্’ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমকও দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে নিজের বাহুকে নত করে দাও এবং বল: হে পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্যে ক্ষমাশীল।” [সূরা বনি ইসরাঈল: ২৩-২৫]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ:« الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، قَالَ: قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ: قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞেস করেছিলাম: আল্লাহর নিকটে সর্বাধিক প্রিয় আমল কি? তিনি [ﷺ] উত্তরে বলেন:“সালাতকে যথাসময়ে কায়েম করা।

সাহাবী [ﷺ] বলেন: এরপর কি? তিনি [ﷺ] বলেন:"পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা। সাহাবী [ﷺ] বলেন: এরপর কি? তিনি [ﷺ] বলেন: "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" [১]

¿ বাবা-মার সাথে সুন্দর সম্পর্কের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ:« أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন মানুষ রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহর রসূল! আমার থেকে উত্তম ব্যবহারের সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি [ﷺ] বললেন: তোমার মা। আবার জিজ্ঞাসা করল: অত:পর কে? তিনি [ﷺ] উত্তরে বললেন: এরপর তোমার মা। সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করল: এরপর কে? তিনি [ﷺ] বললেন: এরপরও তোমার মা। লোকটি আবার বলল: এরপর কে? তিনি [ﷺ] বললেন: এরপর তোমার বাবা।"[২]

¿ আত্মীয়তা বন্ধনের ফজিলত:

عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالك ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِه وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِه، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» .متفق عليه.

১. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে তার রুজিতে প্রাচুর্যতা ও বয়সে বৃদ্ধি হোক পছন্দ করে, সে যেন তার আত্মীয়তা সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রাখে।"[৩]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫২৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৮৫

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫৯৭১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৪৮

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৫৯৮৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৫৭

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: "আত্মীয়তা বন্ধন 'আর-রহমা-ন' তথা দয়াময় আল্লাহর একটি মজবুত শাখা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:"যে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রাখি। আর যে তোমার সাথে বন্ধন ছিন্ন করে আমিও তার সাথে বন্ধন ছিন্ন করি।"[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا». أخرجه البخاري.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"বিনিময়ী আত্মীয়তা সম্পর্ক বন্ধনকারী নয়; বরং আত্মীয়তা সম্পর্ক বন্ধনকারী ঐ ব্যক্তি, যার আত্মীয় তার সাথে যখন বন্ধন ছিন্ন করে তখন সে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে।"[২]

¿ সন্তানদের সাথে সুন্দর ব্যবহার ও তাদের তরবিয়তের ফজিলত:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: «مَنْ بَلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ». متفق عليه.

১. আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা সাথে দু'জন মেয়েকে নিয়ে এসে আমার নিকট চাইল। সে আমার কাছে মাত্র একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই পেল না। আমি তাকে খেজুরটি দান

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৯৮৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৫৪

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫৯৯১

করি। মহিলাটি খেজুরটি দু'ভাগ করে তার মেয়ে দু'টির মাঝে বণ্টন করে দিল। অত:পর মহিলাটি চলে গেল। ইতিমধ্যে নবী [ﷺ] বাড়ীতে প্রবেশ করলে আমি তাঁকে ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তি এই মেয়েদের ব্যাপারে পরীক্ষায় নিপতিত হলো। অত:পর তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করল, তারা তার জন্যে জাহান্নামের আগুনের পর্দা হয়ে গেল।"[১]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ:« اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا ». أخرجه البخاري.

২. উসামা ইবনে জায়েদ [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে ধরে নিয়ে তাঁর এক উরুর উপর বসিয়ে নিতেন। আর হাসানকে তাঁর অপর উরুর উপর বসাতেন। অত:পর দু'জনকে জড়িয়ে নিতেন এবং বলতেন:"হে আল্লাহ এদের দু'জনের উপর দয়া কর; কারণ আমি এদের দু'জনকে মায়া করি।" [২]

¿ এতিম প্রতিপালনের ফজিলত:

عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ».وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. متفق عليه.

সাহল [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আমি এবং এতিমের জামিনদার জান্নাতে এরূপ থাকব।" তিনি [ﷺ] তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মাঝে একটু ফাঁক করে ইঙ্গিত করে দেখান।"[৩]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৯৯৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৬২৯

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬০০৩

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৫৩০৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৯৮৩

¿ পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে সম্পর্ক রাখার ফজিলত:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ ». أخرجه مسلم.

ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হলো ঐ ব্যক্তির সম্পর্ক, যে তার বাবার মৃত্যুর পরে বাবার বন্ধুদের সাথে বন্ধন অটুট রাখে।"[১]

¿ বিধবা ও মিসকিনদের ব্যাপারে প্রয়াস চালানোর ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ».متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন: "বিধবা ও মিসকিনদের ব্যাপারে প্রচেষ্টাকারী, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। অথবা রাত্রে কিয়ামকারী ও দিনে সিয়াম পালনকারীর ন্যায়।"[২]

¿ মেয়েদের প্রতিপালনের ফজিলত:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ عَـالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ». أخرجه مسلم.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি দু'জন মেয়েকে সাবালক (বয়স প্রাপ্তা) হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার সাঙ্গে এরূপ থাকবে।" তিনি [ﷺ] তাঁর আঙ্গুলগুলো একত্রে মিলান।[৩]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৫৫২

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫৩৫৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৯৮২

[৩]. মুসলিম হাঃ নং ২৬৩১

¿ প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

r q p o n l k j i h g [

{ z y x w v u t s

Z ﴿٣٦﴾ © أَيْمَٰنُكُمْۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا © ~ } |

النساء: ٣٦

“আর এবাদত কর এক আল্লাহর, শরিক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতিম-মিসকিন, নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজেদের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে।” [সূরা নিসা: ৩৬]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:« مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيُوَرِّثَنَّهُ». متفق عليه.

২. আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন:“জিবরীল [عليه السلام] সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়ত করেন। এমনকি আমি ধারণা করতে ছিলাম যে, তিনি অবশ্যই প্রতিবেশীকে উত্তরাধীকারী বানিয়ে দিবেন।”[১]

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ﷺأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ:« الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ».أخرجه البخاري.

৩. আবু শুরাইহ্ [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন:“আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়। বলা হলো: কে সে ঐ ব্যক্তি ইয়া রসূলাল্লাহ? তিনি [ﷺ]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬০১৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৬২৪

বললেন:"ঐ ব্যক্তি যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না।"[১]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». متفق عليه.

৪. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার ভাই অথবা তিনি [ﷺ] বলেন: প্রতিবেশীর জন্য ঐ জিনিস পছন্দ না করে যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।" [২]

¿ মানুষের প্রতি দয়া করার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

9 7 6 5 4 3 2 1 0 . - , + *) [

I H G E D C B A ? > = < ; :

١٥٩ آل عمران: Z K J

"আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন–হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অত:পর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন–আল্লাহ তাওয়াক্কালকারীদের ভালবাসেন।" [সূরা আল-ইমরান:১৫৯]

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ». متفق عليه.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬০১৬

[২]. বুখারী হাঃ নং ১৩ ও মুসলিম হাঃ নং ৪৫ শব্দ তারই

২. জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না।"[১]

¿ মুসলিমদের কষ্ট দেয় না এমন মুশরিক আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

X W V U T S R Q P O N M L K J I [

المتحنة: ٨ Z _ ^] \ [Y

"দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমারকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।" [সূরা মুমতহিনা: ৮]

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: « نَعَمْ صِلِي أُمَّــكِ». متفق عليه.

১. আসমা বিনতে আবু বকর [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর যুগে মুশরিক অবস্থায় আমার মা আমার নিকটে আসেন। আমি তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে এ ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে বললাম, আমার মা মুশরিক আমার কাছে কিছু পাওয়ার আশা নিয়ে এসেছেন। আমি কি তার সঙ্গে আত্মীয়তা সম্পর্ক রাখব? তিনি [ﷺ] বললেন, হাঁ, তোমার মার সাথে সম্পর্ক অবিছিন্ন রাখ।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৩৭৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৩১৯

[২]. বুখারী হাঃ নং ২৬২০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১০০৩

¿ মুমিনদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতির ফজিলত:

عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« تَرَى الْمُؤْمنينَ في تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَد، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَده بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».متفق عليه.

নুমান ইবনে বাশীর [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তুমি মুমিনদের আপোসের মধ্যে দেখবে মায়া মমতা, ভালোবাসা ও সহানুভূতিতে একটি শরীরের ন্যায়। যদি একটি অঙ্গে সমস্যা হয়, তবে সমস্ত শরীর রাত্রি জেগে ও জ্বরে জর্জরিত হয়ে যায়।"[১]

¿ সদ্ব্যবহার এবং স্ত্রী ও খাদেমদের সাথে সুন্দর মেলামেশার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلقَتْ منْ ضلَعٍ ،وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ في الضِّلَعِ أَعْلَاهُ ،فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ،وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء».متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা সদুপদেশ গ্রহণ কর; কারণ নারীরা পাঁজড়ের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি। আর পাঁজড়ের সবচেয়ে বেশি বাঁকা হলো উপরের হাড়। অতএব, যদি তাদেরকে সোজা করতে চাও তবে ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে আরো বাঁকা হয়ে যাবে। সুতরাং, স্ত্রীদের ব্যাপারে সদুপদেশ গ্রহণ কর।" [২]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:« خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي: أُفٍّ وَلَا لِمَ صَنَعْتَ وَلَا أَلَّا صَنَعْتَ».متفق عليه.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬০১১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৮৬

[২]. বুখারী হাঃ নং ৩৩৩১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৪৬৮

২. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী [ﷺ]-এর দশ বছর খেদমত করেছি কিন্তু কখনো তিনি আমাকে বলেননি 'উহ্' (অসন্তোষ প্রকাশের শব্দ) আর না কেন করেছ ? আর না কেন করো নাই?"[১]

¿ উত্তম শাসন ও সুন্দর মেলামেশার ফজিলত:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقُولُ:«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِــي بَيْــتِ زَوْجِهَــا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ». متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"তোমরা সকলে দায়িত্বশীল। আর সবাই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। রাষ্ট্র প্রধান একজন শাসক, তিনি তাঁর শাসন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। বাড়ীর কর্মকতা তার পরিবারের রাখাল। তাকে তার রাখায়িলাত বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। একজন নারী তার স্বামীর বাড়ীর গৃহকত্রী তাকে তার দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। একজন খাদেম সে তার মালিকের সম্পদের দেখা-শুনা করার দায়িত্ববান। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুক্ষীন হবে।"[২]

عَنْ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُــولُ: « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». متفق عليه.

২. মা'কেল ইবনে ইয়াসার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কোন বান্দাকে

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬০৩৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৩০৯

[২]. বুখারী হাঃ নং ৮৯৩ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৮২৯

যখন দায়িত্বশীল বানায়। আর সে তার জনগণের সাথে প্রতারণা করত: মারা যায়। আল্লাহ্ তা'য়ালা তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন।"[১]

¿ মুসলমানদের সাথে সুন্দর মেলামেশা, তাদের প্রয়োজন মিটানো, বিপদ দূরীকরণ ও ভুল-ক্রটি গোপন রাখার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

+ *) (' & % $ # " [

5 4 3 2 1 0 / . - ,

١٣٤ – ١٣٣ آل عمران: Z < ; : 9 | 7 6

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন বরাবর, যা তৈরী করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, বস্তুত: আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন।"
[সূরা আল-ইমরান:১৩৩-১৩৪]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ،وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "একজন মুসলিম অপর মুলিমের ভাই। তার প্রতি জুলুম করবে না, অপদস্ত ও অসহযোগিতা করবে না। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে আল্লাহ্ তার প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন। আর যে কোন মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দূর করে, আল্লাহ তার কিয়ামতের

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭১৫০ মুসলিম হাঃ নং ২৫৮০ শব্দ তারই

বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে কোন মুসলিমের দোষ-ক্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ রোজ কিয়ামতে তার দোষ-ক্রুটি ঢেকে রাখবেন।"[১]

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَة لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِه عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَاد فَلْيَعُدْ بِه عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ». قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَاف الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَد مِنَّا فِي فَضْلٍ. أخرجه مسلم.

৩. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী [ﷺ] -এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। হঠাৎ করে একজন মানুষ তার বাহনে আরোহণ করে আসল। সাহাবী [ﷺ] বলেন, লোকটি তার চক্ষু বারবার ডানে-বামে ফিরাচ্ছিল। এমন সময় রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "যার বাহনের পিঠে অতিরিক্ত জায়গা আছে সে যেন তা নিয়ে তার বাহনহীন ভাইয়ের দিকে অগ্রসর হয়। আর যার নিকট অতিরিক্ত পাথেয় আছে, সে যেন তার পাথেয়হীন ভাইয়ের জন্য এগিয়ে যায়।" সাহাবী বলেন, নবী [ﷺ] বিভিন্ন ধরণের সম্পদের কথা উল্লেখ করেন। এমনকি আমাদের মনে হলো যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসে আমাদের কোন প্রকার হক নেই।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৪২ ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৮০ শব্দ তারই

[২]. মুসলিম হাঃ নং ১৭২৮

৬ -চারিত্রিক আদর্শ ও গুণাবলীর ফজিলত

¿ উত্তম চরিত্রের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রসূল [ﷺ]-এর প্রশংসা করে বলেন:

[k l m n o Z القلم: ٤

"নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।" [সূরা কালাম:8]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ:« إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًـا». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] অশ্লীলভাষী ছিলেন না। এমনকি অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দিতেন না; বরং তিনি বলতেন:"নিশ্চয়ই তোমাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।"[১]

¿ জ্ঞানের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ à ٱلۡعِلۡمَ â ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ ç è Z المجادلة: ١١

"মুমিনগণ, যখন তোমাদেরকে বলা হয়: মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমাদের স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ তোমাদের জন্যে প্রশস্ত করে দিবেন। যখন বলা হয়: উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো। আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে ঐ লোকদের যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে

১.বুখারী: হাঃ নং ৩৫৫৯ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২৩২১

জ্ঞান দেয়া হয়েছে মর্যাদা উঁচু করে দেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর।" [সূরা মোজাদালাহ:১১]

عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ ، وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ». متفق عليه.

২. মু'য়াবিয়া [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ তা'য়ালা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। নিশ্চয় আমি বণ্টনকারী আর আল্লাহ তা'য়ালা প্রদান করেন। এই উম্মত আল্লাহর বিধানের উপর অবশ্যই সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিয়ামত আসা পর্যন্ত তাদের যারা বিরোধিতা করবে তারা কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।"[১]

¿ ধৈর্যের ফজিলত:

তিন ক্ষেত্রে ইসলাম ধৈর্যধারণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে: (১) আল্লাহর আনুগত্যে শেষ পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করা। (২) আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত না হয়ে ধৈর্যধারণ করা ও (৩) আল্লাহ কর্তৃক নিরূপণকৃত দূর্ভাগ্যে ধৈর্যধারণ করা।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] قُلْ يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ â
وَٰسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ç è é ê ë Z الزمر: ١٠

"বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তাদের পুস্কার পায় অগণিত।" [সূরা জুমার:১০]

১.বুখারী: হাঃ নং ৭১ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ১০৩৭

২. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

; 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 [

I H G F E D C B A @ ? > = <

-البقرة: ١٥٥ Z S R Q P N M L K J
١٥٧

“আর আমি অবশ্যই কিছু দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। শত্রুদের ভীতি, ক্ষুধা-পিপাসা দ্বারা, ধন-সম্পদ, প্রাণ ও ফলাদীর ক্ষতি সাধণ করে, আর এই ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করুন। যারা তাদের প্রতি যখন কোন বিপদাচ্ছন্ন হয়, তখন বলে: আমরা তো আল্লাহর আধিপত্যে আর আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও রহমতসমূহ বিদ্যমান। আর এরাই হলো হেদায়েতপ্রাপ্ত।” [সূরা বাকারা: **১৫৫-১৫৭**]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -وفيه- أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــه وَسَلَّمَ قَالَ :« ......وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ». متفق عليه.

৩. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] হতে বর্ণিত, (এতে আছে): রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:“যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করতে চায় আল্লাহ তাকে ধৈর্য প্রদান করেন। আর আল্লাহ কাউকে ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত কোন কিছু প্রদান করেননি।”[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: « لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ». متفق عليه.

৪. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:“কাউকে ধরাশায়ী করতে পারা প্রকৃত বাহাদুরী নয়। প্রকৃত বাহাদুর হলো: যে

১. বুখারী: হাঃ নং ১৪৬৯ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ১০৫৩

রাগের সময় নিজেকে আয়ত্বে রাখতে পারে।"[১]

عَنْ أَنَس بْنِ مَالك رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمعْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـــه وَسَـــلَّمَ يَقُولُ:« إنَّ اللَّهَ قَالَ: إذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدي بحَبيبَتَيْه فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ منْهُمَا الْجَنَّةَ يُريدُ عَيْنَيْه». أخرجه البخاري.

৫. আনাস ইবনে মালিক [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: যদি আমি আমার কোন বান্দাকে তার দু'টি প্রিয়বস্তু (দুইচক্ষু) দ্বারা পরীক্ষা করি, আর সে ধৈর্যধারণ করে তবে তাকে তার বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করবো।"[২]

¿ সততার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوۡمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدۡقُهُمۡۚ لَهُمۡ جَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ à ٱللَّهُ â وَرَضُواْ عَنۡهُۚ ذَٰلِكَ ç è é Z المائدة: ١١٩

"আল্লাহ বলবেন: এ তো ঐ দিন, যারা সত্যবাদী ছিল তাদের সততা তাদের উপকারে আসবে। তারা এমন জান্নাত পাবে যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হবে, যাতে তারা সদা সর্বদায় অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হবে, এতো মহাসফলতা।" [সূরা মায়েদা: ১১৯]

عَنْ عَبْد اللَّه بن مسعود ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــه وَسَـــلَّمَ: « عَلَيْكُمْ بالصِّدْق فَإنَّ الصِّدْقَ يَهْدي إلَى الْبرِّ وَإنَّ الْبرَّ يَهْدي إلَى الْجَنَّة وَمَـــا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عنْدَ اللَّه صــدِّيقًا وَإيَّـــاكُمْ

১. বুখারী: হাঃ নং ৬১১৪, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২৬০৯

২. বুখারী: হাঃ নং ৫৬৫৩

وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ». أخرجه مسلم.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"তোমরা সততা অবলম্বন কর; কেননা সততা নিশ্চয়ই পুণ্যের নির্দেশনা দেয় এবং পুণ্য নির্দেশনা দেয় জান্নাতের দিকে। মানুষ সত্য বলতে থাকে ও সত্য অন্বেষণ করে পরিশেষে সে আল্লাহর নিকট মহাসত্যবাদী (সিদ্দীক) অভিহিত হয়। পক্ষান্তরে তোমরা মিথ্যা থেকে বাঁচ; কেননা নিশ্চয়ই মিথ্যা পাপের নির্দেশনা দেয়। আর পাপ নির্দেশনা দেয় জাহান্নামের। মানুষ মিথ্যা বলতেই থাকে ও মিথ্যার চর্চা করে অবশেষে সে আল্লাহর নিকট মহামিথ্যাবাদী অভিহিত হয়।"[১]

¿ ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَيَٰقَوۡمِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا وَيَزِدۡكُمۡ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمۡ وَلَا تَتَوَلَّوۡاْ مُجۡرِمِينَ ﴿٥٢﴾ Z هود: ٥٢

"হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট স্বীয় পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার কাছে তওবা কর। তিনি যেন বর্ষণকারী মেঘমালা তোমাদের উপর পাঠিয়ে দেন ও তোমাদের শক্তির উপর আরো শক্তি বৃদ্ধি করেন। আর তোমরা পাপকরত: বিমূখ হয়ো না।" [সূরা হূদ: ৫২]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ ».متفق عليه.

২. আনাস [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আল্লাহ তার বান্দার তওবা করার কারণে তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়ে

১. মুসলিম: হাঃ নং ২৬০৭

বেশি আনন্দিত হন, যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর আবার তার নিকটে ফিরে আসে।”[১]

¿ তাকওয়ার ফজিলতঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

W V U T S R Q P O N M L [

الأنفال: ٢٩ Z _ ^] \ [Y X

“হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে পার্থক্য নিরূপণকারী একটি জিনিস দিবেন, আর তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহকে দূর করবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা প্রদান করবেন, আল্লাহ তা'য়ালা তো মহামর্যাদাবান।”
[সূরা আনফাল: ২৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

R Q O N M L K J I H G F E [

الحجرات: ١٣ Z [Z Y X W U T S

“হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ (আদম) ও এক মহিলা (হাওয়া) থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গত্র বানিয়েছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে সম্মানী ঐ ব্যক্তি যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞাত, সর্বজ্ঞ।” [সূরা হুজুরাত: ১৩]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[{ | } ~ ٱللَّهَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل

لَّكُمْ © تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾ Z الحديد: ٢٨

---

১. বুখারীঃ হাঃ নং ৬৩০৯ শব্দগুলি তার, মুসলিমঃ হাঃ নং ২৭৪৭

“মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থানপন কর। তিনি নিজ অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দিবেন, তোমাদেরকে দিবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।” [হাদীদ:২৮]

¿ আল্লাহর প্রতি একিন (দৃঢ় বিশ্বাস) ও ভরসার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

] ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُواْ

حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ ! " # $ % & ' (

) * + , - . / 0 1 Z آل عمران: ١٧٣ - ١٧٤

“যাদেরকে মানুষেরা বলল, নিশ্চয়ই মানুষরা (কাফেররা) তোমাদের বিরুদ্ধে সৈন্য মোতায়েন করেছে। অতএব, তাদেরকে তোমরা ভয় কর। কিন্তু এতে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়, আর বলতে থাকে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। যার ফলে তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহসহ প্রত্যাবর্তন করে। তাদেরকে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করে না, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে। আল্লাহ অতি মর্যাদাবান।” [সূরা আল-ইমরান: ১৭৩-১৭৪]

২. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

[j k l m n o p q r s t u w x y z

{ | | ~ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ © ﴿٣﴾ Z الطلاق: ٢ - ٣

“যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেন। আর তাকে এমন স্থান থেকে রুজি দান করেন, যা তার ধারণাতীত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করবে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বীয় কর্ম পূর্ণ করবেন। আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করে রেখেছেন।” [সূরা ত্বালাক: ২-৩]

عَنْ شَدَّاد بْنِ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ». أخرجه البخاري.

৩. শাদ্দাদ ইবনে আওস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী বলেন:"সাইয়েদুল এস্তগফার হলো:'আল্লাাহুম্মা আন্তা রব্বী লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তা, খলাক্বতানী ওয়া আনাা আব্দুক্, ওয়া আনাা 'আলাা 'আহদিক্, ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্ব'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া, ওয়া আবূউ লাকা বিযাম্বী, ফাগফির লী ফাইন্নাহূ লাা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লাা আন্তা, আ'উযু বিকা মিন শাররি মাা স্বনা'তু' নবী [ﷺ] বলেন: যে ব্যক্তি একিন সহকারে ইহা দিনে বলবে সে সন্ধার পূর্বে সেদিনে মারা গেলে জান্নাতবাসী হবে। আর যে ব্যক্তি একিন সহকারে ইহা রাত্রে বলবে সে সকাল হওয়ার পূর্বে সেদিনে মারা গেলে জান্নাতবাসী হবে।"[১]

¿ আল্লাহর পথে সাধনা ও প্রচেষ্টার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[p q r s t v w x y z Z العنكبوت: ٦٩

"আর যারা আমার পথে কষ্ট স্বীকার করে, আমি তাদেরকে স্বীয় পথ অবশ্য প্রদর্শন করবো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎলোকদের সাথে থাকেন।" [সূরা আনকাবূত: ৬৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[১]. বুখারী হা: নং ৬৩০৬

[| | } ~ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ©سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾ Z الحجرات: ١٥

"মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। অত:পর তারা কোন সন্দেহ করে না এবং তাদের জানমাল দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করে। বস্তুত: তারাই হচ্ছে সত্যবাদী।" [সূরা হুজুরাত:১৫]

عَنْ زِيَاد قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ:كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقُومُ لِيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ:« أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا». متفق عليه.

৩. জিয়াদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: মুগীরা [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: নবী [ﷺ] এতো বেশি কিয়ামুল লাইল তথা বেশি বেশি রাত্রির সালাত আদায় করতেন। এমন কি তাঁর উভয় পা বা নলা ফুলে যেত। তাঁকে যদি একথা বলা হতো তিনি বলতেন: "আমি কি একজন অতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হবো না।"[১]

¿ আল্লাহ ভীতির ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = Z آل عمران: ١٧٥

"এ সংবাদদাতা একমাত্র শয়তানই, যে স্বীয় বন্ধুদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে। অতএব, তোমরা কাফেরদেরকে ভয় করো না। যদি তোমরা মুমিন হও আমাকেই ভয় কর।" [সূরা আল-ইমরান: ১৭৫]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

১. বুখারী হাঃ নং ১১৩০, শব্দাবলী বুখারীর, মুসলিম হাঃ নং ২৮১৯

] ﴿ كَانُوا۟ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَٰشِعِينَ ٩٠ ﴾ Z الأنبياء: ٩٠

"তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।" [সূরা আম্বিয়া:৯০]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[? @ A B C D Z الرحمن: ٤٦

"আর ঐ ব্যক্তির জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত যে, তার প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে।" [সূরা রহমান: ৪৬]

¿ আল্লাহর নিকট প্রত্যাশার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[t u v w x y z { | } ~ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ © ٱلرَّحِيمُ ٥٣ Z الزمر: ٥٣

"(হে নবী আপনি) বলুন: (আল্লাহ বলেন) হে আমার বান্দাগণ! যারা স্বীয় নফসের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপকে ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল, দয়ালু।" [সূরা যুমার: ৫৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :«وَالَّذي نَفْسي بِيَده لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "শপথ ঐ সত্ত্বার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি তোমরা পাপ না করতে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে বিদায় করে দিতেন। আর এমন

জাতিকে নিয়ে আসতেন যারা পাপ করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।”[১]

¿ দয়া-অনুগ্রহ করার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

9 7 6 5 4 3 2 1 0 . - , + *) [

I H G E D C B A ? > = < ; :

١٥٩ :آل عمران Z K J

“আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন−হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অত:পর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ তাওয়াক্কালকারীদের ভালবাসেন।” [সূরা আল-ইমরান:১৫৯]

২. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

0 / . - + *) (' & % # " ! [

٢٩ :الفتح Z] 4 3 2 1

“আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ ও যারা তার সাথে রয়েছে তারা কাফেরদের প্রতি অতি কঠোর এবং পরস্পর অতি দয়ালু। তুমি তাদেরকে দেখবে যে, রুকু ও সেজদারত অবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় লিপ্ত।” [সূরা ফাত্হ: ২৯]

---

১. মুসলিম: হাঃ নং ২৭৪৯

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـــالَ: « مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "যে অনুগ্রহ করবে না তার প্রতিও অনুগ্রহ করা হবে না।"[১]

¿ আল্লাহর রহমতের প্রশস্ততার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

0 / . · , + *) (' & %$# " [

= < ; : 8 7 6 5 3 2 1

> ? @ A B C Z الأعراف: ١٥٦

"আর দুনিয়াতে ও আখেরাতে আমাদের জন্য কল্যাণ লিখে দাও। আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আল্লাহ বললেন, আমার আজাব যাকে ইচ্ছে দেই, আর আমার রহমত সব বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেব যারা ভয় রাখে, জাকাত দান করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।" [সূরা আ'রাফ:১৫৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْـــقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي».متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"আল্লাহ তা'য়ালা যখন সকল মখলুককে সৃষ্টি করেন তখন তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন যা তাঁর নিকটে আরশের উপরে। নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার রাগের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে।"[২]

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৫৯৯৭, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২৩১৮
২. বুখারী: হাঃ নং ৩১৯৪, উক্ত শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২৭৫১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ لِلَّه مائَـــةَ رَحْمَـــةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخَّرَ اللَّهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "আল্লাহ তা'য়ালার একশতটি রহমত, তার মধ্যে তিনি মাত্র একটি মানুষ, জ্বিন, চতুষ্পদ জন্তু ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। এরই ভিত্তিতে সকল প্রাণী পরস্পর সহানুভূতিশীল ও পরস্পরের প্রতি দয়াশীল। এরই ভিত্তিতে হিংস্র প্রাণী তার বাচ্চার প্রতি মায়া করে। আর আল্লাহ তা'য়ালা ৯৯টি রহমত অবশিষ্ট রেখেছেন যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি কিয়ামতের দিন দয়া করবেন।"[১]

¿ ক্ষমা ও সহনশীলতা ও ধৈর্যের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

S R Q P O N M L K J I H [

Z e d c b ` _ ^] \ [Y X V U T

النور: ٢٢

"তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও অর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্নীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।" [সূরা নূর: ২২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

الأعراف: ١٩٩ Z L K J I H G F E [

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৬০০০, মুসলিম: হাঃ নং ২৭৫২, উক্ত শব্দগুলি মুসলিমের

"আপনি ক্ষমা করার গুণ এখতিয়ার করুন ও সৎকর্মের নির্দেশ করুন। আর অজ্ঞদের থেকে বিমুখ হন।" [সূরা আ'রাফ: ১৯৯]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

ٱلسَّاعَةَ لَأٓتِيَةٞۖ فَٱصۡفَحِ ~ | | { z y x w v u [

ٱلصَّفۡحَ ٱلۡجَمِيلَ ﴿٨٥﴾ Z الحجر: ٨٥

"আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা আছে তা তাৎপর্যহীণ সৃষ্টি করিনি। আর নিশ্চয়ই কিয়ামত অবশ্যই সমাগত হবে। সুতরাং তুমি উত্তম ও চমৎকারভাবে ক্ষমা করুন।" [সূরা হিজর: ৮৫]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

b a ` _ ^] \ [Z Y [

Z l k j i h g f e d التغابن: ١٤

"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়িই তোমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তানদের হতে তমোদের কিছু শত্রু রয়েছে, অতএব, তোমরা তাদের থেকে সাবধান থেক। আর যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" [সূরা তাগাবুন: ১৪]

¿ কোমলতার ফজিলত:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ». متفق عليه.

১. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "হে আয়েশা! নিশ্চয়ই আল্লাহ কোমল, তিনি কোমলতাকে পছন্দ করেন। আর তিনি কোমলতার উপর যা প্রদান করেন তা কঠোরতা বা অন্য কিছুর উপর প্রদান করেন না।"[১]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬৯২৭, মুসলিম হাঃ নং ২৫৯৩, উক্ত শব্দগুলি মুসলিমের।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ». أخرجه مسلم.

২. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "কোমলতা যার মধ্যে হয় তার তা শুধু সৌন্দর্যই বাড়ায়। আর যার মধ্যে থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেওয়া হয় তার কিছুই থাকে না।"[১]

¿ লজ্জা-শরমের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "ঈমান ষাটের অধিক শাখা বিশিষ্ট। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।"[২]

عَنْ أَبِي مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ». أخرجه البخاري.

২. আবু মাসউদ [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন: "মানুষের পাওয়া নবুয়াতের একটি বাণী হলো: যদি তুমি লজ্জা না করো তবে যা ইচ্ছা তাই কর।"[৩]

¿ নীরবতা অবলম্বন ও অকল্যাণ ছাড়া জিভকে হেফাজত রাখার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[u v w x y z { | } ~ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ © فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ Z الأحزاب: ٧٠ – ٧١

১. মুসলিম: হাঃ নং ২৫৯৪
২. বুখারী: হাঃ নং ৯ উক্ত শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৩৫
৩. বুখারী: হাঃ নং ৩৪৮৪

“হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।” [সূরা আহজাব:৭০-৭১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« ....وَمَنْ كَانَ يُؤْمنُ باللَّه وَالْيَوْمِ الْآخرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ ليَصْمُتْ».متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “...... যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন, উত্তম কথা বলে নতুবা নীরব থাকে।”[১]

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ:« مَنْ سَلمَ الْمُسْلمُونَ منْ لسَانه وَيَده». متفق عليه.

৩. আবু মূসা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! ইসলামের কোন কাজটি সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি বলেন: যার হাত ও জিহ্বা হতে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।”[২]

¿ আল্লাহর বিধানের উপর অটল থাকার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

. - , + *) (' &%$# " ![

; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

Z K J I H G F E D C B A @ ? > =

فصلت: ٣٠ - ٣٢

“নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ। অত:পর তার প্রতি অটল থাকে, তাদের নিকট ফেরেশতা অবতরণ করে (একথা বলে) যে,

১. বুখারী: হাঃ নং ৬৪৭৫, উক্ত শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৪৭
২. বুখারী: হাঃ নং ১১ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৪২

তোমরা কোন ভয় করো না এবং চিন্তাও করো না। (বরং) ঐ জান্নাতের সুসংবাদ নেও যার তোমরা অঙ্গীকারপ্রাপ্ত। আমরা তোমাদের ইহকালেও বন্ধু ছিলাম এবং পরকালেও থাকব। সেখানে তোমরা যা কিছু কামনা করবে আর যা কিছু চাইবে সবই তোমাদের জন্য (জান্নাতে) মওজুদ রয়েছে। ক্ষমাশীল ও দয়ালুর (আল্লাহর) পক্ষ থেকে এ সকল মেহমানদারী স্বরূপ।" [সূরা হা-মীম সিজদাহ: ৩০-৩২]

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّه الثَّقَفيِّ ﷺ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه: قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ:« قُلْ آمَنْتُ بِاللَّه فَاسْتَقمْ».أخرجه مسلم.

১. সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ আসসাকাফী [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে ইসলামের এমন একটি কথা বলুন যা আপনার পরে আর কাউকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব না। তিনি বললেন: বল, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। অত:পর তার প্রতি অটল থাক।"[১]

¿ পরহেজগারীতার ফজিলত:

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﷺ قَالَ : سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَـثيرٌ منْ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَات اسْتَبْرَأَ لدينه وَعرْضه ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَات وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحمَى يُوشكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه ، أَلَـا وَإِنَّ لكُلِّ مَلك حمًى، أَلَا وَإِنَّ حمَى اللَّه مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَـسَد مُـضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ».

متفق عليه.

নু'মান ইবনে বাশীর [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"নিশ্চয়ই হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট।

---

১. মুসলিম: হাঃ নং ৩৮

আর এ দুয়ের মঝে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয় আছে যা অনেকে জানে না। অতএব, যে ব্যক্তি সন্দিহান বিষয় হতে নিজেকে রক্ষা করে, সে নিজের দ্বীনকে পবিত্র করে এবং নিজের সম্মানকেও রক্ষা করে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হয় সে হারামে পতিত হয়। তার অবস্থা সেই রাখালের মত যে নিষিদ্ধ চারণভূমির চার পাশে (পশু) চরায়। আর তাতে যে কোন সময় (কোন পশু) প্রবেশর সম্ভাবনা থাকে। সাবধান! প্রত্যেক বাদশাহর একটি সংরক্ষিত এলাকা আছে। আর আল্লাহর সংরক্ষিত সীমা হলো তাঁর হারামকৃত বিষয়াদি। সাবধান! শরীরের মধ্যে নিশ্চয়ই একটি মাংসপিণ্ড আছে; যখন তা ঠিক থাকে, তখন সমস্ত শরীর ঠিক থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে যায়। সেটি হলো অন্তর।”[১]

¿ এহসানের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَٰلٍ وَعُيُونٍ ¶ µ ﴿٤٢﴾ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ Z المرسلات: ٤١ - ٤٤

“নিশ্চয়ই পরহেজগারগণ ছায়ায় ও প্রবাহিত ঝর্নায় অবস্থান করবেন। আর ঐ ফলমূলে যার তারা আকাঙ্ক্ষা করবে (হে জান্নাতীগণ) তোমরা তোমাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তৃপ্তি ও মজার সাথে পানাহার কর। এভাবেই আমি সৎকর্ম পরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।”
[সূরা মুরসালাত: ৪১-৪৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾ Z البقرة: ١١٢

১. বুখারী: হাঃ নং ৫২, মুসলিম: হাঃ নং ১৫৯৯, উক্ত শব্দগুলি মুসলিমের

“হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে নিজেকে সমর্পণ করেছে, তার জন্য তার রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের জন্য কোন আশংকা ও চিন্তা নেই।” [সূরা বাকারা: ১১২]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Z ﴿١٩٥﴾ ٱلْمُحْسِنِينَ ~ } | z x w v u t s r q p [
البقرة: ١٩٥

“আর ব্যয় কর আল্লাহর রাস্তায়, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।” [সূরা বাকারা:১৯৫]

¿ আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসার ফজিলত:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ». متفق عليه.

১. আনাস [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: “ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ উপভোগ করতে সক্ষম, যার মধ্যে এ তিনটি চরিত্র বিদ্যমান: (১) যার নিকট সমুদয় বস্তু হতে আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক প্রিয়। (২) যাকে ভালবাসে একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসে ও (৩) ঈমান গ্রহণের পর পুনরায় কুফুরির দিকে ফিরে যাওয়া এমনভাবে অপছন্দ করে, যেমন সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপছন্দ করে।”[১]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». متفق عليه.

---

১. বুখারী: হাঃ নং ১৬ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৪৩

২. আনাস ইবনে মালেক [رضي الله عنه] নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّـــي».

أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন বলবেন: আমার ওয়াস্তে পরস্পর মুহব্বতকারীরা কোথায়? আজ আমার ছায়া তলে তাদেরকে ছায়া প্রদান করব। এ দিন আমার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেয়।"[২]

¿ আল্লাহর ভয়ে কান্নার ফজিলত:

১- আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

/ . - , + *) (' & % $ # " ! [

? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

M L K J I H G F E D C B A @

- المائدة: ٨٣ - Z X W V U S R Q P O N

٨٥

"আর যখন তারা রসূলের প্রতি নাজিলকৃত বাণী শ্রবণ করে তখন আপনি তাদের চোখে অশ্রু ঝরতে দেখতে পান। এজন্য যে তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা বলে: হে আমার রব! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদেরকেও ঐসব লোকের সাথে লিপিবদ্ধ করুন,

১. বুখারী: হাঃ নং ১৩, উক্ত শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৪৫

২. মুসলিম: হাঃ নং ২৫৬৬

যারা সত্যায়ন করে। আর আমাদের নিকট কি এমন ওজর আছে যে, আমরা ঈমান আনবো না। আল্লাহর প্রতি এবং সেই সত্যের প্রতি যা আমাদের নিকট পৌঁছেছে? অথচ আমরা এ আশা রাখবো যে, আমাদের রব সৎকর্মশীলদের সাথে আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করবেন।"
[সূরা মায়িদা: ৮৩-৮৫]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﷺ قَالَ: بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْحَابِه شَيْءٌ فَخَطَبَ فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ ،فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ،وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا». قَالَ: فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ، قَالَ غَطَّوْا رُءُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ . متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট সাহাবাদের পক্ষ থেকে কিছু পৌঁছার ফলে তিনি খুৎবা প্রদান করত: বলেন: "আমার সম্মুখে জান্নাত ও জাহান্নাম উপস্থাপন করা হয়; কিন্তু আজকের ন্যায় ভাল ও মন্দ কোন দিন প্রত্যক্ষ করি নাই। আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে অবশ্যই অল্প হাসতে এবং বেশি বেশি কান্না করতে। (বর্ণনাকারী) বলেন: রসূলুল্লাহর [ﷺ] সাহাবীদের প্রতি এর মত কঠিন দিন আর আগমন ঘটেনি। তিনি আরো বলেন: তারা তাদের মাথাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেন এবং ফুঁপাতে থাকেন।"[১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ». أخرجه الترمذي.

৩. ইবনে আব্বাস [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "দুইটি চক্ষু যাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৪৬২১, মুসলিম: হাঃ নং ২৩৫৯ শব্দগুলি মুসলিমের

প্রথমটি ঐ চক্ষু যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে। আর দ্বিতীয়ট ঐ চক্ষু যে, আল্লাহর পথে (জিহাদে) পাহারায় রাত্রি যাপন করে।”[১]

¿ হাসিমুখে সাক্ষাত ও মিষ্টি কথার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

9 7 6 5 4 3 2 1 0 . - , + *) [

I H G E D C B A ? > = < ; :

آل عمران: ١٥٩ Z K J

“আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন–হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ তাওয়াক্কালকারীদের ভালবাসেন।” [সূরা আল-ইমরান:১৫৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

7 6 5 4 3 2 1 0 / . [

آل عمران: ١٣٤ Z < ; : 9

“যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত: আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন।” [সূরা আল-ইমরান:১৩৪]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ». أخرجه مسلم.

---

১. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী: হাঃ নং ১৬৩৯

৩. আবু যার [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে বলেছেনঃ "সামান্য হলেও কখনো কোন সৎকর্মকে তুমি তুচ্ছ মনে করবে না। যদিও তুমি তোমার এক ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করেও তা হয়।"[১]

¿ দুনিয়া বিরাগীর ফজিলতঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

0 / . - , + *) ' & % $ # " ! [

العنكبوت: ٦٤ Z 2 1

"এই পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ব্যতীত আর কিছুই নয়। নিশ্চয়ই পরকালীন জীবনই তো প্রকৃত সুখী জীবন। যদি তারা জানতো।" [সূরা আনকাবূতঃ ৬৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

- , *) (' & % $ # " ! [

= < ; : 9 8 7 6 5 3 2 1 0 / .

الكهف: ٢٨ Z A @ ? >

"আপনি নিজেকে তাদের সঙ্গে সবর করুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না।" [কাহাফ:২৮]

---

১. মুসলিমঃ হাঃ নং ২৬২৬।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« اللَّهُمَّ اجْعَـــلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদের বংশের জন্য যে পরিমাণ রুজি যথেষ্ট তাই প্রদান কর।”[১]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ. متفق عليه.

৪. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: মুহাম্মদ [ﷺ]-এর বংশধর মদীনাতে হিজরত করার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গমের খাদ্য দ্বারা পরস্পর তিন রাত্রি পরিতৃপ্ত হননি।”[২]

¿ কল্যাণের খরচ করার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

ZY X W V U T S R Q P O N M [

j i h g f e d b a ` _] \ [

| { z y x w u t s r q p o n m l k

} ~ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾ Z البقرة: ٢٦١ - ٢٦٢

“যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ’ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করে, তারপর যা খরচ করে সে জন্যে কৃপা প্রকাশ করে না ও কষ্ট দেয় না। তাদের জন্য প্রভুর নিকট পুরস্কার

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৬৪৬০, মুসলিম: হাঃ নং ১০৫৫ শব্দগুলি মুসলিমের

২. বুখারী: হাঃ নং ৫৪১৬ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২৯৭০

রয়েছে। তাদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা দূর্ভাবনাগ্রস্তও হবে না।" [সূরা বাকারা: ২৬১-২৬২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا مِنْ يَــوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"বান্দা প্রতি দিন প্রভাতে উপনীত হলেই দুইজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন: হে আল্লাহ! তুমি দানশীলকে প্রতিদান দাও। আর দ্বিতীয়জন বলেন: হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস দান কর।"[১]

¿ বেশি বেশি সৎকর্মের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

m l k j h g f e d c b a [

الحديد: ٧ Z q p o n

"তোমরা আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং যে সম্পদের তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানানো হয়েছে তা থেকে ব্যয় কর। অত:পর যারা তোমাদের মধ্য থেকে ঈমান আনবে এবং ব্যয় করবে তাদের জন্যে রয়েছে বড় ধরণের প্রতিদান।" [সূরা হাদীদ:৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَــنْ أَصْــبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِــنْكُمْ الْيَــوْمَ جَنَازَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ

১. বুখারী: হাঃ নং ১৪৪২, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ১০১০

عَنْهُ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আজ রোজা অবস্থায় কে প্রভাত করেছে? আবু বকর [ﷺ] বলেন: আমি, তিনি বলেন: "আজ তোমাদের মধ্যে জানাজায় কে শরিক হয়েছে? আবু বকর [ﷺ] বলেন: আমি। তিনি বলেন:"আজ তোমাদের মধ্যে কে মিসকিনকে পানাহার করিয়েছ?" আবু বকর [ﷺ] বলেন: আমি। তিনি বলেন: "তোমাদের মধ্যে আজ কে অসুস্থ ব্যক্তির জিয়ারত করেছে? আবু বকর [ﷺ] বলেন: আমি। অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তির মধ্যে এ সমস্ত গুণ একত্রিত হবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১]

عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ».متفق عليه.

৩. উসমান ইবনে আফফান [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করল, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ নির্মাণ করবেন।"[২]

¿ বিনয়ী হওয়ার ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

] تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ Z القصص: ٨٣

"এই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহভীরুদের জন্যে শুভ পরিমাণ।" [সূরা কাসাস:৮৩]

২. আল্লাহর বাণী:

---

১. মুসলিম: হাঃ নং ১০২৮

২. বুখারী :হাঃ নং ৪৫০, মুসলিম: হাঃ নং ৫৩৩, শব্দগুলি মুসলিমের

] وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا © خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا ﴿٦٣﴾ Z الفرقان: ٦٣

"রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃতিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম।" [সূরা ফুরকান:৬৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ ». أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [ﷺ] বলেন:"দান-সদকা সম্পদ কম করে দেয় না। আর বান্দা যত মাফ করে আল্লাহ ততো তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। আর কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয়ী হলে আল্লাহ তার মর্যাদা উঁচু করে দেন।"[১]

¿ ইনসাফ ও এহসানের ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

U T S R Q P O N M L K [

النحل: ٩٠ Z \ [Z Y W V

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ ও অবাধ্যতা করতে বারণ করনে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন-যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।" [সূরা নাহ্ল: ৯০]

২. আল্লাহর বাণী:

---

[১]. মুসলিম: হা: নং ২৫৮৮

] بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾ Z البقرة: ١١٢

"হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" [সূরা বাকারা: **১১২**]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا». أخرجه مسلم.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"নিশ্চয় যারা ন্যায়পরায়ণ তারা আল্লাহর ডান হাতের নিকটে আলোর মিনারাতে স্থান পাবে। আর আল্লাহর দুই হাতই ডান। তারা তাদের বিচারে, পরিবারে ও যেসব দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাতে ইনসাফ করে।"[১]

---

[১]. মুসলিম: হা: নং ১৮২৭

৭ -কুরআন কারীমের ফজিলত

¿ কুরআন মাজীদের ফজিলতঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

C B A @ ? > = < ; : 9 8 [

S R Q P O N M K J I H G F E D

الزمر: ٢٣ Z \ [Z Y X W V U

"আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বোত্তম হাদীস সম্বলিত কিতাব, যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বারবার আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের গা কেঁপে উঠে। অত:পর তাদের দেহমন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটি আল্লাহর হেদায়েত, তিনি যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা হেদায়েত দিয়ে থাকেন। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন হেদায়েতকারী নেই।" [সূরা যুমারঃ ২৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / [

الإسراء: ٩ Z ? > = <

"নিশ্চয়ই এ কুরআন এমন পথের হেদায়েত প্রদান করে যা অতি সরল। আর সৎকর্ম পরায়ণ ঈমানদারগণকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।" [সূরা বনি ইসরাঈলঃ ৯]

¿ আমলকারী কুরআন পাঠকের ফজিলতঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَٰبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾ Z

الأعراف: ١٧٠

"আর যেসব লোক সুদৃভাবে কিতাবকে আঁকড়ে থাকে এবং সালাত কায়েম করে নিশ্চয়ই আমি বিনিষ্ট করব না সৎকর্মীদের সওয়াব।"

[সূরা আ'রাফ:১৭০]

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ أَوْ خَبِيثٌ وَرِيحُهَا مُرٌّ». متفق عليه.

২. আবু মূসা [ﷺ] নবী করীম [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:"যে মুমিন কুরআন পাঠ করে এবং তা দ্বারা আমল করে তার উদাহরণ কমলা লেবুর মত। তার স্বাদ চমৎকার ও সুগন্ধি মনোরম। আর যে মুমিন কুরআন পাঠ করে না সে খেজুরের মত। তার স্বাদ মিঠা কিন্তু তার সুগন্ধি নেয়। আর যে মুনাফেক কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে তুলসীর পাতার মত। তার খোশবু মনোরম কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফেক কুরআন পাঠ করে না সে মাকাল ফলের মত তার স্বাদ তিক্ত বা জঘন্য ও খোশবুও তিক্ত।"[১]

¿ কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা প্রদানের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

K J I H G F E D C B A @ ? [

Y X W V U T S R Q P O N M L

Z [Z آل عمران: ٧٩

"কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত, ও নবুওয়ত দান করার পর সে বলবে যে, তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও, যেমন, তোমরা কিতাব শিখতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।"

১. বুখারী: হাঃ নং ৫০৫৯, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৭৯৭

[সূরা আল-ইমরান:৭৯]

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ». أخرجه البخاري.

২. উসমান [ﷺ] নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়।"[১]

¿ সুদক্ষ কুরআন পাঠকের ফজিলত:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ ». متفق عليه.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"কুরআন পাঠে সুদক্ষ ব্যক্তি মহাসম্মানী পূত-পবিত্র লেখকদের (ফেরেশতাদের) সঙ্গী হবেন। আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে (কিন্তু অদক্ষতার কারণে) ওঁ ওঁ করে পড়ে এবং তার পড়তে কষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে দু'টি নেকি।"[২]

¿ কুরআন পাঠের জন্য একত্রিত হওয়ার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وفيه-: « .....وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّه ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّه وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ،وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ». أخرجه مسلم.

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৫০২৭

২ . বুখারী: হাঃ নং ৪৯৩৭, মুসলিম হাঃ নং ৭৯৮ শব্দগুলি মুসলিমের

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “যখন কতিপয় জনগোষ্ঠি আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে এবং পরস্পরে তা আলোচনা করে, তখন তাদের উপর অবশ্যই প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় ও রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফেরেশতাগণ তাদেরকে রমতের ডানা দ্বারা ঘিরে ধরে। আর আল্লাহ তাদের কথা তাঁর নিকট যারা আছে, তাদের কাছে আলোচনা করেন। এ ছাড়া যার আমল স্বল্প বংশ মর্যাদা তার কোন কাজে আসবে না।”[১]

¿ কুরআনের হেফজকৃত অংশের রক্ষণাবেক্ষণের ফজিলত:

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا». متفق عليه.

আবু মূসা [ﷺ] নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: “কুরআনের হেফজের রক্ষণাবেক্ষণ কর, সেই সত্ত্বার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই কুরআন উট তার বেড়ি থেকে দ্রুত ভেগে যাওয়ার চাইতেও অনেক বেশি দ্রুত সে স্মৃতি থেকে মুছে যায়।”[২]

¿ কুরআন শুনার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

y x w v ؛ t s r q p o n m l k [

أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِيكَ هُمْ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ } | { z

© Z الزمر: ١٧ – ١٨

“যারা শয়তানী শক্তির পূজা-আর্চনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। অতএব, সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে, যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অত:পর যা

---

১. মুসলিম: হাঃ নং ২৬৯৯

২. বুখারী: হাঃ নং ৫০৩৩ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৭৯১

উত্তম, তার অনুসরণ করে। তাদেরকে আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।" [সূরা জুমার:১৭-১৮]

عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ مَسْعُود ﷺ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« اقْـرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ نَعَمْ فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذه الْآيَة ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة بِشَهِيد وَجِئْنَا بِكَ عَلَـى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ قَالَ: حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْه فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] বলেন: নবী [ﷺ] আমাকে নির্দেশ করেন: "আমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে কুরআন পাঠ করে শুনাবো। অথচ কুরআন আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, অত:পর আমি সূরা নিসা পাঠ করলাম। পাঠ করত: যখন এ আয়াতটিতে আসলাম

Z c b a ` _ ^] \ [Z Y X W [

النساء: ٤١

"অতএব, তখন কি অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হতে একজন করে সাক্ষী হাজির করব এবং তোমাকে হাজির করব তাদের উপর সাক্ষ্য দানের জন্য।" [সূরা নিসা: ৪১]

তখন তিনি বললেন: যথেষ্ট হয়েছে। আমি তাঁর দিকে ফিরে দেখি তাঁর চোখ দু'টি থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছে।"[১]

¿ নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতকারীর ফজিলত:

عَنْ عبد الله بن عمر ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ». متفق عليه.

১. বুখারী: হাঃ নং ৫০৫০ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৮০০

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর [ﷺ] নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "দুইজন ব্যতীত আর কারো প্রতি গিবতা (অন্যের ন্যায় কামনা করা) করা জায়েজ নেই: (১) সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং সে দিবা রাত্রি তা তেলাওয়াত করে। (২) সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সে দিন ও রাতে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।"[১]

¿ মধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি হাদীসটি নবী [ﷺ] পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। নবী [ﷺ] বলেন: "আল্লাহ তা'য়ালা নবীকে যে মধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠের অনুমতি দিয়েছেন তা আর কোন বিষয়ে অনুমতি দেননি।"[২]

¿ সূরা ফাতেহার ফজিলত:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى ﷺ ......قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّــهِ إِنَّــكَ قُلْــتَ: « لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ » قَالَ:« الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ».أخرجه البخاري.

আবু সাঈদ ইবনে মু'য়াল্লা [ﷺ] হতে বর্ণিত: "--------- (বর্ণনাকারী বলেন:) আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলেছিলেন:"আমি তোমাকে কুরআনের মহাত্তোম সূরাটি শিক্ষা দিব।" তিনি বললেন: (সূরাটি হলো:) "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন" এটিই হলো

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৫০২৫, মুসলিম: হাঃ নং ৮১৫ শব্দগুলি মুসলিমের

২. বুখারী: হাঃ নং ৫০২৪ ও মুসলিম: হাঃ নং ৭৯২ শব্দগুলি মুসলিমের

সাত আয়াত বিশিষ্ট পুন: পুন: পঠিত সূরা। আর এটিই হলো মহাকুরআন যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে।"[১]

¿ সূরা এখলাসের ফজিলত:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ».
أخرجه البخاري.

আবূ সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, একজন মানুষ অপর একজন মানুষকে বারবার সূরা এখলাস পড়তে শুনে। এরপর সকলে নবী [ﷺ]-এর নিকট এসে উল্লেখ করে এবং ইহা খুবই অল্প মনে করে। অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"সেই আল্লাহর সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চিয় ইহা (সূরা এখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।"[২]

¿ সূরা ফালাক ও সূরা নাসের ফজিলত:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ».
أخرجه مسلم.

উকবা ইবনে 'আমের [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আজকের রাত্রে এমন কিছু অবতীর্ণ হয়েছে যার অনুরূপ আর কখনো দেখা যায়নি। তা হলো: কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আ'উযু বিরব্বিন নাাস।"[৩]

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৫০০৬
২. বুখারী: হা: নং ৫০১৩
৩. মুসলিম: হা: নং ৮১৪

¿ সূরা বাকারার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"তোমরা তোমাদের বাড়ীগুলোকে কবরস্থান বানাবে না; নিশ্চয় যে বাড়ীতে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় সেখান থেকে শয়তান ভেগে যায়।"[১]

¿ কুরআনের অসিয়তের ফজিলত:

عَنْ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّه بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ: لَا ، فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِهَا وَلَمْ يُوْصِ ؟ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّه. متفق عليه.

তালহা [রহ:] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আউফা [رضي الله عنه]কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী [ﷺ] কি অসিয়ত করেছেন? তিনি বলেন: না,। অত:পর আমি বললাম: কেমন কথা লোকদের জন্য অসিয়ত লিখা হয়েছে ও তার নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথচ তিনি অসিয়ত করেননি? অত:পর তিনি বলেন: তিনি আল্লাহর কিতাবের অসিয়ত করেন।[২]

¿ কুরআন তেলাওয়াতের ফজিলত:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ يَقُولُ:« اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَة شَفِيعًا لأَصْحَابه اقْرَءُوا الزَّهْـرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَان يَوْمَ الْقِيَامَة كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَان أَوْ كَأَنَّهُمَـا

---

[১]. মুসলিম: হা: নং ৭৮০

২. বুখারী: হাঃ নং ৫০২২ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ১৬৩৪

غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ». أخرجه مسلم.

১. আবু উমামা আল বাহেলী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "তোমরা কুরআন পাঠ কর; কেননা তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে। তোমরা দুই জ্যোতির্ময় সূরা বাকারা ও আল-ইমরান পাঠ কর; কারণ উভয়েই মেঘ অথবা উড়ন্ত পাখির ঝাঁকের ন্যায় কিয়ামতের দিন উপস্থিত হয়ে তাদের পাঠকারীদের পক্ষে সুপারিশ করবে। তোমরা সূরা বাকারা পাঠ কর; কারণ তা গ্রহণ করা হলো বরকত আর পরিত্যাগ করা হলো পরিতাপ। বাতিল পন্থীরা এর মোকাবেলা করতে পারে না।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ কি পছন্দ করে যে, সে যখন তার ঘরে ফিরে যাবে তখন বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট তিনটি গর্ভবতী উট পাবে? আমরা বললাম: হ্যাঁ, তিনি বললেন: সালাতের মধ্যে তোমাদের কারো তিনটি আয়াত পাঠকরা তিনটি বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট গর্ভবতী উটের অপেক্ষা উত্তম।"[২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا ». أخرجه أبوداود والترمذي.

---

১. মুসলিম: হাঃ নং ৮০৪

২. মুসলিম: হাঃ নং ৮০২

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"কুরআন তেলাওয়াতকারীকে বলা হবেঃ পড়তে থাক ও মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক। আর শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করতে থাকো, যেমন পৃথিবীতে আবৃত্তি করতে, নিশ্চয়ই তোমার স্থান হবে, সর্বশেষ আয়াতের নিকট যা তুমি পাঠ করবে।"[১]

১. হাদীসটি হাসান-সহীহ, আবু দাউদঃ হাঃ নং ১৪৬৪, শব্দগুল তারই ও তিরমিযীঃ হাঃ নং ২৯১৪।

৮ -নবী [ﷺ]-এর ফজিলত

¿ নবী [ﷺ]-এর বংশধারার ফজিলত:

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﷺ أَنَّهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ». أخرجه مسلم.

ওয়াসেলা ইবনে আসকা' [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ইসমাঈলের সন্তানদের মধ্যে চয়ন করেছেন কেনানাহকে। আর কুরাইশকে চয়ন করেছেন কেনানাহ থেকে। আর বনি হাশেমকে চয়ন করেছেন কুরাইশ থেকে। আর আমাকে চয়ন করেছেন বনি হাশেম থেকে।"[১]

¿ নবী [ﷺ]-এর নামসমূহ:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ ». وَفِي لَفْظٍ: « وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ». متفق عليه.

জুবাইর ইবনে মুত'এম [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: আমার কতিপয় নাম রয়েছে: আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ, আমি মাহী, যার দ্বারা আল্লাহ কুফুরকে নিশ্চিহ্ন করেন। আমি হাশির, যার দ্বারা লোকদেরকে আমার পায়ের নিকট একত্রিত করা হবে। আমি আকিব, যার পর আর কোন (নবী) নেয়।" অন্য বর্ণনায় রয়েছে: "এবং তওবার নবী ও রহমতের নবী।"[২]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২২৭৬

২. বুখারী হাঃ নং ৪৮৯৬, মুসলিম হাঃ নং ২৩৫৪ ও ২৩৫৫

¿ অন্যান্য নবীদের উপর নবী [ﷺ]-এর ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "আমাকে ছয়টি বিষয়ে অন্যান্য নবীদের উপর ফজিলত দেয়া হয়েছে: আমাকে ব্যাপক ভাব সম্পন্ন বাক শক্তি প্রদান করা হয়েছে। শত্রুর পক্ষে আমি আতঙ্কে পরিণত হয়ে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি। গনিমতের সম্পদ আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। আমার জন্য সমস্ত জমিনকে পবিত্র ও মসজিদ বানানো হয়েছে। আমি সমস্ত সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত হয়েছি এবং আমার মাধ্যমে সমস্ত নবীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "আমার ও পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত, যে একটি গৃহ নির্মাণ করল ও গৃহটিকে অত্যন্ত চমৎকার ও উত্তম করল। কিন্তু গৃহের এক কোণে একটি ইটের স্থান অবশিষ্ট রেখে দিল, যার ফলে লোকেরা সেই গৃহ পরিদর্শন করে আশ্চার্যন্বিত হয়ে বলে: এই ইটটি কেন লাগানো হয়নি? তিনি বলেন: আমিই সেই ইট, আর আমিই নবীদের পরিসমাপ্তকারী।"[২]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৫২৩

২. বুখারী হাঃ নং ৩৫৩৫ ও মুসলিম হাঃ নং ২২৮৬, শব্দগুলি মুসলিমের

¿ সমস্ত মানুষের উপর নবী [ﷺ]-এর ফজিলতঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .)

H G F E D C B A @ ? > = < ; :

(Y X W V U S R Q P O N M L K J

[الجمعة/٢-٤].

“তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। এই রসূল প্রেরণ হয়েছেন অন্য আরও লোকদের জন্যে, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি প্রাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এটা আল্লাহর কৃপা, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আল্লাহ মহাকৃপাশীল।” [সূরা জুমু'য়া:২-৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

) | } ~ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ

عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ © رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ ([التوبة/١٢٨].

“তোমাদর কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দু:খ-কষ্ট তার পক্ষে দু:সহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।” [সূরা তাওবা: ১২৮]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

) هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ

شَهِيدٗا ﴿٢٨﴾ ([الفتح/٢٨].

“তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠারূপে আল্লাহ্

যথেষ্ট।" [সূরা ফাত্হ:২৮]

¿ সমস্ত সৃষ্টির উপর নবীর ফজিলত:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« أَنَا سَيِّدُ وَلَــدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ».

أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "কিয়ামতের দিন আমিই আদম সন্তানদের সরদার হবো। আমিই সেই প্রথম ব্যক্তি যার সর্বপ্রথম কবর ফাটবে। আমিই প্রথম সুপারিশকারী এবং সর্বপ্রথম আমারই সুপারিশ কবুল করা হবে।"[১]

¿ নবী [ﷺ]-এর মসজিদে আকসার সফর ও মেরাজ:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

, + *) (' & % $ # " ! [

الإسراء: ١ Z 7 6 5 4 3 1 0 / . -

"পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের একাংশে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত নিয়ে যান। যার পরিবেশ আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কুদরতের কতিপয় নমুনা-নির্দেশনা দেখানোর জন্য। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা বনি ইসরাঈল:১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَــلَّمَ قَــالَ:« أُتِيــتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِه قَالَ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِــهِ الْأَنْبِيَاءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২২৭৮

عَلَيْه السَّلَام بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ.

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ.

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابْنَيْ الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ.

ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ .

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ .

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ .

ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ.

ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا.

فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ .

قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ حَطَّ عَنِّي خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ .قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً .

قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ». متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: আমার কাছে বোরাক আনা হলো। তা ছিল সাদা রঙের একটি জানোয়ার। আকৃতিতে গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চাইতে ছোট। (এর চলার গতিবেগ হচ্ছে) যেখানে তার দৃষ্টি পৌঁছে সেখানেই তার প্রতিটি পদক্ষেপ গিয়ে পৌঁছায়। তিনি বলেন, আমি তার ওপর আরোহণ করে বায়তুল মাকদিস এসে উপস্থিত হলাম। অত:পর অন্যান্য নবীরা যে খুঁটির সাথে তাঁদের সওয়ারীর পশুগুলো বেঁধেছিলেন আমিও আমার সওয়ারী তার সাথে বেঁধে নিলাম। এরপর আমি মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে দু'রাকাত সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষে মসজিদ থেকে বাইরে আসলে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমার জন্যে এক পাত্র মদ ও এক পাত্র দুধ এনে হাজির করলেন। আমি দুধের পাত্রটিই গ্রহণ করলাম। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন, আপনি ফিতরাত (ইসলাম)কে বেছে নিয়েছেন।

অত:পর আমাদেরকে আসমানে উঠানো হলো। জিবরীল আকাশের দ্বার খুলতে অনুরোধ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? বললেন: আমি জিবরীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ [ﷺ]। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে ডাকা হয়েছে। তখন আমাদের জন্য দ্বার খোলা হলো। সেখানে উপস্থিত হয়ে আমি আদম [আলাইহিস সালাম]-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমার জন্যে দোয়া করলেন।

অত:পর আমরা দ্বিতীয় আকাশের দ্বারে গিয়ে উপনীত হলাম। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) দরজা খোলার জন্য অনুরোধ জানালেন। জিজ্ঞেস করা হলো কে আপনি? বললেন, আমি জিবরীল। জিজ্ঞেস করা

হলো, আপনার সঙ্গে কে? বললেন, মুহাম্মদ [ﷺ]। তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে ডাকা হয়েছে। অত:পর দরজা খোলা হলো। সেখানে গিয়ে দুই খালাতো ভাই ঈসা ইবনে মরয়ম ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাকারিয়া (আলাহিমাস সালাম)-এর সাক্ষাত পেলাম। তাঁরা আমাকে মুবারকবাদ জানিয়ে আমার জন্যে দোয়া করলেন।

এরপর আমরা তৃতীয় আকাশের নিকট উপনীত হলাম। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) দরজা খোলার জন্য অনুরোধ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? আমি জিবরীল। জিজ্ঞেস করা হলো আপনার সঙ্গে কে? বললেন, মুহাম্মদ [ﷺ]। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। অত:পর আমাদের জন্যে দরজা খোলা হলো। এখানে পৌঁছে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে সাক্ষাত হল। তিনি এমন এক খুবসুরত ব্যক্তি, অর্ধেক সৌন্দর্যই তাঁকে দান করা হয়েছে। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমার জন্যে কল্যাণ কামনা করলেন।

এবার আমরা চতুর্থ আকাশের কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) দ্বার খোলার জন্য অনুরোধ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? বললেন, আমি জিবরীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ [ﷺ]। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তখন দরজা খোলা হলো। ওখানে পৌঁছে ইদ্রিস (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে সাক্ষাত হল। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমার জন্যে মঙ্গল কামনা করলেন, তাঁর সম্পর্কেই মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন: "আমি তাঁকে দান করেছি উচ্চ মর্যাদা।" [সূরা মারয়াম]।

অত:পর আমরা পঞ্চম আকাশের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) দরজা খোলার জন্য অনুরোধ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? বললেন, জিবরীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? বললেন, মুহাম্মদ [ﷺ] জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, ডেকে পাঠানো হয়েছে।

অত:পর দরজা খোলা হলো। আমি ওখানে পৌঁছে হারুন (আলাইহিস সালাম)-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমার জন্যে মঙ্গল কামনা করলেন।

এবার আমরা ষষ্ঠ আকাশের কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) দরজা খোলার জন্য অনুরোধ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? বললেন, জিবরীল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? বললেন, মুহাম্মদ [ﷺ]। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এবার আমাদের জন্যে দরজা খোলা হলো। সেখানে গিয়ে আমি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। আমার জন্যে মঙ্গল কামনা করলেন।

অত:পর আমরা সপ্তম আকাশের কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) দরজা খোলার জন্যে অনুরোধ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? বললেন, জিবরীল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ [ﷺ]। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এবার আমাদের জন্যে দরজা খোলা হলো। ওখানে গিয়ে আমি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সাক্ষাত পাই। তিনি বায়তুল মা'মুরের সাথে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। এই মসজিদে প্রত্যহ সত্তর হাজার করে ফেরেশতা প্রবেশ করেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কেউ পুনরায় সে ঘরে প্রবেশ করবেন না। অত:পর তিনি (জিবরীল আলাইহিস সালাম) আমাকে সঙ্গে নিয়ে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছলেন। (সীমান্তের মধ্যে কুল বৃক্ষ) দেখলাম উক্ত বৃক্ষের পাতা হচ্ছে হাতীর কানের মতো বৃহৎ আকারের এবং ফল হচ্ছে বড় বড় মটকের মতো ও পুরু। এমন অপরূপ রঙে তা আবৃত, আল্লাহর কোনসৃষ্ট প্রাণীর পক্ষে এর সৌন্দর্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এ সময় আল্লাহ তা'য়ালা আমার নিকট যা অহি বা নির্দেশ পাঠানোর ছিল তা পাঠালেন। আমার ওপর প্রত্যেক দিন ও রাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হলো। ফেরার পথে আমি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট পৌঁছলে, আমার

উম্মাতের ওপর আমার প্রভূ কি ফরজ করেছেন, তা জানতে চাইলেন। আমি বললাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। তিনি (মূসা আলাইহিস সালাম) বললেন, আপনার প্রভূর কাছে ফিরে যান এবং তা আরো কমিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন করুন। কেননা আপনার উম্মত এতো সালাত আদায় করতে সক্ষম হবে না। কারণ আমি বনি ইসরাঈলকে বহুবার পরীক্ষা করেছি। তারা এ দায়িত্ব সম্পাদন করতে সক্ষম হয়নি। তিনি বলেন, আমি আমার রবের কাছে ফিরে গেলাম এবং আরজ করলাম, আমার প্রভূ আমার উম্মতের ওপর থেকে কিছু দায়িত্ব কমিয়ে দিন। তখন পাঁচ ওয়াক্ত আমার থেকে কমিয়ে দিলেন। পুনরায় আমি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে গিয়ে জানালাম, তিনি আমার থেকে পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিয়েছেন। আমার কথা শুনে তিনি আবারও বললেন, আপনার উম্মত এটাও আদায় করতে সক্ষম হবে না। কাজেই আপনার প্রভূর কাছে ফিরে গিয়ে আরো কিছু কমিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন করুন।

তিনি [ﷺ] বলেনঃ এভাবে আমি কয়েকবার আমার প্রতিপালক ও মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর মাঝে যাওয়া-আসা করলাম। অবশেষে আল্লাহ বললেনঃ হে মুহাম্মদ! প্রত্যেক দিবা-রাত্রে সালাত পাঁচ ওয়াক্তই, প্রত্যেক সালাত প্রকৃত সওয়াবের দিক থেকে দশগুণ, এ হিসেবে উক্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাতের সমান। আর যে ব্যক্তি কোন একটি নেক কাজ করার ইচ্ছা করে কিন্তু তা বাস্তবে রূপায়িত করেনি, তার জন্যে একটি নেকি লিখা হয়। আর যদি তা কাজে পরিণত করে তখন তার জন্যে দশটি নেকি বা কল্যাণ লিখা হয়। এর বিপরীত যদি কোন একটি মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে, কিন্তু বাস্তবে তা পরিণত করেনি তার জন্যে কিছুই লিখা হয় না। আর যদি সে তা বাস্তবে পরিণত করে তখন তার জন্যে একটি মাত্র গোনাহ লিখা হয়। তিনি বলেনঃ পুনরায় ফেরার পথে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে পৌঁছে উল্লেখিত কথাবার্তাগুলো তাঁকে জানালে তিনি এবারও আমাকে আমার প্রভূর নিকট গিয়ে সালাত কমিয়ে আনার পরামর্শ দিলেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, আমি বললাম, আমি এ ব্যাপারে অনেক বারই আমার

প্রতিপালকের কাছে যাওয়া-আসা করেছি। সুতরাং পুনরায় এ ব্যাপার নিয়ে তাঁর কাছে যেতে লজ্জাবোধ করছি।"[১]

¿ নবী [ﷺ]-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

N M L K J I G F E D C B [

الأحزاب: ٥٦ Z P O

"আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ এই নবীর প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ কর ও বেশি বেশি সালাম পেশ কর।" [সূরা আহযাব: ৫৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি দশবার রহমত প্রেরণ করবেন।"[২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ». أحمد والنسائي.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন:"জমিনে আল্লাহ তা'য়ালার কতিপয় বিচরণকারী ফেরেশতা রয়েছেন, তারা আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আমার নিকট সালাম পৌঁছিয়ে দেয়।"[৩]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৭৫১৭, মুসলিম হাঃ নং ১৬২ শব্দগুলি তার

২. মুসলিম হাঃ নং ৪০৮

৩. হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ৩৬৬৬, নাসাঈ হাঃ নং ১২৮২, সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ২৮৫৩,

¿ নবী [ﷺ]-এর প্রতি দরুদ পাঠের পরিপূর্ণ পদ্ধতি:

« اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». متفق عليه.

উচ্চারণ: [[আল্লাহুম্মা স্বল্লি ‘আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া ‘আলাা আালি মুহাম্মাদ, কামাা স্বল্লাইতা ‘আলাা ইবরাহীম, ওয়া ‘আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ। আল্লাহুম্মা বাারিক ‘আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া ‘আলাা আালি মুহাম্মাদ, কামাা বাারকতা ‘আলাা ইবরাহীম, ওয়া ‘আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।]]

“হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ [ﷺ] ও তাঁর বংশধরের প্রতি রহমত অবতীর্ণ কর, যেমনভাবে রহমত অবতীর্ণ করেছিলে ইবরাহীম [عليه السلام] ও তাঁর বংশধরের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ [ﷺ] ও তাঁর বংশধরের প্রতি বরকত-প্রাচুর্য দান করুন যেমনভাবে রবকত দান করেছেন ইবরাহীম [عليه السلام] ও তাঁর বংশধরের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও মর্যাদাবান।”[১]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৩৩৭০, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম হাঃ নং ৪০৬।

৯ - নবী [ﷺ]-এর সাহাবীগণের ফজিলত

¿ সাহাবাগণের ফজিলতঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

) (' & % $ # " ! [

6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *

التوبة: ١٠٠ Z ; : 9 8

"যে সকল মুহাজির ও আনসার অগ্রবর্তী ও প্রথম এবং যারা একনিষ্ঠতার সাথে তাঁদের অনুসারী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আর আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে, যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, আর তা হলো মহাসফলতা।"
[সূরা তাওবাঃ ১০০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« لَـا تَـسُبُّوا أَصْحَابِي ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه ! لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ، مَـا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেনঃ "তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না। ঐ সত্ত্বার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণ দান করে তবুও তাঁদের কারো এক মুদ (প্রায় ৬২৫ মিঃ গ্রাঃ) বা অর্ধ মুদেরও সমতুল্য হবে না।"[১]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৩৬৭৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৪০ শব্দগুলি মুসলিমের

¿ আহলে বায়তের ফজিলত:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةً وَعَلَيْه مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ: « (W X Y Z [\ ] ^ _ `) ». أخرجه مسلم.

১. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] কালো চুলের ডোরাকাটা পশমী চাদর পরে বের হন। এ সময় হাসান ইবনে আলী আসলে তাকে চাদরের ভিতরে প্রবেশ করান। এরপর হুসাইন ইবনে আলী আসলে সেও তার সাথে প্রবেশ করে। অত:পর ফাতেমা আসলে তাকেও প্রবেশ করিয়ে নেন। এরপর আলী আসলে তাকেও প্রবেশ করিয়ে নেন। এরপর নিম্ন আয়াতটি পাঠ করেন: হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। [সূরা আহজাব: ৩৩]” [১]

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». متفق عليه.

২. আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমার

[১]. মুসলিম হা: নং ২৪২৪

সাথে কা'য়াব ইবনে উজরা সাক্ষাত করে বলেন: আমি কি তোমাকে একটি উপঢৌকন দিব না? নবী [ﷺ] আমাদের নিকট বের হলে আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার প্রতি সালাম পাঠের নিয়ম শিখেছি কিন্তু দরুদ পাঠ কিভাবে করব? তিনি [ﷺ] বললেন:" তোমরা বলবে: [[আল্লাহুম্মা স্বল্লি 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আলি মুহাম্মাদ, কামাা স্বল্লাইতা 'আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ, আল্লাহুম্মা বাারিক 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আালি মুহাম্মাদ, কামা বারকতা 'আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ ।]] "[১]

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ----- سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لَهُ خَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ الله خَلَّفْتَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ» قَالَ: فَتَطَاوَلْنَا لَهَا، فَقَالَ: «ادْعُوا لِي عَلِيًّا»، فَأُتِيَ بِهِ أَرْمَدَ فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ) [آل عمران/ ٦١]، دَعَا رَسُولُ الله ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي».متفق عليه.

৩. সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শনেছি। আলীকে কোন এক যুদ্ধে তিনি [ﷺ] রেখে যওয়ার সময় আলী বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে মহিলা ও শিশুদের সঙ্গে ছেড়ে যাচ্ছেন। তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] আলীকে বলেন: "হারুন (عليه السلام)-এর স্থান মূসা (عليه السلام)-এর নিকট যেমন ছিল সেরূপ তোমার স্থান আমার নিকট পছন্দ কর না?

[১]. বুখারী হা: নং ৬৩৫৭ শব্দ তারই, মুসলিম হা: নং ৪০৬

কিন্তু আমার পরে কোন নবী নেই। সাহাবী বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে খয়বারের যুদ্ধের দিন এও বলতে শনেছি। "আমি যুদ্ধে পতাকা এমন একজন ব্যক্তিকে দিব যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলও তাকে ভালবাসেন। বর্ণনাকারী বলেন: আমরা সেই পতাকা লাভের আশা করি। নবী [ﷺ] বলেন:"আমার জন্য আলীকে ডেকে নিয়ে আস। আলীকে নিয়ে আনা হলো যখন তার চোখ উঠেছিল তখন নবী [ﷺ] আলীর চোখে থুথু দিয়ে দিলেন এবং তার কিনট পতাকা অর্পণ করলেন। আল্লাহ তারই হাতে বিজয় দান করেন। আর যখন আল্লাহর বাণী:"আপনি বলুন! আস আমরা আমাদের ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের (মুহাবালা করার জন্য) আহবান করি" [সূরা আল-ইমরান: ৬১] নাজিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন [ﷺ]কে ডেকে বলেন: হে আল্লাহ! এরাই হলো আমার পরিবারের সদস্যবর্গ।"[১]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَرْحَبًا بِابْنَتِي»، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَبْكِينَ؟ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: أَسَرَّ إِلَيَّ إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ.

متفق عليه.

---

[১]. বুখারী হা: নং ৩৭০৬ ও মুসলিম হা: নং ২৪০৪ শব্দ তারই

৪. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ফাতেমা পায়ে হেটে আগমন করে। তার পদচারণ যেন নবী [ﷺ]-এর পদচরণের মতই। তখন নবী [ﷺ] বলেন: শুভ আগমন হে আমার মেয়ে। অত:পর নবী [ﷺ] তাকে তাঁর ডান অথবা বাম পার্শ্বে বসিয়ে নিয়ে গোপনে কিছু কথা বললে ফাতেমা কেঁদে ফেলে। আমি তাকে বললাম কেন কাঁদছ? এরপর নবী [ﷺ] তার সঙ্গে গোপনে কিছু কথা বললে হেসে ফেলে। আমি বললাম, আজকের মত আনন্দ ও দু:খ কোন দিন দেখিনি; তাই নবী [ﷺ] তাকে কি বললেন সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তখন ফাতেমা বলল: রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর গোপন রহস্য প্রকাশ করব না। এরপর যখন নবী [ﷺ] মারা গেলেন তখন আমি ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলে: রসূলুল্লাহ [ﷺ] গোপনে আমাকে বলেন: জিবরীল প্রতি বছর একবার করে আমার নিকট কুরআন পেশ করতেন। আর এ বছর দুইবার করে পেশ করেছেন মনে হয় আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। আর আমার পরিবারের সর্বপ্রথম তুমিই আমার সাথে মিলবে, তাই আমি ক্রন্দন করি। অত:পর তিনি [ﷺ] বলেন: আচ্ছা তুমি এতে সন্তুষ্ট নও যে জান্নাতী নারী বা মুমিনা নারীদের সরদারণী হবে; সে জন্যেই আমি হাসি।[১]

¿ চার খলীফার ফজিলত:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ:« ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا عُمَرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى سَتُصِيبُهُ فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ». متفق عليه.

[১]. বুখারী হা: নং ৩৬২৩ ও মুসলিম হা: নং ২৪৫০

১. আবু মূসা [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] এক বাগানে প্রবেশ করেন ও আমাকে বাগানের দরজায় পাহারার জন্য নির্দেশ দেন, অত:পর এক ব্যক্তি এসে অনুমতি চাইলেন, তিনি বলেন:"তাকে অনুমতি দাও ও জান্নাতের সুসংবাদ দান কর" তিনি ছিলেন আবু বকর (রা:)। অত:পর অন্য একজন এসে অনুমতি চাইলেন, তিনি বলেন: "তাকে অনুমতি দাও ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর" তিনি ছিলেন উমার (রা:)। অত:পর অন্য একজন এসে অনুমতি চাইলেন, এ সময় তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন অত:পর বলেন: তাকে অনুমতি দাও ও জান্নাতের সুসংবাদ দাও" তার প্রতি দুর্যোগ আসবে, তিনি ছিলেন উসমান ইবনে আফফান (রা:)।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَتَحَرَّكَتْ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« اهْدَأْ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَـــهِيدٌ». أخرجـه مسلم.

২. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আবু বকর, উমার, উসমান, তালহা ও জুবাইর (একবার) হিরা পাহাড়ে ছিলেন। অত:পর পাথর নড়ে উঠলে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: স্থিরতা অবলম্বন কর, তোমার উপর তো নবী, ছিদ্দীক ও শহীদ ব্যতীত আর কেউ নেই।"[২]

¿ মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ © فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ´ µ ¶ ¸ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ

১. বুখারী হাঃ নং ৩৬৯৫. শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৪০৩

২. মুসলিম হাঃ নং ২৪১৭

مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ﴿٩﴾ Z الحشر: ٨ - ٩

"(ফায় সম্পদ) ঐ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য, যারা স্বীয় ঘর-বাড়ি ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যবাদী। আর (তাদের জন্য) যারা এই নগরীতে (মদীনায়) তাদের পূর্বে স্থান গ্রহণ ও ঈমান আনয়ন করেছে এবং নিজেদের দিকে হিজরতকারীদেরকে ভালবাসে ও মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। আর তারা নিজেদের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দেয় যদিও নিজেরা তাতে বড় মুখাপেক্ষী হয়, যারা কাপর্ণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।" [সূরা হাশর: ৮-৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

] وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ´ µ ¶
¸ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ حَقّٗاۚ لَّهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ ﴿٧٤﴾ Z الأنفال: ٧٤

"আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, তারাই হলো প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা।"
[সূরা আনফাল: ৭৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যদি হিজরত না হত তাহলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত একজন হতাম। লোকেরা যদি এক উপত্যকা দিয়ে চলে আর আনসারগণ অন্য এক উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলে তবে অবশ্যই

আমি আনসারদের উপত্যকা দিয়েই চলতাম বা আনসারদের গিরিপথ দিয়েই চলতাম।”[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭২৪৪ শব্দ তারই, মুসলিম হাঃ নং ১০৫৯

২-আখলাক-চরিত্রের অধ্যায়

এতে রয়েছে:

১. উত্তম চরিত্রের ফজিলত	২. নবী [ﷺ]-এর উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা
৩. নবী [ﷺ]-এর দানশীলতা	৪. নবী [ﷺ]-এর লজ্জা
৫. নবী [ﷺ]-এর বিনয়ী ও নম্রতা	৬. নবী [ﷺ]-এর সাহসীকতা
৭. নবী [ﷺ]-এর কোমল আচরণ	৮. নবী [ﷺ]-এর ক্ষমা প্রদর্শন
৯. নবী [ﷺ]-এর দয়া	১০. নবী [ﷺ]-এর হাসি
১১. নবী [ﷺ]-এর কান্না	১২. নবী [ﷺ]-এর রাগ
১৩. নবী [ﷺ]-এর করুণা ও সহানুভূতি	১৪. নবী [ﷺ]-এর দুনিয়া বিরাগী
১৫. নবী [ﷺ]-এর ন্যায়পরায়ণতা	১৬. নবী [ﷺ]-এর সহনশীলতা
১৭. নবী [ﷺ]-এর ধৈর্য	১৮. নবী [ﷺ]-এর নসিহত
১৯. নবী [ﷺ]-এর প্রকৃতি ও স্বভাব	

8 7

[| } ~ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ

عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ

© رَّحِيمٞ ﴿١٢٨﴾ Z التوبة: ١٢٨

আল্লাহর বাণী:

“অবশ্যই তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, মুমিনদের প্রতি তিনি অনুগ্রহশীল ও পরম দয়ালু।” [সূরা তাওবা: ১২৮]

চরিত্রের অধ্যায়

এ অধ্যায়ে ঐ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ ও চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছি যার গুণে গুণান্বিত ছিলেন নবী [ﷺ] এবং সেগুলোর প্রতি আহবানও করেছেন ও তিনি স্বয়ং নিজে যে চরিত্রের মূর্তপ্রতীক ছিলেন। যাতে করে তিনি প্রত্যেক মুসলিমের জন্য উত্তম নমুনা হতে পারেন। এ ছাড়া ঐ সমস্ত গুণের অনুসরণ করে নিজে গুণান্বিত, সুশোভিত ও তা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারে। আর মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে পারে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ٢١ Z الأحزاب: ٢١

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা।" [সূরা আহযাবঃ ২১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

P O N M L K J I H G F E [

الأعراف: ١٩٩ - ٢٠٠ Z X W V U S R Q

"তুমি ক্ষমাপরায়ণতার নীতি অবলম্বন কর এবং সৎকাজের নির্দেশ দাও আর অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলো। আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।" [সূরা আরাফঃ ১৯৯-২০০]

¿ সর্বোত্তম অলংকারঃ

পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী হলো ঐ ব্যক্তি, যে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। মুমিন তার উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে

রোজাদার ও এবাদতে রাত্রি যাপনকারীর মর্যাদা পায়। সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রবান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ মুমিন যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রবান। অতএব, এ থেকেই সাব্যস্ত হয় যে, স্বর্ণ-রৌপ্য অর্জন করার চেয়ে উৎকৃষ্ট চরিত্র অর্জন করাই উত্তম।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أن رسول الله ﷺ قَالَ:« النَّاسُ مَعَــادِنُ كَمَعَــادِنِ الْفِــضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا وَالْأَرْوَاحُ جُنُــودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [﵁] হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: মানুষ স্বর্ণ-রৌপ্যের খনির মত একটি খনি। জাহেলিয়াত-বর্বরতার যুসের উত্তম ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণের পরেও উত্তম যদি তারা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করে। (রুহ জগতে) আত্মাগুলো ছিল পরস্পর মিলিত। সুতরাং (ঐ সময়) যেসব আত্মার পরস্পর পরিচয় হয়, তারা এ জগতে একত্রিত হয় এবং যারা তখন অপরিচিত ছিল (বর্তমানে) তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন।"[১]

¿ উত্তম চরিত্রের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

+ *) (' & % $ # " [

5 4 3 2 1 0 / . - ,

B A @ ? > = < ; : 9 7 6

O N M L K J I H G F E D C

[Z Y X W V U T S R Q P

-١٣٣:آل عمران Z e d c b ` _ ^] \

١٣٦

১. বুখারী: হাঃ নং ৩৪৯৩, মুসলিম: হাঃ নং ২৬৩৮ শব্দগুলি তার

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন, যা তৈরী করা হয়েছে মুত্তাকীনদের জন্য। যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবেব সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত: আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন। তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না। তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হবে প্রসবণ–যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান।" [সূরা আল-ইমরান:১৩৩-১৩৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا © خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ
سَلَٰمٗا ﴿٦٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدٗا ´ µ ¶ ¸ رَبَّنَا
ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَآءَتۡ مُسۡتَقَرّٗا
وَمُقَامٗا ﴿٦٦﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا
﴿٦٧﴾ ! " # $ % & ' ( ) * + , - .
/ 0 1 3 4 5 6 7 8 9 : ; < =
> ? @ A B C D E F G H I J
K L M O P Q R S Z الفرقان: ٦٣ – ٧٠

"রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম। আর যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও

দণ্ডায়মান হয়ে; এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ; বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা। আর তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা এই হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যের এবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের পাপকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [৬৩-৭০]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ: « إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا». متفق عليه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী [ﷺ] বলেছেন:" তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যার চরিত্র সর্বোত্তম।"[১]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ ». متفق عليه.

৪. আবু দারদা (রা:) নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: (পাপ পুন্যের) দাঁড়ি পাল্লায় উত্তম চরিত্র অপেক্ষা কোন কিছুই ভারী নয়।"[২]

---

[১]. বুখারী হা: নং৩৫৫৯ শব্দ তাঁরই মুসশি হাধ নং ২৩২১

২.হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৭৯৯, শব্দগুলি তার, তিরমিযী হাঃ নং ২০০২

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ الْقَوْمُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا». أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد.

৫. আমর ইবনে শু'আইব থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি (শু'য়াইব) তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন: "আমি তোমাদেরকে কি সংবাদ দেব না যে, তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে কে প্রিয়তম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থান করার দিক দিয়ে কে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী?" কেউ উত্তর না দিলে, তিনি দুই-তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর সবাই বলল: হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ। তিনি বলেন:"যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।"[১]

¿ সর্বোত্তম চরিত্রবান ব্যক্তি:

উত্তম চরিত্রে গুণান্বিত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সহজপন্থা হলো নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর অনুসরণ করা। যাঁর চরিত্রই ছিল কুরআন। তিনি ছিলেন সৃষ্টি ও আদর্শের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম মানুষ। যে তাঁকে বঞ্চিত করে তাকে তিনি প্রদান করেন, যে তাঁর প্রতি জুলুম করে তাকে তিনি ক্ষমা করেন। যে তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন। যে তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করে তিনি তার সাথে সদ্ব্যবহার করেন। আর এগুলিই তো উত্তম চরিত্রের মূলনীতি।

অতএব, আল্লাহ তা'য়ালা যা কিছু নবী [ﷺ]-এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন তা ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা আমাদের জন্য জরুরী। কতিপয় এমন বিষয় রয়েছে, যা নবী [ﷺ]-এর জন্য একান্তই নির্দিষ্ট সেক্ষেত্রে তাঁর সাথে কেউ অংশীদার নয়। যেমন: নবুয়াত, অহি

১.হাদীসটি সহীহ, আহমদ: হাঃ নং ৬৭৩৫, সিলসিলা সহীহা: হাঃ নং ৭৫১, বুখারী আদাবুল মুফরাদ: হাঃ নং ২৭৫

নাজিল, চারের অধিক বিবাহ, তাঁর স্ত্রীদেরকে তাঁর পরবর্তীতে বিবাহ করা হারাম এবং তাঁর সম্পত্তির মালিক না হওয়া ইত্যাদি।

নবী [ﷺ]-এর উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] k l m n o Z القلم: ٤

"আর নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

[সূরা কালাম:৪]

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ:« إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [রাঃ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] অশ্লীলভাষী ও অসদাচরণের অধিকারী ছিলেন না। তিনি বলতেন: তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে চরিত্র নৈতিকতায় সর্বোত্তম।"[১]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي: أُفٍّ وَلَا لِمَ صَنَعْتَ وَلَا أَلَّا صَنَعْتَ. متفق عليه.

৩. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর দশ বছর যাবত খেদমত করেছি। কিন্তু তিনি আমাকে কখনও "উহ্" শব্দটি বা কেন এ কাজটি করোনি কিংবা কেন এ কাজটি করেছো এরূপ বলেননি।"[২]

¿ নবী [ﷺ]-এর দানশীলতা:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَـــيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لَا. متفق عليه.

---

১. বুখারীহা: নং ৩৫৫৯, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২৩২১

২. বুখারী: হাঃ নং ৬০৩৮ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২৩০৯

১. জাবের [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "নবী [ﷺ]-এর নিকট কোন জিনিস চাওয়া হলে তিনি কখনো না বলেননি।"[১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّـــاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَة مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ، فَلَرَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَة. متفق عليه.

২. ইবনে আব্বাস [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রসূলুল্লাহ [ﷺ] ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল। আর বিশেষ করে রমজান মাসে তাঁর দানশীলতা আরো বৃদ্ধি পেত যখন জিবরীল [ﷺ] তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। জিবরীল [ﷺ] তাঁর সাথে রমজানের প্রতি রাতে সাক্ষাত করে তাঁকে কুরআন পাঠ করাতেন। নবী [ﷺ] দ্রুত প্রবাহিত বাতাসের চেয়েও উত্তম দানশীল ছিলেন।"[২]

عَنْ أنس ﷺ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِه فَقَالَ يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ. أخرجه مسلم.

৩. আনাস [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট ইসলামের নামে যা কিছু চাওয়া হত তা তিনি প্রদান করতেন। তিনি (আনাস) বলেন: একবার এক ব্যক্তি আগমন করলে তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হয়ে যাবে এমন সংখ্যক ছাগল দিলেন। অত:পর উক্ত ব্যক্তি তার গোত্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করে বলল: হে গোত্রের লোকেরা! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর; কেননা মুহাম্মদ [ﷺ] এমন দান করেন যে, দারিদ্র হওয়ার ভয় করেন না।"[৩]

---

[১]. বুখারী: হাঃ নং ৬০৩৪ শব্দগুলি তার, মুসলিম: হাঃ নং ২৩১১

[২]. বুখারী: হাঃ নং ৬, শব্দগুলি তার, মুসলিম: হাঃ নং ২৩০৮

[৩]. মুসলিম: হাঃ নং ২৩১২

¿ নবী [ﷺ]-এর লজ্জা:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ. متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বদ্ধ কুটির পর্দানাশীন কুমারীদের চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। আর যখন এমন কিছু দেখতেন যা তিনি অপছন্দ করতেন, তা তাঁর চেহারা মুবারকে আমরা বুঝতে পারতাম।"[১]

¿ নবী [ﷺ]-এর বিনয় ও নম্রতা:

عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». أخرجه البخاري.

১. উমার [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না, যেমন ঈসা ইবনে মরয়ম [ﷺ] সম্পর্কে খ্রীস্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তাঁর বান্দা, তাই তোমরা বলবে: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।"[২]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ:« يَا أُمَّ فُلَان انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا. أخرجه مسلم.

২. আনাস [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "নির্বোধ এক মহিলা বলল: হে আল্লাহর রসূল! আপনার নিকট আমার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি [ﷺ] বললেন: "হে অমুকের মা! তুমি যে কোন রাস্তায় স্থান এখতিয়ার কর,

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৬১০২ শব্দগুলি তার, মুসলিম: হাঃ নং ২৩২০
২. বুখারী: হাঃ নং ৩৪৪৫

যাতে আমি তোমার প্রয়োজন মিটাতে পারি। অত:পর তিনি উক্ত মহিলার প্রয়োজন শেষ হওয়া পর্যন্ত রাস্তার কোন স্থানে তার সাথে থাকলেন।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ». أخرجه البخاري

৩. আবু হুরাইরা [রাঃ] হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "যদি আমাকে (পশুর) বাহু অথবা পায়া খেতে ডাকা হয় তবুও তার দাওয়াত গ্রহণ করব, আর যদি আমাকে (পশুর) বাহু কিংবা পায়া হাদিয়া প্রদান করা হয়, আমি তা গ্রহণ করব।"[২]

¿ নবী [ﷺ]-এর সাহসিকতা:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا ، وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ ، فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ:« لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ قَالَ وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ». متفق عليه.

১. আনাস ইবনে মালেক [রাঃ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] সবার অপেক্ষা সুশ্রী, বেশি দানকারী ও সাহসী ছিলেন। এক রাতে মদীনাবাসী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। অত:পর কতিপয় লোক শব্দের দিকে রওয়ানা হলো। এদিকে রসূলুল্লাহ [ﷺ] আগেই শব্দের দিকে চলে যান এবং প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে রাস্তায় পান। তিনি তাঁর ঘাড়ে

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২৩২৬

২. বুখারী হাঃ নং ২৫৬৮

তরবারী নিয়ে আবু তালহার জিনবিহীন ঘোড়ার উপর আরোহণ করে ছিলেন আর বলতেছিলেন:"তোমরা ভীত হয়ো না, তোমরা ভীত হয়ো না।" অত:পর তিনি বলেন:"আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের ন্যায় দ্রুত বা এটি যেন সমুদ্রই অথচ ঘোড়াটি ছিল অদ্রুতগামী।"[১]

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا. أخرجه أحمد.

২. আলী [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমরা বদরের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর আশ্রয়ে ছিলাম। আর তিনি আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে বেশি শত্রুদের নিকটবর্তী ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সে দিন অধিকতর সাহসী।"[২]

¿ নবী [ﷺ]-এর কোমল আচরণ:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, এক বেদুইন মসজিদে পেশাব করে ফেলে। যার ফলে লোকজন তাকে মারার জন্য তার দিকে ধাবিত হলে রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাদেরকে বলেন:"তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবে ভরা এক বালতি পানি ঢেলে দাও। বস্তুত: তোমাদেরকে নমনীয়তা প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা অবলম্বনকারী হিসেবে নয়।"[৩]

---

১. বুখারী: হাঃ নং ২৯০৮, মুসলিম: হাঃ নং ২৩০৭ শব্দগুলি মুসলিমের
২. হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমাদ: হাঃ নং ৬৫৪ আহমাদ শাকের বলেন: হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।
৩. বুখারী: হাঃ নং ৬১২৮, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২৮৪

عن أَنَس بْنَ مَالك رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ: « يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا».متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন:"তোমরা (মানুষের প্রতি) সহজ করো এবং কঠিন করো না। আর লোকদেরকে শান্ত কর এবং ভাগিয়ে দিও না।"[১]

عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« يَا عَائشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفيقٌ يُحبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطي عَلَى الْعُنْف وَمَا لَا يُعْطي عَلَى مَا سوَاهُ». متفق عليه.

৩. নবী [ﷺ] এর স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"হে আয়েশা! নিশ্চয়ই আল্লাহ বিনয়ী, তিনি বিনয়তাকে পছন্দ করেন। তিনি বিনয়তার ক্ষেত্রে যা প্রদান করেন কঠোরতা এবং তা ব্যতীত অন্য কিছুতে প্রদান করেন না।"[২]

¿ নবী [ﷺ]-এর ক্ষমা প্রদর্শন:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

~ } | { z y x w v u [

عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦ © تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنۡهُمۡ إِلَّا قَلِيلًا مِّنۡهُمۡۖ ´ µ ¶ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿١٣﴾ Z المائدة: ١٣

"এতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিশাপ করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা আল্লাহর বাণীকে তার স্থা থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে উপকার লাভ করার বিষয়টি বিস্মত

১. বুখারী: হাঃ নং ৬১২৫, মুসলিম হাঃ নং ১৭৩৪

২. বুখারী: হাঃ নং ৬৯২৭, মুসলিম: হাঃ নং ২৫৯৩ শব্দগুলি মুসলিমের

হয়েছে। আপনি সর্বদা তাদের কোন না কোন প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন, তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া। অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন ও মার্জনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।" [সূরা মায়িদা: ১৩]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا. متفق عليه.

২. আয়েশা [رضي الله عنها] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে যখনই দু'টি জিনিসের একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেয়া হতো, তখন তিনি সহজটিই গ্রহণ করতেন, যদি তাতে গুনাহ না হতো। আর যদি তা গুনাহের কাজ হতো তবে তিনি তা থেকে অধিকতর দূরে অবস্থান করতেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি,তবে আল্লাহর সীমা রেখা লংঘন করা হলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রতিশোধ নিতেন।"[1]

¿ নবী [ﷺ]-এর দয়া:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

9 7 6 5 4 3 2 1 0 . - , + *) [

I H G E D C B A ? > = < ; :

آل عمران: ١٥٩ Z K J

"আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন–হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন

১. বুখারী: হাঃ নং ৩৫৬০, শব্দগুলি তার, মুসলিম: হাঃ নং ২৩২৭

এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অত:পর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন–আল্লাহ তাওয়াক্কালকারীদের ভালবাসেন।" [সূরা আল-ইমরান:১৫৯]

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا. متفق عليه.

২. আবু কাতাদা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:"নবী [ﷺ] আমাদের নিকট উমামা বিনতে আবুল আসকে ঘাড়ে নিয়ে বেরিয়ে আসলেন। অত:পর এমতাবস্থায় সালাত আদায় করলেন। যখন রুকু করেন তখন (তাকে) রেখে দেন আর যখন উঠেন তখন তাকে উঠিয়ে নেন।"[১]

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ:« مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:"রসূলুল্লাহ [ﷺ] হাসান ইবনে আলী [ﷺ]কে চুমা দেন। ঐ সময় তাঁর নিকট আকরা ইবনে হাবেস আত-তামীমী বসে ছিলেন। আকরা বলেন: আমার দশজন সন্তান আছে তাদের কাউকে চুমা দেই না। নবী [ﷺ] তার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন: "যে দয়া করে না তার প্রতিও দয়া করা হবে না।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ». متفق عليه.

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৫৯৯৬ শব্দাবলী তার, মুসলিম: হাঃ নং ৫৪৩

২. বুখারী: হাঃ নং ৫৯৯৭ শব্দাবলী তার, মুসলিম: হাঃ নং ২৩১৮

৪. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"তোমাদের কেউ যখন মানুষদের ইমামতি করে তখন যেন (সালাত) হালকা করে; কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ মানুষ থাকে। পক্ষান্তরে তোমাদের কেউ যখন নিজে সালাত আদায় করে, তখন ইচ্ছামত দীর্ঘ করবে।"[১]

عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:« يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ». متفق عليه.

৫. মা'রূর ইবনে সওয়াই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা রাবযাহ নামক স্থনে আবু যার [ﷺ]-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে ছিলাম। এ সময় তাঁর গায়ে একটি চাদর ছিল। আর অনুরূপ চাদর ছির তাঁর গোলামের গায়েও। আমরা বললাম, হে আবু যার! দু'টি চাদর একসাথে করলে জোড়া পেশাক হয়ে যেত। তিনি বলরেন: আমার ও আমার এক ভাইয়ের মাঝে কিছু কথা হয়েছিল আর তার মা ছিল অনারব; তাই আমি তাকে তার মা দ্বারা ভর্ৎসনা করি। সে নবী [ﷺ]-এর নিকট আমার বিরুদ্ধে নালিশ করে। এরপর নবী [ﷺ]-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন: আবু যার তোমার মাঝে জাহেলিয়াতের স্বভাব রয়েগেছে; আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! যে ব্যক্তি মানুষের বাবা-মাকে গালি দেয় তারা তার বাবা-মাকেও গালি দেবে। তিনি [ﷺ] বললেন: আবু যার

১. বুখারী: হাঃ নং ৭০৩, শব্দগুলি তার, মুসলিম: হাঃ নং ৪৬৭

তোমার মাঝে জাহেলিয়াতের স্বভাব রয়েগেছে;"তারা তোমাদেরই ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা তাদেরকে তাই খাওয়াবে যা তোমরা নিজেরা খাবে, তাদের তাই পরিধান করাবে, যা তোমরা পরিধান করবে। তাদের উপর ক্ষমতার বাইরে কোন কাজ চাপিয়ে দিও না। আর যদি ক্ষমতার বাইরে কোন কাজ চাপিয়ে দাও, তাহলে সে কাজে তাদেরকে সহযোগিতা কর।"[১]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ». أخرجه البخاري.

৬. আনাস [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ইহুদি বালক নবী [ﷺ]-এর খিদমত করতো। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী [ﷺ] তাকে দেখার জন্য যান। তিনি তার মাথার নিকট বসে তাকে বললেন: "তুমি ইসলাম গ্রহণ কর।" সে তখন তার নিকট উপস্থিত পিতার দিকে তাকালে পিতা তাকে বলল: আবুল কাসেম (নবী ﷺ)-এর কথা মেনে নাও, তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল। নবী [ﷺ] সেখান হতে বের হয়ে যাওয়ার সময় বললেন: "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিলেন।"[২]

¿ নবী [ﷺ]-এর হাসি:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. متفق عليه.

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৩০, মুসলিম: হাঃ নং ১৬৬১ শব্দ তাঁরই

২. বুখারী: হাঃ নং ১৩৫৬

১. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি নবী [ﷺ]কে কখনও সবগুলো দাঁত বের করে হাসতে দেখিনি যার ফলে তাঁর মুখ গহ্বর বা কণ্ঠ তালু পর্যন্ত দেখা যায়; বরং তিনি কেবল মুচকি হাসতেন।"[১]

عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مُنْـذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي . متفق عليه.

২. জাবের [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:"আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে নবী [ﷺ] আমাকে কখনও তার কাছে যেতে বাঁধা দেননি এবং যখনই তিনি আমাকে দেখেছেন তখনই মুচকি হেসে দেখেছেন।"[২]

¿ নবী [ﷺ]-এর কান্নাঃ

عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« اقْـرَأْ عَلَيَّ ؛ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ! قَالَ: نَعَمْ ، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَـةِ] W X Y Z [\ ]

^ _ ` a b c Z النساء: ٤١ قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَـإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. متفق عليه.

১. ইবনে মাসউদ [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:"নবী [ﷺ] আমাকে বললেন: "তুমি আমার প্রতি কুরআন তেলাওয়াত কর।" আমি বললাম:হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার প্রতি কুরআন তেলাওয়াত করব, অথচ কুরআন আপনার উপরই নাজিল হয়েছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ! আমি সূরা নিসা তেলাওয়াত করে যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম:"যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাজির করব এবং সকল ব্যাপারে তোমাকে সাক্ষী

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৬০৯২ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৮৯৯

২. বুখারী: হাঃ নং ৬০৮৯ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২৪৭৫

হিসেবে পেশ করব। তখন তারা কি করবে?" তখন তিনি আমাকে বললেন: "এখন তোমার যথেষ্ট হয়েছে।" আমি তখন তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু ধারা প্রবাহিত হচ্ছে।"[১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الرَّحَى مِنْ الْبُكَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه أبو داود والنسائي. وفي لفظ للنسائي:« كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ». أبوداود والنسائي.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে শিক্ষীর [রাঃ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি নবী [ﷺ]কে সালাত আদায় করতে দেখি এমতাবস্থায় তাঁর ভিতরে জাঁতা কলের শব্দের ন্যায় কান্নার শব্দ হচ্ছিল। নাসাঈ শরীফের বর্ণনায় আছে "পাতিলের পানি ফুটার ন্যায় শব্দ হচ্ছিল।"[২]

¿ আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে নবী [ﷺ]-এর রাগ:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُوَرٌ ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ ، وَقَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ». متفق عليه.

১. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বাড়িতে আমার নিকট আসলেন তখন ঘরে অনেক ছবিযুক্ত একটি পর্দা লটকানো ছিল। (এ দেখে) নবী [ﷺ]-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। অত:পর তিনি পর্দাটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: নবী [ﷺ] তখন একথাও বলেন: "যারা এসব প্রাণীর ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে সবচেয়ে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।"[৩]

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৫০৫০ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৮০০
২. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ: হাঃ নং ৯০৪, শব্দগুলি আবু দাউদের, নাসাঈ: হাঃ নং ১২১৪
৩. বুখারী: হাঃ নং ৬১০৯, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২১০৭

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ:« إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ». متفق عليه.

২. আবু মাসউদ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "এক ব্যক্তি নবী [ﷺ]-এর নিকট এসে বললো, অমুক ব্যক্তির কারণে আমি ফজরের সালাতে শরীক হই না। কারণ, সে সালাত অনেক দীর্ঘায়িত করে। আবু মাসউদ [ﷺ] বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে সেদিন উপদেশ দানকালে যতটা রাগ করতে দেখেছি ততটা রাগ আর কোন দিন দেখিনি। তিনি বললেন: হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে সালাত থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই তোমাদের যারা সালাতের ইমামতি করবে তারা যেন সালাত সংক্ষিপ্ত করে। কেননা মুসল্লীদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ এবং ব্যস্ত লোকও থাকে।"[১]

¿ উম্মতের প্রতি নবী [ﷺ]-এর করুণা ও সহানুভূতি:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[| | } ~ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ © رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ Z التوبة: ١٢٨

"অবশ্যই তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, মুমিনদের প্রতি তিনি অনুগ্রহশীল ও পরম দয়ালু।" [সূরা তাওবা: ১২৮]

১. বুখারী: হাঃ নং ৬১১০, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৪৬৬

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنْ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي». أخرجه مسلم.

২. জাবের [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আমার ও তোমাদের মধ্যের দৃষ্টান্ত হলো, ঐ ব্যক্তির মত যে আগুন প্রজ্জলিত করল। অত:পর তাতে কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় পতিত হতে শুরু করল। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি সেগুলোকে আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। অনুরূপ আমি জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষার জন্য তোমাদের কমর ধরে টানছি আর তোমরা আমার হাত হতে ছুটে পালাচ্ছ।"[১]

¿ জনগণের সাথে নবী [ﷺ]-এর বিনোদনতা:

عن أَنَسِ بْنَ مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ:كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ« يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:"নবী [ﷺ] আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন, এমনকি আমার ছোট ভাইকে বলেন: ওহে আবু উমাইর! তোমার নুগাইর (পাখীর বাচ্চাটি) কি হয়েছে?"[২]

¿ নবী [ﷺ]-এর দুনিয়া বিরাগী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: « اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলতেন: "হে আল্লাহ! মুহাম্মদের বংশধরের প্রয়োজনীয় রিজিক দান করুন।"[৩]

---

১. মুসলিম: হাঃ নং ২২৮৫
২. বুখারী: হাঃ নং ৬১২৯, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ১০৫৫
৩. বুখারী: হাঃ নং ৬৪৬০ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ১০৫৫

عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدمَ الْمَدِينَةَ منْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ. متفق عليه.

২. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:"মুহাম্মদ [ﷺ]-এর পরিবার মদীনায় আসার পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত একাধারে তিন দিন গমের খাবার পেট পুরে খাননি।"[১]

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: وَاللَّه يَا ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ قَالَ قُلْتُ يَا خَالَةُ: فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ ؟ قَالَتْ: الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيرَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَسْقِينَاهُ. متفق عليه.

৩. উরওয়া (রহ:) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন: "ভাগিনা, আল্লাহর শপথ! আমরা নতুন চাঁদ দেখতাম, আবার নতুন চাঁদ দেখতাম। অত:পর নতুন চাঁদ দেখতাম। এভাবে দু'মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম; কিন্তু রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কোন ঘরে চুলায় আগুন জ্বালানো হতো না। উরওয়া বলেন: আমি জিজ্ঞাসা করলাম খালা! তাহলে কি দ্বারা আপনাদের জীবিকা চলত? তিনি উত্তরে বলেন: দু'টি কালো জিনিস: খেজুর ও পানি। আর এ ছাড়া রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কয়েক ঘর আনসারী প্রতিবেশী ছিল। তাদের কতিপয় দানের দুধাল উষ্ট্রী ও ছাগল ছিল। তারা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর জন্য দুধ পাঠাত যা হতে তিনি আমাদের পান করাতেন।"[২]

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৫৪১৬, মুসলিম: হাঃ নং ২৯৭০ শব্দগুলি মুসলিমের

২. বুখারী: হাঃ নং ২৫৬৭, মুসলিম: হাঃ নং ২৯৭২ শব্দগুলি মুসলিমের

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ﷺ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عنْــدَ مَوْته دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْــضَاءَ وَسِــلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. أخرجه البخاري.

৪. আমর ইবনে হারেছ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর মৃত্যুকালে দিনার, দিরহাম ও দাস-দাসী কিছুই ছেড়ে যাননি। শুধু মাত্র একটি সাদা রঙ্গের খচ্চর ও তাঁর অস্ত্র। আর কিছু ভূমি যা দান করে দিয়েছিলেন।"[১]

¿ নবী [ﷺ]-এর ন্যায়পরায়ণতা:

عَنْ عَائشَةَ رَضيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَة الْمَخْزُومِيَّة الَّتِي سَرَقَتْ -وفيه-: فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ منْ حُدُود اللَّه ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ:« إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْه الْحَدَّ وَايْمُ اللَّه لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». متفق عليه.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত: মাখযুমী গোত্রের এক মহিলার চুরি করার ব্যাপার কুরাইশদেরকে উদ্বিগ্ন করে তুলে।....... (এতে আছে) উসামা নবী [ﷺ]-এর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললে। তিনি [ﷺ] বলেন: তুমি আল্লাহর নির্ধারিত সাজা মওকুফের সুপারিশ করছ?" অত:পর নবী [ﷺ] দাঁড়িয়ে খুৎবায় বললেন:"তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহকে ধ্বংস করেছে; কারণ তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে কোন গরিব-অসহায় ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর দণ্ডবিধি কায়েম করত। আল্লাহর শপথ! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।"[২]

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৪৪৬১

২. বুখারী: হাঃ নং ৩৪৭৫ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ১৬৮৮

¿ নবী [ﷺ]-এর সহনশীলতা:

عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لرَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّه هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ منْ يَوْم أُحُد ؟ فَقَالَ:« لَقَدْ لَقيتُ منْ قَوْمك وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقيتُ منْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَة إذْ عَرَضْتُ نَفْسي عَلَى ابْن عَبْد يَاليلَ بْن عَبْد كُلَال فَلَمْ يُجبْني إلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهي فَلَمْ أَسْتَفقْ إلَّا بقَرْن الثَّعَالب فَرَفَعْتُ رَأْسي فَإذَا أَنَا بسَحَابَة قَدْ أَظَلَّتْني فَنَظَرْتُ فَإذَا فيهَا جبْريلُ. فَنَادَاني فَقَالَ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمعَ قَوْلَ قَوْمكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إلَيْكَ مَلَكَ الْجبَال لتَأْمُرَهُ بمَا شئْتَ فيهمْ قَالَ فَنَادَاني مَلَكُ الْجبَال وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إنَّ اللَّهَ قَدْ سَمعَ قَوْلَ قَوْمكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجبَال وَقَدْ بَعَثَني رَبُّكَ إلَيْكَ لتَأْمُرَني بأَمْركَ فَمَا شئْتَ إنْ شئْتَ أَنْ أُطْبقَ عَلَيْهمْ الْأَخْشَبَيْن . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرجَ اللَّهُ منْ أَصْلَابهمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْركُ به شَيْئًا». متفق عليه.

নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: “হে আল্লাহর রসূল! উহুদের দিনের চাইতেও অধিক বিপদের কোন দিন আপনার প্রতি ঘটেছিল কি? তিনি বলেন: হ্যাঁ, তোমার স্বগোত্রের পক্ষ থেকে সম্মুখীন হয়েছিলাম। আর আকাবার দিন তাদের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম। যখন (তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে) নিজেকে ইবনে আবদে ইয়ালিল ইবনে আবদে কুলালের নিকট (তায়েফে) পেশ করলাম। আমি যা চেয়েছিলাম তাতে কোন সাড়া দেয়নি। আমি সেখান থেকে বিষন্ন চেহারায় প্রস্থান করলাম। অবশেষে ‘কারনুল ছা‘আলাব’ নামক স্থানে এসে পৌঁছলে আমার জ্ঞান ফিরে আসে। অত:পর মাথা উঠিয়ে দেখি আমি একখণ্ড মেঘের ছায়ার নিচে। সেদিকে তাকিয়ে দেখি তন্মধ্যে জিবরীল। তিনি আমাকে ডেকে বললেন: আপনার জাতি আপনাকে যা বলেছে এবং জবাব দিয়েছে, আল্লাহ

তা'য়ালা তা শুনেছেন। তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন, তাদের ব্যাপার আপনার যা ইচ্ছা নির্দেশ করুন। তিনি বলেন: এরপর আমাকে পাহাড়ের ফেরেশতা সালাম দিয়ে বললেন: হে মুহাম্মদ! আপনার জাতি আপনাকে কি বলেছে আল্লাহ তা শুনেছেন। আমি পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে আপনার প্রতিপালক আপনার নিকট পাঠিয়েছেন; যাতে করে আপনি যা ইচ্ছা আমাকে আদেশ করেন। যদি আপনি চান তবে "আখশাবাইন" দু'পাহাড়কে তাদের উপর চাপিয়ে দিব। জবাবে তিনি [ﷺ] বলেন: "বরং আশা করি আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ঔরস থেকে এমন সন্তান বের করবেন, যারা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করবে ও তার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না।"[১]

¿ নবী [ﷺ]-এর ধৈর্য:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

- , *) (' & % $ # " ! [

= < ; : 9 8 7 6 5 3 2 1 0 / .

> ? @ A Z الكهف: ٢٨

"আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল-সন্ধায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না।"
[সূরা কাহাফ:২৮]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَقَالَ

১. বুখারীহাঃ নং ৩২৩১ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭৯৫ শব্দগুলি মুসলিমের

رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَان منْكُمْ» قَالَ فَقُلْتُ ذَلكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« أَجَلْ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি নবী [ﷺ]-এর নিকট প্রবেশ করলাম, তখন তিনি অসুস্থ। আমি তাঁর শরীরে হাত দিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার শরীরে অত্যন্ত জ্বর। তিনি বললেন: হ্যাঁ, তোমাদের দু'জনের সমান জ্বরে পতিত হয়েছি। (বর্ণনাকারী) বলেন আমি বললাম: তাহলে এতে আপনার দ্বিগুণ সওয়াব। তিনি বললেন: হ্যাঁ।"[১]

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ ﷺ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ في ظلِّ الْكَعْبَة فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو لَنَا فَقَالَ:« قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ في الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فيهَا فَيُجَاءُ بِالْمنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسه فَيُجْعَلُ نصْفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاط الْحَديد مَا دُونَ لَحْمه وَعَظْمه فَمَا يَصُدُّهُ ذَلكَ عَنْ دينه وَاللَّه لَيَتمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسيرَ الرَّاكبُ منْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمه وَلَكنَّكُمْ تَسْتَعْجلُونَ ». أخرجه البخاري.

৩. খাব্বাব ইবনে আরত (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট এমন মুহূর্তে অভিযোগ করলাম, যখন তিনি কাবা ঘরের ছায়ায় চাদর দিয়ে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম করছিলেন। আমরা বললাম: আপনি আমাদের জন্য কি সাহায্য কামনা করবেন না? আমাদের জন্য কি দোয়া করবেন না? তিনি বলেন: দেখ! তোমাদের পূর্বের যারা ঈমানদার ছিল (তাদের প্রতি এমন নির্যাতন হতো যে) তাদের কাউকে ধরে জমিনে গর্ত করে পুঁতে দেয়া হত। অত:পর তার

১. বুখারী হাঃ নং ৫৬৬৭ ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৭১

মাথায় করাত রেখে দ্বিখণ্ডিত করা হত। আর লোহার চিরুনি দ্বারা শরীরের গোশত ও হাড় পৃথক করা হত। কিন্তু এমন নির্মম অত্যাচারও তাকে দ্বীন থেকে বিরত করতে পারেনি। আল্লাহর শপথ! এই দ্বীন পূর্ণতা লাভ করবে, এমনকি ভ্রমণকারী সান'আ থেকে হাজরা মাউত পর্যন্ত নির্বিঘ্নে ভ্রমন করবে; কিন্তু আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে ভয় পাবে না। আর মেষপালের জন্য একমাত্র বাঘের ভয় বাকি থাকবে; কিন্তু তোমরা আসলে তাড়াহুড়া করছ।"[১]

নবী [ﷺ]-এর নসিহত:

كَانَ ﷺ يَــقُولُ: «لَوْ تَعْلَـمُونَ مَا أَعْلَـمُ لَضَحِكْتُـمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُـمْ كَــثِيراً». متفق عليه.

নবী [ﷺ] বলতেন:"আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে কম করে হাসতে এবং বেশি করে কাঁদতে।"[২]

وَكَانَ ﷺ يَــقُولُ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ». أخرجه الترمذي والنسائي.

নবী [ﷺ] বলতেন: "মৃত্যুকে তোমরা বেশি বেশি স্মরণ কর।"[৩]

وَكَانَ ﷺ يَــقُولُ: «لا يَــحِلُّ لِــمُسْلِــمٍ أَنْ يَــهْجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَــلاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُــعْرِضُ هَذَا، وَيُــعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُــمَا الَّــذِي يَبْــدَأُ بِالسَّلامِ». متفق عليه.

নবী [ﷺ] বলতেন:"কোন মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথা বলা বন্ধ রাখা উচিত নয়। দুইজনের সাক্ষাত হলে একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এদের মাঝে উত্তম ব্যক্তি হলো যে সর্বপ্রথম সালাম দেয়।"[৪]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬৯৪৩

২. বুখারী হা: নং ৪৬২১ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ২৩৫৯

৩. হাদীসটি হাসান-সহীহ, তিরমিযী হা: নং ২৩০৭ নাসাঈ হা: নং ১৮২৪

৪. বুখারী হা: নং ৬২৩৭ মুসলিম হা: নং ২৫৬০ শব্দ তারই

وَكَانَ ﷺ يَقُولُ: «إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيث، وَلا تَحَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ الله إخْوَاناً». متفق عليه.

নবী [ﷺ] বলতেন:"তোমরা কুধারনা করা থেকে বিরত থাক; কারণ কুধারনা করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা অন্যের দোষ-ত্রুটি খোঁজ কর না, গোয়েন্দাগিরি কর না, একে অন্যের চেয়ে দাম বেশি বল না, আপোসে হিংসা কর না, একে অপরকে ঘৃণা করা না, একে অপরকে পশ্চাদ দেখাবে না (সম্পর্ক ছিন্ন করবে না)। আর আপোসে সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও।"[১]

وَكَانَ ﷺ يَقُولُ: «لا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلا شُهَدَاءَ يَومَ القِيَامَةِ». أخرجه مسلم.

নবী [ﷺ] বলতেন:"অভিশাপকারীরা কিয়ামতের দিন না সুপারিশকারী হবে আর না হবে সাক্ষীদাতা।"[২]

وَكَانَ ﷺ يَقُولُ: «... مِنْ شِرَارِ النَّاس ذَا الوَجْهَين، الَّذي يَأْتي هَؤُلاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاءِ بِوَجْهٍ». متفق عليه.

নবী [ﷺ] বলতেন:"দুই মুখের মানুষ (চোগলখোর) সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ। যে এর নিকট এক চেহারা নিয়ে আসে এবং অপর জনের নিকট আরেক চেহারা নিয়ে আসে।"[৩]

وكان ﷺ يقول: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ في حَاجَة أخيه كَانَ الله في حَاجَتِه، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ». متفق عليه.

---

[১]. বুখারী হা: নং ৬০৬৬ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ২৫৬৩

[২]. মুসলিম হা: নং ২৫৯৮

[৩]. বুখারী হা: নং ৬০৫৮ মুসলিম হা: নং ২৫২৬ শব্দ তারই

¿ নবী [ﷺ] বলতেন:"এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি জুলুম করবে না এবং কোন শত্রুর নিকট সোপর্দ করবে না। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে আল্লাহও তার প্রয়োজন পুরা করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের বিপদ দূর করে আল্লাহ তার কিয়ামতের বিপদসমূহের বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার সব দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন।"[১]

¿ وكان ﷺ يقول: «اتَّقُوا الظُّلْـمَ، فَإِنَّ الظُّلْـمَ ظُلُـمَاتٌ يَـوْمَ القِيَامَـةِ. وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَـمَلَـهُـمْ عَلَـى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُـمْ وَاسْتَـحَلُّوا مَـحَارِمَهُـمْ». أخرجه مسلم.

¿ নবী [ﷺ] বলতেন: "জুলুম করা থেকে তোমরা বিরত থাক; কারণ কিয়ামতের দিন জুলুমের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর তোমরা অতি লোভ-লালসা করা থেকে ভয় কর; কারণ লোভ-লালসা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিকে ধ্বংস করেছিল। অতি লোভ তাদেরকে খুন-খারাবী ও হারাম জিনিসকে হালাল করতে উৎসাহিত করেছিল।"[২]

¿ وكان ﷺ يقول:«إِذَا رَأَيْتُـمُ المَدَّاحِينَ، فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِـمُ التُّـرَابَ». أخرجه مسلم.

¿ নবী [ﷺ] বলতেন:"যখন তোমরা সামনে প্রসংশাকারীদের দেখবে তখন তাদের মুখের উপর মাটি ছুড়ে মারবে।"[৩]

¿ وكان ﷺ يقول: «لا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ اللهُ أَعْلَـمُ بِأَهْلِ البِرِّ مِنْكُمْ». أخرجه مسلم.

¿ নবী [ﷺ] বলতেন:"তোমরা নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা কর না।

[১]. বুখারী হা: নং ২৪৪২ শব্দ তাইর মুসলিম হা: নং ২৫৮০

[২]. মুসলিম হা: নং ২৫৭৮

[৩]. মুসলিম হা: নং ৩০০২

আল্লাহই তোমাদের মধ্যের সৎলোকদের বেশি অবগত।"[১]

وكان ﷺ يقول: «لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي». متفق عليه.

নবী [ﷺ] বলতেন:"কোন বিপদ নাজিল হলে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। আর যদি মৃত্যু কামনা করতেই হয় তাহলে বলবে: আল্লাহুম্মা আহ্য়িনী মাা কানাতিল হায়াতু খাইরাল্লী, ওয়া তাওয়াফ্ফানী ইযাা কানাতিল ওয়াাফাতু খাইরাল্লী।"[২]

وكان ﷺ يقول: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ». أخرجه مسلم.

নবী [ﷺ] বলতেন:"তোমাদের মাঝে যে তার ভাইয়ের উপকার করতে পারে সে যেন তা করে।"[৩]

وكان ﷺ يقول: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ». متفق عليه.

নবী [ﷺ] বলতেন: "যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে আর না হয় চুপ থাকে। যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে যে যেন তার মেহমানকে সমাদর করে।"[৪]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২১৪২
[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৩৫১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২৬৮০
[৩]. মুসলিম হাঃ নং ২১৯৯
[৪]. বুখারী হাঃ নং ৬৪৭৫ শব্দ তাইর মুসলিম হাঃ নং ৪৭

নবী [ﷺ]-এর প্রকৃতি ও স্বভাব

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ وَلَا بِالْقَصِيرِ». متفق عليه.

- "রসূলুল্লাহর [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর চেহারা ছিল মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং তিনি ছিলেন সর্বোত্তম আখলাক-চরিত্রের অধিকারী। তিনি অধিক লম্বা ছিলেন না এবং বেঁটেও ছিলেন না।" [১]

و « كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا». أخرجه البخاري.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন কোন কথা বলতেন তখন তা বুঝার সুবিধার্থে তিনবার বলতেন। আর যখন তিনি কোন গোত্রের নিকট এসে সালাম দিতেন, তখন তাদের প্রতি তিনবার সালাম দিতেন।"[২]

وكان ﷺ إذا رَاعَهُ شَيْءٌ قَالَ:« هُوَ الَّذِي رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا». أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة

- "যখন নবী [ﷺ] কোন কিছুতে ভয় অনুভব করতেন তখন তিনি বলতেন: তিনিই আমার প্রতিপালক, আমি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করি না।"[৩]

---

১. বুখারী ও মুসলিমঃ বুখারী হাঃ নং ৩৫৪৯, শব্দগুলি বুখারীর। মুসলিমহাঃ নং ২৩৩৭

২. বুখারী হাঃ নং ৯৫

৩. হাদীস সহীহ, নাসাঈ তাঁর "আমালুল ইয়াম ওয়াল লাইলাহ" তে বর্ণনা করেছেন হাদীস হাঃ নং ৬৫৭, শায়খ আলবানীর সিলসিলাহ সহীহা হাঃ নং ২০৭০

« كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَمٍ وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ». متفق عليه.

- "রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর বিছানা ছিল চামড়ার। আর তার ভিতরের ভরাট ছিল খেজুর গাছের আঁশ বা ছাল।"[১]

و«كَانَ ﷺ رَحِيمًا، وَكَانَ لاَ يَأْتِيهِ أَحَدٌ إِلاَّ وَعَدَهُ وَأَنْجَزَ لَهُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ». أخرجه البخاري في الأدب المفرد

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ছিলেন দয়ালু এবং তাঁর নিকট যেই আসত তাকে কথা দিতেন ও যদি তাঁর নিকট থাকতো, তবে তাকে প্রদান করতেন।"[২]

« كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ». أخرجه أبو داود.

- "রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর কথা ছিল সুস্পষ্ট, যেই তাঁর কথা শুনতো বুঝতে পারতো।"[৩]

و« كَانَ لاَ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ أَوْ سَكَتَ». أخرجه الحاكم.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি তা প্রদান করতেন অথবা চুপ থাকতেন।"[৪]

و« كَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ». أخرجه أحمد

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬৪৫৬, মুসলিম হাঃ নং ২০৮২ শব্দগুলি মুসলিমের

২. বুখারীর আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীস হাঃ নং ২৮১, সহীহ আদাবুল মুফরাদ হাদীস হাঃ নং ২১২, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাদীস হাঃ নং ২০৯৪

৩. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৮৩৯

৪. হাদীসটি সহীহ, হাকেম হাঃ নং ২৫৯১, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ২১০৯

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সর্বদায় মিসওয়াক সাথে করে ঘুমাতেন। আর যখন জাগ্রত হতেন তখন প্রথমে মিসওয়াক করতেন।"[১]

و« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُزْجِي الضَّعِيفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُمْ». أخرجه أبو داود.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] চলার সময় পিছনে পিছনে চলতেন; কারণ যাতে করে দুর্বলদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন, প্রয়োজনে বাহনের পিছনে বসিয়ে নিতে পারেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন।"[২]

و« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ ». أخرجه البخاري.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন ঠাণ্ডা বেশি পড়ত তখন যোহরের সালাত তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াক্তে) আদায় করতেন এবং যখন গরম বেশি পড়ত তখন ঠাণ্ডা করে (দেরী করে) সালাত আদায় করতেন।"[৩]

و« كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ ». متفق عليه.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন কোন অসুবিধা বোধ করতেন তখন "মু'আওবেযাত" তথা আশ্রয় চাওয়ার সূরা (ইখলাস, ফালাক ও নাস) পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে উক্ত হাত শরীরে মুছতেন।"[৪]

و« كَانَ إذا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَ وِتْرًا وَإِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمِرْ وِتْرًا» أخرجه أحمد.

---

১. হাদীসটি হাসান, আহমদ হাঃ নং ৫৯৭৯, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ২১১১
২. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ২৬৩৯
৩. বুখারী হাঃ নং ৯০৬
৪. বুখারী হাঃ নং ৪৪৩৯, মুসলিম হাঃ নং ২১৯২, শব্দগুলি তার

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন সুরমা ব্যবহার করতেন তখন বেজোড় করে ব্যবহার করতেন এবং যখন (পেশাব-পায়খা করার পরে পরিস্কারের জন্য) ঢিলা ব্যবহার করতেন তখন বেজোড় ঢিল ব্যবহার করতেন।"[১]

و« كَانَ تُعْجِبُهُ الرِّيْحُ الطَّيِّبَةُ ». أخرجه أحمد وأبو داود.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সুগন্ধি পছন্দ করতেন।"[২]

و« كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

- "যখন নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট আনন্দময় বিষয় আসত তখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'য়ালার কৃতজ্ঞতার জন্যে সেজদায় পড়ে যেতেন।"[৩]

و« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى». أخرجه أحمد وأبوداود.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে যখন কোন বিষয় চিন্তায় ফেলত তখন তিনি সালাত শুরু করে দিতেন।"[৪]

و« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ». أخرجه مسلم.

---

১. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৭৫৬২, দেখুনঃ সহীহ জামে' হাঃ নং ৪৬৮০

২. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২৬৩৬৪, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ২১৩৬, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০৭৪

৩. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ১৫৭৮ ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৩৯৪ শব্দগুলি তার

৪. হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ২৩৬৮৮ ও আবু দাউদ হাঃ নং ১৩১৯

- "রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন খুতবা দিতেন, তখন তাঁর চক্ষুদয় লাল হয়ে যেত, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তাঁর রাগ বেড়ে যেত। এমনকি মনে হতো তিনি যেন শত্রু বাহিনী থেকে সতর্ক করে বলছেন: তোমরা সকালেই আক্রান্ত হবে, তোমরা সন্ধ্যায়ই আক্রান্ত হবে।"[১]

و «كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ». أخرجه مسلم.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন গৃহে প্রবেশ করতেন তখন সর্বপ্রথম মেসওয়াক করতেন।"[২]

و«كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَعَا بَدَأَ بِنَفْسِهِ ». أخرجه أبو داود.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন দু'আ করতেন তখন প্রথমে নিজের জন্য করতেন।"[৩]

وَ« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ ». متفق عليه.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে যখন আনন্দিত করা হতো তাঁর চেহারা উজ্জল হয়ে যেত, যেন তাঁর চেহারা এক খণ্ড চাঁদের টুকরা।"[৪]

و« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ». أخرجه الترمذي.

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৮৬৭
২. মুসলিম হাঃ নং ২৫৩
৩. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৯৮৪
৪. বুখারী হাঃ নং ৩৫৫৬, মুসলিম হাঃ নং ২৭৬৯ শব্দগুলি তাঁর

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে যখন কোন জিনিস বিপদগ্রস্ত করত কখন তিনি বলতেন: "ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ূমু বিরহমাতিকা আসতাগীস" (হে চিরঞ্জীব হে সর্বসত্তার ধারক, তোমার রহমতের অসিলায় সাহায্যের আবেদন করছি।)"[১]

و«كان ﷺ يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ ». أخرجه مسلم

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] থেমে থেমে, ধীরে ধীরে (কুরআন) তেলাওয়াত করতেন। আর তসবিহ্ উল্লেখ আছে এমন কোন আয়াত যখন তেলাওয়াত করতেন তখন তসবিহ পাঠ করতেন। আর যখন কোন কিছু চাওয়া প্রার্থনার আয়াত পড়তেন তখন প্রার্থনা করতেন এবং যখন আশ্রয় প্রার্থনা করার কোন আয়াত পড়তেন তখন আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।"[২]

و« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ». أخرجه مسلم.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর পরিবারের কেউ যখন অসুস্থ হতো তখন তাকে মু'আওবেযাত তথা আশ্রয় চাওয়ার সূরা পড়ে ফুঁক দিতেন।"[৩]

و« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ ». أخرجه أحمد والترمذي.

---

১. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ৩৫২৪

২. মুসলিম হাঃ নং ৭৭২

৩. মুসলিম হাঃ নং ২১৯২

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ঈদুল ফিতরে না খেয়ে বের হতেন না এবং ঈদুল আযহায় (কুরবনির ঈদে) সালাত আদায় না করে খেতেন না।"[১]

و« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ ». أخرجه الترمذي

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ভবিষ্যতের জন্য কিছুই জমা রাখতেন না।"[২]

و« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ». متفق عليه.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] স্ত্রীদের সাথে হায়েয অবস্থায় কাপড়ের উপর দিয়ে জড়াজড়ি করতেন।"[৩]

و« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ». أخرجه الترمذي والنسائي.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সিয়ামের (রোজার) অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন।"[৪]

و« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِه وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ». متفق عليه.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জনে এমন কি প্রত্যেক কাজে ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।"[১]

---

১. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২৩৩৭১, তিরমিযী হাঃ নং ৫৪২ শব্দগুলি তার
২. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৩৬২
৩. বুখারী হাঃ নং ৩০৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২৯৪ আর শব্দগুলি তার
৪. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ৭৪৫ শব্দগুলি তার ও নাসাঈ হাঃ নং ২৩৬১

و« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِه». أخرجه مسلم.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর জিকির করতেন।"[২]

وقال كَعْبَ بْنَ مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :«لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ». أخرجه البخاري.

- ক্বাব ইবনে মালেক (রা:) বলেন: "রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বৃহস্পতিবার ব্যতীত অন্য দিন খুব কমই সফর করতেন।"[৩]

و« كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَته حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ». أخرجه البخاري.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর বাহনের উপর (নফল) সালাত আদায় করতেন। চাই বাহনের মুখ যেদিকেই থাক না কেন। কিন্তু যখন ফরজ সালাত আদায় করার ইচ্ছা করতেন তখন নেমে কিবলামুখী হতেন।"[৪]

و«كَانَ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِه ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ ». أخرجه النسائي وابن ماجه.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমা দিতেন। অত:পর (নতুন করে) ওযু না করেই সালাত আদায় করতেন।"[৫]

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৬৮ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৮
২. মুসলিম হাঃ নং ৩৭৩
৩ . বুখারী হাঃ নং ২৯৪৯
৪. বুখারী হাঃ নং ৪০০
৫. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ১৭০ শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৫০২

و« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ ». متفق عليه.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুমা দিতেন ও গায়ে গা লাগাতেন। তবে তিনি তাঁর প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণে তোমাদের চেয়ে অধিক সক্ষম ছিলেন।"[১]

و« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً». متفق عليه.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সফর থেকে এসে কখনও রাতে পরিবারের নিকট গমন করতেন না। তিনি সকালে কিংবা বিকালে আগমন করতেন।"[২]

و« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ ». متفق عليه.

- "রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মধু ও মিষ্টি পছন্দ করতেন। আর আসর সালাতের পর যখন তিনি ফিরতেন তখন স্ত্রীদের নিকট আগমন করতেন। অত:পর তাদের যে কোন একজনের নিকট যেতেন।"[৩]

و« كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصُ ». أخرجه أبو داود والترمذي

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৯২৭ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১১০৬
২. বুখারী হাঃ নং ১৮০০ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৯২৮
৩. বুখারী হাঃ নং ৫২৬৮ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৪৭৪

- "রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর প্রিয় বস্ত্র ছিল, কামীস তথা জামা।"[১]

وَ« كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ». أخرجه أحمد والنسائي

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন হাজাত পূরণ তথা পেশাব-পায়খানা করার ইচ্ছা করতেন তখন দূরে যেতেন।"[২]

و« كَانَ ﷺ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ». متفق عليه.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দিনের চাশতের সময় সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন। আর যখন আগমন করতেন তখন প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত সালাত আদায় করে সেখানে বসতেন।"[৩]

و« كَانَ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ ». أخرجه أبو داود والنسائي.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সিবতী জুতা পরিধান করতেন এবং দাড়ি অরস ও জাফরান দ্বারা হলুদ রঙ করতেন।"[৪]

و« كَانَ ﷺ يُوجِزُ فِي الصَّلَاةِ وَيُتِمُّ». أخرجه مسلم.

"নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সংক্ষিপ্তভাবে পরিপূর্ণতার সাথে সালাত আদায় করতেন।"[৫]

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০২৫ ও তিরমিযী হাঃ নং ১৭৬২
২. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৫৭৪৬, সিলসিলা সহীহ হাঃ নং ১১৫৯ ও নাসাঈ হাঃ নং ১৬
৩. বুখারী হাঃ নং ৩০৮৮ ও মুসলিম হাঃ নং ৭১৬ শব্দগুলি তার
৪. মুসলিম হাঃ নং ৪৬৯
৫. মুসলিম হাঃ নং ৬৭০

و« كَانَ ﷺ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ ». أخرجه مسلم.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যে মুসাল্লায় ফজরের সালাত আদায় করতেন সেখানেই সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতেন। অত:পর যখন সূর্যোদয় হতো তখন উঠতেন।"[১]

و « كَانَ ﷺ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِه ».متفق عليه.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মাঝারি গঠনের ছিলেন, তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থল ছিল প্রশস্ত। তাঁর মাথার চুল দুই কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছত।"[২]

و« كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلًا لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلَا الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِه».متفق عليه.

- "রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর চুল না একেবারে সোজা আর না অধিক কোঁকড়ানো ছিল। (বরং এ দুই অবস্থার মাঝামাঝি ছিল) এবং তা তাঁর উভয় কান ও ঘাড়ের মাঝ বরাবর ঝুলন্ত ছিল।"[৩]

و« كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ فِضَّةٍ يَتَخَتَّمُ بِهِ فِي يَمِينِهِ ». أخرجه النسائي.

---

১. বুখারী হাঃ নং ৩৫৫১ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৩৩৭
২. বুখারী হাঃ নং ৩৫৫১ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৩৩৭
৩. বুখারী হাঃ নং ৫৯০৫ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৩৩৮

- "রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]- এর রূপার আংটি ছিল, যা তিনি তাঁর ডান হাতে ব্যবহার করতেন।"[১]

و«كَانَ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ ». أخرجه الترمذي والنسائي.

- "রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] গোসলের পর আর ওযু করতেন না।" (ওযু করে গোসল করতেন।)[২]

و«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ». أخرجه أبو داود والنسائي.

- "রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এক "মুদ" (প্রায় ৬২৫ মি: লি:) পানি দ্বারা ওযু করতেন এবং এক "সা" (প্রায় ২.৭৫ লিটার) পানি দ্বারা গোসল করতেন।"[৩]

و« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ مِنْ هَذِهِ الْجُمُعَةِ وَالِاثْنَيْنِ مِنْ الْمُقْبِلَةِ». أخرجه أبو داود والنسائي.

- "রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখতেন: সোমবার ও এ জুমার বৃহস্পতিবার এবং পরের জুমার সোমবার।"[৪]

و« كَانَ ﷺ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ ».متفق عليه.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] প্রথম রাতে ঘুমাতেন ও শেষরাতে জাগতেন।"[৫]

---

১. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ৫১৯৭
২. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ১০৭ ও নাসাঈ হাঃ নং ৪৩০ এ শব্দগুলি তার
৩. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৯২ ও নাসাঈ হাঃ নং ৩৪৭ এ শব্দগুলি তার
৪. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ২৪৫১ ও নাসাঈ হাঃ নং ২৩৬৫ এ শব্দগুলি তার
৫. বুখারী হাঃ নং ১১৪৬ ও মুসলিম হাঃ নং ৭৩৯ শব্দগুলি তার

و« كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَبِيتُ اللَّيَالِي الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ ». أخرجه أحمد والترمذي.

- "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কখনও কখনও এমন অবস্থায় একাধিক রাত্রি যাপন করতেন যে, তাঁর পরিবারের জন্য রাতের খাবার জুটতো না। আর বেশির ভাগ তাঁদের রুটি হতো যবের রুটি।"[১]

- و «كَانَ ﷺ رَحِيماً رَقِيقاً». أخرجه مسلم.

- নবী [ﷺ] দয়ালু ও নরম দিলের মানুষ ছিলেন।"[2]

- و «كَانَ ﷺ يُحبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ ».متفق عليه.

- নবী [ﷺ] যেখানেই সালাতের সময় হতো সেখানেই সালাত আদায় করা পছন্দ করতেন।"[৩]

- و «كَانَ ﷺ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ».متفق عليه.

- নবী [ﷺ] অসুস্থ হলে নিজেই সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ঝাড়-ফুঁক করতেন।"[৪]

- و «كَانَ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ». أخرجه البخاري.

- নবী [ﷺ] প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করতেন।"[৫]

- و «كَانَ ﷺ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ ». أخرجه أبوداود والترمذي.

---

১. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২৩০৩ এ শব্দগুলি তার, প্রখ্যাত গবেষক আরনাউত বলেনঃ সনদ বিশুদ্ধ ও হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেন হাদীস হাঃ নং ২৩৬০

২. মুসলিম হাঃ নং ১৬৪১

৩. বুখারী হাঃ নং ২৪৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৫২৪

৪. বুখারী হাঃ নং ৪৪৩৯ মুসলিম হাঃ নং ২১৯২ শব্দ তারই

৫. বুখারী হাঃ নং ২১৪

- নবী [ﷺ] যখন হাঁচি দিতেন তখন তাঁর হাত বা কাপড় দ্বারা চেহারা ঢাকতেন এবং শব্দ নিচু করতেন।"[১]

- و «كَانَ ﷺ يُكْثِرُ الذِّكْرَ، وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، وَلَا يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالمسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ الحَاجَةَ ». أخرجه النسائي.

- নবী [ﷺ] বেশি বেশি জিকির করতেন এবং অনর্থ কথা বলতেন না। আর জুমার সালাত দীর্ঘ করে এবং খুৎবা ছোট করে আদায় করতেন। আর বিধবা ও মিসকিনদের সাথে চলে তাদের প্রয়োজন মিটানোর ব্যাপারে নাক ছিটকাতেন না।"[২]

- و «كَانَ ﷺ إِذَا مَشَى مَشَى مُجْتَمِعًا لَيْسَ فِيهِ كَسَلٌ ». أخرجه أحمد والبزار.

- নবী [ﷺ] যখন পথ চলতেন তখন শক্তভাবে চলতেন তাতে কোন প্রকার অলসতা থাকত না।"[৩]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫০২৯ ও তিরমিযী হাঃ নং ২৭৪৫ শব্দ তারই

[২]. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ১৪১৪

[৩]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৩০৩৩ বাজ্জার হাঃ নং ২৩৯১

৩- আদব ও শিষ্টাচার অধ্যায়

এতে রয়েছে:

১. সালামের আদব

২. পানাহারের আদব

৩. রাস্তা ও বাজারের আদব

৪. সফর-ভ্রমণের আদব

৫. নিদ্রা ও জাগ্রত হওয়ার আদব

৬. স্বপ্নের আদব

৭. অনুমতি গ্রহণের আদব

৮. হাঁচির আদব

৯. রোগী পরিদর্শনের আদব

১০. পোশাকের আদব
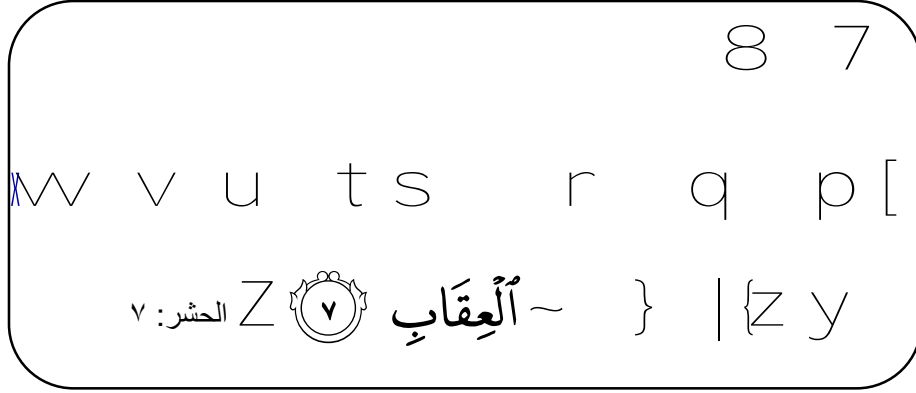
আল্লাহর বাণীঃ

“রসূল তোমাদেরকে যা দান করেন, তা গ্রহণ কর ও যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।” [সূরা হাশরঃ৭]

আদব-শিষ্টাচার অধ্যায়

¿ **শিষ্টাচার হলোঃ** যে কথা, কর্ম ও উত্তম চরিত্র প্রয়োগের ফলে প্রশংসা করা হয়।

¿ **ইসলামী আদবঃ**

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের প্রতি ইসলামের মত একটি নেয়ামত দ্বারা এহসান করেছেন। ইহা একটি পরিপূর্ণ দ্বীন। ইসলাম মানুষের সার্বিক জীবনকে সুশৃঙ্খলিত ও বিন্যস্ত করে। ইসলাম মানুষকে নির্দেশ করেছে তাঁর প্রতিপালকের এবাদতে এহসানের এবং তাঁর সৃষ্টির সাথে সুন্দর ব্যবহার করার জন্যে। এ ছাড়া আরো নির্দেশ করেছে অন্যান্যদের সাথে লেনদেনে উত্তম আচরণের। আর ইনসাফ, অনুগ্রহ ও সুন্দর চরিত্রের প্রতি দা'ওয়াত করেছে।

আল্লাহ তা'য়ালা অরো নির্দেশ করেছেন বান্দার বাহির ও ভিতর সুন্দর করতে, তার জবানও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাজত করতে, কান ও চোখকে নিয়ন্ত্রণ করতে। আর তাঁর এহসান ও নিয়ামতরাজি দ্বারা ভরপুর করে দিয়েছেন। এ ছাড়া যা উপকারী ও কল্যাণকর তার নির্দেশ দিয়েছেন এবং যা অপকারী ও ক্ষতিকর তা থেকে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামী শরীয়তে নিজের ও অপরের জন্য প্রণয়ন করেছেন বিশেষ বিশেষ আদর্শ ও শিষ্টাচার। অনুরূপ প্রনয়ণ করা হয়েছে পানাহার, নিদ্রা যাওয়া, জাগ্রত হওয়া, স্বীয় বাসস্থানে উপস্থিত ও সফর অবস্থায় এমনকি সার্বিক ক্ষেত্রের নিয়মাবলী ও শিষ্টাচার।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

W U T S R Q P O N M L K [

المائدة: ٣ Z c b a ` _] \ [Z Y X

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করলোম। অতএব, যে ব্যক্তি

তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন পাপের প্রতি প্রবণতা না থাকে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল।” [সূরা মায়েদাহ:৩]

২. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

] وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ

ٱلۡعِقَابِ ٢ Z المائدة: ٢

“তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় তিনি কঠিন শাস্তিদাতা।” [সূরা মায়েদাহ:২]

৩. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

] لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ

كَثِيرٗا ٢١ Z الأحزاب: ٢١

“অবশ্যই তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তার জন্যে যে, আল্লাহকে এবং শেষ দিবসকে চায় ও আল্লাহর বেশি বেশি স্মরণ করে।” [সূরা আহজাব:২১]

৪. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

~ } | z y w v u t s r q p [

ٱلۡعِقَابِ ٧ Z الحشر: ٧

“রসূল যা তোমাদেরকে প্রদান করেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।” [সূরা হাশর: ৭]

৫. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

U T S R Q P O N M L K [

النحل: ٩٠ Z \ [Z Y W V

“নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্দেশ করেন, ইনসাফ, অনুগ্রহ করার ও আত্মীয়-স্বজনকে দেয়ার জন্য। আর নিষেধ করেন, অশ্লীল, অসৎকর্ম ও সীমা লঙ্ঘন করা হতে। তিনি তোমাদেরকে ওয়াজ-নসিহত করেন যাতে করে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।” [সূরা নাহ্ল: ৯০]

কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত কিছু আদর্শ ও শিষ্টাচার নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১-সালামের আদব

¿ সালামের ফজিলত:

عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْــه وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ:« تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে জিজ্ঞাসা করে: ইসলামের কোন আদর্শটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন: "তুমি খাদ্য খাওয়াবে ও চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দিবে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« لَــا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَــيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَــنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَاد قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْــسِي بِيَده لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: ঐ সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, মু'মিন না হওয়া পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তোমরা মু'মিন হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলব না, যা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করবে? নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করো।"[২]

---

১. বুখারী হাঃ নং ১২ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ৩৯

২. মুসলিম হ নং ৫৪

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رضي الله عنه قَالَ: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: .. -وفيه- « أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলতে শুনেছি: (এতে রয়েছে) "হে মানব মণ্ডলী! সালামের প্রসার ঘটাও, খাদ্য খাওয়াও এবং যখন মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় তখন সালাত আদায় কর (তবে) নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১]

¿ সালামের পদ্ধতি:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ à ﴿٨٦﴾ Z النساء: ٨٦

"তোমাদেরকে যখন সালাম দেয়া হয় তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম জবাব দাও অথবা তারই অনুরূপ জবাব দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।" [সূরা নিসা: ৮৬]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عِشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلَاثُونَ ». أخرجه أبوداود والترمذي.

২. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট এসে

---

১. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৪৮৫ শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৩৩৪

বলল:"আস্সালামু 'আলাইকুম" তিনি তার সালামের উত্তর দিলেন, অত:পর সে বসে গেল, তারপর নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: "দশ" (নেকি)। অত:পর অন্য একজন এসে বললো: "আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" তিনি তার উত্তর দিলেন. সে বসে গেল, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন: "বিশ" (নেকি)। অত:পর আরো একজন এসে বললো: "আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্" তিনি তারও উত্তর দিলেন, সে বসে গেল, অত:পর তিনি বললেন: "ত্রিশ" (নেকি)।[১]

¿ প্রথমে সালাম প্রদানকারীর ফজিলত:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ».متفق عليه.

১. আবু আইয়ূব আল-আনসারী (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: তিন রাত্রের অধিক কোন মুসলমানের জন্য তার ভাই থেকে (কথা না বলে) পৃথক থাকা জায়েজ নয়। তাদের উভয়ের (চলা-ফেরায়) সাক্ষাত ঘটে কিন্তু এও তার থেকে বিমুখ হয় সেও তার থেকে বিমুখ হয়। প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হলো, যে প্রথমে সালাম প্রদান করবে।"[২]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ:« إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ». أخرجه أبوداود والترمذي.

২. আবু উমামাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:

---

১. হাদীস সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫১৯৫ ও তিরমিযী হাঃ নং ২৬৮৯

২. বুখারী হাঃ নং ৬০৭৭ ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৬০ শব্দগুলি তার

“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে প্রথমে সালাম প্রদান করে।”[১]

¿ প্রথমে কে সালাম প্রদান করবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ».متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “ছোট বড় কে, চলমান ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম প্রদান করবে।”[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ».متفق عليه

২. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “আরোহী ব্যক্তি পদাতিক ব্যক্তিকে, পদাতিক ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক বেশি সংখ্যককে সালাম প্রদান করবে।”[৩]

¿ ফেতনার ভয় না থাকলে নারী ও শিশুদের প্রতি সালাম:

عن أَسْمَاءُ ابْنَةُ يَزِيدَ رضي الله عنها قالت: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. أخرجه أبو داود وابن ماجه.

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫১৯৭ শব্দগুলি তার ও তিরমিযী হাঃ নং ২৬৯৪

২. বুখারী হাঃ নং ৬০৭৭ ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৬০ শব্দগুলি তার।

৩. হাদীস সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫১৯৭ শব্দগুলি তার ও তিরমিযী হাঃ নং ২৬৯৪

১. আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাদের মহিলা সমাজের নিকট দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার প্রাক্কালে আমাদের প্রতি সালাম প্রদান করেন।"[১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَـانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি [ﷺ] শিশুদের নিকট দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার সময় তাদের প্রতি সালাম প্রদান করেন এবং বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এরূপ করতেন।[২]

¿ ফেতনামুক্ত হলে নারীদের পুরুষকে সালাম প্রদান করা:

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنها قالت: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَـسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ ». متفق عليه.

উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট গেলাম তখন তাঁকে গোসল করা অবস্থায় পেলাম, আর তাঁর মেয়ে ফাতেমা তখন তাঁকে আড়াল করেছিল। অত:পর আমি তাঁকে সালাম প্রদান করলাম। তিনি বললেন:"কে এই মহিলা?" আমি বললাম: আমি উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব। তারপর তিনি বললেন: "মারহাবা উম্মে হানী" (উম্মে হানীকে স্বাগতম)।"[৩]

¿ গৃহে প্রবেশের সময় সালাম:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬২৩১ ও মুসলিম হাঃ নং ২১৬০
২. বুখারী হাঃ নং ৬২৩২ ও মুসলিম হাঃ নং ২১৬০
৩. বুখারী হাঃ নং ৬১৫৮ শব্দগুলি তার ও মুসলিম নং ৩৩৬

] فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ´ µ ¶ ¸ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾ Z النور: ٦١

"যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম দাও। উত্তম দোয়া স্বরূপ, যা আল্লাহর নিকট হতে বরকতময় ও পবিত্র দোয়া। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নাও।" [সূরা নূর: ৬১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟ وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ
أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ ! " # $ % & '
9 8 7 6 4 3 2 0 / . - , *) (
النور: ٢٧ - ٢٨ Z :

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করবে না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্যে অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।" [সূরা নূর:২৭]

¿ জিম্মীদেরকে সালাম না দেয়াঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِه ». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: তোমরা ইহুদি ও খ্রীস্টানদেরকে সালাম দিওনা।

আর যখন তাদের কার সাথে কোন রাস্তায় সাক্ষাত হবে তখন তাকে সংকীর্ণ রাস্তাতে বাধ্য কর।"[১]

عن أَنَس بْنِ مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ ». متفق عليه.

২. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যখন তোমাদেরকে আহলে কিতাব সালাম প্রদান করে উত্তরে তোমরা বলো: "ওয়া 'আলাইকুম"।"[২]

¿ মুসলিম ও কাফের মিশ্রিত সমাবেশ দিয়ে অতিক্রমকালে শুধু মুসলিমদের উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান করা:

عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عاد سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ...- وفيه- حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ ... فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ ». متفق عليه.

উসামা ইবনে জায়েদ (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সা'দ ইবনে উবাদাহকে দেখতে আসেন (আর তার মধ্যে রয়েছে): যখন তিনি এমন এক সমাবেশ দিয়ে অতিবাহিত হন যাতে মুসলমান, মুশরিক-পৌত্তলিক ও ইয়াহুদিদের সংমিশ্রণ ছিল। নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাদের প্রতি সালাম প্রদান করলেন। অত:পর থেমে অবতরণ করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত করেন ও তাদের প্রতি কুরআন তেলাওয়াত করেন।"[৩]

¿ আগমন ও প্রস্থানের সময় সালাম:

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২১৬৭

২. বুখারী হাঃ নং ৬২৫৮ ও মুসলিম হাঃ নং ২১৬৩

৩. বুখারী হাঃ নং ৫৬৬৩ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭৯৮ শব্দগুলি তার

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتْ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنْ الْآخِرَةِ». أخرجه أبو داود والترمذي.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন সমাবেশে উপস্থিত হবে, সে যেন সালাম প্রদান করে এবং যখন প্রস্থান করার ইচ্ছা করে তখনও যেন সালাম প্রদান করে, শেষবারের চেয়ে প্রথমবার সালাম প্রদান অগ্রাধিকার রাখে না। (বরং আগমন ও প্রস্থান উভয় সময়ে সালামের বিধান একই)।"[১]

¿ সালামের সময় মুসাফাহা করা:

عَنْ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا». أخرجه أبو داود والترمذي.

১. বারা' (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: যখন দুই মুসলমানের সাক্ষাত হয় আর তারা পরস্পরে মুসাফাহা করে তখন তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।"[২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ: لَا قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ: لَا قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

২. আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি বলল হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মাঝে কোন ব্যক্তি যখন তার ভাই বা

১.হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৫২০৮ ও তিরমিযী হাঃ নং ২৭০৬ দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১৮৩

২. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৫২১২ ও তিরমিযী হাঃ নং ২৭২৭

বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করবে সে কি তার জন্য ঝোঁকবে? তিনি উত্তর দিলেন: "না" সে বলল: তবে তাঁকে কি জড়িয়ে ধরবে ও চুম্বন দিবে? তিনি বললেন: "না" সে বলল: তবে কি তার হাত ধরে মুসাফাহ করবে? তিনি বললেন: "হ্যাঁ"।[১]

¿ মুসাফাহ ও কোলাকুলি কখন করতে হবে:

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوا، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا. أخرجه الطبراني في الأوسط.

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সাহাবীগণ যখন মিলিত হতেন পরস্পর মুসাফাহ করতেন এবং যখন কোন সফর থেকে আগমন করতেন পরস্পর কোলাকুলি করতেন।"[২]

¿ অনুপস্থিত ব্যক্তির সালামের জবাবের পদ্ধতি:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: « يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَا أَرَى ». متفق عليه.

১. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাকে বলেন:"হে আয়েশা জিবরীল তোমাকে সালাম দিয়েছেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উত্তরে বললেন: "ওয়া আলাইহিস সালাাম ওয়া রহমাতুল্লাাহি ওয়া বারাকাাতুহ্"। আপনি যা দেখছেন আমি তো তা দেখি না।"[৩]

¿ আগন্তক ব্যক্তির সম্মানের জন্য দাঁড়ানো:

---

১. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ২৭২৮ শব্দগুলি তার এবং ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৭০২

২. হাদীসটির সনদ উত্তম, ত্ববারানী আউসাত হাঃ নং ৯৭, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ২৬৪৭।

৩. বুখারী হাঃ নং ৩২১৭ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৪৪৭

عن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى إليه فجاء فقَالَ لِلْأَنْصَارِ:« قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ ». متفق عليه وفي لفظ عند أحمد:«قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزِلُوْهُ».

১. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] হতে বর্ণিত, বনু কুরাইযা (ইয়াহুদিরা) সা'দ ইবনে মু'য়াযের সিদ্ধান্ত মেনে নিবে বলে স্বীকার করলে নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাকে ডেকে পাঠালেন: যখন তিনি আসলেন নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন:"তোমাদের সরদারের দিকে দাঁড়িয়ে যাও, কিংবা বললেন: তোমাদের উত্তম ব্যক্তির দিকে।"[১] আর মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় আছে "তোমাদের সরদারের দিকে দাঁড়াও এবং তাকে (বাহন থেকে) নামাও।"[২]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهَا كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْه قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِه وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِه فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا. أخرجه أبو داود والترمذي.

২. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ফাতেমার চেয়ে রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সাথে আকৃতি, আদর্শ ও চারিত্রিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কাউকে আমি দেখিনি। ফাতেমা যখন তাঁর নিকট যেতেন তিনি তার দিকে দাঁড়ায়ে যেতেন। অত:পর তার হাত ধরতেন ও তাকে চুম্বন দিতেন এবং তাঁর আসনে তাকে বসাতেন। পক্ষান্তরে নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন ফাতেমার নিকট আসতেন সে তার দিকে দাঁড়িয়ে যেত। অত:পর তাঁর হাত ধরতো ও তাঁকে চুম্বন দিত এবং তার আসনে তাঁকে বসাতো।"[৩]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬২৬২ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৭৬৮

২. হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ২৫৬১০, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ৬৭

৩. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫২১৭, শব্দগুলি তার ও তিরমিযী হাঃ নং ৩৮৭২

¿ যে ব্যক্তি চাইবে মানুষ তার জন্য দাঁড়িয়ে সম্মান করুক তার শাস্তি:

عن مُعَاوِيَةَ ﷺ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ». أخرجه أبو داود والترمذي.

মু'আবিয়া (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলতে শুনেছি:"যে ব্যক্তি লোকজন তার জন্য দাঁড়িয়ে সম্মান করুক পছন্দ করে, সে যেন তার আবাস স্থান জাহান্নামে করে নেয়।"[১]

¿ সালাম শ্রবণ করা না গেলে তিনবার প্রদান করার বিধান:

عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا. أخرجه البخاري.

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] থেকে বর্ণনা করেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন কোন কথা বলতেন তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যেন তা (উত্তমরূপে) বুঝা যায়। আর যখন কোন দলের নিকট আসতেন, তাদের প্রতি তিনবার সালাম প্রদান করতেন।[২]

¿ জামাতের প্রতি সালামের বিধান:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله ﷺ قَالَ:« يُجْزِئُ عَنْ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنْ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ». أخرجه أبو داود.

আলী ইবনে আবু তালেব (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "কোন জামাত বা দল যদি অতিবাহিত হয়, তবে

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫২২৯ ও তিরমিযী হাঃ নং ২৭৫৫, শব্দগুলি তার
২. বুখারী হাঃ নং ৯৫

তাদের মধ্য থেকে একজন সালাম প্রদান করাই যথেষ্ট। অনুরূপ বসা ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে একজনের উত্তর প্রদানই যথেষ্ট।"[১]

¿ পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় সালাম দেয়া-নেয়া নিষেধ:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ . أخرجه مسلم.

১. ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] পেশাব করতেছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি অতিবাহিত হয় এবং সালাম প্রদান করে, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তার সালামের জবান দেননি।"[২]

عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذ ﷺ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ:« إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ ». أخرجه أبو داود والنسائي.

২. মুহাজির ইবনে কুনফুয (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] পেশাব করতেছিলেন, এমবতাবস্থায় সে এসে তাঁকে সালাম প্রদান করে। কিন্তু তিনি ওযু না করা পর্যন্ত তার সালামের উত্তর দেননি। অত:পর তিনি তার নিকট ওজর পেশ করেন এবং বলেন: অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহর নাম জিকির করব তা আমি অপছন্দ করি।"[৩]

¿ আগন্তককে বন্ধুত্ব প্রদর্শন করা উত্তম ও অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় গ্রহণ করা যাতে করে তার যথার্থ স্থানে রাখতে পারে:

---

১. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৫২১০ দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১৪১২ ও ইরওয়া হাঃ নং৭৭৮

২ . মুসলিম হাঃ নং ৩৭০

৩ . হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ১৭ শব্দগুলি তার ও নাসাঈ হাঃ নং ৩৮

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ الْوَفْدُ أَوْ مَنْ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا: رَبِيعَةُ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى ». متفق عليه.

আবু জামরা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ইবনে আব্বাস (রা:) ও লোকদের মাঝে দোভাষী ছিলাম। অত:পর তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন: আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট আসলে তিনি বলেন: তোমরা কোন প্রতিনিধি দল? অথবা বলেন তোমরা কোন গোত্রের? তারা বলল, রাবী'য়া গোত্রের। অত:পর তিনি বলেন: "মারহাবা" স্বাগতম! এই গোত্রের প্রতি অথবা প্রতিনিধি দলের প্রতি, তাদের জন্য কোন ধরনের লাঞ্ছনা ও লজ্জা নেই।"[১]

¿ "আলাইকাস সালাাম" দ্বারা সালাম প্রদান নিষেধ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيمٍ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ فَقَالَ: لَا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى ». أبو داود والترمذي.

১. জাবের ইবনে সুলাইম (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট এসে বললাম: "আলাইকাস সালাাম।" তিনি বললেন: 'আলাইকাস সালাাম বলো না; কারণ ইহা মৃতদের সালাম।"[২]

● সালাম ও তার উত্তর দেওয়ার পর যে সকল অভিবাদন বলবে:

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ :« مَنْ هَذِهِ؟»

---

১. বুখারী হাঃ নং ৮৭ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৭

২. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫২০৯ শব্দ তাঁরই ও তিরমিযী হাঃ নং ২৭২২

فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ :« مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ» فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِه قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :« قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحًى.

متفق عليه.

উম্মে হানী [রাযিয়াল্লাহু অনহা] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট যাই। তিনি তখন গোসল করতে ছিলেন এবং তাঁর মেয়ে ফাতেমা তাঁকে পর্দা দ্বারা ঘিরে রেখেছিলেন। উম্মে হানী বলেন: আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি বলেন: কে? আমি বললাম: আমি উম্মে হানী বিন্তে আবু তালিব। তিনি [ﷺ] বলেন: উম্মে হানীকে স্বাগতম! আর তিনি গোসল সেরে একটি কাপড় পরে এরপর ৮ রাকাত সালাত আদায় করেন। তিনি সালাত শেষ করলে বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমার বৈমাত্রিয় ভাই ধারণা করছে যে সে একজন মানুষকে হত্যা করেছে। আর আমি হুবাইরার বেটা উমুককে নিরাপত্তা দান করেছি। তিনি [ﷺ] বলেন: হে উম্মে হানী! আপনি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন আমিও তাকে নিরাপত্তা দান করলাম। উম্মে হানী বলেন: সে সময়টা ছিল চাশতের।[১]

[১]. বুখারী হা: নং ৩৫৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৩৩৬

২-পানাহারের আদব

¿ পবিত্র ও হালাল খাদ্য ভক্ষণ করাঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

Y X WV U T S R Q P O N M [

البقرة: ١٧٢ Z [Z

"হে মুমিনগণ! তোমরা আমি যে পবিত্র রিজিক দান করেছি তা থেকে খাও এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞা প্রকাশ কর; যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই এবাদত কর।" [সূরা বাকারা:১৭২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

N M L K J I H G F E D [

W V U T S R Q P O

الأعراف: ١٥٧ Z q Z Y X

"সেসমস্ত লোক যারা আনুগত্য করে এ রাসূলর, যিনি নিরক্ষর নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন এবং নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ।" [সূরা আ'রাফ:১৫৭]

¿ সুন্নত হলোঃ সর্বপ্রথম বড় ও সম্মানি ব্যক্তি খাওয়া শুরু করবেনঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَضَعَ يَدَهُ. أخرجه مسلم.

হুযাইফা [] থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমরা যখন নবী [ﷺ] সঙ্গে

কোন খানা খাওয়ার জন্য হাজির হতাম, তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] যতক্ষণ তাঁর হাত খানায় না রাখতে ততক্ষণ আমরা হাত দিতাম না।[১]

¿ পানাহারের শুরুতে "বিসমিল্লাহ" বলা ও নিজের পার্শ্ব থেকে খাওয়া:

عن عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ ﷺ يَقُولُ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ. متفق عليه.

১. উমার ইবনে আবু সালামা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট বালক অবস্থায় ছিলাম। আমার হাত, খাবার পাত্রে এক স্থানে স্থির থাকত না। তাই রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাকে বলেন: হে বালক! "বিসমিল্লাহ" বলো, ডান হাত দ্বারা খাও ও নিজের সামনে থেকে খাও। সুতরাং তখন থেকে আমি সে নিয়ম অনুসারে খাই।"[২]

عن عبد الله بنِ مسعود ﷺ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :« مَنْ نَسيَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ فِي أَوَّلِ طَعَامه فَلْيَقُلْ حيْنَ يَذْكُرُ: بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِه وَآخرِه، فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ طَعَامَهُ جَديْدا، وَيَمْنَعُ الخَبِيْثَ مَا كَانَ يُصِيْبُ مِنْهُ». أخرجه ابن حبـان وابن السني.

২. আব্দুল্লা ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: যে ব্যক্তি খাবারের শুরুতে "বিসমিল্লাহ" ভুলে গেল সে যেন যখনই স্মরণ হবে তখনই বলে: "বিসমিল্লাহি ফী আওয়ালিহি ওয়া আাখিরিহ্।" অত:পর সে নতুনভাবে খাদ্য গ্রহণ করবে এবং তা হতে শয়তানকে গ্রহণ করা থেকে বিরত

---

[১]. মুসলিম হা: নং ২০১৭

২ . বুখারী হাঃ নং ৫৩৭৬, শব্দগুলি তার, মুসলিম হাঃ নং ২০২২

রাখবে যা সে (বিসমিল্লাাহ না বলার কারণে) তা হতে গ্রহণ করতে ছিল।"[১]

¿ ডান হাতে পানাহার করা:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ». أخرجه مسلم.

ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: "যখন তোমাদের কেউ খাবে সে যেন ডান হতে খায়, যখন পান করবে ডান হাতেই পান করবে। কেননা শয়তান তার বাম হাতে খায় ও বাম হাতে পান করে।"[২]

¿ পান করার সময় পাত্রের বাইরে শ্বাস নেয়া:

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ:« إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ ». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] পান করার সময় তিনবার শ্বাস গ্রহণ করতেন ও বলতেন: "নিশ্চয়ই তা অতি তৃপ্তিদায়ক, নিরাপদ ও উত্তম।"[৩]

¿ নিজে পান করার পর ডানের ব্যক্তিকে দেয়া:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ: « الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ». متفق عليه.

---

১. হাদীসটি সহীহ, ইবনে হিব্বান হাঃ নং ৫২১৩, ইবনে সুন্নী হাঃ নং ৪৬১, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১৯৮

২ . মুসলিম হাঃ নং ২০২০

৩. বুখারী হাঃ নং ৫৬৩১ ও মুসলিম হাঃ নং ২০২৮ শব্দগুলি মুসলিমের

আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট কিছু পানি মিশ্রিত দুধ নিয়ে আসা হলো, এমতাবস্থায় তাঁর ডানে ছিল একজন বেদুইন ও বামে ছিলেন আবু বকর (রা:)। তিনি পান করে প্রথমে প্রদান করলেন (ডানে অবস্থিত) বেদুইনকে ও বললেন: ডানের দিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।"[১]

¿ বসে পান করা সুন্নত:

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا. أخرجه مسلم.

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দণ্ডায়মান অবস্থায় পান করা থেকে বারণ করেন।"[২]

¿ দাঁড়িয়ে পান করা জায়েজ:

عَنْ النَّزَّالِ قَالَ أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ». أخرجه البخاري.

নাজ্জাল থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আলী [ﷺ] বাবুর রাহাবাতে এসে দাঁড়িয়ে পান করেন। অত:পর বলেন: কিছু মানুষ তাদের কাউকে দাঁড়িয়ে পান করাকে অপছন্দ করে। অথচ আমি নবী [ﷺ]কে পান করতে দেখেছি যেমন আমাকে তোমরা করতে দেখলে।[৩]

¿ সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার না করা:

عن حُذَيْفَةَ ﷺ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ».متفق عليه.

---

১. বুখারী হাঃ নং ২৩৫২ ও মুসলিম হাঃ নং ২০২৯ শব্দগুলি মুসলিমের

২. মুসলিম হাঃ নং ২০২৫

৩. বুখারী হাঃ নং ৫৬১৫

হুযাইফা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলতে শুনেছি: "তোমরা রেশমী বস্ত্র পরিধান করো না, সোনা ও রূপার পাত্রে পান করো না ও তার প্লেটে আহার করো না। কেননা নিশ্চয়ই এগুলি পৃথিবীতে তাদের (কাফেরদের) জন্য এবং পরকালে আমাদের জন্যে।"[১]

¿ আহারের পদ্ধতি:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا. أخرجه مسلم.

১. কা'ব ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তিন আঙ্গুলি দ্বারা আহার করতেন এবং হাত মুছার (ধৌত করার) পূর্বে চাটতেন।"[২]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ قَالَ وَقَالَ:« إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ». وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ. أخرجه مسلم.

২. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন কোন খাবার খেতেন, তখন তাঁর তিনটি আঙ্গুলি চাটতেন, (বর্ণনাকারী) বলেন: আর তিনি [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: "যখন তোমাদের কোন লোকমা পড়ে যায়, তা যেন পরিষ্কার করে খেয়ে নাও। শয়তানের জন্য ছেড়ে না দাও।" বর্ণনাকারী বলেন: তিনি আমাদেরকে প্লেট মুছে খাওয়ারও নির্দেশ দেন, আর তিনি বলেন: "তোমরা অবশ্যই জান না তোমাদের কোন খাবারের মধ্যে বরকত নিহিত আছে।"[৩]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৪৩৬ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৬৭

২ . মুসলিম হাঃ নং ২০৩২

৩ . মুসলিম হাঃ নং ২০৩৪

عن ابْنِ عُمَرَ ﷺ قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُــلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ. متفق عليه.

৩. ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] (সম্মিলিতভাবে খাওয়ার সময়) সঙ্গীদের অনুমতি ব্যতীত এক সাথে দুই খেজুর খেতে নিষেধ করেন।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ« لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِــهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِه وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِه وَلْيُعْطِ بِيَمِينِه فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِه وَيَشْرَبُ بِشِمَالِه وَيُعْطِي بِشِمَالِه وَيَأْخُذُ بِشِمَالِه». أخرجه ابن ماجه.

৪. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: তোমাদের প্রত্যেকেই যেন ডান হাত দ্বারা পানাহার করে, ডান হাত দ্বারা (কোন কিছু) গ্রহণ করে এবং ডান হাত দ্বারা (কোন কিছু) প্রদান করে, কেননা শয়তান তার বাম হাত দ্বারা পানাহার করে, বাম হাত দ্বারা প্রদান করে ও বাম হাত দ্বারাই গ্রহণ করে।"[২]

¿ আহারের পরিমাণ:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

0 / . · , + *) (' & % $ # " [

1 2 Z الأعراف: ٣١

"হে বনি আদম! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও–খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।" [সূরা আ'রাফ:৩১]

১. বুখারী হাঃ নং ২৪৫৫ ও মুসলিম- হাঃ নং ২০৪৫ শব্দগুলি তার

২. হাদীসটি হাসান-সহীহ, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩২৬৬, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১২৩৬

¿ খাদ্যের দোষ-ক্রটি বর্ণনা না করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ. متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কখনও কোন খাদ্যের দোষ-ক্রটি বর্ণনা করতেন না। যদি পছন্দ করতেন তা খেতেন, আর যদি অপছন্দ করতেন তবে তা ছেড়ে দিতেন।"[১]

¿ অধিক আহার করা অনুচিত:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ». متفق عليه.

ইবনে উমার (রা:) নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "কাফের আহার করে সাত উদরে আর মুমিন আহার করে এক উদরে।"[২]

¿ মাঝে-মধ্যে তৃপ্তি সহকারে খাওয়া জায়েজ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنْ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ فَأَمَرَ لِي بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ عُدْ يَا أَبَا هِرٍّ فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ ثُمَّ قَالَ عُدْ فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِي فَصَارَ كَالْقِدْحِ. أخرجه البخاري.

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৪০৯ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৬৪

২. বুখারী হাঃ নং ৫৩৯৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২০৬০ শব্দগুলি তার

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কঠিন ক্লান্ত হয়ে পড়ি। অত:পর উমার [ﷺ]-এর সাথে সাক্ষাত করে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াতের তেলাওয়াত করতে বলি। তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করে আমার জন্যে খুলে দেন। এরপর একটু চলার পর আমি কঠিন ক্লান্তি ও ক্ষুধার জ্বালাই মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ পর দেখি রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমার মাথার নিকটে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন: আবু হুরাইরা! আমি বললা, হাজির ও উপস্থিত হে আল্লাহর রসূল। এরপর তিনি আমার হাত ধরে দাঁড় করালেন এবং আমার ক্ষুধার ব্যাপারটা বুঝতে পরলেন। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একটি বড় দুধের পেয়ালা থেকে পান করার নির্দেশ করলেন। আমি তা থেকে পান করলাম। তিনি আবার আমাকে পান করার জন্য নির্দেশ করলেন এবং আমি পান করলাম। তিনি এরপর আবার পান করার জন্য আমাকে নির্দেশ করলে আমি আবারও পান করলাম। এমনকি আমার পেট ভরপুর হয়ে একটি পর ছাড়া তীরের মত হয়ে গেল।”[১]

¿ আহার করানো ও আহারে সহযোগিতার ফজিলত:

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ يَقُولُ:« طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَـــةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ». أخرجه مسلم.

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে বলতে শুনেছি: “একজনের খাদ্য দু’জনের জন্য যথেষ্ট, দু’জনের খাদ্য চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চার জনের খাদ্য আটজনের জন্য যথেষ্ট।”[২]

---

১. বুখারী হা: নং ৫৩৭৫
২. মুসলিম হাঃ নং ২০৫৯

عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ قَالَ:« تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের কোন আদর্শটি সর্বোত্তম? তিনি বলেন: অপরকে খাদ্য খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম প্রদান করা।"[১]

عَنْ أَبِي أيوب الأنصاري ﷺ قَالَ: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْـهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِه إِلَيَّ. أخرجه مسلم.

৩. আবু আইয়ূব আনসারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট যখন কোন খানা আসত, তা থেকে তিনি খেয়ে আমার জন্য অতিরিক্তটুকু পাঠিয়ে দিতেন।"[২]

৪. আহারকারীর খাদ্যের প্রশংসা করা:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللَّه رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَـهُ الْأُدُمَ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ فَدَعَا بِه فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِه وَيَقُولُ:« نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَـلُّ نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ». أخرجه مسلم.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] স্বীয় পরিবারের নিকট তরকারীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারা উত্তর দেয় যে, সিরকা ব্যতীত অন্য কিছু নেই, তিনি তা নিয়ে আসতে বলেন। অত:পর তিনি তা খাওয়া শুরু করেন ও বলতে থাকেন:

১. বুখারী হাঃ নং ৬২৩৬ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ৩৯

২. মুসলিম হাঃ নং ২০৫৩

কতই না উত্তম এই সিরকা তরকারী, কতই না উত্তম এই সিরকা তরকারী।"[১]

¿ পানীয় বস্তুতে ফু না দেয়াঃ

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ. أخرجه أبو داود والترمذي.

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] পাতিলের ছিদ্র দিয়ে পান করতে এবং পানীয় বস্তুতে ফু দিতে নিষেধ করেন।"[২]

¿ পানীয় পরিবেশনকারী সর্বশেষে পান করবেঃ

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ-وَفِي آخِرِه- فقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَحْسِنُوا الْمَلَأَ كُلُّكُمْ سَيَرْوَى». قَالَ فَفَعَلُوا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « لِي اشْرَبْ ». فَقُلْتُ لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: « إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا». أخرجه مسلم.

আবু কাতাদা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাদের সামনে খুতবা প্রদান করেন। [এর শেষাংশে রয়েছে] তিনি [ﷺ] বলেন:"সুন্দরমত তোমরা পানি ভর সকলেই তৃপ্তি সহকারে পান করবে। আবু কাতাদা বলেন, সকলে তাই করল। রসূলুল্লাহ [ﷺ] ঢালতে ছিলেন আর আমি তাদেরকে পান করাতে ছিলাম। এমনকি আমি এবং রসূলুল্লাহ ব্যতীত আর কেউ বাকি ছিল না। সাহাবী বলেন, এরপর নবী [ﷺ] আবার পানি ঢেলে আমাকে বললেন:

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২০৫২

২.হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৭২২ শব্দগুলি তার, তিরমিযী হাঃ নং ১৮৮৭

তুমি পান কর। আমি বললাম, না, আপনি যতক্ষণ পান না করবেন ততক্ষণ আমি পান করব না হে আল্লাহর রসূল। তিনি বললেন: “জাতির পানীয় পরিবেশনকারী সর্বশেষ পানকারী।”[১]

¿ মেহমানের প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়ঃ

r q p o n m l k j i h g f e [

ع ~ } | { z y x w v u t s

﴿٥٣﴾ Z الأحزاب: ٥٣

“হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে প্রবেশ করো। অত:পর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না।” [সূরা আহজাব:৫৩]

¿ মেহমানের সম্মান ও নিজেই তার সেবা করাঃ

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

] © أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ ´ µ ¦ ¸ سَلَٰمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ Z الذاريات: ٢٤ - ٢٧

“তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল: “সালাম” উত্তরে সে বলল: “সালাম।” তারা তো অপরিচিত লোক। অত:পর ইবরাহীম তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মোটা বাছুর (ভুনা) নিয়ে আসল ও তাদের সামনে রাখল এবং বলল, “তোমরা খাচ্ছ না কেন?” [যারিয়াত: ২৪-২৭]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৬৮১

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ ». متفق عليه.

২. আবু শুরাইহ আল কা'বী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। একদিন ও একরাত্রি হলো তার প্রাপ্য। আতিথেয়তা হলো তিন দিন, তারপর হবে সাদকা। আর তাকে (মেজবানকে) অসুবিধায় ফেলে তার নিকট মেহমানের (বেশি দিন) অবস্থান করা জায়েজ নেই।"[১]

¿ মেহমানের মর্যাদা উপযুক্ত সম্মান করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ قَالَا الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا قُومُوا فَقَامُوا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ فُلَانٌ قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنْ الْمَاءِ إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬১৩৫ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ৪৮

بَكْرٍ وَعُمَرَ: :« وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক দিনে বা রাত্রে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বের হয়ে আবু বকর ও উমারকে দেখতে পান। তিনি [ﷺ] তাঁদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলেন: এ সময় তোমাদেরকে কোন জিনিসে বের করেছে? তাঁরা উত্তর দিলেন, ক্ষুধা হে আল্লাহর রসূল। তিনি [ﷺ] বললেন: আল্লাহর কসম! তোমাদেরকে যে কারণ বের করেছে সেই আমাকেও বের করেছে। তিনি বললেন: তোমরা দাঁড়াও; তাঁরা দাঁড়িয়ে নবীর সাথে একজন আনসারী সাহাবীর বাড়িতে গেলেন তখন সে ব্যক্তি বাড়িতে ছিল না। সাহাবীর স্ত্রী দেখে তাঁদেরকে স্বাগতম জানাল। রসুলুল্লাহ [ﷺ] মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন: অমুক কেথায়? সে বলল, আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গেছেন। ইতিমধ্যে আনসারী সাহাবী এসে উপস্থিত হল। অত:পর সে রসূলুল্লাহ [ﷺ] এবং তাঁর দুই সাথীকে দেখে বলল, সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা; আজকের দিনে আমার চাইতে সম্মানিত মেহমান আর কারো ঘরে নেই। আবু হুরাইরা বলেন, এরপর সে গিয়ে একটি খেজুর গাছের শাখা কেটে নিয়ে আসল, যাতে ছিল বাতি, পাকা ও তাজা খেজুর। অত:পর সে বলল, এ থেকে আপনারা আহার করুন। এরপর সে একটি ছুরি নিলে রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাকে বলেন: দুধ দেয় এমন দুম্বা জবাই করবে না। সে তাঁদের জন্য একটি দুম্বা জবাই করল। তাঁরা সকলে সে দুম্বা ও খেজুরের শাখা থেকে আহার ও পানি পান করলেন। অত:পর যখন তাঁরা পরিতৃপ্তি ও আসুদা হয়ে গেলেন তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] আবু বকর ও উমারকে বললেন:"যে সত্ত্বার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! তোমরা রোজ কিয়ামতে এ নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। বাড়িতে থেকে ক্ষুধা নিয়ে বের হয়েছিলে আর এখন এ নেয়ামত পেয়ে ফিরে যাচ্ছ।"[১]

---

[১]. মুসলিম হা: নং ২০৩৮

¿ খাদ্য খাওয়ার সময় মানুষের বসার পদ্ধতি:

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَأۡكُلُواْ © أَوۡ أَشۡتَاتٗاۚ فَإِذَا دَخَلۡتُم بُيُوتٗا
فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ ´ µ ¶ ¸ مُبَٰرَكَةٗ طَيِّبَةٗۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ
ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ﴿٦١﴾ Z النور: ٦١

"তোমরা সম্মিলিতভাবে অথবা আলাদা আলাদা আহার করলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আর যখন তোমরা বাড়িতে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহর কাছে থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দোয়া। এমনভিবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নাও।"
[সূরা নূর: ৬১]

¿ আহারের জন্য বসার পদ্ধতি:

عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنِّي لَا آكُلُ مُتَّكِئًا». أخرجه البخاري.

১. আবু জুহাইফা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "আমি হেলান দিয়ে অবশ্যই আহার করি না।"[১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا. أخرجه مسلم.

২. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: উভয় গোছা খাড়া করে নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে উভয় নিতম্বের উপর বসে খেজুর খেতে দেখেছি।"[২]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৩৯৮
২. মুসলিম হাঃ নং ২০৪৪

عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ بُسْرٍ قَالَ: أَهْدَيْتُ للنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ شَاةً فَجَثَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْه يَأْكُلُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا هَــذه الْجِلْــسَةُ فَقَالَ:« إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا». أخرجه أبوداود وابــن ماجه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে একটি ছাগল হাদিয়া দিই, তখন তিনি হাঁটু গেড়ে উপবেশন করে খাচ্ছিলেন, তারপর এক বেদুইন বলে: এ কোন ধরনের বসা? তিনি উত্তর দেন:"আমাকে আল্লাহ নম্র-বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন, হটকারী ও অহংকারী বানাননি।"[১]

¿ ব্যস্ত ব্যক্তির খাওয়ার নিয়ম:

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا وَفِي رِوَايَةٍ: أَكْلًا حَثِيثًا. أخرجه مسلم.

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে কিছু খেজুর প্রদান করা হলে তিনি তা দ্রুতভাবে বণ্টন করতেছিলেন ও দ্রুত তা থেকে কিছু খাচ্ছিলেন (বসার সুযোগ পাননি)।[২]

¿ ঘুমানোর সময় পানির পাত্র ঢাকা ও বিসমিল্লাহ বলা:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَــلَّمَ قَــالَ .....وفيــه : « وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّه وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّه وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْه شَيْئًا». متفق عليه.

১ .হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৭৭৩, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩২৬৩ শব্দগুলি তার

২. মুসলিম হাঃ নং ২০৪৪

জাবের (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: দরজা বন্দ কর ও বিসমিল্লাহ বল, তোমার ঘরের আলো নিভিয়ে দাও ও "বিসমিল্লাহ" বল। তোমার পানির পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ ও "বিসমিল্লাহ" বল এবং তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখ ও "বিসমিল্লাহ" বল। এমনকি সামান্য কিছু হলেও তার উপর কিছু দিয়ে রাখ।"[১] (অর্থাৎ: প্রতিটি কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে করবে।)

¿ খাদেমের সাথে আহার করা:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادمُهُ بطَعَامه فَإِنْ لَمْ يُجْلسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَحَرَّهُ وَعِلَاجَهُ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: "যখন তোমাদের কারো নিকট তার খাদেম খানা নিয়ে আসে, আর সে যদি তাকে তার সাথে না বসায়, তবে তাকে অন্তত কিছু খাবার বা (তা থেকে) এক-দু লোকমা যেন প্রদান করে। কেননা সে খাদ্য তৈরীর তাপ ও যাবতীয় কষ্ট সহ্য করেছে।"[২]

¿ যদি খানা সালাতের আগে উপস্থিত হয় তাহলে প্রথমে খানা খাওয়া:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :« إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ..». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক (রা:) নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন:"যখন রাতের খাবার এসে যায় এবং সালাতের একামত দেয়া হয় তখন তোমরা প্রথমে রাতের খাবার খেয়ে নাও।"[৩]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৩২৮০ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০১২
২. বুখারী হাঃ নং ৫৪৬০ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৬৩
৩ . বুখারী হাঃ নং ৫৪৬৩ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ৫৫৭

¿ প্লেট থেকে খাওয়ার পদ্ধতি:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا». أخرجه أبوداود وابن ماجه.

ইবনে আব্বাস (রা:) নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "যখন তোমাদের কেউ খানা খাবে সে যেন প্লেটের (মাঝের) উপর থেকে না খায়; বরং সে যেন তার নিচ (পার্শ্ব) থেকে খায়। কেননা মধ্যখানে বরকত অবতীর্ণ হয়।"[১]

¿ দুধ পান করলে কি করবে:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ:« إِنَّ لَهُ دَسَمًا ». متفق عليه.

ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কিছু দুধ পান করার পর পানি নিয়ে ডাকেন ও কুলি করেন এবং বলেন: "দুধ তৈলাক্ত জিনিস।"[২]

¿ পানাহারের সময় ও পরে আল্লাহর প্রসংশা করার ফজিলত:

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا». أخرجه مسلم.

আনাস [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"নিশ্চয় আল্লাহ তার বান্দার প্রতি সন্তুষ্টি হয় যখন সে খানা খেয়ে তার প্রসংশা করে বা পান করে তার প্রসংশা করে।"[৩]

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৭৭২ শব্দগুলি তার , ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩২৭৭
২. বুখারী হাঃ নং ২১১ ও মুসলিম হাঃ নং ৩৫৮ শব্দগুলি তার
৩. মুসলিম হা: নং ২৭৩৪

¿ আহারের পরে কি দোয়া বলবে:

عن مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ». أخرجه أبوداود وابن ماجه.

১. মু'য়ায ইবনে আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: "যে ব্যক্তি আহার করার পর বলল:"আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্ব'য়ামানী হাযাতত্বয়াামা ওয়া রাজাকানীাহ মিন গাইরি হাওলিমমিন্নী ওয়া লাা কুওয়্যাহ।" তার বিগত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"[১]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: « الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا». أخرجه البخاري.

২. আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন তার দস্তরখানা উঠাতেন তখন বলতেন:"আলহামদুলিল্লাহি কাসীরান তাইয়িবান মুবাারাকান ফীহ, গাইরা মাকফিয়্যিন ওয়া লাা মুয়াদদা'য়িন ওয়ালা মুস্তাগনান 'আনহু রব্বানাা।"[২]

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: « الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ». أخرجه البخاري.

৩. আবু উমামা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] যখন খানা খাওয়া শেষ করতেন, বর্ণনাকারী একবার বলে, দস্তর খানা উঠিয়ে নিতেন তখন তিনি বলতেন: "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাফানাা ওয়া আরওয়াানাা গাইরা মাকফিয়্যিন ওয়া লাা মাকফূরিন।"[৩]

---

১. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০২৩ শব্দগুলি তার, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩২৮৫

২. বুখারী হাঃ নং ৫৪৫৮

৩. বুখারী হা: নং ৫৪৫৯

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ:« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا». أخرجه أبوداود.

৪. আবু আইয়ূব আল-আনসারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন পানাহার করতেন তখন বলতেন:"আল হামদুলিল্লাহিল্লাযী আত্ব'য়ামা ওয়া সাকা ওয়া সাওয়াগাহু ওয়া জা'য়ালা লাহু মাখরাজাা।"[১]

« اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ». أخرجه أحمد.

৫. আল্লাহুম্মা আত্ব'আমতা, ওয়া আসকাইতা, ওয়া আগনাইতা, ওয়া আক্বনাইতা, ওয়া হাদাইতা, ওয়া আহ্ইয়াইতা, ফালাকালহামদু 'আলাা মাা আ'ত্বইতা।"[২]

¿ মেহমানের পক্ষ হতে মেজবানের জন্য দোয়া:

« اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ » أخرجه مسلم.

১. "আল্লাহুম্মা বাারিকলাহুম ফী মাা রাজাকতাহুম, ওয়াগফির লাহুম ওয়ারহামহুম।"[৩]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

২. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সা'দ ইবনে উবাদার বাড়িতে আসেন। অত:পর সা'দ রুটি ও তৈল পেশ করলে তিনি খাওয়ার পর বলেন: "আফত্বরা 'ইন্দাকুমস্‌স-য়িমূন, ওয়া

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৮৫১

২. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৬৭১২, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ৭১

৩. মুসলিম হাঃ নং ২০৪২

আকালা ত্ব‘য়ামাকুমুল আবরাার, ওয়া সল্লাত ‘আলাইকুমল মালাাইকাহ্।”[১]

¿ যে পানি পান করাবে বা ইচ্ছা পোষণ করবে তার জন্য দোয়াঃ

« **اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي** ». أخرجه مسلم.

“আল্লাহুম্মা আত‘ইম মান আত্ব‘আমানী, ওয়া আসক্বি মানআসক্ব–নী।”[২]

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৮৫৪, শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৭৪৭

২. মুসলিম হাঃ নং ২০৫৫

৩- রাস্তা ও বাজারের আদব

¿ রাস্তার অধিকার:

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَات فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه مَا لَنَا منْ مَجَالسنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فيهَا فَقَالَ إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ». متفق عليه.

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বেঁচে থাক" সাহাবায়ে কেরাম বলেন: হে আল্লাহর রসূল! রাস্তায় বসে কথাবার্তা বলা ব্যতীত আমাদের কোন উপায় নেই। অত:পর তিনি বলেন: তোমাদের (রাস্তায়) বসা ব্যতীত উপায় নেই। অতএব, তোমরা রাস্তার অধিকার প্রদান করবে। তাঁরা বলেন: রাস্তার আবার অধিকার কি? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বলেন:"দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা, সালামের জবাব দেয়া এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদান করা।"[১]

وفي لفظ:« اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَات فَقُلْنَا إِنَّمَا قَعَدْنَا لغَيْرِ مَا بَاسٍ قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ قَالَ إِمَّا لَا فَأَدُّوا حَقَّهَا غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ». أخرجه مسلم.

২. অন্য বর্ণনায় রয়েছে:"তোমরা ব্যাপক লোক চলাচলের রাস্তায় বসা থেকে বাঁচ," আমরা বললাম: অবশ্য আমরা যেখানে কোন অসুবিধা হয় না সেখানে বসে, আলাপ-আলাচনা ও কথোপকথন করি। তিনি বলেন:

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬২২৯ শব্দাবলী বুখারীর ও মুসলিম হাঃ নং ২১২১

"যদি বস্তে হয় তাহলে রাস্তার অধিকার আদায় কর, তাহলোঃ দৃষ্টি অবনমিত রাখা, সালামের জবাব দেয়া ও উত্তম কথা বলা।[১]

وَفِي لَفْظٍ: « وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ». أخرجه أبو داود.

৩. অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ মাজলুমের সাহায্য করবে ও পথভুলাকে রাস্তা দেখাবে।"[২]

¿ রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:« لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: "জনৈক ব্যক্তিকে আমি জান্নাতে এমন একটি গাছে ঘুরাঘুরি করতে দেখি যে গাছটিকে সে রাস্তার মধ্য থেকে কেটে ফেলেছিল। কেননা তা মানুষকে কষ্ট দিত।"[৩]

¿ রাস্তায় পেশাব-পায়খানা না করাঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ». قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:« الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ». أخرجه مسلم.

আবূ হুরাইরা [রাঃ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "তোমরা দু'টি অভিশাপকারী থেকে বেঁচে থাক। তারা (সাহাবীগণ) বললেন, দু'টি অভিশাপকারী কি হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন:"যে মানুষের রাস্তায় অথবা ছায়াতে পেশাব-পায়খানা করে।"[৪]

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৮১৭

২. বুখারী হাঃ নং ৩০ ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৬১

৩. বুখারী হাঃ নং ১৩৫৬, ৬৫২ ও মুসলিম কিতাবুল বির হাঃ নং ১৯১৪, শব্দগুলি মুসলিমের

৪. মুসলিম হাঃ নং ২৬৯

¿ কিবলার দিকে থুথু ফেলা নিষেধঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ». أخرجه ابن خزيمة وأبوداود.

হুজাইফা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: যে ব্যক্তি কিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে, কিয়ামতের দিন উক্ত থুথু তার উভয় চোখের মাঝে পেশ করা হবে।"[১]

¿ যানবাহনে আরোহণের সময় কি বলবেঃ

[F G H I J K L M N O Z الزخرف: ١٣

"সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানাা হাযাা ওয়ামাা কুন্নাা লাহূ মুক্বরিনীন"

¿ চলার পথে সোয়ারীর প্রতি লক্ষ্য রাখা ও রাত্রে সফরকালে রাস্তার উপর অবতরণ না করাঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنْ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ».

أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যখন তোমরা শস্য-শ্যামল ভূমিতে সফর কর তখন তোমরা উটকে জমিন থেকে তার প্রাপ্য প্রদান কর। পক্ষান্তরে যখন তোমরা দুর্ভিক্ষকবলিত অনাবাদী ভূমিতে সফর কর তখন তোমরা তাকে দ্রুত চালিয়ে নিয়ে যাও। আর যদি তোমরা রাত্রিতে অবতরণ কর, তবে

১. হাদীসটি সহীহ, ইবনে খুযাইমা হাঃ নং ১৩১৪, দেখুন সিলসিলা সহীহাঃ হাঃ নং ২২২ ও আবু দাউদ হাঃ নং ৩৮২৪

তোমরা রাস্তা থেকে বেঁচে থেক, কেননা তা রাতের সময় বিষাক্ত ও হিংস্র জীবজন্তুর আশ্রয়স্থল।"[১]

¿ অহংকারী ব্যক্তির মত চলা থেকে বিরত থাকা:

] وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

Z لقمان: ١٨

"অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" [সূরা লোকমান: ১৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন: "যখন একজন মানুষ চলার সময় তার কেশগুচ্ছ ও চাদর তাকে অহংকারে পতিত করে তখন জমিন তাকে ধ্বসিয়ে ফেলে। সে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত জমিনে ঢুকতেই থাকবে।"[২]

¿ ক্রয়-বিক্রয়ে মহানুভবতা:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى». أخرجه البخاري.

---

১. মুসলিম হাঃ নং ১৯২৬

২. বুখারী হাঃ নং ৫৭৮৯ ও মুসলিম হাঃ নং ২০৮৮ শব্দ তারই

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, যে মহানুভবতার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করে ও পাওনা ফিরিয়ে চায়।"[১]

¿ ঋণ পরিশোধের সময় হলে তা আদায় করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"ধনীর (ঋণ পরিশোধে) গড়িমসি করা জুলুম। যখন তোমাদের কাউকে কোন ধনী ব্যক্তির দিকে হাওয়ালা করা হয়, সে যেন তা গ্রহণ করে নেয়।"[২]

¿ অভাবীকে পরিশোধের জন্য অবকাশ দেয়া ও ক্ষমা প্রদান:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ».متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: জনৈক ব্যবসায়ী লোকদেরকে ঋণ দিত, আর যখন কোন অভাবগ্রস্তকে দেখত, সে তার কর্মচারীদেরকে বলত, তাকে ক্ষমা করে দাও, হয়তো আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এর ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।"[৩]

¿ সালাতের সময় ক্রয়-বিক্রয় না করা:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

১. বুখারী হাঃ নং ২০৭৬

২. বুখারী হাঃ নং ২২৮৭ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৫৬৪

৩. বুখারী হাঃ নং ২০৭৮ ও শব্দগুলি বুখারীর ও মুসলিম হাঃ নং ১৫৬২

. - , + *) (' & % $ # " ! [

< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 /

-الجمعة: ٩ Z G F E D C B A @ ? > =
١٠

“হে মুমিনগণ! জুমার দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর জিকিরের জন্য ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, তা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা উপলব্ধি কর। আর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহর অধিক জিকির করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও।” [সূরা: জুমু‘য়াহ: ৯-১০]

¿ সর্বাবস্থায় ইনসাফ বজায় রাখা:

আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

] وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ © إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو ´

µ ¶ ¸ يَظُنُّ أُو۟لَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ

ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦﴾ Z المطففين: ١ - ٦

“মাপে যারা কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ। যারা লোকদের নিকট থেকে মেপে নেয়ার সময় পুরোপুরি গ্রহণ করে। আর যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। ওরা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে, মহাদিবসে যেদিন সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়াবে।” [সূরা আল-মুত্বাফফিফীন: ১-৬]

¿ বেশি বেশি শপথ না করা:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَقُولُ:« الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলতে শুনেছি যে, "মিথ্যা শপথে পণ্য বাজারজাত হয়ে যায় বটে; কিন্তু তাবরকত মিটিয়ে দেয়।"[১]

¿ হারাম ও জঘন্য জিনিস ক্রয়-বিক্রয় এবং লেনদেন পরিহার করাঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

٢٧٥ :البقرة Z S V 9 8 7 [

"আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।" [সূরা বাকারাঃ ২৭৫]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

- , + *) (' & % $ # " ! [

٩٠ :المائدة Z 0 / .

"হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি-আস্তানা ও ভাগ্যনির্ণয়ক তীর, ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর যাতে তোমরা সফল হতে পার।" [সূরা মায়িদাঃ ৯০]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

N M L K J I H G F E D [

W V U T S R Q P O

١٥٧ :الأعراف Z q Z Y X

"সেসমস্ত লোক যারা আনুগত্য করে এ রাসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন এবং

১. বুখারী হাঃ নং ২০৮৭ ও মুসলিম হাঃ নং ১৬০৬, শব্দগুলি মুসলিমের

নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ।" [সূরা আ'রাফ:১৫৭]

¿ মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় না নেয়া:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ:« مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:« أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] খাদ্যের স্তুপের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তিনি তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে তাঁর হাত ভিজে যায়, তখন তিনি বলেন: হে খাদ্যওয়ালা একি? সে বলল: হে আল্লাহর রসূল! [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এতো আকাশের বৃষ্টির ফলে। তিনি বলেন: "তুমি তা খাদের উপরে রাখনি কেন যাতে লোকেরা দেখত। যে প্রতারণা করে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।"[১]

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». متفق عليه.

২. হাকীম ইবনে হেজাম (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: ক্রেতা ও বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হবে, ততক্ষণ তাদের এখতিয়ার থাকবে। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ-ত্রুটি গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হয়।"[২]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ১০২।

২. বুখারী হাঃ নং ২০৭৯ শব্দগুলি বুখারীর ও মুসলিম হাঃ নং ১৫৩২

¿ পণ্যের মজুতকরণ না করা:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ». أخرجه مسلم.

মা'মার ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: "একমাত্র ভুলকারীই মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মজুত করে।"[১]

১. মুসলিম হাঃ নং ১৬০৫

৪- সফরের আদব ও শিষ্টাচার

¿ নেক ব্যক্তিদের অসিয়ত কামনা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي قَالَ:« عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ: اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলে: হে আল্লাহর রসূল! আমি সফর করতে ইচ্ছুক অতএব, আপনি আমাকে অসিয়ত করুন, তিনি বলেন: "তোমার জন্য আল্লাহ ভীতি অপরিহার্য এবং প্রতিটি উঁচু স্থানে 'আল্লাহু আকবার' বলবে। ঐ ব্যক্তি যখন ফিরে চলে গেল, তিনি বললেন: "হে আল্লাহ তুমি তার জন্য জমিনকে গুটিয়ে দাও এবং তার সফরকে সহজ করে দাও।"[১]

¿ সফরের শুরুতে মুসাফিরের জন্য মুকীমের দোয়া:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَدِّعُنَا فَيَقُولُ: « أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ ». أخرجه الترمذي والحاكم.

ইবনে উমর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাদেরকে বিদায় জানানোর সময় বলতেন: [আসতাওদি'উল্লাহা দ্বীনাকা ওয়া আমাানাতিকা ওয়া খাওয়াাতীমা 'আমালিক্] "আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত ও তোমার জীবনের শেষ আমল আল্লাহর নিকট সোপর্দ করলাম।"[২]

---

১. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ৩৪৪৫, শব্দগুলি তিরমিযীর ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৭৭১

২. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ৩৪৪৩, শব্দগুলি তিরমিযীর ও হাকেম হাঃ নং ১৬১৭ দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১৪

¿ অবস্থানকারীদের জন্য মুসাফিরের দোয়া:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: وَدَّعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ الَّذِي لَا يُضِيعُ وَدَائِعُهُ». أخرجه أحمد وابن ماجه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাকে ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তে বলেন: [আসতাওদি'উকাল্লাহাল্লাযী লাা ইউযী'য়ু ওয়াদাাই'য়ুহ্ ''আমি তোমাকে সেই আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে যাচ্ছি যিনি তাঁর আমানতসমূহ নষ্ট করেন না।"[১]

¿ সৎসঙ্গীদের সাথে সফর করা:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً». متفق عليه.

আবু মুসা (রা:) নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো: সুগন্ধ বহনকারী (আতর বিক্রেতা) ও হাপর ফুৎকার প্রদানকারী (কামার)-এর মত। সুগন্ধ বহনকারী হয়ত তোমাকে সুগন্ধময় করবে অথবা তুমি তার থেকে ক্রয় করবে কিংবা (কমপক্ষে) তুমি তা থেকে সুগন্ধ পাবে। পক্ষান্তরে হাপরে ফুঁ প্রদানকারী (কামার) হয়ত তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা (কমপক্ষে) দুর্গন্ধ পাবে।"[২]

---

১. হাদীসটির সনদ-সূত্র উত্তম, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ৯২১৯, শব্দগুলি মুসনাদে আহমাদের। দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১৬ ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৮২৫

২. বুখারী হাঃ নং ৫৫৩৪ শব্দগুলি বুখারীর ও মুসলিম হাঃ নং ২৬২৮

¿ প্রয়োজন ছাড়া একাকী সফর না করা:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ». أخرجه البخاري.

১. ইবনে উমার (রা:) নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: একাকী সফরে কি (অসুবিধা) রয়েছে আমি যা জানি মানুষ তা যদি জানত তবে কোন সওয়ারী রাতে একাকী চলত না।"[১]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ». أخرجه أبو داود والترمذي.

২. আমর ইবনে শুয়াইব তার পিতা ও তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন: একজন সওয়ারী এক শয়তান, ও দুইজন সোয়ারী দুই শয়তান স্বরূপ আর তিনজন সোয়ারী তো একটি কাফেলা।"[২]

¿ কুকুর ও ঘন্টা সঙ্গে নিয়ে সফর না করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: যে সফরে কুকুর ও ঘন্টা থাকে ফেরেশতারা সে সফরে সঙ্গী হিসেবে থাকে না।"[৩]

---

১. বুখারী হাঃ নং ২৯৯৮
২. হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ২৬০৭ ও সহীহ আবু দাউদ হাঃ নং ২২৭১ ও তিরমিযী হাঃ নং ১৬৭৪০
৩. মুসলিম হঃ নং ২১১৩

¿ সঙ্গী-সাথীকে সফরে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সাহায্য করা:

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَة لَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِه عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَاد فَلْيَعُدْ بِه عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ ». أخرجه مسلم.

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আমরা কোন এক সফরে নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি সোয়ারীতে আরোহণ করে আগমন করল। বর্ণনাকারী বলেন: অত:পর সে তার দৃষ্টি ডানে-বামে ফিরানো শুরু করল। তা দেখে রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: "যার নিকট অতিরিক্ত সোয়ারী আছে, যার নেই তার জন্য যেন নিয়ে আসে, আর যার নিকট নিজের পাথেয়–এর অতিরিক্ত রয়েছে, যার নেই তার জন্য যেন নিয়ে আসে।"[১]

¿ সফর আরম্ভ করার সময়:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

وفي لفظ: لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ. أخرجه البخاري.

কা'বা ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] তাবুকের যুদ্ধের জন্য বৃহস্পতিবার বের হন। আর তিনি বৃহস্পতিবারেই সফরের জন্য বের হওয়া পছন্দ করতেন।

অন্য বর্ণনায় আছে: তিনি খুব কমই বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য দিনে সফরের জন্য বের হতেন।"[২]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ১৭২৮

২. বুখারী হা: নং ২৯৫০ ও ২৯৪৯

¿ সকাল সকাল সফরের জন্য বের হওয়া ও রাত্রে চলা:

عَنْ صَخْرٍ الْغَامديِّ عَنْ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِـي بُكُورِهَا وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ. أخرجه أحمد وأبو داود.

১. সাখর আল-গামেদী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেন:"হে আল্লাহ! আমার উম্মতের প্রভাতকালে বরকত দান করুন। আর তিনি [ﷺ] যখন কোন অভিযান বা সৈন্যদল প্রেরণ করতেন তখন দিনের প্রথমভাগে পাঠাতেন।"[১]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَـةِ فَـإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ». أخرجه أحمد وأبو داود.

২. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:" তোমরা রাত্রির শেষাংশে সফর করবে; কারণ রাত্রে জমিনকে গুটানো হয়।"[২]

¿ আরোহণের দোয়া:

Z T S R Q P O N M L K J I H G F [
الزخرف: ١٣ ـ ١٤

সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানাা হাাযাা ওয়া মাা কুন্নাা লাহূ মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্নাা ইলাা রব্বিনাা লামুনক্বলিবূন। [সূরা জুখরুফ:১৩-১৪]

¿ সফরের দোয়া:

عن ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْـتَوَى عَلَـى بَعِيرِه خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ:﴿ سُبْحَانَ الَّذي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হা: নং ১৫৫২২ আবু দাউদ হা: নং ২৬০৬ শব্দ তাঁরই

[২]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হা: নং ১৫১৫৭ আবু দাউদ হা: নং ২৫৭১ শব্দ তাঁরই

وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْــتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ الـــسَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِـــيهِنَّ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». أخرجه مسلم.

ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সফরে বের হওয়ার মুহূর্তে উটের উপর সোজা হয়ে বসে তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলার পর বলতেন:

Z T S R Q P O N M L K J I H G F [

الزخرف: ١٣ - ١٤

সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানাা হাাযাা ওয়া মাা কুন্নাা লাহূ মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্নাা ইলাা রব্বিনাা লামুনক্বলিবূন।

"পূত পবিত্র সেই মহান সত্ত্বা যিনি আমাদের জন্য তা বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা তাকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব আমাদের প্রতিপালকের দিকে।"

[সূরা যুখরুফ: ১৩-১৪] এরপর বলতেন:

[আল্লাহুম্মা ইন্নাা নাসআলুকা ফী সাফারিনাা হাাযালবিররা ওয়াত্তাকওয়া, ওয়া মিনাল 'আমালি মাা তারযা, আল্লাহুম্মা হাওবিন 'আলাইনাা সাফারিনাা হাাযাা ওয়াত্বিব 'আন্নাা বু'দাহ্ , আল্লাহুম্মা আন্তাস স-হিবু ফিস্‌সাফারি ওয়ালখলীফাতু ফিলআহ্‌ল্ , আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন ওয়া'ছায়িস্‌সাফারি ওয়া কা'আাবাতিল মানযরি ওয়া সূইল মনক্বলাবি ফিলমাালি ওয়ালআহ্‌ল।]

"হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরে আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করি পূণ্যময় কর্ম ও পরহেযগারীতা এবং আমরা এমন আমলের সামর্থ তোমার নিকট কামনা করি, যা তুমি পছন্দ কর। হে আল্লাহ! আমাদের

জন্য এ সফরকে সহজ-সাধ্য করে দাও এবং তার দূরত্বকে আমাদের জন্য কমিয়ে দাও।

হে আল্লাহ! তুমিই এই সফরে আমাদের সাথী আর পরিবারের দেখাশুনাকারী। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের ক্লেশ হতে এবং অবাঞ্ছিত কষ্টদায়ক দৃশ্য দর্শন হতে এবং সফর হতে প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিজনের ক্ষয়ক্ষতির দৃশ্য দর্শন হতে।"

আর যখন নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সফর হতে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন উক্ত দোয়ার পর বৃদ্ধি করতেন:

[আায়িবূনা, তায়িবূনা, 'আাবিদূনা, লিরব্বিনাা হাামিদূন]

আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকরী, এবাদতকারী ও আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।]"[১]

¿ সফরে দু'জন বের হলে কি করবে:

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ و مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فقَالَ: « يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا». متفق عليه.

আবু মূসা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাকে ও মু'য়াযকে ইয়ামেন পাঠানোর সময় বলেন:"তোমরা সহজতা অবলম্বন করবে কঠোরতা করবে না, সুসংবাদ দিবে ভাগিয়ে দিবে না এবং পরস্পরের অনুসরণ করবে ও বিরোধিতা করবে না।"[২]

¿ তিন বা ততোধিক ব্যক্তি সফরে বের হলে কি করবে:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ». أخرجه أبوداود.

---

১. মুসলিম হাঃ নং ১৩৪২

২. বুখারী হাঃ নং ৪৩৪৪ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭৩৩

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: যখন তিনজন সফরে বের হবে তখন তারা যেন একজনকে আমীর নিয়োগ করে।"[১]

¿ রাস্তার আদবের প্রতি খেয়াল রাখা:

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ». متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বেঁচে থাক" সাহাবায়ে কেরাম বলেন: হে আল্লাহর রসূল! রাস্তায় বসে কথাবার্তা বলা ব্যতীত আমাদের কোন উপায় নেই। অত:পর তিনি বলেন: তোমাদের (রাস্তায়) বসা ব্যতীত উপায় নেই। অতএব, তোমরা রাস্তার অধিকার প্রদান করবে। তাঁরা বলেন: রাস্তার আবার অধিকার কি? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বলেন:"দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা, সালামের জবাব দেয়া এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদান করা।"[২]

¿ উপরে উঠা ও নিচে নামার মুহূর্তে মুসাফির যা বলবে:

عن ابْنِ عُمَرَ ﷺ ...-وفيه-قال: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوْا الثَّنَايَا كَبَّرُوا وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا. أخرجه أبو داود.

---

১. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ২৬০৮ দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১৩২২

২. বুখারী হাঃ নং ৬২২৯ শব্দাবলী বুখারীর ও মুসলিম হাঃ নং ২১২১

ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, (তাতে রয়েছে) তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ও তাঁর বাহিনী যখন উর্দ্ধ পথে উঠতেন, "আল্লাহু আকবার" বলতেন এবং যখন নিচে নামতেন, "সুবহানাল্লাহ" বলতেন।"[১]

¿ জালেমদের অঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করার সময় মুসাফিরের দোয়া:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالحِجْرِ قَالَ :« لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [রাঃ] থেকে বর্ণিত, নবী যখন হিজ্‌র (তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার সময় সামূদ জাতির ধ্বংসলিলা)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন তখন বলেন:"যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে তাদের আবাস ভূমিতে প্রবেশ করো না; কিন্তু তাদের যে আজাব পৌঁছেছিল তা তোমাদের পৌঁছার ভয়ে ক্রন্দন করে প্রবেশ করলে চলবে। অত:পর নবী [ﷺ] বাহনের উপর তাঁর চাদর দ্বারা চেহারা ঢেকে ফেলেন।[২]

¿ সফর অবস্থায় নিদ্রার নিয়ম:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ. أخرجه مسلم.

কাতাদা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সফররত অবস্থায় যখন রাত্রি যাপন করতেন তখন তিনি ডান পার্শ্ব হয়ে শুইতেন। আর যখন ফজরের পূর্বে কোথাও অবস্থান নিতেন তখন তিনি তাঁর হাত খাড়া করে তালুর উপর স্বীয় মাথা রাখতেন।[৩]

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ২৫৯৯
২. বুখারী হা: নং ৩৩৮০ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ২৯৮০
৩. মুসলিম হাঃ নং ৬৮৩

¿ কোন স্থানে অবতরণকালে দোয়া:

عن خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةَ رضي الله عنها أنها سَمِعْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ». أخرجه مسلم.

খাওলা বিনতে হাকীই আস্‌সালামিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলতে শুনেছেন: যে ব্যক্তি কোন স্থানে আগমন করে বলবে: [আ'উযু বিকালিমাাতিল্লাহিত তামমাাতি মিন শাররি মাা খলাক্ব] আল্লাহর নিকট তাঁর যাবতীয় সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে তাঁর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহ নাম ও গুণাবলী) এর মাধ্যমে আশ্রয় চাই) যতক্ষণ সে ঐ স্থান থেকে প্রস্থান না করবে ততক্ষণ কোন জিনিস তার ক্ষতি করতে পারবে না।"[১]

¿ মুসাফির যখন প্রভাত করবে তখন যা বলবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ يَقُولُ:« سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন কোন সফরে থাকতেন ও প্রভাত করতেন তখন বলতেন: [সামি'আ সাামি'উন বিহামদিল্লাাহি ওয়াহুসনি বালাায়িহি 'আলাইনাা রব্বানাা স্ব-হিব্‌নাা ওয়াআফযিল 'আলাইনাা 'আায়িযান বিল্লাাহি মিনান্নাার]"[২]

¿ সোয়ারী হোঁচট খেলে বলবে:

« بِسْمِ اللهِ ». أخرجه أحمد وأبو داود. "বিসমিল্লাহ"।[৩]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২৭০৮

২. মুসলিম হাঃ নং ২৭১৮

৩. হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমদ হাঃ নং ২০৮৬৭ ও আবু দাউদ হাঃ নং ৪৯৮২

¿ সফরে কোন গ্রাম দেখে যেখানে প্রবেশ করতে চায় কি বলবে:

عَنْ صُهَيْبٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلاَّ قَالَ حِيْنَ يَرَاهَا« اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا ». أخرجه النسائي في الكبرى والطحاوي.

সুহাইব (রা:) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখনই কোন গ্রাম দেখতেন, আর সে গ্রামে প্রবেশের ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন: [আল্লাহুম্মা রব্বাস্ সামাাওআাতিস্ সাব'য়ি ওয়া মাা আযলালনা, ওয়া রব্বাল আরযীনাস্ সাব'য়ি ওয়ামাা আক্বলালনা, ওয়া রাব্বালশ্ শায়াত্বীনা ওয়ামাা আযলালনা, ওয়া রব্বালর্ রিয়াহি ওয়া মাা যারাইনা, ফাইন্নাা নাসআলুকা খাইরা হাাযিল ক্বরইয়াতি ওয়া খইরা আহলিহাা, ওয়া না'ঊযুবিকা মিন শাররিহাা ওয়া শাররি আহলিহাা ওয়া শাররি মাা ফীহা] "হে সপ্তাকাশ ও যা কিছু তার নিচে রয়েছে তার অধিপতি, হে সপ্ত জমিন ও তার উপরে যা কিছু রয়েছে তার মালিক, শয়তানদের ও যাদের তারা পথভ্রষ্ট করেছে তাদের রব এবং হে প্রবাহিত বাতাস ও বাতাসে যা কিছু উড়িয়ে নিয়ে যায়, তার প্রভু। নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট এই গ্রাম ও এর অধিবাসীদের কল্যাণ কামনা করি এবং আমরা আপনার নিকট এই গ্রাম ও গ্রাম বাসীদের ও এর মধ্যে যে অনিষ্ট ও অমঙ্গল আছে তা হতে আশ্রয় চাই।"[১]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ». أخرجه أحمد وأبوداود.

১. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ ও সুনানে কুবরা হাঃ নং ৮৮২৬ ও তাহাভীর মুশকিলুল আসার হাঃ নং ৫৬৯৩। দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ২৭৫৯

২. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "তোমরা ফজরের পূর্বে অন্ধকার অবস্থায় সফর এখতিয়ার কর, কেননা রাত্রিতে জমিনকে গুটিয়ে দেওয়া হয়।"[১]

৫ হজ্ব বা অন্য সফর হতে ফিরার পর কি বলবে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ:« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখনই কোন যুদ্ধ, বা হজ্ব কিংবা উমরা হতে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন তিনি প্রত্যেক উঁচু ভূমিতে তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলতেন এবং পরে বলতেন: [লাা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর, আায়িবূনা, তায়িবূনা, 'আাবিদূনা, সাজিদুনা, লিরব্বিনাা হাামিদূন। সদাকাল্লাহু ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা 'আব্দাহু ওয়া হাজামাল আহ্জাাবা ওয়াহ্দাহ্।"

"আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সর্বময় ক্ষমতা এবং সকল প্রশংসা কেবল তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, এবাদতকারী, সেজদাহকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, স্বীয়

---

১. হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ১৫১৫৭ ও আবু দাউদ হাঃ নং ২৫৭১ শব্দগুলি তার

বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সকল শত্রুকে পরাজিত করেছেন।[১]

¿ প্রয়োজন শেষে মুসাফির তার পরিবারের কাছে ফিরে আসবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"সফর আজাবের একটি অংশ। যা তোমাদেরকে নিদ্রা ও পানাহার থেকে বিরত রাখে। অতএব, সফরকারী তার প্রয়োজন পূর্ণ করে যেন দ্রুত পরিজনের নিকট চলে আসে।"[২]

¿ সফর সেরে আগমনের সময়:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ .متفق عليه.

১. কা'ব ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সফর (সেরে) দিনের প্রথম প্রহর ব্যতীত (বাড়িতে) আগমন করতেন না। যখন তিনি আগমন করতেন প্রথমে মসজিদে ঢুকতেন এবং দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। অত:পর সেখানে বসতেন।[৩]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً . متفق عليه.

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৭৯৭ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৩৪৪
২. বুখারী হাঃ নং ৩০০১ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৯২৭
৩. বুখারী হাঃ নং ১৮০০ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৯২৮

২. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রাত্রে কখনও পরিবারের নিকট আগমন করতেন না। তিনি প্রভাত কিংবা বিকালে আগমন করতেন।

¿ সফর শেষে রাত্রিতে আগমন করলে পরিবারকে অবহিত করা সুন্নত:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ».

متفق عليه.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: তুমি যদি (পরিবারের নিকট) রাত্রে আগমন করতে চাও, তবে তুমি তার নাভির নিচ পরিস্কার ও এলোমেলো চুল চিরুনি না করা পর্যন্ত প্রবেশ করবে না।[১]

১. বুখারী হাঃ নং ৫২৪৬ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ৭১৫

৫- ঘুম ও জাগ্ররত-এর আদব

¿ নিদ্রা যাওয়ার সময় যা করণীয়:

عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ». متفق عليه.

জাবের (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"রাতে যখন তোমরা ঘুমাবে আলো নিভিয়ে দাও, দরজা বন্ধ কর, পানির পাত্রগুলি এবং খাদ্য-পানীয় বস্তু ঢেকে রাখ।"[১]

¿ নিদ্রার পূর্বে হাত চর্বি ও অন্যান্য গন্ধ মুক্ত করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন:"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হাত ধৌত না করে চর্বি জাতীয় গন্ধ নিয়ে ঘুমায়। অত:পর তার কোন সমস্যা ঘটে তবে সে যেন নিজেকে ছাড়া কাউকে দোষারোপ না করে।"[২]

¿ অযু অবস্থায় ঘুমানোর ফজিলত:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنْ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬২৯৬ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০১২

২. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ১৮৬০ ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩২৯৭ শব্দগুলি তাঁরই

১. মু'য়ায ইবনে জাবাল (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন:"যে কোন মুসলিম ব্যক্তি পবিত্রাসহ জিকির করা অবস্থায় ঘুমাবে। অত:পর রাতে জাগ্রত হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের জন্য আল্লাহর কাছে যা চাইবে আল্লাহ তাকে তাই দান করবেন।"[১]

¿ মুসলিম ব্যক্তি ঘুমানোর সময় কুরআন হতে যা পড়বে:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَـانَ إِذَا أَوَى إِلَـى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا] ! " # $ %

Z T S R Q P [وَ Z 8 7 6 5 4 [وَ Z

ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. أخرجه البخاري.

১. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন বিছানায় যেতেন প্রত্যেক রাতেই তিনি উভয় হাত একত্রিত করে তাতে "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ", কুল আ'উযুবি রব্বিল ফালাক" এবং "কুল আ'উযুবি রব্বিননাাস" পড়তেন ও ফুঁ দিতেন। অত:পর যথা সম্ভব স্বীয় শরীরে উক্ত হাত বুলাতেন। আর (এভাবে) উভয় হাত দ্বারা শুরু করতেন এবং মাথা ও চেহারা হতে এবং শরীরের সম্মুখ অংশে অনুরূপ তিনি তিনবার করতেন।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ الْحَدِيثَ فَقَـالَ إِذَا أَوَيْـتَ إِلَـى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫০৪২ শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৮৮১

২. বুখারী হাঃ নং ৫০১৭

تُصْبِحَ فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ». أخرجه البخاري.

২. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাকে রমজান মাসের জাকাতের মাল হেফাজত করার দায়িত্ব প্রদান করেন। এমন সময় একজন আগন্তুক এসে খাদ্য হতে মুষ্টিভরে নেয়া শুরু করল, আমি তাকে গ্রেফতার করে বললাম: আমি তোমাকে অবশ্যই রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট উপস্থিত করব। (অত:পর সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। (পরিশেষে আগন্তুক) বলে: আপনি যখন বিছানায় যাবেন তখন আয়াতুল কুরসী পড়বেন, তাহলে আল্লাহর পক্ষ হতে আপনার সাথে একজন সর্বদা পাহারাদার থাকবেন, সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান আপনার নিকটবর্তী হতে পারবে না। অত:পর নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: "সে তো তোমাকে যা বলেছে সত্য বলেছে কিন্তু সে তো প্রকৃতপক্ষে বড় মিথ্যুক, সে তো শয়তান।[১]

¿ নিদ্রার সময় 'আল্লাহু আকবার', 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা:

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها جَاءَتْ تَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ خَادِمًا فَلَمْ تُوَافِقْهُ ، قَالَتْ .... فَأَتَانَا وَقَدْ أخذنا مَضَاجِعَنَا ..... فقال:« أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ». متفق عليه.

আলী (রা:) হতে বর্ণিত, ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট একটি খাদেমের জন্য আসে কিন্তু তাঁকে পায়নি,------- যখন নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আগেন, তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর নিকট বিষয়টি বলেন।

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫০১০

-------। আমরা শয়ন করলে তিনি [ﷺ] আসেন এবং বলেন:"তোমরা আমার নিকট যা চেয়েছ, আমি কি তোমাদের তার চেয়ে উত্তম জিনিসের সন্ধান দিব না? যখন তোমরা বিছানায় যাবে, তখন চৌত্রিশ বার "আল্লাহু আকবার" তেত্রিশবার "আলহামদুলিল্লাহ" এবং তেত্রিশবার "সুবহানাল্লাহ" বলবে, এটাই তোমাদের জন্য তার চেয়ে উত্তম, যা তোমরা চেয়েছ।"[১]

¿ প্রয়োজন ছাড়া অধিক শয্যা গ্রহণ না করা:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ:«فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ». أخرجه مسلم.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাকে বললেন: একটি শয্যা হবে পুরুষের দ্বিতীয়টি তার স্ত্রীর, তৃতীয়টি মেহমানের এবং চতুর্থটি শয়তানের।[২]

¿ এশা সালাতের পর ঘুমানো এবং প্রয়োজন ব্যতীত নৈশ আলাপ না বলা:

عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ.متفق عليه.

১. আসওয়াদ হতে বর্ণিত, তিনি আয়েশা [রা:]কে নবী [ﷺ]-এর রাত্রির সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, নবী [ﷺ] রাত্রির প্রথমভাগে ঘুমাতেন এবং শেষ রাত্রে জেগে সালাত আদায় করতেন। এরপর তাঁর বিছানায় ফিরে যেতেন এবং যখন মুয়াজ্জিন আজান দিতেন তখন লাফ দিয়ে উঠতেন। অত:পর প্রয়োজন থাকলে গোসল করতেন, আর না হয় অযু করে সালাতের জন্য বের হতেন।[৩]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৩১১৩ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৭২৭

২. মুসলিম হাঃ নং ২০৮৪

৩. বুখারী হা: নং ১১৪৬ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ৭৩৯

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. متفق عليه.

২. আবু বারজাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ]এশা সালাতের পূর্বে ঘুমানো এবং এশার পরে কথা বলা অপছন্দ করতেন।"[১]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا. أخرجه أحمد والترمذي.

৩. উমার ইবনে খাত্তাব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] আবু বকরের সাথে মুসলিমদের প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাত্রে আলোচনা করেন। আর এ সময় আমি তাঁদের সাথে ছিলাম।"[২]

¿ তিনবার বিছানা ঝাড়া:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ». متفق عليه وفي لفظ:« فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন বিছানায় যাবে সে যেন তার বিছানাটি তার লুঙ্গির পাড়-পার্শ্ব দ্বারা ঝেড়ে নেয়; কেননা সে জানেনা পরবর্তীতে বিছানার উপর কি হয়েছে। অত:পর সে বলবে: "বিসমিকা রব্বী ওযা'তু জানবী, ওয়াবিকা আরফা'উহু, ইন আমসাকতা নাফসী ফারহামহাা, ওয়া ইন আরসালতাহাা ফাহফাজহাা বিমাা তাহফাজু বিহী 'ইবাাদাকাস্ স্ব–লেহীন।"

[১]. বুখারী হা: নং ৫৬৮ শব্দ তাঁইর মুসলিম হা: নং ৬৪৮

[২]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হা: নং ১৭৫ তিরমিযী হা: নং ১৬৯ শব্দ তাঁরই

"হে আমার রব! তোমার নামে আমি আমার পার্শ্ব (বিছানায়) রাখলাম, তোমার সাহায্যেই তা উঠাবো, তুমি যদি আমার আত্মাকে নিয়ে নাও তবে তার প্রতি দয়া কর, আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তবে যেভাবে তুমি তোমার সৎবান্দাদেরকে হেফাজত কর সেভাবে তাকে হেফাজত কর।"[১] অন্য বর্ণনায় রয়েছে: সে যেন বিছানা তার কাপড়ের পাড়-পার্শ্ব দ্বারা তিনবার ঝেড়ে নেয়।"[২]

¿ ওযু অবস্থায় ডান পার্শ্ব হয়ে ঘুমান:

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ ». متفق عليه.

বারা' ইবনে আজেব (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাকে বলেছেন: "যখন তুমি তোমার বিছানায় যাবে তখন সালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করবে, তারপর তোমার ডান দিকে কাত হয়ে শয়ন করবে এবং বলবে:

[আল্লাহুম্মা আসলামতু ওয়াজহী ইলাইকা ওয়া ফাওওয়াযতু আমরী ইলাইকা ওয়া আলজা'তু যহরী ইলাইকা রগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা, লাা মালজাআ ওয়া লাা মানজাা মিনকা ইল্লাা ইলাইকা, আল্লাহুম্মা আমান্তু বিকিতাাবিকাল্লাযী আনজালতা ওয়া বিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা]

১. বুখারী হাঃ নং ৬৩২০ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৭১৪
২. বুখারী হাঃ নং ৭৩৯৩

"হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার প্রতি সঁপে দিলাম, আর আমার সমস্ত কাজ তোমার প্রতি ন্যস্ত করলাম, আমার পৃষ্ঠদেশকে তোমার দিকেই ঝুকিয়ে দিলাম, এসব তোমারই রহমতের আশায় এবং তোমারই আজাবের ভয়ে। তোমার নিকট ছাড়া অন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই ও তোমার নিকট ছাড়া কোন মুক্তির পথও নেই। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছো এবং যে নবীকে তুমি প্রেরণ করেছ তার প্রতি ঈমান এনেছি।" (এরপর নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: যদি তুমি মৃত্যুবরণ কর তবে ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে। আর এগুলিকে তুমি সর্বশেষে বলবে।"[১]

¿ ঘুমানো ও জাগ্রত হওয়ার সময় যা বলবে:

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ:

« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ». أخرجه مسلم.

১. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন তাঁর বিছানায় গমন করতেন তিনি বলতেন: [আল-হামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্ব'আমানাা, ওয়াসাক্ব–নাা, ওয়াকাফানাা, ওয়াআাওয়াানাা, ফাকাম মিম্মান লাা কাফিয়া লাহু ওয়া লাা মু'বিয়া]

"সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আমাদেরকে পানাহার করান, যিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং যিনি আমাদেরকে আশ্রয় প্রদান করেন। এমন কত মানুষ রয়েছে যার নেই কোন যথেষ্টকারী এবং নেই কোন আশ্রয় দাতা।"[২]

« اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ ». أخرجه مسلم.

১. বুখারী হাঃ নং ৬৩১১ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৭১০

২. মুসলিম হাঃ নং ২৭১৫

২. [আল্লাহুম্মা খলাকতা নাফসী ওয়া আন্তা তাওয়াফফাহাা লাকা মামাাতুহা ওয়া মাহ্ইয়াাহাা, ইন আহ্ইয়াইতাহাা ফাহফাযহাা, ওয়া ইন আমাত্তাহাা ফাগফির লাহাা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আাফিয়াহ]

"হে আল্লাহ! তুমি আমার আত্মাকে সৃষ্টি করেছ, তুমিই তাকে পূর্ণতা দান করেছ। তোমার নিকটেই তার মৃত্যু ও জীবন। যদি তুমি তাকে জীবিত রাখ তার হিফাজত কর আর যদি মৃত্যু দান কর তবে তাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই।"[১]

« اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ ». أخرجه مسلم.

৩. ডান কাঁধ হয়ে শুয়ে বলবে: [আল্লাহুম্মা রব্বাস্ সামাাওয়াাতি ওয়া রব্বাল আরযি ওয়া রব্বাল 'আরশিল 'আযীম, রব্বানাা ওয়া রব্বা কুল্লি শাইয়িন, ফাালিক্বল হাব্বি ওয়ান্নাওয়া ওয়া মুনজিলাত তাওরাাতি ওয়াল ইঞ্জীলি ওয়াল ফুরক্ব–ন, আ'উযু বিকা মিন শাররি কুল্লি শাইয়িন অন্তা আাখিযুন বিনাাসিয়াতিহি, আল্লাহুম্মা আন্তাল আওয়ালু ফালাইসা ক্বলাকা শাইয়ুন, ওয়া আন্তাল আাখিরু ফালাইসা বা'দাকা শাইয়ুন, ওয়া আন্তায য–হিরু ফালাইসা ফাওক্বকা শাইয়ুন, ওয়ান্তাল বাাত্বিনু ফালাইসা দূনাকা শাইয়ুন, ইক্বযি 'আন্নাদ দাইনা ওয়া আগনিনাা মিনাল ফাক্বরি]

"হে আল্লাহ! তুমি আকাশ মণ্ডলির রব, তুমি জমিনের রব, তুমি মহাআরশের রব, আমাদের রব এবং প্রত্যেক বস্তুর রব। বীজ ও আঁটি চিরে চারা ও বৃক্ষের উদ্ভব ঘটাও তুমি, তাওরাত, ইঞ্জিল ও ফুরকান তথা

১. মুসলিম হাঃ নং ২৭১২

কুরআনের অবতীর্ণকারী তুমি। আমি প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি যার সবকিছু তোমারই অধীনে। হে আল্লাহ! তুমিই অনাদি, তোমার পূর্বে কোন কিছুই নেই। তুমিই অনন্ত তোমার পর কোন কিছুই থাকবে না। তুমিই প্রকাশমান, তোমর উপর কিছুই নেই। তুমিই অপ্রকাশ্য তোমার চেয়ে নিকটবর্তী কিছু নেই। তুমি আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং আমাদেরকে দারিদ্রতা হতে মুক্ত রাখ।"[১]

« اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ». أخرجه الطيالسي والترمذي.

৫. [আল্লাহুম্মা 'আলিমাল গাইবি ওয়াশ্‌শাহাদাহ্‌, ফাত্বিরিস্‌ সামাওয়াতি ওয়ালআরয্‌, রব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালীকাহ্‌, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, আ'উযু বিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া মিন শাররিশ শায়ত্ব–নি ওয়া শিরকিহ্‌]

"হে আল্লাহ! তুমি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জান। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা তুমিই। তুমিই সব কিছুর রব ও অধিপতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় চাই এবং আমি আশ্রয় চাই শয়তান ও তার শিরকের অনিষ্ট হতে।[২]

عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ ثُمَّ قَالَ: « اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ». أخرجه أحمد.

৫. বারা ইবনে আযেব (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন শয়ন করতেন তখন তিনি তাঁর ডান হাত গালের নিচে

১. সহীহ মুসলিম হাঃ নং ২৭১৩

২. হাদীসটি সহীহ, আত্তায়ালিসী হাঃ নং ৯ ও তিরমিযী হাঃ নং ৩৩৯২

রেখে বলতেন: [আল্লাহুম্মা ক্বিনী 'আযাবাকা ইয়াওমা তাব'আছু 'ইবাাদাক্]

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার আজাব-শাস্তি হতে বাঁচাও যে দিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে উঠাবে।"[১]

عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْأَنْمَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ:« بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي وَفُكَّ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى ». أخرجه أبو داود.

৬. আবু আজহার আনসারী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রাত্রে যখন বিছানায় যেতেন তখন বলতেন: [বিসমিল্লাহি ওয়ায'তু জাম্বী, আল্লাহুম্মাগফির লী যাম্বী, ওয়া আখসি' শায়তানী, ওয়া ফুক্কা রিহাানী, ওয়াজ'আলনী ফিন্নাদিয়্যিল আ'লা]

"আল্লাহর নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ স্থাপন করলাম। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাফ কর। আমার মধ্যে যে শয়তান আছে তাকে লাঞ্ছিত কর, আমার বন্ধক মুক্ত কর এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ দানশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর।"[২]

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ:« اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا» وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ«: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ».

متفق عليه.

৭. হুজাইফা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন রাত্রে বিছানা গ্রহণ করতেন তখন তিনি স্বীয় হাত গালের নিচে রেখে বলতেন:

---

১. হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ১৮৬৫৯ দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ২৭৫৪

২. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫০৫৪

[আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া]

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করলাম (ঘুমালাম) এবং তোমার নামেই জীবিত হব।”

যখন জাগ্রত হতেন তখন বলতেন:

[আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়াানাা বা'দা মাা আমাাতানাা ওয়া ইলাইহিন্নুশূর]

“সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে মারার পর পুনরায় জীবিত করেন এবং তাঁর দিকেই পুনরুত্থিত হতে হবে।”[১]

¿ হাত দ্বারা চেহারা থেকে ঘুমের ভাব মুঝে ফেলা:

عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْيَ خَالَتُهُ -وفيه- اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِه بِيَدِه ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَات الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَة آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি খবর দেন যে, তিনি এক রাত্রিতে নবী [ﷺ]-এর স্ত্রী তাঁর খালা মায়মানূরা [রা:]-এর নিকট ঘুমান। (এ হাদীসে রয়েছে) রসূলুল্লাহ [ﷺ] ঘুম থেকে উঠে তার চেহারা মোবারক হতে ঘুমের ভাব মুছতে শুরু করেন। অত:পর সূরা আল-ইমরানের শেষাংশ থেকে তিনি দশটি আয়াত পড়েন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে ঝুলান্ত মশকের দিকে গিয়ে পানি দ্বারা সুন্দরভাবে অযু করেন। অত:পর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন।”[২]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬৩১৪ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৭১১

২. বুখারী হা: নং ১৮৩ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ৭৬৩

¿ রাতে নিদ্রাহীন অবস্থায় পাশ পরিবর্তন ও বিড়বিড় করার সময় কি বলবে ও কি করবে:

عن عُبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ». أخرجه البخاري.

উবাদাহ ইবনে সামেত (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: যে ব্যক্তি রাতে পাশ পরিবর্তন ও বিড়িবিড় করার সময় এই দোয়া পড়ে:

[লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহু, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুলহামদু ওয়া হুওয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। আলহামদু লিল্লাহি ওয়া সুবহাানাল্লাহি ওয়া লাা ইলাাহাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া লাা হাওলা ওয়া লাা কুওয়্যাতা ইল্লাা বিল্লাহ্ (অত:পর বলে) আল্লাহুম্মাগফির লী]

"এক আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই, তিনি এক তার কোন শরীক নেই, আধিপত্য তাঁরই। তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা। তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। আল্লাহ মহান। আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত গুনাহ হতে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই। অত:পর বলে: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন বা অন্য দোয়া করে তবে তার দোয়া কবুল করা হয়। অত:পর যদি ওযু করে সালাত আদায় করে তবে তার সালাত কবুল করা হয়।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১১৫৪

৬-স্বপ্নের আদব

¿ স্বপ্নের প্রকার:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ: « إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ فَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যখন কিয়ামত সন্নিকটে হবে তখন মুসলিমের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। তোমাদের মাঝে সবচেয়ে যে সত্যবাদী তার স্বপ্ন সবচেয়ে বেশি সত্য হবে। আর মুসলিমের স্বপ্ন নবুয়াতের ৪৫ ভাগের একভাগ। স্বপ্ন তিন প্রকার: (১) নেক স্বপ্ন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ। (২) শয়তানের পক্ষ হতে স্বপ্ন দুশ্চিন্তায় ফেলানর জন্য। (৩) মানুষ মনে মনে যা জল্পনা-কল্পনা করে সে স্বপ্ন। অতএব; তোমাদের কেউ অপছন্দ করে এমন স্বপ্ন দেখলে উঠে সালাত আদায় করবে এবং তা মানুষকে বলবে না।"[১]

¿ যখন ঘুমে যা পছন্দ করে বা ঘৃণা করে দেখবে তখন কি করবে ও কি বলবে:

عن أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنْ اللَّهِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتْفِلْ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ». متفق عليه.

[১]. বুখারী হা: নং ৭০১৭ মুসলিম হা: নং ২২৬৩ শব্দ তারই

১. আবু কাতাদা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলতে শুনেছি: ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে। অতএব, তোমাদের কেউ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে, সে যেন যাকে পছন্দ করে তাকে ব্যতীত অন্যের নিকট বর্ণনা না করে। পক্ষান্তরে যদি খারাপ স্বপ্ন দেখে তবে সে যেন তার ও শয়তানের অনিষ্টতা হতে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করে। বাম পার্শ্বের তিনবার থুথুর ছিটা ফেলে এবং কারো নিকট বর্ণনা না করে। তবে তাকে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।"[১]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ اللَّهِ فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ». أخرجه البخاري.

২. আবু সাঈদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে বলতে শুনেন: "তোমাদের কেউ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে তবে তা আল্লাহর পক্ষ হতে। সুতরাং সে যেন তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তা বর্ণনা করে। আর যদি এ ব্যতীত অন্য কিছু দেখে যা সে অপছন্দ করে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব সে স্বপ্নের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাইবে এবং কারো নিকটে তা উল্লেখ করবে না, এতে উহা তার কোন ক্ষতি করবে না।"[২]

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ». وفي لفظ: «فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ ». أخرجه مسلم.

১. বুখারী হাঃ নং ৭০৪৪ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২২৬১

২. বুখারী হাঃ নং ৭০৪৫

৩. জাবের (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দেখল যা সে অপছন্দ করে, তবে সে যেন তার বাম পার্শ্বে তিনবার থুথুর ছিটা নিক্ষেপ করে। তিনবার শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় (অর্থাৎ 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্ব–নির রাজীম' বলে) এবং যে পার্শ্ব হয়ে শায়িত ছিল তার বিপরীত দিকে যেন ঘুরে যায়।"

অন্য বর্ণনায় রয়েছে:"কোন ব্যক্তি যদি যা অপছন্দ করে এমন কিছু দেখে তবে যেন সে সালাত আদায় করে।"[১]

¿ ভাল স্বপ্ন দ্বারা আনন্দকরণ:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ:« لَمْ يَبْقَ مِنْ النُّبُوَّة إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالحَةُ». أخرجه البخاري.

১. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলতে শুনেছি:"মুবাশশির তথা সুসংবাদদাতা ব্যতীত নবুয়াতের আর কোনকিছু অবশিষ্ট থাকবে না।" তারা বলেন: সুসংবাদদাতা কি? তিনি বলেন: "তা হলো ভাল স্বপ্ন।"[২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ».متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: সৎলোকের উত্তম স্বপ্ন হলো নবুয়াতের ৪৬ ভাগের এক ভাগ।"[৩]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২২৬২ ও ২২৬৩
২. বুখারী হাঃ নং ৬৯৯০
৩. বুখারী হাঃ নং ৬৯৮৩ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২২৬৩

¿ ঘুমের মধ্যে নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে স্বপ্নে দেখা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: তোমরা আমার নামে নামকরণ কর। কিন্তু আমার কুনিয়াত তথা উপনামে তোমরা নাম রেখ না।[১] যে আমাকে (প্রকৃত আকৃতিতে) স্বপ্নে দেখে সে ঠিক আমাকেই দেখে; কারণ শয়তান আমার (আসল) আকৃতির ন্যায় আকৃতি ধারণ করতে পারে না (তবে অন্য কারো আকৃতি ধারণ করে মিথ্যা বলতে পারে)। যে ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন তার আসন জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।"[২]

¿ ঘুমের মধ্যে যদি শয়তান কারো সাথে খেল-তামাশা করে তবে যেন সে কাউকে না বলে:

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ:« إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ ».

أخرجه مسلم.

জাবের (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল: ঘুমের মধ্যে আমি দেখি যে আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাতে হাসলেন ও বললেন:"তোমাদের কারো

---

১. ইহা নবী [ﷺ]-এর জীবদ্দশায় নিষেধ ছিল। কিন্তু এখন তাঁর উপনামে নামকরণ জায়েজ রয়েছে।

২. বুখারী হাঃ নং ১১০ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২১৩৪ ও ২২৬৬

সাথে ঘুমের মধ্যে শয়তান যদি খেল-তামাশা করে তবে তা যেন সে লোকদের নিকট বর্ণনা না করে।”[১]

১. মুসলিম হাঃ নং ২২৬৮

৭- অনুমতি গ্রহণের আদব

¿ গৃহে প্রবেশের আদবঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٢٧ Z النور: ٢٧

“হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।” [সূরা নূর: ২৭]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] فَإِذَا دَخَلۡتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ ´ µ ¶ ¸ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةًۚ ٦١ Z النور: ٦١

“তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমারা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে অভিবাদন স্বরূপ যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র।” [সূরা নূর: ৬১]

¿ অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি:

عن أَبِي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ». متفق عليه.

১. আবু মূসা আশয়ারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:“তোমাদের কেউ যদি তিনবারঅনুমতি চায় আর অনুমতি না দেয়া হয়, সে যেন ফিরে যায়।”[১]

১. বুখারী হাঃ নং ৬২৪৫ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২১৫৪

عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ أَلِجُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ:« اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ: قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ.
أخرجه أحمد وأبو داود.

২. রিব‘ঈ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: বনি আমেরের একজন ব্যক্তি আমাদেরকে বর্ণনা করে যে, সে নবী [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর গৃহে অবস্থানকালে তাঁর নিকট অনুমতি চেয়ে বলে: আমি কি ঢুকবো? নবী [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তখন তাঁর খাদেমকে বলেন: তার নিকট গিয়ে তাকে অনুমতি গ্রহণের আদব শিক্ষা প্রদান করত: তাকে বল: তুমি বল: “আসসালামু ‘আলাইকুম” আমি কি প্রবেশ করতে পারি?” লোকটি নবী [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর কথা শুনে বলে: “আসসালামু ‘আলাইকুম” আমি কি প্রবেশ করতে পারি? অত:পর, নবী [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাকে অনুমতি দেন আর সে প্রবেশ করে।”[১]

¿ অনুমতি গ্রহণের সময় কোথায় দাঁড়াবে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلْ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ». أخرجه أحمد وأبو داود.

আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন কারো দরজার নিকট আগমন করতেন,

১. হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ২৩৫১৫ ও আবু দাউদ হাঃ নং ৫১৭৭ শব্দগুলি তার

তিনি দরজার মুখামুখি দাঁড়াতেন না বরং তার ডানে বা বামে দাঁড়িয়ে বলতেন: “আসসালামু আলাইকুম” “আসসালামু আলাইকুম।”[১]

¿ অনুমতি গ্রহণকারীকে নাম জিজ্ঞাসা করা হলে সে কি বলবে:

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِب تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْه فَقَالَ: مَـــنْ هَذه؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِب فَقَالَ:« مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ..». متفق عليه.

১. উম্মে হানী [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট যাই। সে সময় তিনি গোসল করতে ছিলেন আর ফাতেমা পর্দা দ্বারা আড়াল করে ঘিরে ছিল। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি বলেন: কে? আমি বললাম, আমি উম্মে হানী। তিনি বললেন: উম্মে হানীকে স্বাগতম।[২]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله قَالَ:اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: « مَنْ ذَا؟ »، فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ : « أَنَا أَنَا » كَأَنَّهُ كَرِهَهَا.متفق عليه.

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী [ﷺ]-এর নিকট অনুমতি চাইলে বলেন: কে তুমি? আমি বললাম, আমি। তিনি বললেন: আমি আমি। যেন তিনি ইহা ঘৃণা করলেন।[৩]

¿ দাস-দাসী ও ছোট্টদের অনুমতি গ্রহণের আদব:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] | } ~ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ©

مَرَّٰتٍ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم ´ µ ¶ ¸ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَٰثُ

---

১. হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ১৭৮৪৪ ও আবু দাউদ হাঃ নং ৫১৮৬ শব্দগুলি তার

২. বুখারী হা: নং ২৩৭ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ৩৩৬

৩. বুখারী হা: নং ৬২৫০ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ২১৫০

عَوْرَٰتٍ لَّكُمْۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُۢ بَعْدَهُنَّۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ

بَعْضٍۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ ! " # $

1 0 / . - + *) (' & %

النور: ٥٨ - ٦١ Z 6 5 4 3

“হে মুমিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা সাবালক হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময় অনুমতি গ্রহণ করে: ফজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহারে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ তখন এবং এশার সালাতের পর এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এই তিন সময় ব্যতীত অন্য সময় অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোন দোষ নেই, তোমাদের একে অপরের নিকট তো যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা নূর: ৫৮]

¿ তৃতীয়জনের অনুমতি ব্যতীত দু’জনে গোপনে কথা না বলা:

عَنْ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ:« إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: তোমরা যদি তিনজন হও তবে তন্মধ্যে দুইজন যেন তাদের সাথীকে বাদ দিয়ে গোপনে কথোপকথন না করে; কেননা তা তাকে চিন্তিত করে ফেলবে।”[১]

১. বুখারী হাঃ নং ৬২৯০ ও মুসলিম হাঃ নং ২১৮৪ শব্দগুলি তার

¿ অনুমতি ব্যতীত কারো গৃহে না তাকানোঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَـمْ يَكُـنْ عَلَيْـكَ جُنَاحٌ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবুল কাসেম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: "অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি যদি তোমার গৃহে উঁকি দেয় আর তুমি পাথর নিক্ষেপ করে তার চক্ষু কানা করে দাও তবে তোমার কোন গুনাহ নেই।[১]

— বাহির হওয়ার সময় অনুমতি গ্রহণঃ

. - , + *) (' & % $ # " ! [

; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

H G F E D C B A @ ? > = <

النور: ٦٢ Z K J I

"মুমিন তো তারাই; যারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রসূলের সাথে কোন যৌথকাজে শরিক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত চলে যায় না। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অতএব, তারা আপনার কাছে তাদের কোন কাজের জন্যে অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।"
[সূরা নূর:৬২]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬৮৮৮ ও মুসলিম হাঃ নং ২১৫৮ শব্দগুলি তার

৮- হাঁচির আদব

¿ হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাাহ' বললে তার জবাব দেওয়া:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ». أخرجه البخاري.

১. আবু হুরাইরা (রা:) নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন: "আল্লাহ তা'য়ালা নিশ্চয়ই হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। অতএব, যখন কেউ হাঁচি দিয়ে "আলহামদু লিল্লাাহ" বলে তখন প্রত্যেক ঐ মুসলমানের যে তা শ্রবণ করবে তার হক হলো, তার হাঁচির জবাব দেয়া। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হতে। অতএব, যথা সম্ভব তা দমন করবে, আর যদি বলে (হাই তোলার মুহূর্তে) হা---- তবে তাতে শয়তান হাসি দেয়।:[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ستٌّ». قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"একজন মুসলিমের প্রতি অন্য মুসলিমের ৬টি অধিকার। বলা হলো সেগুলো কি হে আল্লাহর রসূল? তিনি বলেন:"যখন সাক্ষাত হবে তখন তার প্রতি সালাম দেবে। যখন তাকে দাওয়াত দেবে তখন কবুল করবে। যখন তার নিকট কোন অসিয়ত চাইবে তখন নসিহত করবে। যখন হাঁচি

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬২২৩

দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাাহ' বলবে তখন উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাাহ' বলবে। যখন অসুস্থ হবে তখন তার পরিদর্শন করবে। আর যখন মারা যাবে তখন তার জানাজায় অংশ গ্রহণ করবে।"[১]

¿ হাঁচি প্রদানকারীর জবাবের পদ্ধতি:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা (রা:) নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় সে যেন "আলহামদু লিল্লাাহ" (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য) বলে এবং তার জবাবে তার (দ্বীনি) ভাই বা সঙ্গী যেন "ইয়ারহামুকাল্লাাহ" (তোমার প্রতি আল্লাহ রহম করুন) বলে। যখন তার জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাাহ" বলবে (হাঁচি প্রদানকারী আবার বলবে "ইয়াহদীকুমুল্লাাহু ওয়া ইউসলিহু বাালাকুম" (আল্লাহ আপনাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং আপনাদের অবস্থা সংশোধন করুন।)[২]

¿ কাফের হাঁচি দিলে তার জবাবে কি বলতে হবে:

عَنْ أَبِي موسى الأشعري ﷺ قَالَ: كَانَتْ الْيَهُودُ تَعَاطَسُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهَا يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ: « يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». أخرجه أبو داود والترمذي.

আবু মূসা আশয়ারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইহুদিরা নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট এই আশায় হাঁচি দিত যে তিনি তাদের হাঁচির জবাবে বলবেন "ইয়ারহামুকুমুল্লাাহ" কিন্তু তিনি বলতেন: "ইয়াহদিকুমুল্লাাহু ওয়া ইউসলিহু বাালাকুম।"[৩]

---

[১]. মুসলিম হা: নং ২১৬২

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬২২৪

[৩]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫০৩৮ শব্দগুলি তার ও তিরমিযী হাঃ নং ২৭৩৯

¿ হাঁচির সময় করণীয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ ». أخرجه أبو داود والترمذي.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন হাঁচি দিতেন তখন তিনি স্বীয় হাত বা কাপড় মুখে দিতেন এবং তাঁর আওয়াজ নিচু বা কম করতেন।[১]

¿ হাঁচি প্রদানকারীর জবাব কখন দেয়া হবে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتْ الْآخَرَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ:« هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَهَذَا لَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট দু'জন ব্যক্তি হাঁচি দেয়; এদের একজনের জন্য হাঁচির জন্য উত্তরে দোয়া করেন এবং অন্যজনের জন্য উত্তরে দেয়া পড়েননি। এ ব্যাপারে তাঁকে জানানো হলে তিনি বলেন:"এই ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেছে এবং ঐ ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেনি।"[২]

¿ হাঁচি প্রদানকারীর কতবার জবাব দিতে হবে:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ». أخرجه ابن ماجه.

---

১. হাদীসটি হাসান-সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫০২৯ শব্দগুলি তার ও তিরমিযী হাঃ নং ২৭৪৫
২. বুখারী হাঃ নং ৬২২১ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৯৯১

১. সালামা ইবনে আকওয়া (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: হাঁচি প্রদানকারীর তিনবার জবাব দিতে হবে, তার অতিরিক্ত হলে সে সর্দি আক্রান্ত ব্যক্তি।"[১]

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: « يَرْحَمُكَ اللَّهُ». ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الرَّجُلُ مَزْكُومٌ». أخرجه مسلم.

২. সালামা ইবনে আকওয়া (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে শুনেছেন। জনৈক ব্যক্তি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট হাঁচি দিলে তার জন্য তিনি বলেন:"ইয়ারহামুকাল্লাাহ"। এরপর উক্ত ব্যক্তি পুনরায় হাঁচি দিলে রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তার জন্য বলেন: "লোকটি সর্দিতে আক্রান্ত।"[২]

¿ হাই তোলার সময় যা করণীয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « التَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: "হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হতে। সুতরাং যখন তোমাদের কারো হাই আসে সে যেন সাধ্যমত তা দমন করে।"[৩]

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ». أخرجه مسلم.

---

১. হাদীসটি সহীহ, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৭১৪

২. মুসলিম হাঃ নং ২৯৯৩

৩. বুখারী হাঃ নং ৬২২৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২৯৯৪ শব্দগুলি তার

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে তখন সে যেন স্বীয় হাত দ্বারা মুখ বন্ধ করে ফেলে, কেননা (এ অবস্থায় মুখের ভিতর) শয়তান প্রবেশ করে।"[১]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৯৯৫

৯- রোগী পরিদর্শনের আদব

¿ রোগী পরিদর্শনের ফজিলত:

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ». أخرجه مسلم.

সাওবান (রা:) রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন:"যে ব্যক্তি রোগী পরিদর্শনে যায় সে যতক্ষণ ফিরে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের বাগানে অবস্থান করে।"[১]

— রোগী পরিদর্শনে যাওয়ার বিধান:

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ». متفق عليه.

বারা' ইবনে আজেব (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাদেরকে সাতটি বিষয় আদেশ ও সাতটি বিষয় নিষেধ করেন: জানাযার অনুসরণ করার হুকুম করেন এবং হুকুম করেন রোগী পরিদর্শন করা, দাওয়াত প্রদানকারীর ডাকে সাড়া দেয়া, নির্যাতিতকে সাহায্য করা, শপথ পূর্ণ করা, সালামের জবাব দেয়া, হাঁচি প্রদানকারীর জবাব দেয়া। আর আমাদেরকে নিষেধ করেন: রূপার পাত্র ব্যবহার, স্বর্ণের আংটি পরা, সাধারণ রেশমী কাপড়, রেশমী বস্ত্র, মোটা রেশমী, রেশমী কারুকার্যখচিত রেশমী ব্যবহার করতে।"[২]

---

[১] .মুসলিম হাঃ নং ২৫৬৮

[২] . বুখারী হাঃ নং ১২৩৯, শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৬৬

¿ বালা-মসিবতে পতিত ব্যক্তিকে দেখে যা বলবে:

عَنْ ابن عمر ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :« مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ: الْحَمْدُ للَّه الَّذي عَافَاني ممَّا ابْتَلَاكَ به وَفَضَّلَني عَلَى كَثير ممَّنْ خَلَقَ تَفْضيلًا لَمْ يُصبْهُ ذَلكَ الْبَلَاءُ ». أخرجه الطبراني في الأوسط.

ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন বালা মসিবতে নিপতিত ব্যক্তিকে দেখে বলবে: [আলহামদু লিল্লাাহিল্লাযী 'আাফানী মিম্মাবতালাকা বিহ্ , ওয়া ফাযযলানী 'আলাা কাসীরিম মিম্মান খলাক্বা তাফযীলাা] তবে সে উক্ত বালা-মসিবতে নিপতিত হবে না।[১]
অর্থ:সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাকে নিরাপদ রেখেছেন। তোমাকে যা দ্বারা পরীক্ষা করেছেন তা থেকে এবং যিনি আমাকে তাদের অনেকের চেয়ে উত্তম মর্যাদা প্রদান করেছেন, যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন।

¿ রোগী পরিদর্শনকারী কোথায় বসবে:

عَنْ أَنَس رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُوديٌّ يَخْدُمُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَمَرضَ فَأَتَاهُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عنْدَ رَأْسه فَقَالَ لَهُ أَسْلمْ فَنَظَرَ إلَى أَبيه وَهُوَ عنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطعْ أَبَا الْقَاسم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ :« الْحَمْدُ للَّه الَّذي أَنْقَذَهُ منْ النَّار». أخرجه البخاري.

১. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন ইহুদি বালক নবী [ﷺ]-এর খেদমত করত। সে অসুস্থ হলে নবী [ﷺ] তার প্ররিদর্শনে যান এবং তার মাথার নিকটে বসেন। এরপর তাকে বলেন: তুমি ইসলাম

[১]. হাদীসটি সহীহ, আউসাতে তাবরানী হাঃ নং ৫৩২০ ও দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ২৭৩৭

গ্রহণ কর। এ সময় বাচ্চাটি তার পাশে বসা বাবার দিকে চাইতে ছিল, তখন তাকে বলে, আবুল কাসেমের আনুগত্য কর। ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করে। অত:পর নবী [ﷺ] বের হয়ে বললেন:"সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি ওকে জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি দিলেন।"[১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاس ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَادَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ. أخرجه البخاري في الأدب المفرد.

১. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন রোগী পরিদর্শন করতে যেতেন, তখন তিনি রোগীর মাথার পার্শ্বে বসতেন...।"[২]

¿ রোগী পরিদর্শনকারী রোগীর জন্য কি দোয়া পড়বে:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ». أخرجه أبو داود والترمذي.

১. ইবনে আব্বাস (রা:) নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:"যে ব্যক্তি মৃত্যু আসন্ন নয় এমন ব্যক্তিকে দেখতে গেলে। অত:পর সে তার নিকট সাতবার বলল: [আসআলুল্লাাহাল 'আযীম, রব্বাল 'আরশিল 'আযীম, আয়ঁইয়াশফীক্] অর্থ: আমি মহান আল্লাহ মহাআরশের রবের নিকট প্রার্থনা করি তিনি তোমাকে রোগ মুক্ত করুন।" তবে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সে রোগ থেকে মুক্ত করবেন।"[৩]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا

---

[১]. বুখারী হা: নং ১৩৫৬

[২]. হাদীসটি সহীহ, বুখারী আদাবুল মুফরাদে বর্ণনা করেন হাদীস হাঃ নং ৫৪৬

[৩]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩১০৬ শব্দগুলি তার ও তিরমিযী হাঃ নং ২০৮৩

شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَقُلَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى. متفق عليه.

২. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কেউ যখন অসুস্থ হত তখন রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]তাঁর ডান হাত দ্বারা রোগীকে স্পর্শ করে বলতেন: [আযহিবিল বা'সা রব্বান নাস, ইশফি ওয়া আন্তাশশাাফী লাা শিফায়া ইল্লাা শিফাউকা শিফায়ান লাা ইউগাাদিরু সাক্বমাা] আর নবী [ﷺ] যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কঠিন অবস্থা ধারণ করেন তখন আমি তাঁর হাত মোবারক ধরে তিনি যা করতেন তাই করতে চাইলে তিনি তাঁর হাত আমার থেকে ছিনিয়ে নিলেন। অত:পর বললেন:"আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়াজ'আলনী মা'য়ার রফীকিল আ'লাা" আয়েশা [রা:] বলেন, এরপর আমি গিয়ে দেখি তিনি তাঁর জীবনের শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেছেন।
দোয়ার অর্থ: দুর্দশা দূর কর! হে সমস্ত মানুষের রব, আরোগ্য দান করুন তুমিই তো আরোগ্য দানকারী। তোমার আরোগ্য ছাড়া আর কোন আরোগ্য নেই। আর এমন আরোগ্য দান করুন যা কোন রোগকেই বাদ না দেয়।"[১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَقَالَ:« لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ». أخرجه البخاري.

৩. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বণির্ত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন কোন রোগী ব্যক্তিকে পরিদর্শনে জন্য তার

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৬৭৫ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২১৯১

নিকট প্রবেশ করতেন তখন বলতেন: [লাা বা'সা তুহূরুন ইন শাাআল্লাাহ] অর্থ: কোন চিন্তা নেই ইন শাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে।"[১]

¿ ফেতনা হতে নিরাপদ হলে মহিলারা পুরুষ রোগীদেরকে পরিদর্শন করতে পারবে:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ ﷺ قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا أَبَت كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟....... قَالَتْ عَائِشَةُ : فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ:«اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَة».متفق عليه.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মদীনা আগমন করেন। সে সময় আবু বকর ও বেলাল (রা:) প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আমি তাঁদের নিকট প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলাম: হে আব্বা আপনার কি অবস্থা? এবং ওহে বেলাল আপনার কি অবস্থা? আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট এসে তাঁকে খবর দিলে তিনি বলেন: হে আল্লাহ! আমাদেরকে তুমি মদীনার প্রতি মক্কার মত বা ততোধিক মুহাব্বত প্রদান কর। হে আল্লাহ! তুমি মদীনাকে উপযোগি কর এবং তুমি আমাদের জন্য তার 'মুদ' ও 'সা'–এ বরকত প্রদান কর এবং তার জ্বরকে (মদীনার বাইরে) জুহফার দিকে নিয়ে যাও।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৬১৬

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫৬৫৪ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৩৭৬

¿ মুশরিক রোগীকে পরিদর্শন করা:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ:« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ». أخرجه البخاري.

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন ইহুদি দাস নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর খেদমত করত। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাকে পরিদর্শনের জন্য আসেন এবং তার মাথার নিকট বসে তাকে বলেন: তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। ছেলেটি তার নিকট অবস্থানরত পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করে। তা দেখে তাকে তার পিতা বলে: আবুল কাসেম (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদেশ মেনে নাও। অত:পর সে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এ কথা বলে বেরিয়ে যান যে, "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচালেন।"[১]

¿ রোগী ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক করা:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا .متفق عليه.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হন তখন তিনি নিজে নিজে যে সূরা দ্বারা অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় তা পড়ে ফুঁ দিতেন।

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৩৫৬

অত:পর যখন তাঁর অবস্থা কঠিন হয়ে দাঁড়াল তখন আমি সেগুলি পড়ে ফুঁ দিতাম এবং তাঁর হাতের বরকতের জন্য তাঁর হাত (মোবারক) দ্বারাই মাসেহ করাতাম।[১]

¿ রোগীর জন্য যা উপকারী তার নির্দেশনা প্রদান করা:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ ﷺ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ)). أخرجه مسلم.

১. উসমান ইবনে আবুল আস আসসাকাফী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময় হতে স্বীয় শরীরে ব্যথ্যা অনুভবের অভিযোগ করলে তাকে রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: "তুমি তোমার শরীরের ব্যথ্যার স্থানে হাত রেখে তিনবার "বিসমিল্লাাহ" ও সাতবার [আ'উযু বিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মাা আজিদু ওয়া উহাযির] বল: অর্থ:"আমি যার সম্মুখীন ও যাকিছু অনুভব করি তার অনিষ্ট হতে আল্লাহ ও তাঁর শক্তির আশ্রয় চাই।"[২]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ». متفق عليه.

২. ইবনে আব্বাস (রা:) নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:"রোগ নিরাময় তিনটি জিনিসে নিহিত: শিঙা লাগানো, মধুপান অথবা গরম লোহা দ্বারা দাগ দেয়া। কিন্তু আমি আমার উম্মতকে দাগাতে নিষেধ করছি।"[৩]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৭৩৫ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২১৯২

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২২০২

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৫৬৮১ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২২০৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ ».متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলতে শুনেছেন: "কালজিরা মৃত্যু ব্যতীত প্রত্যেক রোগের ঔষধ।"[১]

¿ রোগী বা মৃত ব্যক্তির নিকট গিয়ে যা বলবে:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ق رضي الله عنها َالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: « إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ:« قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً » قَالَتْ فَقُلْتُ فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ. أخرجه مسلم.

১. উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যখন তোমরা কোন রোগী বা মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হবে, তখন উত্তম কথা বলবে; কেননা ফেরেশতাগণ তোমরা যা বল তার জন্য আমীন বলে। তিনি (উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আবু সালামা যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আমি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট এসে বললাম: আবু সালামা মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি বলেন: "তুমি বল: [আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়া লাহু ওয়া আ'ক্বিবনী মিনহু 'উক্ববান হাসানাহ্] অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ও তাকে ক্ষমা কর এবং তার পরবর্তীতে আমাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান কর। তিনি (উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: অত:পর আমি তা বললাম। পরিশেষে

[১] . বুখারী হাঃ নং ৫৬৮৮ ও মুসলিম হাঃ নং ২২১৫ শব্দগুলি তার

আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান মুহাম্মদ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে প্রদান করেন।[১]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ....-وفيه- ثُمَّ قَالَ:« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ ». أخرجه مسلم.

২. উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আবু সালামার নিকট প্রবেশ করলেন। এ সময় তার চোখ খোলা ছিল, তিনি তা বন্ধ করে দিলেন--------। অত:পর তিনি বলেন: [আল্লাহুম্মাগফির লিআবী সালামাহ, (এখানে যার জন্য দোয়া করবে তার নাম বলবে) ওয়ারফা' দারাজাতাহু ফিলমাহদিইয়ীন, ওয়াখলুফহু ফী 'আক্বিবিহি ফিলগাাবিরীন, ওয়াগফির লানাা ওয়া লাহু ইয়াা রব্বাল'আলামীন, ওয়াফসাহ্ লাহু ফী ক্ববরিহি ওয়া নাওবির লাহু ফীহ্] অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আবু সালামাকে ক্ষমা কর, হেদায়েতপ্রাপ্তাদের মধ্যে তার মর্যাদা উঁচু কর। তারপর অবশিষ্টের মাঝে তার উত্তরাধিকার বানাও, হে সমস্ত জগতের রব তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা কর এবং তার কবরকে প্রশস্ত কর ও তার জন্য কবরকে আলোকিত করে দাও।"[২]

¿ মৃত ব্যক্তিকে চুমা দেয়া:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ . أخرجه البخاري.

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৯১৯

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৯২০

ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর মৃত্যু অবস্থায় আবু বকর (রা:) তাঁকে চুমা দেন।[১]

¿ রোগীর ঝাড়ফুঁকের পদ্ধতি:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي سَفَرٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ فَقَالُوا لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمْ فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وَقَالَ حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَتَبَسَّمَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ ». متفق عليه.

১. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কিছু সাহাবী এক সফরে একটি আরবদের গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে। তাদের কাছে মেহমানদারী তলব করলে তারা অসম্মতি জানাই। তারা বলে আপনাদের মাঝে কোন ঝাড়ফুঁককারী আছে; কারণ এ গোত্রের প্রাধান দংশিত বা অসুস্থ। সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন বলল: হাঁ, সে গিয়ে তাকে সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করলে সে আরগ্যলাভ করে। এরপর একটি ছাগলের পাল দিলে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং বলে, নবী [ﷺ]-এর নিকট উল্লেখ করা ছাড়া গ্রহণ করব না। সে নবী [ﷺ]-এর নিকট এসে ঘটনা উল্লেখ করে বলে, হে আল্লাহর রসূল! শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা দ্বারাই ঝাড়ফুঁক করেছি। এ শুনে নবী [ﷺ] মুচকি হাসি হাসলেন এবং বললেন: কিভাবে জানলে উহা ঝাড়ফুঁকের সূরা? অত:পর

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৭০৯

বললেন:"এর থেকে তোমরা গ্রহণ কর এবং আমার জন্যেও তোমাদের সাথে একটি ভাগ লাগাও।[১]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ :« اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ».متفق عليه.

২. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে তাঁর কোন স্ত্রীর ব্যথ্যার স্থানে স্বীয় ডান হাত বুলিয়ে দিতেন এবং এই দোয়া পড়তেন: [আল্লাহুম্মা রাব্বানাাস, আযহিবিল বা’স, ইশফিহি ওয়া আন্তাশশাাফী, লাা শিফাায়া ইল্লাা শিফাাউকা লাা ইউগাাদিরু সাক্বমাা] অর্থ: "হে আল্লাহ! সমস্ত মানুষের রব, ব্যথা দূর করে দাও। তাকে রোগমুক্ত কর, তুমিই রোগ মুক্তকারী। তোমার আরোগ্য ছাড়া কোন আরগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান কর যা কোন রোগকেই বাদ না দেয়।"[২]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الرُّقْيَةِ:« تُرْبَةُ أَرْضِنَا وَرِيقَةُ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا». متفق عليه.

৩. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ঝাড়ফুঁকে এ দোয়া পড়তেন: [তুরবাতু আরযিনাা ওয়া রীকাতু বা‘যিনাা ইউশফাা সাকীমানাা বিইযনি রাব্বিনাা]

"আল্লাহর নামে আমাদের জমিনের মাটি এবং আমাদের কারো থুথু ব্যবহার করছি আমাদের রোগী আমাদের রবের হুকুমে যেন আরোগ্য লাভ করে।"[৩]

---

[১]. বুখারী হা: নং ২২৭৬ মুসলিম হা: নং ২২০১ শব্দ তাঁরই

[২] . বুখারী হাঃ নং ৫৭৪৩ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২১৯১

[৩] . বুখারী হাঃ নং ৫৭৪৬ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২১৯৪

বি: দ্র: শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা স্বীয় থুথু নিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে ব্যথা বা ক্ষত জায়গায় মালিশ করার সময় উক্ত দোয়া পড়বে।

عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَـا مُحَمَّـدُ اشْتَكَيْتَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ. أخرجه مسلم.

৪. আবু সাঈদ (রা:) হতে বর্ণিত, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট আগমন করে বলেন: হে মুহাম্মদ! আপনি রোগে আক্রান্ত? তিনি বলেন: হ্যাঁ! জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বলেন: [বিসমিল্লাহি আরক্বিকা মিন কুল্লি শাইয়িন ইউযীক্, মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও 'আইনিন হাসিদ, আল্লাহু ইয়াশফীকা বিসমিল্লাহি আরক্বীক্] অর্থ:"আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক দেয়, যত কিছু আপনাকে কষ্ট দেয় তা থেকে, প্রত্যেক ব্যক্তির অনিষ্ট হতে বা হিংসা চক্ষুর বদনজর হতে, আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন, আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করি।"[১]

¿ শহরে প্লেগ-মহামারী বিস্তার লাভ করলে মুসলিম ব্যক্তির যা করণীয়:

عن أُسَامَةَ بْنَ زَيْد ﷺقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :« الطَّـاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَة مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِه بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ».

متفق عليه.

উসামা ইবনে জায়েদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: প্লেগ-মহামারী হলো একটি শাস্তি যা বনি ইসরাঈলে বা কোন গোত্রে বা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের প্রতি (শাস্তি স্বরূপ) পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং তোমরা যদি শুন

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২১৮৬

যে, কোন এলাকায় তা ছাড়িয়ে পড়েছে, তবে সেখানে যেও না। পক্ষান্ত রে মহামারী তোমাদের অবস্থানের এলাকায় বিস্তার লাভ করলে সেখান থেকে পলায়নের জন্য বের হবে না।"[১]

১. বুখারী হাঃ নং ৩৪৭৩ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২২১৮

১০- পোশাকের আদব

¿ পোশাকের উপকারীতা:

১. সৌন্দর্য ও লজ্জাস্থান আবৃত করা:

আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

Q P O N L K J I H G F E D [

الأعراف: ٢٦ Z Y X W V U T S

“হে বনি আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পোশাক দান করেছি, আর যা তাকওয়ার পোশাক তাই সর্বোৎকৃষ্ট। তা হলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।” [সূরা আ‘রাফ: ২৬]

২. ঠাণ্ডা-গরম ইত্যাদির কষ্ট থেকে বাঁচা:

আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

Z V N M L K J I H G [

النحل: ٨١

“তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের; যা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের যা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে।” [সূরা নাহল: ৮১]

¿ সর্বোত্তম পোশাক:

عَنْ أَنَس بْنِ مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَاب إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ. متفق عليه.

১. আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হিবারা পোশাক সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন।"[১] (হিবারা হলো: ইয়ামেন দেশের তৈরী এক প্রকার সবুজ রঙের নকশাকৃত সুতি কাপড়)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

২. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"তোমরা তোমাদের বস্ত্রের মধ্যে সাদা বস্ত্র পরিধান কর। কেননা তা তোমাদের জন্য সর্বোত্তম বস্ত্র এবং তা দ্বারাই তোমাদের মৃতদেরকে কাফন পরাও।"[২]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصَ. أخرجه أبو داود وابن ماجه

৩. উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট সর্বোত্তম পোশাক ছিল জামা।[৩]

¿ নারী ও পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রের সীমা:

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৮১৩ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৭৯

২. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০৬১ শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৪৭২

৩. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০২৫ শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৫৭৫

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: মুসলিম ব্যক্তির লুঙ্গি (পায়জামা ও প্যান্ট)-এর দেহের পোশাকের সীমা হলো পায়ের নলার অর্ধাংশ পর্যন্ত। তবে তার ও পায়ের টাখনুর মাঝে হলে (টাখনুর নিচে না হলে) কোন দোষ বা গুনাহ নেই। যতটুকু টাখনুর নিচে যাবে তা জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অহংকারবশত: স্বীয় লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলাবে আল্লাহ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।" [১]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » فَقَالَتْ: أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ:« يُرْخِينَ شِبْرًا » فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ، قَالَ :« فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ». أخرجه الترمذي والنسائي.

২. ইবনে উমর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"যে ব্যক্তি অহংকারবশত: স্বীয় কাপড় ঝুলিয়ে পরবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: তবে মহিলারা তাদের কাপড়ের নিম্নাংশের ক্ষেত্রে কি করবে? তিনি বলেন: "এক বিঘত (গোছার নিচে) ঝুলিয়ে দিবে, উম্মে সালামা বলেন: তবে এতে তাদের পা বেরিয়ে যাবে, তিনি বলেন: তবে তা (গোছার নিচে) এক হাত ঝুলিয়ে দিবে তার বেশি করবে না।"[২]

¿ পুরুষদের জন্য টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো অবৈধ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ». أخرجه البخاري.

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০৯৩ শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৫৭৩

[২]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ১৭৩১ শব্দগুলি তার ও নাসাঈ হাঃ নং ৫৩৫৬

১. আবু হুরাইরা (রা:) নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন:"লুঙ্গির (পায়জামা, জামা, প্যান্টের) যতটুকু টাখনুর নিচে যাবে ততটুকুই জাহান্নামের আগুনে যাবে।"[১]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ:« الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ». أخرجه مسلم.

২. আবু যার (রা:) নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:"আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উক্ত কথাটি তিনবার বলেন, আবু যার (রা:) বলেন: যারা ধ্বংস হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, হে আল্লাহর রসূল তারা কারা? তিনি বলেন: তারা হলো: "পায়ের টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে চলা ব্যক্তি, কোন কিছু দান করে খোটাদানকারী এবং মিথ্যা শপথ করে পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা।"[২]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
أخرجه أبو داود والنسائي.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:"যে ব্যক্তি লুঙ্গি (পায়জামা, প্যান্ট), জামা ও পাগড়ির কোন একটি অহংকারবশত: সীমা অতিরিক্ত ঝুলবে আল্লাহ তার দিকে কিয়ামতের দিন দৃষ্টি দিবেন না।[৩]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৭৮৭
[২]. মুসলিম হাঃ নং ১০৬
[৩]. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০৯৪ শব্দগুলি তার ও নাসাঈ হাঃ নং ৫৩৩৪

¿ যেসব পোশাক ও বিছানা ব্যবহার করা নিষিদ্ধঃ

عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ». متفق عليه.

১. উমর ইবনে খাত্তাব (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"তোমরা (পুরুষরা) রেশমী পোশাক পরিধান করো না; কেননা যে ব্যক্তি পৃথিবীতে তা পরিধান করবে পরকালে পরিধান করতে পারবে না।"[১]

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ ». أخرجه الترمذي والنسائي.

২. আবু মূসা আশয়ারী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: "আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য রেশমী ও স্বর্ণের ব্যবহার হারাম করা হয়েছে এবং নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে।"[২]

عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:« أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ : عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ».متفق عليه.

৩. বারা' ইবনে আজেব (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাদেরকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে: (১) রোগী পরিদর্শন, (২) জানাযার অনুসরণ, (৩) হাঁচি প্রদানকারীর দোয়ার জবাব দেয়া। আর সাতটি জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন তার মধ্যে: সাধারণ রেশমী কাপড়, রেশমী কাপড়ের তৈরী

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৮৩৪ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৬৯

[২]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ১৭২০ শব্দগুলি তার , সুনানে তিরমিযী হাঃ নং ১৪০৪। ও নাসাঈ হাঃ নং ৫২৬৫

পোশাক, কারুকার্যখচিত রেশমী, মোটা রেশমী এবং রক্তবর্ণের রেশমী সোয়ারীর জিন।"[১]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ. متفق عليه.

৪. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] সফর থেকে আগমন করেন। আর আমি আমার দেওয়ালের তাকে একটি ছবি বিশিষ্ট পর্দা ঝুলাই। ইহা রসূলুল্লাহ [ﷺ] দেখে ছিঁড়ে ফেলে বলেন:"কিয়ামতের দিনে সবচেয়ে কঠিন আজাব তাদের হবে যারা আল্লাহর সৃষ্টি সদৃশ সৃষ্টি করে। আয়েশা [রা:] বলেন, অত:পর আমি ওটিকে একটি বা দু'টি বালিশ তৈরী করি।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا». أخرجه مسلم.

৫. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামীদের অন্ত র্ভুক্ত তাদেরকে আমি এখনো দেখনি (তারা হলো:) (১) এমন এক জাতি, তাদের সাথে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে যা দ্বারা মানুষকে প্রহার করবে। (২) এমন কতিপয় মহিলা যারা স্বীয় অবস্থা প্রকাশের জন্য শরীরের কিছু অংশ আবৃত রাখে ও কিছু অংশ বের করে রাখে বা এমন পাতলা কাপড় পরিধান করে যার ফলে তাদের রঙ ও আকৃতি

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৮৪৯ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৬৬

[২]. বুখারী হা: নং ৫৯৫৪ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ২১০৭

প্রকাশিত হয়। অন্যদেরকে নিজেদের প্রতি এবং নিজেরা অন্যদের প্রতি আকৃষ্টকারিণী নারী। আর মাথার চুলকে উটের ঝুকে যাওয়া কুজের ন্যায় উঁচু ঝুটি করে বাধে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের গন্ধও পাবে না, অথচ জান্নাতের গন্ধ বহু দূর থেকে পাওয়া যাবে।"[১]

عن عَبْدِ اللَّه بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ:« إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا ». أخرجه مسلم.

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাকে দু'টি হলুদ কাপড় পরা দেখে বলেন: "এ হলো কাফেরদের পোশাকের অন্তর্ভুক্ত; ইহা পরিধান কর না।"[২]

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. أخرجه البخاري.

৭. হুজাইফা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাদেরকে স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে পানাহার করতে এবং রেশমী কাপড়, কারুকার্যখচিত রেশমী পোশাক ও তাতে বসতে নিষেধ করেছেন।"[৩]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ. أخرجه البخاري.

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২১২৮

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২০৭৭

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৫৮৩৭

৮. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] তাঁর বাড়িতে ক্রুশ বিশিষ্ট কিছু থাকলে তা ছিন্ন না করে ছাড়তে না।"[১]

عَنْ خَالد قَالَ وَفَدَ الْمقْدَامُ بْنُ مَعْدي كَربَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فقَالَ له: فَأَنْشُدُكَ باللَّه هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ. أخرجه أبو داود والنسائي.

৯. খালেদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মেকদাম ইবনে মা'দী কারাব মু'য়াবীয়া [رضي الله عنه]-এর নিকটে আগমন করেন। তিনি বলেন, তোমাকে আল্লাহ কসম! তুমি কি জান রসূলুল্লাহ [ﷺ] হিংস্র পশুর চামড়া পরিধান ও তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন? উত্তরে মেকদাম বলেন, হাঁ।"[২]

عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: مَنْ لَبسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ في الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقيَامَة ثُمَّ أَلْهَبَ فيه نَارًا. أخرجه أبو داود وابن ماجه.

১০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধ লাভের পোশাক পরিধান করবে আল্লাহ কিয়ামতে তাকে অপদস্তের পোশাক পরাবেন। অত:পর তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিবেন।"[৩]

¿ যেসব পোশাকে (খ্রীস্টানদের) ক্রুশচিহ্ন বা কোন প্রাণীর ছবি বা লোক দেখানো কোন কিছু রয়েছে তা পরিধান করা নাজায়েজ।

¿ যেভাবে চলা ও যে পোশাক নিষিদ্ধঃ

১.আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৯৫২

[২]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হঃ নং ৪১৩১ নাসাঈ হাঃ নং ৪২৫৫ শব্দ তাঁরই

[৩]. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০৩০ ইবনু মাজাহ হাঃ নং ৩৬০৭ শব্দ তাঁরই

] وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن â ۚ à أَنكَرَ ٱلْأَصْوَٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ç Z لقمان: ١٨ - ١٩

"তুমি (অহংকারবশে) মানুষের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিওনা এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ কর না; নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি তোমার চলাতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু কর; নিশ্চয়ই আওয়াজের মধ্যে গাধার আওয়াজ সবচেয়ে অপ্রীতিকর।" [সূরা লোকমান: **১৮-১৯**]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ ﴿٣١﴾ Z النور: ٣١

"তারা (নারীগণ) যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।" [সূরা নূর: **৩১**]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ لبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ . أخرجه البخاري.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দুই ধরনের পোশাক পরিধান নিষেধ করেছেন। (এক:) পুরুষের একটি কাপড়ে এমনভাবে গুটিয়ে বসা যে, তার লজ্জাস্থানের উপর কিছু থাকে না। (দুই:) একটি কাপড় এমনভাবে পেঁচিয়ে গায়ে দেয়া, যাতে করে তার গায়ের এক দিক সম্পূর্ণ খোলা থাকে।[১]

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :« بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». متفق عليه.

১. বুখারী হাঃ নং ৫৮২১

৪. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:“এক ব্যক্তি তার সেট পোশাকে আশ্চর্যান্বিত হয়ে কেশ গুচ্ছ সিথি করে চলছিল। এ অবস্থায় আল্লাহ তাকে ধ্বসিয়ে দেন। আর সে কিয়ামত পর্যন্ত জমিনে ধ্বসে যেতেই থাকবে।”[১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ . أخرجه البخاري.

৫. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]
নারীদের বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের অভিশাপ করেছেন।[২]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ تَشَبَّهَ بِقَــوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». أخرجه أحمد وأبوداود.

৬. ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:“যে ব্যক্তি কোন বিজাতীয় বেশ ধারণ করল সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।”[৩]

¿ মহিলাদের বেপর্দা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করা হারাম:

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

y w v u t s r q p o n m [

z { | } ~ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ Z الأحزاب: ٥٩

“হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের ওড়না বা চাদরের কিছু অংশ নিজেদের (চেহারা ও বুকের) উপর টেনে দেয়, এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে

১ . বুখারী হাঃ নং ৫৭৮৯ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৮৮
২ . বুখারী হাঃ নং ৫৭৮৯ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৮৮
৩ . হাদীসটি হাসান, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ৫১১৮, দেখুনঃ ইরওয়া হাঃ নং ১২৬৯ ও আবু দাউদ হাঃ নং ৪০৩৯

তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" [সূরা আহযাব: ৫৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

i h g f e d c b a ` [

النور: ٣١ Z (٣١) r q p o m l k j

"(হে নবী!) ঈমানদার নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তারা যেন যা সাধারণত: প্রকাশ পায় তা ব্যতীত তাদের শোভা প্রদর্শন না করে, তাদের গলদেশ ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।" [সূরা নূর: ৩১]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

B A@ ? > = < ; : 9 8 7 [

P O N M K J I H F E D C

النور: ٦٠ Z

"আর এমন বৃদ্ধ নারীগণ যারা বিবাহের আশা রাখেনা তাদের জন্য দোষ নেই যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের (বাহ্যিক অতিরিক্ত চাদর-ওড়না) বস্ত্র খুলে রাখে, তবে সংযমী হয়ে বিরত থাকলে তা তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [সূরা নূর: ৬০]

¿ সৌন্দর্য ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব প্রদান:

عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ دُونٍ فَقَالَ:« أَلَكَ مَالٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مِنْ أَيِّ الْمَالِ ؟ قَالَ: قَدْ آتَانِي اللَّهُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ قَالَ:« فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِه». أخرجه أبوداود والنسائي.

১. আবুল আহওয়াস তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট সাধারণ মানের পোশাকে আগমন করি। অত:পর তিনি বলেন:"তোমার কি সম্পদ রয়েছে? সে বলে: জি হ্যাঁ, তিনি বলেন: কেমন সম্পদ? সে বলে: আমাকে তো আল্লাহ তা'য়ালা উট, ছাগল, ঘোড়া ও দাস-দাসী প্রদান করেছেন। তিনি বলেন:"যখন আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দান করেছে, তখন তোমার মধ্যে আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের বহি:প্রকাশ ঘটানো চায়।"[১]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ زَائرًا في مَنْزِلنَا فَرَأَى رَجُلًا شَعثًا فَقَالَ:« أَمَا كَانَ يَجدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ به رَأْسَهُ وَرَأَى رَجُلًا عَلَيْه ثيَابٌ وَسخَةٌ فَقَالَ أَمَا كَانَ يَجدُ هَذَا مَا يَغْسلُ به ثيَابَهُ». أخرجه أبوداود والنسائي.

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাদের বাড়িতে আগমন করেন। অত:পর একজন বিক্ষিপ্ত এলোমেলো মাথার চুল বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখে বলেন: সে কি এমন কিছু পায় না যা দ্বারা সে তার চুলগুলোকে ঠিক করবে? আর অন্য একজনকে ময়লাযুক্ত পোশাকে দেখে বলেন: সে কি কোন পানি পায় না যে, তা দ্বারা তার পোশাক ধৌত করবে?"[২]

¿ মাথা ঢাকা:

عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْث ﷺ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْه عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتفَيْه . أخرجه مسلم.

আমর ইবনে হুয়াইস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে মেম্বারের উপর দেখি, সে অবস্থায়

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০৬৩ শব্দগুলি তার ও নাসাঈ হাঃ নং ৫২২৪

[২]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৬২ শব্দগুলি তার ও নাসাঈ হাঃ নং ৫২৩৬

তাঁর উপর কাল পাগড়ি ছিল। তিনি পাগড়ির দুই পার্শ্ব তিনি তার উভয় কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রাখেন।[১]

¿ নতুন পোশাক ও অন্য কিছু পরিধান করার সময় যা বলবেঃ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْــه وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ: إِمَّا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَــكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَــرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ». قَالَ أَبُو نَضْرَةَ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ تُبْلَى وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَــالَى. أخرجه أبـوداود والترمذي.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন কোন নতুন পোশাক পরিধান করতেন, তা জামা হোক বা পাগড়ি তার নাম নিয়ে (এই দোয়া) বলতেনঃ [আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্তা কাসাওতানীহ্, আসআলুকা মিন খইরিহী ওয়া খইরা মাা সুনি‘য়া লাহ্, ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিন শাররিহী ওয়া শাররি মাা সুনি‘য়া লাহ্] অর্থঃ “হে আল্লাহ! তোমারই সকল প্রশংসা তুমি এটি আমাকে পরিধান করিয়েছ। আমি ইহার কল্যাণ ও যে কল্যাণের জন্য তেরী করা হয়েছে তা তোমার নিকট কামনা করি। আর তোমার নিকট ইহার অনিষ্ট ও যে অনিষ্টের জন্য তৈরী করা হয়েছে তা হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

আবু নাযরা বলেনঃ নবী [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সাহাবীদের মধ্যে কেউ যখন নতুন পোশাক পরিধান করতেন তখন তার জন্য বলা হতঃ [তুবলাা ওয়া ইউখলিফুল্লাহু তা‘য়ালাা] তুমি ইহা পুরাতন কর, আল্লাহ তা‘য়ালা তোমাকে এর পরিবর্তে আরো দিবেন।”[২]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৫৮৪৫

[২]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০২০ শব্দগুলি তার ও তিরমিযী হাঃ নং ১৭৬৭

¿ নতুন পোশাক পরিধানকারীর জন্য দোয়াঃ

عن أُمُّ خَالد بنْتُ خَالد رضي الله عنها قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَاب فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ:« مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَذه الْخَميصَةَ ؟ » فَأُسْكتَ الْقَوْمُ قَالَ:« ائْتُوني بِأُمِّ خَالد » فَأُتِيَ بي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَده وَقَالَ: « أَبْلِي وَأَخْلقِي» مَرَّتَيْنِ . أخرجه البخاري.

উম্মে খালেদ বিনতে খালেদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট কিছু পোশাক নিয়ে আসা হয় যাতে একটি চাদর ছিল, তিনি বলেন:"তোমাদের মতামত কি, আমরা কাকে এই চাদরটি পরিয়ে দিব? জনগণ সবাই নিশ্চুপ রইল। তিনি বলেন:"আমার নিকট উম্মে খালেদকে নিয়ে এসো। (বর্ণনাকারী বলেন:) অত:পর আমাকে নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট নিয়ে আসা হলো, তারপর তিনি আমাকে তাঁর হাত দ্বারা চাদরটি পরিয়ে দিয়ে দুইবার বলেন: [আবলী ওয়া আখলিক্বী] অর্থ: ক্ষয় ও পুরাতন কর।"[১] এর অর্থ: বহু পোশাক ক্ষয় করে দীর্ঘজীবি হও।

¿ জুতা পরিধানের নিয়মঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ ».متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"যখন তোমাদের কেউ জুতা পরে সে যেন ডান পা দ্বারা শুরু করে এবং যখন খুলে সে যেন বাম পা আগে খুলে। যাতে ডান পা পরার সময় প্রথমে এবং বের করার সময় পরে হয়।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৮৪৫

[২] . বুখারী হাঃ নং ৫৮৫৬ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৯৭

¿ পুরুষের আংটি পরার বিধান:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ .متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা (রা:) বর্ণনা করেন নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] (পুরুষদের জন্য) স্বর্ণের আংটি পরিধান নিষেধ করেছেন।[১]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ . أخرجه البخاري.

২. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর আংটি ছিল রূপার ও তার পাথর ও ছিল রূপার।[২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ . أخرجه مسلم.

৩. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তার ডান হাতে রূপার আংটি পরতেন যার পাথর ছিল হাবশা দেশের। তিনি তার পাথরটি তালুর দিক রাখতেন।[৩]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا قَالَ:« إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ »قَالَ: فَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ. أخرجه البخاري.

৪. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:"নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] একটি আংটি বানিয়ে নিয়ে বলেন: "আমি একটি আংটি গ্রহণ করেছি এবং এটির উপর নকশা খোদাই করেছি। আর কেউ যেন

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৮৬৪ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৮৯

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫৮৭০

[৩]. মুসলিম হাঃ নং ২০৯৪

স্বীয় আংটিতে ঐ নকশা খোদাই নাকরে।” বর্ণনাকারী বলেন: আমি অবশ্যই নবী [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর কনিষ্ঠা আঙ্গুলে আংটির চাকচিক্য অবলোকন করেছি।[১]

¿ মহিলাদের জন্য সোনা ও রূপার যা পরা জায়েজ:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَأَتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ. متفق عليه.

১. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর সাথে ঈদের সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার পূর্বে সালাত আদায় করেন। অত:পর তিনি মহিলাদের নিকট যান। তখন তারা বেলাল (রা:)-এর কাপড়ে তাদের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আংটিগুলি খুলে খুলে নিক্ষেপ করে।[২]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمْ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ . متفق عليه.

২. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর হার ধার নিয়ে হারিয়ে ফেলেন। রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] (তার অনুসন্ধানে) এক ব্যক্তিকে পাঠালেন। তিনি হারটি এমন সময় পেলেন, যখন সালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল অথচ তাঁদের নিকট পানি ছিল না। এমতাবস্থায় তারা সালাত আদায় করেন ও

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৮৭৪

২ . বুখারী হাঃ নং ৫৮৮০ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ৮৮৪

বিষয়টি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট বর্ণনা করেন। তখন আল্লাহ তা'য়ালা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন।[১]

¿ পোশাক ও বিছানায় বিনয়ী প্রদর্শন:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ. متفق عليه.

১. আবু বুরদা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একখানা চাদর ও মোটা কাপড়ের একটি লুঙ্গি আমাদের নিকট বের করে বলেন: যখন নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মৃত্যুবরণ করেন তখন এ দু'টি তাঁর পরিধানে ছিল।[২]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا حَشْوُهُ لِيفٌ . أخرجه مسلم.

২. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর ঘুমানর বিছানা ছিল চামড়ার, যার ভরাট ছিল খেজুরের আঁশের।"[৩]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৩৩৬ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ৩৬৭

২. বুখারী হাঃ নং ৫৮১৮ শব্দগুলি তারস ও মুসলিম হাঃ নং ২০৮০

৩. মুসলিম হাঃ নং ২০৮২

৪- জিকির-আজকারের অধ্যায়

এতে রয়েছে:

১. জিকিরের ফজিলত

২. জিকিরের প্রকার-এতে রয়েছে:

@ সকাল-সন্ধার জিকির

@ সাধারণ জিকির

@ নির্ধারিত জিকির–এতে রয়েছে:

(ক) সাধারণ অবস্থায় পঠনীয় জিকির

(খ) কঠিন সময়ে পঠনীয় জিকির

(গ) আকস্মিক রোগের সময় পঠিত জিকির

قال الله تعالى:

a ` _ ^] \ [Z Y)

j i h g f e d c b

s r q p o n m l k

[آل عمران/١٩٠-١٩١] (z y x w v u t

আল্লাহর বাণীঃ

"নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের অবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টি বিষয়ে, (তারা বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি দোযখের আজাব থেকে বাঁচাও।"
[সূরা আল-ইমরান:১৯০-১৯১]

জিকির-আজকারের অধ্যায়

১-জিকিরের ফজিলত

¿ এ অধ্যায়ে আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত কিছু জিকির উল্লেখ করেছি।

আল্লাহ তা'য়ালার জিকির সমস্ত এবাদতের মাঝে সহজ ইবাদত কিন্তু সবচেয়ে ফজিলত ও মর্যাদাপূর্ণ। জিহ্বা নড়ানো শরীর নড়ানোর চেয়ে অনেক সহজ। এ জিকিরে আল্লাহ তা'য়ালা যে ফজিলত ও মহাপ্রতিদান দিবেন তা অন্য কোন আমলে দিবেন না।

¿ রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর জিকিরের পদ্ধতিঃ

আল্লাহর জিকিরকারীদের মাঝে রসূলুল্লাহই [ﷺ] ছিলেন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি। তিনি সর্বদা ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির করতেন। তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল আল্লাহর জিকির বা জিকির সংশ্লিষ্ট, তাঁর আদেশ ও নিষেধ এবং তাঁর শরীয়ত বর্ণনা ছিল সুমহান পবিত্র আল্লাহ তা'য়ালার জিকির এবং তাঁর প্রভুর নাম, গুনাবলী তাঁর কার্যাবলী ও বিধান প্রয়োগ সবই ছিল তাঁর রবের জিকির। অনুরূপ নবী [ﷺ]-এর প্রতিপালকের প্রশংসা, তসবিহ বা পবিত্রতা ঘোষণা, তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা, তাঁর কাছে প্রার্থনা, তাঁকে আহবান করা ও তাঁকে ভয় করা ও তাঁর কাছে আকাঙ্ক্ষা সবই ছিল আল্লাহ তা'য়ালার জিকির।

1 0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [

النجم: ١ – ٥ Z 9 8 7 6 5 4 3 2

"নক্ষত্রের কসম! যখন অস্তমিত হয়। তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। আর প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কুরআন অহি, যা প্রাত্যাদেশ হয়। তাঁকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী ফেরেশতা।" [সুরা নাজম:১-৫]

¿ জিকির ও দোয়ার পদ্ধতি:

যে সমস্ত দোয়া বা জিকির উচ্চস্বরে করার কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, তা ব্যতীত অন্যান্য জিকির ও দোয়া নিম্নস্বরে করাই শরীয়ত সম্মত। উঁচু শব্দে যেমন: সালাতের পরের জিকির ও উমরা ও হজ্বের তালবিয়া ইত্যাদি।

১. আল্লাহর বাণী:

] وَٱذۡكُر ´ µ ¶ ¸ وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلۡجَهۡرِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلۡغَٰفِلِينَ ﴿٢٠٥﴾ Z الأعراف: ٢٠٥

"তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয়ে ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায় স্বরণ কর। আর (হে মুহাম্মাদ ﷺ!) তুমি এই ব্যাপারে গাফিল ও উদাসীন হবে না।" [সূরা আ'রাফ:২০৫]

২. আল্লাহর বাণী:

[x y z { | } ~ يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ﴿٥٥﴾ Z الأعراف: ٥٥

"তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকবে, তিনি সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না।" [সূরা আ'রাফ: ৫৫]

¿ জিকিরের উপকারীতা:

আল্লাহ তা'য়ালার জিকিরের অনেক উপকার রয়েছে তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য:

জিকির আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন করায়, শয়তানকে দূর করে দেয়, মুশকিল কাজকে আসান করে দেয়, কঠিনকে সহজ করে দেয়, বিপদ-আপদ মুক্ত করে, অন্তর থেকে চিন্তা ও পেরেশানি দূর করে, শরীর ও মনে শক্তি যোগায়, হৃদয় ও মুখে উজ্জলতা আনায়ন করে, রিজিকে বরকত দেয় ও ভয়কে দূর করে দেয়। আর জিকির হলো জান্নাতে বৃক্ষ রপণকারী।

আল্লাহ তা'য়ালার জিকির গোনাহকে মিটিয়ে দেয়। কবরের আজাব থেকে মুক্তি দান করে, আল্লাহ ও বান্দার মাঝে ব্যবধান দূর করে এবং আল্লাহ তা'য়ালার মুহাব্বত লাভ করিয়ে দেয় ও তার দিকে প্রত্যাবর্তন ও নৈকট্য লাভ করিয়ে দেয়। আল্লাহর জিকির জিকিরকারীকে শক্তি দান করে।

আর জিকিরকারীকে সম্মান, মহত্ত্ব, ভারত্ব ও উজ্জলতা প্রদান করে। আর জিকিরই হলো জিকিরকারীর উপর প্রশান্তি অবতীর্ণের উপকরণ। আল্লাহ তা'য়ালার রহমত জিকিরকারীকে ঢেকে ফেলে, ফেরেশতারা ঘিরে রাখে, আর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কাছে তার বর্ণনা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাদের কাছে তাকে নিয়ে গৌরব করে থাকেন। এজন্য আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সার্বক্ষণিক তাঁর জিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ Z
الأحزاب: ٤١ - ٤٢

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্বরণ করবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।"
[সূরা আহজাব: ৪১-৪২]

¿ বাকিয়াতুস সালিহা তথা স্থায়ী নেক আমল:

১. **"সুবহানাল্লাহ"** সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা এবং তাঁর প্রভুত্বে ও তাঁর এবাদতে শরীক স্থাপন না করা ও তাঁর নামে ও গুণে কোন প্রকার সাদৃশ্য স্থাপন না করা।

২. **"আলহামদু লিল্লাহ"** যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যই স্থির করা। তিনি তাঁর সত্ত্বায়, নামে ও গুণে প্রশংসিত। আর তিনি তাঁর কাজ নেয়ামত প্রদানের ক্ষেত্রে এবং তাঁর দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে প্রশংসিত।

৩. **“লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ”** আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। এ কালেমাই সমস্ত সৃষ্টিজীবের ইবাদতকে প্রত্যাখ্যান ক’রে একমাত্র লাা শারীক আল্লাহর এবাদতকে স্থির করে।

৪. **“আল্লাাহু আকবার”** আল্লাহ তা‘য়ালার সুমহান গুণ ও তাঁর আজমত (মহত্ম) ও কিবরিয়াতে (বড়ত্বে) তিনি একক তার কোন শরীক নেই বলে ঘোষণা করা।

৫. **“লাা হাওলা ওয়া লাা কুওয়্যাতা ইল্লাা বিল্লাাহ”** আল্লাহ তা‘য়ালা সকল কিছু পরিবর্তনের একক সত্ত্বা, অবস্থার পরিবর্তন আল্লাহই করে থাকেন। তাঁর সাহায্য ব্যতীত আমরা কোন কর্মই সমাধা করতে পারি না।

¿ আল্লাহর জিকিরের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

] فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ ﴿١٥٢﴾ Z البقرة: ١٥٢

“অতএব, তোমরা আমাকেই স্মরণ করো আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। আর তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, আমার অকৃতজ্ঞতা করো না।” [সূরা বাকারা: ১৫২]

২. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

] ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا â ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ Z

الرعد: ٢٨

“যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; যেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।” [সূরা রা‘দ: ২৮]

৩. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

x w v u t s r [

~ } | { z y

وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلۡحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ

وَٱلۡحَـٰفِظَـٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمٗا ﴿٣٥﴾ الأحزاب: ٣٥

"নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ, মুসলিম নারী, ঈমানদার পুরুস, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ, রোজা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও জিকিরকারী নারী, তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" [সূরা আহজাব: ৩৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: « أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً». متفق عليه.

৪. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:"আমি আমার বান্দার নিকট আমার সম্পর্কে তার ধারণা অনুযায়ী। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তখন তার সাথে, সে যখন আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে আমিও তাকে অন্তরে স্মরণ করি। সে যখন কোন জনসমাজের সামনে আমাকে স্মরণ করে, আমি তার চেয়ে উত্তম জনগোষ্ঠির সামনে তাকে স্মরণ করে থাকি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে প্রসারিত হস্তদ্বয় পরিমাণ অগ্রসর হই। সে যখন আমার দিকে হেটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।"[১]

---

[১]. বুখারীর হাঃ নং ৭৪০৫ শব্দ তারই, মুসলিম হাদীস নং ২৬৭৫

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:« مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لاَ يَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

৬. আবু মুসা আল-আশয়ারী (রাজিয়াল্লাহ আনহু) নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন:"আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণকারী ও তার স্মরণ থেকে উদাসীন ব্যক্তির উদাহরণ হলো: জীবিত ও মৃত ব্যক্তির সমতুল্য।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ:« سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ». أخرجه مسلم.

৭. আবু হুরাইরা [রা:] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] মক্কার রাস্তা ভ্রমণ করতে ছিলেন। যখন তিনি জুমদান পর্বতের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন তখন বললেন: "তোমরা ভ্রমণ কর এ হলো জুমদান। মুফাররিদূনরা জয়ী হয়ে গেছে। সাহাবাগণ বললেন, মুফাররিদূন কারা হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন: আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও জিকিরকারী নারীরা।"[২]

¿ জিকিরের মজলিসের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহ আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ]-বলেছেন:"কোন জামাত যখন একত্রে বসে আল্লাহ তা'য়ালার জিকির করতে থাকে, তখন ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে

১. বুখারী হাঃ নং ৬৪০৭

২. মুসলিম হা: নং ২৬৭৬

রাখেন। আর আল্লাহ তা'য়ালার রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে ও তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হতে থাকে এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কাছে তাদের নাম উল্লেখ করেন।"[১]

عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِه فَقَالَ:« مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ بِه عَلَيْنَا قَالَ: آللَّه مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّه مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ». أخرجه مسلم.

২. মু'য়াবীয়া [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] সাহাবাদের একটি জিকিরের মজলিসে হাজির হয়ে বললেন:"তোমরা কেন বসে আছ? তারা বলল, আমরা আল্লাহ যে, আমাদেরকে ইসলামের হেদায়েত দান করেছেন এবং তা দ্বারা আমাদের প্রতি এহসান করেছেন তারই জন্যে তাঁর জিকির ও প্রশংসা করছি। তিনি বললেন: আল্লাহর কসম! সত্যিই শুধুমাত্র এ জন্যেই বসেছ? তারা বলল, আল্লাহর কসম! এ ছাড়া অন্য কোন কারণে আমরা বসেনি। তিনি [ﷺ] বললেন: আমি তোমাদেরকে সন্দেহ মূলক কসম করাইনি। বরং আমার নিকট জিবরীল এসে খবর দিয়েছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করতেছেন।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ لِلَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَتَتَبَّعُونَ مَجَالسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلسًا فيه ذكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنحَتهِمْ حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ». متفق عليه.

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৭০০
[২]. মুসলিম হা: নং ২৭০১

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন:"আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'য়ালার কিছু সম্মানিত ভ্রমণকারী ফেরেশতা রয়েছে তাঁরা জিকিরের মজলিস তালাশ করে বেড়ায়। যখন তাঁরা কোন জিকিরের মজলিস পেয়ে যান তখন সেখানে তাদের সাথে বসে যায়। আর একজন অপরজনকে তাঁদের ডানাসমূহ দ্বারা ঘিরে ফেলে। এমনকি আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান ভরে যায়। অত:পর যখন তারা মজলিস শেষ করে তখন তাঁরা আসমানে উঠে যায়।"[১]

¿ প্রত্যেক মজলিসে আল্লাহর জিকির ও নবী [ﷺ]-এর উপর দরুদ পাঠ করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[L M N O P Q R Z المزمل: ٨

"সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও।" [সূরা মুয্যাম্মেল: ৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَــإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ ». أخرجه أحمد والترمذي.

২. আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী [ﷺ] এরশাদ করেন:"কোন দল যদি কোন বৈঠকে আল্লাহ তা'য়ালার জিকির ও নবী [ﷺ]-এর উপর দরুদ পাঠ না করে, তবে তাদের জন্য সে বৈঠক আফসোসের কারণ হয়ে দাড়ায়; আল্লাহ চাইলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন।"[২]

---

[১]. বুখারী হা: নং ৬৪০৮ মুসলিম হা: নং ২৬৮৯ শব্দ তাঁরই

২. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাদীস নং : ৯৫৮০, দেখুন: সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং: ৭৪, মূল শব্দগুলি তিরমিযীর হাদীস নং: ৩৩৮০

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَـــا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَـــارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً». أخرجه أبوداود والترمذي.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী [ﷺ] এরশাদ করেন:"কোন সম্প্রদায় কোন বৈঠকে আল্লাহ তা'য়ালাকে স্বরণ না করে শেষ করে, তবে তারা যেন দুর্গন্ধময় গাধার মরদেহ নিয়ে উঠল। আর সে বৈঠক তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হবে।"[১]

¿ সর্বদা জিকির করার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

c b a ` _ ^] \ [Z Y [

o n m l k j i h g f e d

-١٩٠ :آل عمران Z z y x w v u t s r q p
١٩١

"নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনে এবং দিবা ও রাত্রির পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এটা বৃথা সৃষ্টি করেননি আপনিই পবিত্র। অতএব, আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন।" [সূরা আল-ইমরান: **১৯০-১৯১**]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

. - , + *) (' & % $ # " ! [

< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 /

---

১. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং: ৪৫৮৮, তিরমিযী হাদীস নং: ৩৩৮০

= > ? @ A B C D E F G Z الجمعة: ٩-١٠

“হে মুমিনগণ! জুমার দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন ব্যবসা ত্যাগ করে আল্লাহর জিকিরের দিকে দ্রুত চল। ইহাই তোমাদের জ্যন উত্তম যদি তোমরা জানতে। সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।” [সূরা জুমু‘আ:৯-১০]

عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّـهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِه. أخرجه مسلم.

৩. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] সর্বদায় আল্লাহর জিকির করতেন।[১]

عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُـولَ اللَّـه إِنَّ شَـرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِه قَالَ:« لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًـا مِنْ ذِكْرِ اللَّه ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! শরীয়তে অনেক কাজ রয়েছে তার মাঝে এমন আমল শিক্ষা দিন যা আমি সর্বদায় করতে পারি। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:“তোমার জিহ্বাকে সর্বদায় আল্লাহর জিকির দ্বারা ভিজিয়ে রাখবে।”[২]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ :« أَلَـا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُـمْ

১. মুসলিম হাদীস নং : ৩৭৩

২. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি তিরমিযীর হাদীস নং: ৩৩৭৫, ইবনে মাজাহ হাদীস নং: ৩৭৯৩

مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

৫. আবুদ দারদা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী [ﷺ] বলেন:"আমি কি তোমাদের সর্বোত্তম আমলের কথা জানাবো না, যা তোমাদের প্রভুর নিকট অত্যন্ত পবিত্র, তোমাদের জন্য অধিক মর্যাদা বৃদ্ধিকারী, (আল্লাহর পথে) সোনা-রূপা ব্যয় করা অপেক্ষা উত্তম। আর তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে হত্যা করবে এবং তারা তোমাদেরকে হত্যা করার চাইতেও অধিক উত্তম? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ; বলুন, তিনি বললেন: "আল্লাহর জিকির তথা স্মরণ।"[১]

১. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি তিরমিযীর হাদীস নং: ৩৩৭৫, ইবনে মাজাহ হাদীস নং: ৩৭৯০

২- জিকিরের প্রকার

১. সকাল সন্ধ্যার জিকির

¿ জিকিরের সময়ঃ

সকালঃ ফজর সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।
সন্ধ্যাঃ আসর সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

কিন্তু কেউ যদি উল্লেখিত সময় কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অথবা ভুলে যায়, তাহলে পরে পড়ে নিবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

Y X W V U T S R Q P 0N M [

ق: ٣٩ - ٤٠ Z _ ^] \ [Z

"তারা যা বলে তার প্রতি সবর করুন এবং আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে। রাত্রির কিছু অংশ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং সালাতের পরেও।" [সূরা ক্ব-ফঃ ৩৯-৪০]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

' & % $ # " ! ﴿٢٥﴾ وَأَصِيلًا ë ê é è [

الإنسان: ٢٥ – ٢٦ Z (

"আর সকাল-সন্ধায় আপন পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশ্যে সেজদা করুন এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন।" [সূরা দাহারঃ২৫-২৬]

সকাল-সন্ধ্যার জিকির

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ. أخرجه مسلم .

وفي لفظ:« مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় [সুবহাানাল্লাাহি ওয়া বিহামদিহ্] অর্থ: (আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি।) একশত বার বলবে, কিয়ামত দিবসে তার চেয়ে বেশি নেকি নিয়ে কেউ আসতে পারবে না। কিন্তু কেউ যদি তার সমান বা তার চেয়ে বেশী পাঠ করতে থাকে তার কথা ভিন্ন। [১] অন্য বর্ণনায় এসেছে: যে ব্যক্তি এ জিকিরটি প্রতি দিন একশত বার পাঠ করবে তার জিবনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সাগরের ফেনার সমতুল্য হয় না কেন।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ».متفق عليه.

---

১. মুসলিম হাদীস নং: ২৬৯২

২. বুখারী হাদীস নং: ৬৪০৫ ও শব্দগুলি মুসলিমের হাদীস নং: ২৬৯১

২. আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি: [লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুলহামদ্, ওয়াহুওয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর] অর্থ: (আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তার কোন অংশীদার নেই, একচ্ছত্র মালিকানা শুধু তাঁর, তাঁরই সকল প্রশংসা, তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।) একশত বার পাঠ করবে। সে দশজন দাস মুক্ত করার সওয়াবের অধিকারী হবে, তার আমলনামায় একশত সওয়াব লিখা হবে ও একশত গোনাহ মোচন করা হবে। আর সেদিন সন্ধা পর্যন্ত শয়তান হতে নিরাপদে থাকবে। এ ছাড়া তার চেয়ে অধিক সওয়াবের অধিকারী কেউ হবে না, তবে যে ব্যক্তি তার সমতুল্য বা অধিক পাঠ করবে তার কথা ভিন্ন।[১]

عَنْ شَدَّاد بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ:« اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ » قَالَ:« وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». أخرجه البخاري.

৩. শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেন: সায়্যেদুল এস্তেগফার হলো তুমি বলবে:[আল্লাহুম্মা আন্তা রব্বী লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তা খলাক্বতানী ওয়া আনা 'আব্দুক্, ওয়া আনা 'আলাা 'আহদিক্, ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্ব'তু, আ'ঊযু বিকা মিন শাররি মাা সনা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া, ওয়া আবূউ লাকা বিযাম্বী, ফাগফির লী ফাইন্নাহু লাা ইয়াগফিরুয যনূবা ইল্লাা আন্তা]। অর্থ: (হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য

১. বুখারী হাদীস নং: ৬৪০৩ শব্দগুলি মুসলিমের হাদীস নং: ২৬৯১

নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে নেয়ামত রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।) যে ব্যক্তি দিনের বেলায় দোয়াটি বিশ্বাসের সাথে পাঠ করে সন্ধার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতের অধিবাসী হবে। আর যে ব্যক্তি এ দোয়াটি বিশ্বাসের সাথে রাতে পাঠ করে সকাল হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতের অধিবাসী হবে।"[১]

عَنْ عَبْد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« إِذَا أَمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ للَّه وَالْحَمْدُ للَّه لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ منْ خَيْرِ هَذه اللَّيْلَة وَخَيْرِ مَا فيهَا وَأَعُوذُ بكَ منْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ منْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكبَرِ وَفتْنَة الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ ». وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للَّه .... الخ ».

أخرجه مسلم.

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নবী [ﷺ] সন্ধা বেলায় বলতেন:[আমসাইনাা ওয়া আমসালমুলকু লিল্লাাহ, ওয়ালহামদু লিল্লাাহ, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খইরি হাাযিহিল লাইলাতি ওয়া খইরি মাা ফীহাা, ওয়া আ'উযু বিকা মিন শাররিহাা ওয়া শাররি মাা ফীহাা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল কাসালি ওয়ালহারামি ওয়া সূয়িল কিবার্ ওয়া ফিৎনাতিদ দুনয়াা ওয়া 'আযাবিল ক্ববর্] অর্থ: (আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর (আরাধনার ও আনুগত্যের) জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি, আর সমূদয় প্রশংসা আল্লাহর

১. বুখারী হাদীস নং: ৬৩০৬

জন্য, আল্লাহ ছাড়া এবাদতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই, রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা মাত্রই তার। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে প্রভু! এই রাতের মাঝে এবং তার পরে যা কিছু মঙ্গল নিহিত আছে আমি তোমার নিকট তার প্রার্থনা করছি। আর এই রাতের মাঝে এবং তার পরে যা কিছু অমঙ্গল নিহিত আছে, তা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। প্রভু! অলস্য এবং বার্ধ্যক্যের কষ্ট হতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। প্রভু দোযখের আজাব হতে এবং কবরের আজাব হতে তোমার আশ্রয় কামনা করি।) আর সকালেও এ দোয়া পাঠ করতেন তবে أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى (আমসাইনাা ওয়া আমসা) শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّه (আসবাহনাা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাাহ) পাঠ করতেন।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:« إِذَا أَصْبَحَ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ وَإِذَا أَمْسَى قَالَ اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِير». أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبوداود.

৫. আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] সকালে বলতেন: [আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনাা ওয়া বিকা আমসাইনাা ওয়া বিকা নাহইয়াা ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকাননুশূর] অর্থ: (হে আল্লাহ! তোমার নামেই আমরা সকাল করেছি ও তোমার নামেই আমরা সন্ধা করেছি এবং তোমার নামেই বেঁচে আছি ও তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করব এবং তোমারই নিকট আমাদের সকলের পুনরুত্থান।)

আর সন্ধ্যায় বলতেন: [আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনাা ওয়া বিকা আসবাহনাা ওয়া বিকা নাহইয়াা ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকাল মাস্বীর] হে আল্লাহ! তোমার নামেই আমরা সন্ধ্যা করেছি ও তোমার নামেই

১.মুসলিম হাদীস নং: ২৭২৩

আমরা সকাল করেছি এবং তোমার নামেই বেঁচে আছি ও তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করব এবং তোমারই নিকট আমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন।[১]

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سـأل النبي ﷺ قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ« قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ ». أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي.

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা:) নবী [ﷺ]কে বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা আমি সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠ করব। অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"হে আবু বকর সকাল সন্ধ্যায় বলবে: [আল্লাহুম্মা ফাত্বিরিস্ সামাাওয়াাতি ওয়ালআরয্, 'আালিমাল গাইবি ওয়াশশাহাাদাহ্, লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তা, রব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালীকাহ্, আ'ঊযু বিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া মিন শাররিশ শায়ত্বাানি ওয়া শিরকিহ্, ওয়া আন আক্বতারিফা 'আলাা নাফসী সূয়ান্ আও আজুররুহূ ইলাা মুসলিম] অর্থ: (হে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকারী, হে উপস্থিত ও অনুপস্থিত পরিজ্ঞাতা, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও অধিপতি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি আমার আত্মার মন্দ হতে এবং শয়তানের মন্দ ও শিরক হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি নিজের অনিষ্ট হতে এবং কোন মুসলমানের প্রতি অনিষ্ট করা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)[২]

---

১. হাদীসটি সহীহ, বুখারী আদাবুল মুফরাদে হাদীস নং: ১২৩৪ আবু দাউদ হাদীস নং: ৫০৬৮, দেখুন: সহীহ হাদীস সিরিজ-আলবানী, হাদীস নং : ২৬২

২. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি বুখারীর তিনি আদাবুল মুফরাদে বর্ণনা করেছেন হাদীস নং :১২৩৯, সহীহ আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং: ৯১৪, তিরমিযী হাদীস নং : ৩৫২৯

عن ابْنَ عُمَرَ ﷺ قال: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَــدَعُ هَؤُلَــاء الدَّعَوَات حينَ يُمْسي وَحينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافيَةَ في الـــدُّنْيَا وَالْآخرَة اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافيَةَ في ديني وَدُنْيَايَ وَأَهْلي وَمَالي اللَّهُـــمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتي وَآمنْ رَوْعَاتي وَاحْفَظْني منْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمنْ خَلْفي وَعَنْ يَميني وَعَنْ شمَالي وَمنْ فَوْقي وَأَعُوذُ بكَ أَنْ أُغْتَالَ منْ تَحْتي ». أخرجه أبوداود وابن ماجه.

৭. ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] সকাল সন্ধ্যায় এ দোয়াগুলি কখনো ছাড়তেন না। [আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল‘আফিয়াতা ফিদ্দুনইয়াা ওয়ালআাখিরাহ্, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল‘আফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুনয়ায়া ওয়া আহলী ওয়া মালী, আল্লাহুম্মাস্তুর ‘আওর-তী ওয়া আমিন রও‘আাতী ওয়াহ্ফাযনী মিন বাইনা ইয়াদাইয়া ওয়া মিন খলফী ওয়া ‘আন ইয়ামীনী ওয়া ‘আন শিমালী ওয়া মিন ফাওক্বী ওয়া আ‘উযু বিকা আন উগতালা মিন তাহ্তী] অর্থ: (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং স্বীয় দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি মার্জনার আর কামনা করছি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার পরিজনের এবং আমার সম্পদের নিরাপত্তার। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন দোষ-ক্রটিসমূহ ঢেকে রাখ, চিন্তা ও উদ্বিগ্নতাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ, আমার সম্মুখের বিপদ হতে এবং পশ্চাদের বিপদ হতে, আমার ডানের বিপদ হতে এবং বামের বিপদ হতে, আর উপরের গজব হতে। তোমার মহত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমার নিম্নেদেশ হতে আগত বিপদ হতে তথা মাটি ধ্বসে আকিস্মিক মৃত্যু হতে।)[১]

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাদীস নং: ৫০৭৪ মূল শব্দগুলি ইবনে মাজার হাদীস নং: ৩৮৭১

عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنْ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ ». أخرجه أبوداود وابن ماجه.

৮. আবু 'আয়্যাশ (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"যে ব্যক্তি সকালে এ দোয়াটি পাঠ করবে: [লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুলহামদ্, ওয়াহুওয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর] অর্থ: (আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, একচ্ছত্র মালিকানা শুধু তাঁর, তাঁরই সকল প্রশংসা, তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।) সে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশ থেকে একজন দাস মুক্ত করার সওয়াবের অধিকারী হবে। তার আমলনামায় দশটি সওয়াব লিখা হবে ও দশটি গোনাহ মোচন করা হবে। এ ছাড়া দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে এবং সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান হতে নিরাপদে থাকবে। আর সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত উক্ত ফজিলত প্রাপ্ত হবে।"[১]

عن عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّه الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِه شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

---

১. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং: ৫০৭৭ ইবনে মাজাহ হাদীস নং: ৩৮৬৭

৯. উসমান ইবনে 'আফফান [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন:"কোন ব্যক্তি যদি এ দোয়াটি: [মিসমিল্লাাহিল্লাযী লাা ইয়াযুররু মা'আসমিহী শাইয়ুন ফিলআরযি ওয়ালাা ফিসসামাায়ি ওয়াহুয়াসসামী'উল 'আলীম] অর্থ: (আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে পৃথিবীর ও আকাশের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারে না এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।) প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে পাঠ করে তাহলে তাকে কোন কিছু তার অনিষ্ট করতে পারবে না।"[১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبْزَى رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى:« أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ». أخرجه أحمد والدارمي.

১০. আব্দুল্লাহ ইবনে আবজা (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি সকাল-সন্ধ্যায় এ দোয়া পাঠ করতেন। [আসবাহ্নাা 'আলাা ফিত্বরতিল ইসলাাম, ওয়া 'আলাা কালিমাতিল ইখলাাস, ওয়া 'আলাা দ্বীনি নাবিয়্যিনাা মুহাম্মাদিন [ﷺ] ওয়া 'আলাা মিল্লাতি আবীনাা ইবরাহীমা হানীফাওঁ ওয়া মাা কানা মিনালমুশরিকীন] অর্থ: (আল্লাহর অনুগ্রহে) আমরা প্রত্যুষে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিৎরাতের উপর ও এখলাসের উপর, আমাদের নবী মুহাম্মদ [ﷺ] এর দ্বীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম [عليه السلام]-এর মিল্লাতের উপর। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।)[২]

---

১. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাদীস নং: ৩৩৮৮ মূল শব্দগুলি ইবনে মাজার হাদীস নং: ৩৮৯৬

২.হাদীসটি সহীহ, শব্দগুলি আহমাদের হাদীস নং: ১৫৪৩৪, দারেমী হাদীস নং :২৫৮৮ সহীহুল জামে' হাদীস নং: ৪৬৭৪

عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْب ﷺ أَنَّهُ " كَانَ لَهُ جُرْن فيه تَمْر وَأَنَّهُ كَانَ يَتَعَاهَدهُ ، فَوَجَــدَهُ يَنْقُص ، فَإِذَا هُوَ بِدَابَّة شبْه الْغُلَام الْمُحْتَلم ، فَقُلْت لَهُ أَجِنِّيّ أَمْ إِنْسِيّ ؟ قَالَ بَلْ جِنِّيّ " - وَفيه- فقَالَ أُبَيٌّ فَمَا يُنْجينَا منْكُمْ ؟ قَالَ: هَذه الْآيَةُ الَّتي في سُــورَة الْبَقَرَة : ﴿ أللّه لا إله إلا هو الحي القيوم ......﴾ مَنْ قَالَهَا حينَ يُمْسي أُجيرَ منَّا حَتَّى يُصْبحَ، وَمَنْ قَالَهَا حينَ يُصْبحُ أُجيرَ منَّا حَتَّى يُمْسيَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَرَ ذَلَكَ لَهُ، فَقَالَ:« صَدَقَ الْخَبِيثُ» .أخرجه الحاكم والطبراني.

১১. উবাই ইবনে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, পাথরে পরিবেষ্টিত একটি স্থানে তিনি খেজুর সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন, যা দিনে-দিনে হ্রাস পাচ্ছিল। এক রাতে তিনি স্থানটিতে পাহারায় ছিলেন। এমন সময় তিনি পরিপূর্ণ বয়সের একটি জন্তু দেখতে পেলেন। জন্তুটি তাঁকে সালাম করলে তিনি সালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি জিন সম্প্রদায়ভুক্ত নাকি মানুষ সম্প্রদায়ের? উত্তরে সে বলল: আমি জিন সম্প্রদায়ভুক্ত। ... কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের থেকে আমাদের বাঁচার পথ কি? সে বলল: সূরা বাক্বারার [২৫৫ নং] আয়াত ﴿ اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ......... ﴾ যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় আয়াতটি পড়বে সকাল হওয়া পর্যন্ত সে আমাদের অনিষ্ট হতে বেঁচে যাবে এবং যে ব্যক্তি সকাল বেলা পড়বে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে আমাদের অনিষ্ট হতে নিরাপদে থাকবে। সকাল হলে উবাই (রাদিয়াল্লাহ আনহু) রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট এলেন এবং উক্ত ঘটনা তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন, শুনে তিনি বললেন: "দুষ্ট দুরাচার সত্য কথাই বলেছে।"[১]

১. হাদীসটি সহীহ, হাকেম হাদীস নং: ২০৬৪ তাবারানী ফিল কাবীর: (১/২০১) আরও দেখুন: সহীহ তারগীব ও তারহীব হাদীস নং: ৬৫৫

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا منْ عَبْـد مُـسْلم يَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّات حينَ يُمْسي أَوْ يُصْبحُ رَضيتُ باللَّه رَبًّا وَبالْإسْلَام دينًا وَبمُحَمَّد نَبيًّا إلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُرْضيَهُ يَوْمَ الْقيَامَة ». أخرجه أحمد وأبوداود.

১২. সাউবান (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলূল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এ দোয়া: [রযীতু বিল্লাাহি রব্বাা, ওয়া বিলইসলাামি দ্বীনাা, ওয়া বিমুহাম্মাদিন নাবিয়্যাা] অর্থ: (আমি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ [ﷺ]কে নবী রূপে লাভ করে পরিতুষ্ট।) ৩বার পাঠ করবে, কিয়ামত দিবসে অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সন্তুষ্ট করবেন।"[১]

عَنْ مُعَاذ بْنِ عَبْد اللَّه ﷺ عَنْ أَبِيه قَالَ أَصَابَنَا طَشٌّ وَظُلْمَةٌ فَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّـه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ بنَا ... فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ لِيُصَلِّيَ بنَا فَقَالَ:« قُلْ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَـوِّذَتَيْنِ حـينَ تُمْسي وَحينَ تُصْبحُ ثَلَاثًا يَكْفيكَ كُلَّ شَيْءٍ». أخرجه الترمذي والنسائي.

১৩. মু'য়ায ইবনে আব্দুল্লা (রা:) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, এক বৃষ্টিময় অন্ধকার রাতে আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর অপেক্ষায় ছিলাম যে, তিনি আমাদের সালাত পড়াবেন। ... অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাদের সালাত পড়ানোর উদ্দেশ্যে বের হলেন। এরপর আমাকে বললেন: ''পাঠ কর'' আমি বললাম: কি পাঠ করব? তিনি বললেন: সকালে ও সন্ধ্যায় সূরা এখলাস ও সূরা নাস ও ফালাক পাঠ করবে। ইহা তোমার সবকিছু থেকে হেফাজত করবে।"[২]

---

১. হাদীসটি হাসান, শব্দগুলি আহমাদের হাদীস নং: ২৩৪৯৯ আবু দাউদ হাদীস নং : ৫০৭২ দেখুন: তুহফাতুল আখইয়ার পৃ: ৩৯

২. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাদীস নং: ৩৫৭৫ মূল শব্দগুলি নাসাঈর হাদীস নং: ৫৪২৮

عن أبي مالك ﷺ قال: قال رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :« إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ، ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ». أخرجه أبو داود.

১৪. আবু মালেক (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"তোমাদের মাঝে যে কেউ সকালে উপনীত হলে এ দোয়া পাঠ করবে:

[আসবাহনাা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাাহি রব্বিল 'আালামীন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খইরা হাাযাল ইয়াওমা ফাতহাহু ওয়া নাসরাহু ওয়া নূরাহু ওয়া বারাকাতাহু ওয়া হুদাাহু, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিন শাররি মাা ফীহি ওয়া শাররি মাা বা'দাহ্] অর্থ: (আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর (আরাধনার ও আনুগত্যের) জন্য সকালে উপনীত হয়েছি। হে প্রভু! আমি তোমার সমীপে এই সকালের সর্বমঙ্গল, বিজয়, সাহায্য, জ্যোতি, বরকত ও হেদায়াত প্রার্থনা করছি। আর এর মাঝে ও পরের সকল প্রকার অমঙ্গল হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) অনুরূপ যখন সন্ধা করবে তখন বলবে।"[১] কিন্তু সন্ধায় বলবে: আমসাইনাা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাাহ্ --------।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ﷺ قال: قَالَ رسول الله ﷺ لِفَاطِمَةَ:« مَا يَمْنَعُك أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوْصِيك بِه ؟ أَنْ تَقُولَ إِذَا أَصْبَحْت وَإِذَا أَمْسَيْت: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ». أخرجه النسائ في الكبرى والحاكم.

১৫. আনাস ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] ফাতেমাকে বলেন: "তোমাকে আমি সকাল সন্ধ্যায়

---

১. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাদীস নং: ৫০৮৪ দেখুন: সহীহুল জামে হাদীস নং: ৩৫২ যাদুল মায়াদ: (২/৩৭৩)।

যা পড়তে বলেছি তা পড়তে বাধা কোথায়? তুমি যখন সকাল ও বিকাল কারবে তখন বলবে: [ইয়াা হাইয়ু ইয়াা ক্বইয়ূমু বিরহমাতিকা আসতাগীছু, আসলিহ্ লী শা'নী কুল্লাহ্, ওয়া লাা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বরফাতা 'আইনীন] অর্থ: (হে চিরঞ্জিব, চিরস্থায়ী! তোমার রহমতের অছিলায় তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, তুমি আমার সর্ব অবস্থাকে ঠিক করে দাও এবং এক মুহূর্তের জন্য আমাকে আমার নিজের উপর সোঁপে দিও না।[১]

عن أبي الدرداء ﷺ عن النبي ﷺ قال:« مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِــيْنَ يُمْــسِي: حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللهُ ﷻ هَمَّهُ مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ السُنِيُّ.

১৬. আবু দারদা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:"যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় এ দোয়াটি সাতবার পাঠ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল চিন্তা থেকে নিরাপদে রাখবেন। [হাসবিয়াল্লাাহু লাা ইলাাহা ইল্লাা হুওয়া 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুওয়া রব্বুল 'আরশিল 'আযীম] অর্থ: (আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট যিনি ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই, আমি তাঁরই উপর ভরসা করছি, তিনিই মহাআরশের অধিপতি।)"[২]

¿ জিকিরের মধ্য হতে সকালে যা বলবে:

عَنْ جُوَيْرِيَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مَنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِــينَ صَــلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فَي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجِعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: «مَــا زِلْتِ عَلى الحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْــهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَقَدْ قُلْتُ

১. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ তার কুবরায় বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং: ১০৪০৫ হাকেম হাদীস নং : ২০০০, দেখুন: সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব হাদীস নং: ৬৪৫ আরো দেখুন: সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং: ২২৭

২.হাদীসটি সহীহ, ইবনে সুন্নী আমালূল ইয়াওম ওয়াল্লাইলাতে বর্ণনা করেছেন হাদীস নং: ৭১ আরনাওত্ব এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন, আরো দেখুন: যাদুল মা'য়াদ: (২/২৭৬)

بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ». أخرجه مسلم.

জুওয়াইরিয়া [রা:] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] ফজরের সালাত আদায় করে তাকে সেখানে রেখে বাইরে চলে যান। তিনি [ﷺ] চাশতের সময় ফিরে এসে দেখেন জুওয়াইরিয়া সেখানেই বসে আছেন। তখন তিনি [ﷺ] বলেন:"তোমাকে যে অবস্থায় ছেড়ে গেছি সেভাবেই আছ। তিনি বললেন, হ্যাঁ, নবী [ﷺ] বললেন:"তোমার পরে আমি ৪টি শব্দ বলেছি যা তুমি এ যাবত বলেছ তার সমপরিমাণ ওজন। "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ্, 'আদাদা খলক্বিহ্, ওয়া রিযাা নাফসিহি, ওয়া জিনাতা 'আরশিহ্ , ওয়া মিদাাদা কালিমাাতিহ্ "[১]

¿ জিকির হতে বিকালে যা বলবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ قَالَ:« أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী [ﷺ]-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল: হে আল্লাহর রসূল! গতকাল আমি বিচ্ছুর কামড়ে আক্রান্ত হয়েছিলাম, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "তুমি যদি সন্ধ্যায় বলতে: [আ'ঊযু বিকালিমাাতিল্লাাহিত্ তাম্মাাতি মিন শাররি মাা খলাক্] অর্থ: "আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর (সুন্দর নামসমূহর) অসিলায়, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" তবে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারতো না।"[২]

---

[১]. মুসলিম হা: নং ২৭২৬

২. মুসলিম হাদীস নং: ২৭০৯

¿ জিকির হতে রাত্রে যা বলবে:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَدرِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« مَـــنْ قَـــرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ».متفق عليه.

আবু মাসউদ আল-বাদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষের দু'টি আয়াত রাতে পাঠ করবে, সে রাতে তার জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যাবে।"[১]

আয়াত দু'টি হলো:

t s r q p n m l k j i h g [

رَبَّنَا غُفۡرَانَكَ وَأَطَعۡنَاۖ ~ } | { z y x w v u

وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ © نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا

¶ ۦ تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرًا كَمَا

حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ

لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ à Z البقرة: ٢٨٥ – ٢٨٦

"রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলিমরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর রসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপর্জন করে এবং তাই তার উপর

১.বুখারী ও মুসলিম, মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নং: ৪০০৮ মুসলিম হাদীস নং: ৮০৭

বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।" [সূরা বাকারা:১৮৫-১৮৬]

২-সাধারণ জিকিরসমূহ

এ অধ্যায়ে আমরা তসবীহ (সুবাহনাল্লাাহ), তাহলীল (লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ), তাহমীদ (আল হামদু লিল্লাহ), তকবির (আল্লাাহু আকবার) ও এস্তেগফার বা আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করাসহ সার্বক্ষণিক পাঠ করার মত শরীয়ত সম্মত জিকিরসমূহ উল্লেখ করেছি:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ». متفق عليه.

● আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:"দু'টি এমন বাক্য আছে, যা বলতে সহজ, কিয়ামত দিবসে মিজানে তা হবে অনেক ভারী, দয়াময় আল্লাহর কাছে অতি পছন্দনীয়, তা হলো: [সুবাহাানাল্লাাহিল আযীম, সুবহাানাল্লাাহি ওয়া বিহামদিহ্]।"[১]

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ ». أخرجه مسلم.

● সামুরাহ ইবনে জুন্দুব (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"আল্লাহর নিকট অতি পছন্দনীয় বাক্য হলো চারটি: [সুবহাানাল্লাাহ, আলহামদুলিল্লাাহ, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ্ ও আল্লাাহু আকবার] যে কোনটি থেকে আরম্ভ কর তাতে তোমার কোন সমস্যা নেই।"[২]

---

১. বুখারী হাদীস নং: ৬৪০৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাদীস নং: ২৬৯৪
২. মুসলিম হাদীস নং: ২১৩৭

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». أخرجه مسلم.

● আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: "সুবাহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাাহ, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাাহু আকবার" পাঠ করা দুনিয়ার সকল বস্তু থেকে আমার নিকট প্রিয়।"[১]

عَنْ أَبِي مَالِك الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّه تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّه وَالْحَمْدُ لِلَّه تَمْلَآَنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا». أخرجه مسلم.

● আবু মালেক আল-আশ'য়ারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: "পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক এবং [আল-হামদু লিল্লাাহ] কিয়ামত দিবসে মিজানকে পূর্ণ করে দিবে এবং [সুবহাানাল্লাাহি ওয়ালহামদু লিল্লাাহ] আকাশ ও জমিনসমূহকে পূর্ণ করে দেয়। আর সালাত হলো নূর-জ্যোতি, দান-খয়রাত হলো দলিল, ধৈর্য হলো আলো। এ ছাড়া কুরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষী হবে। মানুষ প্রতিদিন প্রত্যুষে তার জীবনকে বিক্রি করে, কেউ মুক্ত করে আবার অনেকেই তাকে ধ্বংস করে ফেলে।"[২]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ:« مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلَائِكَتِه أَوْ لِعِبَادِه سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْدِه». أخرجه مسلم.

১. মুসলিম হাদীস নং: ২৬৯৫
২. মুসলিম হাদীস নং : ২২৩

● আবু যার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন বাক্যটি উত্তম এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন: "যে বাক্যটি আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেস্তা অথবা তাঁর বান্দাদের জন্য চয়ন করেছেন সেটিই উত্তম। আর তা হলো: [সুবহানাল্লাাহি ওয়াবিহামদিহ্]।"[১]

عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَّاص ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لجُلَسَائه « أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسبَ أَلْفَ حَسَنَة» فَسَأَلَهُ سَائلٌ مِنْ جُلَسَائه كَيْفَ يَكْسبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَة؟ قَالَ:« يُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ مائَةَ تَسْبِيحَة تُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَة وَتُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ سَيِّئَة ». أخرجه أحمد والترمذي.

● সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট ছিলাম, তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন: "তোমাদের মাঝে কেউ কি প্রত্যাহ এক হাজার নেকি অর্জন করতে সক্ষম? বৈঠকে উপস্থিত এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমাদের কেউ কিভাবে এক হাজার নেকি অর্জন করবে? রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "একশত বার [সুবহানাল্লাহ] পাঠ করবে, তবে তার আমাল নামায় এক হাজার নেকি লেখা হবে এবং এক হাজার গোনাহ মুছে ফেলা হবে।"[২]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّه الْعَظيم وَبِحَمْده غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّة ». أخرجه الترمذي.

● জাবের (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:"যে ব্যক্তি [সুবাহানাল্লাহিল 'আযীম ওয়া বিহামদিহ্] পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর বৃক্ষ রোপণ করা হবে।"[৩]

---

১. মুসলিম হাদীস নং : ২৭৩১
২. মুসলিম হাদীস নং : ২৬৯৮
৩. তিরমিযী হাদীস নং: ৩৪৬৫, দেখুন সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং: ৬৪

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« مَــنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَــى كُــلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ ». أخرجه مسلم.

● আবু আইয়ূব আল-আনসারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি এ জিকিরটি দশবার পাঠ করবে, সে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশের চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করার সওয়াব পাবে। আর তা হলো: [লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ্, ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদ্, ওয়াহুয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।"[১]

عَنْ سَعْد بن أبي وقاص ﷺ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــه وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِّمْنِي كَلَامًا أَقُولُهُ قَالَ:« قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّه كَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ». قَالَ فَهَؤُلَاءِ لِرَبِّي فَمَا لِي ؟ قَالَ:« قُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي ». أخرجه مسلم.

● সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বেদুইন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট এসে বলল: আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা আমি পাঠ করব। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: তুমি বলবে: [লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, আল্লাাহু আকবার কাবীরাা, ওয়ালহামদু লিল্লাাহি কাসীরাা, সুবহাানাল্লাাহি রব্বিল 'আলামীন, লাা হাওলা ওয়া লাা কুওয়াতা ইল্লাা বিল্লাাহিল 'আজীজিল হাকীম] সে ব্যক্তি বলল: এ তো হলো আমার প্রতিপালকের

১. মুসলিম হাদীস নং: ২৬৯৩

জন্য, তবে আমার জন্য কি? তিনি বলেন: বলো: [আল্লাহুম্মাগফির লী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারজুক্বনী।"[১]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى». أخرجه مسلم.

- আবু যার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:"প্রত্যহ সকাল বেলা তোমাদের সকলের উপর তার প্রতিটি জোড়ার পক্ষ থেকে দান করা জরুরি হয়ে পড়ে। তবে তার প্রতিটি [সুবহাানাল্লাাহ] পাঠ করা একটি দান, তার প্রতিবার [আল-হামদুলিল্লাহ] বলা একটি দান, তার প্রতিবার [লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ] পাঠ করা একটি দান, তার প্রতিবার [আল্লাাহু আকবার] বলা একটি দান, তার প্রতিটি সৎকাজের আদেশ একটি দান, তার প্রতিটি অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা একটি দান। তবে যদি কেউ দুই রাকাত চাশতের সালাত আদায় করে সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে।"[২]

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». أخرجه مسلم وأبوداود.

~ আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি বলবে:[রযীতু বিল্লাাহি রব্বাা, ওয়া বিলইসলাামি দ্বীনাা, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রসূলাা] তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে

---

১. মুসলিম হাদীস নং: ২৬৯৬
২. মুসলিম হাদীস নং: ৭২০

যাবে।" অর্থ: আমি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ [ﷺ]কে নবী রূপে লাভ করে পরিতুষ্ট।"[১]

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : « أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّة ؟ » فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ:« لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه». متفق عليه.

● আবু মুসা আল-আশ'য়ারী (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] তাকে বলেন: "আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডার সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমি বললাম হাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ। অত:পর তিনি বলেন: তা হলো: [লাা হাওলা ওয়া লাা কুওয়াতা ইল্লাা বিল্লাাহ্] "[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ:« وَاللَّه إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْه فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً». أخرجه البخاري.

● আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন:"আল্লাহর শপথ করে বলছি আমি প্রত্যহ আল্লাহর কাছে সত্তর বারের বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করি।"[৩]

عَنْ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ». أخرجه مسلم.

● আলআগারর আল-মোজানি (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "নিশ্চয় আমার অন্তর কুয়াশাচ্ছন্ন হয়; তাই আমি প্রত্যহ একশত বার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।"[৪]

---

১. মুসলিম হাদীস নং: ১৮৮৪, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং : ১৫২৯
২. বুখারী হাদীস নং :৬৩৮৪, মূল শব্দগুলি মুসলিমের হাদীস নং :২৭০৪
৩. বুখারী হাদীস নং :৬৩০৭
৪. বুখারী হাদীস নং : ২৭০২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ صَلَّى عَلَـــيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا». أخرجه مسلم.

● আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।"[১]

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:« مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاَثًا، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَ فَارًا مِنَ الزَّحْفِ». أخرجه الحاكم.

● ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পাঠ করবে তার জীবনের সকল গোনাহকে ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও সে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে থাকে। দোয়াটি হলো: [আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লাা ইলাাহা ইল্লাা হুওয়াল হাইয়ুল কৃইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহ্]

অর্থ: আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করছি যিনি ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জিব ও সর্বসত্ত্বার ধারক।"[২]

১. মুসলিম হাদীস নং : ৪০৮

২. হাদীসটি সহীহ, হাকেম হাদীস নং: ২৫৫০, দেখুন: সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং: ২৭২৭।

৩-নির্দিষ্ট জিকিরসমূহ

১-সাধারণ অবস্থার জিকির

¿ নতুন পোশাক পরিধানের সময় কোন দোয়া পাঠ করবে ও তাকে কি বলা হবে:

عَنْ أُمِّ خَالِد رضي الله عنها قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بثيَاب فيهَا خَميصَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ :« مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَذه الْخَميصَةَ ؟ » فَأُسْكتَ الْقَوْمُ قَالَ:(ائْتُوني بأُمِّ خَالد »فَأُتيَ بي النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَلْبَسَنيهَا بيَده وَقَالَ« أَبْلي وَأَخْلقي» مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْخَميصَة وَيُشيرُ بيَده إِلَيَّ وَيَقُولُ: « يَا أُمَّ خَالد هَذَا سَنَا وَيَا أُمَّ خَالد هَذَا سَنَا ». أخرجه البخاري.

১. উম্মে খালেদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কাছে অনেক পোশাক আনা হলো, তাতে ছিল একটি কালো চাদর। নবী [ﷺ] বলেন: "তোমরা এ কালো চাদরটি কাকে দেয়ার মতামত প্রদান করো? সবাই চুপ থাকল। অত:পর নবী [ﷺ] বলেন: "তোমরা উম্মে খালেদকে ডেকে নিয়ে এসো।" আমাকে নবী [ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি নিজ হাতে আমাকে চাদরটি পরিধান করিয়ে দুইবার বললেন: [আবলী ওয়া আখলিক্বী] আর বারবার জামার দিকে লক্ষ করে বলেন:"হে উম্মু খালেদ এটা অতি চমৎকার জামা।"[১]

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ باسْمه إِمَّا قَميصًا أَوْ عمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ:« اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنيه أَسْأَلُكَ منْ خَيْره وَخَيْرِ مَا صُنعَ لَهُ وَأَعُوذُ بكَ منْ شَرِّه وَشَرِّ مَا صُنعَ

---

১. বুখারী, হাদীস নং : ৫৮৪৫

لَهُ». قَالَ أَبُو نَضْرَةَ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ « تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى» . أخرجه أبوداود والترمذي.

২. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন কোন নতুন কাপড় পরিধান করতেন তখন কাপড়ের নাম উল্লেখ করে পাঠ করতেন: [আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্তা কাসাওতানীহ্‌, আসআলুকা মিন খাইরহি ওয়া খইরি মাা সুনি'আ লাহ্‌, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহি ওয়া শাররি মাা সুনি'আ লাহ্‌]

অর্থ: হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার, তুমিই আমাকে কাপড় পরিয়েছ, আমি এর মঙ্গল ও এর জন্য যে মঙ্গল নির্ধারণ করা হয়েছে তা কামনা করছি। আর এর অমঙ্গল ও এর যে অমঙ্গল নির্ধারণ করা হয়েছে তা থেকে তোমার সমীপে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১]

আবু নাজরা বলেন: নবী [ﷺ]-এর সাহাবীগণের কেউ যখন নতুন কাপড় পরিধান করতেন তাকে এ দেয়া পাঠ করতে বলতেন। [তুবলী ওয়া ইউখলিফুল্লাাহু তা'য়ালা]

অর্থ: ইহা পরে তুমি পুরাতন করে ফেল এবং আল্লাহ তা'য়ালা যেন এরপর এরচেয়েও উত্তম দান করেন।

¿ বাড়ীতে প্রবেশকালে যা বলবে:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ ». أخرجه مسلم.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: ''যখন কোন ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশকালে ও খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তখন শয়তান অন্যদের

১. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং: ৪০২০, তিরমিযী হাদীস নং: ১৭৬৭

লক্ষ্য করে বলে, এ বাড়ীতে তোমাদের থাকা ও খাবার কোন সুযোগ নেই। আর যখন কোন ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশকালে ও খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করে তখন শয়তান অন্যদের লক্ষ্য করে বলে, তোমরা আজ এ বাড়ীতে অবস্থান ও খাবার সুযোগ পেয়ে গেলে।"[১]

¿ বাড়ী হতে বাহির হওয়ার সময় যা বলবে:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ:« بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا ». أخرجه الترمذي والنسائي.

১. উম্মে সালামাহ (রা:) বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন বাড়ী থেকে বাহির হতেন, তখন তিনি এ দোয়া পাঠ করতেন: [বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহ্, আল্লাহুম্মা ইন্না না'উযু বিকা মিন আন নাজিল্লা আও নাযিল্লা আও নাযলিমা আও নুযলামা আও নাজহালা আও ইউজহালা 'আলাইনা] অর্থ: আল্লাহর নামে তাঁর প্রতি ভরসা করে বের হলাম। হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অন্যকে পথভ্রষ্ট করা হতে অথবা কারো দ্বারা আমরা পথভ্রষ্ট হতে, আমরা অন্যকে পদস্খলন অথবা অন্যের দ্বারা পদস্খলিত হতে, আমরা অন্যের প্রতি নির্যাতন করতে অথবা অন্যের দ্বারা নির্যাতিত হওয়া থেকে এবং আমরা নিজেরা অজ্ঞ হওয়া থেকে বা অন্যদের দ্বারা অজ্ঞ হওয়া থেকে।"[২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ». أخرجه أبوداود والترمذي.

---

১. মুসলিম, হাদীস নং : ২০১৮

২. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং: ৫০৯৪, তিরমিযী হাদীস নং: ৩৪২৭

৪. আনাস ইবনে মালেক (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেন:"যখন কোন ব্যক্তি তার বাড়ী হতে বের হয়ে বলেঃ [বিসমিল্লাাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাাহ্, লাা হাওলা ওয়া লাা কুওয়াতা ইল্লাা বিল্লাাহ্] অর্থ: আল্লাহ নামে তাঁর প্রতি ভরসা করে বের হলাম, আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কোন ভাল কাজ করার এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার শক্তি বা ক্ষমতা আমাদের নেই। তিনি [ﷺ] বলেন: "তখন তাকে বলা হয় তোমার জন্য যথেষ্ট এবং তুমি নিরাপদ ও সৎপথ প্রদর্শিত হয়েছ। আর শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়। তারপর এক শয়তান অন্য শয়তানকে বলে, তুমি তার সাথে কেমন করে পারবে? যে হেদায়েতপ্রাপ্ত ও যথেষ্ট এবং নিরাপদ।"[১]

¿ টয়লেটে প্রবেশের সময় যা বলবে:

عَنْ أَنَسٍ ﷺ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ». متفق عليه.

আনাস [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন বলতেন: [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনালখুবছি ওয়ালখাবাাইছ] অন্য বর্ণনায় শুরুতে: [বিসমিল্লাহ] বলার কথা উল্লেখ হয়েছে। অর্থ: হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে খারাপ পুরুষ ও মহিলা জিন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[২]

¿ টয়লেট থেকে বের হয়ে যা বলবে:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْغَائِطِ قَالَ: « غُفْرَانَكَ». أخرجه أبوداود والترمذي.

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫০৯৫, তিরমিযী হাদীস নং : ৩৪২৬

২. বুখারী হাদীস নং: ১৪২, মুসলিম হাদীস নং: ৩৭৫

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহ আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] যখন পায়খানা হতে বের হতেন তখন বলতেন: [গুফরাানাক্] অর্থাৎ: হেআল্লাহ আমি তোমার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"[১]

¿ মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় যে দোয়া পাঠ করবে:

«**اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ** ».أخرجه مسلم.

১. [আল্লাহুম্মাফতাহ্লী আবওয়াাবা রাহমাতিক্] অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।[২]

« **أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** ». أخرجه أبوداود.

৩. [আ'ঊযু বিল্লাহিল 'আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া সুলত্ব-নিহিল ক্বদীম মিনাশশাইত্ব-নির রাজীম] অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তান হতে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার সম্মানিত চেহারা এবং শাশ্বত সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে।"[৩]

বের হওয়ার সময় বলবে:

« **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ** ». أخرجه مسلم.

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিক্] অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।"[৪]

¿ আজান শ্রবণকালে যা পড়তে হবে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাদীস নং: ৩০, তিরমিযী হাদীস নং : ৭
২. মুসলিম হাদীস নং: ৭১৩
৩. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৬৬
৪. মুসলিম হাঃ নং ৭১৩

عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». أخرجه مسلم.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন। "তোমরা যখন মুয়াজ্জিনকে আজান দিতে শুনবে, তখন মুয়াজ্জিন যা বলে হুবহু তোমরাও তাই বল। তারপর আমার উপর দরুদ পাঠ কর। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার পরিবর্তে তার উপর দশবার দয়া করবেন। অত:পর আমার জন্য আল্লাহর সমীপে অসিলা চাও, আর তা হলো জান্নাতের মর্যাদাপূর্ন স্থান। ইহা আল্লাহর এক বান্দার জন্য নির্দিষ্ট, আমি আশা করি সে বান্দা আমিই। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমার জন্য অসীলা চাইবে তার জন্য সুপারিশ হালাল হয়ে যাবে।"[১]

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُــهُ ». أخرجه مسلم.

২. স'াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা:) রসূলুল্লাহ [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:"যে ব্যক্তি আজান শুনে বলবে: [আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহূ লাা শারীকালাহ্, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রসূলুহ্, রযীতু বিল্লাহি রব্বাা, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রসূলাা, ওয়া বিলইসলাামি দ্বীনাা] তার গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তার কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ [ﷺ] তার দাস ও তার

১. মুসলিম হাদীস নং: ৩৮৪

রসূল। আমি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, এবং মুহাম্মদ [ﷺ]কে নবী রূপে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে লাভ করে পরিতুষ্ট।"[১]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرجه البخاري.

৩. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি আজান শ্রবণের পর এ দোয়া পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার সুপারিশ হালাল হয়ে যাবে। দোয়াটি হলো: [আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াতিত্তাম্মাহ্, ওয়াসস্বলাাতিল ক-য়িমাহ্, আাতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়ালফাযীলাহ্, ওয়াব'আছহু মাক-মাম মাহমূদাহ্, আল্লাযী ওয়া'আত্তাহ্] অর্থ: হে আল্লাহ! এ এই পূর্ণাঙ্গ আহবান ও প্রতিষ্ঠা-লাভকারী সালাতের প্রভু! মুহাম্মদ [ﷺ]কে তুমি অসীলা (জান্নাতের এক উঁচু স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌছাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ।"[২]

১. মুসলিম হাদীস নং: ৩৮৬

২. বুখারী হাদীস নং: ৬১৪

২- কঠিন মুহূর্তে ও বিপদের সময়

পঠনীয় জিকিরসমূহ

¿ বিপদের সময় যা বলবেঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عنْدَ الْكَرْب:« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ».متفق عليه.

১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] কঠিন সময় এ দোয়া পাঠ করতেনঃ [লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহুল 'আযীমুল হালীম, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুল 'আরশিল 'আযীম, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু রব্বুস সমাাওয়াাতি ওয়া রব্বুল আরযি ওয়া রব্বুল 'আরশিল কারীম]

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই, যিনি মহান সহনশীল, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই যিনি মহাআরশের অধিপতি, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই যিনি আকাশসমূহ ও জমিন ও আরশের অধিপতি।"[১]

عَنْ سَعْد بن أبي وقاص ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : « دَعْوَةُ ذي النُّون إذْ دَعَا وَهُوَ في بَطْنِ الْحُوت: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ منْ الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ في شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ ». أخرجه الترمذي.

২. সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেনঃ ইউনুস (আলাইহিস সালাম) মাছের পেটে থাকা

১. বুখারী হাদীস নং: ৬৩৪৬ মুসলিম হাদীস নং: ২৭৩০

অবস্থায় এ দোয়া পাঠ করেছিলেন: [লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তা সুবহাানাকা ইন্নী কুন্তু মিনাযয–লিমীন] অর্থ: (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই, তুমি পবিত্র, আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। কোন মুসলিম ব্যক্তি যে কোন কাজের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এ দোয়া করবে আল্লাহ তা'য়ালা তার দোয়া কবুল করবেন।"[১]

¿ ভয়ানক কোন বস্তু দেখলে যা বলবে:

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَاعَهُ شَيْءٌ قَالَ :« هُوَ اللهُ رَبِّي لاَ أُشرِكُ بِهِ شَيْئاً». أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة.

সাওবান [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] ভয়ের কিছু দেখলে এ দোয়া পাঠ করতেন: [হুওয়াল্লাহু রব্বী লাা উশরিকু বিহী শাইয়াা]

অর্থ: আল্লাহ তা'য়ালা আমার প্রতিপালক, আমি তার সাথে কাউকে শরীক করি না।"[২]

¿ চিন্তায় পতিত হলে যে দোয়া পাঠ করবে:

عَنْ عَبْد اللَّه بن مسعود ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدكَ وَابْنُ أَمَتكَ نَاصيَتي بِيَدكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِه نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا منْ خَلْقكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كتَابكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ به في علْمِ الْغَيْب عنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا قَالَ فَقيلَ يَا رَسُولَ اللَّه أَلَا نَتَعَلَّمُهَا فَقَالَ بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا». أخرجه أحمد.

---

১. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাদীস নং: ৩৫০৫

২. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ বিদা রাত্রির আমলের অধ্যায় বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং: ৬৫৭, দেখুন: সহীহ হাদীস সিরিজ, হাদীস নং : ২০৭০

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"কেউ যদি চিন্তায় পতিত হয়ে এ দোয়া পাঠ করে তবে আল্লাহ তা'য়ালা তার দু:শ্চিন্তাকে দূর করে দিবেন এবং চিন্তাকে আনন্দ দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। ইবনে মাসউদ [ﷺ]বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করা হলো: আমরা কি এ দোয়াটি শিখে নিব না? তিনি উত্তরে বলেন: হাঁ, যে এ দোয়াটি শুনবে তার উচিত তা শিখে নেওয়া।

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আব্দুক্, ওয়াবনু আব্দিক্, ওয়াবনু আমাতিক্, ন্যাসিয়াতী বিইয়াদিক্, মাযিন ফিয়্যা হুকমুক্, 'আদলুন ফিয়্যা কয–উক্, আসআলুকা বিকুল্লিসমিন্ হুয়া লাক, সাম্মাইতা বিহী নাফসাক, আও 'আল্লামতাহু আহাদান মিন খলকিক্, আও আনজালতাহু ফী কিতাাবিক্, আবিস্তা'ছারতা বিহী ফী 'ইলমিকালগইবি 'ইন্দাক্, আন তাজ'আলাল কুরআানা রবী'আ ক্বলবী, ওয়া নূরা স্বদরী, ওয়া জালাাআ হুজনী, ওয়া যাহাাবা হাম্মী]

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দার পুত্র আর তোমার এক বান্দীর পুত্র। আমার ভাগ্য তোমার হাতে, আমার উপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফয়সালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছো। অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাজিল করেছো, অথবা তোমার কোন সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাউকে যে নাম শিখিয়ে দিয়েছো, অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছো, তোমার নিকট এই প্রার্থনা জানাই যে, তুমি কুরআনকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসরণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদূরণকারী।"[১]

---

১. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাদীস নং: ৩৭১২, দেখুন: সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং:১৯৯

¿ কোন জনসোষ্ঠী হতে ভয় পেলে যা পড়তে হয়:

«اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ» أخرجه مسلم.

১. [আল্লাহুম্মাক ফিনীহিম বিমা শি'তা]

অর্থ: হে আল্লাহ! এদের মুকাবেলায় তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে ইচ্ছামত সেরূপ আচরণ করো, যেরূপ আচরণের তারা হকদার।"[১]

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ». أخرجه أحمد وأبوداود.

২. [আল্লাহুম্মা ইন্নাা নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'ঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম] অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা তাদেরকে দমন করার জন্য তোমাকে ন্যস্ত করলাম এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।"[২]

¿ শত্রুর সম্মুখীন হলে যা পড়তে হয়:

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَالَ:« اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَأَنْتَ نَصِيرِي وَبِكَ أُقَاتِلُ ». أخرجه أبوداود والترمذي.

১. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন যুদ্ধে অবতরণ করতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন: [আল্লাহুম্মা আন্তা আযুদী ওয়া আন্তা নাসীরী ওয়া বিকা উক্ব–তিল্]

অর্থ: হে আল্লাহ তুমি আমার শক্তি ও সাহায্যকারী, তোমার কাছে শক্তি কামনা করি, তোমার নিকটেই ফিরে যাই ও তোমার শক্তিতেই যুদ্ধ করি।"[৩]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ] حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ Z آل عمران: ١٧٣

১. মুসলিম হাদীস নং: ৩০০৫

২. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাদীস নং: ১৯৯৫৮, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং :১৫৩৭

৩. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাদীস নং: ২৬৩২, তিরমিযী হাদীস নং: ৩৫৮৪

قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا] ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ Z آل عمران: ١٧٣

২. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত। [হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল] এ দোয়াটি ইব্রাহীম [আলাইহিস সালাম] আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন। আর নবী মুহাম্মদ [ﷺ] বলেছিলেন, যখন তারা বলেছিল:

] ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ Z آل عمران: ١٧٣

"যাদেরকে লোকেরা বলছিল: নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে সেসব লোক সমবেত হয়েছে। অতএব, তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস বর্ধিত হয়েছিল এবং তারা বলেছিল: [হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল] আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং মঙ্গলময় কর্মবিধায়ক।" [সূরা আল ইমরান: ১৭৩][১]

¿ শত্রু ধাওয়া করলে যা বলবে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه قَالَ: أَقْبَلَ نَبِيُّ الله ﷺ إِلَى المدينة وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللَّه ﷺ شَابٌّ لَا يُعْرَفُ، قَالَ فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ، قَالَ فَيَحْسَبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الخَيْرِ، فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ، فَقَالَ يَا رَسُولَ الله هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا، فَالْتَفَتَ نَبِيُّ الله ﷺ فَقَالَ :« اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ » فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ. أخرجه البخاري.

১. বুখারী হাদীস নং : ৪৫৬৩

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বাহনের পিছনে আবু বকর [ﷺ]কে সাথে নিয়ে মদীনার দিকে আগমন করেন। আবু বকর একজন বৃদ্ধ পরিচিত মানুষ আর আল্লাহর নবী [ﷺ] অপরিচিত যুবক মানুষ। মানুষ আবু বকরের সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করে আপনার সামনের লোকাটি কে? তিনি বলেন, উনি আমার পথ প্রদর্শক। তাতে মানুষ মনে করে রাস্তার প্রদর্শক আর আবু বকর অর্থ নেন কল্যাণের পথ প্রদর্শক। এরপর আবু বকর পিছনের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখেন একজন ঘোড় সোয়ারী তাঁদের নিকটে পৌঁছে গেছে। আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এই যে ঘোড় সোয়ারী আমাদেরকে পেয়ে বসেছে। নবী [ﷺ] বললেন: [আল্লাহুম্মাসরা'হু] অর্থ: হে আল্লাহ তাকে ধরাশায়ী করে দাও। সাথে সাথে ঘোড়াটি তাকে ধরাশায়ীত করে ফেলল। অত:পর গোড়াটি চিঁহিঁহিঁ করতে করতে উঠে দাঁড়ালো।"[১]

¿ শত্রুর উপর বিজয়ের জন্য যে দোয়া পাঠ করবে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ:« اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمْ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ [ﷺ] মুশরিকদের উপর বিজয়ের জন্য বদদোয়া করেছিলেন: [আল্লাহুম্মা মুনজিলাল কিতাাব, সারী'আল হিসাাব, আল্লাহুম্মাহজিমিল আহ্জাাব, আল্লাহুম্মাহজিমহুম ওয়া জালজিলহুম]

অর্থ: হে কিতাব অবতীর্ণকারী আল্লাহ তা'য়ালা, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, হে আল্লাহ তুমি শত্রু পক্ষকে পরাভূত করো, হে আল্লাহ তুমি তাদেরকে পরাভূত করো ও তাদের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে দাও।"[২]

---

১. বুখারী হা: নং ৪৫৬৩

২. বুখারী শব্দ তারই হাদীস নং: ২৯৩৩, মুসলিম হাদীস নং: ১৭৪২

¿ জালেমদের প্রতি কি বলে বদ্দোয়া করবে:

عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَــوْمَ الْخَنْدَق فَقَالَ:« مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْــطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ». متفق عليه.

আলী ইবনে আবি তালেব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা খন্দকের যুদ্ধের দিন নবী [ﷺ]-এর সাথে ছিলাম। তিনি [ﷺ] বলেন:"আল্লাহ যেন তাদের কবর ও বাড়িগুলো আগুন দ্বারা ভরপুর করে দেন; কারণ তারা আমাদেরকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত আসরের সালাত পড়া থেকে ব্যস্ত করে দিয়েছে।"[১]

¿ কোন বিষয়ে পরাজিত হলে যা বলবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: "শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন হতে আল্লাহর কাছে উত্তম ও প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। অতএব, যা উপকারী তার আশাধারী হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো ও অপারগতা প্রকাশ করো না। তোমার যদি কোন প্রকার বিপদ ঘটে যায়, তবে এ কথা বলো না যে, যদি আমি এমন করতাম (তবে বিপদে পতিত হতাম না), তবে বল: ভাগ্যে ছিল, আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই করেছেন। আর নিশ্চয়ই 'যদি' (শব্দটি) শয়তানের কর্মকে খুলে দেয়।"[২]

---

১. বুখারী হা: নং ৬৩৯৬ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ৬২৭

২. মুসলিম হাদীস নং: ২৬৬৪

¿ কোন গোনাহ করে ফেললে যা করবে ও বলবে:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَا مِنْ عَبْد يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ »، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ [= > ? @ A B C D E T Z آل عمران: ١٣٥ أخرجه أبوداود والترمذي.

আবু বকর [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "কোন ব্যক্তি যদি গোনাহ করার পর ভাল করে অজু করে দুই রাকাত সালাত আদায় করে, আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তওবা করে, তবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন। অত:পর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন। অর্থ: এবং যখন তারা অশ্লীল কার্য করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, তৎপর আল্লাহকে স্মরণ করে। [সূরা আল-ইমরান:১৩৫]"[১]

¿ ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হলে যে দোয়া পাঠ করতে হয়:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي قَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَات عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْكَ ؟ قَالَ قُلْ:« اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ». أخرجه أحمد والترمذي.

১. আলী [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: তার কাছে এক চুক্তিপ্রাপ্ত কৃত দাস এসে বলল: আমি মুক্ত হওয়ার চুক্তি পূর্ণ করতে অপারগ হয়ে পড়েছি, আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বলেন, আমি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দিব, যে বাক্যগুলি রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। যদি তোমার উপর 'সীর' পাহাড় পরিমাণও ঋণ থাকে, তবে আল্লাহ তা'য়ালা তা পরিশোধ করে দিবেন।"

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাদীস নং: ১৫২১, তিরমিযী হাদীস হাদীস নং: ৩০০৬

[আল্লাহুম্মাকফিনী বিহালালিকা ‘আন হারামিক্, ওয়া আগনিনী বিফাযলিকা ‘আম্মান সিওয়াক্] অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রিজিক দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করে দাও। আর তোমার অনুগ্রহ-অবদান দ্বারা তুমি ভিন্ন অন্য সব হতে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও।”[১]

عن أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« اللَّهُـــمَّ إِنِّـــي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَـــلَعِ الـــدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ». أخرجه البخاري.

২. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] এ দোয়া পাঠ করতেন: [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়ালহাজান, ওয়াল‘আজ্‌জি ওয়ালকাসাল্, ওয়ালজুবনি ওয়ালবুখ্‌ল্, ওয়া যলা‘ইদ্ দাইনি ওয়া গলাবাতির রিজাল]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি চিন্তা–ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপনতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট লোকদের প্রাধান্য বিস্তার থেকে।”[২]

¿ ছোট বা বড় যে কোন প্রকার বিপদে যা বলতে হয়:

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 [

I H G F E D C B A @ ? > = <

-البقرة: ١٥٥ Z S R Q P N M L K J

١٥٧

১. হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাদীস নং: ১৩১৯ দেখুন: সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং: ২৬৬ তিরমিযী হাদীস নং : ৩৫৬৩

২. বুখারী, হাদীস নং : ৬৩৬৯

"আর আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ও জানমালের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দান করুন। যখন তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় তখন তারা বলে: নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্যে এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হবে এবং এরাই সুপথগামী।"
[সূরা বাকারা:১৫৫- ১৫৭]

عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَقُولُ:« مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجُرْنِــي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَــهُ خَيْــرًا مِنْهَا». أخرجه مسلم.

২. উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন:"যে বান্দা বিপদে পতিত হয়ে এ দোয়া পাঠ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সে বিপদ হতে মুক্ত করবেন এবং তাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। [ইন্নাা লিল্লাহি ওয়া ইন্নাা ইলাইহি র–জি'উন, আল্লাহুম্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফ লী খইরান মিনহাা]

অর্থ: আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। হে আল্লাহ! এ বিপদ থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও এবং এরপর আমাকে এরচেয়ে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।"[১]

¿ শয়তান ও তার কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য যে দোয়া পাঠ করবে:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Z ﴿٣٦﴾ بِٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ~ } | { z y [
فصلت: ٣٦

১. মুসলিম, হাদীস নং : ৯১৮

“যদি শয়তানের কুমন্ত্রনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।”
[সূরা হা-মীম সেজদা: ৩৬]

২. আজান, নিয়মিত দোয়া পাঠ, কুরআন তেলাওয়াত করা, আয়াতুল কুরসী পাঠ করা এবং এ ধরনের আরো দোয়া যা সামনে আসছে তা পাঠ করা।

¿ রাগের সময় যা বলবে:

عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ﷺ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ....». متفق عليه.

সুলায়মান ইবনে সুরদ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সামনে গালাগালি করছিল, আর আমরা তার কাছে বসেছিলাম, একে অপরকে রাগে মুখ লাল করে গাল দিচ্ছিল। অত:পর নবী [ﷺ] বলেন:“আমি এমন বাক্য জানি, যদি তা বলে তাদের নিকট থেকে রাগ চলে যাবে। আর তা হলো: [আ‘উযু বিল্লাাহি মিনাশ শায়ত্ব–নির রজীম] ”[১]

১. মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নং: ৬১১৫, মুসলিম হাদীস নং: ২৬১০

৩- সাময়িক অবস্থার জিকির

¿ মজলিস থেকে উঠার সময় যে দোয়া পাঠ করতে হয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيه لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسه ذَلكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسه ذَلكَ ». أخرجه أحمد والترمذي.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"যে ব্যক্তির কোন বৈঠকে বসে তাতে অধিক ভুলচুক হয়, সে উঠার পূর্বে এ দোয়া পাঠ করলে বৈঠকের ভুল-ত্রুটিগুলোকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। [সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিক্, আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক্] অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই, আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিছ ও তোমার নিকটে তওবা করছি।"[১]

¿ মোরগ, গাধা ও কুকুরের ডাকের সময় যা বলতে হয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَة فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْله فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّه مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] এরশাদ করেন:"তোমরা যখন মোরগের ডাক শুনতে পাবে, তখন আল্লাহর নিটক তাঁর অনুগ্রহ কামনা করবে। যেমন বলবে: [আসআলুল্লাাহা মিন ফাযলিহ্] কেননা মোরগ ফেরেশতাদের দেখতে পায়। আর যখন তোমরা গাধার

১. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাদীস নং: ১০৪২০, মূল শব্দগুলি তিরমিযীর হাদীস নং : ৩৪৩৩

ডাক শুনতে পাবে তখন [আ'ঊযু বিল্লাাহি মিনাশ শায়ত্ব–নির রজীম] পড়ে আল্লাহর তা'য়ালার কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাবে; কেননা সে শয়তানকে দেখতে পায়।"[১]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــه وَسَــلَّمَ:« إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّه فَإِنَّهُنَّ يَــرَيْنَ مَــا لَــا تَرَوْنَ». أخرجه أحمد وأبوداود.

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কুকুর ও গাধার ডাক শুনতে পাবে, তখন তোমরা [আ'ঊযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্ব–নির রজীম] পড়ে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাবে; কেননা তারা এমন কিছু দেখতে পায় যা তোমরা দেখতে পাওনা।"[২]

¿ কোন ব্যাধি বা বিপদগ্রস্ত কিংবা অঙ্গহানী লোককে দেখলে যে দোয়া পাঠ করতে হয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَــلَّمَ :« مَــنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّه الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِه وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّــنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ ». أخرجه الترمذي والطبراني في الأوسط.

ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"কেউ যদি কোন অঙ্গহানী বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে বলে: [আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী 'আফানী মিম্মাবতালাাকা বিহ্, ওয়া ফাযযালানী 'আলা কাছীরিন মিম্মান খলাক্বা তাফযীলাা] তাহলে সে ঐ বিপদে পতিত হবে না।" অর্থ: সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি তোমাকে যে বিপদ দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করেছেন, তা হতে আমাকে নিরাপদে

১. মূল শব্দগুলি বুখারীর, হাদীস নং: ৩৩০৩, মুসলিম হাদীস নং : ২৭২৯

২. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাদীস নং : ১৪৩৩৪, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং : ৫১০৩

রেখেছেন এবং তাঁর সৃষ্টির অনেকের চেয়ে আমাকে অধিক অনুগ্রহ করেছেন।”[১]

¿ নসিহতের পর যে ব্যক্তি অহংকার করে তার জন্য যা বলতে হয়:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ:« كُلْ بِيَمِينِكَ » قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ:« لاَ اسْتَطَعْتَ » مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. أخرجه مسلم.

সালমা ইবনে আকওয়া [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট বাম হাতে খাচ্ছিল। তাকে দেখে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: “তুমি ডান হাতে খাও।” সে বলল, আমি ডান হাতে খেতে পারছি না। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: “তুমি পারবেও না।” অহঙ্কারই তাকে ডান হাতে খাওয়া থেকে বিরত রেখেছে।” বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি পরবর্তীতে আর কখনো তার ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি।[২]

¿ অনৈসলামিক কার্যকলাপ উৎপাটনের সময় যা বলতে হয়:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ:

[i j k l m o p q r s Z الإسراء: ٨١ . **متفق عليه.**

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] মক্কা বিজয়ের দিন, মক্কাতে প্রবেশ করলেন, সে সময় কাবা ঘরের চতুষ্পার্শ্বে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল। আর তার হাতে লাঠি ছিল তাদ্বারা আঘাত হানছিলেন এবং এ আয়াত পাঠ করছিলেন। [জাাআল হাক্কু ওয়া জাহাক্বাল বাাত্বিল, ইন্নালবাাত্বিলা কানা জাহূক্বাা] অর্থ: আর আপনি

---

১. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী ও তাবারানী আওসাতে বর্ণনা করেছেন হাদীস নং: ৫৩২০, দেখুন: সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং : ২৭৩৭

২. মুসলিম হাদীস নং : ২০২১

বলুন! সত্য আগমন করেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই বাতিল বিলুপ্ত হবেই।" [সূরা বনি ইসরাঈল: ৮১]"[১]

¿ যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির জন্য ভাল কিছু করল তার জন্য যে দোয়া বলতে হয়:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ: مَنْ وَضَعَ هَذَا ؟ فَأُخْبِرَ فَقَالَ:« اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ».متفق عليه.

১. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] একদা পায়খানায় প্রবেশ করলেন, আর আমি তাঁর জন্য অজুর পানি রাখলাম, অত:পর তিনি জিজ্ঞাস করলেন:"কে রেখেছে অজুর পানি? তাকে অবহিত করা হলে তিনি দোয়া করেন: [আল্লাহুম্মা ফাক্‌কিহ্‌হু ফিদ্‌দ্বীন] অর্থ: হে আল্লাহ তুমি তাকে দ্বীনের অগাধ জ্ঞান দান করুন।"[২]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِه جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ ». أخرجه الترمذي.

২. উসামা ইবনে জায়েদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"যাকে কেউ ভাল কাজ করে দিল, সে যদি তার জন্য বলে: [জাজাকাল্লাহু খইরাা] অর্থ: আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তবে সে যেন সর্বোত্তম প্রশংসা করল।"[৩]

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ﷺ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ:« بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ. إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ». أخرجه النسائي وابن ماجه.

১. মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নং: ২৪৭৮, মুসলিম হাদীস নং : ১৭৮১
২. মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নং: ১৪৩, মুসলিম হাদীস নং : ২৪৭৭
৩. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী, হাদীস নং :২০৩৫

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে রাবীয়াহ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমার কাছ থেকে চল্লিশ হাজার মুদ্রা ঋণ নিয়েছিলেন, তার কাছে অর্থ আসার পর আমাকে ফেরত দিয়ে বললেন: [বাারাকাল্লাাহু লাকা ফী আহলিকা ওয়া মাালিক্] অর্থ: আল্লাহ তোমার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। ঋণের প্রতিদান হলো তার প্রশংসা করা ও পরিশোধ করে দেয়া।"[১]

¿ বৃক্ষে বা বাগানে প্রথম ফল দেখলে যা বলতে হয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا ....» قَالَ : ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা প্রথম ফল রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট নিয়ে আসত আর তিনি যখন তা ধরতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন। [আল্লাহুম্মা বাারিক লানাা ফী ছামারিনাা, ওয়া বাারিক লানাা ফী মাদীনাতিনাা, ওয়া বাারিক লানাা ফী স–'ইনাা, ওয়া বাারিক লানাা ফী মুদ্দিনাা] অত:পর সে ফলটি তার সবচেয়ে ছোট বাচ্চাকে ডেকে প্রদান করতেন।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ফলে বরকত দান করুন, আমাদের শহরে বরকত দান করুন ও আমাদের সা' ও মুদ (ছোট বড় সর্বপ্রকার) মাপে বরকত দান করুন।"[২]

¿ কোন আনন্দের সংবাদ এলে যা করতে হবে:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. أخرجه الترمذي وابن ماجه.

---

১. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি নাসাঈর হাদীস নং: ৪৬৮৩, ইবনে মাজাহ হাদীস নং: ২৪২৪

২. মুসলিম হাদীস নং : ১৩৭৩

আবু বাকরাহ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ]-এর নিকট তাঁকে আনন্দদায়ক বিষয় আসলে বা কোন সুসংবাদ দেয়া হলে, তিনি সেজদায়ে শোকর তথা আল্লাহ তা'য়ালার কৃতজ্ঞার্থে সেজদা করতেন।"[১]

¿ আশ্চর্য ও খুশীর সময় যা বলবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ:« أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত যে, একদা মদীনার কোন রাস্তায় নবী [ﷺ]-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে, তিনি অপবিত্র থাকার কারণে অন্য রাস্তায় চলে গিয়ে গোসল করে নেন। এদিকে নবী [ﷺ] তাকে তালাশ করতেছিলেন। অত:পর তিনি যখন তাঁর কাছে এলেন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরাইরা! তুমি কোথায় ছিলে? তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাথে সাক্ষাতের সময় আমি অপবিত্র ছিলাম, গোসল করার আগে আপনার সাথে মিলিত হওয়াটা ভাল মনে করিনি। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: [সুবাহাানাল্লাাহ] নিশ্চয় মুমিন অপবিত্র হয় না।"[২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ- وفيه- قَالَ عُمَرُ يارسول الله : أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ، فَرَفَعَ إِلَيَّ فَقَالَ:« لَا» فَقُلْتُ : اللَّهُ أَكْبَرُ... متفق عليه.

২. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, -এতে রয়েছে- উমার (ﷺ) বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক

---

১. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাদীস নং : ১৫৭৮, মূল শব্দগুলি ইবনে মাজার হাদীস নং: ১৩৯৪

২. বুখারী হাদীস নং : ২৮৩, মূল শব্দগুলি মুসলিমের হাদীস নং: ৩৭১

দিয়েছেন? তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: না, অত:পর আমি বললাম: [আল্লাহু আকবার] .. ।[১]

¿ প্রবল হাওয়া প্রবাহের সময় যা বলবে:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتْ الرِّيحُ قَالَ:« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ». أخرجه مسلم.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন প্রবল বেসে হাওয়া প্রবাহিত হতো, তখন নবী [ﷺ] এ দোয়া পাঠ করতেন। [আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খইরাহা ওয়া খইরা মাা ফীহা ওয়া খইরা মাা উরসিলাত বিহ্, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিন শাররিহাা ওয়া শাররি মাা ফীহা ওয়া শাররি মাা উরসিলাত বিহ্] অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার (ঝড়ের) কল্যাণ চাই এবং আমি তার ভিতরে নিহিত কল্যাণটুকু চাই, আর সেই কল্যাণ যা তার সাথে প্রেরিত হয়েছে। আর আমি তোমার আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট হতে, তার ভিতরে নিহিত অনিষ্ট হতে এবং যে ক্ষতি তার সাথে প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট হতে।"[২]

¿ মেঘ ও বৃষ্টি দেখলে যা বলতে হয়:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ:«اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا». أخرجه البخاري.

১. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন বৃষ্টি বর্ষণ দেখতেন তখন বলতেন:"আল্লাহুম্মা স্বইয়িবান নাাফি'আন।"[৩] অথাৎ–হে আল্লাহ উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন।

---

১. মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নং : ৫১৯১, মুসলিম হাদীস নং : ১৪৭৯

২. মুসলিম হাদীস নং: ৮৯৯

৩. বুখারী হা: নং ১০৩২

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى سَحَابًا مُقْبِلًا مِنْ أُفُقٍ مِنْ الْآفَاقِ تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ فَيَقُولُ:« اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ». فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ:« اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُمْطِرْ حَمِدَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ .
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] যখন আকাশে কোন মেঘমালা দেখতেন তখন তাঁর কাজ ছেড়ে দিতেন। এমনকি যদি তিনি নফল সালাতে থাকতেন তাও ছেড়ে দিতেন। অত:পর কেবলার দিক হয়ে এ দোয়া পাঠ করতেন। [আল্লাহুম্মা ইন্নাা না'ঊযু বিকা মিন শাররি মাা উরসিলা বিহ্] অর্থ: হে আল্লাহ আমরা তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এ বৃষ্টিতে যে অনিষ্ট পাঠানো হয়েছে তার থেকে। আর যদি বৃষ্টি হত, তখন তিনি এ দোয়া দুই অথবা তিনবার পাঠ করতেন। [আল্লাহুম্মা স্বইয়িবান নাাফি'আা] অর্থ: হে আল্লাহ! মুষলধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আর বৃষ্টি না হয়ে আকাশ পরিস্কার হয়ে গেলে, তিনি আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা করতেন।"[১]

¿ বৃষ্টি বর্ষণের পর যা বলবে:

« مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ» متفق عليه.

"মুত্বিরনাা বিফাযলিল্লাাহি ওয়ারাহমাতিহ।"[২] অথাৎ–আল্লাহর কৃপা ও দয়ায় আমরা বৃষ্টি পেয়েছি।

১. হাদীসটি সহীহ, বুখারী আদাবুল মুফরাদে, হাদীস নং:৭০৭, ইবনে মাজাহ হাদীস নং: ৩৮৮৯
২. বুখারী হা: নং ১০৩৮ মুসলিম হা: নং ৭১

¿ স্বীয় খাদেমের জন্য যে দোয়া করবেঃ

عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ خَادِمُكَ أَنَسٌ ادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ:« اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ ». متفق عليه.

আনাস [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আপানার খাদেমের জন্য দোয়া করুন। তিনি এ দোয়া করলেনঃ [আল্লাহুম্মা আকছির মালাহূ ওয়া ওয়ালাদাহ্, ওয়া বাারিক লাহূ ফীমাা আ'ত্বইতাহ্] অর্থঃ হে আল্লাহ তুমি তার সম্পদের ও সন্তানের প্রাচুর্যতা দান করুন এবং যা তাকে দিয়েছ তাতে বরকত দান করুন।"[১]

¿ কোন মুসলিম ব্যক্তির প্রশংসা করতে চাইলে যা বলবেঃ

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ -وفيه- أنَّ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ كَذَا وَكَذَا ». متفق عليه.

আবু বাকরাহ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তাতে রয়েছে ... নিশ্চয় রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেনঃ "যদি কোন ব্যক্তির প্রশংসা করতেই হয়, তখন যেন সে এভাবে বলেঃ [আহসিবু ফুলাানান ওয়াল্লাাহু হাসীবুহ্, ওয়া লাা উজাক্কী 'আলাল্লাাহি আহাদাা, আহসিবুহু যাাকা কাযাা ওয়া কাযাা] অর্থঃ আমি অমুক সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করি। আল্লাহই তার সম্পর্কে ভাল জানেন। আল্লাহর উপর কারো সম্পর্কে তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি না। তবে আমি তার সম্পর্কে (যদি জানা থাকে) এই এই ধারণা পোষণ করি।"[২]

১. মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নংঃ ৬৩৪৪, মুসলিম হাদীস নং : ৬৬০

২. বুখারী হাদীস নং : ২৬৬২, মূল শব্দগুলি মুসলিমের হাদীস নংঃ ৩০০০

¿ প্রশংসিত ব্যক্তি যা বলবে:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَأَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ الرُّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا زُكِي قَالَ: اَللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاغْفِرْلِي مَا لاَ يَعْلَمُونَ . أخرجه البخاري في الأدب المفرد.

'আদী ইবনে আরতাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ]-এর সাহাবাদের মধ্য হতে কেউ প্রশংসিত হলে, তিনি এ দোয়া পাঠ করতেন। [আল্লাহুম্মা লাা তুয়াাখিযনী বিমাা ইয়াকূলূন, ওয়াগফির লী মাা লাা ইয়া'লামূন] অর্থ: হে আল্লাহ! যা বলা হচ্ছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও করো না, আমাকে ক্ষমা করে দাও যা তারা জানে না।"[১]

¿ যে ব্যক্তি সম্পদ ও সন্তান চাইবে সে যা বলবে:

আল্লাহর বাণী:

(فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ ! " # $ % &

' ( ) * + , - . /) [نوح / ١٠–١٢].

"অত:পর বলেছি: তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।" [সূরা নূহ:১০-১২]

১. হাদীসটি সহীহ, বুখারী আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং : ৭৮২

৫-দোয়ার অধ্যায়

এতে রয়েছে:

] وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ Z البقرة: ١٨٦

আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমার ব্যাপারে–বস্তুত: আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য কর এবং আমার প্রতি নি:সংশয়ে বিশ্বাস করা একান্ত কর্তব্য যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।" [সূরা বাকারা:১৮৬]

দোয়ার অধ্যায়

১. দোয়ার বিধান

2 দোয়ার প্রকার:

দোয়া দুই প্রকার: (১) দোয়াউল ইবাদাহ্ অথাৎ– এবাদতের মাধ্যমে দোয়া (২) দোয়াউল মাসয়ালাহ অর্থাৎ–চাওয়ার মাধ্যমে দোয়। আর একটি অপরটিকে জরুরি করে দেয়।

প্রথমটি: দোয়াউল ইবাদাহ্ হলো: প্রিয় বস্তু হাসিল কিংবা অপছন্দ বস্তু দূর করা অথবা বিপদ মুক্তির জন্য একমাত্র আল্লাহর এবাদত ও তাঁরই নিকট মিনতি করে আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীর দ্বারা অসিলা করা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ [

y x w v u t s r q p o n

Z ﴿٨٨﴾ ~ } | z [الأنبياء: ٨٧ - ٨٨]

"এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অত:পর মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে দৃত করতে পারব না। এরপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন: তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গোনাহগার। অত:পর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।" [সূরা আম্বিয়া:৮৭-৮৮]

দ্বিতীয়টি: দোয়াউল মাসয়ালাহ হলো: দোয়াকারীর কোন উপকার কিংবা কোন বিপদ মুক্তি চাওয়া।
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسۡرَافَنَا فِيٓ أَمۡرِنَا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٤٧ Z آل عمران: ١٤٧

"হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদিগকে সাহায্য কর।" [আল-ইমরান:১৪৭]

2 দোয়ার শক্তি:

সাধারণ দোয়াসমূহ ও আশ্রয় চাওয়ার বিশেষ সূরা ও দোয়াগুলো অস্ত্র স্বরূপ। অস্ত্র শুধুমাত্র তার ধার দ্বারা কাজ করে না বরং প্রয়োজন অস্ত্র দ্বারা আঘাতকারীর শক্তি। তাই যখন অস্ত্র পরিপূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত এবং শক্তিশালী বাহু হবে ও অন্তরায় অনুপস্থিত থাকবে তখন তা দ্বারা শত্রুর মাঝে জ্বালা ও শাস্তি সৃষ্টি করা সম্ভব। আর যখন এ তিনটির কোন একটি না থাকবে তখন প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়বে।

দোয়া মুমিনের অস্ত্র এর দ্বারা যে সমস্ত সমস্যা এসে গেছে আর যা আসেনি তার থেকে উপকার অর্জন করে। আর আল্লাহর প্রতি একিনের শক্তি অনুপাতে এবং আল্লাহর নির্দেশের প্রতি দৃঢ়তা ও আল্লাহর কালিমাকে উড্ডিন করার চেষ্টা-তদবিরের দ্বারাই দোয়া কবুল এবং উদ্দেশ্য হাসিল হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

j h g f e d c b a ` ^] \ [

{ z y x w u t s r q p o n m l k

| ~ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ © ٣ Z الطلاق: ٢ - ٣

"তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষী দিবে। এতদ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পারকালে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ বের করে দেবেন। আর তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর

উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।" [সূরা ত্বালাক:২-৩]

2 দোয়া কবুল:

আল্লাহ তা'য়ালা অমুখাপেক্ষী ও দানশীল; যে তাঁর কাছে চায় তাকে কখনো ফেরৎ দেন না। অতএব, যখন দোয়া তার শর্তাবলীসহ হবে তখন হয়তো আল্লাহ যাচনাকারীর চাওয়া তৎক্ষণাৎ দেবেন কিংবা কবুল করা দেরী করবেন যাতে করে বেশি বেশি কান্না ও কাকুতি-মিনতি করে, অথবা তার চাওয়ার বস্তু চাইতে তার জন্য বেশি উপকারী জিনিস দান করবেন বা তার থেকে তার আপদ-বিপদ দূর করবেন অথবা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত দেরী করবেন---। অতএব, আল্লাহই বান্দার জন্যে কোনটি বেশি উপকারী জানেন, তাই আমরা কখনোও তাড়াহুড়া করব না।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] ~ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ © ﴿٣﴾ Z الطلاق: ٣

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।" [সূরা ত্বালাক:২-৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

] وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ Z البقرة: ١٨٦

"আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমার ব্যাপারে–বস্তুত: আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য কর এবং আমার প্রতি নি:সংশয়ে বিশ্বাস করা একান্ত কর্তব্য যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।" [সূরা বাকারা:১৮৬]

2 দোয়া কবুলের অন্তরায়:

অপছন্দ বস্তুর দূর করার ও উপকারী বস্তু অর্জনের জন্য দোয়া হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম ও উপায়। কিন্তু কখনো দোয়ার প্রভাব দেখা

যায় না; কারণ হয়তো দোয়া দুর্বল যার মধ্যে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন রয়েছে যা তিনি পছন্দ করেন না। অথবা অন্তর দুর্বল এবং দোয়ার সময় আল্লাহর প্রতি মনোযোগী না। কিংবা দোয়া কবুলের অন্তরায় রয়েছে যেমন হারাম ভক্ষণ ও জুলুম এবং অমনযোগ ও অন্যমনস্কতা এবং অন্তরের উপর পাপের স্তুপ। এ ছাড়া আরো রয়েছে জলদিবাজি ও দোয়া ছেড়ে দেয়া। আবার কখনো হয়তো দুনিয়াতে না দিয়ে আখেরাতে আল্লাহ এর চাইতে বেশি দিবেন বা অনুরূপ অনিষ্ট তার থেকে দূর করে দিয়েছেন। আর কখনো উদ্দেশ্য হাসিলে হয়তো বেশি পাপ হতে পারে; তাই বারণ করাই তার জন্যে উত্তম। অথবা তাকে দেয়নি এ জন্যে যে, পেলে সে আল্লাহর কাছে চাওয়া ছেড়ে দেবে এবং তাঁর দরজায় আর দাঁড়াবে না।

عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَلَّمَ نَاسٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَغَضِبَتْ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ بَلَى قَدْ سَمِعْتُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا. أخرجه مسلم.

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু ইহুদি মানুষ রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর প্রতি 'আসসাাম 'আলাইকা ইয়া আবাল কাসেম' বলে সালাম দেয়। তিনি উত্তরে বলেন: 'ওয়া'আলাইকুম'। অত:পর আয়েশা [রা:] রেগে গিয়ে বলেন, আপনি কি শুনেননি তারা কি বলেছে? তিনি [ﷺ] বলেন: হাঁ, শুনেছি এবং তাদের উত্তর দিয়েছি। আমাদের বদ্দোয়া তাদের উপর কবুল হবে কিন্তু আমাদের প্রতি তাদের বদ্দোয়া কবুল হবে না।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }وَقَالَ{ يَا أَيُّهَا

[১]. মুসলিম হা: নং ২১৬৬

الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"হে মানুষ সমাজ! নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না। আর আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদেরকে নির্দেশ করেছেন যার নির্দেশ করেছেন নবী-রসূলগণকে। আল্লাহ বলেন:হে রসূলগণ! আপনারা পবিত্র জিনিস হতে ভক্ষণ করুন এবং সৎকর্ম করেন। নিশ্চয় আমি আপনারা যা করেন তা অবগত। আল্লাহ বলেন: হে মুমিনরা! তোমরা আমি যা তোমাদেরকে রিজিক দান করেছি তা থেকে ভক্ষণ কর। এরপর তিনি [ﷺ] ঐ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে দীর্ঘ সফর করার ফলে তার মাথার চুল এলোমেলো ও ধূসিরীত সে তার দুই হাত আকাশে দিকে বাড়িয়ে বলে: হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম এবং রক্ত-মাংসও হারাম। অতএব, কিভাবে তার দোয়া কবুল করা হবে?!"[১]

2 বালা-মসিবতের সাথে দোয়ার অবস্থাসমূহ:

দোয়া হচ্ছে সবচেয়ে উপকারী ঔষধ। ইহা বালা-মসিবতের শত্রু যা নাজিল হতে বাধা প্রদান করে এবং নাজিল হলে দূর করে অথবা হালকা করে দেয়। বালা-মসিবতের সাথে দোয়ার কিছু অবস্থা:

প্রথমত: বালা-মসিবতের চেয়ে দোয়া বেশি শক্তিশালী যা তাকে দূর করে দেয়।

দ্বিতীয়ত: দোয়া বালা-মসিবতের চেয়ে দুর্বল, যার ফলে তার প্রতি বালা-মসিবত শক্তিশালী হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত: প্রত্যেকেই শক্তিশালী, যার একে অপরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে।

---

[১]. মুসলিম হা: নং ১০১৫

2 দোয়ার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] ۦ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيۡلِ سَاجِدٗا وَقَآئِمٗا يَحۡذَرُ ٱلۡأٓخِرَةَ وَيَرۡجُواْ رَحۡمَةَ رَبِّهِۦۗ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ﴿٩﴾ Z الزمر: ٩

"যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে এবাদত করে, পরকালের আশঙ্কা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না; বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।" [সূরা জুমার:৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِي وَلۡيُؤۡمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمۡ يَرۡشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ Z البقرة: ١٨٦

"আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে (বলে দাও) নিশ্চয় আমি সন্নিকটে রয়েছি। দোয়াকারী যখনই আমার নিকট দোয়া করবে আমি কবুল করবো। অতএব, তারা যেন আমার নির্দেশাবলী মেনে নেয় ও আমার উপর ঈমান আনে। তাহলে সঠিক পথ লাভ করবে।" [সূরা বাকারা: ১৮৫]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন:

7 6 5 4 3 1 0 / . - [

غافر: ٦٠ Z ; : 9 8

"আর তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমার নিকট দোয়া কর আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো। অবশ্যই যারা আমার এবাদত করতে অহংকার পোষণ করে তারা লাঞ্ছিত হয়ে অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" [সূরা মু'মিন: ৬০]

[2] **দোয়ার আদব ও কবুল হওয়ার কারণসমূহঃ**

- Ø মহামহিম আল্লাহর উদ্দেশ্যে মনকে খালিস তথা নিখাদ ও খাঁটি করা।
- Ø আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা দ্বারা শুরু করা। অত:পর রসূলের প্রতি দরুদ পাঠ করা এবং এর মাধ্যমেই সমাপ্ত করা।
- Ø দোয়ায় (হুজুরুল ক্বালব) মন উপস্থিত রাখা বা একাগ্রতা আনা।
- Ø দোয়ায় আওয়াজকে ছোট রাখা। অর্থাৎ উচ্চ স্বরে ও না আবার একেবারে নিরবেও না। বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি রাখা।
- Ø অপরাধ স্বীকার করা ও তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা।
- Ø আল্লাহর নেয়ামত স্বীকার করা ও এর জন্য শুকরিয়া করা।
- Ø দোয়াকে তিনবার করে আবৃত্তি করা এবং দোয়াতে কাকুতি-মিনতি করা।
- Ø দোয়া কবুলের জন্য তাড়াহুড়া না করা।
- Ø দোয়ায় দৃঢ়তা প্রদর্শন করা এবং কবুল হওয়ার ব্যাপারে পূণ্য আস্থা রাখা।
- Ø দোয়াতে যেন গুনাহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার কথা না থাকে।
- Ø দোয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করা।
- Ø পরিবার, সম্পদ, সন্তান ও নিজের উপর বদদোয়া না করা।
- Ø দোয়াকারীর খাদ্য, পানীয় ও পোশাক হালাল হওয়া।
- Ø যদি জুলুমের অভিযোগ থেকে থাকে তাহলে তা মিটিয়ে ফেলা।
- Ø দোয়ায় বিনয়ী হওয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতাসহ মনকে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন রাখা।
- Ø দোয়ার পূর্বে পায়খানা-প্রস্রাব সেরে ওযু করে নেওয়া।
- Ø দোয়ার সময় দু'হাত জোড় করে, তালু আকাশের দিকে রেখে দু'কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করা এবং ইচ্ছা করলে হস্তদ্বয়ের পিঠ কেবলার দিকে রেখে মুখমণ্ডল পর্যন্ত উত্তোলন করা।
- Ø দোয়ার সময় কেলামুখী হওয়া।
- Ø সুখে ও দু:খে সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট দোয়া করা।

Ø হাদীসে বর্ণিত কবুল হওয়ার সম্ভাবনাময় দোয়াগুলো করা।

2 দোয়া বিভিন্ন প্রকারঃ

১. এক শ্রেণীর দোয়া বান্দাহ সে সম্পর্কে নির্দেশিত হয়েছে। নির্দেশটি হয় অবশ্য পালনীয় অথবা সেটি পছন্দনীয়। যেমনঃ সালাত ও অন্যান্য বিষয়ে বর্ণিত দোয়াসমূহ, যা আল-কুরআন ও নবীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কারণ উক্ত দোয়াগুলি পাঠ করলে আল্লাহ পছন্দ করেন এবং তাতে সন্তুষ্ট হন।

২. যেসব দোয়া পাঠ করা হতে বান্দাহকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমনঃ দোয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা। আল্লাহর নিকট এমন দোয়া করা, যা আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। যেমনঃ আল্লাহর নিকট এই বলে দোয়া করা যে, আমাকে সর্ববিষয়ে জ্ঞানী করে দাও। অথবা সবকিছু করতে পারার প্রতি ক্ষমতা দাও। কিংবা গায়েব-অজানাকে জানার উপর ক্ষমতা দাও ইত্যাদি। আল্লাহ এ ধরনের দোয়া পছন্দ করেন না এবং তাতে সন্তুষ্ট হন না।

৩. বৈধ বা অনুমোদিত। যেমনঃ অতিরিক্ত চাওয়া, যা চাইলে কোন পাপ হয় না।

২- শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া ও জিকির

¿ রোগের প্রকারঃ

রোগ দুই প্রকারঃ (ক) অন্তরের রোগ (খ) শরীরের রোগ। অন্তরের রোগ আবার দুই প্রকারঃ

১. সন্দেহজনিত রোগঃ যেমন আল্লাহ তা'য়ালা মুনাফেকদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন:

Z ` _ ^] \ [Z X W V U T S[
البقرة: ١٠

"তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, পরন্তু আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্যে গুরুতর শাস্তি রয়েছে যেহেতু তারা অসত্য বলতো।" [সূরা বাকারা: ১০]

২. প্রবৃত্তির রোগঃ যেমন আল্লাহ তা'য়ালা নবী [ﷺ]-এর স্ত্রীগণকে নির্দেশ দিয়েছেনঃ

> = < ; : 9 8 6 5 4 3 2 1 [
الأحزاب: ٣٢ Z E D C B A @ ?

"হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পুরুষদের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয়। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।" [সূরা আহজাবঃ৩২]

আর শরীরির রোগ বিভিন্ন অসুখ ও সমস্যার কারণে হয়ে থাকে। আর অন্তরের চিকিৎসা শুধু রসূলগণের মাধ্যমে জানা যায়। অন্তরের সুস্থতা তার স্রষ্টা প্রতিপালককে জানার মাধ্যমে, তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলী, তাঁর কাজ ও শরীয়ত জানার মাধ্যমে রয়েছে। রোগ নিরাময় রয়েছে তাঁর সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দেওয়া ও তাঁর নিষেধ ও অসন্তুষ্টি থেকে দূরে থাকার মাঝে।

¿ শরীরের চিকিৎসা দুইভাবে:

প্রথম প্রকার: যা প্রতিটি জীবের মাঝে আল্লাহ তা'য়ালা সাধারণভাবে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এগুলির জন্য কোন ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয় না। যেমন ক্ষুধার জন্য খাদ্য গ্রহণ, পিপাসায় পানি পান করা আর ক্লান্তিতে বিশ্রাম গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় প্রকার হলো: যা চিন্তা ও গবেষণা করতে হয়। এ চিকিৎসা আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত শিক্ষা অথবা সাধারণ ঔষধ দ্বারা বা দুইটির দ্বারাই উপশম হয়ে থাকে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Y X WV U T S R Q P O N M [

Z] Z البقرة: ١٧٢

"হে মুমিনগণ! তোমরা আমি যা তোমাদেরকে রিজিক দান করেছি তা থেকে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই এবাদত কর।" [সূরা বাকারা:১৭২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا â ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ Z الرعد: ٢٨

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে, জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারা অন্তরসমূহ শান্তি পায়।" [সূরা রা'দ:২৮]

¿ অন্তরের রোগ:

অন্তরের সুস্থতা ও সাধারণ অবস্থা হতে পরিবর্তন হওয়া হলো অন্তরের রোগ। আর অন্তরের সুস্থতা সত্যকে জানা, তা পছন্দ করা ও অসত্যতের উপরে সত্যকে প্রাধান্য দেওয়া। আর অন্তরের অসুস্থতা হলো: সন্দেহ করা অথবা তার উপর অসত্যকে প্রাধান্য দেয়া।

মুনাফিকদের রোগ হলো সন্দেহ ও সংশয়ের রোগ আর পাপিষ্ঠদের রোগ হলোঃ প্রবৃত্তির গোলামী। এ ছাড়া অন্তরের আরো অনেক রোগ রয়েছে যেমনঃ লোক দেখানো এবাদত, অহঙ্কার করা, নিজেকে বড় মনে করা, হিংসা করা, আত্মহমিকা এবং জমিনে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের লিপ্সা। আর এসব রোগ সন্দেহ ও প্রবৃত্তের গোলামীর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। আমরা আল্লাহর সমীপে সুস্থতা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

¿ মানবরূপী ও জ্বিন শয়তানের অনিষ্টকে প্রতিহত করাঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালা মানব শত্রুর সাথে ভাল ব্যবহার, তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে করে তার থেকে শত্রুতা ভাবটা চলে গিয়ে বন্ধুত্ব ও সুন্দর চরিত্রের ভাবটা ফুটে উঠে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

g f e d c b a ` _ ^] \ [Z [

v u t s r q p o n m l k j i h

w x Z فصلت: ٣٤ - ٣٥

"ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে, তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী হয় শুধু তারাই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী হয় শুধু তারাই যারা মহাভাগ্যবান।"
[হা-মীম সেজদাঃ ৩৪-৩৫]

২. আল্লাহ তা'য়ালা শয়তান শত্রু হতে তার সমীপে আশ্রয় প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তার সাথে ভাল ব্যবহার ও তাকে দয়া করলে কোন কাজে আসবে না। বরং বনি আদমকে পথভ্রষ্ট করা ও তার সাথে দুশমনী করাই তার স্বভাব। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[y z { | } ~ بِٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ Z
فصلت: ٣٦

“যদি শয়তানের কুমন্ত্রনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।”
[হা-মীম সেজদা:৩৬]

৩. ফেরেস্তা ও শয়তান বনি আদমের অন্তরে দিবা-রাত্রি চব্বিশ ঘন্টা লেগেই আছে। অনেক এমন লোক আছে যাদের দিনের চেয়ে রাত্রিই লম্বা আবার অনেক আছে যাদের রাতের চেয়ে দিন লম্বা। আবার অনেক আছে যাদের পুরা সময়টাই লম্বা। আবার অনেকেই আছে যাদের সম্পূর্ণ সময় দিন, বা তাদের মধ্যে কারো সম্পূর্ণ সময়টাই রাত্রি। বনি আদমের অন্তরে ফেরেস্তার যেমন রয়েছে প্রভাব, তেমনি প্রভাব রয়েছে শয়তানের। আল্লাহর আদেশকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শয়তান দুই প্রকার ধোকা দিয়ে থাকে। হয়তো সে আদেশটির ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করবে, অথবা সেটাকে একেবারে গুরুত্বহীন করে দেবে।

¿ মানুষের সাথে শয়তানের শত্রুতা:

আল্লাহ তা'য়ালা মানব ও জিন জাতির জন্য তিনটি মৌলিক নেয়ামতকে নির্দিষ্ট করেছেন। আর তা হলো: বিবেক, দ্বীন ও ভাল মন্দের মাঝে পার্থক্য করার স্বাধীনতা। আর ইবলীসই সর্বপ্রথম এ নেয়ামত ব্যবহার করেছিল খারাপ পথে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশকে অবজ্ঞা করে। বরং সে অবাধ্যতায় অটুট থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করেছিল। সে এ নেয়ামতকে খারাপ পথে ব্যয় করে বনি আদমকে পথ ভ্রষ্ট করার নিমিত্তে। এ ছাড়া গোনাহের কাজকে সুন্দর করে তাদের সামনে উপস্থাপন করে তার বান্দা বানিয়ে জাহান্নামে পৌঁছানো হলো একমাত্র কাজ।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

M L K J I H G F D C B A @ ? [

Z فاطر: ٦

"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এই জন্যে যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়।" [সূরা ফাতির: ৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

[, - . / 0 1 Z يوسف: ٥

"নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" [সূরা ইউসুফ: ৫]

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً». متفق عليه.

৩. জাবের [রাঃ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "ইবলীসের সিংহাসন হলো সমূদ্রের মাঝে। অত:পর সে সেখান থেকে তার সৈন্য বাহিনীকে পাঠিয়ে দেয় মানুষের মাঝে ফেৎনা সৃষ্টি করার জন্য। তাদের মধ্যে সেই তার নিকট বড় যে বেশি ফেৎনা সৃষ্টি করতে পারে।"[১]

¿ শয়তানের শত্রুতার স্বরূপ:

বিভিন্ন পন্থায়, রঙে ও বিভিন্ন প্রকারে শয়তান মানবজাতির শত্রুতা করে থাকে। তার কিছু নিম্নে উপস্থাপন করা হলো: মানব জাতির জন্য খারাপ ও পাপের কাজগুলিকে সুন্দর করে দেখিয়ে পথ ভ্রষ্ট করে, তাদের থেকে সে কেটে পড়ে।

• শয়তানের শত্রুতার কিছু নিদর্শন:

- মানুষকে মিথ্যা ওয়াদা ও আশা দিয়ে এবং তাদেরকে প্ররোচনার মাধ্যমে পথ ভ্রষ্ট করা।
- আদম সমন্তানকে পাপ ও হারাম কাজে লিপ্ত করা।

---

১. মুসলিম হাদীস নং: ২৮১৩

- প্রতিটি ভাল কাজের পথে বসে মানুষকে বাধা দান ও তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা।
- মানুষের মাঝে বিভেদ ও শত্রুতা সৃষ্টি করা।
- মানুষের অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষকে উৎসাহিত করা।
- তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার রোগা বালার মাধ্যমে কষ্ট দেয়া এবং তার সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর রাস্তা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা।
- তাদের কানে প্রসাব করে দেয়া যাতে করে সে সকাল পর্যন্ত ঘুম হতে না উঠতে পারে এবং তাদের মাথায় গিরা দেয়া যাতে করে জাগ্রত না হতে পারে।

অত:পর যে ব্যক্তি শয়তানের কথাকে মেনে নেবে, তার অনুসরণ করবে, সে তার দলভুক্ত হবে এবং কিয়ামতে তাকে তার সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের অনুসরণ করবে ও শয়তানের অবাধ্য হবে, আল্লাহ তাকে শয়তান থেকে রক্ষা করবেন ও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَأَنسَىٰهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَٰنِۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَٰنِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٩﴾ Z المجادلة: ١٩

"শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।" [সূরা মোজাদালাহ: ১৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

[s t u v w x y z { | } ~ مَنِ

ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ © ٱلْأَمْوَٰلِ

وَٱلْأَوْلَٰدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا ´ µ ¶ ¸ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾ Z الإسراء: ٦٣ - ٦٥

"তিন (আল্লাহ) বলেন: যা, জাহান্নামই সম্যক শাস্তি তোর এবং তাদের যারা তোর অনুসরণ করবে। তোর আহ্বানে তাদের মধ্যে যাকে পারিস সত্যচ্যুত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমন কর এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা, ও তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়, শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। আমার দাসদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেয়; কর্ম বিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।" [বনি ইসরাঈল:৬৩-৬৫]

عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِه ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِه فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ. ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِّوَلِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ. ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ....». أخرجه أحمد والنسائي.

৩. সাবরাহ ইবনে আবু ফাকেহ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন:"শয়তান বনি আদমের প্রতিটি রাস্তায় বসে। সে ইসলামের রাস্তায় বসে বলে, তুমি স্বীয় বাপ-দাদার ধর্মকে ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করছ? সে তার কথাকে কর্ণপাত না করে ইসলাম গ্রহণ করে। অত:পর সে হিজরতের রাস্তায় বসে তাকে বলতে থাকে তুমি যে জমিনের উপর ও আকাশের নিচে প্রতিপালিত হয়েছ, তা ত্যাগ করে হিজরত করছ? বস্তুত মুহাজিরের উদাহরণ তো

দীর্ঘ পথ পাড়িতে ঘোড়ার ন্যায়। কিন্তু সে তার কথাকে কর্ণপাত না করে হিজরত করে।

অত:পর সে জিহাদের রাস্তায় বসে তাকে বলতে থাকে, তুমি নিজ জীবন ও সম্পদকে বাজি রেখে জিহাদে যাচ্ছ? সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করবে তারপর যদি তুমি মারা যাও, তবে তোমার স্ত্রীকে অন্যজন বিবাহ করবে ও তোমার সম্পদকে আত্মীয়রা বণ্টন করে নিয়ে যাবে। সে তার কথাকে কর্ণপাত না করে জিহাদ করে। অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এমনটি করল, আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[১]

¿ শয়তানের পথসমূহ:

মানুষ চারটি পথে চলাফেরা করে: আর তা হলো: ডান, বাম, সামনে ও পিছে। মানুষ এগুলির যে দিকে চলুক না কেন, শয়তান সবদিক থেকে তাকে পর্যবেক্ষণ করে।

মানুষ যদি আল্লাহ তা'য়ালার অনুসরণ করে, তবে শয়তানকে তার বাধাদানকারী ও প্রতিবন্ধক হিসেবে পাবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার অবাধ্য হবে, সে শয়তানকে তার খাদেম তার সাহায্যকারী ও তার কর্মকে সুশোভিতকারী হিসেবে পাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[Z Y XW V U T S R Q P O NM[

الأعراف: ١٦ - ١٧ Z e d c b a ` _ ^] \

"(ইবলীস) বলল: আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, এ কারণে আমিও শপথ করে বলছি: আমি তাদের (বিভ্রান্ত করার) জন্যে সরল পথের (মাথায়) অবশ্যই ওঁৎ পেতে বসে থাকব। অত:পর আমি (পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে) তাদের সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে এবং

---

১. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাদীস নং ১৬০৫৪, দেখুন: সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং ২৯৭৯, মূল শব্দগুলি নাসাঈর হাদীস নং ৩১৩৪

বাম দিক দিয়ে তাদের কাছে আসবো, আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞরূপে পাবেন না।” [সূরা আ'রাফ: ১৬-১৭]

¿ মানুষের মাঝে শয়তানের প্রবেশ পথসমূহ:

যে সবপথ ধরে শয়তান মানুষের ভিতরে প্রবেশ করে তা হলো তিনটি: খাহেশ, রাগ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। খাহেশ হলো পাশবিকতা: যার মাধ্যমে মানুষ নিজের উপর অত্যাচারী হয়ে উঠে, যার ফলে সে লোভী ও কৃপণ হয়। রাগ হলো হিংস্রতা: এর ভয়াবহতা খাহেশের চেয়েও বিপদজনক। রাগের ফলে মানুষ নিজের ও অন্যের উপর অত্যাচারী হয়ে উঠে, যার কারণে সে অহংকারী ও আত্মহমিক হয়ে উঠে।

প্রবৃত্তির পূজা হলো শয়তানী কাজ। আর তা হলো শারীরিক রাগের চেয়েও ভয়ানক। যার ফলে শিরক ও কুফরের মাধ্যমে তার জুলুম-অত্যাচার সৃষ্টিকর্তার উপর বিস্তার করে বসে। এর পরিণতি হলো: কুফরি ও বিদাত। খাহেশ বা পাশবিকতা মুলক কর্ম-কাণ্ডের মাধ্যমেই অধিকাংশ পাপ সংঘটিত হয়। আর এর মাধ্যমেই মানুষ অন্যান্য প্রকারে লিপ্ত হয়।

¿ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তানের পদক্ষেপসমূহ:

অপকর্ম বিশ্বের সমস্ত খারাপ অপকর্মের মূল কারণই হলো শয়তান। তবে শয়তানের অপকর্ম সাতটি স্তরে সীমাবদ্ধ। আর সে বনি আদমের সাথে লেগে থাকে তন্মধ্যে এক বা একাধিক স্তরে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত। প্রথম ও সবচেয়ে জঘন্য হলো: শিরক, কুফরী ও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে শত্রুতা করা। কিন্তু সে যদি এথেকে নিরাশ হয় তবে সে দ্বিতীয়টির দিকে ধাবিত হয়, তা হলো বিদাত। সে যদি দ্বিতীয়টিতে পতিত হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে যায়, তবে সে তৃতীয়ত বিভিন্ন কবিরা গুনাহ করার দিকে ধাবিত করে। আর যদি সে কবিরা গুনাহ করাতে অপারগ হয় তবে তাকে চতুর্থত ধাবিত করে সগিরা বা ছোট গুনাহের দিকে।

অত:পর সে যদি সেটাতেও কৃতকার্য না হয়, তবে তাকে সে ফরজ-ওয়াজিব বা সওয়াবের আমল থেকে এমন কাজে লিপ্ত করাবে যাতে নেই কোন সওয়াব বা নেই কোন গোনাহ। এ হলো পঞ্চম স্তর।

অত:পর এ কাজেও যদি সে কৃতকার্য না হতে পারে, তবে সে ফরজ ত্যাগ করিয়ে নফলের কাজে লিপ্ত করে দিবে। এ হলো ষষ্ঠ স্তর। অত:পর এতেও যদি সে সফলতায় না পৌঁছতে পারে, তবে সে মানবরূপী ও জিনরূপী তার সহপাটিকে তার পিছে লাগিয়ে দিবে, তারা তাকে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দিয়ে তাকে ব্যস্ত রাখাবে। আর মুমিনরা তার সাথে মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে। আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأۡمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلۡفَحۡشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ﴿١٦٩﴾ Z البقرة: ١٦٨ ــ ١٦٩

"হে মানবমণ্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু–সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; সে নি:সন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো এ নির্দেশই তোমাদেরকে দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাক এবং আল্লাহর প্রতি এমনসব বিষয়ে মিথ্যারোপ কর যা তোমরা জান না।" [সূরা বাকারা:১৬৮-১৬৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

/ . - , + * (' & % $ # " [

? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 1 0

النور: ٢١ Z G F E D B A @

"হে ঈমনদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও

মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লার অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।” [সূরা নূর:২১]

১. মানুষ যার মাধ্যমে শয়তান থেকে নিরাপদে থাকতে পারে

কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত দোয়া ও জিকিরের মাধ্যমে মানুষ শয়তান থেকে নিরাপদে থাকতে পারে। এ দুটোতে রয়েছে আরোগ্য, রহমত, হেদায়েত ও দুনিয়া ও আখেরাতে সকল প্রকার অমঙ্গল হতে নিরাপদ থাকার সুব্যবস্থা, ইনশাআল্লাহু তা'য়ালা।

১. নিরাপত্তা লাভের প্রথম উপায়ঃ

আল্লাহ তা'য়ালার নিকট শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রসূল [ﷺ]কে এ বিষয়ে সাধারণভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং বিশেষভাবে কুরআন পাঠের সময়, রাগের সময়, মনে কুমন্ত্রনা জাগার সময় ও খারাপ স্বপ্ন দেখার পর তাঁর নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

Z ﴿٣٦﴾ بِٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ~ } | { z y [

فصلت: ٣٦

"যদি শয়তানের কুমন্ত্রনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

[সূরা হা-মীম সেজদা:৩৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

z y x w v u t s r q p o n m [

النحل: ٩٨ - ٩٩ Z ﴿٩٩﴾ يَتَوَكَّلُونَ ~ } | {

"যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তার (শয়তানের) কোন আধিপত্য নেই তাদের উপর, যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।" [সূরা নাহলঃ ৯৮-৯৯]

২. নিরাপত্তা লাভের দ্বিতীয় উপায়ঃ

বিসমিল্লাহ পাঠ করা। সুতরাং পানাহার, স্ত্রী সহবাস, বাড়ীতে প্রবেশকালে ও সকল কাজে শয়তান থেকে বাঁচার উপায় হলোঃ

বিসমিল্লাহ পাঠ করা।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ ». أخرجه مسلم.

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে শুনেছেন: "যখন কোন ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশের সময় ও খাবার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে তখন শয়তান অন্য শয়তানের উদ্দেশ্যে বলে, এ বাড়ীতে তোমাদের অবস্থান ও খাবারের কোন সুযোগ নেই। আর যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর নাম স্মরণ না করেই বাড়ীতে প্রবেশ করে ও খাদ্য গ্রহণ করে তখন শয়তান অন্য শয়তানের উদ্দেশ্যে বলে, তোমরা অবস্থান ও খাওয়া পেয়ে গেলে।"[১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّه اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا ».متفق عليه.

২. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"তোমাদের মাঝে কেউ যখন স্ত্রী সহবাস করবে, তখন যেন সে এ দোয়া: [বিসমিল্লাাহ্‌, আল্লাাহুম্মা জাননিবনাশ শাইত্ব–না ওয়া জাননিবিশ শাইত্ব–না মাা রজাক্বতানাা] পাঠ করে। কেননা এ সহবাসে যদি তাদের সন্তান হয়, তবে শয়তানে তাতে কোন প্রকার ক্ষতি করতে

১. মুসলিম হাদীস নং : ২০১৮

পারবে না।" অর্থ: আল্লাহর নামে (আমরা মিলন করছি) হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নিকট হতে শয়তানকে দূরে রাখো। আর আমাদেরকে তুমি (এ মিলনের ফলে) যে সন্তান দান করবে তা হতেও শয়তানকে দূরে রাখো।"[১]

৩. তৃতীয় উপায়:

ঘুমানোর পূর্বে ও প্রত্যেক সালাতের পরে ও অসুস্থের সময় এবং এ ধরনের পরিস্থিতিতে যেমন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করা।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْأَبْوَاءِ إِذْ غَشِيَتْنَا رِيحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِـ﴿ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ وَ ﴿ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ وَيَقُولُ:« يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا». قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَؤُمُّنَا بِهِمَا فِي الصَّلَاةِ . أخرجه أحمد وأبوداود.

'উকবাহ ইবনে আমের [রাঃ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জুহফাহ ও আবওয়া এর মাঝে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে চলছিলাম, এমন সময় প্রচণ্ড হাওয়া ও অন্ধকার আমাদেরকে ঘিরে নিল, তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] সূরা নাস ও ফালাক পাঠ করে বলেন: হে 'উকবাহ! তুমি এ সূরা দুটির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। কেননা আশ্রয় চাওয়ার জন্য এ দুটি সূরার মত আর কোন কিছু নেই। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে আমাদের সালাত পড়ানোর সময় এ সূরা দুটি পড়তে শুনেছি।[২]

---

১. মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নং : ৭৩৯৬, মুসলিম হাদীস নং : ১৪৩৪

২. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাদীস নং : ১৭৪৮৩, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং : ১৪৬৩

৪. চতুর্থ উপায়:

আয়াতুল কুরসী পাঠ করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে রামজান মাসে জাকাতের মালের প্রহরী নিযুক্ত করেন, পাহারা দেয়ার সময় এক ব্যক্তি এসে হাত দ্বারা খাদ্য নেওয়া শুরু করে, আমি তাকে ধরে বললাম: আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে নিয়ে যাব, তার পূর্ণ ঘটনার পর ..... অত:পর সে বলে: তুমি যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তবে সারা রাত আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন প্রহরী থাকবে, সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না। রসূলুল্লাহ [ﷺ] এ ঘটনার বর্ণনা শুনার পর তিনি বলেন: সে সত্যই বলেছে, তবে সে মিথ্যাবাদী, সে ছিল শয়তান।"[১]

৫. পঞ্চম উপায়:

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করা:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ». متفق عليه.

---

১. বুখারী মুয়াল্লাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং: ৫০১০, মূল বিষয় বস্তু নাসাঈ ও অন্যান্য হাদীসে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, দেখুন: শায়খ আলবানীর সংক্ষিপ্ত বুখারী: (২/১০৬)।

আবু মাসউদ আল-আনসারী [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:“যে ব্যক্তি এ আয়াত দু’টি (সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত) পাঠ করবে, সে রাতে সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে।”[১]

t s r q p n m l k j i h g [

u v w x y z { | } ~ وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا

وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ © نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا

¶ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا

حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ

لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ à Z البقرة: ٢٨٥ – ٢٨٦

“রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলিমরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর রসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই।

১. বুখারী হাদীস নং : ৫০০৯, মূল শব্দগুলি মুসলিমের হাদীস নং : ৮০৮

আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।" [সূরা বাকারা:১৮৫-১৮৬]

৬. ষষ্ঠ উপায়:

সূরা বাকারা পাঠ করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :«قَالَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"তোমাদের ঘরগুলিকে কবরে পরিণত করো না; নিশ্চয় যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় সে ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে।"[১]

৭. সপ্তম উপায়:

আল্লাহর জিকির, কুরআন তেলাওয়াত, সুবাহানাল্লাাহ, আলহামদু লিল্লাাহ, আল্লাাহু আকবার ও লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ বেশি বেশি পাঠ করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ :« مَــنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَــهُ مِائَــةُ حَــسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি এ দোয়াটি: [লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুলহামদ্, ওয়া হুওয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর] একশত বার পাঠ করবে, সে দশজন দাস

---

১. মুসলিম হাদীস নং: ৭৮০

মুক্ত করার সওয়াবের অধিকারী হবে, তার আমলনামায় একশত সওয়াব লিখা হবে ও একশত গোনাহ্ মোচন করা হবে এবং সেদিন সন্ধা পর্যন্ত শয়তান হতে নিরাপদে থাকবে। আর তার চেয়ে অধিক সওয়াবের অধিকারী কেউ হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি তার অধিক পাঠ করবে সে ব্যতীত। দোয়াটির অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তারই একচ্ছত্র মালিকানা, তাঁর সকল প্রশংসা, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[১]

৮. অষ্টম উপায়:

বাড়ী হতে বাহির হওয়ার দোয়া পাঠ করা:

عَنْ أَنَس بْنِ مَالك أَنَّ ﷺ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِه فَقَالَ بِسْمِ اللَّه تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّه لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه قَالَ يُقَالُ حِينَئِذ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ ». أخرجه أبوداود والترمذي.

আনাস ইবনে মালেক [রাঃ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী [ﷺ] যখন বাড়ী হতে বের হতেন তখন এ দোয়া পাঠ করতেন: [বিসমিল্লাাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাাহ্, লাা হাওলা ওয়া লাা কুওয়াতা ইল্লাা বিল্লাাহ্]
অর্থ: আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, তার উপর ভরসা করছি। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কোন ভাল কাজ করার এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার শক্তি বা ক্ষমতা আমাদের নেই। তিনি [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে বাহির হওয়ার সময়, এ দোয় পাঠ করবে, তখন তাকে বলা হবে, তুমি হেদায়েত পেয়েছ, তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে, তুমি নিরাপত্তা পেয়েছ এবং শয়তানকে তোমার নিকট থেকে দূরে রাখা হয়েছে। তারপর এক শয়তান অন্য শয়তানকে বলে, তুমি তার সাথে কেমন করে

১. মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নং: ৬৪০৩, মুসলিম হাদীস নং: ২৬৯১

পারবে? যে সুপথ প্রদর্শিত, যার জন্য যথেষ্ট করা হয়েছে ও নিরাপত্তা পেয়েছে।”[১]

৯. নবম উপায়:

কোন জায়গায় অবতরণ কালে দোয়া পাঠ করা:

عَنْ خَوْلَةَ بِنْت حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةِ رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ ». أخرجه مسلم.

খাওলা বিনতে হাকীম সুলামিয়্যা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] কে বলতে শুনেছেন:“যে ব্যক্তি কোন জায়গায় অবতরণের সময় এ দোয়া পাঠ করবে। [আ‘ঊযু বিকালিমাাতিল্লাাহিত্ তাাম্মাাতি মিন শাররি মাা খলাক্ব] সে স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত কোন কিছুতে তাকে অনিষ্ট করতে পারবে না।

অর্থ: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর অসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”[২]

১০. দশম উপায়:

হাই উঠলে মুখে হাত রেখে তা প্রতিরোধ করা:

عن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ﷺقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـــه وَسَـــلَّمَ:« إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِه عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ». أخرجه مسلم.

১. আবু সাঈদ খুদরী [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: “যদি তোমাদের কারো হাই আসে, সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। কেননা সে সময় শয়তান মুখে প্রবেশ করে।”[৩]

---

১. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং: ৫০৯৫, তিরমিযী হাদীস নং: ৩৪২৬

২. মুসলিম হাদীস নং: ২৭০৮

৩. মুসলিম হাদীস নং: ২৯৯৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ :« التَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: "হাই শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অতএব, যখন তোমাদের কারো হাই আসে, সে যতদূর সম্ভব তা যেন প্রতিরোধ করে।"[১]

১১. একাদশ উপায়:

আজান দেওয়া:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا نُودِيَ للصَّلَاة أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاة أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِه يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"যখন সালাতের জন্য আজান দেওয়া হয়, তখন শয়তান পাদতে পাদতে এত দূর পলায়ন করতে থাকে, যাতে করে সে আজান না শুনতে পায়। আজান শেষ হলে আবার ফিরে আসে। আবার যখন একামত হয়, তখন যে পলায়ন করে। একামত শেষ হলে আবার ফিরে আসে। তারপর এসে মানুষের মনের মাঝে জল্পনা-কল্পনা জাগিয়ে দিয়ে বলে: তুমি এ কথা স্মরণ করো অমুক কথা স্মরণ করো। এভাবে স্মরণ করাতে করাতে মুসল্লি ভুলে যায়, সে কত রাকাত সালাত আদায় করেছে।"[২]

---

১. বুখারী হাদীস নং: ৩২৮৯ মূল শব্দগুলি ও মুসলিমের হাদীস নং: ২৯৯৪

২. মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নং: ৬০৮ ও মুসলিম হাদীস নং : ৩৮৯

১২. দ্বাদশ উপায়:

মসজিদে প্রবেশের দোয়া পাঠ করা:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَـــانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ :« أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِـــنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » قَالَ أَقَطْ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ : حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ. أخرجه أبوداود.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] মসজিদে প্রবেশ কালে এ দোয়া পাঠ করতেন: [আ'ঊযু বিল্লাাহিল 'আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া সুলত্ব–নিহিল ক্বদীম মিনাশ শাইত্ব–নির রজীম] অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তান হতে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার সম্মানিত চেহারা এবং শাশ্বত সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে। যখন কোন ব্যক্তি এ দোয়া পাঠ করে, তখন শয়তান বলে: এ ব্যক্তি আজ সারা দিন আমার নিকট থেকে নিরাপদে রইল।"[১]

১৩. ত্রয়োদশ উপায়:

অজু করা ও সালাত আদায় করা: বিশেষ করে রাগ ও প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়। রাগ ও প্রবৃত্তি উত্তেজনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সবচেয়ে অজু ও সালাতে দমন হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾ Z البقرة: ١٥٣

"হে মুমিনগণ! তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য তালাশ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাঙ্গে আছেন।" [সূরা বাকারা:১৫৩]

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাদীস নং: ৪৬৬

১৪. চতুর্থদশ উপায়ঃ

আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ]-এর অনুসরণ করা, পাপ ও কুদৃষ্টিপাত থেকে দূরে থাকা এবং অশ্লীল কথা, হারাম খাদ্য ভক্ষণ ও অবাধ মেলামেশা হতে বিরত থাকা।

- , + *) (' & % $ # " ! [

: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

٩١ – ٩٠ :المائدة Z F E D C ׀ A @ ? > = < ;

“হে মুমিনগণ! এই যে, মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য–নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তাদের অপবিত্র কার্য ছাড়া আর কিছুই না। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক–যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত হবে না?”
[সূরা মায়েদা:৯০-৯১]

১৫. পঞ্চদশ উপায়ঃ

ঘর-বাড়ীকে ফটো, মূর্তী, কুকুর ও ঘন্টা হতে মুক্ত রাখাঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ:« لاَ تَـــدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:“যে ঘরে কোন জীবের মূর্তী ও ফটো থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করেন না।”[১]

---

১. মুসলিম হাদীস নং : ২১১২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"যে সফর সঙ্গীদের সাথে কুকুর ও ঘন্টা থাকে সেখানে রহমতের ফেরেস্তা সাথে অবস্থান করেন না।"[১]

১৬. ষষ্ঠদশ উপায়:

শয়তান ও জিনের আবাস থেকে দূরে থাকা:

তাদের এলাকায় যাওয়া থেকে বিরত থাকা। যেমন: বিরান ঘর-বাড়ি ও অপবিত্র জায়গাসমূহ যেমন: নেশার আড্ডা, ময়লাযুক্ত স্থান এবং জনশূন্য এলাকা যেমন: মরুভূমি ও দূরতম সাগরের তীর ও উট বাধার স্থান ইত্যাদি।

১. মুসলিম হাদীস নং : ২১১৩

২- জাদু ও জিনের চিকিৎসা

¿ **জাদুঃ** এমন সূক্ষ্ম কাজ ও তন্ত্র-মন্ত্র যা শরীর ও অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে।

¿ জাদুতে রয়েছে শুধু অমঙ্গল ও অত্যাচর। এ ছাড়া রয়েছে মানুষের পরস্পরের অধিকার তথা আর্থিক ও মানুষিক ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন ও শত্রুতা।

¿ মানুষের উপর জিন আসর হওয়াকে আরবিতে "মাস্" বলে।

¿ **যে কারণে জিনের আসর হয়ে থাকেঃ**

জিন মানুষকে সরাসরি আসর করে থাকে খায়েশ, প্রবৃত্তি বশতঃ ও ভালবাসার বষিভূত হয়ে। যেমনভাবে মানুষের ভিতর উদয় হয়ে থাকে। এসব কখনো হিংসা আবার কোন লোক তাদেরকে কষ্ট দিলে বা অত্যাচার করলে তার প্রতিশোধ হিসেবে হতে পারে। যেমন কেউ তাদের কাউকে হত্যা করল বা তাদের উপর গরম পানি ফেলে দিল অথবা কারো উপর পেশাব করে দিল। আবার অনেক সময় কোন কারণ ছাড়াই জিনের পক্ষহতে অনর্থক ক্ষতি করে থাকে। যেমন অনেক বখাটে মানুষের মাধ্যমে অনর্থক কর্ম হয়ে থাকে।

¿ **জিনের সঙ্গে মানুষের অবস্থাসমূহঃ**

জিন হলোঃ বিবেক সম্পন্ন জীবন্ত প্রাণী, শরীয়তের আদেশ ও নিষেধ পালনে আদিষ্ট। অতএব, তাদের জন্য রয়েছে নেকি ও গোনাহ।

১. মানুষের মাঝে এমন লোক রয়েছে যারা মানুষ ও জিন উভয়কেই আল্লাহ ও তার রসূলের দা'ওয়াতের বাণী শুনিয়ে থাকে। তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। এরা হলো আল্লাহর পরম বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত।

২. যারা জিনদের কাজে ব্যবহার করে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিষেধকৃত কাজের মাধ্যমে। যেমনঃ শিরক, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা,

কারো প্রতি জুলুম করা। যেমন: কারো অসুস্থ হওয়ার কারণ হওয়া অথবা অশ্লীল কাজে জড়িয়ে দেওয়া। এগুলোর অর্থ হলো: সে অন্যায় কাজে জিনের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করে।

৩. যে ব্যক্তি তাদেরকে ব্যবহার করে কেরামত ও অলৌকিক জিনিস প্রদর্শনের জন্য। আর এটা হলো ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা।

৪. যে ব্যক্তি জিনকে জায়েজ কাজে ব্যবহার করে। এ ধরনের কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে; কারণ এর বৈধতার কোন দলিল নেই।

¿ জাদুকরের নিকট যাওয়ার বিধান:

জাদুকর, গণক, জ্যোতিষীদের নিকট যাওয়া, জিজ্ঞেস করা ও তাদের কথা বিশ্বাস করা সবই হারাম এবং কবিরা গুনাহ। বরং কখনো কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। অতএব, যে ব্যক্তি কোন জাদুকর বা গণক কিংবা জ্যোতিষীকে কোন গায়বী জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে এবং তা সত্য মনে করবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে কিন্তু তাদের কথা বিশ্বাস করবে না তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না। চাই সে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করুক বা প্রচার মাধ্যম দ্বারা দেখুক কিংবা ঠাট্টা করে প্রশ্ন করুক বা শান্তনা অথবা নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে হোক না কেন। আর যদি তাদের অবস্থা পরীক্ষা করা এবং অপদস্তের জন্য প্রশ্ন করে ও তার বিষয়টা ফাঁস করে মানুষকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে যে তাদের অনিষ্ট থেকে মানুষকে বিরত রাখতে পারবে তার জন্য বৈধ।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ قَالَ:« فَلَا تَأْتِهِمْ». أخرجه مسلم.

১. মু'য়াবীয়া ইবনে হাকাম [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি একজন নও মুসলিম। আল্লাহ ইসলামে প্রবেশ করিয়েছেন। আর আমাদের কিছু মানুষ জাহেলিয়াতের

যুগে গণকদের নিকট যেত। তিনি [ﷺ] বললেন:“খবরদার আর কখনো যাবে না।”[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». أخرجه الحاكم

২. আবু হুরাইরা [রضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:“যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর নিকট যাবে এবং সে যা বলবে তা বিশ্বাস করবে; তবে সে মুহাম্মদ [ﷺ]-এর প্রতি যা নাজিল হয়েছে তার সাথে কুফরি করল।”[২]

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». أخرجه مسلم.

৩. নবী [ﷺ]-এর কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:“যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট যাবে এবং কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে; তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল করা হবে না।”[৩]

¿ জাদু শিক্ষার বিধান:

জাদু নিজে শিখা, অন্যকে শিখানো ও এর সর্বপ্রকার কর্মই মানুষের প্রতি হারাম। বরং এসবই কুফরি; কারণ এর মাঝে রয়েছে শিরক, মিথ্যা, এলমে গায়বের দাবী, শয়তানদের দ্বারা সাহায্য ও বাতিলের প্রচার-প্রসার।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

- , + *) ' & % $ # " ! [

. / 0 1 s Z البقرة: ١٠٢

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৫৩৭

[২]. হা;ীসটি সহীদ, হাকেম হাঃ নং ১৫

[৩]. মুসলিম হাঃ নং ২২৩০

"তারা ঐ সাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলাইমান কুফরি করেনি; শয়তানরাই কুফরি করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত।" [সূরা বাকারা:১০২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Z Y X W V U S R Q P N M L K J I H [

Z طه: ٦٩

"তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এটা যা কিছু তারা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল জাদুকরের কলাকৌশল। জাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না।" [সূরা ত্ব-হা:৬৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ:« الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে দূরে থাক।" সাহাবা কেরাম বললেন: সেগুলো কি হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন:"আল্লাহর সাথে শিরক, জাদু, আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে কোন বৈধ কারণ ছাড়া হত্যা করা, সুদ খাওয়া, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা, যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী নীরহ মুমিন নারীদের অপবাদ দেয়া।"[১]

¿ জাদুর দ্বারা অর্থোপার্জনের বিধান:

জাদু করে বা জাদু দ্বারা জিকিৎসা করে অর্থোপার্জন করা হারাম। অনুরূপ কোন জাদুকর বা গণক ইত্যাদিকে অর্থ দেয়াও হারাম; কারণ

[১]. বুখারী হা: নং ২৭৬৬ শবদ তাঁরই মুসলিম হা: নং ৮৯

ইহা হারামে বদলে বিনিময় ও মানুষের মাল বাতিল পন্থায় ভক্ষণ এবং পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"তোমরা নেকি ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. متفق عليه.

২. আবু মাসউদ আনসারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] কুকুর বিক্রি করে মূল্য, ব্যভিচার নারীর উপার্জন ও জ্যোতিষীর মিষ্টি থেকে নিষেধ করেছেন।"[১]

¿ জাদু প্রসারের কারণসমূহ:

মানুষের মধ্যে জাদু ও জাদুকরদের প্রচার ও প্রসারের কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা। এ ছাড়া জাদু, জাদুকর, গণক ও ভেলকিবাজদের হকিকত বিষয়ে অজানা।
২. ঈমান ও তাকওয়ার দুর্বলতা; তাই জাদুকর জাদুকে তাওহীদের এবং পাপকে নেকির ও দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দেয়। অত:পর জাদুকে হালাল জেনে তার দ্বারা অর্থোপার্জন করে।
৩. জাদু ও জাদুকরদের প্রচার ও প্রসারের সহযোগী প্রচার ও চ্যানেলের মাধ্যমের আধিক্যতা।

[১]. বুখারী হা: নং ২২৩৭ মুসলিম হা: নং ১৫৬৭

৪. জাদুকর ও শিরকি চ্যানেলগুলোর হারাম অর্থোপার্জনের লোভ ও লালসা।
৫. কিছু মানুষের ভবিষ্যতের গায়বের অবস্থা সম্পর্কে জানার ইচ্ছা।
৬. বেশি বেশি অসুখ-বিসুখ , সংশয় ও মুশকিল যা আক্রান্ত ব্যক্তি যে কোন জিনিসের সাথে সম্পর্ক করে ফেলে। আর মিথ্যুকদের প্রতি ভরসা করে, যারা বাতিল ইচ্ছাপোষণ ও মিথ্যা ওয়াদার আশা দিয়ে থাকে।
৭. ঐ সকল ফিল্মের দর্শন যেগুলোতে কুফুর, শিরক ও জাদু প্রচার করা হয়। যেমনঃ কুসংস্কার, মিথ্যা ও ধোকাবাজি ইত্যাদির কার্টুন যা তাওহীদ ধ্বংসকারী।
৮. দুর্বল ঈমানের অধিক সংখ্যক মানুষের জাদুকরদের নিকট যাওয়া এবং জাদুকর ও ভেলকিবাজদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না থাকা।

¿ জাদুর প্রকারঃ

জাদু হলো প্রতিটি এমন জিনিস যার কারণ হয় সূক্ষ্ম এবং তন্ত্র-মন্ত্র, গিরা ও শিরকি ঝাড়ফুঁকের সমন্বয়। ইহা শরীর ও অন্তরে প্রভাব বিস্তার ক'রে অসুখ হয়ে পড়ে বা জীবননাশ ঘটে কিংবা সম্পর্ক ছিন্ন বা গড়া অথবা ভালবাস ও ঘৃণা সষ্টি করে।

¿ জাদুর অনেক প্রকার রয়েছে তন্মধ্যেঃ

কিছু রয়েছে ধোঁকা ও প্রতারণা যেমন হাওয়ার মাঝে পাখী উড়ানো কিংবা সঙ্কিণ একটি বৃত্তের মাধ্যে প্রবেশ অথবা পানির উপর চলা বা ঝুলন্ত একটি সূতার উপর দিয়ে চলা বা কবুতরকে মানুষ বানিয়ে দেয়া ইত্যাদি। এর দ্বারা কোন জিনিসের হকিকত থেকে পরবির্তন করা এবং বাতিল সত্যে রূপান্তিত করা। এসব জাদু ও ভেলকি এবং হাত ছাফাই দ্বারা মানুষের নজরবন্দী করা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা ফেরাউনের জাদুকরদের সম্পর্কে বলেনঃ

] فَلَمَّآ أَلۡقَوۡاْ سَحَرُوٓاْ ´ µ ¶ ¸ بِسِحۡرٍ عَظِيمٖ ﴿١١٦﴾ Z

الأعراف: ١١٦

"যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন লোকদের চোখগুলোকে ধাঁধিয়ে দিল, ভীত–সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং মহাজাদু প্রদর্শন করল।"
[সূরা আ'রাফ:১১৬]

এ ছাড়া আরো কিছু কর্ম-কাণ্ড রয়েছে যেগুলোকে জাদুর সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে; কারণ এর সাথে সদৃশ ও সম্পর্ক আছে এলমে গায়বের দাবী এবং ভ্রান্ত পন্থা আবলম্বন করে ঐ পর্যন্ত পৌঁছতে। আর কুসংস্কার ও প্রতারণার দরজাকে উন্মুক্তকরণ ও গাইরুল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়া। যেমন: গণকদারী, জ্যোতিষি, ভবিষ্যতবাণী, পাখী উড়িয়ে এবং বালুর উপর দাগ ইত্যাদি কেটে ভাল-মন্দের খবর বলা।

¿ জাদুকর ও প্রতারকদের লক্ষণ:

জাদুকর ও প্রতারক এবং ভেককিবাজদের কিছু লক্ষণ রয়েছে যেমন:

১. জাদুকরের রোগীর নাম জিজ্ঞাসা করা অথবা তার মা বা বাবার নাম জিজ্ঞাসা করা; যাতে করে শয়তানের মাধ্যমে রোগীকে জানতে পারে।
২. জাদুকর রোগীকে তার ও তার মার নামের খবর দেয়া এবং কোন কথা না বলার পূর্বেই রোগীর সমস্যার কথা বলা; কারণ শয়তানরা তাকে খবর দেয়।
৩. রোগীর কোন জিনিস চাওয়া। যেমন: চুল বা ব্যবহারিক কাপড় কিংবা ছবি; কারণ এর দ্বারা শয়তানের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করে।
৪. জাদুকর বা ভেলকিবাজের কথায় জিন ও শয়তানের সাহায্য কামনা করা। অথবা অস্পষ্ট কথাবর্তা শুনতে পওয়া।
৫. রোগীকে কোন নির্দিষ্ট পশু বা পাখী আল্লাহর নাম ছাড়া জবাই করতে নির্দেশ করা।
৬. রোগীকে বন্ধ করা তাবিজ-কবজ দেয়া; যার ভিতরে কি আছে তা অজানা এবং খুলতে নিষেধ করা। আর তা রোগীর বুকের উপর বা বালিশের নিচে রেখে দেয়।
৭. রোগীকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পানি স্পর্শ করতে নিষেধ করা। অথবা সম্মানিত কাগজ অপবিত্র বস্তুতে রাখতে নির্দেশ করা এমনকি কখনো সেগুলো কুরআনের পাতাও হয়ে থাকে।

৮. নারীদেরকে জাদুকরের সামনে বেপর্দা হওয়ার জন্য নির্দেশ করা এবং অন্ধকারে কোন মাহরাম ছাড়াই তাদের সঙ্গে নির্জনে বসা।

৯. রোগীকে এমন কিছু বস্তু মাটির নিচে দাফন করার জন্য বলা। অথবা কিছু বাঁধা কাগজ-পত্র দেয়া এবং সেগুলো জ্বালিয়ে তার ধোয়া গ্রহণ করতে বলা বা তার উপর পেশাব করতে বলা। এমনকি কখনো ঐগুলো কুরআনের পাতাও হয়ে থাকে।

১০. জাদুকর ও কবিরাজদের ভ্রান্ত ও পাপীষ্ঠ হওয়াটা জানা। প্রকাশ্য দ্বীনের কোন বিধান ত্যাগ করা বা অবহেলা করা। যেমন: জামাতে সালাত আদায় না করা ইত্যাদি।

¿ জাদুকৃত ব্যক্তির জাদুর চিকিৎসার বিধান:

নি:সন্দেহে জাদু একটি আসুখ যা মানুষের মাঝে কুপ্রভাব পড়ে এবং অসুস্থ বা হত্যা কিংবা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্নতা ঘটে। আর প্রতিটি রোগের জন্য রয়েছে চিকিৎসা। অতএব, শরিয়ত সম্মত ঝাড়ফুঁক ও জায়েজ উপকারী ঔষধ গ্রহণ করা বৈধ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا أَنْــزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন:"আল্লাহ যে কোন রোগ পাঠান তার সাথে তার চিকিৎসাও পাঠান।"[১]

¿ জাদু দ্বারা জাদুর চিকিৎসার বিধান:

আল্লাহ তা'য়ালা যে কোন রোগ পাঠান তার সাথে তার জায়েজ বা শরিয়ত সম্মত চিকিৎসা পাঠান। অতএব, জাদু দ্বারা জাদুর চিকিৎসা করা যাবে না; কারণ জাদুতে শিরক ও কবিরা গোনাহ দ্বারা শয়তানের নৈকট্য অর্জন করে থাকে যাতে করে শয়তান জাদুর মাধ্যমে জাদুকৃত ব্যক্তির জাদু খুলে দেয়। আর শয়তান ততক্ষণ জাদুকরকে সহযোগিতা করবে না যতক্ষণ না সে কোন শিরক বা কুফরি করবে। যেমন: শয়তানকে সেজদা করা বা আল্লাহর নাম ছাড়া কোন পশু জবাই করা কিংবা অপবিত্র বস্তুতে

---

১. বুখারী হা: নং ৫৬৭৮

কুরআনকে মিশানো ইত্যাদি কাজ যাতে আল্লাহ তা'য়ালা রাগান্বিত হন। যখন জাদুকর এ ধরনের কাজ করবে তখন শয়তান তাকে সাহায্য করবে এবং যে সকল শয়তানরা এ জাদু করেছে তাদেরকে বলবে যার ফলে তারা তা খুলে দেবে।

L K J I G F E D C B A @ ? > [

M O P Q R Z الأنعام: ١١٢

"মানব ও জিন শয়তানরা ধোঁকা দেয়ার জন্যে এক অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবর্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা অপবাদকে মুক্ত ছেড়ে দেন।" [সূরা আন'আম:১১২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ».

أخرجه الحاكم

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:"যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর নিকট যাবে এবং সে যা বলবে তা বিশ্বাস করবে; তবে সে মুহাম্মদ [ﷺ]-এর প্রতি যা নাজিল হয়েছে তার সাথে কুফরি করল।"[১]

¿ জাদুকরের দণ্ড ও সাজা:

জাদুকরের দণ্ড ও সাজা হলো হত্যা; কারণ জাদুতে রয়েছে শিরক, এলমে গায়বের দাবী, শয়তানদের দ্বারা সাহায্য চাওয়া এবং জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা। আর যখন জাদুকর কাউকে জাদু দ্বারা হত্যা করবে তখন তাকেও তার সাজা হিসেবে হত্যা করতে হবে। আর যদি জাদুকর তওবা করে তবে তার তওবা কবুল করতে হবে; কারণ সে মুশরিক আর মুশরিক তওবা করলে তার আল্লাহ তা'য়ালা তার তওবা কবুল করবেন।

[১]. হাদীসটি সহীহ, হাকেম হা: নং ১৫

তাই তো আল্লাহ তা'য়ালা ফেরাউনের জাদুকরদের তওবা কবুল করেছিলেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

, + *) ' & % $ # " ! [

البقرة: ١٠٢ Z s 1 0 / . -

"তারা ঐ সাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলাইমান কুফরি করেনি; শয়তানরাই কুফরি করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত।" [সূরা বাকারা:১০২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

M L K J I G F E D C B A@ ? > [

المائدة: ٣٩ Z

"অত:পর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" [সূরা মায়েদা:৩৯]

¿ জাদু ও জিনের চিকিৎসা:

দুইভাবে জিনের আসর ও জাদুর চিকিৎসা করা যায়:

প্রথমত: যেখানে জাদুর বস্তু পুতে রাখা হয়েছে, সে জায়গা সনাক্ত করে তা বের করে নষ্ট করে দেয়া। এর দ্বারা আল্লাহর হুকুমে জাদু নষ্ট হয়ে যাবে। এটা সবচেয়ে উত্তম পন্থা। জাদুর স্থান নির্ণয়ের উপায় স্বপ্নের মাধ্যমে, জাদুকৃত স্থান খুজতে খুজতে হয়তো আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দেখাবেন। এ ছাড়া যাকে জাদু করা হয়েছে তার উপর ঝাড়ফুঁক করে জিন হাজির করে তার নিকট থেকে তথ্য নিয়ে জাদুর স্থান বের করা যেতে পারে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ قَالَ سُفْيَانُ وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنْ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا فَقَالَ :« يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْت أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيه ؟ أَتَانِي رَجُلَان فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلْآخَرِ مَا بَالُ الرَّجُلِ ؟

قَالَ: مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقًا، قَالَ وَفِيمَ ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ قَالَ وَأَيْنَ ؟ قَالَ: فِي جُفِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ تَحْتَ رَاعُوفَةٍ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ » قَالَتْ: فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِئْرَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ ....». متفق عليه.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] কে জাদু করা হয়েছিল, যার কারণে তিনি স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করেছেন এমন ধারনা হতো, আসলে তিনি করেননি। - সুফিয়ান বলেন: জাদুর ভিতর এ অবস্থাটা সবচেয়ে ভয়ানক।- তিনি [ﷺ] বলেন: হে আয়শা! আমি যে বিষয়টি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে জানার আবেদন করেছিলাম, আল্লাহ তা'য়ালা তা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। 'আমার নিকট দুই ব্যক্তি এসে একজন আমার শিয়রে, অন্যজন আমার পায়ের কাছে বসে। শিয়রের ব্যক্তি অপরজনকে বলে, এ লোকটির কি হয়েছে?
সে বলল: তাকে তো জাদু করা হয়েছে। সে বলল: কে তাকে জাদু করেছে? উত্তরে বলল: ইহুদিদের দোসর জুরাইক বংশের মুনাফেক ব্যক্তি যার নাম: লাবীদ ইবনে আ'সাম। সে বলল: কিসের দ্বারা জাদু করেছে? উত্তরে বলল: চিরুনি ও চিরুনিতে যে চুল লেগেছিল তা দ্বারা। সে বলল: তা কোথায়? সে বলে: খেজুরের পুরানো কাঁদিতে জারওয়ান কূপের মুখেস্থাপিত পাথরের নিচে। আয়েশা বলেন: নবী [ﷺ] কূপে গিয়ে তা বাহির করলেন .....।"[১]

---

১. মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নং: ৫৭৬৫ মুসলিম হাদীস নং: ২১৮৯

দ্বিতীয়তঃ যদি জাদু পুঁতে রাখার স্থান না জানা যায়, তবে দুই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতে হবেঃ

১. শরীয়ত সম্মত ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমেঃ ইহা আল্লাহর নিকট রোগীর আরোগ্য লাভের আশায় কুরআন ও হাদীস বা তা সম্মত দোয়া দ্বারা হতে হবে।

¿ জাড়ফুঁককারী কি কি রোগের ঝাড়ফুঁক করবেঃ

শরিয়তের জাড়ফুঁক দ্বারা জাদু, জিনের আসর, হিংসা, বদনজর, মৃগীরোগ, পাগল, বিষ, সাপ-বিচ্ছু কাটা, ব্যাথা, যে কোন রোগ ও দুশ্চিন্তা ইত্যাদির প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রোগের চিকিৎসা করা যাবে। আর সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি প্রতিটি রোগের জন্যে পাঠিয়েছেন ঔষধ এবং কুরআনকে করেছেন হেদায়েত ও মহা ঔষধ।

¿ শরিয়তের জাড়ফুঁকের জন্য শর্তসমূহঃ

১. কুরআনের আয়াত ও হাদীসের দোয়া কিংবা শয়িত সম্মত দোয়া দ্বারা হতে হবে।
২. আরবি ভাষায় বা অন্য ভাষায় যার অর্থ বোধগম্য এমন হওয়া।
৩. অন্যদের জন্য জাড়ফুঁককারী ঈমান ও তাকওয়ায় পরিচিত হওয়া।
৪. জাড়ফুঁককারী ও রোগী এ বিশ্বাস করবে যে, জাড়ফুঁক একটি কারণ মাত্র; তারই উপর ভরসা করবে না। বরং চিকিৎসার জন্য আল্লাহর উপরই ভরসা করবে।
৫. ঝাড়ফুঁক যেন শরিয়ত পরিপন্থী কোন জিনিস না হয়। যেমনঃ গাইরুল্লাহকে আহবান করা ও গালি-গালাজ করা।

উত্তম হলো মানুষ নিজেই নিজের জাড়ফুঁক করবে অথবা নিজের রোগীর করবে। আর মুত্তাকী ও নেক ব্যক্তিদের থেকে ঝাড়ফুঁক করে নেয়া জায়েজ আছে।

] وَلَوۡ جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا © لَّقَالُواْ لَوۡلَا فُصِّلَتۡ ءَايَٰتُهُۥٓۖ ءَا۬عۡجَمِيّٞ وَعَرَبِيّٞۗ قُلۡ ´ µ ¶

وَشِفَآءٞۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ فِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَقۡرٞ وَهُوَ عَلَيۡهِمۡ عَمًىۚ أُوْلَٰٓئِكَ

يُنَادَوۡنَ مِن مَّكَانِۭ بَعِيدٖ ﴿٤٤﴾ Z فصلت: ٤٤

"আমি যদি একে অনারব ভাষায় কুরআন করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিস্কার ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, কিতাব অনারব ভাষায় আর রসূল আরবীভাষী! বলুন, এটা বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত ও রোগের প্রতিকার। যারা মুমিন নয় তাদের কানে আছে ছিপি, আর কুরআন তাদের জন্যে অন্ধত্ব। তাদেরকে যেন দূরবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করা হয়।" [সূরা হা-মীম সেজদা:৪৪]

২. শরীয়ত সম্মত ঔষধের মাধ্যমে যেমনঃ মধু, আজ্ওয়া খেজুর, কালোজিরা ও শিঙ্গা লাগানো ইত্যাদি।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاعَنِ النبي ﷺ قَالَ:« الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةِ نَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ ». أخرجه البخاري.

১. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "তিনটি বস্তুর মাঝে আরোগ্য রয়েছে: শিঙ্গা লাগানোতে, মধু পানে অথবা লোহা গরম করে ছেক দেওয়াতে। তবে আমি আমার উম্মতকে ছেক দেওয়া থেকে বারণ করছি।"[১]

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ ». متفق عليه.

২. সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস [রাঃ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি সকাল বেলা সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, তাকে জাদু ও বিষে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"[২]

وفي رواية لمسلم:« **مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمْسِيَ».**

---

১. বুখারী হাদীস নং: ৫৬৮১

২. বুখারী হাদীস নং: ৫৭৬৯, মূল শব্দগুলি মুসলিমের হাদীস নং: ২০৪৭

সহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে: "যে ব্যক্তি সকাল বেলা মদীনার সাতটি খেজুর খাবে, বিষে তাকে সন্ধা পর্যন্ত কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না।"

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন:"কালোজিরাতে মৃত্যু ব্যতীত প্রতিটি রোগের আরোগ্য রয়েছে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ». أخرجه أبوداود.

৫. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"যে ব্যক্তি (চাঁদের মাসের) সতের তারিখে অথবা উনিশ তারিখে অথবা একুশ তারিখে শিঙ্গা লাগাবে, তার জন্য ইহা সকল রোগের চিকিৎসা হবে।"[২]

¿ ঝাড়ফুঁক করার পদ্ধতি:

ঝাড়ফুঁককারী অজু করার পর কুরআন হতে বিশুদ্ধভাবে আয়াত তেলাওয়াত করে রোগীর সিনায় অথবা যে কোন অঙ্গে ঝাড়ফুঁক করবে। কুরআনের যেসব সূরা ও আয়াত দ্বারা ঝাড়ফুঁক করবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষের তটি আয়াত, সূরা কাফিরূন, সূরা নাস, ফালাক। এ ছাড়া জাদু ও জিন সম্পর্কে বর্ণিত আয়াতগুলি। যেমন নিম্নে কিছু দেয়া হলো:

---

১. বুখারী হাদীস নং: ৫৬৮৮, মূল শব্দগুলি মুসলিমের হাদীস নং : ২২১৫

২. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাদীস নং: ৩৮৬১ দেখুন: সহীহুল জামে' হাদীস নং : ৫৯৬৮

- « اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبْ الْبَاسَ، اشْفِه وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا » متفق عليه.[١] (১)
- «باسْمِ اللَّه أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّه أَرْقِيكَ». أخرجه مسلم. (২)
- « باسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ ». أخرجه مسلم. (৩)
- « امْسَحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ ». أخرجه البخاري.(৪)
- « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّة مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ». أخرجه البخاري. (৫)
- « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّات مِنْ غَضَبِه وَعِقَابِه وَشَرِّ عِبَادِه وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ ». أخرجه أبوداود والترمذي.(৬)
- « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّات مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ». أخرجه مسلم. (৭)
- « باسْمِ اللَّهِ » ثَلَاثًا وَ« أَعُوذُ باللَّه وَقُدْرَته مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ » سَبْعَ مَرَّاتٍ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى مَكَانِ الأَلَمِ. أخرجه مسلم. (১)

---

১ . বুখারী হাঃ নং: ৫৭৪৩ শবদ তারাই মুসলিম হাঃ নং: ২১৯১
২ . মুসলিম হাঃ নং: ২১৮৬
৩. মুসলিম হাদীস নং: ২১৮৫
৪. বুখারী হাদীস নং : ৫৭৪৪
৫. বুখারী হাদীস নং : ৩৩৭১
৬. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাদীস নং: ৩৮৯৩ মূল শব্দগলি তিরমিযীর হাদীস নং :৩৫২৮
৭. মুসলিম হাদীস নং : ২৭০৯

ব্যথার জায়গায় হাত রেখে তিনবার “বিসমিল্লাহ” ও দোয়টি সাতবার পড়বে।

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ » سَبْعَ مِرَاتٍ. أخرجه أبوداود والترمذي. (২)

এ দোয়াটি সাতবার পড়বে।

১. মুসলিম, হাদীস নং : ২২০২

২. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং: ৩১০৬, তিরমিযী হাদীস নং: ২০৮৩

৩- বদনজরের ঝাড়ফুঁক

¿ **নজর লাগা:** হিংসুক ও বদনজরকারীর পক্ষ থেকে যার প্রতি হিংসা ও বদনজর করা হয় তার উপর বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ হয়। যা কখনো কার্যকর হয় আর কখানা হয় না। যদি তার উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে উম্মুক্ত ও প্রতিরক্ষাহীন ভাবে পেয়ে যায়, তবে তার উপর প্রতিক্রিয়া করে। পক্ষান্ত রে তাকে যদি প্রতিরক্ষা অবস্থায় তার নিকট পৌঁছার কোন পথ না পায়, তাহলে কোন প্রকার প্রভাব ফেলতে পারে না।

যে বদনজর মানুষের মাঝে প্রতিক্রীয়া সৃষ্টি করে তা হলো হিংসার কুফল। অথবা আল্লাহর জিকির ছাড়া গাফেল অবস্থায় তীক্ষ্ম কুদৃষ্টির সাথে জ্বিন শয়তান ঢুকে পরে ক্ষতি সাধন করে। এ ছাড়া মজাক করে বা আশ্চর্যভাবে দোয়া ব্যতীত কারো গুণ বর্ণনা করলেও নজর লাগতে পারে।

¿ **নজর লাগার পদ্ধতি:**

নজরকারী আল্লাহার নাম না নিয়ে ও বরকতের দোয়া ছাড়া যখন কারো গুণ বর্ণনা করে তখন উপস্থিত শয়তানী আত্মাগুলো তা লুফে নিয়ে তার সঙ্গে ঢুকে পড়ে। অত:পর আল্লাহর ইচ্ছায় এবং তার মধ্যে প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকলে তার কুপ্রভাব প্রতিফলিত হয়।

? > = < : 9 8 7 6 4 3 2 1 0 / . [

@ Z التغابن: ١١

“আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেক কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।” [সূরা তাগাবুন:১১]

¿ **নজরলাগা ব্যক্তির চিকিৎসা:**

নজরলাগা ব্যক্তির দু’টি অবস্থা:

১. যার দ্বারা নজর লেগেছে যদি তাকে চেনা যায়, তাহলে তাকে গোসলের নির্দেশ দিতে হবে এবং তার উচিত হবে আল্লাহ ও তার রসূল [ﷺ]-এর অনুসরণ করত: গোসল করা। অত:পর সে পানি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির পিছন দিক থেকে তার শরীরে উপর একবার ঢেলে দিতে হবে। ইন্ শাাআল্লাহ ইহা দ্বারা সে আরোগ্য লাভ করবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا». أخرجه مسلم.

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহ আনহুমা) হতে বর্ণিত , তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন:"নজর লাগা সত্য, যদি ভাগ্যের অগ্রে কিছু অগ্রগামী হত তাহলে নজর লাগায় হত। আর যখন তোমাদেরকে গোসল করতে বলা হবে তখন যেন গোসল কর।"[১]

¿ কিভাবে গোসল করবে:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﷺ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ مَكَّةَ ....-وفيه- فَلُبِطَ سَهْلٌ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّه هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ وَاللَّه مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَمَا يُفِيقُ قَالَ هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا نَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ .

فَدَعَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ هَلَّا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ ثُمَّ قَالَ لَهُ:« اغْتَسِلْ لَهُ» فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ يُكْفِئُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ فَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. أخرجه أحمد ابن ماجه.

---

১ . মুসলিম হাদীস নং: ২১৮৮

আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হানীফ হতে বর্ণিত, তার পিতা তাকে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার পথে অতিক্রমের সময় তারা নবী [ﷺ]-এর সাথে ছিল। - দীর্ঘ হাদীস - সাহলকে বদনজর লাগালে তাকে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হল। বলা হলো: হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি সাহল সম্পর্কে জানেন? আল্লাহর শপথ, সে তার মাথা উঠাতে পারছে না এবং জ্ঞানও ফিরছে না। তিনি বলেন:"তোমরা কি কাউকে সন্দেহ করছ যে, যার দ্বারা বদনজর লেগেছে? তারা বলল: হ্যাঁ, তার দিকে আমের ইবনে রাবীয়াহ নজর দিয়েছিল।

রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমেরকে ডেকে তার উপর রাগ করে বললেন: তোমাদের কেউ তার ভাইকে কেন হত্যা করে? যা দেখে তোমাকে আশ্চর্য করে তার জন্য বরকতের দোয়া করলে না কেন? তারপর তিনি তাকে বললেন: "তার জন্য তুমি গোসল কর। অত:পর সে তার মুখ মণ্ডল, কনুইদ্বয়, হস্ত দ্বয়, হাটুদ্বয়, পাদ্বয়ের পার্শ্ব এবং লুঙ্গির শরীরে লেগে থাকা অংশ একটি পাত্রে ধৌত করল। এরপর সে পানিগুলো সাহলের উপর ঢেলে দিতে হবে। এক ব্যক্তি সাহলের পিছন থেকে তার মাথা ও পিঠের উপর পানি ঢালবে। অত:পর সে পাত্রটি তার পিছন বরাবর মাটিতে উপুড় করে দিবে। তার সাথে এরূপ করার পর সাহল সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে সবার সাথে যেতে লাগল।"[১]

২. কোন ব্যক্তি দ্বারা নজর লেগেছে যদি জানা না যায়, তাহলে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে রোগীকে কুরআনের আয়াত ও নবী [ﷺ] হতে প্রমাণিত দোয়া দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতে হবে। এ ক্ষেত্রে রোগী ও চিকিৎসককে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরোগ্যদানকারী একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই। আর কুরআন হলো আরোগ্যের উপকরণ মাত্র। অতএব, চিকিৎসক কুরআনের আয়াত ও রসূলুল্লাহ [ﷺ] হতে প্রমাণিত দোয়া দ্বারা ঝাড়ফুঁক করবে। নিম্নে কতিপয় দোয়া বর্ণনা করা হলো:

---

১. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুল আহমাদের হাদীস নং: ১৬০৭৬, ইবনে মাজাহ হাদীস নং : ৩৫০৯

- সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষের ৩টি আয়াত, সূরা এখলাস, সূরা নাস, সূরা ফালাক। আর চাইলে নিচের আয়াতগুলিও পড়তে পারে।

/ . - , +) (' & % $ # " ! [

١٠٧ :يونس Z < ; : 9 7 6 5 4 3 2 0

a ` _ ^] \ Z Y X W V U T S [

[বাকারা:১৩৭] ١٣٧ :البقرة Z i h g f d c

:القلم Z x w v u t s r q p o n m l [
[সূরা কালাম:৫১] ٥١

G F E D C A @ ? > = < ; : 9 [

[নিসা:৫৪]٥٤ :النساء Z L K J I H

ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ~ } { z y x w v u t [

[সূরা বনি ইসরাঈল:৮২] ٨٢ :الإسراء Z ﴿٨٢﴾

٤٤ :فصلت Z ﴿٤٤﴾ وَشِفَآءٌ ¸ ¶ µ ´ قُلۡ [

[সূরা হা মীম সেজদা:৪৪]

এরপর নবী [ﷺ] হতে বর্ণিত দোয়াগুলি পাঠ করবে যা শরিয়তের ঝাড়ফুঁকের পদ্ধতিতে পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

৩- যে সমস্ত উত্তম সময়, স্থান ও অবস্থায় দোয়া কবুল হয়

১. দোয়া কবুলের উত্তম সময়ঃ

শেষ রাত্রির (রাত্রির তৃতীয় ভাসের) মধ্য ভাগ। লাইলাতুল ক্বদর। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের পর। আজান ও একামতের মাঝে। প্রত্যেক রাত্রের কিছু সময়। জুমার দিবসের কিছু সময়। আর তা হলো আসরের শেষ সময়। বৃষ্টি বর্ষণের সময়। আল্লাহর পথে বেরিয়ে যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী হয়ে অগ্রসর হওয়ার সময়। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের আজানের সময়। ওযু অবস্থায় ঘুমিয়ে অত:পর রাত্রিতে জাগ্রত হয়ে দোয়া করা। রমজান মাসে দোয়া করা ইত্যাদি।

২. দোয়া কবুল হওয়ার উত্তম স্থানসমূহঃ

কা'বা ঘরের ভিতর দোয়া করা, হিজর তথা হাতীম তার অন্তর্ভুক্ত। আরাফাতের দিন আরাফার মাঠে দোয়া করা। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের উপর দোয়া করা। (মুযদালিফায় অবস্থিত) মাশ'আরুল হারামে দোয়া করা। হজ্বকালে ছোট ও মধ্যম জামরায় পাথর নিক্ষেপের পর (হাত তুলে কেবলামুখী হয়ে) দোয়া করা। জমজমের পানি পান করার সময় দোয়া করা ইত্যাদি।

৩. দোয়া কবুল হওয়ার উত্তম অবস্থাসমূহঃ

[লাা ইলাাহা ইল্লাা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায য–লিমীন]-এর মাধ্যমে দোয়া করার সময়। আল্লাহর প্রতি অন্তর ধাবিত হওয়া অবস্থায় দোয়া করা। ওযুর পর দোয়া করা। মুসাফির ব্যক্তির (সফর অবস্থায়) দোয়া। রুগ্ন ব্যক্তির দোয়া। জালিমের প্রতি মাজলুম-অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদোয়া। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দোয়া অথবা বদদোয়া। এফতারীর সময় রোজাদার ব্যক্তির দোয়া। নিরূপায় ব্যক্তির দোয়া। সালাতে সেজদারত অবস্থায় দোয়া।

জিকির (কুরআন ও সুন্নহর)-এর মাহফিলে মুসলিম ব্যক্তির দোয়া করা। মোরগ ডাকার সময় দোয়া করা। রাত্রিকালীন ঘুম থেকে জাগ্রত

হয়ে [লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ্] বলে এস্তেগফার তথা ক্ষমা চেয়ে দোয়া করা ইত্যাদি।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي © رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَٰلِكَ

أُمِرْتُ ´ µ ¶ ¸ Z الأنعام: ١٦٢ – ١٦٣

"বলুন, আমার সালাত, আমার কুবরানি, আমার জীবন, আমার মরণ সবই একমাত্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের জন্য। তাঁর কোন শরিক নেই। আর এরই নির্দেশিত হয়েছি আমি এবং সর্বপ্রথম মুসলিম।" [সূরা আন'আম:১৬২-১৩-৬৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

j i h ¦ f e d c b a ` _ ^] \ [Z [

| { z y x w v u t s r q p o n m l k

} ~ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرْهُ © ﴿١١١﴾ Z الإسراء: ١١٠ - ١١١

"বলুন, আল্লাহ বলে আহ্বান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহ্বান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই। আপনি নিজের সালাত আদায়কালে উচ্চ স্বরে পড়বেন না এবং নি:শব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যমপন্থা আবলম্বন করুন। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরিক আছে এবং যিনি দুর্দাশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ব বর্ণনা করতে থাকুন।" [সূরা বনি ইসরাঈল:১১০-১১১]

৪- কুরআন ও হাদীসের কিছু দো'য়া

১. কুরআনুল কারীম হতে কিছু দো'য়া

¿ আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনুল কারীমকে প্রতিটি জিনিসের বর্ণনাসহ হেদায়েত, রহমত ও চিকিৎসা স্বরূপ অবতীর্ণ করেছেন। এখানে কতিপয় দোয়া বর্ণনা করা হবে যা আল-কুরআনে উল্লেখ হয়েছে। এগুলির মধ্য থেকে বেছে যা পরিস্থিতির সাথে উপযোগী হয় তার দ্বারা আল্লাহর নিকট দোয়া করবে।

- , + *) (' & % $ # " ! [˜

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

الفاتحة: ١ Z D C B A @ ? > = < ; :

[সূরা ফাতিহা] ৭ –

© ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ~ {] ˜

µ ´ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ¸ ¶

[সূরা হাশর:২৩-২৪] ٢٤ – ٢٣ :الحشر Z ﴿٢٤﴾ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا ~ } | { z y [˜

[সূরা ইয়াসীন:৩৬] ٣٦ :يس Z ﴿٣٦﴾ يَعْلَمُونَ

الزخرف: ٨٢ Z l k j i h g f e d [˜

[সূরা জুখরুফ:৮২]

˜] حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ µ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾ Z التوبة: ١٢٩ [সূরা তাওবা:১২৯]

˜ [l m n o p q r s t u Z الأنبياء: ٨٧ [সূরা আম্বিয়া:৮৭

˜ [" # $ % & ' ( ) * + , - Z الأعراف: ٢٣

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।”

[সূরা আ'রাফ: ২৩]

˜] رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤﴾ Z الممتحنة: ٤

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।”
[সূরা মুমতাহিনা: ৪]

˜ [! " # $ % & ' ( ) * Z آل عمران: ٥٣

“হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা নাজিল করেছ সে বিষয়ের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমরা এই রসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদিগকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও।”

[সূরা আল ইমরান: ৫৩]

˜ [G H I J K L M N O Z المؤمنون: ١٠٩

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।" [সূরা মুমিনুন: ১০৯]

• [2 3 4 5 6 7 Z المائدة: ٨٣

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব, তুমি আমাদেরকেও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও।"

[সূরা মায়িদা: ৮৩]

• [! " # $ % & ' ( ) * + ,

Z آل عمران: ١٦

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদের পাপ মার্জনা করে দাও আর আমাদেরকে দোজখের আজাব হতে রক্ষা কর।" [সূরা আল-ইমরান: ১৬]

• [D E F G H I K L M N O P Z التحريم: ٨

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে মার্জনা কর। নিশ্চয় তুমি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।" [সূরা আত-তাহরীম: ৮]

• [& ' ( ) * + , - . / 0 1

2 3 4 5 6 7 8 Z الحشر: ١٠

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে ক্ষমা করুন যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ালু, পরম করুণাময়।" [সূরা হাশর: ১০]

5 4 3 2 1 0 / . - , *) ([•

C B A @ ? = < ; : 9 8 7 6

Z البقرة: ١٢٧ - ١٢٨

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে আমাদের রব! আমাদের উভয়কে তোমার অজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্বের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু। " [সূরা বাকারাঃ ১২৭-২২৮]

•] رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٥﴾ Z الممتحنة: ٥

"হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা মুমতাহিনাঃ ৫]

• [x y z { | } ~ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٨٦﴾ Z يونس: ٨٥ - ٨٦

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও না এবং আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে কাফির সম্প্রদায় হতে রক্ষা কর।" [সূরা ইউনুসঃ ৮৫-৮৬]

•] رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٤٧﴾ Z آل عمران: ١٤٧

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে সীমালংঘন তুমি ক্ষমা কর। আর আমাদের দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদিগকে সাহায্য কর।" [সূরা আল ইমরানঃ ১৪৭]

• [d e f g h i j k l m n Z الكهف: ١٠

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে তোমার কাছ থেকে রহমত দান কর এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ কর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থার কর।” [সূরা কাহাফ: ১০]

• [u v w x y z { | } ~

إِمَامًا ﴿٧٤﴾ Z الفرقان: ٧٤

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর।” [সূরা ফুরকান: ৭৪]

• [رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَآءَتۡ مُسۡتَقَرّٗا وَمُقَامٗا ﴿٦٦﴾ Z الفرقان: ٦٥ - ٦٦

“হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি দূর কর, নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ; বসবাস ও অবস্থান স্থল হিসাবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা।” [সূরা ফুরকান: ৬৫-৬৬]

• [رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ ´ µ ¶ ¸

﴿٢٠١﴾ Z البقرة: ٢٠١

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে দোযখের আজাব থেকে রক্ষা কর।” [সূরা বাকারা: ২০১]

• [~ وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ Z البقرة: ٢٨٥

“আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি। আমরা ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট।” [সূরা বাকরা: ২৮৫]

•] ¶ ۦ تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ à Z البقرة: ٢٨٦

"হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ। হে আমাদের রব! আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের রব। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।" [সূরা বাকরা: ২৮৬]

•] رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةًۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ ﴿٨﴾ Z آل عمران: ٨

"হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ দেখানোর পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ প্রদান কর। নিশ্চয় তুমিই মহাদাতা।"
[সূরা আল- ইমরান: ৮]

•] رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوۡمٖ لَّا رَيۡبَ فِيهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ ﴿٩﴾ Z آل عمران: ٩

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি সকল মানুষকে একদিন অবশ্যই সমবেত করবে, এতে কিঞ্চিত মাত্রও সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুত ভঙ্গকারী নন।" [সূরা আল-ইমরান: ৯]

~ } | { z y x w v u t s r q [·

ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿١٩٢﴾ © إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا µ ¶ ¸ ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾ Z آل عمران: ١٩١ - ١٩٤

"হে আমাদের প্রতিপালক! এসব তুমি বৃথা সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্রতম। অতএব, তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাও মূলত: তাকে লাঞ্ছিত কর এবং অত্যাচারীতের জন্যে কেউই সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। হে আমাদের রব! অতএব, আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কার্যগুলি দূর করে দাও এবং পূণ্যবানদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু দান কর। হে আমাদের রব! তোমার রসূলগণের মাধ্যমে আমাদিগকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।"
[সূরা আল ইমরান: ১৯১-১৯৪]

·] رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿٤١﴾ Z إبراهيم: ٤١

"হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা কর।" [সূরা ইবরাহীম: ৪১]

· [l m n o p q r s t u Z الأنبياء:

"তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই; তুমি পবিত্র, আমি সীমালঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা আম্বিয়াঃ ৮৭]

• [w x y z { | } ~ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي © ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٩﴾ Z النمل: ١٩

"হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্ম পরায়ণ বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত কর।" [সূরা আন-নামালঃ ১৯]

• [رَبِّ ´ µ ¶ ¸ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾ Z إبراهيم: ٤٠

"হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের পালনকর্তা আমার দোয়া কবুল করুন।" [সূরা ইবরাহীমঃ ৪০]

• [9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J L M N O P Q R Z الأحقاف: ١٥

"হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে সামর্থ দান কর, যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। আমার প্রতি আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্যে এবং যাতে আমি সৎকার্য করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর। আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর; আমি তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" [আহকাফঃ ১৫]

• [X Y Z [\ ] e Z القصص: ١٦

"হে আমার রব! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন।" [সূরা আল-কাসাস: ১৬]

• [رَبِّ © لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِيٓ أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً ´ µ ¶ ¸
قَوْلِي ﴿٢٨﴾ Z طه: ٢٥ - ٢٨

"হে আমার রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কর্ম সহজ করে দিন, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।" [সূরা ত্বহা: ২৫-২৮]

• [= > ? @ A B C D E F G I J K L
M N O P Z هود: ٤٧

"হে আমার রব! আমি তোমার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই। আর যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ না কর তাহলে আমি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হব।" [সূরা হুদ: ৪৭]

• [رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٨٣﴾ ! " # $ %
& ' ( ) * + , - Z الشعراء: ٨٣ - ٨٥

"হে আমার পালনকর্তা! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং আমাকে সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।"
[সূরা আশ-শু'আরা: ৮৩-৮৫]

• [رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَلَا تَزِدِ
ٱلظَّٰلِمِينَ à تَبَارًۢا â Z نوح: ٢٨

“হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।” [সূরা নূহ: ২৮]

• [' ( ) * + , - . / 0 1 2 2 Z آل عمران: ٣٨

“হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার নিকট হতে পবিত্র সন্তান দান কর, নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।” [সূরা আল-ইমরান: ৩৮]

• [رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا © خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾ Z الأنبياء: ٨٩

“হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা (সন্তানহীন) রেখো না এবং তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।” [সূরা আম্বিয়া: ৮৯]

• [رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ Z الصافات: ١٠٠

“হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সৎকর্ম পরায়ণ সন্তান দান কর।” [সূরা হা-মীম সেজদা: ১০০]

• [رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾ Z المؤمنون: ١١٨

“হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।” [সূরা আল মুমিনুন: ১১৮]

• [k l m n o p q r s t u v w Z المؤمنون: ٩٧ - ٩٨

“হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনাকারী শয়তানের প্ররোচনা হতে। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমার নিকট ওদের (শয়তানদের) উপস্থিতি হতে।” [সূরা আল-মুমিনুন: ৯৭-৯৮]

● [1 2 3 4 Z طه: ١١٤

"হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।" [সূরা ত্বোহা: ১১৪]

• [[\ ] ^ _ ` a b c d e f
g h Z الإسراء: ٨٠

"হে আমার প্রতিপালক! যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাও এবং যেখান হতে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক সেখান হতে আমাকে বের করে নাও এবং তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর সাহায্যকারী শক্তি।" [সূরা বনি ইসরাঈল: ৮০]

• [1 2 3 4 5 6 7 8 9 Z المؤمنون: ٢٩

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করিয়ে নাও যা হতে কল্যাণকর; আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী।"
[সূরা আল-মুমিনুন: ২৯]

• [g h i j k l m n o Z القصص: ١٧

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি যেহেতু আমার উপর অনুগ্রহ করেছ, সতুরাং আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।"
[সূরা আল-কাসাস: ১৭]

•] رَبِّ ٱنصُرۡنِي عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ﴿٣٠﴾ Z العنكبوت: ٣٠

"হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।" [সূরা আল-আনকাবূত: ৩০]

২- নবী [ﷺ]-এর কতিপয় দোয়া

— এগুলো কিছু বিশুদ্ধ দোয়া যা দ্বারা নবী [ﷺ] দোয়া করতেন। তাই একজন মুসলিমের করণীয় হবে এগুলো দ্বারা দোয়া করা। আর তার অবস্থার অনুকুলে প্রয়োজন মোতাবেক নির্বাচন করে দোয়া করবে। এ ছাড়া বৈধ কারণ গ্রহণ করবে এবং একিন ও দৃঢ়তার সাথে মনে রাখবে যে আল্লাহ তা'য়ালা তার দোয়া কবুল করবেন।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ». متفق عليه.

● আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] ইরশাদ করেন:"তোমাদের কেউ যখন দোয়া করবে সে যেন তার প্রার্থনা দৃঢ় করে আর অবশ্যই একথা যেন না বলে: হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে দান করবে। কারণ (দেয়া-না দেয়ার ব্যাপারে) আল্লাহকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।"[১]

● এখানে সহীহ কতিপয় এমন দোয়া উল্লেখ করা হচ্ছে যেগুলিকে মহানবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] প্রার্থনায় আবৃত্তি করতেন। আর মুসলমানের কর্তব্য সেগুলি পড়া এবং তার মধ্য থেকে পরিস্থিতি অনুযায়ী দোয়া বেছে নেয়া। এ ছাড়া যে কোন বৈধ মাধ্যম অবলম্বন করা।

« اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ

১. বুখারী হাঃ নং ৬৩৩৮, শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৭৮

خَاصَمْتُ وَبِكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ». متفق عليه.

● [আল্লাহুম্মা রব্বানাা লাকালহামদু আন্তা ক্বইয়িমুস্ সামাাওয়াাতি ওয়ালআরয্, ওয়ালাকালহামদু আন্তা রব্বুস্ সামাাওয়াাতি ওয়ালআরযি ওয়ামান ফীহিন্না, ওয়ালাকালহামদু আন্তা নূরুস্ সামাাওয়াাতি ওয়ালআরযি ওয়ামান ফীহিন্না, আন্তালহাক্কু ওয়াক্বাওলুকালহাকক্, ওয়া ওয়া'দুকালহাকক্, ওয়ালিক্ব-উকালহাকক্, ওয়ালজান্নাতু হাকক্, ওয়ান্নাারু হাকক্, ওয়াসসাা'আতু হাকক্, আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু ওয়াবিকা আামানতু ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইকা খ-সমতু ওয়াবিকা হাাকামতু, ফাগফির লী মাা ক্বদ্দামতু ওয়া মাা আখখরতু ওয়া আসরারতু ওয়া আ'লানতু ওয়া মাা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী লাা ইলাাহা ইল্লাা আনত্]

হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তোমারই নিমিত্তে সকল প্রশংসা, তুমি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর তত্ত্বাবধায়ক এবং তোমার জন্যেই যাবতীয় প্রশংসা। যেহেতু তুমি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক এবং তোমারই যাবতীয় গুণগান। তুমি সমুদয় আকাশ ও পৃথিবীর এবং তার মধ্যবর্তী সবকিছুর আলো দানকারী। তুমি সত্য, তোমার বাণী সত্য, অঙ্গীকার সত্য, সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য এবং কিয়ামত সত্য।

হে আল্লাহ! তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম এবং তোমার প্রতি ঈমান আনলাম এবং তোমারই উপর ভরসা করলাম এবং তোমারই মদদের প্রত্যাশা অন্তরে রেখে শত্রুর মোকাবেলাই লড়ায়ে লিপ্ত হলাম। আর তোমাকেই বিচারক হিসাবে নিরূপণ করলাম। সুতরাং আমার পূর্বের ও পরের গোপনীয় ও প্রকাশ্য এবং আমার দ্বারা ঘটে যাওয়া কর্মে তুমি যা জান- অপকর্মসমূহ-মার্জনা করে দাও। তুমি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই।[১]

১. বুখারী হাঃ নং ৭৪৪২, শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ৭৬৯

«اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ،وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ،ولاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». أخرجه أبو داود والترمذي.

"আল্লাহুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইত্, ওয়া 'আফিনী ফীমান 'আফাইত্, ওয়া তাওয়াল্লিনী ফীমান তাওয়াল্লাইত্, ওয়াবাারিক লী ফীমা আ'ত্বইত্, ওয়াক্বিনী শাররা মাা ক্বযইত্, ইন্নাকা তাক্বযী ওয়া লাা ইউক্বযা 'আলাইক্, ওয়া ইন্নাহু লাা ইয়াযিল্লু মান ওয়াালাইত্, ওয়া লাা ইয়া'ইজ্জু মান 'আাদাইত্, তাবাারকতা রব্বানাা ওয়াতা'আলাইত্।"[১]

« اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ». متفق عليه.

"আল্লাহুমা স্বল্লি 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া'আলাা আালি মুহাম্মাদ, কামাা স্বল্লাইতা 'আলাা ইবরাহীম, ওয়া 'আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ, আল্লাহুম্মা বাারিক 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আালি মুহাম্মাদ, কামাা বাারকতা 'আলাা ইবরাহীম, ওয়া 'আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।"[২]

وكَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». متفق عليه.

● নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বেশি বেশি এই দোয়াটি করতেন: [আল্লাহুম্মা রব্বনাা আাতিনাা ফিদ্দুনইয়াা হাসানাহ্, ওয়া ফিলআাখিরাতি হাসানাহ্, ওয়াক্বিনাা 'আযাাবান্নাার] "হে আল্লাহ! তুমি

১. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হা: নং ১৪২৫ শব্দ তারই, তিরমিযী হা: নং ৪৬৪

২. বুখারী হা: নং ৩৩৭০ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৪০৬

আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোযখের আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা কর।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ». متفق عليه.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনাল'আজজি ওয়ালকাসাল, ওয়ালজুবনি ওয়ালহারামি ওয়ালবুখল্, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিন 'আযাাবিল ক্বরি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়াা ওয়ালমামাাত]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অপারগতা, অলসতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আজাব থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে।[২]

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ ». متفق عليه.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিন জাহদিল বালাায়ি ওয়া দারকিস্ শিকাায়ি ওয়া সূয়িল ক্বয–য়ি ওয়া শামাাতাতিল আ'দাা']

নবী করীম [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বালা-মসিবতের ভয়াবহতা ও দুর্ভাগ্যের চরম অবস্থা হতে আর খারাপ অদৃষ্ট এবং দুশমনের হাসি-তামাশা হতে আশ্রয় চাইতেন।[৩]

« اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ ». أخرجه مسلم.

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬৩৮৯ ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৮৮
২. বুখারী হাঃ নং ২৮২৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২৭০৬, শব্দগুলি তার
৩. বুখারী হাঃ নং ৬৬১৬ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৭০৭

● [আল্লাহুম্মা আসলিহ্ লী দ্বীনী আল্লাযী হুওয়া 'ইসমাতু আমরী, ওয়া আসলিহ্ লী দুনইয়্যায়ী আল্লাতী ফীহাা মা'আশী, ওয়া আসলিহ্ লী আাখিরতী আল্লাতী ফীহাা মা'আদী, ওয়াজ'আলিল হায়াাতা জিইয়াদাতান লী ফী কুল্লি খইরিন ওয়াজ'আলিল মাওতা র–হাতান লী মিন কুল্লি শার]

হে আল্লাহ! আমার দ্বীনকে আমার জন্য পরিশুদ্ধ করে দাও যার মধ্যে নিহিত রয়েছে আমার সমুদয় কাজে আত্মরক্ষার নিশ্চিত উপায়। আর সংশোধন করে দাও আমার পার্থিব জীবনকে যার ভেতর রয়েছে আমার জীবিকা। আর আমার আখেরাতকে তুমি করে দাও বিশুদ্ধ। যেখানে আমাকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর আমার আয়ুকে প্রত্যেক ভাল কাজে বর্ধিত করার উপকরণ কর এবং মৃত্যুকে সকল অমঙ্গল হতে নিস্কৃতি পাবার কারণ বানিয়ে দাও।[১]

« **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى** ». أخرجه مسلم.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকালহুদাা, ওয়াত্তুকাা, ওয়াল'আফাফা, ওয়ালগিনাা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই হেদায়েত, তাকওয়া, পবিত্র স্বভাব এবং অভাব শুন্যতার নেয়ামতের।[২]

« **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا**». أخرجه مسلم.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনাল 'আজজি ওয়ালকাসাল্, ওয়াজুবনি ওয়ালবুখলি ওয়ালহারাম্, ওয়া 'আযাাবিল ক্বব্‌র। আল্লাহুম্মা

১. মুসলিম হাঃ নং ২৭২০
২. মুসলিম হাঃ নং ২৭২১

আাতি নাফসী তাকওয়াাহাা ওয়া জাক্কিহাা আন্তা খইরু মান জাক্কাাহাা আন্তা ওয়ালিইয়ুহাা ওয়া মাওলাাহাা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিন 'ইলমিন লাা ইয়ানফা'য়ু ওয়া মিন ক্বলবিন লাা ইয়াখশা'য়ু ওয়া মিন নাফসিন লাা তাশবা'য়ু ওয়া মিন দা'ওয়াতিন লাা ইউসতাজাাবু লাহাা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি অক্ষমতা ও অলসতা হতে, তোমার আশ্রয় চাই ভীরুতা, কৃপণতার অভিশাপ হতে এবং বার্ধক্যের অপারগতা হতে আর তোমারই আশ্রয় চাই কবরের আজাব হতে।

হে আল্লাহ! আমার অন্তরে দাও তোমার ভয়-ভীতি ও তাকওয়া-পরহেযগারী আর নিষ্কলুষ কর আমার অন্তরকে, তাকে কলুষমুক্ত করার সর্বোত্তম সত্তা একমাত্র তুমিই। তুমিই আমার সাহায্যকারী এবং মালিক।

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি এমন জ্ঞান হতে যা কোন উপকারে আসে না, এমন হৃদয় হতে যা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না, এমন অন্তর হতে যা কোন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া হতে যা গৃহীত হয় না।"[১]

« اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي » « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ ». أخرجه مسلم.

● [আল্লাহুম্মাহদিনী ওয়াসাদদিদনী, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদাা ওয়াসসাদাাদ]

হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়েত দান কর এবং সঠিক পথে চলার জন্য তওফিক দান কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সঠিক পথের সন্ধান প্রার্থনা করি এবং সঠিক পথে চলতে শক্তি চাই।"[২]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ». أخرجه مسلم.

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২৭২২
২. মুসলিম হাঃ নং ২৭২৫

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিন শাররি ম্যা 'আমিলতু ওয়া মিন শাররি ম্যা লাম আ'মাল্]

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমি যে আমল করেছি তার অনিষ্ট হতে এবং তার ক্ষতি হতে যে কাজ আমি করি নাই।"[১]

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ». أخرجه البخاري.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনালহাম্মি ওয়ালহাজান, ওয়াল'আজজি ওয়ালকাসাল, ওয়ালজুবনি ওয়ালবুখল্, ওয়াযালা'য়িদ্দাইনি ওয়াগলাবাতির রিজ্যাল]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি উৎকণ্ঠা, বিষন্নতা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে। অধিক ঋণ থেকে ও অসৎ ব্যক্তিদের অপপ্রভাব হতে।[২]

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ».متفق عليه.

● [ল্যা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহুল 'আযীমুল হালীম, ল্যা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুল 'আরশিল 'আযীম, ল্যা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু রব্বুলস সাম্যাওয়্যাতি ওয়ারব্বুল আরযি ওয়ারব্বুল 'আরশিল কারীম]

হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত এবাদত পাবার যোগ্য কোন মাবুদ নেই, তিনি মহান, সহনশীল, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই। তিনি মহান আরশের পরিচালক, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি

১. মুসলিম হাঃ নং ২৭১৬
২. বুখারী হাঃ নং ৬৩৬৯

সপ্তআকাশ ও সপ্তজমিনের প্রতিপালক-পরিচালক এবং মহান আরশেরও পরিচালক।[১]

« اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ». أخرجه مسلم.

● [আল্লাহুম্মা মুসাররিফাল কুলূব, সাররিফ কুলূবানাা 'আলাা ত্ব-'আতিক্]

হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তরসমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর ফিরিয়ে দাও।[২]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ». أخرجه البخاري.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনাল জুবনি ওয়া আ'ঊযু বিকা মিনালবুখলি ওয়া আ'ঊযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলাা আরযালিল 'উমুর, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিন ফিতনাতিদ দুনইয়াা ওয়া 'আযাাবিল ক্ববর]

হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরুষতা হতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি কার্পণ্যতা হতে, আর আশ্রয় চাচ্ছি বার্ধ্যকের চরম দুর্দশা হতে, দুনিয়ার ফেতনা-ফ্যাসাদ ও কবরের আজাব হতে আশ্রয় চাচ্ছি।[৩]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ». متفق عليه.

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬৩৪৬ ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৩০
২ . মুসলিম হাঃ নং ২৬৫৪
৩. বুখারী হাঃ নং ৬৩৭৪

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনালকাসালি ওয়ালহারামি ওয়ালমাগরামি ওয়ালমা'ছাম, আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন 'আযাাবিন্নাারি ওয়াফিতনাতিন্নাার ওয়াফিতনাতিল ক্ববরি ওয়া'আযাাবিল ক্ববর, ওয়াশাররি ফিতনাতিল গিনাা ওয়াশাররি ফিতনাতিল ফাক্বর, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জাাল, আল্লাহুম্মাগসিল খত্বা-ইয়াায়া বিমাায়িছ ছালজি ওয়ালবারাদ্, ওয়ানাক্বি ক্বলবী মিনাল খত্বা-ইয়াা কামাা ইয়ুনাক্কাছ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্দানাস, ওয়াবাাঈদ বাইনী ওয়াবাইনা খত্বা-ইয়াায়া কামাা বা'আদ্তা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়ালমাগরিব্]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি বার্ধক্যের দু:খ-কষ্ট, অলসতা, ঋণের কষাঘাত ও অপরাধ হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি আগুনের শাস্তি হতে, জাহান্নামের ফেতনা, কবরের ফেতনা, ও কবরের আজাব হতে এবং আর্থিক সচ্ছলতার ফেতনা, দারিদ্রতার কষাঘাতের ফেতনা ও মাসীহ দাজ্জালের ফেতনা হতে।

হে আল্লাহ! আমার পাপ বরফ শীতল পানি দিয়ে ধৌত করে দাও, আর আমার অন্তরকে গুনাহ থেকে এরূপ পরিষ্কার করে দাও যেরূপ সাদা বস্ত্রকে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। আর আমার মাঝে ও আমার গুনাহের মাঝে এরূপ দূরত্বের সৃষ্টি করে দাও যেরূপ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব করেছ।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ». متفق عليه.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাছীরাা, ওয়া লাা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লাা আনত্, ফাগফির লী মাগফিরাতান মিন 'ইনদিক্, ওয়ারহামনী ইন্নাকা আন্তাল গফূরুর রহীম]

১. বুখারী হাঃ নং ৬৩৭৫, শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ৫৮৯ (কিতাবুয জিকির)

হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের প্রতি অনেক বেশি জুলুম করেছি এবং আমার বিশ্বাস তুমি ব্যতীত গুনাহসমূহ মার্জনা করতে কেহই পারে না। সুতরাং তুমি তোমার মহানুভবতায় আমাকে মার্জনা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর, তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।[১]

« اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ». متفق عليه.

● [আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু ওয়াবিকা আামানতু ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইকা আনাব্তু ওয়াবিকা খ–সমতু, আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বি'ইজ্জাতিকা লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তা আন তুযিল্লানী আন্তালহাইয়ুল্লাযী লাা ইয়ামূতু ওয়ালজিননু ওয়াইনসু ইয়ামূতূন]

হে আল্লাহ! আমি তোমারই আনুগত্য মেনে নিয়েছি, তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমার দিকেই ফিরে এসেছি এবং তোমারই উদ্দেশ্যে তর্কে লিপ্ত হই। হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। আমার পথ ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার নিমিত্তে তোমার শক্তির আশ্রয় চাচ্ছি। তুমি এমন চিরঞ্জীব যা আদৌ মৃত্যু নেই। অপর পক্ষে সমস্ত জ্বিন ও মানব মণ্ডলী মরণশীল।[২]

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ». متفق عليه.

---

১. বুখারী হাঃ নং ৮৩৪ ও মুসলিম হাঃ নং ২৭০৫, শব্দগুলি তার
২. বুখারী হাঃ নং ৭৩৮৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২৭১৭ শব্দগুলি তার

● [আল্লাহুম্মাগফির লী খত্বীয়াতী ওয়াজাহলী ওয়াইসরাাফী ফী আমরী, ওয়া মাা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আল্লাহুম্মাগফির লী জিদ্দী ওয়াহাজলী ওয়াখত্বায়ী ওয়া'আমাদী ওয়াকুললু যালিকা 'ইনদী, আল্লাহুম্মাগফির লী মাা ক্বদ্দামতু ওয়া মাা আখখরতু ওয়া মাা আসরারতু ওয়া মাা আ'লানতু ওয়া মাা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুকাদ্দিমু ওয়া আন্তাল মুওয়াখখিরু ওয়া আন্তাল 'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর]

হে আল্লাহ! আমার গুনাহ, আমার নির্বুদ্ধিতা, আমার কাজে কর্মে অপচয়তার অপরাধ মার্জনা কর এবং সেই সমস্ত গুনাহ থেকে যে সমস্ত গুনাহ সম্পর্কে আমার চাইতে তুমিই বেশি জান। হে আল্লাহ! আমার ঐকান্তিকতার, রসিকতায় ভুলবশত: এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যেসব অপরাধ হয়ে গেছে তা ক্ষমা কর। আর এ সমস্ত আমার মাঝে বিদ্যমান।

হে আল্লাহ! আমাকে তুমি মার্জনা করে দাও যে অপরাধ আমি পূর্বে করেছি, যা আমি পরে করব। আর যে অপরাধ আমি গোপনে করেছি ও যা আমি প্রকাশ্যে করেছি আর যে অন্যায় তুমি আমা অপেক্ষা বেশি জান। তুমিই তো যাকে ইচ্ছা সামনে এগিয়ে নাও আর যাকে ইচ্ছা পিছনে হটিয়ে দাও এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সক্ষম।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ». أخرجه مسلم.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন জাওয়াালি নি'মাতিকা ওয়াতাহাওওয়ালি 'আাফিয়াতিকা ওয়াফুজাআতি নিক্বমাতিকা ওয়াজামী'য়ি সাখাত্বিক্]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নেয়ামতের বিলুপ্ত হওয়া থেকে, তোমার দেয়া নিরাপদ ও সুস্থতা পরিবর্তন হওয়া থেকে, হঠাৎ করে আসা তোমার আজাব থেকে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে পানাহ্ চাচ্ছি।

১. মুসলিম হাঃ নং ২৭৩৯

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي». أخرجه مسلم.

~ [আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়া'আাফিনী ওয়ারজুক্বনী]

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহমত কর, (বিপদাপদ) থেকে নিরাপদে রাখ, আমাকে হেদায়েত দান কর, জীবিকা দান কর।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي ». أخرجه أحمد.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী 'আব্দুকা ওয়াবনু 'আব্দিকা ওয়াবনু আমাতিক্, নাাসীইয়াতী বিইয়াদিকা মাাযিন ফিয়্যা হুকমুকা 'আদলুন ফিয়্যা ক্বয–উক্, আসআলুকা বিকুল্লিসমিন হুওয়া লাকা সাম্মাইতা বিহী নাফসাক্, আও 'আল্লামতাহু আহাদান মিন খলক্বিক্, আও আনজালতাহু ফী কিতাাবিক্, আবিস্তা'ছারতা বিহী ফী 'ইলমিকাল গইবি 'ইন্দাক্, আন তাজ'আলাল কুরআানা রবী'য়াা ক্বলবী, ওয়া নূরা সদরী, ওয়া জালাায়া হুজনী, ওয়া যাহাাবা হাম্মী]

হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দা ও এক বান্দীর পুত্র, আমার ললাট তোমার হস্তে, আমার উপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার ব্যাপারে তোমার ফয়সালা ইনসাফের প্রতিষ্ঠিত, তুমি যে সমস্ত নামে নিজেকে ভূষিত করেছ অথবা যে সব নাম তুমি তোমার কিতাবে নাজিল করেছ অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কোন (মহা) সৃষ্টিকে শিখিয়ে দিয়েছো কিংবা স্বীয় জ্ঞানের ভাণ্ডারে নিজের জন্য যেসব নাম সংরক্ষণ করে রেখেছো। আমি সেই সমস্ত নামের মাধ্যম তোমার নিকট

১. মুসলিম হাঃ নং ২৬৯৭

আকুল আবেদন জানাই যে, তুমি আল-কুরআনকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার বিতাড়নকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসানকারী।[১]

« يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ». أخرجه أحمد والترمذي.

● [ইয়াা মুক্বাল্লিবাল কুলূব, ছাব্বিত ক্বলবী 'আলাা দ্বীনিক্]

হে আত্মার পরিবর্তনকারী! তুমি আমার আত্মাকে তোমার দ্বীনের উপর স্থির করে দাও।[২]

قَالَ ﷺ« اسْأَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ» فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنْ الْعَافِيَةِ ». أخرجه الترمذي.

● রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এরশাদ করেছেন: তোমরা মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও সুস্থতার আবেদন কর। [আসআলুল্লাহাল 'আফওয়া ওয়াল'আাফিয়াহ] কারণ একিনের পর সুস্থতা অপেক্ষা উত্তম জিনিস কাউকে দান করা হয় নাই।[৩]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي ». أخرجه الترمذي والنسائي.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন শাররি সাম'য়ী ওয়া মিন শাররি বাসারী ওয়া মিন শাররি লিসাানী ওয়া মিন শাররি ক্বলবী ওয়া মিন শাররি মানিয়্যী]

---

১. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৪৩১৮, সিলসিলাতুস সাহীহাহ হাঃ নং ১৯৯
২. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১২১৩১ ও তিরমিযী হাঃ নং ৩৫২২
৩. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ৩৫৫৮, ২৮২১

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার শুনার ক্ষতি থেকে, দেখার ক্ষতি থেকে, রসনার ক্ষতি থেকে অন্তরে অন্যায় চিন্তার ক্ষতি থেকে এবং আমার শুক্রের ক্ষতি থেকে।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَـــيِّئِ الْأَسْـــقَامِ ». أخرجه أبوداود والنسائي.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনালবারাসি ওয়ালজুনূনি ওয়ালজুযাামি ওয়া মিন সাইয়িয়িল আসক্ব–ম]

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি ধবল, কুষ্ঠরোগ এবং বদ্ধ পাগল হওয়ার দুর্ভাগ্য হতে এবং সর্বপ্রকার দুরারোগ্য জটিল ব্যধি হতে।[২]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ». أخرجه الترمذي.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিন মুনকারাাতিল আখলাাক্বি ওয়ালআ'মাালি ওয়ালআহওয়াা']

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অসৎ চরিত্র, নিকৃষ্ট আমল এবং অসৎ কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় চাই।[৩]

« رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَـــيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا لَكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا. رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَاسْـــلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي ». أخرجه أبوداود والترمذي.

---

১. হাদীসটি সহীহঃ তিরমিযী হাঃ নং ৩৪৯২, শব্দগুলি তার ও নাসাঈ হাঃ নং ৫৪৫৫

২. হাদীসটি সহীহঃ আবু দাউদ হাঃ নং ১৫৫৪, শব্দগুলি তার ও আবু দাউদ হাঃ নং ১৩৭৫ নাসাঈ হাঃ নং ৫৪৯৩

৩. হাদীসটি সহীহঃ তিরমিযী হাঃ নং ৩৫৯১

● [রব্বি আ'ইন্নী ওয়া লাা তু'ইন 'আলাইয়া, ওয়ানসুরনী ওয়া লাা তানসুর 'আলাইয়া, ওয়ামকুর লী ওয়া লাা তামকুর 'আলাইয়া, ওয়াহদিনী ওয়াইয়াস্‌সিরিল হুদাা লী ওয়ানসুরনী 'আলাা মান বাগা 'আলাইয়া, রব্বিজ'আলনী লাকা শাক্কারান, লাকা যাক্কারান, লাকা রাহ্‌হাাবান, লাকা মিত্বওয়াা'আন, লাকা মুখবিতান, ইলাইকা আওওয়াাহান মুনীবাা, রব্বি তাক্বাব্বাল তাওবাতী, ওয়াগলিস হাওবাতী, ওয়াআজিব দা'ওয়াতী, ওয়াছাব্বিত হুজ্জাতী, ওয়াসাদদিদ লিসাানী ওয়াহদি ক্বলবী, ওয়াসলুল সাখীমাতা সদরী]

প্রভু হে! আমাকে সাহায্য কর আমার বিপক্ষবাদীকে সাহায্য করো না। আমাকে বিজয় দান কর, আমার উপর অন্যকে বিজয় দান করো না। আমার জন্য কৌশল করে বদলা নিন কিন্তু আমার নিকট হতে বদলা নিবেন না। আমাকে হেদায়েত দান কর ও হেদায়েত আমার জন্য সহজ করে দাও। আমার প্রতি জুলুমকারীর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। প্রভু হে! আমাকে তোমার অধিক শুকর গুজার, যিকিরকারী, তোমার ভয়ে ভীত, অধিক অনুগত, বিনয়ী ও তোমার দিকে প্রত্যবর্তনকারী বানাও। প্রভু হে! আমার তওবা কবুল কর, আমার অপরাধ ও দোষ পরিস্কার করে দাও, আমার দোয়া কবুল কর, আমার দাবী সাব্যস্ত কর, আমার জিহ্বাকে দরুস্ত কর, আমার অন্তরকে সঠিক পথ দেখাও এবং আমার বক্ষের অবক্ষয় দূর করে দাও।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ كُلِّه عَاجِله وَآجِله مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّرِّ كُلِّه عَاجِله وَآجِله مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِه عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

১. হাদীসটি সহীহঃ আবু দাউদ হাঃ নং ১৫১০ ও তিরমিযী হাঃ নং ৩৫৫১ শব্দগুলি তার

النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا ». أخرجه أحمد وابن ماجه.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিনাল খইরি কুল্লিহি 'আাজিলিহি ওয়া আাজিলিহি মাা 'আলিমতু মিনহু ওয়া মাা লাম আ'লাম, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিনাশশাররি কুল্লিহি 'আাজিলিহি ওয়া আাজিলিহি মাা 'আলিমতু মিনহু ওয়া মাা লাম আ'লাম, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খইরি মাা সাআলাকা 'আব্দুকা ওয়া নাবিয়্যুকা, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিন শাররি মাা 'আাযা বিহি আব্দুকা ওয়া নাবিয়্যুকা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া মাা কররাবা ইলাইহাা মিন কাওলিন আও 'আমাল, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিনান্নাারি ওয়া মাা কররাবা ইলাইহাা মিন কাওলিন আও 'আমাল, ওয়া আসআলুকা আন তাজ'আলা কুল্লা ক্বয–য়িন ক্বযইতাহু লী খইরাা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই সার্বিক কল্যাণ; শীঘ্রই ও বিলম্বে যে কল্যাণ সম্পর্কে আমি অবহিত এবং যে সম্পর্কে আমি অনবিহিত। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি সকল প্রকার অনিষ্ট হতে যা সন্নিকটে ও যা দূরে অপেক্ষিত যে বিষয়ে আমি অবগত এবং যে বিষয়ে অনঅবগত। আর আমি তোমার নিকট সেই কল্যাণের আশাবাদী যার প্রার্থনা জানায়েছেন তোমার বান্দা এবং তোমার নবী মুহাম্মদ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আর আমি সেই অমঙ্গল হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি যে অমঙ্গল হতে তোমার বান্দা ও তোমার নবী রক্ষা পেতে চেয়েছেন।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আবেদন জানাই জান্নাতের আর সেই কথা বা কাজের জন্য যা আমাকে জান্নাতের নিকটে নিয়ে যায়। আর আবেদন জানাই জাহান্নামের আগুন হতে তোমার নিকট আশ্রয়ের এবং সেই কথা বা কাজ হতে যা আমাকে তার নিকটে নিয়ে যায়। আর আমার

জন্য তুমি যা নির্ধারিত করে রেখেছ সেই নির্ধারিত বস্তুকে আমার নিমিত্তে মঙ্গলময় করার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই।[১]

« اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالإِسْلاَمِ قَائِمًا، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالإِسْلاَمِ قَاعِدًا، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالإِسْلاَمِ رَاقِدًا، وَلاَ تُشْمِتْ بِيَّ عَدُوًّا وَلاَ حَاسِدًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ ». أخرجه الحاكم.

● [আল্লাহুম্মাহফাযনী বিলইসলামি ক্ব–য়িমাা, আল্লাহুম্মাহফাযনী বিলইসলামি ক্ব–'ইদাা, আল্লাহুম্মাহফাযনী বিলইসলামি র–ক্বিদাা, ওয়া লাা তুশমিত বী 'আদুওওয়ান ওয়া লাা হাাসিদাা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন কুল্লি খইরিন খজাায়িনুহু বিইয়াদিক্, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিন কুল্লি শাররিন খাজাায়িনুহু বিইয়াদিক্]

হে আল্লাহ! আমাকে ইসলামের উপর কায়েম অবস্থায় হেফাজত কর এবং উপবিষ্ট সময়ে ইসলামের সঙ্গে আমাকে সংরক্ষণ কর এবং ঘুমের ঘরেও আমার মাঝে ইসলামকে হেফাজত কর। আর আমার উপর দুশমনকে আনন্দিত করিও না এবং হিংসুককেও না।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সব ধরনের কল্যাণ প্রার্থনা করছি, যার ভাণ্ডার তোমার হাতে এবং আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সার্বিক অকল্যাণ থেকে বাচার লক্ষ্যে। যেহেতু এরও চাবি-কাঠি তোমার হাতে।[২]

« اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا

১. হাদীসটি সহীহঃ আহমাদ হাঃ নং ২৫৫৩৩ ও সিলসিলাহ আস-সহীহাহ হাঃ নং ১৫৪২ ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৮৪৬ শব্দগুলি তার

২. হাদীসটি সহীহঃ তার সকল সুত্রে, হাকেম হাঃ নং ১৯২৪

وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا ». أخرجه الترمذي.

● [আল্লাহুম্মাক্বসিম লানাা মিন খশইয়াতিকা মাা ইয়াহূলু বাইনানাা ওয়া বাইনা মা'আসীক্, ওয়া মিন ত্ব–'আতিকা মাা তুবাল্লিগুনাা বিহি জান্নাতাক্, ওয়া মিনালইয়াকীনি মাা তুহাওবিনু বিহি 'আলাইনাা মুসীবাাতিদ দুনইয়া, ওয়া মাত্তি'নাা বিআসমাা'ইনাা ওয়া আবস্ব–রিনাা ওয়া কুওয়্যাতিনাা মাা আহ্ইয়াইতানাা ওয়াজ'আলহুল ওয়াারিছু মিন্নাা, ওয়াজ'আল ছা'রনাা 'আলাা মান যলামানাা, ওয়ানসুরনাা 'আলাা মান 'আাদাানাা, ওয়া লাা তাজ'আল মুসীবাতানাা ফী দ্বীনিনাা, ওয়া লাা তাজ'আলিদ দুনইয়াা আকবারা হাম্মিনাা ওয়া লাা মাবলাগা 'ইলমিনাা ওয়া লাা তুসাল্লিত্ব 'আলাইনাা মান লাা ইয়ারহামুনাা]

হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে তোমার এমন ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে দাও, যা আমাদের মাঝে ও তোমার (নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা পালনে) আমাদের অবাধ্যতার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং আমাদের মধ্যে তোমার আনুগত্য প্রদান কর যা আমাদেরকে তোমার (প্রস্তুত রাখা) জান্নাতে পৌঁছে দিবে। আর তুমি আমাদের অন্তরে এমন দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে দাও যার ফলে আমাদের জীবনে পার্থিব আপদ-বিপদ সহজ মনে হবে। আর তুমি আমাদেরকে আমাদের কর্ণ দ্বারা, চক্ষু দ্বারা ও শক্তি দ্বারা উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করার সুযোগ দান কর, যতদিন তুমি আমাদেরকে জীবিত রাখ। আর তা আমাদের উত্তরসুরী বানিয়ে দাও। আর আমাদের প্রতি যারা জুলুম করেছে তাদের থেকে তুমি প্রতিশোধ নিয়ে নাও। যারা আমাদের শক্রতা করে তাদের উপর আমাদের বিজয় এনে দাও এবং আমাদের মসিবতের প্রভাব আমাদের দ্বীনের মধ্যে ফেলিও না এবং আমাদের জন্য দুনিয়াকে বড় লক্ষ্য স্থল ও আমাদের দ্বীনি জ্ঞানের বিনিময় বানিয়ে দিওনা। আর আমাদের উপর তাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করো না যারা আমাদের উপর দয়া করে না।[১]

---

১. হাদীসটি হাসানঃ তিরমিযী হাঃ নং ৩৫০২, সহীহুল জামে' হাঃ নং ১২৬৮

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ التَّرَدِّي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا ». أخرجه أبوداود والنسائي.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল হাদম্, ওয়া আ'উযু বিকা মিনাত্তারাদ্দী, ওয়া আ'উযু বিকা মিনাল গরাক্বি ওয়াল হারাক্বি ওয়াল হারাম, ওয়া আ'উযু বিকা আন ইয়াতাখব্বাত্বানিশ শাইত্ব–নু 'ইন্দাল মাওত, ওয়া আ'উযু বিকা আন আমূতা ফী সাবীলিকা মুদবিরা়া, ওয়া আ'উযু বিকা আন আমূতা লাদীগাা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি বিধ্বস্ত হওয়া থেকে, আশ্রয় চাই গর্তে পড়ে যাওয়া থেকে, অতর্কিত হোচট খেয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে এবং আশ্রয় চাই পানিতে ডুবে ও আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করা হতে এবং বার্ধক্যের দুর্বিসহ জীবনে উপনীত হওয়া থেকে। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই মৃত্যুকালে শয়তানের মোহাবিষ্ট হওয়া থেকে। আরো আশ্রয় চাই তোমার রাস্তা থেকে পিছনে পলায়নরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা থেকে। আরো আশ্রয় চাচ্ছি দংশিত হয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ». أخرجه أبوداود والنسائي.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনালজূ'য়ি ফাইন্নাহু বি'সাল যজী', ওয়া আ'উযু বিকা মিনাল খিইয়াানাতি ফাইন্নাহাা বি'সাতিল বিত্ব–নাহ্]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি দুর্ভিক্ষ হতে। কেননা তা খারাপ নিত্য সঙ্গী। তোমার নিকট আশ্রয় চাই বিশ্বাসঘাতকতা থেকে কারণ তা কতই না খারাপ সাথী।[২]

---

১. হাদীসটি সহীহঃ আবু দাউদ হাঃ নং ১৫৫২ শব্দগুলি তার ও নাসাঈ হাঃ নং ৫৫৩১

২. হাদীসটি হাসানঃ আবু দাউদ হাঃ নং ১৫৪৭ ও নাসাঈ হাঃ নং ৫৪৬৮

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ». أخرجه أبوداود والنسائي.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিলাল ফাক্বরি ওয়াল ক্বিল্লাতি ওয়াযযিল্লাহ, ওয়া আ'উযু বিকা মিন আন আযলিমা আও উযলাম]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে এবং অর্থ ঘাটতি ও অপমান থেকে। আর তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আমার অত্যাচার অন্যের প্রতি করা থেকে অথবা আমার প্রতি অন্যের অত্যাচার থেকে।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ ، وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ ، وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ ، وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ». أخرجه الطبراني.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন ইয়াওমিসসূয়ি, ওয়া মিন লাইলাতিসসূয়ি, ওয়া মিন সাা'আতিসসূয়ি, ওয়া মিন স–হিবিসসূয়ি, ওয়া মিন জাারিসসূয়ি ফী দাারিল মাক্ব–মাহ]

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই বিপদের দিনে ও বিপদের রাত্রে এবং বিপদের মুহূর্তে ও দুষ্ট সঙ্গী হতে এবং স্থায়ী ঠিকানার খারাপ প্রতিবেশি হতে।[২]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ». أخرجه النسائي في الكبرى.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন জাারিসসূয়ি ফী দাারিল মাক্ব–মাহ, ফাইন্না জাারাল বাাদিইয়াতি ইয়াতাহাওওয়াল্]

১. হাদীসটি সহীহঃ আবু দাউদ হাঃ নং ১৫৪৪, শব্দগুলি তার নাসাঈ হাঃ নং ৫৪৬০

২. হাদীসটি হাসানঃ নাসাঈ ফিল কাবীরঃ ১৭/২৯৪, সহীহুল জামে'ঃ ১২৯৯

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি স্থায়ী ঠিকানার অসৎ প্রতিবেশি হতে। কারণ যাযাবর জীবনের প্রতিবেশি পরিবর্তন হয়।[1]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا ». أخرجه أحمد وابن ماجه.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা 'ইলামান নাাফি'আা, ওয়া রিজক্বন তৃইয়িবাা, ওয়া 'আমালান মুতাক্বব্বালাা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই উপকারী জ্ঞানের এবং পবিত্র রিজিকের এবং গ্রহণযোগ্য আমল।[2]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ». أخرجه أبوداود والنسائي.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইয়াল্লাহু বিআন্নাকাল ওয়াাহিদুল আহাদুস্‌সমাদ, আল্লাযী লাম ইয়াদিল ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহাদ্‌, আন তাগফিরা লী যুনূবী ইন্নাকাল গফূরুর রহীম]

হে আল্লাহ! তুমি এক, একক। যার নিকট সকল কিছুই মুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তোমার নিকট আমি এই ফরিয়াদ করি যে, তুমি আমার যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দাও। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।[3]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ إِنِّي أَسْأَلُكَ ». أخرجه أبوداود والنسائي.

---

১. হাদীসটি হাসানঃ নাসাঈ ফিল কাবীরঃ ৭৯৩৯ ও সিলসিলাতুস সাহীহাহঃ ১৪৪৩

২. হাদীসটি সহীহঃ আহমাদ হাঃ নং ২৭০৫৬ ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৯২৫, শব্দগুলি তার

৩. হাদীসটি সহীহঃ আবু দাউদ হাঃ নং ৯৮৫ ও নাসাঈ হাঃ নং ১৩০১, শব্দগুলি তার

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্না লাকাল হামদ্, লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তাল মান্নাানু বাদী'উস সামাাওয়াাতি ওয়ালআরয্, ইয়া জালাালি ওয়ালইকরাাম, ইয়াা হাইয়ু ইয়াা ক্বইয়ূমু ইন্নী আসআলুক্]

হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে প্রার্থনা জানাচ্ছি এই যে, সকল প্রশংসা তোমার নিমিত্তে, তুমি ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই, অসীম দয়ালু হে আসমান ও যমীন সৃষ্টিকারী মহিয়ান, মহানভব, চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর সত্ত্বা, নিশ্চয় আমি তোমার কাছে আবেদন জানাই।[১]

« **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নী আশহাদু আন্নাকা আন্তাল্লাাহু লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তাল আহাদুস্‌সমাদ, আল্লাযী লাম ইয়াদিল ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহাদ্]

হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে প্রার্থনা জানাই, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চিয় তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তুমি একক, অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমকক্ষ কেউ নেই।[২]

« **رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ** ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

● [রব্বিগফির লী ওয়াতুব 'আলায়্যা ইন্নাকা আন্তাত্তাওয়াাবুর রহীম]

প্রভু হে! তুমি আমাকে মার্জনা কর, আমার প্রতি ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু।[৩]

---

১. হাদীসটি সহীহঃ আবু দাউদ হাঃ নং ১৪৯৫, নাসাঈঃ হাঃ নং ১৩০০, শব্দগুলি তার

২. হাদীসটি সহীহঃ তিরমিযী হাঃ নং ৩৪৭৫ শব্দগুলি তার, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৮৫৭

৩. হাদীসটি সহীহঃ তিরমিযী হাঃ নং ৩৪৩৪, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৮১৪, শব্দগুলি তার

« اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ». أخرجه النسائي.

● [আল্লাহুম্মা বি'ইলমিকাল গাইব, ওয়া কুদরতিকা 'আলাল খলক্বি আহ্য়ীনী মাা 'আলিমতাল হাইয়াাতা খইরান লী, ওয়া তাওয়াফফানী ইযাা 'আলিমতাল ওয়াাফাতা খইরান লী, আল্লাহুম্মা ওয়া আসআলুকা খশইয়াতিকা ফিলগাইবি ওয়াশশাহাাদাহ্, ওয়া আসআলুকা কালিমাতাল হাক্কি ফিররিয– ওয়ালগযাব্, ওয়া আসআলুকা ক্বস্দা ফিলফাক্বরি ওয়ালগিনাা, ওয়া আসআলুকা না'য়ীমান লাা ইয়ানফাদ্, ওয়া আসআলুকা কুররাতা 'আইনিন লাা তানক্বত্বি', ওয়া আসআলুকার রিযাা বা'দাল ক্বযাা, ওয়া আসআলুকা বারদাল 'আইশি বা'দাল মাওত্, ওয়া আসআলুকা লায্যাতান নাযারি ইলাা ওয়াজহিকা ওয়াশশাওক্বা ইলাা লিক্ব–য়িকা ফী গইরি যররাায়া মুযিররাতিন ওয়া লাা ফিতনাতিন মুযিল্লাহ, আল্লাহুম্মা জাইয়িননাা বিজীনাতিল ঈমাানি ওয়াজ'আলনাা হুদাাতান মুহতাদীন]

হে আল্লাহ! আমি প্রার্থনা জানাই তোমার ইলমে গায়েব এবং সমস্ত সৃষ্টির উপর তোমার সার্বিক ক্ষমতাকে মাধ্যম করে, তোমার জ্ঞানে আমার জীবিত থাকা যতদিন আমার জন্য কল্যাণকর হয় ততদিন আমাকে জীবিত রাখ। তখন আমার মৃত্যু ঘটাও, তোমার জ্ঞানে যখন আমাকে মৃত্যু দেয়া আমার জন্য কল্যাণকর হয়।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এই বলে প্রার্থনা জানাই যে, নির্জনে ও লোকালয়ে তোমার ভয়-ভীতি (আমার অন্তরে) সৃষ্টি করে দাও। আর

আমি তোমার নিকট তওফিক চাই হক কথা বলার খুশী ও অখুশীর অবস্থায়। আমি তোমার নিকট আরো আবেদন জানাই মিতব্যয়ী হওয়ার, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার অবস্থায়। আমি তোমার নিকট এমন নেয়ামত চাই যা শেষ হয় না এবং চোখ জুড়ান এমন বস্তু চাই যার অবসান হবে না। আমি চাই তোমার নিকট ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্টি। আমি তোমার কাছে কামনা করি মৃত্যুর পর আনন্দময় জীবনের। আমি তোমার চেহারা দর্শন করে আনন্দ পেতে চাই। আমি তোমার সাক্ষাতের আকাঙ্খী। যাতে কোন ক্ষতিকারকও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই এবং পথভ্রষ্টকারীর ভ্রষ্টতা নেই।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তরকে ঈমানী সৌন্দর্যে বলিয়ান কর এবং আমাদেরকে হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের পথ-প্রদর্শনকারী কর।[১]

« اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي ». أخرجه الترمذي.

● [আল্লাহুম্মা মাত্তি'নী বিসাম'য়ী ওয়া বাস্‌রী ওয়াজ'আলহুমাল ওয়াারিছা মিন্নী ওয়ানসুরনী 'আলাা মান ইয়াযলিমুনী ওয়া খুয মিনহু বিছা'রী]

হে আল্লাহ! তুমি আমার কর্ণ দ্বারা এবং চক্ষু দ্বারা উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করাও। এই দু'টিকে আমার ওয়ারিস বানিয়ে দাও। যে আমার প্রতি অত্যাচার করবে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর এবং তার কাছ থেকে আমার প্রতিশোধ নিয়ে নাও।[২]

« اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا وَفِي مُدِّنَا وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ». أخرجه مسلم.

---

১. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ১৩০৫

২. হাদীসটি হাসানঃ তিরমিযী হাঃ নং ৩৬৮১, তোহফাতুল আহওয়ারী

● [আল্লাহুম্মা বাারিক লানাা ফী মাদীনাতিনাা ওয়া ফী ছিমাারিনাা ওয়া ফী মুদ্দিনাা ওয়া ফী স্ব–'ইনাা বারাকাতান মা'আ বারাকাহ্]

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মদীনায় ও ফলে বরকত দাও এবং আমাদের (শস্য মাপের মাপ যন্ত্র) মুদ ও 'সা'য়ে বরকত দান কর, বরকতের উপর বরকত দাও।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ ». أخرجه أحمد النسائي.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিন গলাবাতিদ দাইনি ওয়া গালাবাতিল 'আদুওবি ওয়া শামাাতাতিল আ'দাা']

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি ঋণের বোঝা এবং শত্রুর প্রধান্য বিস্তার হতে এবং আমার বিপদে শত্রুদের হাস্যরস হতে।[২]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي ». أخرجه أبوداود والترمذي.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বি'আযামাতিকা আন উগতালা মিন তাহ্তী]

হে আল্লাহ! আমি তোমার মহত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নদেশ হতে আগত বিপদ হতে তথা ভূমি ধ্বসে আকস্মিক মৃত্যু হতে।[৩]

« اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلَا هَادِيَ لِمَا أَضْلَلْتَ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا

১. মুসলিম হাঃ নং ১৩৭৩

২. হাদীসটি হাসানঃ আহমাদ হাঃ নং ৬৬১৮, সিলসিলাতুস সাহীহা হাঃ নং ১৫৪১ ও নাসাঈ হাঃ নং ৫৪৭৫, শব্দগুলি তার

৩. হাদীসটি সহীহঃ আবু দাউদ হাঃ নং ৫০৭৪, নাসাঈ হাঃ নং ৫৫২৯, শব্দগুলি তার

أَعْطَيْتَ وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنْ الرَّاشِدِينَ.

اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ اللَّهُمَّ قَاتِلْ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اللَّهُمَّ قَاتِلْ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَهَ الْحَقِّ». أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد.

● হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার নিমিত্তে। হে আল্লাহ তুমি প্রসারিত করলে তাতে কেউ কজ্জাকারী নেই। তুমি যা কজা করে নাও তা কেউ প্রসারিত করতে পারে না। আর যাকে গোমরাহ্ কর তাকে কেউ হেদায়েতদানকারী নেই। আর যাকে তুমি সৎপথ দেখাও তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। তুমি যা দেয়া হতে বাঁধা প্রদান কর, তা কেউ দিতে পারে না। তুমি যা দাও তা দেয়ার ব্যাপারে বাঁধা প্রদান করতে পারে না। যা তুমি দূরে করে দিয়েছ তা কেউ নিকটবর্তী করতে পারে না। যা তুমি নিকটবর্তী করেছ তাকে কেউ দূরে সরিয়ে দিতে পারে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর তোমার বরকত, তোমার রহমত, তোমার অনুগ্রহ এবং তোমার রিজিক বিস্তৃত করে দাও।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি স্থায়ী নিয়ামত যা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না এবং বিলুপ্ত হয় না। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট নেয়ামত ভিক্ষা চাই, খাদ্য চাই সংকটের দিনে এবং নিরাপত্তা ভিক্ষা চাই ভয়-ভীতির দিনে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করি সে জিনিসের ক্ষতি থেকে যে জিনিস আমাদেরকে দান করেছ। আর যা

দেয়া থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করেছ তার ক্ষতি হতে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করে দাও এবং তাকে আমাদের হৃদয়গ্রাহী করে দাও কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করে দাও আমাদের নিকট অপ্রিয়। তুমি আমাদেরকে সৎপথ অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইসলামের অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং ইসলামের অবস্থায়ই জীবিত রাখ। নেক লোকদের সাথে মিলিত কর। অপমানিত ও লাঞ্ছিতদের কাতারে শামীল করো না।

হে আল্লাহ! যারা তোমার রসূলগণকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে এবং তোমার (হেদায়াতের) পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদেরকে ধ্বংস কর এবং তাদের প্রতি তোমার শাস্তি ও আজাব অবধারিত কর।

হে আল্লাহ তুমি ধ্বংস কর কাফিরদেরকে, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। হে সত্য মাবুদ।[১]

« اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুওবুন কারীমুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী]

হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, মহানুভব, তুমি মার্জনা পছন্দ কর, কাজেই আমাকে তুমি মার্জনা কর।[২]

« اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي». أخرجه أحمد وابن ماجه.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুওবুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী]

---

১. হাদীসটি সহীহঃ আহমাদ হাঃ নং ১৫৫৭৩, শব্দগুলি তার ও বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদ হাঃ নং ৭২০

২. হাদীসটি সহীহঃ তিরমিযী হাঃ নং ৩৫১৩, শব্দগুলি তার, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৮৫০

● হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, তুমি মার্জনা পছন্দ কর। অতএব, আমাকে মার্জনা কর।[১]

« اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ». أخرجه مسلم.

● [আল্লাহুম্মা আ'ঊযু বিরিয–কা মিন সাখাত্বিক্, ওয়া বিমু'আফাাতিকা মিন 'উকূবাতিক্, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিনকা লাা উহসী ছানাান 'আলাইকা আন্তা কামাা আছনাইতা 'আলাা নাফসিক্]

হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার অসন্তুষ্টি হতে তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে, আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই তোমার শাস্তি হতে তোমার ক্ষমার দ্বারা। আর আমি তোমার নিকট তোমারই আশ্রয় চাই। আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারি না। তুমি তেমন, যেমন তুমি স্বয়ং তোমার প্রশংসা করেছ।[২]

---

১. হাদীসটি সহীহঃ আহমাদ হাঃ নং ২৫৮৯৮ ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৮৫০

২. মুসলিম হাঃ নং ৪৮৬

তৃতীয় পর্ব
এবাদত

এতে রয়েছেঃ

১. পবিত্রতার অধ্যায়
২. সালাত অধ্যায়
৩. জানাযা অধ্যায়
৪. জাকাত অধ্যায়
৫. রোজা অধ্যায়
৬. হজ্ব ও উমরা অধ্যায়

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَال: فَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وأن محمـــدا رسول الله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَـــجِّ الْبَيْتِ». متفق عليه.

অব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি: আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ [ﷺ] আল্লাহর রসূল-এর সাক্ষ্য প্রদান, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, জাকাত প্রদান করা, রমজান মাসের রোজা রাখা ও বাইতুল্লাহ-এর হজ্ব করা।"
[বুখারী হঃ নং ৮ ও মুসলিম হাঃ নং ১৬ শব্দগুলি মুসলিমের]

এবাদতসমূহ

১. পবিত্রতার অধ্যায়

এতে রয়েছেঃ

১. পবিত্রতা
২. পেশাব-পায়খানা শেষে পানি ও ঢিলা ব্যবহার
৩. স্বভাবজাত সুন্নতসমূহ
৪. ওযুর বিধান
৫. মোজার উপর মাসেহ করার বিধান
৬. গোসলের বিধান
৭. তায়াম্মুমের বিধান
৮. মহিলাদের মাসিক ঋতু ও প্রসূতির রক্তের বিধান

قال الله تعالى:

) (' & % $ # " !)

1 0 / . - , + *

B A @ ? > = < ; : 9 8 6 5 4 3

M L K J I H G F E D C

W V U T S R P O N

_ ^] \ [Z Y X

[المائدة/ ٦]) a `

আল্লাহর বাণীঃ

“হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং পদযুগল গিঁটসহ। যদি তোমরা অপবিত্র হও, তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অত:পর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও-স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; বরং তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান-যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।” [সূরা মায়েদাঃ ৬]

শরিয়তের কিছু নীতিমালা

¿ ইসলামী ফেকাহর উৎসঃ

কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা' ও কিয়াস। কুরআন ও সুন্নাহই হচ্ছে শরিয়তের দলিল-প্রমাণের মূল। আর এজমা ও কিয়াস তার শাখা।

ইজমা' হলোঃ শরিয়তের কোন বিধানের উপর উম্মতের সমস্ত বিদ্বানগণের ঐক্যমত পোষণ করা; যার ভিত্তি হবে কুরআন ও সুন্নাহ। যেমনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজের ব্যাপারে এজমা'।

কিয়াস হলোঃ কোন শাখাকে আসলের সাথে এমন কারণের জন্য সংযুক্তকরণ যা দু'টিকে একত্র করে। যেমনঃ মাদকতার কারণে মাদকদ্রব্যকে হারাম করা মদের উপর কিয়াস করে।

¿ শরিয়তের বিধানসমূহের প্রকারঃ

শরিয়তের বিধানগুলো পাঁচ প্রকারঃ

প্রথমঃ ওয়াজিব-ফরজঃ ইহা হলো যেগুলো শরিয়ত দৃঢ়তার সাথে করার জন্য নির্দেশ করেছে। যা করলে সওয়াব এবং ত্যাগ করলে শাস্তি রয়েছে। যেমনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত।

দ্বিতীয়ঃ মুস্তাহাব-উত্তমঃ ইহা হলো যেগুলো করার প্রতি শয়িরত দৃঢ়তার সাধে নির্দেশ করেনি। যা করলে সওয়াব রয়েছে এবং ত্যাগ করলে কোন পাপ নেই। যেমনঃ নফল সালাত, নফল রোজা, নফল দান ও জিকির ইত্যাদি। এগুলোকে মান্দূব, মাসনূন ও তাত্বাও'যু বলা হয়।

তৃতীয়ঃ হারামঃ ইহা হলো যা ত্যাগ করার প্রতি দৃঢ়তার সাথে নির্দেশ করেছে। এর ত্যাগকারীকে সওয়াব এবং কর্তাকে শাস্তি দেয়া হবে। যেমনঃ কুফরি, শিরক, জেনা, সুদ খাওয়া, জুলুম, সীমা লঙ্ঘন ইত্যাদি কবিরা ও হারাম কার্যাদি।

চতুর্থঃ মাকরুহঃ ইহা হচ্ছে যা ত্যাগ করার প্রতি শরিয়ত দৃঢ়তার সাধে নির্দেশ করেনি। এর ত্যাগকারীকে সওয়াব দেয়া হবে এবং কর্তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। যেমনঃ সালাতরত অবস্থায় চেহারার উপর কাপড় ঝুলানো ইত্যাদি।

পঞ্চম: মুবাহ: ইহা হলো যেসব বিষয়ে কোন নির্দেশ ও নিষেধ দেয়নি। যেসব জিনিস করা ও না করার ব্যাপারে আল্লাহ মুসলিম ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দান করেছেন। যা করলে কোন সওয়াব নেই এবং ত্যাগ করলেও কোন পাপ নেই। যেমন: পবিত্র খাদ্যরাজি হতে ভক্ষণ---, পানি ও স্থলচর প্রাণী শিকার----, আহলে কিতাবের খাদ্য খাওয়া ও তাদের সতী-সাধ্বী নারীকেরকে বিবাহ করা।

আর কখনো মুবাহ জিনিস করার সময় আল্লাহর এবাদতের নিয়ত করলে তাতে সওয়াব মিলবে। আর কখনো মুবাহ-এর দ্বারা কল্যাণ পর্যন্ত পৌঁছাই তখন সেগুলো নির্দেশিত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। আর কখনো মুবাহ অনিষ্ট পর্যন্ত পৌঁছাই তখন সেগুলোকে নিষেধকৃত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে।

¿ নবী [ﷺ]-এর বাণী ও কাজের সূক্ষ্ম বুঝ:

নবী [ﷺ] যখন কোন কাজের প্রতি উৎসাহিত করেন বা তা থেকে নিষেধ করেন। অত:পর তিনি সেটির বিপরীত করেন, তাহলে তা জায়েজ আছে তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু তার চাইতেও যা উত্তম তিনি সর্বদা তাই করতেন।

এর উদাহরণ: নবী [ﷺ] তিনবার করে ওযুর অঙ্গগুলো ধৌত করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। এরপর তিনি একবার ও দুইবার করেও ধৌত করেছেন। তিনি দাঁড়িয়ে পান করতে বারণ করেছেন কিন্তু নিজে দাঁড়িয়ে পান করেছেন। তিনি হেঁটে ও সোয়ারীর উপরে চড়ে কাবা ঘরের তওয়াফ করেছেন। তিনি খালি পায়ে চলেছেন এবং সেন্ডেল-জুতা পরেও চলেছেন। এসব ও অন্যান্য সবই জায়েজ বর্ণনা করার জন্য করেছেন।

কিন্তু তিনি [ﷺ] সর্বদা যেটি উত্তম তা করেছেন। যেমন: তিনবার করে ওযুর অঙ্গগুলো ধৌত করা, বসে পান করা, পায়ে হেঁটে তওয়াফ করা এবং সেন্ডেল-জুতা পরে চলা।

আর তাঁর বাণী কাজের উপরে অগ্রাধিকার; কারণ কাজ তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট হওয়ার অবকাশ রয়েছে। আর বাণী সাধারণভাবে নিশ্চিত।

¿ ইসলামী ফেকাহতে কিছু নীতিমালা ও উসুল:

Ø নিশ্চিত বিষয়ের প্রতি সন্দেহ কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

Ø প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃতিই হলো পবিত্র যদি তার অপবিত্রতার ক্ষেত্রে কোন দলিল না পাওয়া যায়।

Ø দায়িত্বমুক্ত হওয়াই হলো প্রকৃত ব্যাপার। তবে যদি দলিল পাওয়া যায়--।

Ø প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃতিই হলো পবিত্র তবে যদি অপবিত্রর দলিল পাওয়া যায়।

Ø কঠিনই সহজতাকে বয়ে আনে।

Ø অতি প্রয়োজনীয়তা নিষিদ্ধ বস্তুকে জায়েজ করে, তবে তা প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষেই নির্ধারিত হবে (অতিরিক্ত নয়)।

Ø অপারগতার ক্ষেত্রে বাধ্য করা হয় না।

Ø অতি প্রয়োজনে হারাম থাকে না।

Ø কল্যাণ বাস্তবায়নের চেয়ে অকল্যাণ দমনই অগ্রাধিকার।

Ø একাধিক কল্যাণ সামনে উপস্থিতির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কল্যাণ ও একাধিক অকল্যাণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্নটি গ্রহণ করা হয়।

Ø কারণ দ্বারাই পক্ষে ও বিপক্ষে ফয়সালা হয়ে থাকে।

Ø আবশ্যকতাই বাধ্য করে।

Ø দলিল ব্যতীত এবাদত না করাই হলো এবাদতের আসল এবং শরীয়তে হারাম সাব্যস্ত না হওয়া ব্যতীত আদত-স্বভাব, লেনদেন ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সবই জায়েজ।

Ø মুস্তাহাব বা বৈধতার দলিল ব্যতীত শরীয়তের আদেশ সাধারণত ওয়াজিব বুঝায়।

Ø মকরুহ হওয়ার দলিল ব্যতীত শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা সাধারণত হারামই বুঝায়।

Ø উপকারী বস্তুর ব্যবহার সাধারণত হালাল এবং ক্ষতিকারক বস্তুর ব্যবহার সাধারণত হারাম।

¿ নবী [ﷺ]-এর কার্যাদিঃ

নবী [ﷺ]-এর কার্যাদি তিন প্রকারঃ

প্রথমঃ যেসব কার্যাদি শুধুমাত্র স্বভাবগত; যা মানবীয় চাহিদার অন্তর্গত। যেমন দাঁড়ানো, বসা, পানাহার, নিদ্রা, জাগা। এসব নবী [ﷺ] শরিয়ত ও অনুসরণের জন্য করেননি। তাই কেউ বলবে না যে, নবী [ﷺ]-এর অনুকরণে আমি দাঁড়াব ও বসব আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য।

দ্বিতীয়ঃ যেসব কার্যাদি তিনি করেছেন শুধুমাত্র বিধিবিধানের জন্য। যেমনঃ সালাতের কার্যাদি, হজ্ব ইত্যাদির কার্যাদির শরিয়তের বিধানসমূহ। এসব ও অন্যান্য নবী [ﷺ]-এর কার্যাদি তাঁর অনুসরণের জন্য। এগুলো ঐরূপ করব যেভাবে তিনি [ﷺ] করেছেন। আর ইহাই অধিকাংশ অবস্থা। অতএব, আমাদের প্রতি ফরজ হলো নবী [ﷺ]-এর সীরাত ও সুন্নতের অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

তৃতীয়ঃ যেসব কার্যাদি শরিয়ত ও স্বভাবগত উভয়টি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। আর এর নীতিমালা হলোঃ যা মানবীয় স্বভাবের অন্তর্গত কিন্তু কোন এবাদতে কাজটি ঘটেছে কিংবা এবাদতের মাধ্যম হিসেবে হয়েছে। যেমন হজ্বে বাহনের উপর আরোহণ করা, সালাতে জালসাহ ইস্তরাহ করা, ঈদের সালাতের পর অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করা, ফজরের দুই রাকাত সুন্নত ও ফরজ সালাতের পর ডান কাঁধ হয়ে শোয়া, মিনা হতে রওয়ানা হওয়ার পর মুহাস্‌সাবে অবতারণ করা ইত্যাদি। এসব ও অন্যান্য কার্যাদি দুই ধরনের সম্ভবনা রয়েছে। অতএব, যে চাইবে করবে আর যে চাইবে করবে না।

¿ শরিয়তের নির্দেশাবলী পালন করার বিধানঃ

আল্লাহ তা'য়ালার আদেশসমূহ সহজ-সরল ও সাধ্যপর। অতএব, বান্দা যেন তার সাধ্যমত তা পালন করে এবং সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা হতে বেঁচে থাকে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

Z © لِّأَنفُسِكُمْۗ ~ } | { z y x w [
التغابن: ١٦

"তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর। ইহা তোমাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর ।" [সূরা তাগাবুন: ১৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা (রা:) নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন:"আমি তোমাদেরকে যে আদর্শের উপর ছেড়ে যাচ্ছি তোমরা তার উপরই অটল থাকবে। তোমাদের পূর্বে যারা ছিল নিশ্চয়ই তারা তাদের নবীদেরকে বহু জিজ্ঞাসাবাদ ও তাঁদের সাথে বিরোধিতার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি তা থেকে তোমরা দূরে থাকবে এবং যা আমি আদেশ করি সাধ্যমত তা পালন করবে।"[১]

¿ সৎআমল কবুলের শর্তসমূহ:

সৎআমল হলো যার মধ্যে তিনটি জিনিস পূর্ণ পাওয়া যাবে:

প্রথম: আমলটি একমাত্র আল্লাহর জন্যে হতে হবে; কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

t s r q p o n m l k j i h)

[البينة/٥]. (y x w v

"তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে এবং

১. বুখারী হাঃ নং ৭২৮৮ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৩৩৭

জাকাত দেবে। এটাই সঠিক দ্বীন।" [সূরা বায়্যিনা: ৫]

দ্বিতীয়: রসূলুল্লাহ [ﷺ] আল্লাহর নিকট থেকে যে শরিয়ত এনেছেন সে মোতাকেব হতে হবে; কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

~ } | z y w v u t s r q p)

ٱلۡعِقَابِ ۞) [الحشر/٧].

"রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা হাশর:৭]

তৃতীয়: আমলকারীকে মুমিন হতে হবে; কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

d c b a ` _ ^] \ [Z Y)

.[النحل/٩٧] (l k j i h g f

"যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।"
[সূরা নাহল:৯৭]

যে কোন আমলে উক্ত তিনটি শর্তের কোন একটি অনুপস্থিত হলে সে আমল বাতিল বলে গণ্য হবে এবং কবুল হবে না।

ç يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ كَانَ â à قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ]

١١٠ :الكهف Z ï î بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ ë ê é è

"বলুন, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরিক না করে।"
[সূরা কাহাফ:১১০]

¿ যেসব বৈশিষ্ট্য সম্মিলিত আমল সম্পাদন করা প্রয়োজনঃ

প্রতিটি আমল এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্মিলিত আদায় করা হওয়া জরুরি; যাতে করে আমলটি ফলদার ও কবুল হয়। চাই তা এবাদত হোক যেমনঃ সালাত, জাকাত, রোজা, হজ্ব ইত্যাদি। অথবা লেনদেন হোক যেমনঃ বেচাকেনা, ভাড়া, মীমাংসা ও ওকালতি ইত্যাদি, কিংবা আদব-শিষ্টাচার, সম্পর্ক-আচার-অনুষ্ঠান, জিকির-আজকার, দোয়া ইত্যাদি। এ ছাড়া আল্লাহর আদেশ হোক যেমনঃ আল্লাহর প্রতি দা'ওয়াত, তার শরিয়তের শিক্ষা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ। অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী যা প্রতি আমলে উপস্থিত পাওয়া জরুরি যাতে আমলটি ফলপ্রসূ ও মকবুল হয় তা নিম্নরূপঃ

১. এ একিন রাখা যে, যে আমলের নির্দেশ আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল প্রদান করেছেন; এর মাঝে শুধুমাত্র নি:সন্দেহে দুনিয়া-আখেরাতে আমাদেরই প্রয়োজন এবং নাজাত ও উত্তীর্ণ রয়েছে।

২. আমল এখলাসের সাথে তথা একমাত্র আল্লাহ ওয়াহদাহু লাা শারীকের জন্য করা; কারণ তিনিই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং হেদায়েত দিয়েছেন। আর আমল করার প্রতি তিনিই আমাদেরকে সাহায্য ও তার প্রতি দৃঢ় থাকার শক্তি দান করেছেন। দ্বীনের আমল অনেক মূল্যবান তার মূল্য আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত আর কেউ দিতে পারবে না। অতএব, আসমান-জমিনে যারাই আছে সকলে মিলে একটি তসবিহর মূল্য প্রদান করতে পারবে না। সুতরাং, যিনি তোমার প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন একমাত্র তাঁরই জন্য আমলকে নির্দিষ্ট করুন। তিনি একক তাঁর কোন শরিক নেই।

৩. প্রতিটি আমলে নবী [ﷺ]-এর একচ্ছত্র অনুসরণ ও অনুকরণ; তাই তিনি যেভাবে করেছেন হুবহু সেইভাবে আমরা আমল করব। আর মনে করব আচ্ছা যদি নবী [ﷺ] আমাদের সামনে হাজির থাকতেন বা আমার স্থলে হতেন তাহলে কি করতেন। অতএব, জানা থাকলে সে মোতাকেব আমল করব। আর যদি জানা না থাকে তবে যিনি সঠিকভাবে জানেন তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করে নিব।

৪. আমলের প্রদানের কথা স্মরণ কর; কারণ আমল ভারী জিনিস।

অতএব, যখন আমলের সওয়াব ও প্রতিদান জানব তখন তা করা আমাদের প্রতি সহজ হয়ে যাবে। এ ছাড়া সর্বদা ও বেশি বেশি করতে ও তার প্রতি অন্যদেরকে আহ্বান করতেও পারব। সুতরাং, আমরা জিকির, সালাত, রোজা, হজ্ব, আল্লাহর প্রতি দা'ওয়াত ও আত্মীয়তা বন্ধন মজবুতকরণ ইত্যাদি নেক আমলের ফজিলত জানার চেষ্টা করব। যার ফলে সেগুলো করা আমাদের জন্য অতি সহজ হয় এবং সদা-সর্বদা করতে পারি।

৫. এহসানের সাথে এবাদত করা অর্থাৎ—এমনভাবে এবাদত করা যেন, আপনি আল্লাহকে দেখছেন। আর যদি এমনটি না হয় তবে তিনি অবশ্যই আমাদেরকে দেখছেন মনে করা। মনে করতে হবে যে আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই আমাদেরকে দেখতেছেন, তিনি আমাদের কথাবার্তা শুনতেছেন, তিনি আমাদের অবস্থাসমূহ জানেন এবং প্রতি চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করছেন। এতএব, তাঁরই জন্য আমাদের প্রতিটি আমল এহসানের সাথে করব। আর এমনভাবে এবাদত করব যেন আমরা তাঁকে দেখতেছি এবং মনে করব তিনি আমাদের সবকিছু অবলোকন করতেছেন যার প্রতি আমাদেরকে তার প্রতিদান দিবেন। সুতরাং, বান্দা চাই একাকী হোক বা সবার সাথে হোক সর্বাবস্থায় সমানভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্যই এবাদত করে। সে একমাত্র আল্লাহর দিকে তার অন্তর ও শরীর দ্বারা নিবেদিত হয় এবং তিনি ছাড়া আর কারো দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না।

তাই যে ব্যক্তি মানুষের সামনে তার আমলকে উত্তম করে আর একাকী হলে বিনষ্ট করে, সে খালেককে ছেড়ে মখলুকের মহত্ত্বকে বড় করে স্মরণ করে। আর ইহাই তো হচ্ছে মুনাফেকী।

৬. সাধনা ও প্রচেষ্টা করা; তাই আমরা আমাদের নফ্সের সাথে যুদ্ধ করে প্রতিটি নেক আমল করার জন্য প্রতিযোগিতা করব। আর নফ্সকে তার প্রিয় ও বাসনার জিনিস হতে বারণ করে আল্লাহ তা'য়ালার যা প্রিয় ও পছন্দ তা করার প্রতি বাধ্য করব। এ ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমরা সর্বপ্রকার শক্তি ব্যয় করব এবং তিনি যা পছন্দ করেন তা করব ও যা অপছন্দ করেন তা ত্যাগ

করব।

৭. সত্যিকারে বান্দা তো সেই, যে আল্লাহর ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছার উপর অগ্রাধিকার দেয়। তাই সে তার নফ্স যা পছন্দ করে তার উপরে আল্লাহর পছন্দনীয় বস্তুকে অগ্রাধিকার দেয়। অতএব, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তওফিক দান করেন সেই শুধুমাত্র সাধনা ও প্রচেষ্টা করতে পারে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[p q r s t ؛ v w x y z Z العنكبوت: ٦٩

"যারা আমাদের পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, অমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।" [সূরা আনকাবূত: ৬৯]

আমরা যখন এসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্মিলিত আমল করব তখন জ্ঞান ও আমল এবং সুন্দর গুণাবলীর প্রচার ও প্রসার ঘটবে। আর যখন এসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী ছাড়া জ্ঞান ও আমল দ্বারা আমল করব তখন জ্ঞান ও আমলের প্রসার ঘটবে কিন্তু বৈশিষ্টের প্রচার হবে না। এ ছাড়া বেশি বেশি ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও মতানৈক্য, ছাড়ার সুযোগ তালাশ, অলসতা, রিয়া-লোকাচার, ফেতনার প্রবল হাওয়া এবং ফের্কাবন্দী ও দলাদলির প্রচার ও প্রসার ঘটবে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ © ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ´
¶ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ
وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟
دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾ Z الروم: ٣٠ – ٣٢

"আপনি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে

না। সবাই তার অভিমুখী হও এবং ভয় কর, সালাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা তাদের দ্বীনে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লাসিত।” [সূরা রূম:৩০-৩২]

অতএব, যে ব্যক্তি উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্মিলিত আমল করবে সে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর ওয়াদাসমূহ অর্জন করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি এসব বৈশিষ্টের কোন একটি ত্যাগ করত: আমল সম্পাদন করবে সে তার আমলের প্রতি যে ওয়াদা করা হয়েছে তা অর্জন করতে পারবে না। এ ছাড়া সে লোকসান হতে রেহাই পাবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি সূরা আসরে বর্ণিত চারটি মাধ্যম ও উপকরণ পুরা করবে সে নাজাত পাবে।

, + *) (' & % $ # " ! [

العصر: ١ - ٣ Z 1 0 / . -

“সপথ যুগের, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকিদ করে সত্যের এবং তাকিদ করে সবরের।” [সূরা আসর:১-৩]

¿ আমলের বিপদ:

আমলকারী যখন কোন নেক আমল করে যেমন: সালাত, রোজা, দান-খয়রাত ইত্যাদি তখন তার সামনে তিনটি বিপদ পেশ হয়। আর তা হলো: আমল দেখানোর জন্য করা, তার বদলা তালাশ করা এবং তা দ্বারা সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তিলাভ করা। অতএব;

১. যে ব্যক্তি তার আমলকে কাউকে দেখানো হতে মুক্ত করবে; কেননা সে তার প্রতি আল্লাহর যে অনুগ্রহ ও তওফিক রয়েছে তা অবলোকন করে এবং ইহা আল্লাহ থেকে হয় কোন বান্দা থেকে নয় এ কথার একিন রাখে।

২. আর যে তার আমলকে প্রতিদান পাওয়ার আশা হতে মুক্ত করে; কেননা তার জানা যে, সে তার মালিকের একজন দাস মাত্র, তার

খেদমতের জন্য কোন মজুরীর হকদার নয়। কিন্তু যদি তার মালিক তার কাজের কোন প্রতিদান দেয় তা তার মালিকের পক্ষ থেকে এহসান ও অনুগ্রহ মাত্র আমলের বদলা নয়।

৩. আর যে তার আমলের দ্বারা সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তিলাভ থেকে আমলকে মুক্ত করে; কারণ সে জানে তার কাজে দ্রুটি ও কমতি এবং নিজের প্রবৃত্তি ও শয়তানের অংশ রয়েছে। সে আরো জানে যে আল্লাহর হক বিশাল যা পূর্ণভাবে আদায় করতে বান্দা অপারগ ও দুর্বল। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এখলাস, সাহায্য ও দৃঢ়তা দান করুন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

:هود Z f e d c b ` _ ^] \ [Z Y [
١١٢

"আর আপনি ও আপনার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই সোজা পথে চলুন−যেমন আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সীমা লজ্ঘন করবেন না, তোমরা যা কিছু করছ, নিশ্চয় তিনি তার উপর দৃষ্টি রাখেন।"
[সূরা হূদঃ১১২]

¿ সৎকর্মের হেফাজতকরণঃ

সৎআমল করাই যথেষ্ট নয় বরং সৎআমল যা দ্বারা বিনষ্ট ও ধ্বংস হয় তা হতে হেফাজত করা খুবই জরুরি; কারণ রিয়া তথা মানুষ দেখানো উদ্দেশ্য আমলকে ধ্বংস করে দেয়, চাই সে যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন। এর দরজা অনেক বিস্তৃত যা সীমিতকরণ সম্ভবপর নয়। আর যে আমল নবী [ﷺ]-এর সুন্নত দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় সে আমল বাতিল। অনুরূপ অন্তরে আমল দ্বারা আল্লাহর প্রতি এহসান করাও আমলকে বাতিল করে ফেলে। কোন সৃষ্টিকে কষ্ট দেওয়াও আমলকে হ্রাসকারী। আর ইচ্ছা করে আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত করা এবং তুচ্ছ মনে করা সৎআমল বিনষ্টের কারণ বটে। অতএব, মুসলিম বান্দা এ ব্যাপারে সকর্ত থাকার চেষ্টা করুন। আর তোমার সত্য পালনকর্তা যিনি তোমাকে দেখছেন এবং শুনছেন তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যদার জন্য যেমন উপযুক্ত সেরূপ এবাদত কর।

আর স্মরণ রাখবে যে, সৎকর্ম তোমার পক্ষ থেকে আমল আর এর সওয়াব তোমারই উপকারে আসবে। আর অসৎকর্ম তোমার পক্ষ থেকে আমল যার শাস্তি বর্তাবে তোমারই উপরে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

/ . · , + *) (' & % $ # " ! [

محمد: ١٢ Z 8 7 6 5 4 3 2 1 0

"যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। আর যারা কাফের, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।" [সূরা মুহাম্মাদ:১২]

¿ নিয়তের গুরুত্ব ও তাৎপর্য:

শরিয়তে নিয়ত: আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবাদতে দৃঢ় সংকল্প ও ইচ্ছা করাকে নিয়ত বলে। নিয়ত আমল সঠিক ও বিশুদ্ধ হওয়া ও কবুল এবং প্রতিদানের জন্য শর্ত। আর এর স্থান হলো অন্তর মুখে পড়া নয়। ইহা প্রতিটি আমলের জন্য জরুরি; নবী [ﷺ] বলেন:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». متفق عليه.

"প্রতিটি আমল নির্ভর করে নিয়তের উপর। আর প্রতিটি মানুষ যা নিয়ত করে তাই পায়।"[১]

নিয়ত দুই প্রকার:

প্রথম: আমলের নিয়ত: যেমন মুসলিম ব্যক্তি ওযু বা গোসল কিংবা সালাতের নিয়ত করবে।

দ্বিতীয়: যাঁর জন্য আমল তাঁর নিয়ত করা; আর তিনি হচ্ছে মহান আল্লাহ তা'য়ালা। অতএব, ওযু বা গোসল কিংবা সালাত ইত্যাদির দ্বারা একমাত্র

---

[১]. বুখারী হা: নং ১ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ১৯০৭

আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করার নিয়ত করবে। আর ইহা প্রথমটির চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দু'টিই প্রতিটি আমলে আবশ্যকীয়।

¿ এখলাসের অর্থ:

এখলাস হলো বান্দার আমলের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয়টা বরাবর হওয়া এবং সকল সৃষ্টিকে দেখানো বা শুনানো থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া। আর এখলাসে সত্যত্যা হলো ভিতরটা বাহির হতে বেশি কর্যকরি হওয়া। অতএব, বান্দা যখন এখলাস করবে তখন তার প্রতিপালক তাকে নির্বাচন করে নিবেন; তাই তার অন্তরকে জিন্দা করে দিবেন এবং তাঁর নিকেট টেনে নিবেন ও তার কাছে এবাদতকে মাহবুব তথা পছন্দনীয় করে দিবেন। এ ছাড়া তার নিকট পাপসমূহকে ঘৃণীত করে দিবেন। পক্ষান্তরে ঐ অন্তর যার মাঝে এখলাস থাকবে না তার মধ্যে কখনো নেতৃত্ব ও পদের আশা ও লোভ, কখনো খ্যাতি ও প্রসিদ্ধতার কামনা আর কখনো টাকা-পয়সার বাসনা।
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

v ׀ t s r q p o n m l k j i h [

البينة: ٥ Z y x w

"তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে, জাকাত দেবে। এটাই সঠিক দ্বীন। [সূরা বাইয়িনা:৫]

¿ যে সমস্ত স্থানে ও সময় ডান ও বামকে আগে করতে হয়:

মানুষের কার্যাদি দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: ডান ও বাম দু'টিই শরিক; তাই যদি উত্তম কার্যাদি হয়, তবে ডানকে আগে করবে। যেমন: ওযু, গোসল, পোশাক পরিধান, জুতা- সেন্ডেল পরা, মসজিদ ও বাড়িতে প্রবেশ ইত্যাদি। আর বামকে আগে করতে হবে এর বিপরীত কার্যাদিতে। যেমন: মসজিদ হতে বের এবং জুতা-সেন্ডেল খুলার সময় ও টয়লেটে প্রবশের সময়।

দ্বিতীয় প্রকার: যেসব বিষয়ে একটির সাথে নির্দিষ্ট। তাই যদি উত্তম কাজ হয় তাহলে ডান দ্বারা করতে হবে। যেমন: খানাপিনা, মুসাফাহা (কর মর্দন), দেয়া-নেয়া ইত্যাদি। আর যদি এর বিপরীত হয় তবে বাম দ্বারা। যেমন: পেশাব-পায়খানা করার পর পানি বা টিলা দ্বারা পরিস্কার করা, লজ্জাস্থান স্পর্শ করা ও নাকের ময়লা ঝাড়া বা পরিস্কার করা ইত্যাদি।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. متفق عليه.

আয়েশা [রাযিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] তাঁর সেন্ডেল-জুতা পরিধানে ও মাথার চুল পরিপাটিতে, পবিত্র অর্জনে এবং তাঁর প্রতিটি কাজে ডান দ্বারা শুরু করাকে পছন্দ করতেন।"[১]

[১]. বুখারী হা: নং ১৬৮ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ২৬৮

এবাদত

১. পবিত্রতা অধ্যায়

১. পবিত্রতার বিধান

পবিত্রতা: ইহা হলো: বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা।

¿ শরিয়তের পবিত্রতার প্রকার:

শরিয়তের পবিত্রতা দুই প্রকার:

১. **বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জন:** আর তা অর্জিত হয় পানি দিয়ে ওযু ও গোসলের মাধ্যমে। আর কাপড় শরীর ও স্থানকে পবিত্র করা যায় অপবিত্রতা থেকে পানি দিয়ে ধৌত করার মাধ্যমে।

২. **আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন:** আর তা অর্জিত হয় বিভিন্ন নিকৃষ্ট ও খারাপ চারিত্র থেকে অন্তরকে কলুষমুক্ত করার মাধ্যমে। যেমন: শিরক কুফরি, অহংকার, অহমিকা, হিংসা, বিদ্বেষ, কপটতা, লোক দেখানো এবাদত ইত্যাদি। আর উত্তম ও উন্নত গুণাবলীর দ্বারা পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে। যেমন: তাওহীদ, ঈমান, সততা, একনিষ্ঠতা, দৃঢ় বিশ্বাস ও আল্লাহতে পূর্ণ নির্ভরতা ইত্যাদি। উহা পরিপূর্ণতা লাভ করে বেশি বেশি তওবা ও ইস্তেগফার এবং আল্লাহ তা'য়ালার জিকিরের মাধ্যমে।

¿ সবচেয়ে নোংরা অপবিত্র জিনিস:

সবচেয়ে নোংরা অপবিত্র জিনিস হলো শিরক। তাই প্রত্যেক মুশরিক অনুভূতিগত ও অর্থগত উভয় দিক থেকে অপবিত্র। মুশরিক অর্থগত অপবিত্র যা অনুভূতিগত অপবিত্র চাইতে বেশি কঠিন; কারণ তার আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা সবচেয়ে বেশি পচা, নোংরা ও অপবিত্র। উহা অনুভূতিগতও নাপাক; কেননা সে ওযু করে না, সহবাস বা স্বপ্নদোষ

হলে গোসল করে না এবং পেশাব-পায়খানা করার পর পবিত্র হয় না। এ ছাড়া সে অপবিত্র ও নোংরা বস্তু থেকে বিরত থাকে না এবং সে মৃতু জীবজন্তু, রক্ত, শূকর ইত্যাদির মাংস ভক্ষণ করে।

মুশরিকের অনুভূতি ও অর্থগত অপবিত্রতার জন্যেই আল্লাহ তা'য়ালা মসজিদুল হারাম থেকে তাদেরকে দূরে থাকা ও নিকটে না যাওয়ার নির্দেশ করেছেন। আল্লাহর বাণীঃ

8 7 6 5 4 3 2 1 0 /)

F E D C B A @ ? > = ; : 9

[التوبة/٢٨]. (L K J I H

"হে মুমিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নি:সন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"
[সূরা তাওবা:২৮]

আল্লাহ তা'য়ালা চাইলে মৃত্যুর পর শিরকের চেয়ে ছোট সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[r s t u v w x y z { | } ~ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ

ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ Z النساء: ٤٨

"নিশ্চয় আল্লাহ যে তাঁর সাথে শিরক করে তাকে ক্ষমা করবেন না। আর এরচেয়ে ছোট পাপ যাকে চাইবেন মাফ করে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে সে কঠিন মিথ্যারোপ করে।" [সূরা নিসা:৪৮]

¿ বান্দা তার প্রভুর নিকট একান্ত প্রার্থনায় তার প্রস্তুতিঃ

মানুষ যখন পানি দ্বারা তার বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জন করে এবং তাওহীদ ও ঈমান দ্বারা তার অন্তরকে পবিত্র করে তখন তার আত্মা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয় ও তার প্রাণ আনন্দিত হয়। এ ছাড়া তার অন্তর প্রাণবন্ত হয় তার প্রভুর নিকট প্রার্থনার জন্য এবং উন্নতভাবে প্রস্তুত হয়।

পবিত্র শরীর, পবিত্র অন্তর, পবিত্র পোশাকে পবিত্র জায়গাতে এটাই উচ্চসীমার শিষ্টাচার এবং রাব্বুল আলামীনের মর্যাদা ও সম্মানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আর এর বিপরীত অবস্থায় এবাদাতে দণ্ডায়মান হওয়া এক প্রকার অজ্ঞতা। এ এজন্যেই পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ বলা হয়েছে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ Z البقرة: ٢٢٢

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীগণ এবং পবিত্রতা অর্জনকারীগণকে পছন্দ করেন।" [সূরা বাকারা: ২২২]

عَنْ أَبِي مَالِك الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : « الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّه تَمْلَأُ الْمِيزَانَ ... الحديث». أخرجه مسلم.

২. আবু মালেক আশয়ারী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ এবং আলহামদুলিল্লাহ মিজানের পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে।[১]

¿ শরীর ও আত্মার সুস্থতা:

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আত্মা ও শরীর দুইটির সমন্বয়ে। আর শরীরের উপর পর্যায়ক্রমে দু'ভাবে অপরিচ্ছন্ন বা নোংরা প্রভাব ফেলে। অভ্যন্তর দিক দিয়ে যেমন: ঘাম এবং বহির্গত দিক দিয়ে যেমন: ধুলোবালি। তা থেকে আরোগ্য লাভের জন্য প্রয়োজন বারবার ধৌত করা।

¿ আত্মাও প্রভাবিত হয় দু'ভাবে:

১. অন্তরের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির মাধ্যমে যেমন: হিংসা এবং গর্ব বা অহংকার।

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২২৩

২. মানুষ বাহ্যিক বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে। যেমনঃ অত্যাচার ও ব্যভিচার করা। আত্মার আরোগ্যের জন্য অবশ্যই বেশি বেশি তওবা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

¿ পবিত্রতা হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্যাবলীর অন্যতম একটি। আর তা অর্জিত হয় শরিয়তের পদ্ধতিতে পবিত্র পানি ব্যবহার করে অপবিত্রতা ও নোংরা দূরীভূত করার মাধ্যমে। আর সেটাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

¿ পানির প্রকারঃ

পানি দুই প্রকারঃ

১. **পবিত্র পানিঃ** আর সেটা হল যে পানি নিজ স্বভাবগতভাবে রয়েছে। যেমনঃ বৃষ্টির পানি, সাগরের পানি, নদীর পানি এবং যে পানি নিজে নিজে ভূমি থেকে বের হয় বা কোন যন্ত্র দ্বারা বের করা হয়। সেটা মিঠা বা লোনা, গরম বা ঠাণ্ডা হোক। আর এটাই হচ্ছে পবিত্র পানি যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন বৈধ।

২. **অপবিত্র পানিঃ** ইহা হল যার রঙ বা স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তন হয়ে গেছে অপবিত্র জিনিসের দ্বারা। চাই সেই পানি কম হোক বা বেশি হোক।

¿ পবিত্রতার বিধানসমূহঃ

এই অপবিত্র পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ নয়।

১. যখন কোন মুসলিম পানির ব্যাপারে সন্দেহ করে যে উহা পবিত্র না অপবিত্র, তখন উহার আসলের উপর ভিত্তি করবে। কারণ পবিত্রকারী বস্তুর মূল হল পবিত্র।

২. যখন পবিত্র পানি অন্য কোন অপবিত্রের পানির সাথে সদৃশ হওয়ার জন্য সন্দেহ হবে এবং উহা ছাড়া অন্য পানি না পাবে তখন যেটা পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে অধিক ধারণা হবে তা দ্বারাই ওযু করে নিবে।

৩. অপবিত্র পানি পবিত্র হয় নিজে নিজেই উহার বিকৃতি দূরীভূত হওয়ার মাধ্যমে অথবা ঐ পানির সাথে ততোটুকু পরিমাণ পবিত্র পানি মিশানোর মাধ্যমে যাতে উহার বিকৃতি দূরীভূত হয়।

৪. ছোট অপবিত্র (যা ওযুর দ্বারা দূরীভূত হয়) অথবা বড় অপবিত্র (যা গোসলের দ্বারা দূরীভূত হয়) থেকে পবিত্রতা অর্জিত হয় পানি দ্বারা। সুতরাং যদি পানি না পাওয়া যায় অথবা পানি ব্যবহারে ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকে তায়াম্মুম করে নিবে।

৫. শরীর বা কাপড় বা স্থানের অপবিত্রতা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয়। অথবা পানি ছাড়া অন্য পবিত্র তরল বা জমাট জিনিস যা দ্বারা অপবিত্র বস্তুর মূল দূর হয়।

৬. যখন পবিত্র কাপড় কোন অপবিত্র বা হারাম কাপড়ের সদৃশ হওয়ার কারণে সন্দেহ হবে এবং ঐ দুটি ছাড়া অন্য কোন কাপড় না পাবে, তখন গবেষণামূলক প্রয়াস চালিয়ে যেটা পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে অধিক ধারণা হবে সেটি পরে সালাত আদায় করবে এবং আল্লাহ চাহেতো তার সালাত সঠিক হবে।

৭. ওযু করার জন্য প্রত্যেক পবিত্র বাসন ব্যবহার করা বৈধ। অন্যান্য বাসন দ্বারাও বৈধ যদি সেটা জবরদখলকৃত বা স্বর্ণের বা রূপার তৈরি না হয়। এগুলি ব্যবহার করা বা গ্রহণ করা হারাম। যদি কেউ এগুলি দিয়ে ওযু করে তাহলে তার ওযু শুদ্ধ হবে কিন্তু সে গোনাহগার হবে।

৮. কাফেরদের বাসনসমূহ এবং কাপড় ব্যবহার করা বৈধ যদি উহার অবস্থা অজ্ঞাত থাকে। কেননা (প্রত্যেক বস্তুর) মূল হচ্ছে পবিত্র। আর যদি জানা যায় যে উহা অপবিত্র তাহলে পানি দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব।

৯. অপবিত্র সেন্ডেল-জুতা ও মোজা পানি দ্বারা পবিত্র হবে অথবা মাটিতে ঘষে তার অপবিত্রতা দূর হলেই পবিত্র হবে।

¿ সোনা ও রূপার বাসন-পাত্র ব্যবহারের বিধানঃ

নারী-পুরুষ সকলের উপর স্বর্ণ ও রূপার বাসনে (পাত্রে) পানাহার করা হারাম এবং সর্বপ্রকার ব্যবহার হারাম। তবে মহিলাদের জন্য অলংকার হিসেবে ব্যবহার এবং পুরুষদের জন্য রূপার আংটি এবং যা অত্যন্ত প্রয়োজন যেমনঃ দাঁত এবং নাক বাঁধার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা বৈধ।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ ». متفق عليه.

১. হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:"তোমরা রেশমী কাপড় এবং রেশমীর বস্ত্র পরিধান করবে না এবং স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে পান করবে না। আর স্বর্ণ ও রূপার প্লেটে আহার করবে না; কেননা ঐগুলি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) জন্য দুনিয়াতে এবং আমাদের (মুসলিমদের) জন্য আখেরাতে।"[১]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ». متفق عليه.

২. নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর স্ত্রী উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"যে ব্যক্তি রূপার তৈরি পাত্রে পান করে নিশ্চয়ই সে তার পেটে টগবগ করে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করায়।"[২]

¿ অপবিত্র বস্তুর প্রকারঃ

অপবিত্র বস্তুসমূহ যেগুলি থেকে মুসলিম ব্যক্তিকে পবিত্র বা মুক্ত থাকা ওয়াজিব এবং ঐগুলি থেকে যদি কিছু (শরীর বা কাপড়ে) লেগে যায় তাহলে এক বা একাধিক বার ধৌত করবে যাতে করে উহার চিহ্ন (সম্পূর্ণভাবে) দূরীভূত হয়। সেগুলি হল: মানুষের মলমুত্র ও প্রবাহিত রক্ত এবং মহিলাদের মাসিক ঋতু ও প্রসবান্তর রক্ত, ওয়াদী (প্রসাব করার পর নির্গত পাতলা পুঁজের মত তরল পদার্থ), মযী (কামরস যা

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৪২৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২০৬৭

২. বুখারী হাঃ নং ৫৬৩৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২০৬৫

তীব্র উত্তেজনার পর বীর্যপাতের পূর্বে পুরুষাঙ্গ বয়ে প্রবাহিত হয়), মাছ ও পঙ্গপাল ছাড়া সকল মৃতপ্রাণী, শূকরের মাংস, যে সমস্ত প্রাণীর মাংস খাওয়া হারাম সেগুলির পেশাব ও গবর। যেমন: খচ্চর ও গাধা। কুকুরের লালা যা সাতবার ধৌত করতে হবে তন্মধ্যে প্রথমবার মাটি দ্বারা মাজতে হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ:« إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا ».

متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] থেকে বর্ণনা করেন যে একদা রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন যাতে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। তখন রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন: "নিশ্চয়ই তাদের দু'জনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, তবে তাদেরকে খুব বড় অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের মধ্যে একজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। অপরজন পরনিন্দা করে বেড়াত। অত:পর তিনি একটি তাজা খেজুরের ডাল নিলেন এবং তা দু'ভাগে ভাগ করলেন। অত:পর প্রত্যেক কবরে একটি করে পুঁতে দিলেন। অত:পর সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁকে [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ এমনটি কেন করলেন? তার উত্তরে তিনি বললেন: সম্ভবত তাদের শাস্তি হালকা করা হবে, যতদিন পর্যন্ত ঐগুলি শুকিয়ে না যাবে।"[১] ইহা নবী [ﷺ]-এর জন্য নির্দিষ্ট অন্য কেউ করলে বিদাত হবে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৩৬১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৯২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« طَهُورُ إِنَـــاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"যখন তোমাদের কোন পাত্রে কুকুর স্পর্শ করবে তখন সেটা পবিত্র (করার পদ্ধতি) হবে যে উহাকে সাতবার ধৌত করা এবং তন্মধ্যে প্রথমবার মাটি দিয়ে (মেজে) ধৌত করতে হবে।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৭২ মুসলিম হাঃ নং ২৭৯ শব্দ তারই

২- মল-মূত্র ত্যাগের পর শৌচ ও টিলা ব্যবহার

¿ **শৌচ করা:** পেশাব-পায়খানার রাস্তাদ্বয় দিয়ে নির্গত (মল-মূত্র)কে পানি দ্বারা পরিস্কার করাকে "ইস্তিনজা" শৌচ করা বলা হয়।

¿ **টিলা ব্যবহার:** পেশাব-পায়খানার রাস্তাদ্বয় দিয়ে নির্গত (মল-মূত্র)কে পাথর বা কাগজ ইত্যাদি দ্বারা দূর করাকে "ইস্তিজমার" বল হয়।

¿ **টয়লেটে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় কি বলবে ও করবে:**

১. টয়লেটে প্রবেশের সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে বাম পা দ্বারা প্রবেশ করা সুন্নত।

« **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ** ». متفق عليه.

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনালখুবছি ওয়ালখাবাায়িছ] "হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট নাপাক জিন ও মহিলার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[১]

২. পায়খানা হতে বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে বের হয়ে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়া সুন্নত।

« **غُفْرَانَكَ** ». أخرجه أبوداود والترمذي.

[গুফর–নাক্] "(হে আল্লাহ!) আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"[২]

¿ **ইস্তিনজা ও ইস্তিজমারের বিধানসমূহ:**

১. মসজিদে প্রবেশ, পোশাক পরিধান ও জুতা পরার সময় প্রথমে ডান পা ব্যবহার এবং মসজিদ হতে বের হওয়া, পোশাক ও জুতা খোলার সময় প্রথমে বাম পা ব্যবহার করা সুন্নত।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৪২ ও মুসলিম হাঃ নং ৩৭৫

[২]. হাদীসটি সহীহঃ আবু দাউদ হাঃ নং : ৩০ শব্দগুলি তার, তিরমিযী হাঃ নংঃ ৭

২. উন্মুক্ত স্থান বা ময়দানে পায়খানা করতে হলে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে যাওয়া, পর্দা করা এবং পেশাবের জন্য নরম স্থান অনুসন্ধান করা সুন্নত যেন পেশাব ছিটে অপবিত্র না হয়ে যায়।

৩. বসে পেশাব করাই সুন্নত। কিন্তু যদি পেশাবের ছিটা না লাগে ও তার দিকে অন্যের দৃষ্টি না পড়ে তবে প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েজ।

৪. নারী ও পুরুষের জন্য মানুষের সামনে তার লজ্জাস্থান খুলা হারাম।

৫. কুরআন সাথে করে পায়খানায় প্রবেশ করা হারাম। কিন্তু যদি চুরি হওয়ার ভয় থাকে তবে সাথে নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। আর যদি এমন কেউ পাওয়া যায় যে পায়খানা থেকে বের হওয়া পর্যন্ত হেফাজত করবে তাহলে তাকে ধরতে দেবে।

৬. মোবাইল ইত্যাদি বা ক্যাসেট যার ভিতরে কুরআন বা হাদীস রয়েছে তা নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা জায়েজ; কারণ এগুলো মানুষের পেটের মত।

৭. যাতে আল্লাহর নাম রয়েছে তা নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করা জয়েজ। তবে উত্তম হলো প্রবেশ না করা।

৮. কোন গর্তে পেশাব করা, ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা, ডান হাতে পেশাব পায়খানার সময় পানি বা ঢিলা ব্যবহার এবং খোলা ময়দানে মাটির নিকট হওয়ার পূর্বেই কাপড় উত্তোলন করা সবই মকরুহ। অনুরূপ পেশাব পায়খানারত অবস্থায় সালামের উত্তর দেয়াও মকরুহ। তবে হাজাত পুরা পুরা করে উত্তর দিবে।

৯. ছোট শিশু বাচ্চা যে এখনো খাদ্য খায় না তার পেশাব পানির ছিটাই পবিত্রতা হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু মেয়ে ছোট বাচ্চা যে এখনো খাদ্য খায় না তার পেশাব ধুতে হবে। আর যদি খাদ্য খায় তবে উভয়ের পেশাব ধুতে হবে।

¿ পেশাব-পায়খানা করার সময় কিবলাকে সামনে বা পিছনে করার বিধান:

পেশাব-পায়খানা অবস্থায় খোলা ময়দানে বা ঘরে কিবলাকে সামনে বা পিছন করা হারাম।

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ». قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى .متفق عليه.

আবু আইয়ূব আনসারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"যখন তোমরা পায়খানায় যাবে তখন কিবলামুখী হয়ে ও কিবলাকে পিছন করে বসবে না। বরং তোমরা পূর্ব ও পশ্চিমমুখী হয়ে বসবে। (এ নির্দেশ মদীনাবাসীদের জন্য; কেননা তাদের কেবলা দক্ষিণ দিকে) আবু আইয়ূব বলেন: আমরা শামদেশে এসে সেখানকার পায়খানাগুলি কিবলামুখী পাওয়ার পর সেগুলি পরিবর্তন করে দেই এবং আল্লাহ তা'য়ালার নিকট ক্ষমা চাই।"[১]

¿ যেসব স্থানে পেশাব-পায়খানা করা হারাম:

মসজিদ, রাস্তা, উপকারী ছায়া, ফলদার বৃক্ষ, ঘাট ও এ ধরনের স্থান যেগুলিতে মানুষ সাধারণত বিচরণ করে থাকে পেশাব-পায়খানা করা হারাম।

¿ ঢিলা ব্যবহারের পদ্ধতি:

- ঢিলা ব্যবহারের জন্য পবিত্রকারী তিনটি পাথর বা ঢিল যথেষ্ট। যদি তা দ্বারা পবিত্র না হয় তবে তার চেয়ে বেশি নিবে তবে বেজোড় সংখ্যায় শেষ করা সুন্নত। যেমন: তিন বা পাঁচ ইত্যাদি।
- যা কিছু পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হবে তা পানি, পাথর, টিসু পেপার ইত্যাদি দ্বারা পরিস্কার করা যায়। তবে পানির দ্বারাই পরিস্কার করা উত্তম। কেননা পরিস্কারের জন্য পানিই শ্রেষ্ঠতর।
- হাড়, পশুর ময়লা, খাদ্যদ্রব্য ও সম্মাতি জিনিস দ্বারা পেশাব-পায়খানা পরিস্কার করা হারাম।

১. বুখারী হাঃ নং ৩৯৪ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৪

Ø পোশাকের অপবিত্র স্থানটুকু পানি দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব, তবে অপবিত্রস্থান যদি অজানা হয়, তাহলে সম্পূর্ণ কাপড় ধৌত করতে হবে।

৩- কতিপয় স্বভাবজাত সুন্নত

স্বভাবজাত সুন্নতগুলো এক প্রকার এবাদত। তার মধ্য হতে:

১. **মেসওয়াক করা:** এটি হলো মুখ পবিত্রকরণ ও রবের সন্তুষ্টির কারণ।

¿ **মেসওয়াকের পদ্ধতি:** ডান বা বাম হাতে মেসওয়াক বা ব্রাশ ধারণ করে দাঁত ও দাঁতের মাড়ির উপর ফিরানো। ইহা মুখের ডান পার্শ্ব হতে শুরু করে বাম পার্শ্বের দিকে নিতে হয় এবং কখনো কখনো তা জিহ্বার পার্শ্বেও নেওয়া হয়।

¿ মেসওয়াক সাধারণত নরম কাঠি যথা: আরাক, জাইতুন বা উরজুনের ডাল বা শিকর হয়ে থাকে।

¿ **মেসওয়াকের বিধান:**

মেসওয়াক সব সময়ের জন্যই সুন্নত। তবে ওযু, সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, গৃহে প্রবেশ, ঘুম হতে উঠার সময় এবং মুখের গন্ধ দূর করার জন্য মেসওয়াক করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: "আমি যদি আমার উম্মতের উপর কঠিন মনে না করতাম বা আমি যদি মানুষের প্রতি কঠিন মনে না করতাম তবে অবশ্যই তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় মেসওয়াকের নির্দেশ দিতাম।"[১]

২. **খাৎনা করা:** পুরুষাঙ্গের মাথা ঢেকে থাকা চামড়া কেটে ফেলা, যেন তাতে ময়লা ও পেশাব জমা না হয়ে থাকে। খাৎনা করা পুরুষদের জন্য ওয়াজিব এবং প্রয়োজনে নারীদের জন্য সুন্নত।

---

১. বুখারী হাঃ নং ৮৮৭ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৫২

৩. গোঁফ-মোচ কাটা এবং দাড়ি ছেড়ে দেয়া ও লম্বা করা:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ». متفق عليه.

ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: "তোমরা দাড়ি বড় এবং গোফ ছোট করে মুশরিকদের বিপরীত কর।"[১]

৪. নাভির নিচের লোম কামানো, বগলের চুল তুলে ফেলা, নখ কাটা ও গোঁফ ছেট করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عن النبي ﷺ قال: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"স্বভাবজাত সুন্নত পাঁচটি: খাৎনা করা, নাভির নিচের লোম কামান, বগলের চুল উঠান, নখসমূহ কাটা ও গোঁফ ছোট করা।"[২]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَة قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَة وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبطِ وَحَلْقُ الْعَانَة وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ » قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ . أخرجه مسلم.

২. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "স্বভাবজাত সুন্নত হলো দশটি: (১) গোঁফ কাটা (২) দাড়ি ছেড়ে দেয়া (৩) মেসওয়াক করা (৪) নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করানো (৫) নখসমূহ কাটা (৬) আঙ্গুলসমূহের গিরা ও জোড়া ধৌত করা (৭) বগলের চুল উঠান (৮) নাভির নিচের

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৮৯২ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৯

২ . বুখারী হাঃ নং ৫৮৮৯ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৭

লোম কামানো (৯) ওযুর পর লজ্জাস্থানের উপর বরাবর পানি ছিটানো" (১০) মুস'আব বলেন: আমি দশমটি ভুলে গেছি তবে সম্ভবত তা কুলি করাই হবে।[১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. أخرجه مسلم.

৩. আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: গোঁফ ছোট করা, নখসমূহ কাটা, বগলের চুল উঠানোর ব্যাপারে আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। আর তা হলো আমরা যেন ৪০ রাতের অতিরিক্ত ছেড়ে না দেয়।[২]

৫. মেস্ক ও অন্যান্য সুগন্ধি ব্যবহার করা:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا. أخرجه أبوداود.

আনাস ইবনে মালেক [ﷻ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ]-এর একটি সুগন্ধির পাত্র ছিল যা থেকে তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।"[৩]

৬. মাথার চুলে তেল ব্যবহার ও সিঁথি করে পরিচর্যা করা:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. متفق عليه.

আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন এতেকাফ করতেন তখন তিনি তাঁর মাথা আমার দিকে বাড়িয়ে দিতেন আর আমি তা পরিপাটি করে দিতাম। আর তিনি প্রাকৃতিক ডাক ছাড়া বাড়িতে প্রবেশ করতেন না।"[৪]

---

১ . মুসলিম হাঃ নং ২৬১
২ . মুসলিম হাঃ নং ২৫৮
৩. হাদীসটি সহীহ, আবু দাঊদ হাঃ নং ৪১৬২
৪. বুখারী হাঃ নং ৫৯২৫ মুসলিম হাঃ নং ২৯৭ শব্দ তাঁরই

মাথার চুলের কিছু অংশ মুণ্ডনো ও কিছু অংশ ছেড়ে দেয়া হারাম; কারণ এতে কাফেরদের সাথে সদৃশ।

৭. মেহেদী ইত্যাদি দ্বারা সাদাচুলকে পরিবর্তন করা:

বার্ধক্য বা অন্য কোন কারণে চুল সাদা হয়ে গেলে তা পরিবর্তন করা সুন্নত। আর সৌন্দর্য ও যুদ্ধের জন্য কালো রঙ দ্বারা চুলকে রঙ করা জায়েজ। কারণ নবী [ﷺ] সাদাকে পরিবর্তনের জন্য নির্দেশ করেছেন এবং সর্বোত্তম কি তা বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর "কালো থেকে বিরত থাক" সহীহ মুসলিমে এ অতিরিক্ত বর্ণনাটি শায তথা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী অনেক বিশ্বস্ত বর্ণনাকীরদের বিপরীত র্বণনা করেছেন। তবে ধোকা দেয়ার জন্য কালো রঙ ব্যবহার করা নারী ও পুরুষের জন্য হারাম।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"নিশ্চয় ইহুদি ও খ্রীষ্টানরা চুল-দাড়ি রঙ করে না। অতএব, তোমরা তাদের বিপরীত কর।"[১]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ». أخرجه مسلم.

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু কুহাফাকে মক্কা বিজয়ের দিন আনা হলো। তার মাথার চুলগুলো সাদা ধবধবে ছিল। রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] (তা দেখে) বললেন: "এগুলোকে কোন কিছু দ্বারা পরিবর্তন কর।"[২]

---

[১]. বুখারী হা: নং ৫৮৯৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২১০৩

২. মুসলিম হাঃ নং ২১০২

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ ». أخرجه أبوداود والترمذي.

৩. আবু যার [ﷻ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "মেহদী ও কাতাম দ্বারা সাদা চুল-দাড়ি রঙ করা সবচেয়ে উত্তম।"[১]

¿ দাড়ি মুণ্ডানোর বিধান:

দাড়ি না কাটা ও লম্বা করা নবী ও রসূলগণের বৈশিষ্ট্য। নবী [ﷺ]-এর ঘনো দাড়ি ছিল। তিনি সুদর্শন পুরুষ ও সর্বোত্তম মানুষ ছিলেন। দাড়ি পুরুষের জন্য সৌন্দর্য এবং নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্যের সবচেয়ে বড় আলামত।

আশ্চর্য ব্যাপার হলো: অনেক মুসলমান আছে যাদেরকে শয়তান ধোকায় ফেলেছে এবং তাদের রুচী পরিবর্তন করে দিয়েছে, যার ফলে তারা তাদের দাড়ি মুণ্ডন করে আল্লাহর সৃষ্টির আকৃতিকে বদলায়ে দিয়েছে। এ ছাড়া এর দ্বারা তারা কাফের ও নারীদের সঙ্গে সদৃশ করেছে এবং রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নাফরমানি করছে। আর পুরুষের মর্যাদা ও মরদামি থেকে মেয়েলীপনার কমোলতার দিকে ভাগার চেষ্টা করছে। দাড়ি মুণ্ডন করে তাদের চেহারাগুলো নারীর সদৃশ করছে এবং এর দ্বারা তাদের সময় ও সম্পদ নষ্ট করছে। এ ছাড়া নারীদের সঙ্গে সদৃশ করে অভিশপ্ত হচ্ছে; কারণ নবী [ﷺ] যে সকল পুরুষ নারীদের সদৃশ এবং যে সব নারী পুরুষদের সদৃশ গ্রহণ করে তাদেরকে অভিশাপ করেছেন। অতএব, দাড়ি না কাটা ওয়াজিব এবং মুণ্ডানো হারাম; কারণ ইহাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য।

১. আল্লাহর বাণী:

~ } | z y w v u t s r q p)

ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾) [الحشر/٧].

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হা: নং ৪২০৫ ও তিরমিযী হা: নং ১৪৫৩

“রসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা হতে তোমরা বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।” [সূরা হাশর:৭]

عَنِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّــرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ». متفق عليه.

২. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেন:“তোমরা দাড়ি লম্বা ও মোচ ছোট করে মুশরিকদের বিপরীত কর।”[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « جُزُّوا الــشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ». أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“তোমরা মোচ কেটে এবং দাড়িকে ছেড়ে দিয়ে অগ্নিপূজকদের বিপরীত কর।”[২]

---

[১]. বুখারী হাধ নং ৫৮৯২ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২৫৯

[২]. মুসলিম হা: নং ২৬০

৪- ওযু

¿ **ওযু হলো:** শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে চার অঙ্গে পবিত্র পানি ব্যবহার করার নাম।

¿ **ওযুর ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: « يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ » قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ . متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বেলাল (রা:)কে ফজরের সালাতের সময় বলেন:“হে বেলাল! তুমি আমাকে তোমার ইসলামী জীবনের সর্বোত্তম আমলের বর্ণনা দাও; কারণ জান্নাতে আমার সামনে তোমার উভয় জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। বেলাল (রা:) বলেন: আমি এমন কোন আমল করিনি যা আমার নিকট সর্বোত্তম বলে মনে হয়। তবে দিবা-রাত্রিতে আমি যখনই ওযু করি যথাসাধ্য আমি সে ওযু দ্বারা সালাত আদায় করি।”[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. متفق عليه.

---

১. বুখারী হাঃ নং ১১৪৯ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৪৫৮

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] ফজরের সালাতের সময় বেলাল [ﷺ]কে বলেন:"হে বেলাল! ইসলামে সবচেয়ে আশান্বিত যে আমল করেছ তা সম্পর্কে আমাকে বর্ণনা দাও; কারণ আমি আমার সামনে তোমার সেন্ডেলের আওয়াজ শুনতে পাই। তিনি বলেন, আমার নিকট সবচেয়ে আশান্বিত আমল হলো: আমি দিনে রাত্রের যখনই ওযু করি তখনই সে ওযু দ্বারা যথা সম্ভব সালাত আদায় করি।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যখন মুসলিম বা মুমিন বান্দা ওযু করার সময় তার মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমণ্ডলের সমস্ত পাপ পানির সাথে বা শেষ বিন্দু পানির সঙ্গে বের হয়ে যায় যা সে দেখে। আর যখন তার হাতদ্বয় ধৌত করে তখন তার হাত দ্বারা যেসব অন্যায় করেছে সে সকল পাপ পানির সাথে বা শেষ বিন্দু পানির সাথে বের হয়ে যায়। এরপর যখন তার পাদ্বয় ধৌত করে তখন পা দ্বারা যে সকল স্থানে চলে পাপ করেছে সেগুলো পানির সাথে বা শেষ বিন্দু পানির সাথে বের হয়ে যায়। এমনকি সে পাপরাশি থেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বের হয়ে যায়।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১১৪৯ শব্দ তাঁরই মুসলি হাঃ নং ২৪৫৮

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২৪৪

¿ ওযুর ফরজ

ওযুর ফরজ ছয়টি, তরতিব সহকারে তা হলো:

১. কুলি ও নাকে পানি নেয়াসহ মুখমণ্ডল ধৌত করা।

২. কনুইসহ উভয় হাত ধৌত করা।

৩. উভয় কানসহ সমস্ত মাথা মাসেহ করা।

৪. টাখনুসহ উভয় পা ধৌত করা।

৫. উল্লেখিত অঙ্গগুলি ধৌত করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা কর।

৬. ওযুর অঙ্গগুলি একের পর এক (কোন অঙ্গ ধৌত করে অপর অঙ্গ ধৌত করতে দেরী না করে) ধৌত করা।

¿ ওযুর সুন্নতসমূহ:

ওযুর সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত হলো:

মেসওয়াক করা, তিনবার কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করা, মুখমণ্ডল ধৌত করার পূর্বে কুলি করে তারপর নাকে পানি দেয়া, ঘন দাড়ি খেলাল করা, ডান অঙ্গ আগে ধৌত করা, ওযুর অঙ্গগুলি দুইবার ও তিনবার ধৌত করা, ওযুর পর দোয়া পাঠ করা এবং ওযুর পরে দুই রাকাত সালাত আদায় করা।

¿ ওযুর পানির পরিমাণ:

ওযুর সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত হলো ওযুর অঙ্গগুলি তিনবারের অতিরিক্ত ধৌত না করা। এক মুদ (৬২৫ মি:লি:) পরিমাণ পানি দ্বারা ওযু করা। পানির অপচয় না করা। আর যে অতিরিক্ত করবে সে অবশ্যই অপরাধ করল এবং অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন করল।

¿ মুসলিম ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে কি করবে:

যে ব্যক্তি ঘুম হতে জেগে ওযু করতে চায়, সে যেন পাত্রে হাত ডুবানোর পূর্বে উভয় হাত তিনবার ধৌত করে নেয়, কেননা নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:

« إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». متفق عليه.

"তোমাদের কেউ যখন ঘুম হতে জাগ্রত হয়, সে স্বীয় হাত তিনবার ধৌত না করা পর্যন্ত যেন পাত্রে হাত না ডুবায়; কেননা সে তো জানে না রাতে তার হাত কি অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে।"[১]

¿ সংক্ষিপ্ত ওযুর বর্ণনাঃ

প্রথমত মনে মনে ওযুর নিয়ত করা, অত:পর কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া এবং মুখমণ্ডল ধৌত করা। আঙ্গুলের অগ্রভাগ হতে উভয় কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করা। উভয় কানসহ সমস্ত মাথা মাসেহ করা। উভয় টাখনুসহ পাদ্বয় ধৌত করা। প্রত্যেক অঙ্গগুলি কমপক্ষে একবার করে ধৌত করা। পরিপূর্ণভাবে ওযু করা এবং আঙ্গুলগুলির মাঝে খেলাল করা।

¿ পরিপূর্ণ ওযুর বর্ণনাঃ

মনে মনে নিয়ত করা, বিসমিল্লাহ বলা, তিনবার উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা। অত:পর এক অঞ্জলি পানির অর্ধেক মুখে ও অর্ধেক নাকে দিয়ে এভাবে তিনবার কুলি ও নাকে পানি গ্রহণ করা। অত:পর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করা। এরপর তিনবার কনুইসহ ডান হাত এবং অনুরূপভাবে বাম হাত ধৌত করা। অত:পর উভয় হাত দ্বারা সমস্ত মাথা একবার মাসেহ করা। মাসেহর পদ্ধতি: মাথার শুরু হতে পিছনের শেষ পর্যন্ত নিয়ে পুনরায় যেখান হতে শুরু করে ছিল সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। এরপর শাহাদাত আঙ্গুলি দ্বারা কানের ভিতর এবং বৃদ্ধাংগুলি দ্বারা উভয় কানের বাহির অংশ মাসেহ করা। অত:পর ডান পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা। এরপর অনুরূপভাবে বাম পা ধৌত করা। অত:পর যেভাবে দোয়া বর্ণিত হয়েছে সে দোয়া পড়া যা শীঘ্রই আসবে-ইন শাআল্লাহ।

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৬২ ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৮ শব্দগুলি তার

¿ নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর ওযুর পদ্ধতি:

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ ﷺ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».متفق عليه.

উসমান (রা:)-এর আজাদকৃত দাস হুমরান কর্তৃক বর্ণিত, তিনি উসমান ইবনে আফফান (রা:)কে দেখেন যে, তিনি এক পাত্র পানি নিয়ে আসতে বলেন, অত:পর তিনি তাঁর উভয় হাতে তিনবার পানি ঢালেন ও তা ধৌত করেন। এরপর তিনি তার ডান হাত পাত্রে প্রবেশ করিয়ে পানি নিয়ে কুলি করেন ও নাক ঝাড়েন। অত:পর তিনবার স্বীয় মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন। অত:পর স্বীয় মাথা মাসেহ করেন। অত:পর তিনি স্বীয় উভয় পা টাখনুসহ তিনবার ধৌত করেন। এরপর তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"যে ব্যক্তি আমার এই ওযুর মত ওযু করে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে যে সালাতে মনে তার কোন কিছুই উদয় হবে না, তার বিগত গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।"[১]

¿ নবী [ﷺ]-এর ওযুর প্রকার:

নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হতে এক একবার, দুই দুইবার ও তিন তিনবার করে ওযুর অঙ্গ ধৌত করা সাব্যস্ত আছে। অতএব, সবগুলিই সুন্নত। তবে মুসলমানদের জন্য সব সুন্নতকে জীবিত করার জন্য কখনো এটি কখনো ওটি এভাবে পার্থক্য করা উত্তম।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً . أخرجه البخاري.

---

১ . বুখারী হাঃ নং ১৫৯ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২২৬

১. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] একবার একবার করে ওযু করেছেন।[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَــرَّتَيْنِ. أخرجه البخاري.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দুইবার দুইবার করে ওযু করেছেন।[২]

¿ প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করার বিধান:

অপবিত্র ব্যক্তি যখন সালাত আদায় করতে চাইবে তখন তার প্রতি ওযু করা ফরজ। আর প্রত্যেক ফরজ সালাতের জন্য ওযু করা সুন্নত। তবে এক ওযু দ্বারা একাধিক সালাত আদায় করা জায়েজ।

১. আল্লাহর বাণী:

+ *) (' & % $ # " !)

, - . / 0 1 !) [المائدة/٦].

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাত আদায় করতে ইচ্ছা কর তখন তোমাদের চেহারা ও হাতদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত কর। আর মাথা মাসেহ কর এবং পাদ্বয় গিট পর্যন্ত ধৌত কর।" [সূরা মায়েদা: ৬]

عَنْ أَنَسٍ رضـــي الله عنه قَــالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَــلَاةٍ، قُلْــتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ . أخرجه البخاري.

২. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত যে, নবী [ﷺ] প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করতেন। আমর ইবনে আমের আনাস [ﷺ]কে বলেন, আপনারা কি করতেন? আনাস বলেন: অপবিত্র না হওয়া পর্যন্ত ওযু আমাদের

১. বুখারী হাঃ নং ১৫৭

২. বুখারী হাঃ নং ১৫৮

যথেষ্ট হত।[১]

عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُـــنْ تَــصْنَعُهُ، قَالَ:« عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ ». أخرجه البخاري.

৩. বুরাইদা [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] মক্কা বিজয়ের দিন সমস্ত সালাত এক ওযু দ্বারা আদায় এবং মোজার উপর মাসেহ করেছেন। এ সময় তাঁকে উমার [ﷺ] বলেন: আজ যে কাজ করলেন এমনটা তো কখনো করেননি। নবী [ﷺ] বললেন: "উমার! আমি ইহা ইচ্ছা করেই করেছি।"[২]

¿ ওযুর পরের দোয়ার বিবরণ:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:« مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ أَشْهَدُ: أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْـــوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ». أخرجه مسلم.

১. উমার ইবনে খাত্তাব (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: যে ব্যক্তি ওযুর পর (নিম্নোক্ত দোয়া) বলবে: [আশহাদু আন লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকালাহ্, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রসূলুহ্] "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর বান্দাহ ও তাঁর রসূল) তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে, সে যেটি দ্বারা প্রবেশ করতে চাইবে প্রবেশ করবে।"[৩]

---

১. বুখারী হা: নং ২১৪

[২]. বুখারী হাধ নং ২৭৭

৩ . মুসলিম হাঃ নং ২৩৪

عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ :« مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، كُتِبَ فِي رَقٍّ، ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ». أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني في الأسوسط.

২. আবু সাঈদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:"যে ব্যক্তি ওযু করে বলে: [সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক্] হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি ও প্রশংসা বর্ণনা করি, তুমি ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। তোমার নিকট আমি ক্ষমা চাই এবং তোমার দিকেই আমি প্রত্যাবর্তন করি।" ইহা পাতলা চামড়াতে লিখে মোহরঙ্কন করা হবে যা কিয়ামত পর্যন্ত ভাঙ্গা হবে না।"[১]

¿ ওযু নষ্টের কারণসমূহ

ওযু নষ্ট হওয়ার কারণ ছয়টি:

১. পেশাব ও মলদ্বারের দু'রাস্তা দিয়ে যে কোন জিনিস নির্গত হওয়া। যেমনঃ পেশাব, পায়খানা, বায়ু , বীর্য, মযী ও রক্ত ইত্যাদি।
২. বিবেক লোপ পেলে। যেমনঃ গভীর বেশি ঘুম অথবা বেহুশ কিংবা নেশাগ্রস্ত হলে।
৩. কোন পর্দা ছাড়া লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে।
৪. যা দ্বারা গোসল ফরজ হয়। যেমনঃ বীর্যপাত, মাসিক ঋতু ও প্রসূতি অবস্থার ও এস্তেহাযার রক্ত।
৫. ইসলাম হতে মুরদাত তথা দ্বীন ত্যাগ করে কাফের হলে।
৬. উটের গোশত ভক্ষণ করলে।

---

১. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ ফি আমালিল ইয়াম ওয়াল লাইলাহাঃ ৮১ ও তাবারানী ফিল আউসাতঃ ১৪৭৮ দেখুনঃ সিলসিলা সহীহাঃ ২৩৩৩

عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَــنْ مَــسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ». أخرجه أحمد والنسائي.

১. বুসরা বিন্তে সফওয়ান [রা:] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে সে যেন ওযু করে।"[১]

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ:« إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ:« نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ». أخرجه مسلم.

জাবের ইবনে সামুরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত। একজন মানুষ রসুলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করে বলল: ছাগলের গোশত খেয়ে ওযু করব কি? তিনি [ﷺ] বললেন:"যদি চাও তবে ওযু করবে। আর যদি না চাও তবে ওযু করবে না।" লোকটি আবার বলল: উটের গোশত খেয়ে ওযু করব কি? তিনি [ﷺ] বললেন:"হ্যাঁ, উটের গোশত খেয়ে ওযু করবে।"[২]

¿ পবিত্রতায় সন্দেহ হলে কখন ওযু করবে:

পবিত্রতার ব্যাপারে যে ব্যক্তির একিন রয়েছে এবং অপবিত্র হয়েছে কি না সন্দেহ। সে তার একিন তথা পবিত্রতার উপর ভিত্তি করবে। আর যে তার অপবিত্রতার ব্যাপারে একিন রয়েছে এবং পবিত্রতার বিষয়ে সন্দেহ। সে তার একিন তথা অপবিত্রতার উপর ভিত্তি করে পবিত্রতা অর্জন করবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ:« إِذَا وَجَــدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَــا يَخْــرُجَنَّ مِــنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». أخرجه مسلم.

---

[১]. হাদীসটি সহীহ; আহমাদ হা: নং ২৭২৯ নাসাঈ হা: নং ৪৪৪

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৩৬০

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যখন তোমাদের কেউ তার পেটের কোন সমস্যা অনুভব করবে এবং তার সন্দেহ হবে যে, তার থেকে কিছু বের হয়েছে না বের হয় নাই? তাহলে মসজিদ হতে ততক্ষণ বের হবে না যতক্ষণ সে কোন শব্দ শুনতে না পাবে অথবা গন্ধ পাবে।"[১]

- প্রতিবার ওযু নষ্ট হলে ও প্রতি সালাতের জন্য ওযু ভঙ্গ না হলেও নতুন করে ওযু করা মুস্তাহাব (উত্তম)। তবে ওযু নষ্ট হয়ে গেলে ওযু করা ফরজ।
- কাম-বাসনার সহিত স্ত্রীকে স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হবে না। তবে পেশাবের রাস্তা দ্বারা কিছু বের হলে নষ্ট হবে।
- যে সকল পশুর গোশত খাওয়া হালাল তার গবর, বীর্য এবং মানুষের বীর্য ও বিড়ালের ঝুটা-এঁটো পবিত্র।

মানুষের শরীর থেকে যা বের হয় তার বিধান:

মানুষের শরীর থেকে যা বের হয় তা দু'প্রকার:

১. **পবিত্র:** ইহা হচ্ছে চোখের অশ্রু, নাকের ময়লা, থুথু, লালা, ঘাম ও বীর্য ইত্যাদি। বীর্য ছাড়া বাকি সব দ্বারা ওযু নষ্ট হবে না। আর বীর্য বের হলে গোসলও ফরজ হবে।

২. **অপবিত্র:** ইহা হচ্ছে পেশাব, পায়খানা, ওয়াদী, মযী, পেশাব-পায়খার রাস্তা দ্বারা নির্গত রক্ত। এসব দ্বারা ওযু নষ্ট হয়ে যাবে।

মহিলাদের লজ্জাস্থান হতে যা ভিজা ভিজা নির্গত হয় তার বিধান:

মহিলাদের লজ্জাস্থান হতে নির্গত ভিজা ভিজা যা বের হয় তার দু'টি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: যদি ইহা গর্ভশয় হতে বের হয়, তবে ইহা পবিত্র এবং ওযু ভঙ্গের কারণ। আর সাধারণত ইহাই বেশির ভাগ সময় হয়ে থাকে।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৩৬২

দ্বিতীয় অবস্থা: যদি মূত্রাশয় হতে বের হয়, তবে ইহা অপবিত্র এবং ওযু করা ওয়াজিব। আর যদি ইহা সর্বদা বের হয় এমন, তাহলে যার সর্বদা পেশাব ঝরে এমন রোগীর বিধান হবে তার।

¿ রক্ত বের হলে তার বিধান:

মানুষের শরীর থেকে যে রক্ত বের হয় তা দুই প্রকার:

১. পেশাব-পায়খানার রাস্তা দ্বারা নির্গত রক্ত। এর দ্বারা ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

২. শরীরের বাকি অন্য কোন স্থান দ্বারা নির্গত রক্ত। যেমন: নাক, দাঁত, খতস্থান ইত্যাদি হতে নির্গত রক্ত। ইহা ওযু নষ্ট করবে না। রক্ত চাই কম হোক বা বেশি হোক। কিন্তু পরিস্কার-পরিচ্ছনতার জন্য ধুয়ে নেওয়া উত্তম।

¿ অল্প ঘুমের বিধান:

দাঁড়িয়ে বা বসে কিংবা চিত হয়ে হালকা ঘুমাচ্ছান্ন হলে ওযু নষ্ট হবে না।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ . متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সালাতের একামত হওয়ার পরেও নবী [ﷺ] একজন মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে থাকেন। এমনকি তাঁর সাহাবাগণ (বসে বসে) ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত তিনি ঐ লোকটির সথে আলাপ করতেই থাকেই। অত:পর তিনি [ﷺ] এসে সাহাবাগণকে নিয়ে সালাত আদায় করেন।”[১]

---

[১]. বুখারী হা: নং ৬৪২ ও মুসলিম হা: নং ৩৭৬ শব্দ তারই

৫- মোজার উপর মাসেহ

¿ **মাসেহ হলো:** নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মোজার উপর মাসেহ ক'রে আল্লাহর এবাদত করা।

¿ **খুফ:** চামড়া ইত্যাদি দ্বারা তৈরী পায়ে পরা প্রতিটি জিনিসকে খুফ বলে, যা পায়ের গিঁঠ ঢাকে।

¿ **জাওরাব:** কাপড় ইত্যাদি দ্বারা তৈরী পায়ে পরা প্রতিটি জিনিসকে জাওরাব বলে, যা পায়ের গিঁঠ ঢাকে।

¿ **চামড়া ও কাপড়ের মোজার উপর মাসেহ করার বিধান:**

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. متفق عليه.

মুগীরা ইবনে শু'বা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে এক রাতে ছিলাম। তিনি অবতরণ করে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করেন। অত:পর তিনি আসলে আমি আমার সঙ্গে একটি পাত্র ছিল তা থেকে তাঁর জন্য পানি ঢালি। তিনি ওযু করেন এবং তাঁর মোজার উপর মাসেহ করেন।

¿ **মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা:**

১. বাড়িতে অবস্থানকারীর জন্যে মোজার উপর একদিন ও একরাত পর্যন্ত মাসেহ করা জায়েজ। আর মুসাফিরের জন্যে তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত। এ সময়ের শুরু হবে মোজা পরার পর প্রথমবার মাসেহ করা হতে।

عَلِّي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ . أخرجه مسلم.

আলী ইবনে আবী তালেব (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মুসাফিরের জন্য (মোজার উপর মাসেহ করার) সময় নির্ধারণ করেন তিন দিন ও তিন রাত এবং মুকীম (বাড়িতে অবস্থানকারী ব্যক্তির) জন্য একদিন ও একরাত।[১]

২. যে মুসাফিরের জন্যে খোলতে ও পরতে কষ্ট হয় তার জন্য মাসেহ করার কোন সময় সীমা নির্ধারিত নেই। যেমন: দমকল বাহিনী, দুর্ঘটনা ও দুর্যোগ হতে উদ্ধার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা এবং মুসলমানদের কল্যাণ ইত্যাদিতে নিয়োজিত ডাক পিয়ন।

¿ মোজার উপর মাসেহ করার শর্ত:

মোজা বৈধ ও পবিত্র হওয়া, পূর্ণওযু অবস্থায় পরিধান করা, তা যেন ছোট ধরনের অপবিত্রতা থেকে যখন ওযু করবে তখন এবং মুসাফির ও মুকীমের জন্য নির্ধারিত সময় সীমার অন্তর্ভুক্ত থাকা।

¿ মোজার উপর মাসেহ করার পদ্ধতি:

পানি দ্বারা উভয় হাত ভিজিয়ে প্রথমে ডান হাত ডান পায়ের আঙ্গুল হতে গোছার দিকে নিয়ে পায়ের উপরি ভাগে অবস্থিত মোজার উপর একবার মাসেহ করবে। অনুরূপ বাম হাত দ্বারা বাম পায়ের উপরিভাগ। আর নিম্নাংশ বা পিছনের অংশ মাসেহ করতে হবে না।

যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় একটি মোজার উপর অপর আর একটি মোজা পরিধান করবে, সে উপরের মোজার উপর মাসেহ করবে। আর যদি দ্বিতীয়টি অপবিত্র অবস্থায় পরিধান করে তাহলে নিচেরটির উপর মাসেহ করবে।

যে ব্যক্তি মুসাফির অবস্থায় মাসেহ শুরু করে একদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আপন শহরে প্রবেশ করবে, সে একদিন ও একরাতেই মাসেহ পূর্ণ করে শেষ করবে। অনুরূপ স্বীয় স্থানে অবস্থানরত অবস্থায়

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২৭৬

যদি মাসেহ শুরু করে সফর করে তবে সে মুসাফিরের হুকুমে তিনদিন ও তিনরাত মাসেহ পূর্ণ করবে।

¿ মোজার উপর মাসেহের হুকুম নিম্নোক্ত কারণে বাতিল হয়:

১. যদি পা হতে মোজা খুলে ফেলা হয়।

২. যদি গোসল ফরজ হয়ে যায়।

৩. যদি মাসেহ করার সময়-সীমা শেষ হয়ে যায়।

আর মোজার মাসেহ করার সময়-সীমা শেষ হয়ে গেলেই যে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে তা নয় বরং ওযু ভঙ্গের কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত না হবে ততক্ষণ ওযু থাকবে।

¿ পাগড়ি ও মেয়েদের উড়নার উপর মাসেহ করার বর্ণনা:

১. পুরুষের জন্য পাগড়ির উপর মাসেহ করা জায়েজ। অনুরূপ প্রয়োজনে সময় নির্ধারিত না করেই মেয়েদের উড়নার উপর মাসেহ করা জায়েজ। অধিকাংশ পাগড়ি ও উড়নার উপর মাসেহ করা যায় তবে তা ওযু অবস্থায় পরা হলো উত্তম।

عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ ». رواه البخاري.

আমর ইবনে উমাইয়্যা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন তিন বলেন: আমি নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম]কে তাঁর পাগড়ি ও মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি।[১]

২. কাপড়ের মোজা, চামড়ার মোজা, পাগড়ি, মেয়েদের উড়নার উপর ছোট অপবিত্রতা হতে ওযু করার সময় মাসেহ করা জায়েজ। ছোট অপবিত্রতা ঘটার কারণ যেমন: পেশাব-পায়খানা করা, নিদ্রা যাওয়া ইত্যাদি। পক্ষান্তরে বড় নাপাকিতে পতিত হলে মাসেহ করার হুকুম নষ্ট হয়ে যায়, তখন সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করা জরুরি হয়ে পড়বে।

---

[১]. বুখারী হা: নং ২০৫

¿ ব্যান্ডেজ-প্লাস্টার ইত্যাদির উপর মাসেহ করার বর্ণনাঃ

১. ব্যান্ডেজ, প্লাস্টার ও পট্টি যতক্ষণ থাকবে তার উপর মাসেহ করা ওয়াজিব। যদিও সময় দীর্ঘায়িত হয় বা শরীর অপবিত্র হয়ে যায় বা তা ওযু ছাড়াই পরিধান করে।

২. শরীরের ক্ষত বা জখম যদি উন্মুক্ত থাকে তবে তা পানি দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব। আর যদি ক্ষতস্থান পানি দ্বারা মাসেহ করায় ক্ষতি সাধিত হয় এবং পানি দ্বারা মাসেহ করতে অপারগ হয়, তবে পানির পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। আর যদি ক্ষতস্থান ঢাকা থাকে, তবে তা পানি দ্বারা মাসেহ করবে। আর যদি মাসেহ করতে অপরাগ হয়, তাহলে দুই অবস্থাতেই ওযু করার পর মাসেহ করবে।

৬- গোসলের বিধান

¿ **গোসল:** পবিত্র পানি দ্বারা সমস্ত শরীর বিশেষভাবে ভিজানোর দ্বারা গোসল করে আল্লাহর এবাদত করাকে বলে।

¿ **গোসল ফরজের কারণ:**

গোসল ফরজের কারণ ছয়টি:

১. কোন পুরুষ বা মহিলা হতে যৌন উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত হওয়া। চাই সহবাসে করে হোক বা স্বপ্নদোষ কিংবা হস্তমৈথুন ইত্যাদির মাধ্যমে হোক।
২. পুরুষলিঙ্গের সামনের অংশ স্ত্রীলিঙ্গের ভিতরে প্রবেশ হলে, যদিও কারো বীর্যপাত না হয়।
৩. আল্লাহর রাহে যুদ্ধে শহীদ ব্যতীত কোন মুসলমান মারা গেলে।
৪. কাফের মুসলমান হলে।
৫. মহিলাদের হায়েয-মাসিক ঋতু হলে।
৬. মহিলাদের নেফাস-প্রসূতি অবস্থার রক্ত বের হলে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যদি (পুরুষ) তার (স্ত্রীর) দুই পাঁ ও দুই রানের মাঝে বসে চেষ্টা করে তাহলেই গোসল ফরজ হয়ে যাবে।"[১]

¿ **সংক্ষেপ গোসলের বিবরণ:**

গোসলের নিয়ত করে সমস্ত শরীরে একবার পানি ঢেলে দেওয়া।

¿ **পরিপূর্ণ গোসলের বিবরণ:**

গোসলের নিয়ত ক'রে দুই হাত তিনবার ধৌত করবে। অত:পর লজ্জাস্থান ও যে সকল স্থানে ময়লা লেগেছে তা ধৌত ক'রে পূর্ণ ওযু করবে। এরপর তিনবার মাথায় পানি ঢালবে এবং হাত দিয়ে মাথার চুল খেলাল করবে। তারপর শরীরের বাকি অংশ একবার ধুয়ে ফেলবে এবং

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৯১, মুসলিম হাঃ নং ৩৪৮

ডানে সরে দাঁড়িয়ে শরীর মুছে ফেলবে। তবে মোটেই পানির অপচয় করবে না।

¿ মহানবী [ﷺ]-এর গোসলের বিবরণ:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ. متفق عليه.

ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার খালা মাইমূনা (রা:) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর জন্য ফরজ গোসলের পানি হাজির করি। তিনি তাঁর দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত দুই বা তিনবার ধৌত ক'রে হাত পানির পাত্রে ঢুকালেন। তারপর হাতে পানি নিয়ে লজ্জাস্থানে ঢাললেন এবং বাম হাতে তা ধৌত করলেন। এরপর মাটিতে বাম হাত মেরে খুব ভালভাবে পানি ঢাললেন এবং নামাজের ওযুর অনুরূপ ওযু করলেন। অত:পর তিনবার দুই হাত ভরে পানি নিয়ে মাথার উপর দিলেন এবং সমস্ত শরীর ধৌত করলেন। তারপর নিজ স্থান হতে সরে দাঁড়ালেন এবং দুই পাঁ ধৌত করলেন। অত:পর আমি [মাইমূনা (রা:) তাঁকে তোয়ালে দিলাম কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন।"[১]

¿ ফরজ গোসলের পূর্বেই ওযু করা সুন্নত। যদি কেউ ওযু ক'রে বা ওযু ছাড়া গোসল ক'রে নেয়, তাহলে তার জন্য গোসলের পর ওযু করা শরিয়ত সম্মত নয়।

¿ বীর্যপাত হলে নিম্নোক্ত কার্যাদি হারাম:

সালাত আদায় করা এবং কা'বা ঘরের তওয়াফ করা ও মসজিদে অবস্থান করা।

---

১. বুখারী হাঃ নং ২৭৬, মুসলিম হাঃ নং ৩১৭

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[s t u v w x y z { | } ~ وَلَا

جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴿٤٣﴾ Z النساء: ٤٣

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন সালাতের ধারে–কাছেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর (সালাতের কাছে যেও না) ফরজ গোসলের অবস্থায়ও, যতক্ষণ না গোসল করে নেও। কিন্তু মুসাফীর অবস্থার কথা স্বতন্ত্র।" [সূরা নিসা:৪৩]

¿ সহবাসের পর ঘুমানোর পদ্ধতি:

১. সহবাসের পর পরই গোসল ক'রে নেওয়া সুন্নত। ফরজ গোসল না ক'রেও ঘুমানো বৈধ। তবে লজ্জাস্থান ধৌত ক'রে এবং ওযু ক'রে ঘুমানো উত্তম।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ .متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিন বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] গোসল ফরজ অবস্থায় ঘুমানোর ইচ্ছা করলে লজ্জাস্থান ধৌত ক'রে ওযু ক'রে নিতেন।"[১]

২. একই (পানির) পাত্র থেকে স্বামী-স্ত্রী একত্রে ফরজ গোসল করা জায়েজ আছে। যদিও তাতে একে উপরের লজ্জাস্থান দেখতে পায়।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ" كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ .متفق عليه.

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন:"আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ] সঙ্গে একই (পানির) পাত্র থেকে একত্রে ফরজ গোসল করতাম।"[২]

---

১. বুখারী হাঃ নং ২৮৮, মুসলিম হাঃ নং ৩০৫

২. বুখারী হাঃ নং ২৬৩, মুসলিম হাঃ নং ৩২১

¿ যে ব্যক্তি একাধিকবার সহবাস করবে তার গোসলের পদ্ধতি:

যে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার সহবাস করতে চাইবে অথবা অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতে চাইবে তার জন্য প্রতি দুইজনের মাঝে গোসল ক'রে নেয়া মুস্তাহাব। আর সহজে গোসল করা সম্ভব না হলে ওযু ক'রে দ্বিতীয়বার সহবাস করবে, এতে ক'রে প্রফুল্লতা বৃদ্ধি পাবে। আর যে একজন স্ত্রী বা একাধিক স্ত্রীর সাথে একের অধিক সহবাস করবে তার জন্য একবার গোসল করাই যথেষ্ট হবে।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِـــدٍ. متفق عليه.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] এক গোসল দ্বারাই সকল স্ত্রীর নিকটে যেতেন।[১]

¿ মুস্তাহাব গোসলের কতগুলো উদাহরণ:

হজ্ব বা উমরার ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পরে গোসল, পাগল বা বেহুঁশ অবস্থা থেকে হুঁশে আসার পরে গোসল, মক্কায় প্রবেশের পূর্বে গোসল, প্রত্যেক সহবাসের পরে পৃথক পৃথক গোসল, কোন মুশরিককে (শির্ককারীকে) কবরস্থ করার পরে গোসল।

¿ গোসলের বিধান:

১. গোসলের সময় মানুষ থেকে আড়াল (পর্দা) করা ফরজ। আর যদি একাকী গোসল করে তাহলে প্রয়োজনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েজ। তবে এমতাবস্থাতেও পর্দা করাই উত্তম; কেননা মানুষের চেয়ে আল্লাহ তা'য়ালাকে লজ্জা করা বেশি প্রয়োজন।

২. হায়েয (মহিলাদের মাসিক ঋতু) ও ফরজ গোসল অথবা ফরজ গোসল ও জুমা ইত্যাদির জন্য একবার গোসল করাই যথেষ্ট।

---

[১]. বুখারী হা: নং ২৬৮ মুসলিম হা: নং ৩০৯ শব্দ তাঁরই

৩. মহিলাদের গোসল পুরুষের গোসলের মতই। আর মহিলাদের বীর্যপাত জনিত ফরজ গোসলের সময় তাদের চুলের বেণী খুলে ফেলা ওয়াজিব নয়।

৪. হায়েয (মহিলাদের মাসিক), নিফাস (প্রসূতি)-এর পরের গোসল বীর্যপাতের গোসলের মতই। কিন্তু এ গোসলে বেণী খুলে ফেলা, কুল পাতা পানিতে মিশানো, মাথা বেশি করে কচলানো এবং গোসলের পর লজ্জাস্থানে আতর-সুগন্ধি লাগানো এ সবই মুস্তাহাব (উত্তম)।

¿ গোসলের কতিপয় সুন্নতঃ

গোসলের পূর্বে ওযু করা, ময়লা পরিষ্কার করা, মাথায় ৩বার পানি ঢালা, শরীরের বাকি অংশে ৩বার পানি ঢালা, ডানদিক থেকে শুরু করা।

¿ গোসলের পানির পরিমাণঃ

এক সা‘ (৪ মুদ্দ) থেকে সোয়া সা‘ (৫ মুদ্দ)[১] পানি দিয়ে ফরজ গোসল করা সুন্নত। তবে যদি এর চেয়ে কম হয় বা এরচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় যেমনঃ ৩ সা‘ ও তার কাছাকাছি[২] তবে জায়েজ হবে। আর ওযু, গোসল ও পরিস্কারের সময় অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা জায়েয নেই।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ. متفق عليه.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, “রসূলুল্লাহ [ﷺ] ১ সা‘ (৪ মুদ্দ) থেকে ৫ মুদ্দ (সোয়া সা‘)[৩] পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং ১ মুদ্দ[৪] পানি দিয়ে ওযু করতেন।[৫]

---

১ .অর্থাৎ প্রায় ৩ লিটার

২. প্রায় ৭ বা সোয়া ৭ লিটার

৩ .অর্থাৎ প্রায় ৩ লিটার

৪. প্রায় ৬০০.২৬ মিলি লিটার

৫. বুখারী হাঃ নং ২০১, মুসলিম হাঃ নং ৩২৫

¿ টয়লেটে গোসলের বিধানঃ

সুন্নত হলো মুসলিম ব্যক্তি পরিস্কার স্থানে গোসল করবে যেমন বাথ রুম ইত্যাদি। আর টয়লেটে গোসল করা মাকরুহ (অপছন্দনীয়); কেননা সেটা অপবিত্র জিনিসের স্থান। তাই সেখানে গোসল করলে (মনে) বিভিন্ন রকমের কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হবে। আর কোন স্থানে পেশাব ক'রে সেই স্থানেই গোসল করবে না; কারণ তাতে শরীর বা কাপড় অপবিত্র হয়ে যাবে।

¿ গোসলের পরে যার বীর্য বের হয় তার বিধানঃ

যে ব্যক্তির গোসল করার পর আবার কোন উত্তেজনা ও বেগ ছাড়াই বীর্য বের হবে তাকে দ্বিতীয়বার গোসল করতে হবে না। কিন্তু বীর্য ধৌত করা ও সালাত আদায় করতে চাইলে ওযু করা ওয়াজিব হবে।

¿ স্বপ্নদোষ হলে গোসলের বিধানঃ

ঘুম থেকে উঠে যদি ভিজা ভিজা পায় তাহলে তার তিন অবস্থা:

১. যদি একিন হয় যে ইহা বীর্য তবে তার প্রতি গোসল করা ফরজ হবে।

২. যদি একিন হয় যে ইহা বীর্য নয় তাহলে এর বিধান পেশাবের বিধান হবে; যে স্থানে লেগেছে সেটুকু ধৌত করে নেবে।

৩. যদি অবস্থা বুঝা না যায় তবে স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ হলে তার প্রতি গোসল ফরজ। আর যদি স্মরণ না হয় তাহলে মযীর বিধান বর্তাবে ধুয়ে নিবে।

¿ যার গোসল করা অসম্ভব তার বিধানঃ

যদি বীর্যপাত ঘটিত কারণের পর গোসল করতে অপারগ হয় যেমনঃ পানি নেই বা ব্যবহারে ক্ষতি হবে তাহলে তায়াম্মুম করবে। অত:পর যখন পানি পেয়ে যাবে তখন গোসল করবে এবং তায়াম্মুম দ্বারা সে সমস্ত সালাত আদায় করেছে তা দ্বিতীয়বার আদায় করতে হবে না।

আর মহিলারা এ অবস্থায় যদি পানি না পায় অথবা পানি ব্যবহারে অসুখ হওয়ার ভয় করে কিংবা অসুখ ভাল হতে দেরী হওয়ার আশঙ্কা

থাকে তবে তায়াম্মুম করবে। আর তায়াম্মুমের কারণ দূর হলেই গোসল করবে।

¿ জুমার দিন গোসলে বিধানঃ

যে সকল মুসলিমের প্রতি জুমার সালাত ফরজ তার প্রতি জুমার দিন গোসল করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আর যার শরীরে গন্ধ হবে যা ফেরশতা ও মুসল্লীদের কষ্ট হয় তার প্রতি গোসল করা ওয়াজিব। এ অবস্থায় গোসল না করলে তার সালাত সহীহ্ হয়ে যাবে। কিন্তু গোসল ওয়াজিবের ব্যাপারে সে শিথিলতা প্রদর্শনকরী বলে বিবেচিত হবে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « الْغُسْلُ يَــوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ». متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"জুমার দিন প্রতিটি সাবালোকের প্রতি গোসল করা ওয়াজিব।"[১]

---

[১]. বুখারী হা: নং ৮৫৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৮৪৬

৭- তায়াম্মুমের বিধান

¿ **তায়াম্মুম** হলো: সালাত ইত্যাদি আদায় করার জন্য পবিত্রতার নিয়তে পবিত্র মাটির উপর দু'হাত মেরে মুখমণ্ডল ও হাতের পাঞ্জাদ্বয়ের উপর মাসেহ করে আল্লাহর এবাদত করা।

তায়াম্মুম মুসলিম উম্মাহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইহা পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে পানির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً». متفق عليه.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন: "আমি পাঁচটি এমন জিনি পেয়েছি যা আমার পূর্বে আর কেউ পায়নি। এক মাসের পথ দূর থেকে ভয়-ভীতি, সমস্ত জমিনকে আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম করা হয়েছে। অতএব, আমার উম্মতের যে কোন ব্যক্তিকে সালাত পেয়ে বসবে সে যেন আদায় করে। আমার জন্যে গনিমাতের মাল হালাল করা হয়েছে। আমাকে শাফা'য়াত দেয়া হয়েছে। আর প্রতিটি নবী-রসূলকে তাঁর নির্দিষ্ট জাতির জন্য প্রেরণ করা হত কিন্তু আমি সমস্ত মানুষ জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি।"[১]

¿ তায়াম্মুমের বিধান:

ছোট-বড় অপবিত্রতার জন্য (ওযু ও গোসলের পরিবর্তে) তায়াম্মুম করা বৈধ। ইহা পানি ব্যবহারে অপারগ হলে জায়েজ। আর তা পানি না

[১]. বুখারী হা: নং ৩৩৫ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ৫২১

থাকার কারণে বা ব্যবহারে ক্ষতির আশংকার কারণে[১] কিংবা ব্যবহার করতে অপারগতার কারণে হোক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 [

S R P O N M L K J I H

^] \ [Z Y X W V U T

المائدة: ٦ Z a ` _

"আর যদি তোমরা অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (তাদের সাথে সহবাস কর)। অত:পর পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর, তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতদ্বয়ের কিছু অংশ মাসেহ কর। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা করতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের উপর তাঁর নেয়ামত পরিপূর্ণ করতে চান; যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" [সূরা মায়েদা: ৬]

¿ যা দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ:

মাটির প্রতিটি পবিত্র জিনিস দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ। যেমন: সাধারণ মাটি, ধুলা-বালি, পাথর, ভিজা বা শুকনা মাটি।

¿ তায়াম্মুমের পদ্ধতি:

পবিত্রতার নিয়ত করে দু'হাতের তালু মাটিতে একবার মারবে। অত:পর তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও দু'হাতের পাঞ্জার উপর ভাগ মাসেহ করবে। প্রথমে বাম হাতের তালু দ্বারা ডান হাতের পাঞ্জার উপর এবং অনুরূপভাবে ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের পাঞ্জার উপর ভাগ

---

[১]. যেমন: প্রচণ্ড ঠাণ্ডা যা ব্যবহারে মারা যাওয়ার বা রোগ হওয়ার সম্ভবনা আছে কিংবা পান করার পানি ব্যবহার করলে পানি অভাবে পিপাসার ভয় রয়েছে ইত্যাদি। অনুবাদক

মাসেহ করবে।[১] আর কখনো দুই হাত আগে ও মুখমণ্ডল পরে মাসেহ করাও জায়েজ।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبْ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .متفق عليه.

১. এক ব্যক্তি উমার বিন খাত্তাব [ﷺ] -এর নিকট এসে বললেন: আমার গোসল ফরজ হয়েছে কিন্তু আমি পানি পাইনি। অত:পর (তা শুনে) আম্মার বিন ইয়াসির [ﷺ] উমার বিন খাত্তাব [ﷺ]কে বললেন: আপনার মনে আছে যে, আমি আর আপনি সফরে ছিলাম (অত:পর গোসল ফরজ হওয়ার পর পানি না পাওয়াতে) আপনি সালাত আদায় করলেন না, আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সালাত আদায় করলাম। তারপর আপনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে ঘটনা উল্লেখ করলে তিনি [ﷺ] বললেন: এ রকম তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। অত:পর তিনি দু'হাতের তালু দিয়ে মাটিতে একবার মারলেন এবং তাতে ফুঁ দিলেন। এরপর দু'তালু দিয়ে মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জিদ্বয়ের উপর মাসেহ করলেন।"[২]

عَنْ عَمَّارٍ - فِي صفة التيمم- -وفيه -فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ .متفق عليه

২. আম্মার [ﷺ] থেকে তায়াম্মুমের বর্ণনায় এসেছে যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:"এ রকম করাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। অত:পর তিনি

[১]. মাটিতে হাত দুইবার মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার হাদীস দুর্বল গ্রহণযোগ্য নয়।

২. বুখারী হাঃ নং ৩৩৮, মুসলিম হাঃ নং ৩৬৮

দু'হাতের তালু দিয়ে মাটিতে একবার মারলেন এবং তা ঝাড়লেন। এরপর বাম হাত দিয়ে (ডান) হাতের অঞ্জলির উপর এবং (ডান) হাত দিয়ে বাম হাতের অঞ্জলির উপর মাসেহ করলেন। অত:পর হাতদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন।"[১]

¿ তায়াম্মুম দ্বারা কি দূর হয়?

যখন তায়াম্মুম দ্বারা কয়েক প্রকার অপবিত্রতা থেকে একই সাথে পবিত্র হওয়ার নিয়ত করবে তখন এক তায়াম্মুমই যথেষ্ট হবে। যেমনঃ পেশাব, পায়খানা, স্বপ্নদোষ, বীর্যপাত, হায়েয ও নেফাস।

ওযু দ্বারা যে সকল কাজ বৈধ তা তায়াম্মুম দ্বারাও বৈধ। যেমনঃ সালাত (নামাজ) আদায়, (আল্লাহর ঘরের) তওয়াফ করা, কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা ইত্যাদি।

¿ তায়াম্মুম নষ্টকারী জিনিসসমূহঃ

নিম্নের জিনিসগুলোর দ্বারা তায়াম্মুম নষ্ট হয়ঃ

১. পানি পাওয়া গেলে।

২. অসুস্থতা বা বিশেষ প্রয়োজন ইত্যাদির ওজর দূর হয়ে গেলে।

৩. ওযু ভঙ্গের যে কোন কারণ পাওয়া গেলে।

¿ যার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধঃ

১. ছোট-বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য তায়াম্মুম বৈধ। তবে শরীর বা কাপড় থেকে অপবিত্র জিনিস দূর করার জন্য তায়াম্মুম কোন কাজে আসবে না; বরং অপবিত্র জিনিস দূর করতে হবে। আর তা সম্ভব না হলে ঐভাবেই সালাত আদায় করবে।

২. যদি কেউ পানি ও মাটি কোনটাই না পায় অথবা এ দুটোর কোনটারই ব্যবহারের ক্ষমতা না থাকে, তাহলে ওযু ও তায়াম্মুম ছাড়াই ঐ অবস্থাতেই সালাত আদায় করবে। আর পরে তাকে এ নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে না।

---

১. বুখারী হাঃ নং ৩৪৭, মুসলিম হাঃ নং ৩৬৮

৩. কারো (ওযুর অঙ্গে) জখম হলে এবং পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে ক্ষত অংশের উপর মাসেহ করবে।[১] আর অবশিষ্ট অংশ ধৌত করবে। তবে যদি মাসেহ করাতেও ক্ষতি হয় তাহলে ক্ষত স্থানের কারণে তায়াম্মুম করবে এবং অবশিষ্ট অংশ ধৌত করবে।
৪. যদি তায়াম্মুম ক'রে সালাত আদায়রত অবস্থায় পানি পায়, তবে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে এবং সালাত ছেড়ে দিয়ে ওযু করে সালাত আদায় করবে। আর যদি সালাত আদায় করার পর পানি পায়, তাহলে তার সালাত সহীহ হয়ে যাবে। আর তার প্রতি পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন হবে না।

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَ رَجُلَان في سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلكَ لَهُ فَقَالَ للَّذي لَمْ يُعدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ للَّذي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ .أخرجه أبوداود والنسائي.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: দুই ব্যক্তি সফরে বের হলে সালাতের ওয়াক্ত হয়, কিন্তু তাদের কাছে পানি না থাকায় পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম ক'রে সালাত আদায় ক'রে নেয়। তারপর সেই সময়েই তারা পানি পেয়ে যায়। অত:পর তাদের একজন ওযু ক'রে পুনরায় সালাত আদায় করে কিন্তু অপর জন তা করে না। এরপর উভয়েই রসূলুল্লাহ [ﷺ] -এর নিকট এসে ঘটনা উল্লেখ করলে যে ব্যক্তি পুনরাবৃত্তি করে নাই তাকে বলেন:"তুমি সুন্নত তরিকায় কাজ করেছ এবং তোমার সালাত যথেষ্ট হয়েছে।" আর যে ব্যক্তি ওযু ক'রে পুনরায় সালাত আদায় করে তাকে বলেন:"তোমার সওয়াব দ্বিগুণ।"[২]

---

১. অর্থাৎ ভিজা হাত বুলিয়ে দিবে
[২].হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৩৮ শব্দ তারই ও নাসাঈ হাঃ নং ৪৩৩

৯- হায়েয (মাসিক ঋতু) ও নিফাস (প্রসূতির রক্ত)

¿ **হায়েয-মাসিক ঋতু:** প্রাকৃতিক স্বভাবজাত রক্ত যা মহিলাদের গর্ভাশয়ের ভিতর থেকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্গত হয়ে থাকে। সাধারণত: এর সময় ৬ বা ৭ দিন হয়ে থাকে।

¿ **হায়েযের (ঋতুস্রাবের) উৎসঃ**

আল্লাহ [তা'য়ালা] মাসিক বা ঋতুস্রাব সৃষ্টি করেছেন মায়ের গর্ভে শিশুর খাদ্য যোগানোর জন্য একটি বড় হেকমত। এ জন্যই সাধারণত গর্ভবতী মায়ের মাসিক বা ঋতুস্রাব হয় না। ফলে সন্তান প্রসব করার পরেই আল্লাহ তা'য়ালা এটাকে মায়ের স্তনে পর্যাপ্ত দুধ রূপে রূপান্তরিত ক'রে দেন। এ জন্য শিশুকে দুগ্ধদান কালে মহিলাদের খুব কমই মাসিক হয়ে থাকে। যখনই মহিলার গর্ভধারণ ও দুগ্ধদান শেষ হয়, তখন মাসিকের এ রক্ত কোন কাজে ব্যবহার না হওয়ার কারণে জরায়ুতে (গর্ভাশয়ে) গিয়ে জমা হয়। অত:পর প্রতি মাসে সাধারণত ৬ বা ৭ দিন ক'রে তা নির্গত হয়।

¿ **হায়েযের সময়-সীমাঃ**

মাসিকের নুন্যতম ও সর্বাধিক সময়ের বা শুরু-শেষের নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা নেই। আর দুই মাসিকের মাঝে পবিত্রতার ব্যাপারেও নুন্যতম ও সর্বাধিক সময় কালের নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা নেই।

¿ **নিফাস (প্রসূতি-অবস্থার রক্ত):** সন্তান প্রসব কালে বা তার আগে-পরে মহিলাদের পেশাবের রাস্তা দিয়ে যে রক্ত বের হয় তাই নিফাস।

¿ **নেফাসের বেশিরভাগ সময়-সীমাঃ**

নিফাসের সর্বাধিক সময় কাল সাধারণত ৪০ দিন। তবে যদি এর পূর্বেই পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে গোসল ক'রে সালাত আদায় করবে এবং রোজাও রাখবে। এ অবস্থায় সহবাস করা স্বামীর জন্য বৈধ হবে। যদি ৬০ দিন পর্যন্ত রক্ত নির্গত হয় তাও কোন কোন মাজহাবে নিফাস বলে গণ্য হবে। তবে যদি এর পরও বের হতে থাকে তাহলে তা এস্তেহাযা তথা প্রদর রোগ জনিত রক্ত বলে গণ্য হবে। এ অবস্থায় প্রতি সালাতের

জন্য ওযু করবে এং সালাত ও অন্যান্য এবাদত পবিত্র মহিলার মতই আদায় করবে।

¿ গর্ভবতী মহিলা থেকে নির্গত রক্তের বিধানঃ

গর্ভবতী মহিলার যদি অনেক রক্তস্রাব হওয়া সত্ত্বেও গর্ভপাত না ঘটে তাহলে তা এস্তেহাযা তথা রোগজনিত কারণে রক্ত। সে কারণে সালাত ত্যাগ করবে না, তবে প্রতি ওয়াক্তের জন্য ওযু করবে। যদি অভ্যাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে ও মাসে একই অবস্থায় রক্ত দেখা যায় তাহলে তা মাসিকের রক্ত গণ্য হবে। মাসিকের কারণে সালাত, সহবাস ও সিয়াম ইত্যাদি ত্যাগ করবে।

¿ ঋতুবতি ও প্রসূতির প্রতি যা হারামঃ

হায়েয ও নিফাস অবস্থায় পবিত্র হয়ে গোসল করা পর্যন্ত সালাত আদায়, রোজা ও বায়তুল্লাহ্ শরীফের তওয়াফ এবং সহবাস করা হারাম।

¿ হায়েয বন্ধ করা পিল বা বড়ি ব্যবহারের বিধানঃ

ক্ষতির আশংকা না থাকলে বিশেষ প্রয়োজনে মাসিক বন্ধ ক'রে এমন জিনিস খেতে বা গ্রহণ করতে পারবে এবং তাতে সে পাক হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সে রোজা রাখবে এবং সালাতও আদায় করবে ও পবিত্র মহিলারা যা যা করে তাই করবে।

¿ ঋতুবতী নারীর পবিত্র হওয়ার আলামত (লক্ষণ):

যদি মাসিক বন্ধ হওয়ার পর সাদা সাদা তরল জিনিস বের হতে দেখে। আর ইহা দেখতে না পেলে তার পবিত্র হওয়ার লক্ষণ হলো: ঋতুস্রাবের স্থানে এক টুকরা সাদা তুলা বা নেকড়া দিয়ে রাখবে। এরপর তা বের করার পর যদি টুকরাটির কোন পরিবর্তন দেখা না যায়, তাহলে বুঝতে হবে সে পবিত্র হয়ে গেছে।

¿ হলুদ ও মাটিয়া রঙের রক্তের বিধানঃ

হলুদ ও মাটিয়া তথা ঘোলা রঙ মাসিকের নির্দিষ্ট সময়ে হলে তা মাসিকের রক্ত বলে গণ্য হবে। আর যদি তা মাসিকের নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে দেখা যায়, তাহলে তা মাসিকের রক্ত বলে গণ্য হবে না।

সুতরাং এমতাবস্থায় সালাত আদায় করবে, সিয়াম পালন করবে এবং স্বামীর জন্য এমন স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করাও বৈধ হবে।

আর যদি হলুদ ও মাটিয়া তথা ঘোলা রঙ মাসিকের সাধারণ সময়ের পরেও দেখা যায়, তাহলে গোসল ক'রে অন্যান্য পবিত্র মহিলাদের মত সালাত ইত্যাদি আদায় করবে।

কোন নামাজের সময় হওয়ার পর যদি কোন মহিলা হায়েয বা নিফাসগ্রস্ত হয়ে পড়ে অথবা কোন হায়েয বা নিফাসগ্রস্ত মহিলা পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে ঐ ওয়াক্তের সালাত আদায় করা ফরজ হয়ে যাবে।

¿ হায়েয অবস্তায় স্ত্রীর সঙ্গে আলিঙ্গন করার বিধান:

মাসিক অবস্থায় (ঋতুবতী) স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন বা তার পরিধানকৃত বস্ত্রের উপর দিয়ে শরীরের সঙ্গে শরীর ঘর্ষণ করা বৈধ।

عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ .متفق عليه.

মাইমূনা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:"রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর স্ত্রীগণের সঙ্গে মাসিক অবস্থাতে পারিধানকৃত বস্ত্রের উপর দিয়ে শরীরের সঙ্গে শরীর ঘর্ষণ করতেন।"[১]

¿ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করার বিধান:

১. ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম। অনুরূপ হারাম মলদ্বারে সহবাস করা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

} | z y x w v u t r q p [

~ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ Z البقرة: ٢٢٢

---

১. বুখারী হাঃ নং ৩০৩, মুসলিম হাঃ নং ২৯৪

“এবং তারা আপনাকে (মহিলাদের) মাসিক ঋতু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুনঃ এটা হচ্ছে অপবিত্র রক্ত; অতএব ঋতুকালে তোমরা স্ত্রীদের সহবাস থেকে দূরে থাক এবং উত্তমরূপে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটে যেও না (অর্থাৎ সহবাস করো না), তবে যখন ভালোভাবে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তোমরা আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে (বৈধ পন্থায়) তাদের নিকট গমন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পরিছন্নতাপ্রিয় ব্যক্তিগণকে পছন্দ করেন।” [সূরা বাকারা: ২২২]

২. মাসিকের রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল না করা পর্যন্ত ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা নাজায়েয। আর যদি গোসলের আগেই সহবাস করে তাহলে গুনাহগার হবে।
৩. জেনে বুঝে সেচ্ছায় ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে স্বামী গুনাহগার হবে এবং তাকে আল্লাহর নিকট তওবা করতে ও ক্ষমা চাইতে হবে। স্ত্রীর হুকুমও স্বামীর মতই।

¿ **মুস্তাহাযা (প্রদর রোগিণী):** ঐ মহিলা যার মাসিকের সময়ের পরেও রক্ত বের হতেই থাকে।

¿ হায়েয ও এস্তেহাযার মধ্যে পার্থক্য:

১. **হায়েযঃ** মহিলাদের জরায়ুর গভীরে ‘আযের’ নামক একটি রগ হতে রক্ত নির্গত হওয়াকে হায়েয বলা হয়। এ রক্তের রঙ কালো বা লাল ঘন-গাঢ় ও দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং বের হওয়ার পর জমাট বাঁধে না।
২. **ইস্তিহাযা:** মহিলাদের জরায়ুর নিকটবর্তী ‘আযেল’ নামক একটি রগ হতে রক্ত নির্গত হওয়াকে ইস্তিহাযা বলা হয়। এ রক্তের রঙ লাল, পাতলা, দুর্গন্ধমুক্ত এবং বের হওয়ার পর জমে যায়; তা সাধারণ রগের রক্ত।

¿ হায়েয, মুস্তাহাযা ও নেফাসের মহিলার গোসলের পদ্ধতি:

হায়েয (মহিলাদের মাসিক), নিফাস (প্রসূতি)-এর পরের গোসল বীর্যপাতের গোসলের মতই। কিন্তু এ গোসলে বেণী খুলে ফেলা, কুল পাতা পানিতে মিশানো, মাথা বেশি করে কচলানো এবং গোসলের পর লজ্জাস্থানে আতর-সুগন্ধি লাগানো এ সবই মুস্তাহাব (উত্তম)।

আর মুস্তাহাযা মহিলা তার মাসিকের নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে মাত্র একবার গোসল করবে। প্রত্যেক নামাজের জন্য আলাদা ওযু করবে। লজ্জাস্থানে পরিস্কার নেকড়া বা টিস্যু পেপার ইত্যাদি দিয়ে বন্ধ রাখবে।

¿ মুস্তাহাযা মহিলার চার অবস্থাঃ

১. মুস্তাহাযা যদি মাসিকের নির্দিষ্ট সময় জানা আছে এমন মহিলা হয়, তাহলে সে সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষার পর গোসল ক'রে সালাত (নামাজ) আদায় করবে।

২. মাসিকের পূর্বনির্ধারিত সময় জানা না থাকলে ৬ বা ৭ দিন অপেক্ষার পর গোসল ক'রে সালাত আদায় করবে; কেননা বেশির ভাগ মাসিকের সময়কাল এমনই হয়ে থাকে।

৩. মাসিকের পূর্বনির্ধারিত সময় জানা নাই, তবে সে মাসিকের কালো ইত্যাদি রক্ত দেখে অন্য রক্ত থেকে পার্থক্য করতে পারে এমন মহিলা হয়, তাহলে তার জানা অনুসারে মাসিকের রক্ত বন্ধ হলে গোসল ক'রে সালাত আদায় করবে।

৪. আর যদি এমন মহিলা হয় যার মাসিকের পূর্বনির্ধারিত সময়ও নাই এবং সে মাসিকের কালো ইত্যাদি রক্ত দেখে অন্য রক্ত থেকে পার্থক্য করতেও পারে না, তাহলে সে ৬ বা ৭ দিন অপেক্ষার পর গোসল ক'রে সালাত আদায় করবে। এ প্রকারের মহিলাকে প্রথমবারের ঋতুবতী মহিলা বলা হয়।

¿ মহিলাদের লজ্জাস্থান দ্বারা যেসব জিনিস বের হয় তার বিধানঃ

কোন মহিলার ভ্রুণের গর্ভপাত হলে তা হায়েয বা নেফাস ধরা হবে না। চার মাস পূর্ণ হওয়ার পরে পেটের বাচ্চা গর্ভপাত হলে যে রক্ত বের হবে তা নিফাস তথা প্রসূতির রক্ত বলে গণ্য হবে। আকৃতি বিহীন রক্ত বা গোশ্‌তের পিণ্ড গর্ভপাতের পরে রক্ত দেখা গেলে তা নিফাস তথা প্রসূতি বলে গণ্য হবে না। তিন মাস পরিপূর্ণ হওয়ার পর যদি আকৃতি ধারনকৃত গোস্ত পিণ্ড গর্ভপাত হয়, তাহলে নিশ্চিত করবে তা বাচ্চা কি-না এবং তা নিফাস বা প্রসূতি কি-না।

¿ মুস্তাহাযা মহিলারা কি করবেঃ

মুস্তাহাযা মহিলার জন্য নামাজ কায়েম ও রোজা পালন করা ফরজ। এ ছাড়া অন্যান্য মহিলাদের মত তার জন্যে নফল এবাদত করা জায়েজ। যেমন: সালাত, রোজা, তওয়াফ ইত্যাদি। আর তার স্বামীর জন্যে সহবাস করাও বৈধ।

عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها أَنَّ فَاطمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ :لَا إِنَّ ذَلك عِرْقٌ وَلَكنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي .متفق عليه.

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত আছে, ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা:) রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করলেন: আমি এস্তেহাযার রোগী কখনো পবিত্র হয় না, আমি কি নামাজ ত্যাগ করতে পারি? তিনি বললেন: না; কারণ এটা রগ থেকে নির্গত রক্ত। কিন্তু তুমি তোমার মাসিকের নির্দিষ্ট দিনগুলোর পরিমাণের সময় নামাজ ছেড়ে দেবে। অত:পর গোসল ক'রে নামাজ আদায় কর।"[১]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৩২৫ শব্দ তারই, মুসলিম হাঃ নং ৩৩৩

এবাতদ

২-সালাত (নামাজ) অধ্যায়

এতে রয়েছে:

১	সালাতের বিধানের ফিকাহ্	ক	অসুস্থ ব্যক্তির সালাত
২	আজান ও একামত	খ	মুসাফিরের সালাত
৩	পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়	গ	ভীতি অবস্থার সালাত
৪	সালাতের শর্তসমূহ	১৫	জুমার সালাত
৫	সালাত আদায়ের পদ্ধতি	১৬	নফল সালাত যেমন:
৬	ফরজ সালাতের পর জিকির	ক	সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ
৭	সালাতের আহকাম	খ	তাহাজ্জুদের সালাত
৮	সালাতের রোকনসমূহ	গ	বেতরের সালাত
৯	সালাতের ওয়াজিবসমূহ	ঘ	তারাবির সালাত
১০	সালাতের সুন্নতসমূহ	ঙ	দুই ঈদের সালাত
১১	সাহু সেজদা	চ	সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সালাত
১২	জামাতে সালাত আদায়	ছ	এস্তেস্কার সালাত
১৩	ইমাম-মুক্তাদীদের আহকাম	জ	চাশ্তের সালাত
১৪	ওজরগ্রস্তদের সালাত যেমন:	ঝ	এস্তেখারার সালাত

قال الله تعالى:

(' & % $ # " !)

4 3 2 1 0 | . - , + *)

[البقرة/ ٢٣٨-٢٣٩] (: 9 8 76 5

আল্লাহর বাণীঃ

“সমস্ত সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আসরের) সালাতের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও। অত:পর যদি তোমাদের কারো ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে পদচারী অবস্থাতেই আদায় করে নাও অথবা বাহনের উপরে। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহর স্মরণ কর, যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না।” [সূরা বাকারা:২৩৮-২৩৯]

২- সালাত (নামাজ) অধ্যায়

১. সালাতের ফিকাহ্

¿ সালাতঃ

কতগুলো কথা ও কাজের সমন্বয়ে একটি এবাদত, যার শুরু হয় তাকবির (আল্লাহু আকবার) দিয়ে এবং শেষ হয় সালাম (আস-সালামু আলাইকুম) দিয়ে। কালেমা শাহাদতের দুই সাক্ষ্যদানের পরেই ইসলামের রোকনসমূহের মধ্যে সর্বাধিক তাকিদপূর্ণ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত।

এ সালাত সকল মুসলিম নর-নারীর সর্বঅবস্থায় ফরজ। নিরাপদ অবস্থায় হোক বা ভয়ের পরিস্থিতিতে হোক, সুস্থ অবস্থায় হোক বা অসুস্থ, সফর অবস্থায় হোক বা মুকিম (বাড়িতে অবস্থানকারী) অবস্থায়, প্রত্যেক অবস্থাতেই পরিবেশ অনুসারে ও পরিস্থিতির অনুপাতে সালাতের বিধান রয়েছে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [ﷺ] হতে বর্ণিত যে, নবী [ﷺ] মু'য়াযকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বললেন:“তাদেরেকে এ কালেমার দিকে আহবান কর যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য (মাবুদ) নেয় এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা এর আনুগত্য করে, তাহলে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের উপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন....।”[১]

---

১ .বুখারী, নংঃ ১৩৯৫ ও মুসলিম, নংঃ ১৯

¿ সালাত ফরজ হওয়ার হিকমতঃ

১. সালাত একটি নূর তথা আলো (জ্যোতি)। আলো যেমন আলোকিত করে, তেমনিভাবে সালাত সঠিক পথ দেখায়, নাফরমানিতে বাধা প্রদান করে এবং সকল প্রকারের অশ্লীল ও অন্যায় কার্যকলাপ থেকে দূরে রাখে।

২. সালাত আল্লাহ ও বান্দার মাঝের সেতুবন্ধন, দ্বীনের খুঁটি, এর মাধ্যমেই মুসলিম তার পালনকর্তার সাথে মোনাজাত তথা নিভৃত আলাপের সুযোগ পায়। ফলে তার আত্মা শান্তি পায়, নয়ন শীতল হয়, অন্তর স্থির হয়, মনের কুটিলতা দূর হয়, তার প্রয়োজন মিটানো হয়, পার্থিব সকল প্রকার দু:খ ও ব্যথা থেকে নিস্কৃতি লাভ করে।

৩. সালাতে রয়েছে আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা এবং অন্তরে, জবানে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার প্রকাশে আছে তাওহীদের মজবুত ও পরিচ্ছন্নকরণ। সালাতের জাহের (প্রকাশ্য) ও বাতেন (অপ্রকাশ্য) আছে। জাহের যা শরীরের সাথে সম্পৃক্ত যেমনঃ দাঁড়ানো, বসা, রুকু, সেজদা এবং অন্যান্য সমস্ত কথা ও কার্যকলাপ। আর বাতেন যা হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত যেমনঃ আল্লাহ তা'য়ালার সম্মান প্রদর্শন, তাঁর বড়ত্ব, ভয়, মহব্বত, আনুগত্য, প্রশংসা, শোকর এবং প্রতিপালকের প্রতি বান্দার বশ্যতা ও নতি স্বীকার। জাহের বাস্তবায়ন সম্ভব নবী [ﷺ]-এর তরিকায় সালাত আদায়ের দ্বারা। আর বাতেনের বাস্তবায়ন সম্ভব হবে তাওহীদ, ঈমান, এখলাছ ও একাগ্রতার দ্বারা।

৪. সালাতের শরীর ও রূহ (প্রাণ) আছে। শরীর হলো দাঁড়ানো, বসা, রুকু, সেজদা, ক্বেরাত। আর রূহ হলো আল্লাহর সম্মান প্রদর্শন, ভয়, প্রশংসা, তাঁর নিকটে চাওয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তাঁর গুণগান করা।

৫. কালেমা শাহাদতের দুই সাক্ষ্যর স্বীকৃতির পরেই আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি মুসলিমের জীবনকে আরো চারটি বিষয়ের (নামায, রোজা, জাকাত, হজ্ব) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার আদেশ দিয়েছেন। এগুলো হলো ইসলামের রোকন। এর প্রত্যেকটির মধ্যেই রয়েছে মানুষের মন,

ধন-সম্পদ, প্রবৃত্তি ও স্বভাবের উপরে আল্লাহর আদেশের বাস্তবায়নের অনুশীলন; যেন তার জীবনটা মনগড়া না হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পছন্দ অনুসারে হয়।

৬. মুসলিম ব্যক্তি সালাতে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর আল্লাহর হুকুমসমূহ জারি করে থাকে; যেন সে আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্যে অভ্যস্ত হয় এবং জীবনের অন্যান্য সকল ক্ষেত্র যেমন: চরিত্র, আদান-প্রদান, খানাপিনা, পোশাক-পরিচ্ছেদ ইত্যাদিতে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারে। এভাবে সে ক্রমান্বয়ে সালাতের ভিতরে ও বাহিরে তার প্রতিপালকের অনুগত হয়।

৭. সালাত সকল প্রকার অন্যায় ও পাপাচারের জন্য প্রতিবন্ধক এবং গুনাহসমূহ দূরীভূত করার অন্যতম উপকরণ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا .متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত- তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন:"মনে কর যদি তোমাদের করো দরজার সামনে স্রোতস্বিনী নদী থাকে, আর সেখানে সে দিনে পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার কোন ময়লা বাকি থাকবে? " তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) উত্তর করলেন: না, তার কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি [ﷺ] বললেন:"ঠিক এমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।"[১]

¿ অন্তরের (হৃদয় বা মন) সুদৃঢ় হওয়া:

অন্তর (মন) সঠিক হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সঠিক হয়ে যায়। আর অন্তর সঠিক হয় দু'টি জিনিসের দ্বারা:

১.বুখারী হাঃ নং ৫২৮ মুসলিম হাঃ নং ৬৬৭ শব্দ তারই

১. প্রবৃত্তি যা পছন্দ করে তার চেয়ে আল্লাহ তা'য়ালা যা পছন্দ করেন তার প্রাধান্য দেওয়া।

২. আদেশ ও নিষেধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। আর এটাই হলো শরিয়ত। এই সম্মানটা এসেছে আদেশদাতা ও নিষেধকর্তা আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি সম্মান প্রদর্শন থেকে। মানুষ কখনো কখনো নির্দেশ মেনে চলে সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি ক'রে, সৃষ্টিজগতের সম্মান ও মর্যদা হাছিলের উদ্দেশ্যে। আবার কখনো কখনো নিষেধ কাজ ত্যাগ করে মখলুকের দৃষ্টিতে পড়ে যাওয়ার আশংকায়, অথবা পার্থিব শাস্তির ভয়ে যা আল্লাহ তা'য়ালা নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীর জন্য রেখেছেন। যেমনঃ বিভিন্ন প্রকারের শাস্তির বিধান। তাই এ ধরনের কাজ করা বা ত্যাগ করা আদেশ ও নিষেধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যও নয় বা আদেশকারী ও নিষেধাজ্ঞাদানকারী প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যও নয়।

[قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ à â كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ ç è é ê ë بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ î ï Z الكهف: ١١٠

"বলুন, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের এলাহই একমাত্র ইলাহ্। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরিক না করে।" [সূরা কাহাফ:১১০]

¿ আল্লাহর নির্দেশসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আলামতঃ

আদেশসমূহের সময় ও সীমার দিকে লক্ষ্য রাখা। রোকনসমূহ, ফরজসমূহ ও সুন্নতসমূহ ঠিকমত আদায় করা। সেগুলো পরিপূর্ণভাবে আদায়ে উদ্বুদ্ধ হওয়া। ফরজ হওয়ার সাথে সাথে খুশী মনে বিলম্ব না ক'রে সেগুলো আদায় করা। কোন কারণে আদায় করতে না পারলে নাখোশ হওয়া যেমনঃ সালাতের জামাত ছুটে যাওয়া ইত্যাদি।

আল্লাহর ওয়াস্তে নারাজ হওয়া যদি কোন ক্ষেত্রে তাঁর বিধি-নিষেধের অবমাননা হয়। আল্লাহ নাফরমানিতে নারাজ হওয়া এবং তাঁর আনুগত্যে খুশী হওয়া। শরিয়তের শিথিল আহকামের তালাশে না থাকা।

আহকামের কারণ তালাশে লেগে না থাকা, তবে যদি কোন কারণ (হিকমত) প্রকাশ পায় তাহলে বেশি বেশি আমল ও আনুগত্যে মনোনিবেশ করা।

` _ ^] \ [ZY X WV U T S[

k j i h g f e d cb a

{ z y xwvu t s r q p o n m l

السجدة: ١٥ – ١٧ Z } |

“কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে।” [সূরা সেজদাহ:১৫-১৭]

¿ আদেশ-নিষেধের সূক্ষ্ম বুঝঃ

মহান আল্লাহ তা‘য়ালা প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞাত। তিনি কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছুর নির্দেশ করেন না এবং যার মধ্যে বিপর্যয় আছে শুধুমাত্র তা থেকেই নিষেধ করেন। আল্লাহ তা‘য়ালা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশাবলি, প্রবৃত্তির চাহিদা, ওয়াজিবসমূহ ও হারাম বস্তু দ্বারা কে তাঁর আনুগত্য করে আর কে নাফরমানি করে তার মাঝে পার্তক্য করার জন্য পরীক্ষা করেন। অতএব, নির্দেশাবলি যেমনঃ ওয়াজিব ও মুস্তাবসমূহ এবং নিষেধাবলি যেমনঃ হারাম ও মকরুহসমূহ। এর মধ্যে যে গুলো নির্দেশ সেগুলো খাদ্য তুল্য যার দ্বারা শরীর দাঁড়িয়ে থাকে। আর নিষেধগুলো বিষের মত যা শরীরকে ধ্বংস করে ফেলে।

তাই যে ব্যক্তি ইহা একিন করতে পারবে তার অন্তর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের জন্য প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং নির্দেশ পালনে আত্মা

খুশী হয়ে যাবে। আর আল্লাহর ভালবাসা ও মহত্বের জন্য এবং তিনি যা পছন্দ করেন তা দ্বারা তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় নিষেধাবলি থেকে দূরে থাকবে।

e d c b a ` _ ^] \ [Z Y X W V [

t s r q p o n m l l j i h g f

Z u مريم: ٥٨

“এরাই তারা–নবীগণের মধ্য থেকে যাদেরকে আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন। এরা আদমের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশধর এবং যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনীত করেছি, তাদের বংশোদ্ভূত। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তখন তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং ক্রন্দন করত।” [সূরা মারয়াম:৫৮

কিন্তু যখন ঈমান দুর্বল হবে তখন মানুষ টালবাহনা, বিদাত ও পাপের দিকে ঝুকে পড়বে এবং সৎকর্ম করতে অলসতা প্রদর্শন করবে। এ ছাড়া নির্দেশ ও নিষেধের ব্যাপারে অহবেলা এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবে। আর ছোট ও বড় মুনাফেকি একত্র করবে এবং তার পদস্খলন ঘটে জাহান্নামে যাবে।

আল্লাহর বাণী:

(w x y z { | } ~ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ

تَابَ وَءَامَنَ © صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْـًٔا ﴿٦٠﴾) [مريم/٥٩-٦٠].

“অত:পর তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা সালাত নষ্ট করল এবং কুবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সুতরাং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কোন জুলুম করা হবে না। [সূরা মারয়াম:৫৯-৬০]

¿ শরিয়তের নির্দেশসমূহের সূক্ষ্ম বুঝঃ

আল্লাহর আদেশসমূহ দুই প্রকারঃ

১. এমন আদেশ যা মনের অনুকুলে হয় যেমনঃ হালাল ভক্ষণের আদেশ, চাহিদা মতে চারটি বিবাহের আদেশ, স্থল ও জলজ প্রাণী শিকারের আদেশ ইত্যাদি।

২. এমন আদেশ যা মনের প্রতিকুলে হয়। এগুলো আবার দুই প্রকারঃ

(ক) হালকা আদেশ যেমনঃ বিভিন্ন দোয়াসমূহ, জিকিরসমূহ, আদবসমূহ, নফল এবাদতসমূহ, সালাতসমূহ, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি।

(খ) ভারী আদেশ যেমনঃ আল্লাহর রাস্তায় দা'ওয়াত দেওয়া, সৎকাজের আদেশ করা, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ইত্যাদি। হালকা ও ভারী উভয় প্রকারের আদেশ পালনের দ্বারা ঈমান বাড়ে। আর ঈমান যখন বাড়ে তখন অপছন্দনীয় বিষয় পছন্দনীয় হয়ে যায়, ভারী হালকা হয়ে যায়। বান্দা থেকে আল্লাহর যা উদ্দেশ্য দাওয়াত ও এবাদত তা পূরণ হয়। অত:পর এর দ্বারা বান্দার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيۡكُمۡ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخۡرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ a ٱلنُّورِۚ وَكَانَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَحِيمٗا ﴿٤٣﴾ ! " # $ & ' ( ) * Z الأحزاب: ٤١ – ٤٤

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। আর সকাল বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করবেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও রহমাতের দোয়া করেন–অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোতে বের করার জন্য। তিনি মুমিনদের প্রতি দয়ালু। যেদিন আল্লাহ সাথে মিলিত হবে; সেদিন তাদের

অভিবাদন হবে সালাম। তিনি তাদের জন্যে সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।” [সূরা আহজাব:৪১-৪৪]

২. আল্লাহর তা‘য়ালার বাণী:

r p o n m l k j i h g f [

آل عمران: ١٠٤ Z u t s

“আর তোমাদে মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।” [আল-ইমরান:১০৪]

¿ আত্মার গুণাগুন:

প্রতিটি মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা‘য়ালা দুই ধরনের আত্মা সৃষ্টি করেছেন: একটি সর্বদা কুমন্ত্রণাদাতা আর অপরটি আল্লাহর অনুগত ও তাঁর উপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল। উভয়ের মধ্যে সর্বদা বিরোধিতা। তাই একটার কাছে আল্লাহর কোন আদেশ হালকা হলে অপরটির কাছে তা ভারী হয়। একটির কাছে তা আনন্দের হলে উপরটির কাছে তা কষ্টের হয়। একটির সাথে সম্পর্ক ফেরেশ্‌তার অপরটির সাথে সম্পর্ক শয়তানের। সমস্ত হকের সম্পর্ক ফেরেশ্‌তা ও অনুগত মনের (আত্মার) সাথে। আর সমস্ত বাতিলের সম্পর্ক শয়তান এবং কুপ্রবৃত্তির সাথে। এভাবে উভয়ের যুদ্ধ লেগেই থাকে এবং হার-জিত চলতেই থাকে।

আল্লাহ তা‘য়ারা বলেন:

s[t u v w x y z { | } ~ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾

وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ © ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾ Z الليل: ٤ – ١٠

“নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের ষিয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব।” [সূরা লাইল:৪-১০]

¿ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিধানঃ

দিন ও রাতে প্রতিটি নারী-পুরুষ আজ্ঞাপ্রাপ্ত মুসলিমের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করা ফরজ। তবে মাসিক ও প্রসূতি অবস্থার মহিলার উপর পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত ফরজ নয়। ইসলামে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের গুরুত্ব কালেমায়ে শাহাদত তথা দুই সাক্ষ্যদানের পরেই।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[s t u v w x y z Z النساء: ١٠٣

"নিশ্চয়ই সালাত মুমিনদের উপর নির্দ্ধারিত সময়ে ফরজ করা হয়েছে।" [সূরা নিসাঃ ১০৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

[! " # $ % & ' ( ) Z البقرة: ٢٣٨

"তোমরা নামাজসমূহের সংরক্ষণ কর; বিশেষ ক'রে মধ্যবর্তী নামাজ (আসরের) এবং বিনীতভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দণ্ডয়মান হও।"
[সূরা বাকারাঃ ২৩৮]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ .متفق عليه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেনঃ "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপরঃ এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ (উপাস্য) নেয় এবং মুহাম্মদ [ﷺ] আল্লাহর রসূল, সালাত কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, বাইতুল্লাহর হজ্ব করা এবং রমজানের রোজা রাখা।"[১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ

১ বুখারী, নংঃ ৮ ও মুসলিম, নংঃ ১৬

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِـــي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ...متفق عليه.

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [ﷺ] হতে বর্ণিত যে, নবী [ﷺ] মু'য়াযকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বললেন:"তাদেরেকে এ কালেমার দিকে আহবান কর যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য (মাবুদ) নেয় এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা এর আনুগত্য করে, তাহলে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের উপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন....।"[১]

¿ সাবালক তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার লক্ষণ:

শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত মুসলিম ঐ ব্যক্তি যে প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন। সাবালক তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আলামত (লক্ষণ) তিন প্রকার:

১. কিছু এমন আছে যা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। যেমন: ১৫ বছরে উপনীত হওয়া, নাভীর নিচের কালো লোম গজানো ও বীর্যপাত হওয়া।
২. আর কতগুলো লক্ষণ এমন আছে যা শুধুমাত্র পুরুষের জন্য প্রযোজ্য। যেমন: দাড়ি ও মোচ গজানো।
৩. আর কিছু আলামত এমন আছে যা শুধুমাত্র মহিলাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য যেমন: মাসিক ঋতুস্রাব ও গর্ভধারণ।
   আর ছোটদেরকে ৭ বছর বয়সে সালাতের আদেশ করতে হবে এবং দশ বছর বয়সে উপনীত হলে সালাতের ব্যাপারে প্রয়োজনে হালকা প্রহার করতে হবে।

¿ সালাতের গুরুত্ব:

সালাত হলো বান্দা ও তার পালনকর্তার মাঝের বন্ধন এবং রোজ কিয়ামতে সর্বপ্রথম হিসাব হবে সালাতের।

---

১ .বুখারী, নংঃ ১৩৯৫ ও মুসলিম, নংঃ ১৯

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتُقِصَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ يُكَمِّلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ سَائِرُ الْأَعْمَالِ تَجْرِي عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ .أخرجه النسائي وابن ماجه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন: "নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব হবে সালাতের। যদি সালাতের হিসাব পরিপূর্ণ পাওয়া যায়, তাহলে পরিপূর্ণ লেখা হবে। আর যদি তা হতে কিছু অপূর্ণ হয়, তাহলে (আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশ্‌তাদেরকে) বলবেন: দেখ তার কোন নফল সালাত পাওয়া যায় কি-না, যা দ্বারা তার ফরজের অপূর্ণতা পূরণ করা যেতে পারে। অত:পর অবশিষ্ট আমলসমূহের হিসাব এভাবে চলবে।"[১]

¿ ফরজ সালাতের সংখ্যা:

হিজরতের প্রায় এক বছর পূর্বে মেরাজের রাত্রিতে কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর উপর আল্লাহ সালাত (নামাজ) ফরজ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক মুসলিমের উপর রাত ও দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেন। এটা নামাজের অধিক গুরুত্বের প্রমাণ করে এবং নামাজের জন্য আল্লাহর ভালবাসার বহি:প্রকাশ। অত:পর আল্লাহর মেহেরবানী ও করুণা ক'রে সংখ্যা কমিয়ে বাস্তব আমলে পাঁচ ওয়াক্ত করেছেন, তবে সওয়াব রেখেছেন পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই। আর প্রতিটি মুসলিম নারী-পুরুষের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিদিন দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। তা হচ্ছে: জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর। এ ছাড়া সপ্তাহে জুমার দিনের জুমার সালাত।

¿ সালাত ত্যাগকারীর বিধান:

যে ব্যক্তি নামাজ ফরজ ইহা অস্বীকার করে, সে কাফের হয়ে যায়। এমনিভাবে যদি কেউ নামাজকে তুচ্ছ মনে করে অথবা অলসতা করে সব নামাজ ত্যাগ করে তারও বিধান একই। আর যদি সে ব্যক্তি অজ্ঞ

১.হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নংঃ ৫৬৪ এবং ইবনে মাজাহ হাঃ নংঃ ১৪২৫

হয়, তাহলে তাকে বুঝানো হবে। আর যদি ফরজ জেনে বুঝে নামাজ ত্যাগ করে তাহলে তাকে তওবা করার জন্য বলা হবে। এরপর যদি সে তওবা করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি তওবা না করে তাহলে তাকে কাফের হিসাবে হত্যা করা হবে।[১]

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

s r ¦ p o n m l k j i h[

التوبة: ١١ Z v u t

"যদি তারা তওবা করে এবং নামাজ কায়েম করে ও জাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের দ্বিনী ভাই।" [সূরা তাওবা: ১১]

عَنْ جَابِرًا رضي الله عنه يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ . أخرجه مسلم.

২. জাবের [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "কোন (মুসলিম) ব্যক্তির মধ্যে এবং কুফরি ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ ত্যাগ করা।"[২]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَدَّلَ دِينَـــهُ فَاقْتُلُوهُ . أخرجه البخاري.

৩. ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন: "যদি কোন ব্যক্তি ধর্ম (ইসলাম) ত্যাগ করে, তবে তাকে হত্যা কর।"[৩]

---

১. এ ধরনের হত্যা বা অন্যান্য শাস্তি প্রদানের অধিকার একমাত্র ইসলামী সকরারের রয়েছে। তাই যদি কেউ আইন বা বিচার ব্যবস্থা নিজের হাতে উঠিয়ে নেয় তবে তা বিদ্রোহ ও জঘন্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। সরকার তার বিচার করবেন। অনুবাদক

২. মুসলিম হাঃ নংঃ ৮২

৩. বুখারী হাঃ নংঃ ৩০১৭

¿ স্থায়ীভাবে নামাজ ত্যাগকারী প্রতি যেসব বিধান বর্তাবে:

১. **জীবিত অবস্থায়:** তার জন্য কোন মুসলিম মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। সে কোন প্রকার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। তার সন্তানদের লালন-পালনের অধিকার থাকবে না। সে কোন মুসলিমের সম্পত্তি ওয়ারিশ (উত্তাধিকারী) হবে না। সে কোন পশু- পাখি জবাই করলে তা হারাম হয়ে যাবে। মক্কা শরীফ ও মক্কার হারাম এলাকার ভিতরে তার প্রবেশ নিষিদ্ব; কেননা সে কাফের।

২. **মৃত্যুর পরে:** তাকে গোসল ও কাফন দেওয়া হবে না। তার জানাজার নামাজ পড়া হবে না। তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না। কারণ সে মুসলিমের অন্তভুক্ত নয়। তার জন্য রহমতের দু'আ করা যাবে না এবং সে কাউকে ওয়ারিশ বানাবে না। সে অনন্তকাল পযর্ন্ত জাহান্নামে জ্বলবে; কেননা সে কাফের।

¿ নামাজের জন্য অপেক্ষা করার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নামাযের স্থানে বসে নামাজের অপেক্ষা করে ততক্ষণ সে যেন নামাজেই থাকে। আর ফেরেস্তাগণ বলতে থাকেন: হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! তাকে দয়া করুন! এভাবে ফেরেস্তাগণ দু'আ করতে থাকেন, যতক্ষণ নামাজের স্থান ত্যাগ না করে বা ওযু নষ্ট না করে ফেলে।[১]

¿ পবিত্র অবস্থায় মসজিদে নামাজের উদ্দেশ্যে গমনের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْته ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوت اللَّه لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّه كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً». أخرجه مسلم.

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৭৬ মুসলিম হাঃ নং ৬৪৯ কিতাবুল মাসাজিদে শব্দ তারই

১. আবু হুরাইরা (রা:) বলেন রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন:"যে ব্যক্তি বাড়িতে ওযু করে অত:পর আল্লাহর কোন ঘরের দিকে গমন করে তাঁর ফরজ আদায়ের উদ্দেশ্যে। এমন ব্যক্তির এক ধাপ তার গুনাহ মিটিয়ে দেয় এবং অপর ধাপ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে।"[১]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ». أخرجه أبو داود.

২. আবু উমামা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় নিজ বাড়ি থেকে কোন ফরজ নামাজের জন্য বের হয়, ঐ ব্যক্তির সওয়াব ইহরাম অবস্থায় আছে এমন হজ্ব পালনকারীর সওয়াবের মত। আর যে ব্যাক্তি শুধুমাত্র চাশতের নামাজের জন্য বের হয় ও এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বের হয় না, তার সওয়াব উমরা পালনকারীর ন্যায়। আর এক নামাজের পরে অপর নামাজ আদায় করা যার দুই নামাজের মঝে কোন প্রকার অনর্থক কথা নেয় তা 'ইল্লী'ঈনে লিখিত হয়।"[২]

¿ কি দ্বারা নামাজে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়:

নামাজে একাগ্রতা কতগুলো জিনিসের মাধ্যমে অর্জিত হয় তন্মধ্যে:

(১) আল্লাহর সামনে নিজের মনকে হাজির করা।

(২) যা পড়ছে বা শুনছে তা বুঝা ও অনুধাবন করা।

(৩) আল্লাহর সম্মান: যা অর্জিত হবে দু'টি জিনিসের মাধ্যমে:

(ক) আল্লাহর বড়ত্বের পরিচয় লাভ করা।

(খ) নিজের নগন্যতার পরিচয় লাভ করা। এর দ্বারা আল্লাহর জন্য নিজকে ছোট করা সম্ভব হবে এবং তার জন্য একাগ্রতা সৃষ্টি হবে।

---

[১].মুসলিম হাঃ নং ৬৬৬

[২]. হাদীসটি হাসান আব দাঊদ হাঃ নং ৫৫৮

(৪) ভীতি: যা সম্মানের চেয়েও উপরের বিষয়। আল্লাহর কুদরত (শক্তি বা ক্ষমতা) ও তার সম্মানের এবং আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে বান্দার অবহেলা থেকে এই ভীতির উৎপত্তি হয়।
(৫) আশা-ভরসা: যা নামাজের দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সওয়াবের আশা করা।
(৬) লজ্জাবোধ: আল্লাহর নেয়ামতের পরিচয় এবং আল্লাহর বিষয়ে বান্দার অবহেলা থেকে এটা সৃষ্টি হয়।

আর ফজিলতের প্রতি হেফাজত এবাদতের সাথেই সম্পর্ক রাখে। যেমন: সালাতে ভয়-ভীতি তার স্থানের ফজিলতের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ; তাই যে জায়গায় ভয়-ভীতি চলে যাবে সেখানে সালাত কায়েম করবে না যেমন ভিড় ইত্যাদি।

¿ শরিয়ত সম্মত তথা বৈধ ক্রন্দনের বিবরণ:

রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কান্না কখনো চিৎকার করে এবং উচ্চস্বরে ছিল না; ববং কান্নার কারণে তার দুই চোখের অশ্রু বের হত এবং তাঁর হৃদয়ের মাঝে এমন গুনগুন (শব্দ) শুনা যেত যেমন (পানি গরম করার সময়) পাতিলের পানি ফুটার শব্দ শুনা যায়।

রসূলুল্লাহ [ﷺ]- এর কান্না বিভিন্ন কারণে হত কখনো আল্লাহ তায়ালার ভয়ে, কখনো উম্মতের উপর কোন ব্যাপারে আশংকা করে বা তাদের সহানুভূতির খাতিরে, কখনো মৃত্যু ব্যাক্তির উপর করুণা প্রকাশের জন্যে। কখনো কুরআন তিলাওয়তের সময়, ওয়াদা ও শাস্তির আয়াত শ্রবণ করে এবং আল্লাহ তা'য়ালা ও তার নেয়ামতের স্মরণ করে ও নবীগণের বিভিন্ন খবর স্মরণ করে ইত্যাদি।
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

= ; :98 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , [
ML K J I H G F E D C B A @ ? >
:الإسراء Z Y X W V U T S R Q P O N
١٠٩ _ ١٠٦

"আমি কুরআনকে যতিচিহ্নসহ পৃথক পৃথকভাবে পাঠের উপযোগী করেছি, যাতে আপনি একে লোকদের কাছে ধীরে ধীরে পাঠ করেন এবং আমি একে যথাযতভাবে নাজিল করেছি। বলুন, তোমরা কুরআনকে মান্য কর অথবা অমান্য কর, যারা এর পূর্ব থেকে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছে, যখন তাদের কাছে এর তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা নতমস্তকে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। আর বলে: আমাদের পালনকর্তা পবিত্র, মহান। নি:সন্দেহে আমাদের পালনকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তারা ক্রন্দন করতে করতে নতমস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়।" [সূরা বনি ইসরাঈল:১০৬-১০৯]

- এমন ফজিলত যা এবাদতের মূলের সাথে সম্পৃক্ত যেমন: নামাজে খুশূ' (অন্তরের ভয়) ও খুযূ' (বাহ্যিক ভয়)-এর সংরক্ষণ করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবাদতের স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ফজিলতের চেয়ে। তাই একাগ্রতা ঠিক রাখার জন্য এমন স্থানে নামাজ আদায় করবে না যেখানে ভিড় ইত্যাদি বেশি।[১]

যে সকল সময় আল্লাহর নিকট আমল পেশ করা হয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়। অত:পর যেসব মুসলিম বান্দা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে না তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে নয় যার ও তার ভাইয়ের মাঝে হিংসা রয়েছে। বলা হবে: দেখ এদের দুইজনের মাঝে যতক্ষণ

[১]. নফল সালাতের জন্য প্রয়োজনে স্থান পরিবর্তন করে নিবে। নিরিবিলি স্থানে বা একাগ্রতা নষ্ট হবে না এমন স্থান খুঁজে নিবে, কারণ নামাজে একাগ্রতাই মূল জিনিস। অনুবাদক

মীমাংসা না হয়। দেখ এদের দুইজনের মাঝে যতক্ষণ মীমাংসা না হয়।”[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: “রাত ও দিনের ফেরেশতাগণ পরম্পরা আগমন করেন। আর আসর ও ফজরের সালাতে একত্রিত হয়। অত:পর যারা তোমাদের নিকট রাত্রি যাপন করে তারা উপরে উঠে যায়। এরপর আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন অথচ তিনি বেশি অবগত। তোমরা আমার বান্দাদেরকে কিরূপ ছেড়ে আসলে? তখন ফেরেশতাগণ বলে: তাদেরকে সালাতরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং সালাতরত অবস্থায় তাদের নিকট গিয়েছিলাম।”[২]

---

[১]. মুসলিম হা: নং ২৫৬৫

[২]. বুখারী হা: নং ৫৫৫ ও মুসলিম হা: নং ৬৩২ শব্দ তারই

২-আজান ও একামত

- **আজান:** আজান হলো আল্লাহর এবাদত, যা বিশেষ শব্দের মাধ্যমে নামাজের সময় প্রবেশ হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। শরিয়তে আজান শুরু হয়েছে হিজরীর প্রথম বছর থেকে।

- **ইসলামে আজানের বিধিবিধানের হেকমত:**

১. দিনে রাতে মানুষকে তাওহীদের ঘোষণা শুনানো ও তার স্মরণ করিয়ে দেয়া।

২. আজান নামাজের সময় ও স্থানের ঘোষণা এবং নামাজ ও জামাতের দিকে আহব্বান, যাতে অনেক মঙ্গল নিহিত আছে।

৩. আজান গাফেলদের সতর্কবাণী ও যারা নামাজ আদায়ের কথা ভুলে যায় তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যম। নামাজ সবচেয়ে বড় নেয়ামত, যা বান্দাকে আল্লাহর সন্নিকটে করে দেয়। আর ইহাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কামিয়াবী। আর আজান মুসল্লিদের জন্য আহব্বান, যাতে করে এই নেয়ামত তাদের হাত ছাড়া না হয়।

- **একামত:** এটি আল্লাহর এবাদত যা বিশেষ শব্দের দ্বারা নামাজ কায়েমের ঘোষণা দেয়া হয়।

- **আজান ও একামতের বিধান:**
বাড়িতে ও সফরে শুধুমাত্র নারী ছাড়া শুধু পুরুষদের উপর আজান ও একামত ফরজে কেফায়া[১]। আজান ও একামত শুধু মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমার নামাজের জন্য দেয়া হবে।

. - , + *) (' & % $ # " ! [

الجمعة: ٩ Z 7 6 5 4 3 2 1 /

---

[১]. ফরজে কেফায়া এমন ফরজকে বলা হয় যা কিছু সংখ্যক মানুষ আদায় করলে সবার ফরজ আদায় হয়ে যায়। যেমন: জানাজা ইত্যাদির নামাজ । আর যদি কেহই আদায় না করে তবে সবাই ফরজ ত্যাগের গুনাহে শামিল হবে। অনুবাদক

"হে মুমিনগন! জুমার দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন দ্রুত তোমরা আল্লাহর জিকিরের দিকে ছুটে চল। আর ব্যবসা ত্যাগ কর, ইহাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে।"
[সূরা জুমু'আহ:৯]

¿ নবী [ﷺ]- এর মুয়াজ্জিনের সংখ্যা চার জন:

১. বেলাল ইবনে রবাহ [رضي الله عنه] রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মসজিদে নববীতে।
২. আমর ইবনে উম্মে মাকতুম [رضي الله عنه] রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মসজিদে নববীতে।
৩. সা'দ আল কুরয [رضي الله عنه] কুবা মসজিদে।
৪. আবু মাহযূরা মক্কার মসজিদুল হারামে।

আবু মাহযূরা (রা:) আজানে তারজী'[১] ও একামতে শব্দগুলো জোড়া জোড়া বলতেন। আর বেলাল (রা:) আজানে তারজী' করতেন না ও একামতের শব্দ গুলো বেজোড় বলতেন।[২]

¿ আজানের ফজিলত:

মুয়াজ্জিনের আজানের শব্দগুলো উচ্চশব্দে বলা সুন্নত; কেননা মুয়াজিনের আজানের শব্দ যত দূর যাবে ততদূরের মধ্যে যে কোন মানুষ, জিন বা যে কোন বস্তু এই শব্দ শুনবে কিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে। মুয়াজজিনের শব্দ যতদূর যাবে ততদূর পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যে কোন জীব ও জড়পদার্থ তার শব্দ শুনবে তাকে সর্মথন দেবে বা সত্যায়িত করবে। যত মানুষ তার সাথে তার আজানের দ্বারা নামাজ পড়বে তাদের সকলের সমপরিমাণ সওয়াব তারও হবে।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ

---

[১]. তারজী' হলো: আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ দুইবার করে নি:শব্দে বলে আবারও উঁচু শব্দে বলা। অনুবাদক

[২]. অর্থাৎ আল্লাহু আকবার ও ক্বদক-মাতিস সলাাহ দুইবার করে এবং বাকি বাক্যগুলো শুধু একবার করে বলতেন। অনুবাদক

وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أخرجه البخاري.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দর রহমান ইবনে আবি সা'সা' আনসারী আল-মাজিনী থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর বাবা থেকে। তিনি খবর দেন যে, আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] তাঁকে বলেন: আমি তোমাকে দেখছি ছাগল ও মরুভূমি ভালবাস। তাই যখন তুমি তোমার ছাগল চরাবে বা মরুভূমিতে থাকবে তখন সালাতের জন্য উঁচু শব্দে আজান দেবে; কারণ মুয়াজ্জিনের শব্দের আওয়াজ জিন, মানুষ এবং যাকিছু শুনবে সকলেই তার জন্য কিয়ামতের দিন সাক্ষ্যপ্রদান করবে। আবু সাঈদ বলেন: আমি ইহা রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে শুনেছি।"[১]

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرجه مسلم.

২. মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি লম্বা ঘার হবে মুয়াজ্জিনদের।"[২]

¿ আজানের শক্তি:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى». متفق عليه.

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬০৯

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৩৮৭

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যখন নামাজের আজান দেওয়া হয় তখন শয়তান বাতকর্ম করতে করতে পিছনের দিকে পালাতে থাকে। যতদূর আজানের শব্দ শুনা যায় সে ততদূর পালিয়ে যায়। অত:পর যখন আজান শেষ হয় তখন সামনে আসতে থাকে। আবার যখন একামত শুরু হয় তখন পিছু হটতে থাকে। আর যখন একামত শেষ হয় তখন আবার আসতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রনা দিয়ে বলে, অমুক জিনিসটা স্মরণ কর, অমুক জিনিসটা স্মরণ কর, যা পূর্বে সে স্মরণ করতে পারে নাই। পরিশেষে সে বলতেই পারেনা যে, সে কত রাকাত নামাজ পড়েছে।"[১]

¿ আজান ও একামত কে দেবে:

আজান ও একামতের দায়িত্ব একই ব্যক্তির নেওয়া সুন্নত। আজানের ব্যাপারে মুয়াজ্জিনের ক্ষমতা বেশি এবং একামতের ব্যাপারে ইমামের ক্ষমতা বেশি। সুতরাং ইমামের ইশারা বা দেখা কিংবা তাঁর দাঁড়ানো ইত্যাদি ছাড়া মুয়াজজিন একামত দিবেন না।

আজানের প্রত্যেকটি বাক্য আলাদা করে এক নি:শ্বাসে বলা সুন্নত এবং শ্রোতারাও একইভাবে উত্তর দিবে। একামতের উত্তরের ব্যাপারে নবী [ﷺ] থেকে কোন জিকির বা দোয়া শরিয়ত সম্মতভাবে সাব্যস্ত নেই।[২]

¿ সহীহ হাদীসে বর্ণিত আজানের নিয়মানলী:

আজানের শব্দগুলো তরতিব সহকারে এবং একটির পর অপরটি নিম্নে বর্ণিত যে কোন একটি পদ্ধতিতে হতে হবে:

প্রথম নিয়ম: ইহা হচ্ছে বেলাল [رضي الله عنه]-এর আজান। তিনি এভাবে নবী [ﷺ] এর সময়ে আজান দিতেন। আর তা পনেরটি বাক্যের সমন্বয়ে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬০৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৩৮৯

[২]. যারা একামতের উত্তরের কথা বলেন তারা আজানের উপর কিয়াস করে বলেন; কারণ সহীহ হাদীসে একামতকেও আজান বলা হয়েছে। অনুবাদক

১	আল্লাহু আকবার	৯	হাইয়া ‘আলাসসলাাহ্
২	আল্লাহু আকবার	১০	হাইয়া ‘আলাসসলাাহ্
৩	আল্লাহু আকবার	১১	হাইয়া ‘আলালফালাাহ্
৪	আল্লাহু আকবার	১২	হাইয়া ‘আলালফালাাহ্
৫	আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ	১৩	আল্লাহু আকবার
৬	আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ	১৪	আল্লাহু আকবার
৭	আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাাহ	১৫	লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ [১]
৮	আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাাহ		

দ্বিতীয় নিয়মঃ আবু মাহযূরা (রা:)-এর আজান। তার আজানে রয়েছে ঊনিশটি (১৯) বাক্য। আজানের শুরুতে ৪টি তকবির এবং তারজী‘ (তথা আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ দুইবার নিচু শব্দে বলার পর আবার দুইবার করে উঁচু শব্দে ও লম্বা করে বলা।

عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِينَ هُوَ بنَفْسه فَقَالَ:« قُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ قَالَ ثُـــمَّ ارْجِعْ فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْـــهَدُ أَنَّ مُحَمَّـــدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». أخرجه أبو داود والترمذي.

---

[১]. হাদীসটি হাসান, আবূ দাঊদ হাঃ নং ৪৯৯, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৭০৬

আবু মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] স্বয়ং আমাকে আজান শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি [ﷺ] বলেন: "তুমি বলবে:

১	আল্লাহু আকবার	১০	আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ
২	আল্লাহু আকবার	১১	আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ
৩	আল্লাহু আকবার	১২	হাইয়া 'আলাসসলাাহ
৪	আল্লাহু আকবার	১৩	হাইয়া 'আলাসসলাাহ
৫	আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ	১৪	হাইয়া 'আলালফালাাহ
৬	আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ	১৫	হাইয়া 'আলালফালাাহ
৭	আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ	১৬	আল্লাাহু আকবার
৮	আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাাহ	১৮	আল্লাাহু আকবার
৯	আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ	১৯	লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ [১]
১০	আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ		

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫০৩ হাদীসের শব্দগুলো আবু দাউদের, তিরমিযী হাঃ নং ১৯২

তৃতীয় নিয়মঃ আবু মাহযূরা (রা:)-এর আজানের মতই, তবে প্রথমের তকবির মাত্র দুইবার ফলে সর্বমোট বাক্য হবে সতেরটি (১৭টি)।[১]

চতুর্থ নিয়মঃ আজানের সকল বাক্যই দুইবার করে, তবে শেষে কালেমা তাওহীদ একবার। ফলে সর্বমোট বাক্য হবে তেরটি (১৩টি)।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ : كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَثْنَى مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً : إِلاَّ أَنَّكَ تَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ .أخرجه أبو داود والنسائي.

ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সময় আজান দুইবার করে ছিল এবং একামত ছিল একবার করে। তবে তুমি একামতে অতিরিক্ত বলবে: ক্বদ ক্ব–মাতিস্সলাাহ্ ক্বদ ক্ব–মাতিসলাাহ্।[২]

উপরোক্ত সকল নিয়মেই আজান দেওয়া সুন্নত। বিভিন্ন সময় ও স্থানে বিভিন্নভাবে দিবে যেন সুন্নত সংরক্ষিত হয় এং আজানের বিভিন্ন সুন্নতি পদ্ধতি ও নিয়ম জীবিত হয়। তবে এটা তখনই প্রয়োগ হবে যখন ফিতনার ভয় থাকবে না।

¿ মুয়াজ্জিন ফজরের আজানে "হাইয়া 'আলালফালাাহ "এর পরে:

« اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ، اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ.»

"আস্সালাাতু খইরুম মিনাননাউম, আস্সালাাতু খইরুম মিনাননাউম" বাক্য দুটি অতিরিক্ত বলবে। পূর্বে উল্লিখিত সকল নিয়মের আজানে এ বাক্য দ্বয় ফজরের আজানে বাড়াবে।

¿ আজান শুদ্ধ হওয়ার শর্তঃ

আজান সহীহ হওয়ার জন্য নিম্নের শর্তগুলো প্রয়োজন:

আজানের শব্দগুলো ধারাবাহিকভাবে একের পরে এক হতে হবে। নির্দিষ্ট সময় হওয়ার পর আজান দিতে হবে। মুয়াজ্জিন যেন মুসলিম,

[২]. মুসলিম হা: নং ৩৭৯

৩. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৫১০ নাসাঈ হাঃ নং ৬২৮ শব্দ তারই

পুরুষ, বিশ্বাসী, বিবেকবান, ন্যায়পরায়ণ, সাবালগ অথবা (ভাল মন্দ) পার্থক্য করতে পারে এমন বালক হয়। আজান আরবী ভাষায় হতে হবে যেভাবে হাদীসে এসেছে। আর একামতও আজানের মতই।

¿ আজানের সুন্নতসমূহ:

মধুরসুরে উচ্চ শব্দে আজান দেওয়া সুন্নত। 'হাইয়া 'আলাস্‌সালাাহ' বলার সময় ডানে এবং 'হাইয়া 'আলালফালাাহ' বলার সময় বাম দিকে দৃষ্টি ফিরাবে। অথবা দুই বাক্যের প্রতেক্যটি একবার ডানে ও একবার বামে দৃষ্টি ফিরাবে।

মুয়াজ্জিনের জন্য সুন্নত হলো: তিনি উচ্চধ্বনিবিশিষ্ট ও সময় সম্পর্কে জানেন এমন ব্যক্তি হওয়া। পবিত্রাবস্থায় দাঁড়িয়ে আজান দেওয়া সুন্নত। আজানের সময় দুই আঙ্গুল দুই কানে রেখে উঁচু জায়গায় উঠে আজান দেওয়া সুন্নত।

¿ সময়ের পূর্বে আজান দিলে তার বিধান:

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সবগুলোতে সময় হওয়ার আগে আজান দিলে তা আদায় হবে না। ফজরের একটু পূর্বে (তাহাজ্জুদের) আজান দেওয়া সুন্নত। এর ফলে নফল নামাজ শেষ করে ঘুমন্ত ব্যক্তি রোজা রাখতে চাইলে জাগ্রত হয়ে সেহরি খেতে পারে। আর যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ পড়ছে, সে তা শেষ করে জিকির করতে পারে। এরপর ফজরের সময় হলে ফজরের আজান দিবে।

আর যখন প্রচণ্ড গরমের কারণে জোহরের সালাত দেরী করবে অথবা এশার সালাত উত্তম সময় পর্যন্ত দেরী করবে তখন সুন্নত হলো: সফর অবস্থায় যখন সালাত আদায় করতে চাইবে তখন আজান দিবে। আর বাড়িতে হলে সময় প্রবেশ করলেই আজান দেবে।

¿ আজানের প্রতিউত্তরের ফজিলত:

عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». أخرجه مسلم.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন: "যখন আজান শুনবে তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তাই হুবহু বল। অত:পর আমার উপর দরুদ পাঠ কর; কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তা'য়ালা তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অত:পর আমার জন্য আল্লাহর নিকট অসিলার প্রার্থনা কর; কেননা অসিলা জান্নাতের মধ্যে একটি মর্যাদার নাম। এ মর্যাদা আল্লাহর একজন বান্দা ব্যতীত অন্য কারো জন্য শোভনীয় হবে না। আমি আশাবাদী যে, সে বান্দা আমিই হব। সুতরাং যে বাক্তি আমার জন্য অসিলার প্রার্থনা করবে, তার জন্য সুপারিশ হালাল হয়ে যাবে।"[১]

¿ আজান শ্রবণকারী কি বলবে:

যে কেউ আজান শুনবে তার জন্য সুন্নত হলো:

১. মুয়াজ্জিন যা বলবে হুবহু তাই বলবে যেন তার সমতুল্য সওয়াব পায়। তবে 'হাইয়া 'আলাস্সালাাহ ও হাইয়া 'আলালফালাাহ'-এর উত্তরে শ্রোতা 'লাা হাওলা ওয়া লাা কুওওয়াতা ইল্লাা বিল্লাাহ' বলবে।
২. আজান শেষে মুয়াজ্জিন ও শ্রোতা উভয়েই চুপে চুপে দরুদ পাঠ করবে।
৩. এরপরে আজানের দু'আ পড়া সুন্নত।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرجه البخاري.

জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ বলেন:"যে ব্যক্তি আজান শুনে এই দু'আ বলবে:"আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ দা'ওয়াতিত্তাাম্মাহ্, ওয়াস্সলাাতিল ক্ব-য়িমাহ্, আাতি মুহাম্মানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৩৮৪

ফাযীলাহ্, ওয়াব'আছহু মাক্ব–মাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়া'আত্তাহ্।" তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ হালাল হয়ে যাবে।"[১]

৪. মুয়াজ্জিনের আজান শেষে নিম্নের শাহাদাতাইন বলবে:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« مَـــنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَـــهُ وَأَنَّ مُحَمَّـــدًا عَبْـــدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ ».أخرجه مسلم.

সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা:) রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যে বাক্তি মুয়াজ্জিনের আজান শুনে বলবে:"আশহাদু আন লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ্, ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্। ওয়াআন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রসূলুহ্। রাযীতু বিল্লাহি রব্বাা, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রসূলাা, ওয়া বিলইসলাামি দ্বীনাা। তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[২]

৫. অত:পর নিজের জন্য ইচ্ছামত দু'আ করবে।

¿ আজানের হকদার কে:

যদি একাধিক মুয়াজ্জিন আজানের জন্য প্রতিযোগিতা করে তাহলে যার কণ্ঠ সর্বাধিক সুন্দর সে আজান দিবে। যদি কণ্ঠ বরাবর হয় তাহলে দ্বীন ও জ্ঞান বুদ্ধিতে বেশি উত্তম তাকে নিযুক্ত করা হবে। আর যদি তাতেও বরাবর হয়, তাহলে মসজিদবাসী যাকে বাছাই করবে। অত:পর লটারীর মাধ্যমে নিয়োগ দিবে। একই মসজিদে দুই মুয়াজ্জিন নিয়োগ বৈধ।

¿ একাধিক আজানের বিধান:

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য সময় হলে একবার করে আজান দিতে হবে। কিন্তু ফজর ও জুমার সালাতের জন্য দুইবার করে আজান দিতে হবে। সুন্নত হলো ফজরের প্রথম আজান সেহরীর সময় দিতে হবে যা শেষ রাত্রির ছয় ভাগের একভাগ। আর জুমার প্রথম আজান দ্বিতীয়

---

[১] বুখারী হাঃ ৬১৪

[১] মুসলিম হাঃ নং ৩৮৬

আজার হতে এতটুকু আগে হতে হবে যাতে করে গোসল করে মসজিদে আসতে পারে। আর যে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করবে কিংবা ছুটে যাওয়া একাধিক সালাতের কাজা করবে সে প্রথম ওয়াক্তের জন্য আজান দেবে। এরপর প্রত্যেক ফরজ সালাতের জন্য একামত দেবে।

যে ব্যক্তি দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্রে পড়তে চায় অথবা ছুটে যাওয়া নামাজসমূহ কাজা করতে চায়, সে শুধুমাত্র প্রথম নামাজের জন্য আজান দিবে এবং বাকি ফরজ নামাজগুলোর জন্য শুধুমাত্র একামত দিবে।

জুমার দিনে যখন দ্বিতীয় আজান হবে তখন ইমাম সাহেব খুৎবার জন্য মিম্বরের উপর বসবেন। উসমান (রা:) যুগে যখন মানুষ বেশি হয়ে গেল তখন তিনি প্রথম আজানের পূর্বে দ্বিতীয় একটি আজান বাড়ান। আর সাহাবায়ে কেরাম তার সম্মতি জানান। তাই ইহা সাহাবীদের ইজমা' দ্বারা সাব্যস্ত।

¿ ইমামতী ও আজান দিয়ে বেতন নেয়ার বিধানঃ

ইমামতি ও আজান দেয়া দু'টি গুরুত্বপূর্ণ এবাতদ যা একমাত্র আল্লাহর জন্যেই হতে হবে। এর সওয়াব আল্লাহর নিকটে রয়েছে। তাই ইমাম সাহেব ইমামতি ও মুয়াজ্জিন আজান আল্লাহর ওয়াস্তে দিবেন এর বিনিময়ে বেতন নিবেন না। তবে সরকারি ফান্ড থেকে তাদের জন্য যে হদিয়া (বিনিময়) দেয়া হবে তা নেয়া তাদের জন্য জায়েজ আছে; যদি আল্লাহর জন্য কাজ করে।

¿ আজানরত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলে তার বিধানঃ

আজান চলা অবস্থায় যদি কেহ মসজিদে প্রবেশ করে, তাহলে সে আজানের উত্তর দিবে এবং আজানের শেষে আজানের দু'আ পড়বে। আর দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ (দুখুলুল মসজিদ) আদায় না করে বসবে না।

¿ আজানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার বিধান:

আজানের পরে কোন প্রয়োজন যেমন: অসুখ এবং ওযু নবায়ন ইত্যাদি ছাড়া মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েজ নেই।

¿ আজান ও একাতের মাঝে বিরতির সময়ের পরিমাণ:

আজান ও একামতের মাঝে অপেক্ষান জন্য সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি। কিন্তু উচিত হলো একজন মুসলিম ব্যক্তি ওযু করে মসজিদে এসে তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা পূর্বের সুন্নতগুলো আদায় করতে পারে এ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা। প্রায় ১৫মি: যাতে করে যারা মসজিদের বাহিরে আছেন তারা উপস্থিত হতে পারেন। আর যারা মসজিদের ভিতরে আছেন তারা দোয়া, সালাত আদায়, জিকির, কুরআন তেলাওয়াত করতে পারেন। এ ছাড়া যদি কোন সুন্নত ছুটে যাওয়া বা মানুষের জামাত না পাওয়ার সমস্যা না থাকে তবে আজানের সাথে সাথে একামত দেয়া জায়েজ আছে। কিন্তু মুসাফেরের জন্য ফজরের সালাত ব্যতিরেকে অন্যান্য সালাতে আজানের সাথে সাথে একামত দেয়া বৈধ।

¿ সহীহ হাদীস অনুযায়ী ইকামতের পদ্ধতি:

তরতিবে ও পর্যায়ক্রমে নিম্নে উল্লেখিত যে কোন একটি পদ্ধতিতে একামত দেওয়া সুন্নত:

১. প্রথম পদ্ধতি: এতে এগারটি বাক্য রয়েছে যা বেলাল (রা:)-এর একামত। তিনি এভাবেই রসূলুল্লাহ [দ:] -এর সামনে মসজিদে নববীতে একামত দিতেন। তা হলো:

১	আল্লাহু আকবার	২	আল্লাহু আকবার
৩	আশহাদু আন লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ	৪	আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাাহ
৫	হাইয়া 'আলাস্‌সলাাহ	৬	হাইয়া 'আলালফালাাহ
৭	ক্বদ ক্ব-মাতিসসলাাহ্	৮	ক্বদ ক্ব-মাতিসসলাাহ

৯	আল্লাহু আকবার	১০	আল্লাহু আকবার
১১	লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ [১]		

২. **দ্বিতীয় পদ্ধতি:** এতে সতেরটি বাক্য রয়েছে, যা আবু মাহযূরা (রা:) এর একামত: তকবির (আল্লাহু আকবার) চারবার। আশহাদু আন লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ দুইবার, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাাহ দুইবার, হাইয়া 'আলাসসলাাহ, ও হাইয়া 'আলালফালাাহ দুইবার করে। ক্বদ ক-মাতিসসলাাহ দুইবার, তকবির (আল্লাহু আকবার) দুইবার, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ' একবার।[২]

৩. **তৃতীয় পদ্ধতি:** এতে সর্বমোট বাক্য দশটি: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আললাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ, আসহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাাহ, হাইয়্যা আলাসসলাাহ্, হাইয়্যা আলালফালাাহ, ক্বদ্ ক-মাতিসসালাাহ, আল্লাহু আকবার, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ।"[৩]

যদি ফেতনার ভয় না থাকে তাহলে বিভিন্ন প্রকারের সুন্নত জীবিত ও সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে, বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে একামত দেওয়াই সুন্নত। তবে ফেতনার ভয় থাকলে একটি পদ্ধতি অবলম্বন করবে।

আজান ও একামতের মাঝে দোয়া করা ও নামাজ আদায় করা মুস্তাহাব।

আজান ও একামত, নামাজ ও খুৎবাতে মাইক বা মাইক্রোফোন ব্যবহার করা প্রয়োজন হলে বৈধ। আর যদি প্রয়োজন না থাকে তবে ব্যবহার না করাই উত্তম। কিন্তু যদি এর দ্বারা কোন আসুবিধা হয় বা অপরের সমস্যা ঘটে তাহলে এগুলো ছাড়াই সালাত আদায় করবে।

¿ রেডিও, টেলিভিশন বা ক্যাসেটের মাধ্যমে আজান দেয়ার বিধান:

প্রতিদিন পাঁচবার আজান দেয়া একটি এবাদত। প্রতিটি সময়ে ইহা আদায়ের জন্য প্রয়োজন নিয়তের। আর যে আজান রেডিও বা

---

[১] হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হা: নং ৪৯৯

[২]. হাদিটি হাসান ও সহীহ, সুনানে আবু দাউদ হাঃ নং ৫০২, সুনানে তিরমিযী হাঃ নং ১৯২

[৩]. হাদিটি হাসান, সনানে আবু দাউদ হাঃ নং ৫১০, সুনানে নাসাঈ হাঃ নং ৬২৮

ক্যাসেটের মাধ্যমে প্রচার করা হয় যদিও তাতে সময় প্রবেশের ঘোষণা রয়েছে কিন্তু তা প্রতিটি মসজিদের জন্য যথেষ্ট হবে না; কারণ আজান এমন একটি এবাদত যা প্রতিদিন বাববার প্রত্যেক সময়ে প্রয়োজন হয় এবং এতে রয়েছে নিয়ত। তাই ইহা পরিহার করা জায়েজ হবে না। এ ছাড়া সরাসরি আজান না দেয়াতে রয়েছে মুয়াজ্জিনদের আজানের সওয়াব হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ।

¿ বৃষ্টি ও প্রচণ্ড শীতের সময় আজানের পদ্ধতি:

অত্যাধিক শীতের সময়ে (ঠাণ্ডাতে) বা বৃষ্টি রাত্রি ইত্যাদিতে হাইয়া 'আলাসসালাাহ ও হাইয়া 'আলালফালাাহ এরপরে অথবা আজান সমাপ্ত হওয়ার পরে মুয়াজ্জিনের জন্য নিম্নের যে কোন একটি বাক্য বলা সুন্নত:"আলাা সললূ ফিররিহাল।" অর্থ: শোন! তোমরা নিজ নিজ গৃহে নামাজ আদায় কর। অথবা বলবে: "আলাা সললূ ফী বুয়ূতিকুম।" তোমরা তোমাদের বড়িতে নামাজ আদায় কর। কখনো এটা আর কখনো ওটা বলবে। আর যারা কষ্ট করে মসজিদে হাজির হতে চায় তাদের কোন অসুবিধা নেয়।

¿ সফর অবস্থায় আজান ও একামতের বিধান:

عَنْ مَالك بْنِ الْحُوَيْرِث رضي الله عنه قَالَ أَتَى رَجُلَان النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُرِيـــدَان السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُـــمَّ لِيَؤُمَّكُمَـــا أَكْبَرُكُمَا ». متفق عليه.

মালেক ইবনে হুওয়াইরিছ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: দুই ব্যাক্তি সফরের ইচ্ছা পোষণ করে নবী [ﷺ]-এর নিকট আসলে নবী [ﷺ] তাদেরকে বললেন:"যখন তোমরা (সফরে) বের হবে, তখন তোমরা আজান দিবে। অত:পর একামত দিয়ে তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৬৬ মুসলিম হাঃ নং ৬৯৩

¿ আজান ও একামতের দিক থেকে নামাজের চার অবস্থাঃ

১. এমন নামাজ যাতে আজান ও একামত আছেঃ আর তা হচ্ছে পাচঁ ওয়াক্ত ও জুমা নামাজ।

২. এমন নামাজ যাতে একামত আছে, কিন্তু আজান নাই। আর তা হলোঃ ঐ দুই নামাজের দ্বিতীয়টি যা সফর ইত্যাদি সময় একত্রে আদায় করা হয় এবং কাজা নামাজসমূহ।

৩. এমন নামাজ যার জন্য বিশেষ শব্দ বা বাক্যে আজান রয়েছে। আর তা হচ্ছে সূর্যগহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নামাজ।

৪. এমন নামাজ যার আজান ও একামত কিছুই নেই। আর তা হলোঃ নফল নামাজ, জানাজার নামাজ, দুই ঈদের নামাজ, বৃষ্টি প্রার্থনা ইত্যাদি নামাজ।

৩- পাচঁ ওয়াক্ত নামাজের সময়

¿ দিন ও রাত্রিতে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পাচঁ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন।

¿ **পাচঁ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সময় সূচী হলো:**

১. **যোহরের সময়:** সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া থেকে শুরু করে কোন বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত তার ছায়া উক্ত বস্তুর সমান হওয়া পর্যন্ত। তবে অতি গরমের সময় দেরী করে আবহাওয়া কিছুটা ঠাণ্ডা হলে আদায় করা সুন্নত। যোহরের নামাজ চার রাকাত।

২. **আসরের সময়:** জোহরের সময় শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্য হলুদবর্ণ হওয়া পর্যন্ত। তবে দেরী না করা সুন্নত। আসরের নামাজ চার রাকাত।

৩. **মাগরিবের সময়:** সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে পশ্চিম আকাশের লালিমা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তবে দেরী না করে সময়ের প্রথমভাগে আদায় করে নেওয়া সুন্নত। মাগরিবের নামাজ তিন রাকাত।

৪. **এশার নামাজের সময়:** মাগরিবের লালিমা দূর হওয়া থেকে শুরু করে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত। আর জরুরি অবস্থায় সুবহে সাদিক (ফজর) পর্যন্ত আদায় করতে পারে। রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করা উত্তম, যদি তা সহজে সম্ভব হয়। এশার নামাজ চার রাকাত।

৫. **ফজরের সময়:** সুবহে সাদিক তথা ফজর হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। তবে বিলম্ব না করাই উত্তম। সুন্নত হলো গালাস তথা অন্ধকারে নামাজ আরম্ভ করে অন্ধকার থাকতেই শেষ করা। আর কখনো অন্ধকারে শুরু করে ফর্সা হলে শেষ করা। ফজরের নামাজ দুই রাকাত।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

J I H G E D C B A @ ? > = [

الإسراء: ٧٨ Z L K

"সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন এবং ফজরের কুরআন পাঠও। নিশ্চয় ফজরের কুরআন পাঠ মুখোমুখি হয়।" [সূরা বনি ইসরাঈল:৭৮]

২. আল্লাহ সতা'য়ালার বাণী:

7 6 5 4 3 2 1 0 / . - [

8 9 : ; < Z الروم: ١٧ – ١٨

"অতএব, তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা স্মরণ কর সন্ধায় ও সকালে। আর অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁরই প্রশংসা ।

عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ». أخرجه مسلم.

৩. বুরাইদা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে নামাজের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে বলেন: "আমাদের সাথে এই দুই দিন নামাজ আদায় কর। অত:পর যখন সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে গেল, তখন বেলালকে আজানের আদেশ করলে সে জোহরের আজান দিল। অত:পর তাকে একামতের আদেশ করলে সে একামত দিল। অত:পর আসরের ইকামতের আদেশ করলে সে একামত দিল। এ সময়ে সূর্য পরিস্কার, সাদা ও উপরে ছিল। অত:পর তিনি [ﷺ] তাকে সূর্যাস্তের সময় একামত আদেশ করলে সে মাগরিবের একামত দিল। অত:পর তিনি তাকে একামতের আদেশ করলে (পশ্চিম আকাশে) লালিমা দূর হওয়ার পর সে এশার একামত দিল। অত:পর একামতের আদেশ করলে সে ফজরের একামত দিল। আর তা ছিল ফজরের (সুবহে সাদেকের) পর। এরপর যখন দ্বিতীয় দিন আসল তখন তিনি আজান ও একামতের আদেশ করলেন। তবে

জোহরের নামাজের জন্য আবহাওয়া ঠাণ্ডা করে নিলেন এবং তাতে বেশ বিলম্বে জোহর আদায় করলেন। আর সূর্য বেশ উপরে থাকতেই আসরের নামাজ আদায় করলেন। তবে পূর্বের চেয়ে দেরী করে আদায় করলেন। আর মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন পশ্চিম আকাশের সাদা লালিমা দূর হওয়ার আগেই। রাত্রের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে এশার নামাজ আদায় করলেন। আর ফজরের নামাজ আদায় করলেন অন্ধকার দূর হয়ে আলোকিত হওয়ার পরে। অত:পর নবী বললেন:“নামাজের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তিটি কোথায়? তখন ঐ ব্যক্তি বললেন: (এই তো) আমি, হে আল্লাহর রসূল! তিনি [ﷺ] বললেন: “তোমরা দুই দিনে যা দেখলে তার মধ্যবর্তী সময় হলো তোমাদের নামাজের সময়।”[১]

¿ প্রচণ্ড গরমের সময় কখন সালাত আদায় করবে:

যদি গরম তীব্র হয় তাহলে জোহরের নামাজ বিলম্ব করে আসরের কাছে নিয়ে যাওয়া সুন্নত। কারণ রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বাণী:

« إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». متفق عليه.

“গরম তীব্র হলে যোহরের নামাজ বিলম্বে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হওয়ার পরে আদায় কর; কারণ অতি গরম জাহান্নামের ভাপের অংশ।”[২]

¿ যখন নামাজের সময় অস্পষ্ট হবে তখন সালাতের সময়:

আল্লাহ তা'য়ালার তাঁর বান্দার প্রতি দয়া করে প্রতিটি ফরজ সালাতের জন্য নির্দিষ্ট সময় এবং তার আলামত করে দিয়েছেন। যদি কেহ এমন দেশে বসবাস করে যেখানে গ্রীস্মকালের সূর্য কখনো অস্তমিত হয় না এবং শীত কালে সূর্য কখনো উদিত হয় না। অথবা এমন দেশে অবস্থান করে যেখানে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত হয় যেমন: এশিয়া ও ইউরোপের উত্তরে, তাহলে এধরনের দেশের অধিবাসীরা ২৪ঘন্টায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদয় করবে। এতে প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সময়

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৬১৩

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫৩৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৬১৬

নির্ধারণ করবে নিকটতম কোন দেশের সময়ের সাথে মিলিয়ে, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য পৃথক পৃথক সময় নির্ধারিত আছে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤ ذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا ٥ Z الطلاق: ٤ ـ ٥

"যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন। এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাজিল করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন।" [সূরা তালাক:৪-৫]

৪- সালাতের শর্তবলী

¿ সালাতের শর্তসমূহঃ

সালাত সহীহ-সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত হলো:

১. ছোট ও বড় অপবিত্র থেকে পবিত্র হওয়া।

২. শরীর, পোশাক ও নামাজের স্থান পবিত্র হওয়া।

৩. ফরজ সালাতের সময় হওয়া।

৪. সতর ঢাকে এমন সম্ভাব্য সুন্দর পোশাক পরিধান করা।

৫. কিবলামুখী হওয়া।

৬. নিয়ত করা। তকবিরে তাহরিমার পূর্বে মুসল্লি যে নামাজ পড়তে চায় শুধুমাত্র অন্তরে (মনে মনে) তার নিয়ত তথা ইচ্ছা করবে। মুখে কোন প্রকার উচ্চারণ করবে না; কারণ মুখে নিয়ত পড়া বিদাত।

¿ সালাত আদায়ের পোশাকের বর্ণনাঃ

১. মুসলিম ব্যক্তির জন্য পরিস্কার পরিছন্ন সুন্দর পোশাকে নামাজ আদায় করা সুন্নত। কারণ আল্লাহর জন্য সজ্জিত হওয়াই বেশি উচিত। লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি দুই পায়ের নলা ও মাংসপেশী মধ্যাংশে পরিধান করবে। আর তা না হলে দুই পায়ের গিরার উপর পর্যন্ত পরিধান করতে পারে। তবে কোন ভাবেই গিরা স্পর্শ করবে না। যে কোন পোশাক লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট ইত্যাদি গিরার উপরে ঝুলিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ হারাম। চাই তা নামাজে হোক বা বাহিরে হোক।

২. মুসলিম ব্যক্তি তার ইচ্ছামত যার মূল হারাম না এমন যে কোন পোশাক পরিধান করতে পারবে। পুরুষের জন্য মূল হারাম যেমন রেশমী কাপড়। আর যে পোশাকে আত্মা বিশিষ্ট জিনিসের ছবি আছে তা নারী-পুরুষ সবার প্রতি হারাম। অথবা পোশাকের ডিজাইনে হারাম যেমন নারীর পোশাকে পুরুষের জন্য সালাত হারাম। অনুরূপ পুরুষের জন্য পায়ের গিঁঠের নিচে ঝুলিয়ে পরাও হারম। আর যা হারামা উপয়ে অর্জিত যেমন লুঠতারাজ বা চুরি ইত্যাদি কাপড় কিংবা যে পোশাক ফেতনা বা খ্যাতি অর্জনের জন্য তাও সবার জন্য হারাম।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

0 / . ˙ , + *) (' & % $ # " [

الأعراف: ٣١ Z 2 1

"হে বনি আদম! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও এবং খাও ও পান কর ও অপব্যয় করো না। তিনি (আল্লাহ) অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।" [সূরা আ'রাফ: ৩১]

¿ পুরুষ ও নারীর সতরের সীমা:

নামাজে পুরুষের সতর তথা যা ঢেকে রাখা জরুরি তা হলো: নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত। আর মহিলাদের সতর হলো: চেহারা ও দুই হাতের কব্জি ও দুই পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর। কিন্তু যদি নামাজ পর পুরুষের সামনে হয়, তাহলে উল্লেখিত অঙ্গসহ সমস্ত শরীর পর্দা করা জরুরি।

¿ নামাজের মধ্যে নিয়ত পরিবর্তন করার বিধান:

১. প্রতিটি আমলের জন্য নিয়ত আবশ্যক। কোন নির্দিষ্ট নামাজের নিয়ত অপর নির্দিষ্ট নামাজের জন্য পরিবর্তন করা নাজায়েজ। যেমন: আসরের নামাজের নিয়তকে যোহরের নামাজে পরিবর্তন জায়েজ হবে না। এমনিভাবে কোন অনির্দিষ্ট নামাজের নিয়তকে কোন নির্দিষ্ট নামাজে পরিবর্তন করাও নাজায়েজ। যেমন: কোন ব্যক্তি নফল নামাজ আদায় করছে, অত:পর সে তার এই নফলকে ফরজ নামাজে পরিবর্তন করে দিল, এমনটি করা বৈধ নয়। তবে কোন নির্দিষ্ট নামাজের নিয়তকে অনির্দিষ্ট নামাজের নিয়তে পরিবর্তন করা জায়েজ। যেমন: কোন ব্যক্তি একাকী নির্দিষ্ট কোন ফরজ আদায় করছে। অত:পর সে দেখল জামাত হচ্ছে, ফলে সে জামাতের শরিক হওয়ার জন্য তার ফরজ নামাজের নিয়তকে নফলে পরিবর্তন করল।

২. কোন মুসল্লি একাকী বা ইমামের পিছনে (মুক্তাদি হয়ে) নামাজ আদায় করছে, এমতাবস্থায় তার জন্য ইমাম হওয়ার নিয়ত করা জায়েজ (যদি কোন মুসল্লি তার পিছনে এসে তাকে ইমাম বানিয়ে নেয়)। এভাবে

ইমামের পিছনে মুক্তাদির নামাজের নিয়ত পরিবর্তন করে (ইমাম সালাম ফিরানোর পর) একাকী নামাজের নিয়ত করতে পারে এবং কোন ফরজ নামাজের নিয়ত পরিবর্তন করে নফলের নিয়ত করতে পারে। কিন্তু নফলকে ফরজে পরিবর্তন করতে পারবে না।

৩. মুসল্লি সালাতের ভিতরে তার নিয়ত ভেঙ্গে দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে এবং তার প্রতি ওয়াজিব হবে প্রথম থেকে আরম্ভ করা।

¿ মুসল্লি তার শরীরকে কা'বামুখী এবং অন্তরকে আল্লাহমুখী করবে।

¿ সালাতের স্থানঃ

১. সমস্ত জমিন মসজিদ যেখানে নামাজ আদায় করবে তা সহীহ হবে। তবে পায়খানা, ময়লা ও আবর্জনা যুক্ত স্থান, অবৈধভাবে জবরদখলকৃত স্থান, অপবিত্র জায়গা, উট বাঁধর স্থান ও কবরস্থান ছাড়া। তবে কবরস্থানে শুধুমাত্র জানাজার নামাজ পড়া বৈধ।

২. মুসল্লির জন্য সুন্নত হলো জমিনের উপর সালাত আদায় করা। তবে বিছানা, মাদুর, জায়নামাজ ও খেজুর পাতার চাটাই ইত্যাদির উপর জায়েজ।

৩. প্রয়োজনে রস্তায় সালাত আদায় করা জায়েজ। যেমন মসজিদ মুসল্লিদের জন্য সংকীর্ণ হওয়ার ফলে রাস্তায় সালাত আদায় করতে হয়। তবে শর্ত হলো লাইনসমূহ যেন মসজিদের ভিতরের সাথে মিলিত হয়।

৪. শরিয়তের কোন কারণ ছাড়া পার্শ্ববর্তী মসজিদে সালাত আদায় করাই উত্তম। কিন্তু যদি কোন শরিয়তের কারণ থাকে তবে দূরের কোন মসজিদে সালাত আদায় করা জায়েজ আছে।

¿ কোন নামাজের সময় শুরু হওয়ার পরে যদি কোন পাগল ভাল হয়ে যায় অথবা কোন ঋতুবতী মহিলা পবিত্র হয়ে যায় অথবা কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে এদের জন্য উক্ত ওয়াক্তের নামাজ আদায় করা ফরজ।

¿ যে কিবলা জানে না সে কিভাবে সালাত আদায় করবেঃ

কিবলামুখী হয়ে নামাজ আদায় করা ফরজ। তবে যদি কিবলার দিক বুঝতে না পারে, তাহলে গবেষণা ও চিন্তা ভাবনা করে কিবলার অনুমান করে নামাজ আদায় করে নিবে। এতে যদি পরে জানতে পারে যে, তার কিবলার দিক ভুল ছিল, তাতে পুন:রায় নামাজ পড়তে হবে না। কিন্তু গ্রামে বা শহরে হলে জিজ্ঞাসা অথবা কোন যন্ত্র বা মসজিদ দ্বারা জানার চেষ্টা করবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

r q p o n l k j i h g f e [

﴿١٥٠﴾ Z البقرة: ١٥٠

"আর তোমরা যেখান থেকেই বেরিয়ে আস এবং যেখানেই অবস্থান কর সেদিকেই মুখ ফিরাও।" [সূরা বাকারা:১৫০]

¿ জুতা ও সেন্ডেল পরা অবস্থায় সালাত আদায়ের বিধানঃ

১. যদি জুতা বা চামড়ার মোজা পবিত্র হয় তাহলে তা পায়ে পরিধান করে মুসাল্লি নামাজ আদায় করবে। আর যদি মসজিদ নোংরা হয় অথবা মুসল্লিরা কষ্ট পায় তবে খালি পায়ে নামাজ পড়বে। যেমন বর্তমানের মসজিদগুলোর অবস্থা।

২. উত্তম হলো মুসলিম ব্যক্তি যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন তার জুতা-সেন্ডেল তার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে রাখবে। আর মুসল্লি যদি তার জুতা বা মোজা খুলে রাখতে চায়, তাহলে তা তার ডান পার্শ্বে রাখবে না, বরং দুই পায়ের মধ্যখানে রাখবে, অথবা বাম পার্শ্বে কেউ না থাকলে বাম পার্শ্বে রাখবে।

¿ উলঙ্গ অবস্থায় সালাত আদায়ের পদ্ধতিঃ

যাদের পরিধানের কোন কাপড় নেয় উলঙ্গ অবস্থায় নামাজ আদায়ের সময় যদি অন্ধকারে হয় এবং তাদেরকে কেউ না দেখে তাহলে তারা দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে এবং ইমাম তাদের সামনে দাঁড়াবেন। আর যদি আলোতে হয় অথবা তাদের আশেপাশে অন্য মানুষ থাকে, তাহলে তারা বসে নামাজ আদায় করবে এবং ইমাম তাদের

মধ্যখানে দাঁড়াবেন। আর যদি পুরুষ ও মহিলা উভয় প্রকার মানুষ বস্ত্রহীন অবস্থায় থাকে তাহলে পুরুষরা আলাদা ও মহিলারা আলাদা নামাজ আদায় করবে।

¿ নির্দেশ ত্যাগ ও নিষেধ করার বিধান:

শরীয়তের কোন আদেশ ত্যাগের ব্যাপারে অজ্ঞতা ও ভুলে যাওয়া ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং, যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত: অথবা ভুলবশত: ওযু ছাড়াই নামাজ পড়ে ফেলে, তাতে সে গুনাহগার হবে না। কিন্তু ওযু করে পুনরায় নামাজ আদায় করা তার জন্য ফরজ। এভাবে অন্যান্য আদেশাজ্ঞা পালন না করলেও তাই হবে।

আর যদি নিষেধাজ্ঞা হয় সেক্ষেত্রে অজ্ঞতা বা ভুলবশত: লজ্ঘণ হলে ওজর গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন: কোন ব্যক্তি না জেনে এমন কাপড় পরিধান করে নামাজ আদায় করছে যাতে অপবিত্রবস্তু ছিল অথবা সে জানত যে, উক্ত কাপড়ে অপবিত্রবস্তু আছে। অত:পর সে ভুলে গিয়ে তা পরিধান করে নামাজ আদায় করে ফেলেছে, তাহলে তার নামাজ সহীহ হবে দ্বিতীয়বার পড়তে হবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] ¶ ¸ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ Z à البقرة: ٢٨٦

“হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আর আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রতিপালক! আর আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রতিপালক। সুতরাং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।” [সূরা বাকারা: ২৮৬]

মসজিদের আদব

১. মুসলিমের জন্য শান্তভাবে ও গাম্ভীর্যের সাথে মসজিদে গমন করা সুন্নত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا ثُوِّبَ للصَّلَاة فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتمُّوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاةٍ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "নামাজের জন্য আহব্বান করা হলে, তোমরা দৌড়ে তার দিকে ধাবিত হয়ো না, শান্তভাবে নামাজে আস। যতটুকু নামাজ পাও তা আদায় করা, আর যা ছুটে যায় তা পুরা কর। কারণ, তোমাদের কেউ যখন নামাজের জন্য রওয়ানা করে তখন সে নামাজ অবস্থায় থাকে।"[১]

২. মসজিদে প্রবেশের সময় মুসলিমের জন্য সুন্নত হল, নিম্নের দোয়া পাঠ করত: ডান পা দ্বারা প্রবেশ করা:

«اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ». أخرجه مسلم.

''আল্লাহুম্মাফতাহ লী আবওয়্যাবা রহমাতিক্।"[২]

হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার দয়ার দরজাসমূহ খুলে দাও।

«أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». أخرجه أبو داود.

"আ'উযুবিল্লাহিল 'আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া সুলত্বা–নিহিল ক্বদীম, মিনাশ শায়ত্বা–নির রজীম।"

মুহান আল্লাহ ও তাঁর করুণাময় চেহারার এবং তাঁর সর্বকালীন রাজত্বের নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[৩]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৯০৮ মুসলিম হাঃ নং ৬০২ শব্দ তারই

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৭১৩

[৩]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৬৬

৩. বের হওয়ার সময় নিম্নের দোয়াটি পড়ত: বাম পা দিয়ে বের হবে।

«اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ». أخرجه مسلم.

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাযলিক্।"[১]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার কৃপা ও করুণা প্রার্থনা করছি।

¿ মুসলিম ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে কি করবে:

মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদের মধ্যে অবস্থানকারী সকলের প্রতি সালাম দিবে। অত:পর দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করবে। উত্তম হল যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবে ততক্ষণ আল্লাহর জিকির, কুরআন তেলাওয়াত ও নফল নামাজে একামত হওয়া পর্যন্ত লিপ্ত থাকবে। ইমামের ডান পার্শ্বে প্রথম সারিতে বসার চেষ্টা করবে।

আর আল্লাহ থেকে মশগুল করে এমন সবকাজ থেকে দূরে থাকবে এবং যা দ্বারা ফেরেশতাগণ ও মুসল্লিরা কষ্ট পায় তা ত্যাগ করবে। যেমন: দুর্গন্ধ, মোবাইলের আওয়াজ, আজে-বাজে কথাবর্তা এং যা দেখা বা শুনা অপ্রয়োজন তা করা।

¿ মসজিদে ঘুমানোর বিধান:

কোন আগন্তুক ও ফকির যার কোন ঘর নেয় এ ধরনের মুখাপেক্ষীদের জন্য কখনো কখনো মসজিদে ঘুমানো বৈধ। তবে মসজিদকে রাত দিন সর্বদা ঘুমানোর স্থান বানিয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু এতেকাফকারী ও আরামকারী বা এ ধরনের কেউ এ নিষেধের আওতাভুক্ত হবে না।

¿ নামাজ আদায়কারীকে সালাম দেয়ার বিধান:

কোন নামাজির পার্শ্বে দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে সালাম দেওয়া উত্তম এবং নামাজরত ব্যক্তিও নিজ আঙ্গুল, হাত বা মাথা দিয়ে ইশারা করে সালামের উত্তর দিবে; কথা বলে নয়।

---

[১]. মুসলিমে হাঃ নং ৭১৩

عَنْ صُهَيْبٍ رضي الله عنه قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَهُــوَ يُــصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً. أخرجه أبو داود والترمذي.

সুহাইব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নামাজরত অবস্থায় তাঁর পাশ্ব দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমি তাঁকে সালাম দেই। অত:পর তিনি ইশারা করে আমাকে উত্তর দেন।"[১]

¿ মসজিদের কোন স্থান বুকিং করে রাখার বিধান:

নিজে মসজিদে আগে আগে আসা সুন্নত। যদি কেউ জায়নামাজ ইত্যাদি বিছিয়ে জায়গা দখল করে রাখে এবং সে দেরী করে আসে তাহলে সে দুই দিক থেকে শরিয়ত লংঘণ করল:

১. আসতে দেরী করেছে অথচ আগে আসার জন্য তাকে আদেশ দেয়া হয়েছে।

২. মসজিদের কিছু জায়গা সে জবরদখল করেছে এবং অন্য কাউকে সেখানে নামাজ আদায়ে বাধা সৃষ্টি করেছে। যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে কোন কিছু বিছিয়ে রেখে দিয়ে দেরীতে আসে, তাহলে আগে যে আসবে তার জন্য উক্ত বিছানো জিনিস উঠিয়ে ফেলা এবং সেখানে নামাজ আদায় করা বৈধ। এতে তার কোন গুনাহ হবে না।

¿ সালাতে মানুষের প্রকার:

সালাতে মানুষ পাঁচ প্রকার:

১. এমন মুসল্লি যার সালাত তার জন্য নয়ন জুড়ানো। সে তাঁর পালনকর্তার সামনে উপস্থিত অন্তর দিয়ে সালাত আদায় করে যেন সে তাঁকে দেখছে। সে তার সালাতের বাহির ও ভিতরকে পরিপূর্ণ ও সুন্দর করে। এ ব্যক্তি নৈকট্য হাসিলকারী ও উঁচু স্তরের মুসল্লি।

২. এমন মুসল্লি যে তকবির বলার সাথে সাথে তার অন্তরকে আল্লাহর সামনে হাজির করে। এ ব্যক্তি তার সালাতের ওয়াজিব আদায় করার ফলে সওয়াব পাবে।

৩. এমন মুসল্লি যে তার অন্তরকে হাজির করার জন্যে প্রচেষ্টা করে।

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাঊদ হাঃ নং ৯২৫, তিরমিযী হাঃ নং ৩৬৭ শব্দ তারই

একবার হাজির হয় আবার অনুপস্থিত হয়। এমন ব্যক্তি ক্ষমাযোগ্য। সে তার সালাতের যতকুটু বুঝেছে সেটুকুর সওয়াব পাবে।

৪. এমন মুসল্লি যে সর্বদা সালাত আদায় করে কিন্তু তার অন্তর গাফেল-অনুপস্থিত। এমন মুসল্লির সালাতের ভিতরে ও বাইরে সমান। সে তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করার কারণে কখনো শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে।

৫. অবহেলা প্রদর্শনকারী মুসল্লি। কখনো সালাত আদায় করে আর কখনো ত্যাগ করে। এ মুসল্লি তার অবহেলার জন্য কিয়ামতের দিন আগুন দ্বারা শাস্তিভোগ করবে। আর এ হলো সবচেয়ে জঘন্য প্রকার। আর যে বিলকুল সালাত ত্যাগকারী সে কাফের।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

. - , + *) (' & % $ # " ! [

المؤمنون: ١ – ٣ Z 0 /

"মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়–নম্র; যারা অনর্থক কথা-বর্তায় নির্লিপ্ত।" [সূরা মুমিনূন:১-৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Q P O N M L K J I H G F [

الماعون: ٤ - ٧ Z U T S R

"অতএব, ওয়াইল জাহান্নাম সেসব নামাজীর জন্যে, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে বে–খবর; যারা লোক দেখানোর জন্য করে এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।" [সূরা মা'উন:৪-৭]

¿ সালাতে আল্লাহ তা'য়ালার সঙ্গে মুনাজাতের সূক্ষ্ম বুঝ:

সালাত কায়েম করা দুইটি জিনিসের দ্বারা সংঘটিত হয়: সুন্দর করে এবাদত করা এবং মাবুদের সাথে সুন্দর মুনাজাতের মাধ্যমে। অতএব, সত্যভাবে এবাদতকারী সেই হবে যে, সালাত আরম্ভ করার পূর্বে তার নষ্ট অন্তরের খোঁজ-খবর নেবে। তাই আল্লাহর সামনে অন্তরের উপস্থিতি

সালাতের সর্বপ্রথম মঞ্জিল। অতএব, যখন আপনি এ মঞ্জিলে পৌঁছবেন তখন আসল উদ্দেশ্যে স্থানান্তর হয়ে গেলেন। এখানে পৌঁছতে পারলে মুনাজাতের দরজা প্রশস্ত হয়ে গেল।

তাই সর্বপ্রথম মেহমানদারি অন্তর দৃষ্টির পর্দা খোলা। সুতরাং পর্দা খোলে গেলেই সে যেন আল্লাহকে দেখে দেখে এবাদত করা আরম্ভ করল। তখন অন্তর ভয়-ভীতিতে ভরে যাবে, চোখে অশ্রু ঝরবে, লজ্জা বেড়ে যাবে, ঝিমিয়ে পড়বে এবং অন্তর প্রতিপালকের সঙ্গে মুনাজাত করে মজা পাবে। কারণ সে তখন আল্লাহর মহিমা, মহত্ব ও এহসান অবলোকন করতে পারে। তাই বেশি বেশি তকবির, প্রশংসা, পবিত্র বর্ণনা ও ক্ষমা করতে থাকে।

অতএব, যখন অন্তর হাজির হবে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আনুগত্যের জন্য বাধ্য হবে ও মুনাজাত হাসিল হবে তখন বান্দা তার প্রতিপালকের নিকট হয়ে যাবে। তখন তার মাথা হতে পা পর্যন্ত কল্যাণ ছড়িয়ে পড়ে। আর মহান আল্লাহ তার সালাত কবুল করতঃ তাকে ক্ষমা করেন এবং তার সন্নিকটে হয়ে যান।

আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি তার বান্দার সঙ্গে প্রতিদিন এই সাক্ষাত দ্বারা অনুগ্রহ করেন। আর এ সালাতের মাধ্যমে বান্দা তার রবের সাথে মিলতে পারে এবং এ মুনাজাত যা ফকির ও ধনীর মাঝে একত্রিত করেন এক সুন্দর আকৃতিতে ও সর্বোত্তম স্থান ও জায়গাতে।

তাই এ সালাত যা জান্নাতের জন্য মোহর স্বরূপ বরং ভালবাসার মূল্য বরং মহান দয়ালু, সম্মানি ও রাজাধিরাজ প্রতিপালকের নিকট পৌঁছার এক সোপান।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

٥٤ :القمر Z F E D C B A @ ? > = < ; : [
٥٥ -

"আল্লাহভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে। যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।" [সূরা কামারঃ৫৪-৫৫]

৫- সালাত আদায়ের পদ্ধতি

তকবিরে তাহরীমা থেকে সালাম পর্যন্ত নবী [ﷺ]-এর সালাতের পদ্ধতি

- দিন ও রাতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। আর তা হল: জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর।
- যে ব্যক্তি নামাজের ইচ্ছা করবে সে ওযু করে কিবলার দিকে মুখ করে সুতরার নিকটে দাঁড়িয়ে যাবে। দাঁড়ানোর স্থান হতে সুতরার দূরত্ব তিন হাত পরিমাণ হবে। সেজদার স্থান থেকে সুতরার দূরত্ব হবে একটি ছাগল অতিক্রম করার জায়গা পরিমাণ। সুতরাং নামাজ আদায়কারী হোক বা ইমাম হোক কোন ভাবেই তার ও সুতরার মাঝে কোন কিছুকে বা কাউকে অতিক্রম করার সুযোগ দিবে না। মুসল্লি ও সুতরার মাঝে অতিক্রমকারী (কবীরা) গুনাহগার হবে।

قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». متفق عليه.

আবু জুহাইম (রা:) বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানত তার গুনাহ কত বড়! তাহলে মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (বছর) দাড়িয়ে থাকা তার জন্য (অপেক্ষা করা) উত্তম হত।"[১]

- নামাজে দাঁড়ানোর পরে মনে মনে নামাজের নিয়ত করে তকবিরে তাহরিমা "আল্লাাহু আকবার" বলবে। তকবিরের সাথে সাথে দুই হাত উঠানো (রফউল ইয়াদাইন করবে) কখনো কখনো তকবিরের পরে দুই হাত উত্তোলন করবে, আর কখনো তকবিরের পূর্বে। দুই হাত উঠানোর নিয়ম হল: দুই হাতের আঙ্গুলগুলো পূর্ণভাবে খুলে হাতের ভিতরের অংশ কিবলার দিকে করবে এবং তারপর দুই কাঁধ

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫১০ ও মুসলিম হাঃ নং ৫০৭

পর্যন্ত উঠাবে, কখনো কখনো তা দুই কানের লতি পর্যন্ত উঠাবে। শরীয়ত সম্মত সহীহ্ তরিকার আমল এবং সুন্নতকে জীবিত করার লক্ষ্যে, কখনো এটি আমল করবে আবার কখনো অপরটি করবে।

- অত:পর ডান হাত বাম হাতের তালুর উপরের পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপরে রেখে দুই হাত বুকের উপরে রাখবে। আর কখনো কখনো ডান হাত দ্বারা বাম হাত (আঁকড়ে) ধরে তা বুকের উপরে রাখবে। এমতাবস্থায় একাগ্রতার সাথে সেজদার স্থানে দৃষ্টি রাখবে।
- অত:পর সহীহ কোন দোয়া (ছানা) দ্বারা নামাজের ভিতরের কাজ শুরু করবে সুন্নত দোয়াসমূহের মধ্যে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হল:

«اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ». متفق عليه.

(১) **উচ্চারণ:** আল্লাহুম্মা বা'ইদ বাইনি ওয়া বাইনা খত্ব–ইয়াাইয়া কামাা বা'আদতা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিব্, আল্লাহুম্মা নাক্বক্বিনী মিন খত্ব–ইয়াাইয়া কামাা ইউনাক্বক্বাছ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্দানাস, আল্লাহুম্মাগসিলনী মিন খত্ব–ইয়াাইয়া বিছছালজি ওয়ালমাায়ি ওয়ালবারাদ্।"

হে আল্লাহ! আমি ও আমার গুনাহসমূহের মাঝে এত দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মাঝে। হে আল্লাহ ! আমার গুনাহসমূহ এমনভাবে পরিস্কার করে দাও, যেমনভাবে সাদা কাপড় থেকে ময়লা পরিস্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ধুয়ে ফেল পানি, বরফ ও হিমশিলা দ্বারা।"[১]

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». أخرجه أبو داود والترمذي.

(২) সুবহাানাকাল্লাাহুম্মা ওয়া বিহামদিক্, ওয়াতাবাারকাসমুক্, ওয়া

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৪৪ মুসলিম হাঃ নং ৫৯৮

তা'য়ালা জাদ্দুক্, ওয়া লাা ইলাাহা গইরুক্।

হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। আপনার নাম বরকতময়, আপনার মর্যাদা মহান এবং আপনি ছাড়া সত্য কোন মাবুদ (উপাস্য) নেই।[১]

«اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ». أخرجه مسلم.

(৩) আল্লাহুম্মা রব্বা জিবর–ঈলা ও মীকাঈলা ও ইসর–ফীল, ফাাত্বিরাস সামাাওয়াাতি ওয়ালআরয, 'আালিমালগইবি ওয়াশশাহাাদাহ, আন্তা তাহকুমু বাইনা 'ইবাাদিকা ফীমা কাানূ ফীহি ইয়াখতালিফূন। ইহ্দিনী লিমাখতুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি বিইযনিক, ইন্নাকা তাহ্দী মান তাশাাউ ইলাা সির–তিম মুস্তাকীম।[২]

হে আল্লাহ! জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রতিপালক! আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা! অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাত! আপনি আপনার অনুমতিতে তাদের (কাফেরদের) মতানৈক্যের বিষয়ে আমাকে হক (সত্যের) পথ দান করুন (হেদায়েত করুন)। কারণ, আপনি যাকে ইচ্ছা তাকেই হেদায়েত তথা সঠিক পথ দান করেন।

(৪) অথবা বলবে:

«اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا». أخرجه مسلم.

"আল্লাাহু আকবার কাবীরাা, ওয়াল হামদু লিল্লাাহি কাছীরাা, ওয়া সুবহাানাল্লাহি বুকরতাওঁ ওয়াআসীলাা।"

অর্থ: আল্লাহ সবচেয়ে বড়, তিনি মহান এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অনেক প্রশংসা এবং সকাল বিকালে আল্লাহর পবিত্রতা (বর্ণনা করছি)।[৩]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাঊদ হাঃ নং ৭৭৫ ও তিরমিযী হাঃ নং ২৪৩

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৭৭০

[৩]. মুসলিম হাঃ নং ৬০১

(৫) অথবা বলবে:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ». أخرجه مسلم.

"আলহামদুলিল্ল্যাহি হামদান কাছীরান ত্বইয়িবান মুবারকান ফীহ্।"
অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অনেক প্রশংসা যা পবিত্র ও বরকতপূর্ণ।[১]

সুন্নতকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন প্রকার সুন্নতের আমল করার জন্য উপরোল্লিখিত দোয়াগুলো একেক সময়ে একেকটা পড়বে।

¿ অত:পর চুপে চুপে বলবে

«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

"আ'ঊযু বিল্ল্যাহি মিনাশ শায়ত্ব–নির রজীম।"
অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

¿ অত:পর চুপে চুপে বলবে:

} | { z

"বিসমিল্ল্যাহির রহম্যানির রহীম"।
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।[২]

¿ এরপর প্রতি আয়াতে থেমে থেমে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। আর যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তার কোন নামাজই হবে না। নি:শব্দে কেরাতের নামাজে প্রতিটি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরজ। কিন্তু ইমামের স্বশব্দে কেরাতের নামাজে ও রাকাতসমূহে ইমামের কেরাত শুনার জন্য চুপ থাকবে।

¿ যখন সূরা ফাতিহা পড়া শেষ হয়ে যাবে তখন ইমাম, মোক্তাদী ও একাকী নামাজ আদায়কারী সবাই টেনে "আ-মীন" বলবে এবং উচ্চস্বরে তেলাওয়াতের নামাজসমূহে ইমাম ও মুক্তাদি সবাই একত্রে

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৬০০

২. বুখারী হাঃ নং ৭৪৩ মুসলিম হাঃ নং ৩৯৯

স্বশব্দে "আ-মীন" বলবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينَ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন:"যখন ইমাম আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বল। কারণ, যার আমীন ফেরেশতাগণের আমীনের সাথে মিলে যাবে, তার বিগত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। ইবনে শিহাব (এই হাদীসের বর্ণনাকারী) বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমীন বলতেন।[১]

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ { وَلَا الضَّالِّينَ } قَالَ آمِينَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ. أخرجه أحمد و أبو داود.

২. ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন "ওয়ালাযয–ল্লীন" পড়তেন তখন 'আামীন' বলতেন এবং তার দ্বারা তাঁর শব্দ উঁচু করতেন।"[২]

- সূরা ফাতিহার পর প্রথম দুই রাকাতে যে কোন একটি সূরা পাঠ করবে অথবা কুরআন থেকে তার নিকট যা সহজ মনে হয় তা থেকে কিছু তেলাওয়াত করবে। কখনো দীর্ঘ সূরা পাঠ করবে আর কখনো সফরকালে, অসুস্থতা, বাচ্চাদের কান্নাকাটি ইত্যাদি কারণে তেলাওয়াত সংক্ষেপ করবে। অধিকাংশ সময়ে পূর্ণ একটি সূরা পাঠ করবে এবং কখনো কখনো দুই রাকাতে একটি সূরা ভাগ করে পাঠ করবে। আবার কখনো দ্বিতীয় রাকাতে পুনরায় সূরার শুরু থেকে পাঠ করে তা শেষ করবে। আর কখনো কখনো একই রাকাতে দুই বা তার অধিক সূরা পাঠ করবে। তেলাওয়াত বিশুদ্ধভাবে ও সুন্দর কণ্ঠে করবে।
- ফজরের নামাজে এবং মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকাতে সশব্দে

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৮০ মুসলিম হাঃ নং ৪১০

[২]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হা: নং ১৮৮৪১ আবু দাউদ হা: নং ৯৩২ শব্দ তাঁরই

তেলাওয়াত করবে। যোহর, আসর এবং মাগরিবের তৃতীয় রাকত ও এশার শেষের দুই রাকাতে চুপে চুপে তেলাওয়াত করবে। প্রত্যেক আয়াত পাঠের পূর্বে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে।

¿ সুন্নত হল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে নিম্নে বর্ণিত নিয়মে পাঠ করা:

(১) ফজরের নামাজঃ এতে সূরা ফাতিহার পরে প্রথম রাকাতে তেওয়ালে মুফাসসাল সূরাসমূহ যেমনঃ সূরা ক্ব—ফ ইত্যাদি থেকে পড়বে। কখনো কখনো আওসাতে মুফাসসাল সূরাসমূহ যেমনঃ সূরা শামস ইত্যাদি এবং কেসারে মুফাসসাল সূরাসমূহ যেমনঃ সূরা জিলজাল ইত্যাদি পাঠ করবে। আবার কখনো এগুলোর চেয়ে দীর্ঘ সূরা থেকে পাঠ করতে পারে। প্রথম রাকাতের তেলাওয়াত দীর্ঘ করবে এবং দ্বিতীয় রাকাত তার চেয়ে কম করবে। জুমার দিনে ফজরের নামাজের প্রথম রাকাতে সূরা সাজদাহ পাঠ করবে এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইনসান (দাহার) পড়বে।

(২) যোহরের নামাজঃ জোহরের প্রথম দুই রাকাতের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে কোন সূরা পাঠ করবে। তবে এতে প্রথম রাকাত দ্বিতীয় রাকাতের চেয়ে দীর্ঘ হবে। যোহরের প্রথম দুই রাকাতে ত্রিশ (৩০) আয়াত পরিমাণ পাঠ করবে। কখনো কখনো কিরাত দীর্ঘায়িত করবে। আবার কখনো ছোট সূরাসমূহ থেকে পাঠ করবে। যোহরের শেষের দুই রাকাতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়বে। যোহরের শেষের দুই রাকাতে কখনো সূরা ফাতিহার পরে প্রথম দুই রাকাতের অর্ধেক পরিমাণের সূরা বা আয়াত পাঠ করবে। নিরব কিরাতে কখনো কখনো ইমাম মুসল্লিদেরকে কোন কোন আয়াত সশব্দে শুনিয়ে পাঠ করবে।

(৩) আসরের নামাজঃ আসরের প্রথম দুই রাকাতের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে কোন সূরা পড়বে। এতে দ্বিতীয় রাকাতের সূরার চেয়ে প্রথম রাকতের সূরা দীর্ঘ হবে। আসরের প্রথম দুই রাকাতে পনের (১৫) আয়াত পরিমাণ পাঠ করবে। এতেও কোন কোন সময় ইমাম মুসল্লিদেরকে কোন কোন আয়াত শুনিয়ে পাঠ করবে।

(৪) মাগরিবের নামাজঃ সূরা ফাতিহার পরে এতে কখনো কখনো কেসারে মুফাসসাল সূরাসমূহ থেকে পাঠ করবে। আবার কখনো তেওয়ালে মুফাসসাল বা আওসাতে মুফাসসাল সূরা পাঠ করবে। আবার

কোন কোন সময় দুই রাকাতে সূরা আ'রাফ ও কখনো সূরা আনফাল থেকে পড়বে। আর তৃতীয় রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

(৫) এশার নামাজঃ এতে প্রথম দুই রাকাতে ফাতিহার পরে আওসাতে মুফাসসাল সূরাসমূহ থেকে পাঠ করবে।

সূরা ক্ব–ফ থেকে কুরআনুল করিমের শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সূরাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথমত: তেওয়ালে মুফাসসাল তথা দীর্ঘ সূরাসমূহ আর তা হল: সূরা ক্ব–ফ থেকে সূরা নাবার পূর্ব পর্যন্ত।

দ্বিতীয়ত: আওসাতে মুফাসসাল তথা মাঝারি সূরাসমূহ। সেগুলো হল: সূরা নাবা থেকে সূরা যুহার পূর্ব পর্যন্ত।

তৃতীয়ত: কেসারে মুফাসসাল তথা ছোট সূরাসমূহ। সেগুলো হচ্ছে: সূরা যুহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত। উপরে বর্ণিত সূরাগুলোর পরিমাণ চার পারার চেয়ে কিছু বেশি।

কিরাত (কুরআন পাঠ) শেষ হলে সেকতা করবে অর্থাৎ একটু অপেক্ষা করবে। অত:পর দুই হাত দুই কাঁধের অথবা দুই কান বরাবর উঠিয়ে "আল্লাহু আকবার" বলে রুকু করবে। রুকুতে দুই হাত দুই হাঁটুর উপর এমনভাবে রাখবে যেন ধরে আছে এবং হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে রাখবে। আর হাতের দুই কনুই শরীরের দুই পার্শ্ব থেকে দূরে রাখবে। এমনভাবে রুকু করবে যেন পিঠ ও মাথা সমান ও বরাবর হয়। রুকুতে ধীর-স্থির এবং শান্ত হয়ে আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করবে। অত:পর রুকুর বিভিন্ন প্রকারের দোয়া ও জিকির থেকে পড়বে। তন্মধ্যে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হল:

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ». أخرجه مسلم وابن ماجه.

(১) "সুবহ়ানা রব্বিইয়াল 'আযীম।"[১] তিন বা তার অধিক বার বলবে।

(২) অথবা তিনবার বলবে:

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِه ».أخرجه أبو داود والدارقطني.

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৭৭২ ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৮৮৮

"সুবহানা রব্বিইয়াল 'আযীম ওয়াবিহামদিহ্।" [১]

(৩) অথবা বলবে:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي». متفق عليه.

"সুবহানাকাল্লাহুম্মা রববানাা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফির লী।" ইহা রুকু ও সেজদায় বেশি বেশি করে পড়বে।[২]

(৪) অথবা বলবে:

«سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ». أخرجه مسلم.

"সুববূহুন কুদ্দূসুন রববুল মালাাইকাতি ওয়াররূহ।"[৩]

(৫) অথবা বলবে:

«اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي ». أخرجه مسلم.

"আল্লাহম্মা লাকা রাক'তু ওয়া বিকা আামানতু ওয়া লাকা আসলামতু। খশা'আ লাকা সাম'য়ী ওয়া, বাসারী, ওয়া মুখখী, ওয়া 'আযমী, ওয়া 'আসাবী।"[৪]

হে আল্লাহ! তোমার জন্য আমি রুকু করছি এবং তোমার উপর ঈমান এনেছি ও তোমার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার কান, চোখ, বুদ্ধি, হাড় ও শিরা তোমার জন্য বিনয়ী হয়েছে।

(৬) অথবা বলবে:

«سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ». أخرجه أبو داود والنسائي.

"সুবহানা যিল জাবরূতি ওয়াল মালাকূতি ওয়াল কিবরিইয়াায়ি ওয়াল আজামাহ্।"

মহাপ্রতাপশালী এবং রাজত , বড়ত্ব ও সম্মানের অধিকারীর প্রশংসা

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৮৭০, দারাকুতনীঃ ১/৩৪১ শাইখ আলবানী (রহঃ) সিফাতুসসলাহ কিতাবে পৃঃ১৩৩ সহীহ বলেছেন।

[২]. বুখারী হাঃ নং ৭৯৪ মুসলিম হাঃ নং ৪৮৪

[৩]. মুসলিম হাঃ নং ৪৮৭

[৪]. মুসলিম হাঃ নং ৭৭১

করছি।[১] ইহা রুকু ও সেজদায় বলবে।

বিভিন সময়ে বিভিন্ন দোয়া পড়বে যেন বিভিন্ন সহীহ হাদীসের আমল হয় এবং সুন্নত জীবিত হয়।

৫. অত:পর রুকু থেকে মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে ও পিঠ এমনভাবে সোজা করবে যেন মেরুদণ্ডের হাড়গুলো নিজ নিজ স্থানে ফিরে আসে। এরপর দুই হাত দুই কাঁধ অথবা দুই কানের বরাবর উঠাবে, যার বিবরণ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। অত:পর দুই হাত ছেড়ে দেবে অথবা বুকের উপরে রাখবে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর ইমাম বা একাকী নামাজ আদায়কারী বলবে:

«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ». متفق عليه.

"সামি'আল্লাহুলিমান হামিদাহ্।"

আল্লাহ তার কথা শ্রবণ করেছেন যে ব্যক্তি তাঁর প্রশংসা করেছে।[২]
যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে, তখন ইমাম, মোক্তাদি ও একা নামাজ আদায়কারী সবাই বলবে:

« رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ». متفق عليه.

১. "রববানাা ওয়া লাকলহামদ্।"[৩] হে আমাদের প্রতিপালক! আর তোমার জন্যই প্রশংসা।

২. অথবা বলবে:

« رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ». أخرجه البخاري.

"রব্বানাা লাকাল হামদ্"[৪]

৩. অথবা বলবে:

« اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ». متفق عليه.

"আল্লাাহুম্মা রববানা লাকাল হামদ্।" অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক!

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৮৭৩ নাসাঈ হাঃ নং ১০৪৯

[২]. বুখারী হাঃ নং ৭৩২ মুসলিম হাঃ নং ৪১১

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৭৩২ মুসলিম হাঃ নং ৪১১

[৪]. বুখারী হাঃ নং ৭৮৯

সকল প্রশংসা তোমারই।[১]

৪. অথবা বলবে:

«اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ». أخرجه البخاري.

“আল্লাাহুম্মা রববানা ওয়ালাকাল হামদ।” অর্থ: হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য সকল প্রশংসা।[২]

সুন্নত জীবিত করার লক্ষ্যে এবং বিভিন্ন প্রকার সুন্নতের আমল করার জন্য বিভিন্ন দোয়া বিভিন্ন সময়ে পড়বে।

¿ কখনো কখনো এ অংশটুকু বেশি বলবে:

«حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ». أخرجه البخاري.

“হামদান্ কাছীরান্ ত্বইয়িবান্ মুবাারকান্ ফীহ্।” অর্থ: পবিত্র ও বরকতময় অধিক প্রশংসা।[৩]

¿ আর কখনো মিলাবে:

«مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْوَسَخِ ». أخرجه مسلم.

“মিলউলস সামাাওয়াাতি ওয়া মিলউল আরযি, ওয়া মিলউ মাা শি’তা মিন শাইয়িন বা’দু, আল্লাহুম্মা ত্বহহিরনী বিছছালজি ওয়ালবারাদি ওয়ালমাায়িল বাারিদ, আল্লাহুম্মা ত্বহহিরনী মিনাযযুনূবি ওয়ালখত্ব–ইয়াা কামাা ইউনাক্বক্বাছ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাল ওয়াসাখ্।”।[৪]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৯৬ মুসলিম হা: নং ৪০৯

[২]. বুখারী হাঃ নং ৭৯৫

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৭৯৯

[৪]. মুসলিম হাঃ নং ৪৭৮

¿ আর কখনো এ দোয়া বৃদ্ধি করবে:

« مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ». أخرجه مسلم.

“মিলউস সামাাওয়াাতি ওয়া মিলউল আরয, ওয়া মিলউ মাা শি’তা মিন শাইয়িন বা‘দু, আহলাছ ছানাায়ি ওয়াল মাজদ্‌, লাা মাানি‘আ লিমাা আ‘ত্বইতা ওয়া লাা মু‘ত্বিয়া লিমাা মানা‘তা, ওয়া লাা ইয়ানফা‘উ যালজাদ্দি মিনকালজাদ্দু।”[১]

¿ আর কখনো বৃদ্ধি করবে:

« مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ». أخرجه مسلم.

“মিলউস সামাাওয়াাতি ওয়াল আরয, ওয়া মিলউ মাা শি’তা মিন শাইয়িন বা‘দু, আহলাছ ছানাায়ি ওয়ালমাজদ, আহাক্কু মাা ক্ব–লাল ‘আব্দু, ওয়া কুললুনাা লাকা আবদ্‌, আল্লাহুম্মা লাা মানি‘আ লিমাা আ‘ত্বইত, ওয়া লাা মু‘ত্বিয়া লিমাা মানা‘ত, ওয়া লাা ইয়ানফা‘উ যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।”[২]

সুন্নত হলো রুকুর পর উঠে দীর্ঘক্ষণ জিকির ও দোয়া ধীর-স্থীরতার জন্য দাঁড়ানো।

¿ অত:পর “আল্লাাহু আকবার” বলে সেজদার জন্য ঝুকবে ও সাতটি অঙ্গের উপর সেজদা করবে। সাতটি অঙ্গ হলো: দু’টি হাতের তালু, দু’টি হাঁটু, দু’টি পা ও নাকসহ কপাল। আর দুই হাত হাঁটুর উপর ভর করে সেজদায় যাবে। এরপর রাখবে নাকসহ কপাল। দুই হাতের তালুদ্বয় প্রসারিত করে তার উপর ভর দিবে। আর হাতের

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৪৭৮

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৪৭৭

আঙ্গুলগুলো একটি অপরটির সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে ও কিবলার দিকে মুখ করে রাখবে। হাত কাঁধ বা কান বরাবর রাখবে।

নাক ও কপালকে মাটির সাথে লাগিয়ে রাখবে। বাহুদ্বয়কে পাঁজর হতে দূরে রাখবে। অনুরূপভাবে পেটকে ঊরুদ্বয় থেকে। কনুইদ্বয় ও বাহুদ্বয়কে মাটি থেকে উপরে উঠিয়ে রাখবে।

হাঁটুদ্বয় ও পায়ের আঙ্গুলগুলোকে মাটির সাথে লাগিয়ে রাখবে। আর হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলোর মাথাগুলোকে কিবলার দিক করে রাখবে। পাদ্বয় খাড়া করে রাখবে ও দুই পায়ের মাঝে ফাঁক রাখবে। অনুরূপ দুই ঊরুর মাঝেও ফাঁক রাখবে। মুসল্লি তার সেজদায় ধীর-স্থীরতা বজায় রাখবে এবং বেশি বেশি দোয়া করবে। আর রুকু ও সেজদায় কুরআনের কোন আয়াত পাঠ করবে না।

অত:পর হাদীসে যে সকল সেজদার দোয়া ও জিকির-আজকার বর্ণিত হয়েছে তার মধ্য হতে পড়বে। যেমন:

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ». أخرجه مسلم .

১. "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লাা।" তিন বা এর অধিক বার।[১]

২. অথবা বলবে:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ».متفق عليه.

"সুবহানাকা আল্লাাহুম্মা রব্বানাা ওয়া বিহামদিকা আল্লাাহুম্মাগফির লী"।[২]

৩. অথবা বলবে:

«سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ». أخرجه مسلم.

"সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুল মালাাইকাতি ওয়াররূহ্।"[৩]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৭৭২

[২]. বুখারী হাঃ নং ৭৯৪ ও মুসলিম হাঃ নং ৪৮৪

[৩]. মুসলিম হাঃ নং ৪৮৭

৪. অথবা বলবে:

«اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ». أخرجه مسلم.

"আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদতু, ওয়া বিকা আমান্তু, ওয়া লাকা আসলামতু, সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খলাকাহু ওয়া সাওয়ারাহূ, ওয়া শাক্কা সাম'আহু ওয়া বাসারাহূ, তাবাারকাল্লাহু আহসানুল খ-লিকীন।"[১]

৫. অথবা বলবে:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ». أخرجه مسلم.

"আল্লাহুম্মাগফির লী যামবী কুল্লাহূ, দিক্কাহূ ওয়া জিল্লাহূ, ওয়া আওওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ, ওয়া 'আলানিয়্যাতাহূ ওয়া সিররাহূ।"[২]

৬. অথবা বলবে:

« اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ». أخرجه مسلم.

"আল্লাাহুম্মা আ'উযু বিরিয-কা মিন সাখাত্বিক্, ওয়া বিমু'আাফাতিকা মিন 'উকূবাতিক্, ওয়া আ'উযু বিকা মিনকা লাা উহসী ছানাাআন 'আলাইক্, আন্তা কামাা আছনাইনা 'আলাা নাফসিক্ "[৩]

৭. অথবা বলবে:

« سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ». أخرجه مسلم.

"সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তা।"[৪]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৭৭১
[২]. মুসলিম হাঃ নং ৪৮৩
[৩]. মুসলিম হাঃ নং ৪৮৬
[৪]. মুসলিম হাঃ নং ৪৮৫

সুন্নতকে জীবিত করার লক্ষ্যে একবার এটা পড়বে আবার অন্যবার অন্যটা পড়বে। বর্ণিত দোয়া হতে বেশি বেশি দোয়া পাঠ এবং সেজদাকে শান্তভাব দীর্ঘ করবে।

¿ এরপর ''আল্লাহু আকবার'' বলে সেজদা হতে মাথা উঠাবে। বাম পা বিছিয়ে এবং ডান পা খাড়া রেখে আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে বসবে। ডান হাত ডান ঊরু বা হাঁটুর উপর এবং বাম হাত বাম ঊরু বা হাঁটুর উপর রাখবে। আর দুই হাতের আঙ্গুলগুলো হাঁটুর উপর প্রসারিত করে রাখবে।

আবার কখনো কখনো এ বসাটি 'ইক'আ' করে তথা পায়ের আঙ্গুলগুলো খাড়া রেখে গোড়ালীর উপর বসবে। এই বৈঠকে ধীর-স্থিরতা বজায় রাখবে যাতে করে সোজাভাবে বসে যায় এবং প্রত্যেকটি হাড় তার আপন স্থানে পৌঁছে যায়।

¿ অত:পর দুই সেজদার মাঝে পড়বে।

« رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي ». أخرجه أبو داود والنسائي.

"রব্বিগফির লী, রব্বিগফির লী ।"[১]

বসা দীর্ঘ ও ছোট অনুযায়ী এ দোয়াটি অধিকবার পড়বে।

¿ এরপর "আল্লাহু আকবার" বলে দ্বিতীয় সেজদা করবে। প্রথম সেজদায় যা যা করেছে অনুরূপ এই সেজদায় করবে।

¿ অত:পর "আল্লাহু আকবার" বলে মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে বাম পায়ের উপর এমন হয়ে বসবে যাতে করে প্রত্যেকটি হাড় তার আপন স্থানে ফিরে যায়। এ বসাকে "জালসাতুল ইস্তারাহ্" তথা আরামের বৈঠক বলে। এ বসাতে কোন প্রকার দোয়া ও জিকির নেই।

كَانَ ﷺ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. أخرجه البخاري.

নবী [ﷺ] তাঁর সালাতের বেজোড় রাকাতে সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত দাঁড়াতেন না।"[২]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হা: নং ৮৭৪ নাসাঈ হা: নং ১১৪৫

[২]. বুখারী হা: নং ৮২৩

¿ এরপর দু'হাঁটুতে ভর করে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে। আর যদি হাঁটুতে ভর করে দাঁড়াতে কষ্ট হয় তবে মাটিতে দুই হাতের উপর ভর করে দাঁড়াবে। আর প্রথম রাকাতে যা যা করেছে তাই এ রাকাতে করবে। কিন্তু এ রাকাতকে প্রথম রাকাত হতে কিছু সংক্ষেপ করবে এবং দোয়া ইস্তিফতা বা ছানা পাঠ করবে না।

¿ অত:পর তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ হলে দ্বিতীয় রাকাতের পর প্রথম বৈঠকের জন্য ইফতিরাশ তথা বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে। আর হাত ও আঙ্গুলগুলো যেমনটি দুই সেজদার মাঝে করেছিল অনুরূপ করবে। কিন্তু ডান হাতের সমস্ত আঙ্গুলগুলো মুঠ বেঁধে রাখবে এবং শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা কিবলার দিকে ইঙ্গিত করবে। এ আঙ্গুলটি উঠিয়ে রাখবে এবং দোয়া করত: নড়াতে থাকবে। অথবা নড়ানো ছাড়াই উঠিয়ে রাখবে এবং সালাম ফেরানো পর্যন্ত তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে থাকবে। আর যখন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে তখন বৃদ্ধা আঙ্গুলি মধ্যমা আঙ্গুলির উপর রাখবে। আর কখনো এ দু'টি দ্বারা হালাকা তথা বৃত্তকার করবে। আর বাম হাতের তালু বাম হাঁটুর উপর বিছিয়ে রাখবে।

¿ এরপর যে সকল শব্দ দ্বারা তাশাহহুদ বর্ণিত হয়েছে তা হতে মনে মনে পড়বে। যেমন:

১. ইবনে মাসউদ (রা:)-এর তাশাহহুদ যা রসূলুল্লাহ [ﷺ]তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর তা হচ্ছে::

« **التَّحِيَّاتُ لِلَّه وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** ». متفق عليه.

"আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্‌সালাওয়াতু ওয়াত্ত্বয়্যিবাত, আস্‌সালামু 'আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আস্‌সালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস স−লিহীন, আশহাদু

আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ্, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রসূলুহ্।"[১]

২. অথবা ইবনে আব্বাস (রা:)-এর তাশাহহুদ যা রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁকে শিক্ষা দান করেছিলেন:

«التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّه، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ». أخرجه مسلم.

"আত্তাহিয়্যাাতুল মুবাারাকাাতুস সালাওয়াাতুত ত্বয়্যিবাাতু লিল্লাাহ্, আসসালাামু 'আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাাহি ওয়া বারাকাাতুহ্, আসসালাামু 'আলাইনাা ওয়া 'আলাা 'ইবাাদিল্লাাহিস স-লিহীন, আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ্, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাাহ্।" [২]

কখনো এটি দ্বার আর কখনো ওটি দ্বারা তাশাহহুদ পড়বে যাতে করে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সুন্নত জীবিত থাকে এবং সুন্নতী পন্থায় আমল জারি থাকে।

¿ এরপর নি:শব্দে নবী [দ:]-এর উপর দরুদ পাঠ করবে। দরুদের সুসাব্যস্ত শব্দগুলোর মধ্য হতে যেমন:

« اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ». متفق عليه.

১. "আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আালি মুহাম্মাদ, কাামাা সল্লাইতা 'আলাা ইবরাহীম, ওয়া 'আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হাামীদুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা বাারিক 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আালি

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৮৩১ ও মুসলিম হাঃ নং ৪০২

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৪০৩

মুহাম্মাদ, কামাা বাারকতা 'আলাা ইবরাহীম, ওয়া 'আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"[১]

২. অথবা বলবে:

« اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى أَزْوَاجِه وَذُرِّيَّتِه كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْــرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْــرَاهِيمَ إِنَّــكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ». متفق عليه.

"আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আজওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহ্, কামাা সল্লাইতা 'আলাা ইবরাহীম, ওয়া বাারিক 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আজওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহ্, কামাা বাারকতা 'আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"[২]

কখনো এটা বলবে আর কখনো ওটা বলবে যাতে করে সকল প্রকার সুন্নতের পুনর্জীবন ঘটে এবং বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতির হেফাজত হয়।

¿ এরপর যদি নামাজ তিন রাকাত বিশিষ্ট হয় যেমন: মাগরিবের নামাজ অথবা চার রাকাত বিশিষ্ট হয় যেমন: যোহর, আসর ও এশার নামাজ তাহলে প্রথম দু'রাকাতের পর প্রথম তাশাহহুদ পড়বে এবং যেমন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে সে দরুদও পাঠ করবে। অত:পর তৃতীয় রাকাতের জন্য "আল্লাহু আকবার" বলে দাঁড়াবে। দাঁড়ানোর সময় দু'হাতে ভর করে উঠবে এবং তকবিরের সাথে সাথে দু'হাত দুই কাঁধ বা কান বরাবর উত্তোলন করবে। আর হাতদ্বয় পূর্বের ন্যায় বুকের উপর বাঁধবে। এরপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং রুকু ও সেজদা করবে যেমনটি পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। অত:পর মাগরিব নামাজের জন্য তৃতীয় রাকাতের পর শেষ তাশাহহুদের জন্য বসবে।

¿ আর যদি নামাজ চার রাকাত বিশিষ্ট হয় তাহলে চতুর্থ রাকাতের জন্য "আল্লাহু আকবার" বলে দাঁড়াবে। আর জালসাতুল ইস্তারাহার জন্য বাম পার উপর সোজা হয়ে বসবে যাতে করে প্রতিটি হাড় তার আপন

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৩৭০ ও মুসলিম হাঃ নং ৪০৬

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৩৬০ ও মুসলিম হাঃ নং ৪০৭ শব্দ তারই

স্থানে ফিরে যায়। এরপর দু'হাত জমিনের উপর ভর করে উঠে সোজা দাঁড়াবে। আর চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের শেষের দু'রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। তবে বিশেষ করে যোহরের নামাজে কখনো কখনো সূরা ফাতিহার সঙ্গে কিছু আয়াতও পাঠ করবে বা অন্য সূরা মিলাবে। আর কখনো শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করবে।

¿ অত:পর যোহর, আসর ও এশার নামাজের চতুর্থ রাকাত ও মাগরিবের তৃতীয় রাকাতের পর শেষ বৈঠকের জন্য নিম্নের যে কোন একটি "তাওয়াররুক" পদ্ধতিতে বসবে।

১. ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছাবে এবং বাম পাটি ডান পায়ের ঊরু ও নলার নিচ দিয়ে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসবে।[১]
২. বাম নিতম্ব জমিনে রাখবে এবং পাদ্বয় ডান দিকের পার্শ্বে বের করে দিবে।[২]
৩. ডান পা বিছিয়ে বাম পাটি ডান পায়ের ঊরু ও নলার নিচে প্রবেশ করে বসা।

সুন্নতের অনুসরণ ও বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতির পুনর্জীবনের জন্য কখনো এটা আর কখনো ওটা করবে।

¿ অত:পর পাঠ করবে পূর্বে উল্লেখিত তাশাহহুদ এবং এরপর পড়বে নবীর প্রতি দরুদ যেমনটি প্রথম তাশাহহুদে বর্ণিত হয়েছে।

¿ এরপর বলবে:

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ». أخرجه مسلم.

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিন 'আযাাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন 'আযাাবিল ক্বর্, ওয়া মিন ফিৎনাতিল মাহ্ইয়াা ওয়ালমামাাত্, ওয়ামিন শাররি ফিৎনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জাাল।"[৩]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৮২৮
[২]. আবু দাঊদ হাঃ নং ৭৩১
[৩]. মুসলিম হাঃ নং ৫৮৮

¿ এরপর নিম্নের দোয়গুলোর পছন্দমত পড়বে। একবার এটি অন্যবার অপরটি পড়বে।

« اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ». متفق عليه.

১. "আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাসীরাা, ওয়া লাা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লাা আন্তা, ফাগফির লী মাগফিরাতাম মিন 'ইন্দিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আন্তাল গফূরুর রহীম।" [১]

« اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ». أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.

২. "আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী 'আলাা যিকরিকা ওয়াশুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবাাদাতিক্।" [২]

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». أخرجه البخاري.

৩. "আল্লাহুম্মা ইন্নী 'আঊযুবিকা মিনালজুবনি, ওয়া 'আঊযুবিকা আন উরাদ্দা ইলাা আরযালিল 'উমুর, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিন ফিৎনাতিদ দুন্য়াা, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিন 'আযাাবিল ক্বর্।" [৩]

¿ অত:পর স্বশব্দে প্রথমে ডান দিকে

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ».

"আসসালাামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাাহ্।"

বলে এমনভাবে সালম ফিরাবে যাতে করে ডান গালের সাদা অংশ দেখা যায়। আর বাম দিকেও

« السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ».

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৮৩৪ মুসলিম হাঃ নং ২৭০৮

[২]. হাদীসটি সহীহ, বুখারী তাঁর আদাবুল মুফরাদে হাঃ নং ৭৭১ ন আবূ দাঊদ হাঃ নং ১৫২২

[৩]. বুখারী হাঃ নং ২৮২২

"আসসালাামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাাহ্।"

বলে এমনভাবে সালম ফিরাবে যাতে করে বাম গালের সাদা অংশ দেখা যায়।[১]

- যদি নামাজ দু'রাকাত বিশিষ্ট হয়, চাই ফরজ নামাজ হোক বা নফল নামাজ তাহলে দ্বিতীয় রাকাতের শেষ সেজদার পরে তাশাহহুদের জন্য বাম পা বিছিয়ে ও ডান পা খাড়া করে বসবে।[২]
- এরপর পূর্বের ন্যায় (তাশাহহুদ পাঠ ও নবী [ﷺ]-এর প্রতি দরুদ। এরপর চারটি জিনিস থেকে পানাহ ও দোয়া করে সালাম ফিরানো।) আর সুন্নত হলো: মুসল্লি সালাতের রোকনের মাঝে দীর্ঘ ও ছোট করার ব্যাপারে কাছাকাছি করার চেষ্টা করবে।

عَنْ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ.
متفق عليه.

বারা ইবনে আজেব (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ]-এর রুকু, সেজদা ও দু'সেজদার মাঝে এবং রুকু থেকে উঠে কিয়াম (দাঁড়ানো) ও বসা ছাড়া সবগুলোর সময় ছিল সমান সমান।"[৩]

- নামাজে মহিলারা[৪] পুরুষের মতই করবে; কারণ নবী [দ:]-এর সাধারণ বাণী:

«وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ».أخرجه البخاري.

"তোমরা নামাজ আদায় কর যেমনটি আমাকে আদায় করতে দেখছ।"[৫]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৫৮২ আবু দাউদ হাঃ নং ৯৯৬ , ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৯১৪

[২]. বুখারী হাঃ নং ৮২৮

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৭৯২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৪৭১

[৪]. সালাতের পদ্ধতিতে নারী-পুরুষের মাঝে সহীহ হাদীস দ্বারা কোন পার্থক্য প্রমাণিত নেই। এ ব্যাপারে যে সকল পার্থক্য করা হয় তার মাঝে এমনও কিছু আছে যেগুলো সালাত সহীহ না হওয়ার কারণও বটে। মুসলিম মহিলাদেরকে এ বিষয়ে কঠিনভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। অনুবাদক

[৫]. বুখারী হাঃ নং ৬৩১

¿ সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদীদের দিকে ফিরে বসার পদ্ধতি:

১. ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদির দিক হয়ে বসবেন। যদি জামাতে মহিলারা থাকেন তবে তিনি একটু অপেক্ষা করবেন যাতে করে নারীরা চলে যায়। আর ফরজ সালাতের পরের জিকিরগুলো না পড়ে দ্রুত ফরজ আদায়ের স্থানেই সুন্নত বা নফল আদায় করা মকরুহ।

২. ইমাম সাহেব তাঁর ডান পার্শ্ব হয়ে মুক্তাদীদের দিকে ফিরে বসবেন। আর কখনো বাম পার্শ্ব হয়ে ফিরবে। এ সবই সুন্নত।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ:« اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ». أخرجه مسلم.

১. আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [দ:] সালাম ফিরানোর পর "আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাাম, ওয়া মিনকাসসালাাম, তাবাারক্তা যালজালাালি ওয়াল ইকরাাম" পড়ার পরিমাণ সময় ছাড়া বেশি বসতেন না।"[১]

عَنْ هُلْبٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ . أخرجه أبو داود والترمذي.

২. হুলব (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [দ:] আমাদের ইমামতি করতেন এবং তাঁর দুই পার্শ্ব ডান ও বাম দিয়েই ফিরতেন।"[২]

কখনো এটা আমল করবে আর কখনো ওটা দ্বারা করবে; যাতে করে সুন্নত পুনর্জীবিত হয় এবং শরিয়ত সম্মত বিভিন্ন প্রকারের আমল সম্পাদন হয়।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৫৯২

[২]. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ১০৪১ তিরমিযী হাঃ নং ৩০১ শব্দ তারই

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর পঠনীয় জিকিরসমূহ

¿ মুসল্লী যখন ফরজ নামাজের সালাম ফিরাবে তখন তার জন্য সুন্নত হলো: নবী [ﷺ] থেকে ফরজ নামাজের পরে যে সকল জিকির সুসাব্যস্ত সেগুলো একাকী স্বশব্দে পড়বে। আর তা হলো:

«أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ». أخرجه مسلم.

- "আস্তাগফিরুল্লাহ্, আস্তাগফিরুল্লাহ্, আস্তাগফিরুল্লাহ্।"[১]
- এরপর বলবে:

«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ». أخرجه مسلم.

"আল্লাহুম্মা আন্তাসসালাাম, ওয়া মিনকাসসালাাম, তাবাারকতা জালজালাালি ওয়াল ইকরাাম।" [২]

« لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ». متفق عليه.

- "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, লাহুলমুলকু ওয়া লাহুল হামদ, ওয়া হুয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লাহুম্মা লাা মাানি'আ লিমাা আ'ত্বইতা ওয়া লাা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'ত, ওয়া লাা ইয়ানফা'উ যালজাদ্দি মিনকালজাদ্দু।"[৩]

« لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৫৯১
[২]. মুসলিম হাঃ নং ৫৯২
[৩]. বুখারী হাঃ নং ৮৪৪ মুসলিম হাঃ নং ৫৯৩

الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ». أخرجه مسلم.

● "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, লাহুলমুলকু ওয়া লাহুল হামদ, ওয়া হুয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লাা হাওলা ওয়া লাা কুওয়্যাতা ইল্লাা বিল্লাাহ, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু ওয়া লাা না'বুদু ইল্লাা ইয়্যাহ্, লাহুননি'মাতু ওয়ালাহুল ফাযলু ওয়া লাহুছ ছানাাউল হাসান, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু মুখলিসীনা লাহুদদ্বীনা ওয়া লাও কারিহাল কাফিরূন"[১]

— অত:পর নবী [দ:] থেকে যা সাব্যস্ত তা বলবে।

قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:«مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاة ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتْلكَ تسْعَةٌ وَتسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمائَة لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». أخرجه مسلم.

রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন:"যে ব্যক্তি নামাজের পরে ৩৩বার "সুবহাানাল্লাাহ" ৩৩বার "আলহামদু লিল্লাাহ" ও ৩৩বার "আল্লাাহু আকবার" এ হলো ৯৯বার এবং একশত পূরণ করতে বলবে:"লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহু, লাহুলমুলকু ওয়া লাহুল হামদ, ওয়া হুয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন কাদীর" তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হোক না কেন।"[২]

● অথবা নবী [দ:] থেকে যা প্রমাণিত তা পাঠ করবে।

قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاة مَكْتُوبَة ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً ». أخرجه مسلم.

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৫৯৪

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৫৯৭

রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন:“প্রতি ফরজ নামাজের পরে কিছু পশ্চাতবর্তী জিনিস রয়েছে যা পাঠকারী বা কর্তা নিরাশ হবে না। ৩৩বার “সুবহানাল্লাাহ” ৩৩বার “আলহামদু লিল্লাহ” ও ৩৪বার “আল্লাাহু আকবার।”।[১]

- অথবা বলবে: “সুবহানাল্লাাহ” ২৫বার “আলহামদুলিল্লাাহ” ২৫বার “ আল্লাাহু আকবার” ২৫বার এবং “লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ্” ২৫বার।”[২]

- অথবা নবী [দ:] থেকে যা প্রমাণিত তা পাঠ করবে। তিনি [দ:] বলেছেন:

«..... الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ ». أخرجه الترمذي والنسائي.

“----পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে তোমাদের কেউ ১০বার “সুবহানাল্লাাহ” ১০বার “আলহামদুলিল্লাাহ” ও ১০বার “আল্লাাহু আকবার” এ হলো জবানে ১৫০বার আর দাঁড়ি পাল্লায় হলো ১৫০০ বার----।” এ দু’টি কাজ যে কোন মুসলিম ব্যক্তি করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইহা খবুই কম ও সহজ।[৩]

- সুন্নত হলো হাতের আঙ্গুল অথবা গিরা দ্বারাই তসবিহ পাঠ করা।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ. أخرجه الترمذي والنسائي.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে (তাঁর হাত দ্বারা) তসবিহ পাঠ করতে দেখেছি।”[৪]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৫৯৬

[২].হাদীসটি হাসান- সহীহ, তিরিমিযী হাঃ নং ৩৪১৩, নাসাঈ হাঃ নং ১৩৫১

[৩]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ৪৮১, নাসাঈ হাঃ নং ১৩৫৮ শব্দ তারই

[৪]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হা: নং ৩৪১১ নাসাঈ হা: নং ১৩৫৫

عَنْ يُسَيْرَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ ». أخرجه أبو داود والترمذي.

উসাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [দ:] আমাদেরকে বলেন:"তোমাদের প্রতি জরুরি হচ্ছে আল্লাহর তসবিহ (সুবহানাল্লাহ) তাহলিল (লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ) পাঠ করা ও তাঁর তকদিস (পবিত্রতা) বর্ণনা করা। আর হাতের আঙ্গুল দ্বারা তসবিহ গুণা; কারণ এগুলো রোজ কিয়ামতে জিজ্ঞাসিত হলে কথা বলবে। আর এগুলো গাফেল হবে না যার ফলে ভুলে যাবে রহমতকে।"[১]

● প্রত্যেক নামাজের পরে মু'আওবেযাতাই তথা সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করা।[২] এ ছাড়া এর সাথে সূরা এখলাস পাঠ করা।

● প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পড়া; কারণ নবী [ﷺ] বলেছেন:

« مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، إِلا الْمَوْتُ».
أخرجه النسائي في الكبرى الطبراني.

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই বাঁধা দিতে পারবে না।"[৩]

[s t u v w x y { | } ~ نَوۡمٌۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي
ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ ´ µ ¶ ¸ خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا

[১]. হাদীসটি হাসান, আবু দাঊদ হাঃ নং ১৫০১, তিরমিযী হাঃ নং ৩৫৮৩ শব্দ তারই
[২]. হাদীসটি সহীহ আবু দাঊদ হাঃ নং ১৫২৩, তিরমিযী হাঃ নং ২৯০৩
[৩]. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ সুনানুল কুবরাতে হাঃ নং ৯৯২৮ সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাঃ নং ৯৭২ তবরানী কুবরাতে ৮/১১৪ সহীহুল জামে' দ্রঃ হাঃ নং ৬৪৬৪

يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ Z البقرة: ٢٥٥

আয়াতুল কুরসী হচ্ছে:“আল্লাাহু লাা ইলাাহা ইল্লাা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বইয়ূম, লাা তা’খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়া লাা নাওম, লাহূ মাা ফিসসামাাওয়াাতি ওয়া মাা ফিলআরয্, মান যাল্লাযী ইয়াশফা‘উ ‘ইন্দাহূ ইল্লাা বিইযনিহ্, ইয়া‘লামু মাা বাইনা আইদিহিম ওয়া মাা খলফাহুম, ওয়া লাা ইউহীতূনা বিশাইয়িম মিন ‘ইলমিহি ইল্লাা বিমাা শা–য়া’, ওয়াসি‘আ কুরসিইয়ুহুস সামাাওয়াাতি ওয়াল আরয্, ওয়া লাা ইয়াউদুহূ হিফযুহুমাা ওয়াহুয়াল ‘আলিইয়ুল ‘আযীম।” [সূরা বাকারা: ২৫৫]

৭- সালাতের কিছু বিধান

¿ ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী মুসল্লির সালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার বিধানঃ

১. নামাজে মুসল্লীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরজ। চাই সে ইমাম হোক বা মুক্তাদি কিংবা একাকী হোক। আর চাই নামাজের কেরাত স্বশব্দে হোক বা নিরবে হোক। নামাজ ফরজ হোক বা নফল হোক। আর সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রাকাতে পাঠ করা ফরজ। ইহা ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু এর থেকে মাসবূক (যে ব্যক্তির নামাজের কিছু অংশ ছুটে গেছে) যদি ইমাম সাহেবকে রুকু অবস্থায় পায় এবং সূরা ফাতিহা পাঠ করতে না পারে, তবে সে ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেয়। অনুরূপ মুক্তাদির জন্য যে সকল নামাজ ও রাকাতে ইমামের কেরাত স্বশব্দে তাতেও সূরা ফাতিহা পাঠ করত হবে না।

২. যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়তে জানে না সে কুরআন থেকে যা তার জন্য সহজ সাধ্য তা তেলাওয়াত করবে। আর যদি কুরআনের কিছুই না জানে তবে বলবে:

«سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».
أخرجه أبو داود والنسائي.

“সুবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদু লিল্লাহ, ওয়া লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ্, ওয়াল্লাাহু আকবার, ওয়া লাা হাওলা ওয়া লাা কুওয়্যাতা ইল্লাা বিল্লাাহ্।”[১]

¿ মাসবূক ব্যক্তির সালাতের শুরু:

যখন মুসল্লীর নামাজের প্রথমাংশের কিছু ছুটে যায় তখন মুক্তাদি ইমাম সাহেবের সাথে যেখান হতে অংশ গ্রহণ করে সেখান থেকেই তার শুরু। আর সালামের পরে যা তার ছুটে গেছে তা পূরণ করে নিবে।

¿ নামাজরত অবস্থায় ওযু নষ্ট হলে কিভাবে নামাজ হতে বের হবে:

---

[১]. হাদীসটি হাসান, আবু দাঊদ হাঃ নং ৮৩২, নাসাঈ হাঃ নং ৯২৪

যদি নামাজরত অবস্থায় ওযু নষ্ট হয়ে যায় অথবা মনে পড়ে যে তার ওযু নাই, তাহলে সে তার অন্তর ও শরীরসহ নামাজ হতে বের হয়ে যাবে। তার ডানে ও বামে সালাম ফিরানোর কোন প্রয়োজন নেই।

¿ সালাতে মুসলিম ব্যক্তি কি পড়বেঃ

১. সুন্নত হলো মুসল্লী এক রাকাতে পূর্ণ একটি সূরা তেলাওয়াত করবে এবং কুরআনের তরতিবে সূরাগুলো পাঠ করবে। আর তার জন্য একটি সূরাকে দু'রাকাতে ভাগ করে তেলাওয়াত করা জায়েজ। এক রাকাতে একাধিক সূরা পাঠ করাও জায়েজ আছে। আবার একটি সূরাই দু'রাকাতে পাঠ করাও জায়েজ। কুরআনের তরতিবে পরের সূরা আগে ও আগের সূরা পরে তেলাওয়াত করাও জায়েজ আছে। তবে ইহা মাঝে মধ্যে করবে বেশি বেশি করবে না।

২. মুসল্লীর জন্য ফরজ ও নফল সালাতে সূরার প্রথমাংশ বা শেষাংশ কিংবা মধ্যমাংশ থেকে তেলাওয়াত করা জায়েজ।

¿ সালাতে নিরবতার স্থানঃ

মুসল্লীর জন্য নামাজে দু'টি সেকতা (নিরবতার) স্থান রয়েছেঃ

প্রথমটিঃ দোয়া ইস্তিফতা বা ছানা পড়ার জন্য তকবিরে তাহরিমার পর।
দ্বিতীয়টিঃ নি:শ্বাস ফিরে আসার জন্য রুকু করার পূর্বে সব কেরাত শেষ করার পর।

¿ ইস্তিফতা বা ছানার দোয়াগুলো তিন প্রকারঃ

১. সবচেয়ে উত্তম যার মাঝে আল্লাহর প্রশংসা আছে। যেমনঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা----।

২. এরপরে যার মধ্যে বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর এবাদতের খবর রয়েছে। যেমনঃ ওয়াজজাহতু ওয়াজহিয়া----।

৩. এরপরে যার মধ্যে বান্দার দোয়া রয়েছে। যেমনঃ আল্লাহুম্মা বা'ইদ বাইনী----।

¿ সালাত দেরী করার বিধানঃ

প্রতিটি নারী-পুরুষ মুসলিম ব্যক্তির প্রতি প্রতিটি সালাত তার নির্দিষ্ট সময়ে পড়া ফরজ। আর কোন কারণ ছাড়া ফরজ নামার তার নির্দিষ্ট

সময় থেকে দেরী করা হারাম। তবে একত্রে সালাত আদায়কারী বা প্রচণ্ড শীত কিংবা কঠিন রোগী যার সময় স্মরণ করা সমস্যা ইত্যাদির জন্যে দেরী করা জায়েজ।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[s t u v w x y z Z النساء: ١٠٣

"নিশ্চয় সালাত মুমিনদের প্রতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করা ফরজ করা হয়েছে।" [সূরা নিসা:১০৩]

¿ মুসল্লি যা থেকে বিরত থাকবেন:

T মুসল্লীর জন্য এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। তবে প্রয়োজনে যেমন ভয় ইত্যাদি কারণে জায়েজ।

T দুই চোখ বন্ধ করা ও মুখমণ্ডল ঢাকা।

T কুকুরের মত ইক'আ করে বসা। (দুই পা দুই পার্শ্বে দিয়ে দুই নিতম্বের উপরে বসা)

T অপ্রয়োজনে নড়াচড়া ও অনর্থক কাজ করা।

T কোমরে হাত রাখা।

T যা ভুলিয়ে দেয় এমন জিনিসের দিকে দেখা।

T সেজদারত অবস্থায় দুই হাত বিছিয়ে দেওয়া।

T পেশাব বা পায়খানা কিংবা বায়ু আটকিয়ে রাখা।

T খানা হাজির, খেতে ইচ্ছা করে ও খাওয়ার সুযোগ আছে এর পরেও নামাজ আদায় করা।

T লুঙ্গি বা পায়জামা কিংবা প্যান্ট ইত্যাদি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে রেখে নামাজ আদায় করা।

T মুখমণ্ডল বা নাক ঢেকে রাখা। অনুরূপ চুল বা কাপড় জমা করে রাখা।

T নামাজে হাই উঠানো।

T মসজিদে থুথু ফেলা যা পাপের কাজ। এর কাফফারা হলো তা ঢেকে দেওয়া বা মুছে ফেলা।

T নামাজরত অবস্থায় কিবলার দিকে থুথু ফেলা। নামাজের বাইরেও ইহা নাজায়েজ।

T আর মুসল্লির জন্য আকাশের দিকে চাওয়াও জায়েজ না।

¿ সালাতের মাঝে মজবুর ব্যক্তির প্রতি কি করা ওয়াজিব:

পেশাব ও পায়খানা এবং হাওয়া আটককারীদের জন্য ওয়াজিব হলো ওযু নষ্ট করে নতুন করে ওযু করে নামাজ আদায় করা। আর যদি পানি না পায় তবে ওযু নষ্ট করে তায়াম্মুম করে নামাজ কায়েম করা। এটাই তার নামাজে খুশু'-খুযুর জন্য উপযুক্ত পন্থা।

¿ সালাতে এদিক ওদিক দেখার বিধান:

মুসলিম ব্যক্তির প্রতি ওয়াজিব হলো তার অন্তর ও শরীর দ্বারা কেবলামুখী হওয়া। আর বান্দার নামাজে এদিক ওদিক দেখা শয়তানের পক্ষ থেকে দৃষ্টি ছিনিয়ে নেওয়া। এদিক ওদিক দেখা দুই প্রকার:

১. শারীরিকভাবে যা অনুভবযোগ্য। এর মধ্যে কিছু রয়েছে যা দ্বারা সালাত বাতিল হয়ে যাবে। যেমন: সশরীরে কেবলা থেকে অন্য দিকে হয়ে যাওয়া। আর কিছু আছে যা হারাম যেমন: মাথাসহ এদিক ওদিক তাকানো। আর এর চিকিৎসা হলো একমাত্র সরাসরি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো।

২. অর্থগত যা অনুভবযোগ্য না। বান্দার সালাতের ততটুকু যতটুকু সে বুঝে। আর এর চিকিৎসা হলো বাম দিকে তিনবার থুথুর ছিটা ফেলা ও বিতাড়িত শয়তান থেকে "আ'উযু বিল্লাাহিমিনাশ শায়ত্ব–নির রজীম" পড়ে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া।

¿ নামাজের সময় সুতরা সামনে করে নেওয়ার বিধান:

ইমাম ও একাকী নামাজির জন্য সামনে সুতরা করে তার পিছনে নামাজ আদায় করা সুন্নত। যেমন: দেওয়াল বা খুঁটি কিংবা পাথর বা লাঠি অথবা বল্লম ইত্যাদি। চাই নামাজী পুরুষ হোক বা মহিলা হোক। বাড়িতে হোক বা সফর অবস্থায় হোক। ফরজ নামাজ হোক বা নফল হোক। আর মুক্তাদির সুতরা ইমামের সুতরা বা ইমাম সাহেবই মুক্তাদির সুতরা।

¿ নামাজির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার বিধানঃ

১. মুসল্লী ও তার সুতরার মাঝ দিয়ে অতিক্রম করা হারাম। নামাজির করণীয় হলো অতিক্রমকারীকে বাঁধা প্রদান করা। চাই তা মক্কায় হোক বা মদিনায় কিংবা অন্যান্য স্থানে হোক। এরপরেও যদি অতিক্রম করে তবে পাপ অতিক্রমকারীর উপর এবং তাতে আল্লাহ চাহেতো তার নামাজের কোন সওয়াব কম হবে না।

২. যদি ইমাম ও একাকী ব্যক্তির সামনে সুতরা না থাকে আর নামাজির এবং সেজদার স্থানের মাঝ দিয়ে মহিলা অতিক্রম করে তাহলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। কারণ এর দ্বারা আল্লাহর সাথে মুনাজাত ত্যাগ করে তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষপ ঘটে। অনরূপ গাধা কিংবা কালো কুকুর দ্বারাও সালাত নষ্ট হয়ে যাবে; কারণ ইহা শয়তান।

কিন্তু যদি এগুলোর কোন একটি মুক্তাদির সামনে দিয়ে অতিক্রম করে তবে তার ও ইমাম কারো নামাজ বাতিল হবে না। আর যে সুতরা সামনে করে নামাজ আদায় করে সে যেন সুতরার নিকটবর্তী হয়ে নামাজ আদায় করে, যাতে করে তার ও সুতরার মাঝে শয়তান অতিক্রম করতে না পারে।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْه مثْلُ آخرَة الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْه مثْلُ آخرَة الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ». أخرجه مسلم.

আবু যার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যখন তোমাদের কেউ সালাত কায়েম করবে তখন যদি তার সামনে হাওদার পিছনের লাঠির সমান কিছু রেখে যেন সালাত আদায় করে; কারণ সামনে হাওদার পিছনের লাঠির সমান জিনিস না রাখলে গাধা, মহিলা ও কালো কুকুর তার সালাত নষ্ট করে দেবে।"[১]

৩. মসজিদুল হারামের সালাতের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা হারাম এবং তা বাধা প্রদান করা ওয়াজিব। আর যদি তওয়াফের স্থানে, চলাচলের স্থানে ও কঠিন ভিড়ের সময় কেউ

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৫১০

অতিক্রম করে তবে সালাত নষ্ট হবে না; কারণ এ থেকে বাঁচা বড় কঠিন। কিন্তু সম্ভবপর এ হতে দূরে থাকা ওয়াজিব।

¿ নামাজে (রাফউল ইয়াদাইন) দুই হাত উত্তোলনের স্থানসমূহ:

عَنْ عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاة فَرَفَعَ يَدَيْه حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْه وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী [ﷺ] কে নামাজ তকবির দ্বারা আরম্ভ করতে দেখেছি। তিনি তকবির দেওয়ার সময় দু'হাত তাঁর কাঁধ বরারব উত্তোলন করেছেন। আর যখন রুকুর জন্য তকবির দিয়েছেন তখনো অনুরূপ (দু'হাত উত্তোলন) করেন। আর যখন "সামি'আল্লাহুলিমান হামিদাহ" বলেন তখনও অনুরূপ (দু'হাত উত্তোলন) করেন এবং বলেন:"রব্বানা-ওয়ালাকাল হামদ্।"[১]

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاة كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْه وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْه وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْه وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْه وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ. أخرجه البخاري.

২. নাফে' থেকে বর্ণিত ইবনে উমার [ﷺ] যখন নামাজে প্রবেশ করতেন তখন তকবির দিতেন ও দুই হাত উত্তোলন করতেন। আর যখন রুকু করতে তখনো তাঁর দুই হাত উত্তোলন করতেন। আর যখন সামি'আল্লাহুলিমান হামিদাহ বলতেন তখন দু'হাত উত্তোলন করতেন। আর যখন প্রথম দু'রাকাতের পর বৈঠক করে দাঁড়াতেন তখনো দু'হাত উত্তোলন করতেন। ইবনে উমার ইহা নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেছেন।[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৩৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৩৯০

[২]. বুখারী হাঃ নং ৭৩৯

¿ নামাজীর স্বশব্দে কেরাত করার বিধান:

সালাতে স্বশব্দে কেরাত করার ব্যাপারে নামাজীগণ তিন প্রকার:

প্রথম প্রকার: ইমাম: তনি সকল সালাতে তকবির, সামি'আল্লাহুলিমান হামিদাহ ও সালাম স্বশব্দে বলবেন। আর এসবে বেশি লম্বা টান দিবেন না। এ ছাড়া স্বশব্দে কেরাতের রাকাতগুলোতে কেরাত ও আমীন জোরে বলবেন। আর মাঝে মধ্যে নিরব কেরাতের সালাতেও এক বা অর্ধেক আয়ত স্বশব্দে পড়বেন।

দ্বিতীয় প্রকার: মুক্তাদী: সে তার সালাতে কোন কিছু স্বশব্দে বলবে না। কিন্তু যদি মাঝে মধ্যে কোন জিকির যেমন ছানা বা রুকু হতে উঠার সময় দোয়া একটু শব্দ করে বলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

তৃতীয় প্রকার: একাকী ব্যক্তি: সে নিরব কেরাতের সালাতে চুপে চুপে এবং স্বশব্দে কেরাতের সালাতে ঐচ্ছিক চাইলে স্বশব্দে পড়বে বা নিরবে পড়বে। আর উত্তম হলো তার অন্তরের জন্য যা বেশি উপযুক্ত তাই করা; তবে শর্ত হলো স্বশব্দে পড়ার সময় অন্য কাউকে কষ্ট দেবে না।

¿ নামাজরত অবস্থায় মুসল্লীর জন্য যা যায়েজ:

১. প্রয়োজনে নামাজরত অবস্থায় পাগড়ি বা গুতরা (মাথার বড় রুমাল) পেঁচানো, গায়ে চাদর পরা, আবা-মাশলাহ তথা জামার উপর ঢিলাঢালা এক প্রকার জামা, আগানো ও পিছানো, মেম্বারে উঠা ও নামা, মসজিদের বাইরে হলে থুথু ডানে ও সামনে না ফেলে বাম দিকে ফেলা, মসজিদ হলে কাপড়ে (হাত রুমালে বা টিসুতে) ফেলা এবং প্রয়োজনে সাপ ও বিচ্ছু ইত্যাদি হত্যা করা ও ছোট শিশু ইত্যাদিকে উঠিয়ে নেওয়া।

২. কোন ওজর যেমন প্রচণ্ড গরম ইত্যাদি থাকলে মুসল্লী তার কাপড়ে বা পাগড়িতে কিংবা মাথার রুমালের উপর সেজদা করতে পারবে।

৩. যদি কোন পুরুষের নামাজরত অবস্থায় অনুমতি চাওয়া হয় তবে তার অনুমতির পদ্ধতি হলো সুবহানাল্লাহ বলা। আর মহিলার নামাজরত অবস্থায় অনুমতি চাইলে তার অনুমতি দেওয়ার পন্থা হলো হাততালি দেওয়া।

নামাজে হাঁচি পড়লে “আলহামদুলিল্লাহ” বলা মুস্তাহাব। আর যদি নামাজরত অবস্থায় মুসল্লীর কোন নুতন নেয়ামতের আবির্ভাব ঘটে তবে তার দু’হাত উত্তোলন করে আল্লাহর প্রশংসা করবে।

¿ বিভিন্ন নামাযের কাজার পদ্ধতি:

কতোগুলো এমন আছে যেগুলোর ওজর দূর হওয়ার পরে কাজা করতে হয়, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। আর কিছু এমন আছে যা ছুটে গেলে তার হুবহু কাজা নেই, কিন্তু বদলি আছে; যেমন জুমার নামাজ ছুটে গেলে তার বদলে যোহর আদায় করতে হয়। আবার কিছু নামাজ এমনও রয়েছে যা ছুটে গেলে সেই নামাজের সময়ে ছাড়া পরে তার কোন কাজা নেয়; যেমন ঈদের নামাজ।

১. বিশেষ কারণবশত: কয়েক ওয়াক্তের নামাজ কাজা হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তরতিব অনুযায়ী কাজা করা ফরজ। তবে কাজা নামাজের তরতিব বাদ হয়ে যাবে যদি ভুলে যায় কিংবা অজ্ঞতা বা কোন ওয়াক্তের নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার ভয় অথবা জুমা ছুটে যাওয়ার ভয় হয়।

২. যে ব্যক্তি কোন ফরজ নামাজ শুরু করার পরে তার স্মরণ হয় যে, সে পূর্বের ফরজ নামাজটি আদায় করেনি, তাহলে সে তার নামাজ পরিপূর্ণ করার পরে পূর্বের ছুটে যাওয়া নামাজের কাজা করবে। যদি কোন ব্যক্তি আসরের নামাজ আদায় করতে পারেনি সে মসজিদে প্রবেশ করে দেখল যে, মাগরিবের একামত দেয়া হয়েছে, তাহলে সে মাগরিবের নামাজ জামাতে ইমামের সাথে আদায়ের পরে আসরের কাজা করবে।

¿ সফরে ঘুমের কারণে সালাত কাজা হলে কিভাবে পূর্ণ করবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ

فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِه حَتَّى ضَرَبَتْهُمْ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَوَّلَهُمْ اسْتيقَاظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْ بِلَالُ فَقَالَ بِلَالٌ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذي أَخَذَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّه بِنَفْسِكَ قَالَ اقْتَادُوا فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمْ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ{ أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي }.أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] খয়বারের যুদ্ধ হতে ফেরার পথে রাত্রে চলতে চলতে ঘুম তাঁকে পেয়ে বসলে তিনি শেষ রাত্রে ঘুমানোর ব্যবস্থা করলেন। আর বেলাল [ﷺ]কে বলেলেন: বাকি রাত্রি আমাদের জন্য পাহরা দাও। অত:পর বেলাল যথা সম্ভব সালাত আদায় করেন। অন্যদিকে রসূলুল্লাহ [ﷺ] ও তাঁর সহাবাগণ ঘুমিয়ে পড়েন। আর ফজরের পূর্বে বেলাল [ﷺ] ফজর জানার দিক হয়ে তাঁর বাহনে হেলান দিয়ে বসেন। এ অবস্থায় বেলালের চোখ তাঁর উপর জয়ী হয়ে বসে–অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়েন। এরপর না রসূলুল্লাহ আর না বেলাল ও তাঁর সাহাবগণের কেউ ঘুম হতে জাগেন। এমনকি সূর্য তার আলো দ্বারা তাঁদেরকে জাগিয়ে তুলে। সর্বপ্রথম জাগেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] এবং তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। অত:পর তিনি বলেন: বেলাল কোথায়? বেলাল বলেন: যে জিনিস আপনাকে পেয়ে বসেছিল সে আমাকেও পেয়েছিল; আপনার জন্য আমার বাবা-মা ফেদা হোক হে আল্লাহর রসূল। তিনি [ﷺ] বললেন: তোমরা এখান হতে সামনে চল। তাই সাহাবাগণ তাঁদের বাহনগুলোকে কিছু দূর নিয়ে চললেন। অত:পর নবী [ﷺ] ওযু করলেন ও বেলালকে নির্দেশ করলে তিনি একামত দেন এবং নবী [ﷺ] তাঁদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি বললেন: যে ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে যাবে সে যখন তার স্মরণ হবে তা

যেন আদায় করে নেয়; কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: আমার স্মরণার্থে সালাত আদায় কর।”[১]

¿ বিবেক লোপ পাওয়া ব্যক্তি কিভাবে সালাত কাজা করবে:

যে ব্যক্তির ঘুম অথবা নেশার কারণে জ্ঞান লোপ পায় এবং ফরজ নামাজ ছুটে যায় তাকে অবশ্যই সেই নামাজের কাজা করতে হবে। এভাবে যদি কোন বৈধ কাজের জন্য জ্ঞান লোপ পায়। যেমন: অনুভূতিনাশক পদার্থ ও ঔষধ সেবন তাহলেও ছুটে যাওয়া নামাজের কাজা তার জন্য জরুরি। তবে যদি কারো অনিচ্ছায় জ্ঞান লোপ পায় যেমন: বেহুশ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি তাহলে তাকে নামাজে কাজা করতে হবে না।

¿ অপবিত্র ব্যক্তি মসজিদে কিভাবে প্রবেশ করবে:

অপবিত্র ব্যক্তির তিন অবস্থার কোন একটি হবে যেমন:

১. ছোট অপবিত্র ব্যক্তি, সে ওযু করে দু'রাকাত সালাত আদায় করার পর মসজিদে বসবে।
২. ঋতুবতী ও প্রসূতি নারী, সে লজ্জাস্থানে পট্টি ইত্যাদি বাঁধার পর প্রয়োজনে মসজিদে প্রবেশ ও বসতে পারবে।
৩. বীর্যস্খলন হেতু শরীর অপবিত্র ব্যক্তি মসজিদের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে পারবে, তবে তার জন্য মসজিদে অবস্থান করা বৈধ না।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[s t u v w x y z { | } ~ وَلَا

جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ ﴿٤٣﴾ Z النساء: ٤٣

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন সালাতের ধারে-কাছেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর (সালাতের কাছে যেও না) বীর্যস্খন হেতু শরীর অপবিত্র অবস্থায়ও, যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু মুসাফীর অবস্থার কথা স্বতন্ত্র।”

---

[১]. মুসলিম হা: নং ৬৮০

[সূরা নিসা:৪৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ:« سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] তাকে মদিনার কোন এক রাস্তায় জুনবী (বীর্যস্খলন হেতু শরীর অপবিত্র হওয়া) অবস্থায় পান। তখন আমি পিছিয়ে এসে যেয়ে গোসল করে আসি। অত:পর নবী [ﷺ] বলেন:"আবু হুরাইরা কোথায় ছিলে তুমি? আমি বললাম: আমি জুনবী ছিলাম তাই অপবিত্র অবস্থায় আপনার সাথে বসতে অপছন্দ করি। তিনি [ﷺ] বললেন:"সুবহাানাল্লাাহ! নিশ্চয় মুসলিম ব্যক্তি অপবিত্র হয় না।"[১]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ:« إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ». أخرجه مسلم.

৩. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে বলেন:"মসজিদ হতে আমার জন্য মাদুরটি নিয়ে আস। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি তো হায়েয অবস্থায় আছি। অত:পর তিনি [ﷺ] বললেন:"নিশ্চয় তোমার হায়েয তো তোমার হাতে নেই।"[২]

¿ ঋতুবতি নারী ও বীর্যপাত জনিত অপবিত্র ব্যক্তি কিভাবে সালাত কাজা করবে:

যদি কোন ঋতুবতী মহিলার নামাজের সময় থাকতেই মাসিক বন্ধ হয়ে যায় এবং নামাজের সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেই গোসল সম্ভবপর হয়, তাহলে সে গোসলের পরেই নামাজ আদায় করবে যদিও নামাজের নির্দিষ্ট সময় চলে যায়। এমনিভাবে যদি কারো উপর গোসল

[১]. বুখারী হা: নং ২৮৩ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ৩৭১

[২]. মুসলিম হা: নং ২৯৮

ফরজ হয় এবং ঘুম থেকে জাগার পর গোসল করতে সূর্যোদয় হয়ে যায়, তাহলে সে গোসলের পরেই নামাজ আদায় করবে। কারণ, ঘুমন্ত ব্যক্তির নামাজের সময় ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরেই।

¿ ঘুমের জন্য সালাত ছুটে গেলে বা ভুলে গেলে তার বিধান:

যদি কোন ব্যক্তি কোন ফরজ নামাজের আগে ঘুমিয়ে পড়ে তখন তা আদায় করতে ভুলে যায়, তাহলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে নিবে। কারণ রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:

«مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا». متفق عليه.

“কোন ব্যক্তি কোন নামাজ আদায় করতে ভুলে যায় অথবা তা আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে তার কাফফারা হলো স্মরণ হওয়ার পরে (বিলম্ব না করে) তা আদায় করে নেবে।”[১]

¿ যে ব্যক্তি ভুলে তাশাহহুদের জন্য না বসে দাঁড়িয়ে যাবে তার বিধান:

যখন ইমাম সাহেব দু’রাকাতের পর তাশাহুদের জন্য না বসে দাঁড়িয়ে পড়েন, তখন যদি সোজা হয়ে দাঁড়েয় যাওয়ার পূর্বে স্মরণ হয়, তবে বসে যাবেন। আর যদি সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর স্মরণ হয়, তবে বসবেন না, এ অবস্থায় সালাম ফিরানোর পূর্বে দু’টি সাহু সেজদা করবেন।

¿ সালাত আদায় হয়ে গেছে এমন অবস্থায় যে আসবে তার বিধান:

যে ব্যক্তি সালাতের জন্য আসার পর সালাত শেষ হয়ে গেছে পাবে, সে যারা জামাতে সালাত আদায় করেছে অনুরূপ সওয়াব পাবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا ». أخرجه أبو داود والنسائي.

আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “যে ব্যক্তি সুন্দর করে ওযু করে (মসজিদে) গিয়ে লোকজন সালাত

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৯৭ মুসলিম হাঃ নং ৬৮৪ শব্দ তারই

আদায় করে নিয়েছে পাবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে যারা জামাতে সালাত আদায় করছে অনুরূপ সওয়াব দান করবেন। এতে তাদের কোন সওয়াব কমানো হবে না।"[১]

¿ সালাতের ভিতরে ও বাহিরে 'আমীন' বলার বিধান:

দু'টি স্থানে 'আমীন' বলা সুন্নত:

১. ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী সালাত আদায়কারীর জন্যে সালাতের ভিতরে সূরা ফাতিহা পড়া শেষে 'আমীন' বলা। ইমাম সাহেবের স্বশব্দে আমীন বলার সাথে সাথে মুক্তাদীগণও স্বশব্দে 'আমীন' বলবে। মুক্তাদীরা ইমামের আগে বা পরে বলবে না। অনুরূপভাবে বেতরের কুনূতে ও কোন আপদ-বিপদ ইত্যাদির সময় কুনূতে নাজিলার দোয়াতে 'আমীন' বলা জায়েজ রয়েছে।

২. সালাতের বাহিরে সূরা ফাতিহার শেষে পাঠক ও শ্রবণকারীর জন্যে আমীন বলা। অনুরূপ যে কোন অনির্দিষ্ট দোয়াতে বা নির্দিষ্ট দোয়াতে যেমন খতীব সাহেবের জুমার খুৎবার এস্তেস্কার জন্য দোয়াতে অথবা সূর্য-চন্দ্রগ্রহণের সালাতের দোয়াতে।

¿ সালাত বাতিল হওয়ার কারণসমূহ:

নিম্নের কারণাদি দ্বারা সালাত বাতিল হয়ে যাবে:

১. যদি সালাতের কোন রোকন বা শর্ত ইচ্ছা করে বা ভুলে ছেড়ে দেয় কিংবা কোন ওয়াজিব ইচ্ছা করে ছেড়ে দেয়।

২. অপ্রয়োজনে বেশি নড়াচড়া করলে।

৩. ইচ্ছা করে আওরত প্রকাশ করলে।

৪. ইচ্ছা করে কথা বলা, হাসি দেয়া ও খানাপিনা করলে।

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হা: নং ৫৬৪ শব্দ তাঁরই নাসাঈ হা: নং ৮৫৫

৮- সালাতের রোকনসমূহ

নামাজের রোকনসমূহ তথা যা ছাড়া ফরজ নামাজ সহীহ হবে না তা হচ্ছে মোট ১৪টি:

১. সক্ষম ব্যক্তির জন্য কিয়াম (দাঁড়ানো)।	২. তকবিরে তাহরীমা।
৩. প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, তবে যাতে ইমাম জোরে কেরাত করেন তা ব্যতীত।	৪. রুকু করা।
৫. রুকু হতে সোজা দাঁড়ান।	৬. সাতটি অঙ্গের উপর সেজদা করা।
৭. দুই সেজদার মাঝে বসা।	৮. দ্বিতীয় সেজদা করা
৯. শেষ তাশাহহুদের জন্য বসা।	১০. শেষ তাশাহহুদ পড়া।
১১. নবী [ﷺ] ও তাঁর পরিবারে প্রতি দরুদ পাঠ।	১২. সবগুলোতে ধীর-স্থীরতা করা বজায় রাখা।
১৩. রোকনসমূহের মাঝে তরতিব বজায় রাখা।	১৪. সালম ফিরানো।

¿ যে ব্যক্তি কোন একটি রোকন ছেড়ে দেবে তার বিধান:

১. যদি মুসল্লী ইচ্ছা করে উল্লেখিত রোকনসমূহের কোন একটি ছেড়ে দেয় তাহলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি তকবিরে তাহরিমা অজ্ঞতাবশত: বা ভুল করে ছেড়ে দেয় তাহলে মূলত: তার নামাজই অনুষ্ঠিত হবে না।

২. মুসল্লী এই রোকনের কোন কিছু অজ্ঞতাবশত বা ভুলে ছেড়ে দিলে সে সেখানে ফিরে যাবে এবং তা আদায় করবে। কিন্তু শর্ত হলো দ্বিতীয় রাকাতের ছেড়ে দেওয়া স্থানে যেন না পৌঁছে। আর যদি দ্বিতীয় রাকাতের সে স্থানে পৌঁছে যায় তবে দ্বিতীয় রাকাত ছুটে যাওয়া রাকাতের স্থলাভিষিক্ত হবে আর পূর্বের রাকাত বাতিল হয়ে

যাবে। যেমন ধরুন এক ব্যক্তি রুকু ভুলে না করে তার পরের সেজদা করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় তার প্রতি ওয়াজিব হলো যখনই তার স্মরণ হয় সে স্থানে ফিরে যাবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয় রাকাতের রুকু করে ফেলে তবে ছুটে যাওয়া রাকাতের স্থলে দ্বিতীয় রাকাত গণ্য করতে হবে। আর প্রথম রাকাত বাতিল বলে বিবেচিত হবে। এ অবস্থায় তার প্রতি সালাম ফিরানোর পর সাহু সেজদা করা জরুরি হবে।

৩. অজ্ঞ ব্যক্তি কোন রোকন বা শর্ত ছেড়ে দিলে সালাতের সময় থাকলে ফিরিয়ে সালাত আদায় করবে। আর যদি সময় পার হয়ে যায় তাহলে আবার আদায় করার প্রয়োজ নেই।

¿ সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান:

ইমাম ও একাকী নামাজির জন্য প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করা একটি রোকন, এ ছাড়া রাকাত বাতিল হয়ে যাবে। আর মুক্তাদি নি:শব্দ কেরাতের নামাজে ও রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। কিন্তু যে সকল নামাজে ও রাকাতে ইমাম সাহেব জোরে কেরাত করবেন সেগুলোতে মুক্তাদিকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে না। বরং ইমামের কেরাতের জন্য চুপ করে থাকবে।[১] আর ইমাম সাহেবের জন্য উচিত নয় যে, তিনি সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর মুক্তাদিগণকে পড়ার জন্য চুপ থাকবেন; কারণ এর কোন দলিল নেই। মাসবূক ব্যক্তি সূরা ফাতিহা না পড়েই ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে তার রাকাত হয়ে যাবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[© قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾ Z الأعراف: ٢٠٤

"আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক যাতে তোমরাদের উপর রহমত হয়।" [সূরা আ'রাফ:২০৪]

[১]. সর্বাবস্থায় সূরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে এ মতটি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। অনুবাদক

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». متفق عليه.

২. 'উবাদা ইবনে সামেত [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি (সালাতে) ফাতিহাতুল কিতাব তথা সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার কোন সালাতই হবে না।"[১]

¿ সালাতে নিয়ত বিপরীত হওয়ার বিধান:

১. নফল সালাত আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর একতেদা (অনুসরণ) করা সঠিক হবে। এভাবে আসরের সালাত আদায়কারীর পেছনে যোহরের সালাত আদায়কারীর একতেদা সহীহ হবে। অনুরূপভাবে তারাবির সালাত আদায়কারীর পেছনে এশা বা মাগরিবের সালাত আদায়কারীর একতেদা করা জায়েজ। ইমামের সালাম ফিরানোর পর বাকি রাকাত পূর্ণ করবে।

২. সালাতে ইমাম ও মুক্তাদীর নিয়তে পার্থক্য হওয়া জায়েজ আছে। কিন্তু কার্যাদিতে হালকা কিছু ছাড়া বিপরীত করা জায়েজ নেই। অতএব, মাগরিব আদায়কারীর পেছনে এশা সালাত আদায়কারীর সালাত জায়েয। ইমাম সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে বাকি এক রাকাত পূর্ণ করে বৈঠক করে সালাম ফিরাবে। আর যদি এশা সালাত আদায়কারীর পেছনে মাগরিবের সালাত আদায় করে, তবে ইমাম যখন চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়াবেন তখন সে চাইলে বৈঠক করে সালাম ফিরাতে পারে। অথবা বসে অপেক্ষা করে ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে। আর ইহাই হলো সর্বোত্তম। অথবা প্রথমেই ইমামের এক রাকাত হয়ে গেলে তারপর জামাতে শরিক হবে এবং জামাতের যখন চার হবে তখন তার তিন হবে ও ইমামের সাথেই সালাম ফিরাবে। আর যদি বিপরীত অধিক হয়, তবে একতেদা করা সহীহ হবে না। যেমন: ফজরের সালাত আদায়কারীর জন্য চন্দ্রগ্রহণের সালাত আদায়কারীর একতেদা করা চলবে না।

---

[১]. বুখারী হা: নং ৭৫৬ মুসলিম হা: নং ৩৯৪

¿ সুন্দরভাবে সালাত আদায় এবং পূর্ণ করা ওয়াজিবঃ

সালাত হচ্ছে বান্দার জন্য তাঁর প্রতিপালকের সামনে একটি অধিক গুরুত্বপুর্ণ অবস্থান। অতএব, সালাতকে সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে আদায় করা ফরজ। সালাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোকন হচ্ছে: কিয়াম (দাঁড়ানো) রুকু ও সেজদা। অতএব, সালাতে কিয়াম অবস্থায় জিকির তথা কুরআন তেলাওয়াত ও দয়াময় আল্লাহর সাথে মুনাজাত করা সর্বোত্তম কাজ। আর রুকু ও সেজদা আকৃতি ও কার্যাদির দিক থেকে সর্বোত্তম; কারণ এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর জন্য পূর্ণ ভয়-ভীতি ও বিনয়। আর বেশি বেশি রুকু, সেজদা ও লম্বা কিয়াম সমান সমান গুরুত্ব। কিয়ামে উত্তম জিকির হলো কুরআন তেলাওয়াত এবং রুকু ও সেজদায় উত্তম কাজ ও আকৃতি হলো পূর্ণ ভয়-ভীতি।

নবী [ﷺ]-এর সালাত ছিল সর্বোত্তম সালাত। তিনি কখনো এরূপ করতেন আবার কখনো ওরূপ করতেন। আবার কখনো দু'টি একসাথে করতেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[! " # $ % & ' ( ) Z البقرة: ٢٣٨

"তোমরা সমস্ত সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আসরের) সালাতের ব্যাপরে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও।" [সূরা বাকারা:২৩৮]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله ﷺ يومـاً ثم انـصرف فقال:« يَا فُلَانُ أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ؟ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُـصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي والله لَأُبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَـدَيَّ ».
أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] একদিন আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করার পর ফিরে বসে বলেন:"হে অমুক ব্যক্তি! তুমি তোমার সালাত সুন্দর করতে পার না? মুসল্লী যখন সালাত

আদায় করে তখন সে কেন তার সালাত দেখে না? কারণ সে তো তার নিজের জন্য সালাত আদায় করে। আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি আমার পিছনে দেখতে পাই যেমনটি দেখতে পাই সামনে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ:« ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:« ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي فَقَالَ:« إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاة فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا ».

متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] মসজিদে প্রবেশ করেন। এ সময় একজন মানুষ প্রবেশ করে সালাত আদায় করে নবী [ﷺ]কে সালাম বলে। নবী [ﷺ] তার সালামের উত্তর দিয়ে বলেন:"ফিরে যাও এবং আবার সালাত আদায় কর; কারণ তুমি সালাতই আদায় করনি।" লোকটি ফিরে গিয়ে প্রথম বারের মতই সালাত আদায় করে এসে নবী [ﷺ]কে সালাম দিল। নবী [ﷺ] আবার লোকটিকে বলেলেন: "ফিরে যাও এবং আবার সালাত আদায় কর; কারণ তুমি সালাতই আদায় করনি।" এভাবে তিনবার বলেন। এরপর লোকটি বলল: সেই মহান আল্লাহর কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বারা প্রেরণ করেছেন। এর চাইতে আর উত্তমভাবে আমি সালাত জানি না। অতএব, আমাকে সালাত শিখিয়ে দেন। অত:পর তিনি [ﷺ] বললেন:"যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন "আল্লাহু আকবার" বলবে। এরপর কুরআন থেকে যা তোমার জন্য সহজ তা পাঠ করবে। অত:পর শান্তভাবে রুকু করবে। এরপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে, এরপর শান্তভাবে সেজদা করবে। অত:পর

[১]. মুসলিম হা: নং ৪২৩

সেজদা থেকে উঠে শান্তভাবে বসবে, এরপর শান্তভাবে দ্বিতীয় সেজদা করবে। অত:পর এভাবে বাকি সালাতের কার্যাদি আদায় করবে।"[১]

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:« مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ ».أخرجه مسلم.

৪. জাবের ইবনে সামুরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাদের নিকট এসে বললেন:"কি ব্যাপার আমি তোমাদেরকে দ্রুত ঘোড়ার লেজের মত হাত উত্তোলন করতে দেখছি কেন? তোমরা সালাতে শান্ত হও।"[২]

---

[১]. বুখারী হা: নং ৭৯৩ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ৩৯৭

[২]. মুসলিম হা: নং ৪৩০

৯- সালাতের ওয়াজিবসমূহ

সালাতের ওয়াজিব হচ্ছে আটটি যথা:

১. তকবিরে তাহরীমা ছাড়া সমস্ত তকবির।	২. রুকু অবস্থায় রবের বড়ত্ব বর্ণনা করা।
৩. ইমাম ও একাকী নামাজির জন্য "সামি'আল্লাহুলিমান হামিদাহ্" বলা।	৪. ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী নামাজির জন্য "রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ্ " বলা।
৫.সেজদা অবস্থার দোয়া।	৬. দুই সেজদার মাঝের দোয়া
৭. প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসা।	৮. প্রথম তাশাহহুদ পড়া।

¿ যে ব্যক্তি সালাতের কোন ওয়াজিব ছেড়ে দেবে তার বিধান:

যদি ইচ্ছা করে মুসল্লী কোন একটি ওয়াজিব ছেড়ে দেয় তাহলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ভুল করে ছেড়ে তার স্থান থেকে পার হয়ে যায় এবং তার পরের রোকনে না পৌঁছে তবে ফিরে গিয়ে তা পূরণ করবে। অত:পর তার নামাজ পূরণ করে দু'টি সাহু সেজদা দেয়ার পর সালাম ফিরাবে।

আর যদি পরের রোকনে পৌঁছার পরে স্মরণ হয়, তবে তা বাদ পড়ে যাবে ও যথাস্থানে ফিরে যাবে না বরং সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাহু সেজদা করে তারপর সালাম ফিরাবে।

¿ রোকন ও ওয়াজিবের মাঝে পার্থক্য:

১. রোকন হলো: ভুল করে মুসল্লী তা ছেড়ে দিলে তা বাদ পড়ে যাবে না। বরং সে রোকন ও তার পরের সবকিছু পূর্ণ করে সালামের পরে সাহু সেজদা করবে।

২. ওয়াজিব হলো: ভুল করে মুসল্লী তা ছেড়ে দিলে তা পূর্ণ করার প্রয়োজন নেই। বরং তার পরিবর্তে সালামের আগে সাহু সেজদা করবে।

১০- সালাতের সুন্নতসমূহ

¿ সালাতের সুন্নত হলো:

রোকন ও ওয়াজিব ছাড়া নামাজের বিবরণে যত কিছু রয়েছে তা সবই সুন্নত যা করলে সওয়াব আছে এবং ছেড়ে দিলে কোন শাস্তি নেই। ইহা কিছু সুন্নত কাওলী তথা কথা-বাণী আর কিছু রয়েছে ফে'লী তথা কাজ-কর্ম।

- কাওলী (কথার) সুন্নত যেমন: ইস্তিফতা ও ছানার দোয়া, আ'উযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ, আমীন বলা ও সূরা ফাতিহার পরে অন্য কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করা ইত্যাদি।
- ফে'লী (কাজের) সুন্নত যেমন: পূর্বে উল্লেখিত স্থানসমুহে দুই হাত উত্তোলন করা, দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা, পাদ্বয় বিছানো, তাওয়াররুক করা ইত্যাদি।

¿ সালাতের পর ইস্তিগফারের বিধান:

প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা বিধান সম্মত; কারণ ইহা নবী [ﷺ] থেকে সুসাব্যস্ত। এ ছাড়া আরো কারণ হচ্ছে বহু সংখ্যক মুসল্লী নামাজে সংক্ষেপ ও অবহেলা করে থাকে। চাই ইহা বাহ্যিক কাজে হোক। যেমন: কেরাত, রুকু, সেজদা ইত্যাদিতে অথবা গোপন কাজে হোক। যেমন: খুশু' ও খুযূ' এবং অন্তরের উপস্থিতি ইত্যাদিতে।

¿ জিকিরের পদ্ধতি:

১. নবী [ﷺ] সর্বঅবস্থায় আল্লাহর জিকির করতেন। অতএব, ওযু অবস্থায়, ওযু ছাড়া ও জুনবী, মাসিক ঋতু ও প্রসূতি অবস্থায় অন্তর ও জবান দ্বারা জিকির করা জায়েজ। যেমন: সুবহানাল্লাাহ, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ, আলহামদু লিল্লাাহ, আল্লাাহু আকবার, দোয়া, নবীর প্রতি দরুদ পাঠ সবই জায়েজ। আর এসব ওযু অবস্থায় করাই উত্তম।

] وَٱذۡكُر ´ µ ¶ ¸ وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلۡجَهۡرِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ
وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلۡغَٰفِلِينَ ﴿٢٠٥﴾ Z الأعراف: ٢٠٥

“আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চীৎকার করে বলা অপক্ষো কম; সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বে–খবর থেকো না।” [সূরা আ‘রাফ:২০৫]

২. জিকির ও দোয় নিরবে করই উত্তম। কিন্তু যে সকল স্থানে জোরে করার জন্য প্রমাণিত রয়েছে তা ভিন্ন কথা। যেমনঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর, হজ্ব ও উমরার তালবিয়া পাঠ। অথবা কোন প্রয়োজনে যেমনঃ অজ্ঞ ব্যক্তিকে শুনানো ইত্যাদি কারণে জোরে করা উত্তম।

১১- যেসব সেজদা বৈধ

শরিয়তে যেসব সেজদাকে বিধিবিধান করা হয়েছে সেগুলো চার প্রকার যথা: সালাতের সেজাদা, সাহু সেজদা, কুরআন তেলাওয়াতের সেজদা ও সেজদা শোকর তথা কৃতজ্ঞতার সেজদা।

১- সালাতের সেজদা

রুকু বিশিষ্ট সালাতের সেজদা রোকন। আর প্রকিটি ফরজ ও নফল সালাতের একটি রাকাতে দু'টি করে সেজদা। এর বিস্তারিত বিধান পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২- সাহু সেজদা

¿ **সাহু সেজদা:**

ফরজ বা নফল নামাজে বসে দু'টি সেজদার পরে কোন বৈঠক ছাড়াই দুইদিকে সালাম ফিরানোকে বলে।

¿ **সাহু সেজদা বিধান করণের হেকমত:**

ভুলের লক্ষ্যবস্তু হিসাবেই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। শয়তান কোন কিছু বাড়ানো বা কমানো বা সন্দেহের দ্বারা যে কোন ভাবেই হোক না কেন মানুষের নামাজ নষ্ট করার প্রচেষ্টায় সর্বদা প্রস্তুত। তাই আল্লাহ তায়ালা সাহু সেজদার এ বিধান দান করেছেন; যেন শয়তানের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, অপূর্ণ নামাজ পূরণ হয় এবং পরম করুণাময় আল্লাহ রাজি হন।

¿ নবী [ﷺ] থেকে নামাজে ভুল হয়েছে; কারণ এটা মানুষের স্বভাবের চাহিদা। তাই যখন তিনি নামাজে ভুল করেছিলেন, তখন তিনি বলেন:

« إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي». متفق عليه.

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও আমিও তেমন ভুলে যাই। সুতরাং যদি আমি ভুলে যাই, তাহলে

তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।”[১]

¿ **সাহু সেজদার কারণ ৩টি:**
বেশি, কম ও সন্দেহ হওয়া।

¿ **সাহু সেজদার প্রকার:**
সাহু সেজদার চার অবস্থা:

§ যদি মুসল্লি নামাজের কোন কাজ ভুলে বাড়িয়ে ফেলে, তাহলে তার উপর সাহু সেজদা ওয়াজিব। যেমন: কিয়াম (দাঁড়ানো), বা রুকু বা সেজদা যেমন: দুইবার রুকু করা অথবা বসার সময় না বসে উঠে যাওয়া অথবা চার রাকাত নামাজ পাঁচ রাকাত আদায় করা ইত্যাদি। এ সকল কাজ ভুলে বেশি হয়ে গেলে নামাজের সালামের পরে সাহু সেজদা করতে হবে। ভুলের স্মরণ সালাম ফিরানোর আগে হোক বা পরে হোক সাহু সেজদা সালাম ফিরানোর পরেই করবে।

§ যদি মুসল্লি নামাজের কোন রোকন ভুলে যায় আর পরের রাকাতে সেই রোকন আসার আগেই স্মরণ হয়, তাহলে পূর্বের রাকাতে ফিরে এসে উক্ত রোকন পূরণ করবে। আর যদি পরের রাকাতে সেই রোকন পর্যন্ত পৌঁছার পরে স্মরণ হয় তাহলে তার পূর্বের রাকাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সালাম ফিরানোর পরে স্মরণ হয়, তাহলে সেই রোকন ও তার পরের কাজগুলো পূরণ করে সালামের পর সাহু সেজদা কররে। আর যদি নামাজের মধ্যে কোন কাজ ছুটে যায় এবং সালাম ফিরিয়ে ফেলে। যেমন: চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে যদি ভুলে এক রাকাত ছুটে যায় এবং তিন রাকাত আদায় করার পরে সালাম ফিরেয়ে ফেলে এবং সালামে পরেই তা বুঝতে পারে, তাহলে নতুন করে তকবিরে তাহরিমা ছাড়া শুধুমাত্র নামাজের নিয়তে বাকি রাকাতই আদায় করবে এবং শেষ বৈঠক করে আত্তাহিয়্যাতু ও দরুদ ইত্যাদি পড়ে সালাম ফিরাবে। তার পর সাহু সেজদা করবে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪০১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৫৭২

§ যদি মুসল্লির নামাজে ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব ছুটে যায়। যেমন: যদি কেউ প্রথম বৈঠক করতে ভুলে যায়; তাহলে সালামের পূর্বেই সাহু সেজদা করে নিবে।

§ মুসল্লি যদি তার রাকাতের সংখ্যায় সন্দেহ করে। যেমন: তিন রাকাত, না চার রাকাত? তাহলে কম সংখ্যা অর্থাৎ তিন রাকাত ধরে বাকি রাকাত পূরণ করবে এবং সালামের পূর্বেই সাহু সেজদা করবে। কিন্তু যদি সন্দেহের পাল্লা কোন এক দিকে ভারি হয়, তাহলে তার উপর ভিত্তি করে আমল করবে এবং সালামের পরে সাহু সেজদা করবে।

¿ **সাহু সেজদার বিধান:**

Ø যদি দু'টি সাহু সেজদা করা জরুরি হয়, যার একটি সালামের পূর্বে আর অপরটি সালামের পরে তাহলে এমতাবস্থায় শুধু মাত্র সালামের পূর্বে সাহু সেজদা করবে।

Ø আর যদি সালাম পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সালাম ফিরাই এবং অল্প সময় পরে স্মরণ হয়, তবে বাকি সালাত পূরণ করে সালাম ফিরাবে। অত:পর সাহু সেজদা করবে।

Ø যদি নামাজের কোন কাজ নামাজের অন্য কোন স্থানে বৃদ্ধি করে দেয়, তাহলে তার নামাজ বাতিল হবে না এবং এতে সাহু সেজদাও ওয়াজিব হবে না। তবে এক্ষেত্রে সাহু সেজদা করা উত্তম। যেমন: রুকুতে বা সেজদাতে কুরআন পাঠ করা, দাঁড়ানো (কিয়াম) অবস্থায় আত্তাহিয়্যাতু পড়া ইত্যাদি।

Ø ইমামের সঙ্গে নামাজ আদায় করার সময় কোন ওজরের কারণে যদি মুক্তাদী নামাজের কোন রোকন বা তার চেয়ে বেশি অংশ আদায়ে ইমামের পিছে পড়ে যায়, তাহলে সে অপূর্ণ অংশ আদায় করে ইমামের সাথে মিলিত হবে।

¿ **সাহু সেজদায় কি বলবে:**

সেজদা সাহু দীর্ঘ করা সুন্নত। সাহু সেজদাতে নামাজের সেজদার মতই দোয়া ও জিকির পড়বে।

¿ মাসবূক (যার সালাতের কিছু অংশ ছুটে গেছে) মুসল্লি কখন সাহু সেজদা করবে:

মুক্তাদি সর্বদা ইমামের সাথে সাহু সেজদা করবে। কিন্তু যদি মুক্তাদি মাসবূক হয় এবং ইমাম সাহেব সালামের পরেই সাহু সেজদা করেন এমন হয়, তাহলে ইমাম সাহেব যে ভুলের কারণে সাহু সেজদা করছেন তা কি মাসবূক নামাজে প্রবেশ করার আগের ভুল না পরের ভুল? প্রবেশের পরের ভুলের কারণে সাহু সেজদা হলে সালামের পর মাসবূক সাহু সেজদা করবে। আর যদি প্রবেশের আগের ভুলের কারণে সাহু সেজদা হয়, তাহলে মাসবূকের প্রতি তার বাকি নামাজ পূর্ণ করার পর সাহু সেজদা করা জরুরি নয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَكْثَرُ ظَنِّي الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ قَالَ بَلَى قَدْ نَسِيتَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বিকালের দু'টির কোন একটি সালাত দু'রাকাত আদায় করেন। মুহাম্মদ ইবনে সিরীন বলেন, আমার বেশির ভাগ ধারনা (আবু হুরাইরা বলেন) সেটি আসরের সালাত। এরপর সালাম ফিরিয়ে মসজিদের সামনে রাখা একটি খুঁটির উপর হাত রেখে দাঁড়ান। সাহাবাদের মধ্যে আবু বকর ও উমার [ﷺ] ছিলেন। তাঁরা দু'জন নবী [ﷺ] সাথে কথা বলতে ভয় করলেন। অন্য দিকে দ্রুতগামী লোকেরা মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়েছে। তারা বলাবলি করতে লাগল, সালাত কি কম করা হয়েছে? একজন সাহাবী

যাকে নবী [ﷺ] যুল ইয়াদাই বলে ডাকতেন। সে বলল: সালাতে কি ভুল করেছেন না কম করানো হয়েছে? নবী [ﷺ] বললেন:"ভুল করি নাই এবং কমও করানো হয়নি। যুল ইয়াদাইন বলল, বরং আপনি ভুল করেছেন। অত:পর তিনি [ﷺ] বাকি দুই রাকাত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। এরপর তকবির দিয়ে সাধারণ সেজদার মত বা এর চাইতে বেশি দীর্ঘ একটি সেজদা করলেন। অত:পর তাঁর মাথা উঠিয়ে আবারও তকবির বলে সাধারণ সেজদার মত বা এর চাইতে বেশি দীর্ঘ করে দ্বিতীয় সেজদা করলেন। এরপর আল্লাহ্ আকবার বলে মাথা উঠালেন।"[১]

৩- কুরআন তেলাওয়াতের সেজদা

¿ কিয়াম, তকবির, তাশাহহুদ ও সালাম ছাড়াই কুরআন তেলাওয়াতের একটি সেজদা।

¿ কুরআন তেলাওয়াতের সেজদার বিধান:

নামাজের বাহিরে ও ভেতরে তেলাওয়াতের সেজদা করা সুন্নত। তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারীর জন্য সর্বদা তেলাওয়াতের সেজদা করা সুন্নত। আর পাঠক সেজদা না করলে শ্রবণকারী সেজদা করবে না। আর পবিত্র অবস্থায় তেলাওয়াতের সেজদা করাই সুন্নত। এ ছাড়া অপবিত্র ব্যক্তি, হায়েয ও প্রসূতির জন্য তেলাওয়াতের সেজদার আয়াত পড়ার সময় সেজদা করা জায়েজ।

¿ কুরআনে সেজদার সংখ্যা:

কুরআনের ১৪টি সূরাতে মোট ১৫টি সেজদার আছে: সূরা আ'রাফ, রা'দ, নাহল, বনি ইসরাঈল, মারয়াম, হাজ্ব ২টি, ফুরকান, নামল, সেজদাহ, স্ব-দ, হা-মীম সেজদা (ফুস্‌সিলাত), নাজম, ইনশিকাক ও 'আলাক।

---

[১]. বুখারী হা: নং ১২২৯ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ৫৭৩

¿ কুরআনে সেজদার আয়াতগুলো দুই প্রকারঃ

খবর অথবা নির্দেশ। কিছু আয়াতে সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে মখলুক আল্লাহকে সেজদা করে তার খবর প্রদান। তাই তেলাওয়াতকারী ও শ্রোতার জন্য সে সকল মাখলুকের সদৃশ সেজদা করা সুন্নত। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[t u wv x y z { | } ~ وَهُمْ لَا

يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ Z النحل: ٤٩

"আল্লাহকে সেজদা করে যাকিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যাকিছু ভূমণ্ডলে আছে এবং ফেরেশতাগণ; তারা অহংকার করে না।" [সূরা নাহল:৪৯]

আর কিছু আয়াতে আল্লাহ তাঁর জন্য সেজদা করার নির্দেশ করেছেন। তাই মখলুক তাঁর রবের আনুগত্যের জন্য তাড়াতাড়ি করে সেজদা করবে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[e f g h i j k l m

n o p q Z الحج: ٧٧

"হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর, সেজদা কর এবং তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর। আর কল্যাণকর কাজ কর; সম্ভবত কল্যাণকারী হবে।" [সূরা হাজ্ব:৭৭]

¿ তেলাওয়াতের সেজদার পদ্ধতিঃ

তেলাওয়াতের সেজদা মাত্র একটি। যদি নামাজের কেরাতে হয়, তাহলে সেজদায় যাওয়া ও উঠার সময় তকবির বলবে। আর যদি নামাজের বাহিরে হয়, তবে তকবির, বৈঠক ও সালাম ছাড়াই সেজদা দেবে। আর যখন ইমাম সেজদা করবেন তখন মুক্তাদীগণের তার সাথে সেজদা করা জরুরি হবে। এ ছাড়া ইমামের জন্য নিরব কেরাতের সালাতে সেজদার আতায় বা সূরা পাঠ করা মকরুহ নয়।

¿ তেলাওয়াতের সেজদার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا قَـرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ وَفِي رِوَايَـةِ أَبِـي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুলাহ [ﷺ] বলেছেন: "যখন বনি আদম সেজদার আয়াত পাঠ করে সেজদা করে তখন শয়তান এক পার্শ্বে সরে গিয়ে কাঁদে আর বলে; হায় আফসোস! অন্য বর্ণনায় আছে, হায় আমার আফসোস! বনি আদম সেজদার জন্য নির্দেশিত হয়ে সেজদা করেছে, তাই তার জন্য জান্নাত। আর আমি সেজদার জন্য আদিষ্ট হলে সেজদা করা অস্বীকার করেছি, যার কারণে আমার জন্য জাহান্নাম।"[১]

¿ তেলাওতের সেজদায় কি বলবে:

নামাজের সেজদায় যেসব দোয়া ও জিকির বলা হয় তাই তেলাওয়াতের সেজদায় বলবে।

৪- সেজদায়ে শোকর (কৃতজ্ঞতার সেজদা)

¿ সেজদায়ে শোকর তকবির ও সালাম ছাড়া একটি মাত্র সেজদা।

¿ কৃতজ্ঞতার সেজদা কখন শরীয়ত সম্মত:

১. নতুন নতুন নেয়ামত সামনে আসলে শুকরিয়ার সেজদা করা সুন্নত। যেমন: কার হেদায়েতের সুসংবাদ অথবা ইসলাম গ্রহণ বা মুসলমানদের সাহায্যের সুসংবাদ অথবা নবজাত শিশুর সংবাদ ইত্যাদিতে শুকরিয়ার জন্য সেজদা করা সুন্নত।

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৮১

২. কোন বিপদ থেকে নাজাত পেলে শুকরিয়ার সেজদা করা সুন্নত। যেমন: ডুবা, অগ্নিদগ্ধ, হত্যা, চোরের কবলে পড়া ইত্যাদি থেকে রক্ষা পেলে আল্লাহর শুকরিয়ার জন্য সেজদা করা সুন্নত।

¿ শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায়ে জন্য সেজদার নিয়ম:

কোন তকবির ও সালাম ছাড়া শুধুমাত্র একটি সেজদা করা। এ সেজদা করতে হবে সালাতের বাহিরে। অবস্থার প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে, বসে, পবিত্রতার সাথে বা অপবিত্র অবস্থায় সেজদা করা যায়। তবে পবিত্র অবস্থায় সেজদা করা উত্তম।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

. · , + *) (' % $ # " ! [

إبراهيم: ٣٤ Z 2 1 0 /

"যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী অকৃতজ্ঞ।" [সূরা ইবরাহীম: ৩৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] ٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكۡرٗاۚ وَقَلِيلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ﴿١٣﴾ Z سبأ: ١٣

"হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ।" [সূরা সা'বা:১৩]

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَــاهُ أَمْــرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. أخرجه أبو داود وابن ماجه.

৩. আবু বাকরা (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ]-এর সামনে যখন কোন খুশির বিষয় আসত তখন তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য সেজদায় পড়ে যেতেন।[১]

---

[১]. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ২৭৪, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৩৯৪ শব্দগুলো তারই

¿ সেজদায়ে শোকরে কি বলবেঃ

নামাজের সেজদায় যেসব দোয়া ও জিকির বলা হয় তাই সেজদায়ে শোকরে বলবে।

১২- জামাতে সালাত আদায়

¿ জামাতে সালাত বিধিবিধানের হেকমত:

জমাতে নামাজ আদায় ইসলামে অন্যতম মহান দৃশ্য যা ফেরেস্তাগণের সারিবদ্ধ হয়ে এবাদতের সাথে সাদৃশ্য রাখে। এটা মানুষের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, পরিচয় লাভ, সহনশীলতার একটি কারণ এবং মুসলমানদের সম্মান, শক্তি ও একতার একটি নিদর্শন।

¿ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় জমায়েত:

আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিমদের জন্য বিভিন্ন নির্দিষ্ট সময়ে সম্মিলিত হওয়ার বিধান দান করেছেন। সাপ্তহিক জমায়েত জুমার জন্য সমবেত হওয়া। কিছু জমায়েত আবার বছরে দুইবার প্রতিটি দেশেই হয়ে থাকে যেমন: দুই ঈদে। আর কিছু সম্মিলন আছে যা বছরে একবার সমগ্র বিশ্বের মুসলিমের জন্য। যেমন: আরাফার ময়দানে হাজিগণের বিশ্ব সম্মিলন। আবার কখনো কখনো সম্মিলিত হচ্ছে অবস্থার পরিবর্তনের সময়, যেমন বৃষ্টির পানি প্রার্থনার ও চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের নামাজে সমবেত হওয়া।

¿ জামাতে নামাজ আদায়ের বিধান:

প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মুসলিম যার মসজিদে যাওয়ার শক্তি আছে তার জন্য মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। আর এই জামাতে নামাজ আদায়ের বিধান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য; তা সফর অবস্থায় হোক বা বাড়িতে থাকা অবস্থায় হোক, নিরাপদ অবস্থায় হোক বা ভয়ের মধ্যে হোক।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

+ *) (' & % $ # " ! [

5 4 3 2 1 0 / . - ,

النساء: ١٠٢ Z c (; : 9 8 7 6

"যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অত:পর সালাতে দাঁড়ান তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। অত:পর যখন তারা সেজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা সালাত আদায় করেনি। এরপর তারা যেন আপনার সাথে সালাত আদায় করে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়।" [সূরা নিসা:১০২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« وَالَّذي نَفْسي بيَده لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بحَطَب فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بالصَّلَاة فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالفَ إلَى رجَال فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذي نَفْسي بيَده لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجدُ عَرْقًا سَمينًا أَوْ مرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعشَاءَ ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"সেই সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি ইচ্ছা পোষণ করি যে, কাঠ-ঘড়ি সংগ্রহ করতে নির্দেশ করি এবং সালাতের জন্য আদেশ করি। অত:পর তার জন্য আজান দেয়া হয়। এরপর একজনকে নির্দেশ করি যে লোকদেরকে সালাতের ইমামতি করবে। অত:পর যারা সালাতে হাজির হয়নি তাদের ঘড়-বাড়িগুলো জ্বালিয়ে দেই। সেই সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! যদি তাদের কেউ জানতো যে, জামাতে হাজির হলে হাড্ডি ওয়ালা মাংস বা মেষের দু'টি উত্তম খুর পাবে, তবে অবশ্যই এশা সালাতে উপস্থিত হত।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه إنَّهُ لَيْسَ لي قَائدٌ يَقُودُني إلَى الْمَسْجد فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ في بَيْته فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بالصَّلَاة قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجبْ. أخرجه مسلم.

---

[১]. বুখারী হা: নং ৬৪৪ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ৬৫১

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন অন্ধ ব্যক্তি নবী [ﷺ]-এর নিকট এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল! অমি একজন অন্ধ মানুষ, আমাকে মসজিদে নিয়ে আসার মত কেউ নেই; লোকটি তার বাড়িতে সালাত আদায় করার অনুমতি চাইল। নবী [ﷺ] তাকে অনুমনি দিলেন। অত:পর লোকটি রওয়ানা হলে নবী [ﷺ] তাকে ডেকে বললেন:"তুমি কি সালাতের আজান শুনতে পাও? বলল, হ্যাঁ, তিনি [ﷺ] বললেন: তবে তুমি আজানের ডাকে সাড়া দেবে।"[১]

¿ মসজিদে জামাতে নামাজ আদায়ের ফজিলত:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». وفي رواية :« بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». متفق عليه.

১. ইবনে উমার থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন:"একাকী নামাজের চেয়ে জামাতের নামাজের ফজিলত সাতাশ গুণ বেশি।" অন্য বর্ণনাতে "পঁচিশ গুণ বেশী।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন ফরজ আদায়ের জন্য ঘরে ওযু করে আল্লাহর কোন ঘরের (মসজিদ) দিকে রওয়ানা হয়, তার প্রতিটি দুই ধাপের প্রথমটি দ্বারা একটি গুনাহ মাফ হয়ে যায় এবং অপরটির দ্বারা তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।"[৩]

---

[১]. মুসলিম হা: নং ৬৫৩

[২] বুখারী হাঃ নং ৬৪৫মুসলিম হাঃ নং ৬৫০ হাদীসের শব্দ গুলো বুখারীর

[৩] .মুসলিম হাঃ নং ৬৬৬

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال:« مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ».متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন:"যে ব্যক্তি সকালে বা বিকালে মসজিদে গমন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারির (অতিথিসেবার) ব্যবস্থা করেন যখন সে সকালে বা বিকালে গমন করে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« كُلُّ سُلَامَى منْ النَّاسِ عَلَيْه صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فيه الشَّمْسُ يَعْدلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّته فَيَحْملُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاة صَدَقَةٌ وَيُميطُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ».متفق عليه.

৪. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"মানুষের প্রতিটি জোড়ের উপর প্রতি দিনে দান করা প্রয়োজন। দু'জনের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া একটি দান। নিজের বাহনে কাউকে উঠিয়ে নিয়ে সহযোগিতা করা একটি দান। অথবা কারো বাহনের উপর তার বোঝা উঠিয়ে দেয়া একটি দান। একটি উত্তম কথা একটি দান। সালাতের জন্য চলার প্রতিটি পা একটি দান। আর রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনি সরিয়ে দেয়াও একটি দান।

৫. জামাতের ফজিলত:

কোন ব্যক্তিকে একাকী ফরজ সালাত আদায় করতে দেখে তার সাথে সালাত পড়া সুন্নত:

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ:« أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ».أخرجه أبوداود والترمذي.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৬২ ও মুসলিম হাঃ নং ৬৬৯ হাদীসের হুবহু শব্দগুলো মুসলিমের

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] একজন মানুষকে একাকী সালাত আদায় করতে দেখে বললেন:"এমন কেউ নেই, যে ঐ ব্যক্তির সাথে সালাত আদায় করে তার প্রতি দান করবে।"[১]

¿ কোথায় জামাতবদ্ধ সালাত আদায় করবে:

নিজের আবাস স্থানের মহল্লার মসজিদে নামাজ আদায় করাই মুসলিমের জন্য উত্তম। এরপর যে মসজিদে বেশি বড় জামাত হয় সেখানে। এরপর যে মসজিদ বেশি দূরে সেখানে। এ ছাড়া মক্কা শরীফের মসজিদুল হারাম, নবী [দ:] -এর মসজিদ মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা (ফিলিস্তিনের বাইতুল মাকদিস মসজিদ)। এ তিনটি মসজিদে নামাজ আদায় করা সর্বাবস্থায় উত্তম।

আর মসজিদে দ্বিতীয় জামাতে সালাত আদায় করা জায়েজ রয়েছে। সীমান্তের প্রহরীদের জন্য কোন এক মসজিদে সবাই মিলে সালাত আদায় করা উত্তম। তবে একত্রিত হওয়াতে যদি শত্রুদের আক্রমনের ভয় হয়, তাহলে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে সালাত আদায় করে নিবে।

¿ মহিলাদের মসজিদে গমনের বিধান:

মহিলদের জন্য মসজিদে নামাজে হাজির হওয়া বৈধ, যদি তা পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও পরিপূর্ণ পর্দার সাথে হয়। আর পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে মহিলাদের জামাত করা জায়েজ। চাই ইমাম কোন মহিলা হোক বা কোন পুরুষ হোক। নারীদের দিনের চাইতে রাতে মসজিদে যাওয়া উত্তম।

عَنْ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ».متفق عليه.

ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী বলেছেন:"যদি মহিলারা তোমাদের নিকট মসজিদে গমনের অনুমতি চায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দাও।"[২]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হা: নং ৫৭৪ শব্দ তাঁরই তিরমিযী হা: নং ২২০

[২] .বুখারী হাঃ নং ৮৬৫ মুসলিম হাঃ নং ৪৪২ হাদীসের শব্দগুলো মুসলিমের

¿ জামাতের জন্য সবচেয়ে কম সংখ্যা:

জামাতের সবচেয়ে কম সংখ্যা হচ্ছে দুইজন। আর যখন জামাতের লোক সংখ্যা বেশি হবে তখন তার নামাজের জন্য অধিক পরিশুদ্ধকারী ও আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় হবে।

¿ যে একাকী সালাত আদায়ের পর জামাত পাবে তার বিধান:

যে ব্যক্তি নিজ স্থানে ফরজ নামাজ আদায়ের পর মসজিদে প্রবেশ করে মুসল্লিগণকে নামাজরত অবস্থায় পাবে তার জন্য সুন্নত হলো: তাদের সাঙ্গে নামাজে শরিক হওয়া। এ নামাজ তার জন্য নফল হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে মসজিদে জামাত করে নামাজ আদায়ের পর অন্য কোন মসজিদে প্রবেশ করে মুসল্লিদের নামাজরত অবস্থায় পেলে তার বিধানও অনুরূপ।

ফরজ নামাজের একামত হয়ে গেলে ফরজ নামাজ ছাড়া আর অন্য কোন সালাত পড়া যাবে না। যদি কারো নফল নামাজ আদায় করার সময় একামত হয়ে যায়, তবে হালকা করে নফল পূরণ করে তকবিরে তাহরিমা পাওয়ার জন্য জামাতে শামিল হবে।

¿ নফল সালাত জামাত করে আদায়ের বিধান:

বাড়িতে বা অন্য কোথাও দিনে বা রাত্রে নফল নামাজ জামাত করে আদায় করা জায়েজ আছে।

¿ জামাতে সালাত আদায় করা থেকে পেছনে থাকার বিধান:

কেউ যদি মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করা থেকে পিছে পড়ে যায় আর সে কোন ওজরগ্রস্ত ব্যক্তি হয় যেমন: রোগ কিংবা ভয় ইত্যাদি, তাহলে যে জামাতে নামাজ পড়েছে তার সমপরিমাণ তাকে সওয়াব দেওয়া হবে। আর যদি কোন ওজর ছাড়াই জামাত ত্যাগ করে একাকী নামাজ আদায় করে, তবে তার নামাজ সঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সে বিশাল সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে এবং তার কবীরা গুনাহও হবে।

¿ জুমার নামাজ ও জামাত ছাড়ার ওজরসমূহ:

নিম্নের কারণগুলোর জন্য জুমার নামাজ ও জামাত ছাড়ার ওজর কবুল করা হবে যেমন:

এমন রোগী যার জামাতে নামাজ আদায় করতে কষ্ট হয়। যার পেশাব ও পায়খানার চাপ আছে এমন ব্যক্তি। সফরসঙ্গীদের চলে যাওয়ার ভয়। যে ব্যক্তি তার নিজের বা সম্পদের কিংবা সাথীর অথবা বৃষ্টি বা কাদামাটি কিংবা প্রচণ্ড বাতাসের ভয় করে। যার সামনে খানা হাজির ও তার প্রয়োজন আছে এবং খেতেও সক্ষম। কিন্তু যেন এমনটি অভ্যাসে পরিণত না করে নেয়। অনুরূপ ডাক্তার, প্রহরী, নিরাপত্তা বাহিনী, দমকল বাহিনী ইত্যাদি। এরা মুসলমানদের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত থাকে, তাই নামাজের সময় তাদের কাজে থাকলে তারা তাদের জায়গায় নামাজ পড়ে নিবে। তারা প্রয়োজন হলে জুমার নামাজের পরিবর্তে যোহরের নামাজ আদায় করবে।

যে সকল বস্তু নামাজ থেকে ভুলিয়ে রাখে বা যার মাঝে সময়ের অপচয় রয়েছে কিংবা শরীর বা বিবেকের ক্ষতি রয়েছে তা হারাম। যেমন: তাস খেলা, ধূম পান করা, হুক্কা টানা, নেশা, মাদকদ্রব্য ইত্যাদি। এ ছাড়া টিভি ইত্যাদির পর্দায় বসা যার মধ্যে কুফুরি ও নিকৃষ্ট জিনিসের প্রচার হয় এ সবই হারাম।

[قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى ©رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ Z الأنعام: ١٦٢

“বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ সবই একমাত্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য নিবেদিত।”
[সূরা আন‘আম:১৬২]

১৩- ইমাম ও মুক্তাদীর বিধানসমূহ

¿ ইমামতির ফজিলত:

ইমামতির ফজিলত অনেক বেশি। এ জন্য নবী নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পরে তাঁর চার খলিফা ইমামতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইমামের উপর অনেক বড় দায়িত্ব, তিনি জিম্মাদার। সুতরাং সঠিক ও সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারলে অনেক বড় সওয়াবের অধিকারী হবেন। আর যত মুসল্লি তাঁর পিছনে সালাত আদায় করবে তাদের সমপরিমাণ সওয়াবও পাবেন।

¿ ইমামকে অনুসরণের বিধান:

সালাতের মধ্যে সকল ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করা ফরজ। কারণ রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:

«إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَــارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِــدًا فَــصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ». متفق عليه.

“ইমামকে তার অনুসরণের জন্যই নিয়গ করা হয়। অতএব, ইমাম যখন রুকু করে তখন তোমরাও রুকু কর, যখন ‘সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ’ বলে, তখন তোমরা ‘রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ’ বল, যখন ইমাম দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর, আর যখন ইমাম বসে সালাত আদায় করে (ইমামতি করে) তখন তোমরাও সবাই বসে সালাত আদায় কর।”[১]

¿ ইমামতির জন্য বেশি হকদার ও অগ্রাধিকার কে:

কুরআনুল কারীম যিনি সবচেয়ে বেশি মুখস্ত করেছেন এবং সাথে সাথে সালাতের আহকামও জানেন, এমন ব্যক্তিকে ইমামতির অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এরপর যিনি হাদীস ও সুন্নত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন। তারপর হলেন আগে হিজরতকারী ব্যক্তি। এরপর আগে

---

[১] বুখারী হাঃ নং ৭২২ ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৫২ হাদীসের শব্দগুলো মুসলিমের

ইসলাম গ্রহণকারী। এরপর সার্বাধিক বয়স্ক ব্যক্তি। আর এতে সবাই সমান হলে লটারীর মাধ্যমে ইমামতির অগ্রাধিকার নির্ণয় করা হবে। উপরোক্ত মাসয়ালা ঐ সময়ের জন্য যখন সালাতের সময় হয়ে যাবে এবং মুসল্লিগণ কাউকে সামনে ইমামতির জন্য পেশ করতে চাবে। কিন্তু যদি মসজিদে ইমাম নির্ধারিত থাকেন এবং সময়মত উপস্থিত হন তাহলে ইমাম সাহেবই ইমামতির অগ্রাধিকার রাখেন।

বাড়ির মালিক এবং মসজিদের ইমাম ইমামতির বেশি হকদার। ইসলামী সরকারের কোন প্রতিনিধি থাকলে তিনি বেশি অগ্রাধিকার পাবেন।

عَنْ أَبِي مَسْعُود الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لكتَاب اللَّه فَإِنْ كَانُوا فِي الْقرَاءَة سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بالسُّنَّة فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّة سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهجْرَة سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سلْمًا». أخرجه مسلم.

আবু মাসউদ আনসারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"গোত্রের ইমামতি করতে সর্বাধিক কুরআন মুখস্থকারী, যদি তাতে সমান হয় তাহলে সুন্নত (হাদীস) সর্ম্পকে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, যদি তাতেও সমান পর্যায়ের হয়, তাহলে আগে হিজরতকারী। আর তাতেও সমান পর্যায়ের হলে আগে ইসলাম গ্রহণকারী।"[১]

আর যে কোন জাতির জিয়ারতে যাবে সে তাদের ইমামতি করবে না। বরং তাদের মাঝের একজন ইমামতি করবে, তবে যদি তারা তাকে সামনে এগিয়ে দেয় তাহলে জায়েজ হবে।

¿ ফাসেক ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায়ের বিধান:

সর্বোত্তম ব্যক্তি ইমামের জন্য সামনে পেশ করা ফরজ। তবে যদি ফাসেক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে ইমামতির জন্য পাওয়া না যায়, তাহলে তার পিছনে সালাত (সহীহ) হয়ে যাবে। যেমন: দাড়ি মুণ্ডনকারী, ধূমপায়ী, মদ পানকারী ইত্যাদি। এমন ব্যক্তির পিছনে মকরুহ সহকারে

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৬৭৩

সালাত সহীহ হয়ে যাবে।

ফাসেক হচ্ছে: যে ব্যক্তি কুফুরি নয় এমন কবিরা গুনাহ বা বারবার ছগিরা গুনাহ ক'রে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে।

বায়ু ইত্যাদি বের হয়ে কোন ইমামের ওযু নষ্ট হয়ে গেলে তার পিছনে সালাত সহীহ হবে না। তবে যে সকল মুসল্লি তা জানে না তাদের সালাত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমামকে অবশ্যই পুনরায় সালাত আদায় করে নিতে হবে।

¿ লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি গিঁটের নিচে ঝুলিয়ে সালাত আদায়ের বিধানঃ

পুরুষের গিঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে যে সালাত আদায় করবে তার সালাত সহীহ হয়ে যাবে কিন্তু গুনাহগার হবে। আর এমন ব্যক্তির জন্য ইমামতি করা উচিত নয়; কিন্তু যদি ইমামতি করে, তবে তার পিছনে মকরুহ সহকারে সালাত সহীহ হয়ে যাবে।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّـــهُ يَـــوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُـــولُ اللَّـــهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ ». أخرجه مسلم.

আবু যার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের পানে চেয়ে দেখবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। আবু যার বলেন: নবী [ﷺ] ইহা তিনবার বলেন। আবু যার বলেন, এরা তো ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হল; এরা কারা হে আল্লাহর রসূল! তিনি বলেন:"লুঙ্গি-পায়জামা ইত্যাদি ঝুলিয়ে কাপড় পরিধানকারী পুরুষ, এহসানের ঘোটা দেয় এমন ব্যক্তি এবং মিত্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রেতা।"[১]

---

[১]. মুসলিম হা: নং ১০৬

¿ ইমামের আগে কিছু করলে তার বিধানঃ

সালাতে ইমামের আগে কোন কাজ করা হারাম। যে ব্যক্তি সালাতে কোন কাজ জেনে বুঝে ইমামের আগে করবে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। ভুলে যাওয়া, অমনযোগী হওয়া বা ইমামের শব্দ শুনতে না পারা ইত্যাদি ওজরের কারণে যদি ইমামের অনুসরণ থেকে পিছনে পরে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তা পূরণ করে পরে ইমামের অনুসরণ করবে। এতে তার সালাতের কোন অসুবিধা হবে না।

¿ ইমামের সাথে মুক্তাদির চার অবস্থাঃ

১. **ইমামের আগে কিছু করাঃ** আর তা হল তকবির, রুকু, সেজদা, সালাম ইত্যাদি মুক্তাদি ইমামের আগে করা। এ ধরনের কাজ নাজায়েজ। কেউ এমন করলে পুনরায় ইমামের পরে আবার ঐ কাজটি করে নিবে। আর যদি না করে তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে।
২. **ইমামের সাথে সাথে করাঃ** আর তা হল তকবির, রুকু ইত্যাদি এক রোকন থেকে অপর রোকনে যাওয়ার সময় ইমামের সাথে চলে যাওয়া। এটা ভুল, এর দ্বারা সালাত ত্রুটিপূর্ণ হয়।
৩. **ইমামের অনুসরণ করাঃ** আর তা হল কোন আমল ইমাম সাহেব করার পর তার পিছনে পিছনে করা। আর এটাই মুক্তাদির কাজ এবং এর দ্বারাই শরিয়তের দৃষ্টিতে ইমামের অনুসরণ হবে।
৪. **ইমামের অনুসরণ না করাঃ** আর তা হল মুক্তাদির ইমামের অনুসরণ না করে এত বিলম্ব করা যে ইমাম অন্য রোকনে চলে যায়। এমনটি করা জায়েয নেয়; কারণ এতে অনুসরণ হয় না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

Z i h g f e d c b a ` _ ^] [

النور: ٦٣

"অতএব, যারা তাঁর (রসূলের) আদেশের বিপরীত করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" [সূরা নূর:৬৩]

¿ মাসবূক (যার সালাতের কিছু অংশ ছুটে গেছে)-এর অবস্থাসমূহঃ

১. যে ব্যক্তি ইমামের সাথে এক রাকাত পেল, সে জামাত পেয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে রুকু পেল সে ঐ রাকাত পেয়ে গেল। সুতরাং মুক্তাদি প্রথম দাঁড়িয়ে তকবিরে তাহরিমার তকবির বলবে, পরে সম্ভব হলে রুকুর তকবির বলবে। আর তা সম্ভব না হলে উভয় তকবিরের নিয়ত করে মাত্র একবার তকবির বলবে।

২. যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে ইমামকে দাঁড়ানো কিংবা রুকু অথবা সেজদা বা বসা যে কোন অবস্থায় পাবে সে অবস্থাতেই ইমামের সঙ্গে সালাতে প্রবেশ করবে। তাতে যতটুকু ইমামের সঙ্গে সালাত পাবে ততটুকুর সওয়াব মুসল্লি পাবে। তবে রুকু না পেলে রাকাত গণ্য করা হবে না। আর তকবিরে উলা (তাহরিমার তকবির) ইমামের সঙ্গে পেতে হলে মুসল্লিকে ইমামের সূরা ফাতিহা শুরু করার পূর্বে তকবিরে তাহরিমা বলে সালাতে প্রবেশ করতে হবে।

যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে (নির্দিষ্ট) ইমাম প্রথম জামাত সমাপ্ত করে ফেলেছেন পাবে, সে যারা পিছে পড়েছে তাদের নিয়ে দ্বিতীয় জামাত করবে। তবে এই দ্বিতীয় জামাতের ফজিলত প্রথম জামাতের ফজিলতের মত হবে না।

¿ সালাত দীর্ঘ ও হালকা করার বিধানঃ

ইমামের জন্য সুন্নত হলো যখন কেরাত দীর্ঘ করবেন তখন সালাতের বাকি রোকনগুলোও দীর্ঘ করা। আর যখন কেরাত ছোট করবেন তখন বাকি রোকনগুলো ছোট করা।

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ. متفق عليه.

বারা' ইবনে 'আজেব [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মুহাম্মদ [ﷺ]-এর সালাত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখে, তাঁর দাঁড়ানো, রুকু, রুকুর পরে সোজা হওয়া, প্রথম সেজদা, দুই সেজদার মাঝে বসা, দ্বিতীয় সেজদা ও

সালাম ফিরানো এবং মসজিদ হতে বের হওয়া, প্রায় সবগুলো বরাবর।"[১]

¿ সালাত হালকা করার বিধান:

ইমামের জন্য সুন্নত হল দীর্ঘ না করে পরিপূর্ণভাবে সাথে সালাত আদায় করা; কারণ, মুসল্লিদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও থাকতে পারে যে, দুর্বল, অসুস্থ, বৃদ্ধ এবং এমন ব্যক্তি যার তাড়াহুড়া আছে ইত্যাদি। তবে একাকী কোন সালাত পড়ার সময় যত ইচ্ছা দীর্ঘ করতে পারে।

আর সুন্নত সম্মত হালকা সালাত হলো: যে সালাতে তার রোকনসমূহ, ওয়াজিবগুলো ও সকল সুন্নত আদায় করা হয়। যেমনটি সর্বদা করেছেন নবী [ﷺ] ও তার নির্দেশ করেছেন। এ ছাড়া মুক্তাদিদের ইচ্ছামত হালকা করা চলবে না। আর মনে রাখতে হবে, যে ব্যক্তি রুকু ও সেজদায় তার পিঠ সোজা করে না তার সালাত হবে না। অনুরূপ সালাত হবে না যে তার সালাতে ঠোকর মারে।

¿ মুক্তাদিগণ কোথায় দাঁড়াবে:

১. মুক্তাদিদের ইমামের পিছনে দাঁড়ানো সুন্নত। তবে মুক্তাদি একজন হলে ইমামের বরাবর ডান পার্শ্বে দাঁড়াবে। আর মহিলা ইমাম হলে মহিলাদের সারির মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে ইমামতি করবে। আর মহিলারা জামাতে পুরুষদের পেছনে দাঁড়াবে।

২. প্রয়োজনে মুসল্লিরা ইমামের ডান দিকে দাঁড়াতে পারে, অথবা ইমামের ডান-বাম, উভয় পার্শ্বে ও উপরে-নিচে দাঁড়াতে পারে। তবে কোনভাবে ইমামের সামনে দাঁড়ানো জায়েয নেই। এভাবে ইমামের শুধু বাম দিকে দাঁড়ানো যাবে না। কিন্তু অতি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাম দিকেও দাঁড়ানো যেতে পারে।

¿ ইমামের পিছনে পুরুষ ও মহিলাদের লাইন হয়ে দাড়াঁনোর বিবরণ:

১. ইমামের পিছনে প্রথম সারিতে প্রথমে বড় পুরুষ ও ছোট বাচ্চারা দাঁড়াবে এবং পুরুষদের পিছনে মহিলাদের সারি হবে। মহিলাদের সারি পুরুষদের নিয়মেই হবে। প্রথম লাইন পূরণ হওয়ার পরে তার পরের

---

[১]. বুখারী হা: নং ৮০১ মুসলিম হা: নং ৪৭১ শব্দ তাঁরই

লাইনসমূহ পূরণ করা, মুসল্লিদের মাঝখানের ফাঁক বন্ধ করা, লাইন সোজা করা ইত্যাদি পুরুষদের মতই করতে হবে।

২. যদি মহিলারা মিলে আলাদা জামাত করে, তাহলে পুরুষদের জামাতের মত তাদেরও সবচেয়ে উত্তম সারি প্রথম সারি এবং সবচেয়ে মন্দ সারি সবার পিছনের সারি। পুরুষের সরাসরি পিছনে মহিলার সারি বা মহিলাদের পিছনে পুরুষদের সারি অবৈধ। কিন্তু অতি ভিড় ইত্যাদির জন্য যদি অতীব প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তা বৈধ হবে। কোন মহিলা যদি খুব ভিড় ইত্যাদির কারণে পুরুষদের সারিতে দাঁড়ায়ে সালাত আদায় করে নেয়, তাহলে তার সালাত বাতিল হবে না। তবে উক্ত মহিলার সরাসরি পিছনের ব্যক্তির সালাত হবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "জামাতে সালাতে পুরুষদের সবচেয়ে উত্তম সারি হলো প্রথম সারি এবং সবচেয়ে মন্দ সারি হলো শেষের সারি। আর মহিলাদের উত্তম সারি হলো শেষের সারি এবং সবচেয়ে মন্দ সারি হলো প্রথম সারি।"[১]

¿ সালাতের লাইনের যেসব স্থান ফজিলত পূর্ণ:

জামাতের প্রথম কাতার দ্বিতীয় কাতারের চেয়ে উত্তম। আর লাইনের ডান দিক বাম দিকের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ তা'য়ালা প্রথম কাতার ও লাইনের ডান দিকের উপর রহমত বর্ষণ করেন ও তাঁর ফেরেশতা মণ্ডলী তাদের জন্য ক্ষমা চান। আর নবী [ﷺ] প্রথম কাতারের জন্য তিনবার ও দ্বিতীয় কাতারের জন্য একবার দোয়া করেছেন।

¿ প্রথম লাইনের হকদার কে:

প্রথম লাইনে ও ইমামের নিকটে দাঁড়ানোর হকদার হচ্ছে আহলে ইলম তথা বিদ্বানদের মধ্যে যারা বিবেকবান ও তাকওয়ার অধিকারী। তাঁরাই মানুষের জন্য আদর্শ, তাই তাঁরা এটা করার জন্য অগ্রসর হবেন।

---

[১] .মুসলিম হাঃ নং ৪৪০

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــه وَسَــلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ:« اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».أخرجه مسلم.

আবু মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] নামাজে আমাদের কাঁধগুলো স্পর্শ করে বলতেন:"তোমরা লাইন সোজা কর, আগে-পিছে হবে না; কারণ আগে-পিছে হলে তোমাদের অন্তরও আগে-পিছে হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা চালাক ও বিবেকবান তারা আমার নিকটবর্তী হবে। এরপর তাদের পরের দল, এরপর তাদের পরের দল।"[১]

¿ জামাতের কাতার সোজা করার বিধান:

সালাতে কাঁধে কাঁধ ও গিঁটে গিঁট লাগিয়ে দুইজনের মাঝে ফাঁক বন্ধ করা ও কাতারগুলো প্রথম থেকে সিরিয়াল অনুসারে পূরণ করা ওয়াজিব। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:

«مَنْ سَدَّ فُرْجَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً». أخرجه المحاملي والطبراني في الأوسط.

"যে ব্যক্তি দুইজনের মাঝের ফাঁক বন্ধ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন এবং এর দ্বারা তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।"[২]

¿ জামাতে সালাতের কাতার সোজা করার নিয়ম:

১. সুন্নত হলো ইমাম সাহেব মুসল্লিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিম্নে বর্ণিত নবী [ﷺ]-এর বাণীসমূহ হতে যে কোন একটি বলবেন:

«سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ».متفق عليه.

"কাতার সোজা কর, কারণ কাতার সোজা করা সালাত কায়েমের

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৪৩২

২. হাদীসটি সহীহ, আমালী মাহামিলিতে (ক্বাফ) ২/৩৬ ত্ববরানী আওসাত হাঃ নং ৫৭৯৭, সিলসিলা সহীহ হাঃ নং ১৮৯২

অন্তর্ভুক্ত।"[১]

২. অথবা বলবেন:

«أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا». أخرجه البخاري.

" তোমাদের কাতার সোজা কর এবং পরস্পর মিলে দাড়াও"[২]

৩. অথবা বলবে:

« اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ». أخرجه مسلم.

"তোমরা কাতার সোজা কর এবং আগে-পিছে হয়ো না; কারণ এতে তোমাদের অন্তরগুলো গড়মিল হয়ে পড়বে। আর তোমাদের মাঝে যারা জ্ঞানী তারা যেন আমার নিকটে থাকে। অত:পর তাদের পরের স্তরের লোকেরা। এরপর তাদের পরের স্তরের।"[৩]

৪. অথবা বলবেন:

«أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ».أخرجه أبو داود والنسائي.

"কাতার সোজা কর, কাঁধেকাঁধে মিলিয়ে সমান্তরাল কর, কাতারের মাঝে ফাঁক বন্ধ কর, হাতগুলো সহজ ও সাভাবিকভাবে রাখ, শয়তানের জন্য কাতারের মধ্যে খালি জায়গা রাখবে না। যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহ তাকে মিলাবেন। আর যে ব্যক্তি কাতারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন।"[৪]

৫. অথবা বলবেন:

« اسْتَوُوا اسْتَوُوا اسْتَوُوا».أخرجه النسائي.

---

[১] বুখারী হঃ নং ৭২৩ মুসলিম হাঃ নং ৪৩৩

[২] . বুখারী হাঃ সং ৭১৯

[৩]. মুসলিম হা: নং ৪৩২

[৪]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৬৬৬ হাদীসের হুবহু শব্দ গুরো আবু দাউদের, নাসাঈ হাঃ নং ৮১৯

“কাতার সোজা কর, কাতার সোজা কর, কাতার সোজা কর।”[১]

কখনো এটা বলবে আর কখনো ওটা বলবে; যাতে করে সুন্নতের পুনর্জীবন ঘটে এবং বিধান সম্মত ওয়াজিবের আমল হয়।

¿ ছোট বাচ্চা ও মহিলাদের ইমামতির পদ্ধতি:

যদি ইমাম সাহেব দু’জন বা তার অধিক বালকদের নিয়ে ইমামতি করেন যাদের বয়স সাত বছর হয়েছে তাদেরকে পিছনে দিবেন। আর যদি একজন হয় তবে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড় করাবেন।

পার্থক্য জ্ঞান সম্পন্ন বালকের আজান এবং ফরজ ও নফল সালাতের ইমামতি করা বৈধ এবং তা করলে আদায় হয়ে যাবে। যদি এমন কোন বালক পাওয়া যায় যে সবার মধ্যে উত্তম, তবে তাকে ইমামতির জন্য সামনে পেশ করা ওয়াজিব।

যে সকল ব্যক্তির নিজের সালাত সহীহ হবে, তার ইমামতিও সহীহ (শুদ্ধ) হবে। যদি সে দাঁড়াতে বা রুকু ইত্যাদি করতে অপারগ ব্যক্তি না হয়। কিন্তু কখনো কোন মহিলা পুরুষের ইমামতি করতে পারবে না। তবে মহিলা তার মত নারীদের ইমামতি করতে পারবে।

¿ ইমাম সাহেবের ওযু নষ্ট হলে তার বিধান:

যদি নামাজ অবস্থায় ইমাম সাহেবের ওযু নষ্ট হয়ে যায়, তবে মুক্তাদিদের নমাজ পড়ানোর জন্য একজনকে তার জায়গায় দাঁড় করিয়ে তিনি নামাজ থেকে বের হয়ে যাবেন। আর যদি তিনি কাউকে ইমাম না বানিয়ে চলে যান, তবে যদি কোন একজন মুক্তাদি সামনে যায় বা তারা কোন একজনকে সামনে করে দেয়, আর সে তাদেরকে নিয়ে নামাজ পূর্ণ করে, অথবা সবাই একাকী নিজ নিজ নামাজ পূর্ণ করে তবে আল্লাহ চাহে সকলের নামাজ সহীহ হয়ে যাবে ।

¿ মুক্তাদির ছুটে যাওয়া রাকাতসমূহের কাজার পদ্ধতি:

১. যে ব্যক্তি ইমামের সাথে যোহর বা আসর কিংবা এশা নামাজের এক রাকাত পেল তার প্রতি ওয়াজিব হলো ইমামের সালাম ফিরানোর পরে বাকি তিন রাকাত কাজা করা। সে দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ৮১৩

ও অন্য একটি সূরা পাঠ করে এরপর প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসবে। এরপর বাকি দু'রাকাতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। কিন্তু যদি যোহরের নামাজ হয় তহলে ফাতিহার সাথে অন্য সূরাও পড়বে। আর কখনো কখনো শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। অত:পর শেষ বৈঠক করার জন্য বসবে ও বৈঠক শেষে সালাম ফিরাবে। আর মাসবূক ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে যেখান থেকে পেয়েছে তাই তার নামাজের প্রথমাংশ ধরে বাকি অংশ পুরা করবে।

২. যে ব্যক্তি ইমামের সাথে মাগরিবের নামাজের এক রাকাত পেল সে ইমামের সালাম ফিরানোর পর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা মিলিয়ে আদায় করে প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসবে। অত:পর তৃতীয় রাকাত শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করে আদায় করে শেষ তাশাহহুদের জন্য বসবে এবং পূর্বের নিয়মে সালাম ফিরাবে।

৩. যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে ফজর বা জুমার নামাজের এক রাকাত পেল সে ইমামের সালাম ফিরানোর পর দ্বিতীয় রাকাত সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা মিলিয়ে আদায় করে তাশাহহুদের জন্য বসে বৈঠক শেষে সালাম ফিরাবে যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

৪. যখন কেউ ইমামের শেষ বৈঠকের সময় মসজিদে প্রবেশ করে তখন সুন্নত হলো সে যেন নামাজে শরিক হয় এবং ইমামের সালাম ফিরানো পরে তার নামাজ পূর্ণ করে।

¿ কোন ওজর ছাড়া লাইনের পিছনে সালাত আদায়ের বিধান:

কোন ওজর ব্যতীত পুরুষ মানুষের নামাজের লাইন ছেড়ে পিছনে একাকী নামাজ পড়লে তার নামাজ হবে না। ওজর যেমন: যদি লাইনে কোন জায়গা না পায় তাহলে পিছনে একাকী নামাজ আদায় করবে এবং সামনের কাতারের কাউকে পিছনে টানবে না। আর মহিলার লাইনের পিছনে একাকী নামাজ সঠিক হবে, যদি পুরুষদের জামাতে হয়। কিন্তু যদি শুধুমাত্র মহিলাদের জামাত হয়, তবে তার বিধান পুরুষের বিধানের ন্যায় যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

¿ মুক্তাদিগণের ইমামের অনুসরণের পদ্ধতি:

তকবির শুনতে পেলে মসজিদের ভিতরে ইমামের অনুসরণ করা সঠিক হবে যদিও ইমাম বা তার সামনে যারা তাদেরকে দেখতে না পায়। অনুরূপ মসজিদের বাইরেও অনুসরণ করা ঠিক হবে যদি তকবির শুনতে পায় ও লাইনগুলো একটি অপরটির সাথে মিলে থাকে।

¿ মুক্তাদিগণের দিকে ইমামের ফিরার পদ্ধতি:

সুন্নত হলো সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদিদের দিক হয়ে বসবেন। যদি জামাতে মহিলারা থাকে তবে একটু অপেক্ষা করবেন যাতে করে মহিলারা চলে যেতে পারে। আর ফরজ নামাজের পর পরই সে স্থানে ইমাম সাহেবের জন্য নফল আদায় করা মকরুহ।

মুস্তাহাব হলো ইমাম সাহেব মুক্তাদিদের দিক হয়ে না ফিরা পর্যন্ত তাদের না দাঁড়ানো।

¿ ফরজ নামাজের পর মুসাফাহা করার বিধান:

ফরজ নামাজান্তে মুসাফাহা করা বিদাত। আর নামাজের পর ইমাম ও মুক্তাদিদের সবাই মিলে স্বশব্দে এক সঙ্গে দোয়া করাও বিদাত। সংখ্যা ও পদ্ধতিতে শুধুমাত্র বৈধ হচ্ছে ঐ সকল জিকির-আজকার যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যেগুলো পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

¿ ইমামকে বাদ দিয়ে মুক্তাদির অবস্থাসমূহ:

ইমামকে বাদ দিয়ে মুক্তাদির দু'অবস্থা:

প্রথম: ইমামকে বাদ দিয়ে একাকী হয়ে বাকি সালাত পুরা করবে। যেমন: যদি ইমাম সালাত এমন দীর্ঘ করে যা সুন্নতের বহির্ভূত অথবা এমন দ্রুত আদায় করে যার ফলে ধীর-স্থীরতা ইত্যাদির বিঘ্নতা ঘটে।

দ্বিতীয়: সালাত ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে পুনরায় আদায় করবে। মুক্তাদির এমন প্রয়োজন বা সমস্যা উপস্থিত হয় যার ফলে ইমামের অনুসরণ করা সম্ভব না। যেমন: পেশাব বা পায়খানা কিংবা বায়ুর চাপ অথবা নিজের বা অন্যের প্রতি ভয় ইত্যাদি যার কারণে সালাতে অব্যাহত থাকা অসম্ভব।

¿ শিরককারী ব্যক্তির পিছনে সালাত পড়ার বিধানঃ

যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহকে ডাকে বা গাইরুল্লাহকে বিপদ মুক্তির জন্য আহ্বান করে কিংবা কবরের পার্শ্বে বা অন্য কোথাও গাইরুল্লাহর জন্য জবাই করে অথবা কবরবাসীদেরকে ডাকে তার পিছনে নামাজ আদায় করা চলবে না; কারণ এসব কুফরি ও শিরক যার ফলে তার নামাজ বাতিল।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

[¶ ¸ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَـٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿١١٧﴾ Z المؤمنون: ١١٧

"আর যে ব্যক্তি কোন প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে, তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকটে। নিশ্চয়ই কাফের জাতি সাফল্য অর্জন করতে পারে না।" [সূরা মুমিনূন:**১১৭**]

¿ অপবিত্র বস্তুসহ ইমামের সালাতের বিধানঃ

যদি ইমাম অজ্ঞতাবশত অপবিত্র বস্তু নিয়ে ইমামতী করেন এবং জামাত শেষে জানতে পারেন তবে তাদের সকলের নামাজ সহীহ হয়ে যাবে।

আর যদি নামাজে জানতে পারে, তবে অপবিত্র বস্তু দূর করা বা পরিস্কার করা সম্ভব হলে তাই করবেন এবং নামাজ পূরণ করবেন। আর যদি সম্ভব না হয়, তবে একজনকে মুক্তাদিদের নামাজ পূরণ করার প্রতিনিধি বানিয়ে তিনি নামাজ ছেড়ে চলে যাবেন।

১৪- মা'জুর (অক্ষম) ব্যক্তিদের সালাত

¿ মা'জুর তথা যাদের ওজর আছে তারা হলো:

আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশসমূহ তাঁর বান্দার সুস্থ ও অসুস্থ, বাড়ি ও সফরে, নিরাপত্তা ও ভয়ের অবস্থায় রয়েছে। তিনি চাই বান্দা তার সর্ব অবস্থায় তাঁর নির্দেশ পালন ও এবাদত করে।

মা'জুর ব্যক্তিরা হলো: রোগী, মুসাফির ও ভীত ব্যক্তি যারা ওজর নাই এমন ব্যক্তিদের ন্যায় আদায় করতে পারে না।

আল্লাহর রহমতের বহি:প্রকাশ হিসাবে এ ধরনের লোকদের প্রতি সহজ করে দিয়েছেন ও তাদের সমস্যা দূর করে দিয়েছেন। আর তাদের সওয়াব অর্জন থেকে মাহরুম-বঞ্চিত করে দেননি। তাই তাদেরকে তাদের ক্ষমতা অনুসারে সুন্নত মোতাবেক নামাজ আদায়ের জন্য নির্দেশ করেছেন।

১- অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ

¿ অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের পদ্ধতি:

১. রোগী ব্যক্তির দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা জরুরি। যদি দাঁড়িয়ে না পারে তবে চতুষ্পদ (চারজানু) হয়ে বসে বা তাশাহহুদের বৈঠকের ন্যায় বসে। তাও যদি না পারে তবে ডান পার্শ্বের উপর হয়ে। এও যদি কষ্টকর হয় তবে বাম পার্শ্বের উপর হয়ে আদায় করবে। এ ভাবেও যদি না পারে তবে কিবলার দিকে পা করে চিত হয়ে শুয়ে মাথা দ্বারা বুকের দিকে ইশারা করত: রুক ও সেজদা করবে। সেজদাকে রুকুর চেয়ে বেশি নিচু করবে। আর বিবেক থাকা পর্যন্ত কোন ক্রমে নামাজ মাফ নেয়। রোগী তার অবস্থা হিসাবে উল্লেখিত পন্থায় নামাজ আদায় করবে।

২. রোগী ব্যক্তি অন্যদের ন্যায়, তাই তার উপর কিবলামুখী হওয়া ওয়াজিব। যদি না পারে তবে তার অবস্থা হিসাবে যে দিকে সহজ হয়, সে দিকে হয়ে আদায় করবে। আর রোগীর কোন পার্শ্ব নড়িয়ে

বা আঙ্গুল ইশারা করে নামাজ সহীহ হবে না। বরং যেমনটি উল্লেখ হয়েছে সে মোতাবেক আদায় করতে হবে।

(ক) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[w x y z { | } ~ لِّأَنفُسِكُمْۗ وَمَن يُوقَ

شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ © Z التغابن: ١٦

"অতএব, তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।" [সূরা তাগাবুন:১৬]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ:« صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». أخرجه البخاري.

(খ) 'ইমরান ইবনে হুসাইন [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার অর্শ্ব রোগ ছিল, তাই নবী [ﷺ]কে এ অবস্থায় সালাত কিভাবে আদায় করব তা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: "দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় কর, যদি না পার তবে বসে কর, তাও যদি না পার তাহলে এক পার্শ্বের উপর আদায় কর।"[১]

৩. দাঁড়িয়ে সক্ষম ব্যক্তি নফল সালাত যদি বসে পড়ে, তবে সে দাঁড়িয়ে পড়া ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব হবে।

عَنْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنه وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ: إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ». أخرجه البخاري.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১১১৭

'ইমরান ইবনে হুসাইন [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি অর্শ্বরোগী ছিলেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে মানুষের বসে বসে নামাজ আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: " যদি দাঁড়িয়ে সালাত কায়েম করে তবে সর্বোত্তম। আর যে ব্যক্তি বসে পড়বে তার সওয়াব দাঁড়িয়ে পড়া ব্যক্তির চেয়ে অর্ধেক। আর যে ব্যক্তি শুয়ে আদায় করবে তার সওয়াব বসে আদায়কারীর চেয়েও অর্ধেক।"[১]

¿ অসুস্থ ব্যক্তির পবিত্রার পদ্ধতি:

নামাজের জন্য রোগী ব্যক্তির উপর পানি দ্বারা ওযু করা ওয়াজিব। যদি না পারে তবে তায়াম্মুম করবে। তাও যদি না পারে তবে পবিত্রতা অর্জন রহিত হবে এবং তার অবস্থার উপর ভিত্তি করে নামাজ আদায় করবে।

¿ অসুস্থ ব্যক্তির সালাতের বিধান:

১. যদি অসুস্থ ব্যক্তি বসে নামাজ আদায় করা অবস্থায় দাঁড়াতে সক্ষম হয় অথবা বসে আদায় করতে ছিল অত:পর সেজদা করতে সক্ষম, অথবা পার্শ্বের উপর পড়তে ছিল এরপর বসতে সক্ষম, তাহলে যা করতে সক্ষম তাই করবে; কেননা তার উপর তাই ওয়াজিব।
২. বিশ্বস্ত ডাক্তারের পরামর্শে রোগীর চিকিৎসার জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে সক্ষম ব্যক্তির বসে বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ।
৩. যদি রোগী দাঁড়াতে ও বসতে সক্ষম হয় কিন্তু রুকু ও সেজদা করতে অক্ষম তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় ইশারা করে রুকু এবং বসা অবস্থায় ইশারা করে সেজদা করবে।
৪. যে ব্যক্তি জমিনের উপর সেজদা করতে অক্ষম সে বসে বসে রুকু ও সেজদা করবে। সেজদাকে রুকুর চেয়ে বেশি নিচু করবে এবং হাতদ্বয় হাঁটুর উপরে রাখবে। আর বালিশ ইত্যাদির উপর সেজদা করবে না।

---

[১]. বুখারী হান নং ১১১৫

৫. যে ব্যক্তি জমিনের উপর দাঁড়াতে ও বসতে অক্ষম সে কোন সিট বা চেয়ারে বসে সালাত আদায় করবে। এ অবস্থায় তার সেজদাকে রুকুর চাইতে একটু বেশি নিচু করবে।

¿ রোগী কখন দুই ওয়াক্তকে জমা করে সালাত আদায় করবেঃ

যদি প্রত্যেক নামাজ তার সময়মত আদায় করতে রোগীর প্রতি কষ্ট হয় বা অপারগ হয় তবে তার জন্য যোহর ও আসরকে এবং মাগরিব ও এশাকে কোন একটির সময়ে একত্রে জমা করে আদায় করা জায়েজ।

নামাজে কষ্ট হচ্ছে: এমন কষ্ট যার দ্বারা নামাজের খুশু' নষ্ট হয়ে যায়। আর খুশু' হলোঃ অন্তরের উপস্থিতি ও একাগ্রতা।

¿ রোগী ব্যক্তি কোথায় সালাত আদায় করবেঃ

যে রোগী মসজিদে যেতে সক্ষম তার জন্য মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা জরুরি। সে সক্ষম হলে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে আর না পারলে ক্ষমতার অবস্থা বুঝে জামাতে সালাত আদায় করবে।

¿ রোগী ও মুসাফিরের আমলের যা লেখা হবেঃ

আল্লাহ তা'আলা অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তির জন্য তাদের সুস্থ ও বাড়িতে অবস্থানের সময় যা আমল করত তা এ অবস্থায় না করতে পারলেও তার সওয়াব দান করবেন এবং রোগীকে ক্ষমা করে দিবেন।

عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا». أخرجه البخاري.

আবু মূসা আশ'আরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যখন বান্দা অসুস্থ হয় অথবা সফর করে তখন তার সুস্থ ও বাড়িতে থাক অবস্থায় যা যা আমল করত অনুরূপ তার সওয়াব লেখা হয়।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৯৯৬

২- মুসাফিরের সালাত

¿ সফর তথা ভ্রমণ হলো: নিজ বসবাসের স্থান ছেড়ে অন্যত্র গমন করা।

সফর অবস্থায় নামাজ কসর (সংক্ষিপ্ত করণ) ও জমা তথা একত্রে আদায় করা জায়েজ করা ইসলামের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য; কারণ সফরে অধিকাংশ সময় কষ্ট হয়ে থাকে। আর ইসলাম দয়া ও সহজের দ্বীন।

প্রতিটি সমাজের প্রচলন ও প্রথা অনুযায়ী যাকে সফর বলা হয় তার সাথে সফরের বিধানসমূহ সম্পৃক্ত হয়। আর তা হলো নামাজের কসর ও জমাকরণ এবং রোজা না রাখা ও মোজার উপর মাসেহ করা।

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:« صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ». أخرجه مسلم.

ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া বলেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাব [রাঃ]কে যখন বললাম, আল্লাহর বাণী:"নামাজকে কসর করে আদায় করলে তোমাদের প্রতি পাপ নেয় যদি ভয় কর যে, যারা কাফের তারা তোমাদেরকে ফেতনায় ফেলতে পারে।" [সূরা নিসা: ১০১]

তখন তিনি বললেন, তুমি যেমন আশ্চর্য হচ্ছ আমিও তেমনি আশ্চর্য হয়ে রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে তিনি [ﷺ] বলেন:"ইহা একটি দান যা আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের প্রতি দান করেছেন। অতএব, আল্লাহর দান কবুল করে নেও।"[১]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৬৮৬

¿ কসর ও জমা করার বিধানঃ

১. সফরে কসর করা স্থায়ী সুন্নত। আর দুই সালাত একত্রে জমা করা অস্থায়ী অনুমতি; কারণ অধিকাংশ সময় নবী [ﷺ] সফরে প্রতিটি সালাত তার সময়ে আদায় করতেন। আর জমা কিছু অবস্থায় করেছেন।

২. সফরে নিরাপদে বা ভয় উভয় অবস্থাতে কসর করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। কসর হচ্ছে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ যেমনঃ যোহর, আসর ও এশার নামাজ দুই দুই রাকাত করে আদায় করা। আর ইহা সফর ব্যতীত অন্য কোন অবস্থাতে জায়েজ নেই। আর মাগরিব ও ফজর নামাজে কসর নেই।

আর জমা তথা দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা কারণ পাওয়া গেলে বাড়িতে ও সফরে জায়েজ। এ সময় যোহর ও আসর একত্রে এবং মাগরিব ও এশা একত্রে যে কোন একটির সময়ে আদায় করা যাবে।

৩. যখন মুসাফির হেঁটে বা যানবাহনে স্থল পথে বা জল পথে কিংবা পানি পথে সফর করবে, তখন তার জন্য চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজকে কসর করে দুই রাকাত পড়া সুন্নত। আর প্রয়োজনে সফর শেষ হওয়া পর্যন্ত দুই ওয়াক্তের নামাজকে কোন একটির সময়ে একত্রে আদায় করাও জায়েজ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَــلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নামাজ প্রথমত: দুই রাকাত ক'রে ফরজ করা হয়। অত:পর সফরের নামাজ আসল তবিয়তে বহাল থেকে যায়, আর বাড়িতে থাক অবস্থার নামাজ (চার রাকাত) পূরণ করা হয়।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১০৯০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৬৮৫

¿ মুসাফির কখন সফরের বিধান শুরু করবে:

মুসাফির যখন তার জনপদের বসতি বা শহর এলাকা থেকে বের হবে তখন থেকেই কসর ও একত্রে নামাজ আদায় করতে পারবে। আর সঠিক মতে সফরের জন্য নির্দিষ্ট কোন দূরত্ব নেই বরং এর ফয়সালা নিজ নিজ দেশ ও এলাকার প্রথা মোতাবেক হবে। অতএব, যখনই সফর করবে এবং অবস্থান কিংবা বসবাসের নিয়ত করবে না সে মুসাফির, তার উপর সফরের সকল বিধান অর্পিত হবে যতক্ষণ সে তার শহরে ফিরে না আসবে।

সফরে কসর করা সুন্নত, তাই সফর যাকে বলে তাতেই কসর করবে। আর যদি কসর না করে পূর্ণ নামাজ আদায় করে, তবে তার নামাজ সঠিক হবে কিন্তু সুন্নত পরিহার করা হবে।

] وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ

كَفَرُوٓاْۚ إِنَّ â كَانُواْ لَكُمۡ عَدُوّٗا مُّبِينٗا ç Z النساء: ١٠١

"যখন তোমরা কোন দেশে সফর কর, তখন সালাতে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" [সূরা নিসা:১০১]

¿ মুকিমের পেছনে মুসাফিরের সালাত আদায়ের পদ্ধতি:

১. যখন মুসাফির মুকিম (বাড়িতে অবস্থানকারী) ব্যক্তির পিছনে নামাজ আদায় করবে, তখন সে পূর্ণ নামাজ পড়বে। আর যদি মুকিম মুসাফিরের পিছনে নামাজ আদায় করে, তবে সুন্নত হলো মুসাফির কসর করবে আর মুকিম সালামের পরে তার নামাজ পূর্ণ করে নিবে।

২. সুন্নত হলো মুসাফির যখন সে স্থানের মুকিমদেরকে নিয়ে নামাজ পড়াবেন তখন দুই রাকাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে বলবে: ''আতিম্মু সলাাতাকুম ফাইন্নাা কাওমু সাফার'' অর্থ: তোমরা তোমাদের নামাজ পূর্ণ করে নেও আমরা মুসাফির মানুষ।

¿ সফর অবস্থায় নফল সালাতের বিধানঃ

সফরে তাহাজ্জুদ, বিতর ও ফজরের সুন্নত ছাড়া সুনানে রাতিবা তথা নামাজের আগে ও পরের স্থায়ী সুন্নতগুলো ছেড়ে দেওয়াই সুন্নত। আর সাধারণ নফল নামাজগুলো সফরে ও বাড়িতে আদায় করা জায়েজ। অনুরূপ কারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত নামাজ যেমনঃ ওযুর সুন্নত, কা'বা ঘরের তওয়াফ শেষে সুন্নত, তাহিয়্যাতুিল মসজিদ ও চাশত ইত্যাদি নামাজ।

আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরের জিকিরগুলো নারী-পুরুষ ও সফরে ও বাড়িতে পড়া সুন্নত।

¿ সারা বছর যাদের সফর স্থায়ী তাদের বিধানঃ

বিমানের পাইলট বা গাড়ির চালক কিংবা পানি জাহাজের নাবিক কিংবা রেলগাড়ির ড্রাইভার এবং যাদের সফর সর্বদা লম্বা সময় ধরে চলতে থকে, তাদের জন্য জায়েজ হলো সফরের রোখসত গ্রহণ করা। যেমনঃ নামাজের কসর ও একত্রে আদায় এবং রমজান মাসে রোজা না রাখা ও মোজার উপর মাসেহ করা।

¿ সফরে কসরের বিধানসমূহঃ

১. কসরের ব্যাপারে লক্ষণীয় হচ্ছে স্থান সময় নয়। তাই যদি মুসাফির বাড়ির নামাজ ভুলে যায় এবং সফরে স্মরণ হয়, তবে তা কসর করে আদায় করবে। আর যদি সফরের নামাজ বাড়িতে আসার পর স্মরণ হয় তবে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে।

২. যদি মুসাফিরকে আটক করা হয় আর সে অবস্থানের নিয়ত না করে অথবা অবস্থানের নিয়ত ছাড়াই কোন প্রয়োজনে অবস্থান করে, তবে সে কসর করবে যদিও তার সফর দীর্ঘ হোক না কেন।

৩. যদি নামাজের সময় হওয়ার পর সফর করে, তবে কসর ও একত্রে আদায় করা জায়েজ। আর যদি সফর অবস্থায় নামাজের সময় হওয়ার পর নিজ শহরে প্রবেশ করে, তবে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে এবং একত্রে ও কসর করবে না।

¿ বিমানে সালাত আদায়ের পদ্ধতি:

যদি বিমানে হয় আর নামাজ পড়ার কোন স্থান না পায়, তবে তার স্থানে দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে নামাজ আদায় করবে। আর শক্তি অনুসারে রুকুর জন্য ইশারা করবে। এরপর সিটে বসবে ও শক্তি হিসাবে সেজদার জন্য মাথা নিচু করবে।

¿ মুসাফির যখন মক্কায় পৌঁছবে তখন তার বিধান:

যে ব্যক্তি মক্কা বা অন্য কোথাও সফর করবে সে ইমামের পিছনে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে। আর যদি ইমামের সঙ্গে নামাজ না পায়, তবে সুন্নত হলো সে কসর করে পড়বে। আর যে ব্যক্তি কোন জনপদের পাশ দিয়ে সফররত অবস্থায় অতিক্রম করার সময় আজান বা একামত শুনতে পায় আর সে নামাজ পড়েনি এমন হয়, তাহলে চাইলে সে অবতরণ করে জামাতে নামাজ পড়তে পারে অথবা তার সফরকে অব্যাহত রাখতে পারে এবং সুবিদামত সালাত আদায় করবে।

¿ সফরে আজান ও একামতের বিধান:

যে ব্যক্তি যোহর ও আসর কিংবা মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে আদায় করতে চায়, সে আজান দিবে অত:পর একামত দিয়ে প্রথম ওয়াক্ত পড়ে আবার একামত দিয়ে দ্বিতীয় ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে। আর মুসল্লীরা সকলে জামাত করে আদায় করবে। যদি ঠাণ্ডা বা বাতাস কিংবা বৃষ্টি হয়, তবে তাদের আবাসস্থানে নামাজ আদায় করবে।

¿ সফরে একত্রে নামাজ আদায়ের পদ্ধতি:

মুসাফিরের জন্য যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার নামাজ কোন একটির সময়ে তরতিব সহকারে একত্রে আদায় করা জায়েজ। অথবা দুই নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে। যদি কোথাও অবতরণ করে তবে যা সহজ হয় তাই করবে।

আর যখন চলন্ত অবস্থ্য় থাকবে তখন সুন্নত হলো সূর্য ডুবে গেলে চলার আগে মাগরিবের সময় এশাকে আগিয়ে নিয়ে একত্রে পড়ে নিবে। আর সূর্য ডুবার পূর্বে চলতে আরম্ভ করলে মাগরিবকে পিছিয়ে নিয়ে এশার সময় একত্রে আদায় করবে।

আর যদি সূর্য ঢলার পরে সফর আরম্ভ করে তবে আসরকে এগিয়ে নিয়ে যোহরের সময় একত্রে আদায় করবে। আর যদি সূর্য ঢলার পূর্বে সফর শুরু করে তবে যোহরকে পিছিয়ে নিয়ে আসরের সময় একত্রে আদায় করবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْــرِبِ وَالْعِشَاءِ. أخرجه البخاري.

১. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] চলন্ত অবস্থায় থাকলে যোহর ও আসরকে জমা তথা একত্রে আদায় করতেন। অনুরূপ মাগরিব ও এশার নামাজও একত্রে আদায় করতেন।"[১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] সূর্য ঢলার পূর্বে সফর করলে যোহরকে আসরের সময় পর্যন্ত দেরী করতেন। অত:পর অবতরণ করে যোহার ও আসর একত্রে আদায় করতেন। আর সফরের পূর্বে সূর্য ঢলে গেলে যোহর আদায় করে নিয়ে বাহনে আরোহণ করতেন।"[২]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ يَرْتَحِــلْ قَبْــلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ غَابَــتْ

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১১০৭

[২]. বুখারী হাঃ নং ১১১২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৭০৪

الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا. أخرجه أبو داود والترمذي.

৩. মু'য়ায ইবনে জাবাল [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাবুকের যুদ্ধে যখন সফরের পূর্বে সূর্য ঢলে যেত তখন যোহর ও আসরকে একত্রে জমা করতেন। আর যখন সফর সূর্য ঢলার পূর্বে হত তখন যোহরকে দেরী করে আসরের সময়ে একত্রে পড়তেন। অনুরূপ সূর্য ডুবে গেলে মাগরিব ও এশাকে একত্রে পড়তেন। আর সূর্য না ডুবলে মাগরিবকে দেরী করে এশার সময়ে অবতরণ করে এরপর একত্রে আদায় করতেন।"[১]

¿ আরাফাত ও মুযদালেফায় একত্রে ও কসরের বিধান:

হজ্বরত অবস্থায় আরাফাতে যোহর ও আসরকে যোহরের সময় একত্রে কসর করে আদায় করা সুন্নত। অনুরূপ মুযদালিফায় কসর করে মাগরিবকে দেরী করে এশার সময় একত্রে আদায় করাও সুন্নত। আর এটিই হলো মহানবী [ﷺ] এর কাজ যা তিনি তাঁর হজ্বে করেছিলেন।

¿ সফরে জামাতের বিধান:

সহজ সাধ্য হলে সফরকারীদের উপর জামাত করে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। আর তা না হলে সামর্থ্য হিসাবে একাকী আদায় করবে। বিমানে বা পানি জাহাজে কিংবা রেলগাড়ি ইত্যাদিতে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। যদি না পারে তবে বসে বসে আদায় করবে এবং রুকু ও সেজদা ইশারায় করবে। ফরজ নামাজ হলে কিবলামুখী হয়ে পড়বে এবং তার জন্য আজান ও একামত দেয়া সুন্নত যদিও একাকী হয়।

¿ নফফ সালাত যানবাহনের উপরে আদায় করার পদ্ধতি:

মুসাফিরের জন্য যানবাহনের উপরে নফল নামাজ পড়া জায়েজ। আর সুন্নত হলো তকবিরে তাহরিমার সময় কিবলামুখী হওয়া যদি সহজ সাধ্য হয়। আর তা না হলে যে দিকেই যানবাহন যাক সেদিক হয়ে

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হা: নং ১২২০ শব্দ তাঁরই তিরমিযী হা: নং ৫৫৩

দাঁড়িয়ে নফল নামাজ পড়বে তাতে কোন অসুবিধা নেয়। আর দাঁড়িয়ে না পারলে বসে মাথা দ্বারা ইশারা করে পড়বে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِه حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. متفق عليه.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর বাহনে যে কোন দিক হয়ে (নফল) সালাত আদায় করতেন। অত:পর যখন ফরজ সালাত আদায়ের ইচ্ছা করতেন, তখন অবতরণ করে কেবলামুখী হতেন।"[১]

¿ মুকিম অবস্থায় বাড়িতে একত্রে নামাজ আদাযের বিধানঃ

বাড়িতে থাকা অবস্থায় যোহর ও আসর অথবা মাগরিব ও এশার নামাজ এমন রোগী যার যথা সময়ে পড়তে কষ্ট হয়, তার জন্য একত্রে আদায় করা জায়েজ। অনুরূপ বৃষ্টিময় রাত্রিতে অথবা ঠাণ্ডা রাত্রিতে কিংবা কাদামাটি হলে বা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইলে। ঐরূপ মুস্তাহাযা (প্রদর রোগিণী) মহিলা ও বহুমূত্র রোগী এবং যার নিজের বা পরিবার কিংবা সম্পদ ইত্যাদির উপর ভয় হয় তার জন্যেও জায়েজ।

¿ মুসাফির যখন নিজ শহরে ফিরে আসবে তখন কি করবেঃ

মুসাফিরের জন্য সুন্নত হলো যখন সে তার বাড়িতে ফিরে আসবে তখন প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে তারপর বাড়িতে প্রবেশ করা।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪০০ শব্দ তাঁরই মুসলিম হাঃ নং ৫৪০

৩- ভয়-আতঙ্ক অবস্থার সালাত

ইসলাম উদারতা ও সহজের দ্বীন আর ফরজ নামাজসমূহের গুরুত্ব ও উপকারিতার দিক থেকে কোন অবস্থাতে তা বাদ পড়ে না।

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٣ Z البقرة: ١٥٣

“হে মুমিনগন! তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য তালাশ কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।” [সূরা বাকারা:১৫৩]

তাই যখন মুসলমানরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে থাকেন এবং তাদের শত্রুদের ভয় করেন, তখন তাদের জন্য বিভিন্নভাবে ভয়ের নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে। এ নামাজের প্রসিদ্ধ পদ্ধতিগুলো হচ্ছে:

¿ **ভয়-ভীতির সময় সালাতের পদ্ধতি:**

ভয়-ভীতির সময় সালাতের তিনটি অবস্থা যথা:

১. যদি শত্রু পক্ষ কিবলার দিকে থাকে তবে নিম্নের পদ্ধতিতে আদায় করবে:

ইমাম তকবিরে তাহরিমা দিবেন আর সেনাদল তাঁর পিছনে দুইটি কাতার হয়ে দাঁড়াবে। সকলে এক সঙ্গে তকবির দিবে ও একই সঙ্গে রুকু করবে এবং একই সাথে উঠবে। এরপর ইমামের সাথের কাতারটি তাঁর সঙ্গে সেজদা করবে। এরা দাঁড়ালে দ্বিতীয় কাতার সেজদা করবে অত:পর দাঁড়াবে। এরপর দ্বিতীয় লাইন সামনে আগাবে আর প্রথম লাইন পিছনে পিছাবে। অত:পর ইমাম সাহেব এদেরকে নিয়ে প্রথম রাকাতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবেন। এরপর সকলকে নিয়ে এক সঙ্গে সালাম ফিরাবেন।

] وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ إِنَّ â كَانُواْ لَكُمۡ عَدُوّٗا مُّبِينٗا ç Z النساء: ١٠١

“যখন তোমরা কোন দেশে সফর কর, তখন সালাতে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা

তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" [সূরা নিসা:১০১]

২. যদি দুশমনরা কিবলার বিপরীত দিকে হয় তবে নিম্নের পদ্ধতিতে নামাজ পড়বে:

(ক) ইমাম সাহেব একটি দল নিয়ে তকবির দিবেন আর অপর দলটি শত্রুদের সামনে হয়ে দাঁড়াবে। তাদেরকে নিয়ে এক রাকাত আদায় করে ইমাম দাঁড়িয়ে থাকবেন। আর এরা নিজেদের নামাজ পূরণ করে ফিরে যাবে ও শত্রু পক্ষের সামনে দাঁড়াবে। অত:পর দ্বিতীয় দলটি ইমামের পিছনে আসবে ও তিনি তাদেরকে নিয়ে বাকি রাকাত আদায় করবেন। এরপর তারাও নিজেরা নামাজ পূরণ করবে আর ইমাম বসেই থাকবেন। অত:পর তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরাবেন। সেনাদলের করণীয় হচ্ছে: তারা নামাজের সময় হালকা অস্ত্র সঙ্গে রাখবে ও দুশমনদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

+ *) (' & % $ # " ! [

5 4 3 2 1 0 / . - ,

النساء: ١٠٢ Z c (; : 9 8 7 6

"যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অত:পর সালাতে দাঁড়ান তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। অত:পর যখন তারা সেজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা সালাত আদায় করেনি। এরপর তারা যেন আপনার সাথে সালাত আদায় করে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়।" [সূরা নিসা:১০২]

(খ) অথবা ইমাম কোন একটি দলকে নিয়ে দুই রাকাত আদায় করবেন এবং এ দলটি নিজেরা সালাম ফিরিয়ে চলে যাবে। আর ইমাম বৈঠক করে দাঁড়াবেন। অত:পর দ্বিতীয় দলটি আসলে ইমাম সাহেব তাদেরকে নিয়ে শেষের দুই রাকাত আদায় করে তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরাবেন।

তাহলে ইমামের হবে চার রাকাত আর প্রতিটি দলের হবে দুই দুই রাকাত করে।

(গ) অথবা প্রথম দলটিকে নিয়ে দুই রাকাতের পূর্ণ নামাজ শেষ করে সালাম ফিরাবেন। অত:পর দ্বিতীয় দলটিকে নিয়ে অনুরূপ দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবেন।

(ঘ) অথবা প্রতিটি দল ইমামের সঙ্গে এক রাকাত করে আদায় করবে। যার ফলে ইমামের নামাজ হবে দুই রাকাত, আর কোন কাজা ছাড়াই প্রতিটি দলের নামাজ হবে এক রাকাত করে। এ সকল পদ্ধতি সহীহ হাদীস দ্বারা সুসাব্যস্ত।

৩. যখন ভয় ও আক্রমণ এবং যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করবে তখন দাঁড়িয়ে ও সওয়ারী অবস্থায় এক রাকাত নামাজ পড়বে। কিবলামুখী হোক বা না হোক ইশারায় রুকু ও সেজদা করবে। আর যদি নামাজ পড়তে সক্ষম না হয়, তবে তাদের ও শত্রুদের মাঝে আল্লাহর ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত দেরী করবে। অত:পর সময়মত নামাজ কায়েম করবে।

১. আল্লাহর বাণী:

+ *) (' & % $ # " ! [

9 8 76 5 43 2 1 0 . - ,

: Z البقرة: ٢٣٨ – ٢٣٩

"তোমরা নামাজসমূহের হেফাজত কর। আর বিশেষ করে মধ্যের (আসরের) নামাজের হেফাজত কর। আর আল্লাহর জন্য একাগ্রচিত্তে দাঁড়াও। যদি ভয় কর তবে দাঁড়িয়ে অথবা বাহনে নামাজ আদায় কর। আর যখন তোমরা নিরাপদে হবে তখন আল্লাহ যেমন শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা জানতে না সেভাবে তাঁর জিকির কর।"

[সূরা বাকারা: ২৩৮-২৩৯]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.أخرجه البخاري.

২. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ তাঁর নবীর জবান দ্বারা বাড়িতে থাকা অবস্থায় নামাজ ফরজ করে দিয়েছেন চার রাকাত। আর সফরের জন্য দুই এবং ভয় অবস্থাতে এক রাকাত।"[১]

যখন মাগরিবের নামাজ হবে তখন তাতে কসর হবে না তখন ইমাম সাহেব প্রথম দলটি নিয়ে দুই রাকাত পড়বে আর দ্বিতীয়টিকে এক রাকাত। অথবা এর বিপরীত প্রথমটিকে এক রাকাত আর দ্বিতীয়টিকে দুই রাকাত পড়াবে।

[১]. মুসলিম হাঃ নং

১৫- জুমার সালাত

¿ জুমার সালাত বিধিবিধান করার হেকমত:

মুসলমানদের মাঝে ভালবাসা ও মহব্বতের বন্ধনকে অটুট রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ধরনের জমায়েতের ব্যবস্থা করেছেন। একটি মহল্লা বা গ্রামের জমায়েতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। একটি শহরের জমায়েতের জন্য জুমা ও ঈদের নামাজ। আর বিশ্ববাসীর জমায়েতের জন্য মক্কায় হজ্ব। এগুলো মুসলমানদের ছোট, মধ্যম ও বড় জমায়েত তথা একত্রে মিলিত হওয়ার এক অনন্য মাধ্যম ও উপায়।

¿ জুমার দিনের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« خَيْــرُ يَــوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْــرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেছেন: "সূর্য উদিত হয়েছে এমন দিনের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমার দিন। এ দিনে আদম [ﷺ]কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করা হয়েছে ও এ দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। আর জুমার দিন ছাড়া অন্য কোন দিনে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না।"[১]

¿ জুমার নামাজের হুকুম:

১. জুমার নামাজ দু'রাকাত। ইহা প্রতিটি মুসলিম, পুরুষ, বালেগ, বিবেকবান, স্বাধীন, ঘর-বাড়ি বানিয়ে একটি জনপদে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এমন ব্যক্তির উপর জুমার নামাজ ফরজ। জুমার নামাজ নারী, রোগী, শিশু, মুসাফির ও দাস-দাসীর উপর ফরজ নয়। এদের মধে যারা জুমার নামাজে হাজির হবে তার নামাজ যথেষ্ট হয়ে যাবে। আর মুসাফির যদি কোন স্থানে অবতরণ করে আর সেখানের

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৮৫৪

আজান শুনতে পায় তবে তার জন্য জুমা ও জামাত জরুরি হয়ে যাবে।

২. জুমার নামাজ যোহরের নামাজের জন্য যথেষ্ট। তাই জুমার পরে যোহরের নামাজ আদায় করা জায়েজ না। আর যার জুমা ছুটে যাবে সে চার রাকার যোহর পড়বে। যদি ওজর থাকে তবে গোনাহগার হবে না আর ওজর না থাকলে গোনাহগার হবে জুমার সালাতের ব্যাপারে অহবেলা করার জন্যে। আর যতবার ছাড়বে ততো তার পাপ বড়তে থাকবে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

. - , + *) (' & % $ # " ! [

الجمعة: ٩ Z 7 6 5 4 3 2 1 /

"হে ঈমানদারগণ! যখন জুমার দিনে নামাজের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহর জিকিরের দিকে ছুটে আস। আর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিহার কর। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা অবগত হতে।"
[সূরা জুমু'আ: ৯]

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ رضي الله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ تَـــرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».أخرجه أبو داود والترمذي.

২. আবুল জা'আদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি অলসতা করে তিনটি জুমা ত্যাগ করবে আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন।"[১]

¿ জুমার নামাজের সময়:

জুমার নামাজের উত্তম সময় হলো সূর্য ঢলার পর থেকে যোহরের সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত। তবে সূর্য ঢলার পূর্বেও আদায় করা জায়েজ আছে।

---

[১]. হাদীসটি হাসান-সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ১০৫২ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ নং ৫০০

¿ জুমার আজানের সময়:

উত্তম হলো জুমার নামাজের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় আজানের মধ্যে এমন সময় থাকা যাতে করে একজন মুসলিম বিশেষ করে যারা দূরে, ঘুমন্ত ও গাফেল তারা নামাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও জুমার আদব এবং সুন্নতগুলো আদায় ক'রে নামাজের জন্য যেতে পারে।

¿ জুমা কায়েম করার শর্তসমূহ:

জুমার নামাজ তার সময়ের মধ্যে আদায় করা ওয়াজিব। আর জনপদের মধ্য হতে কমপক্ষে তিনজনের উপস্থিত হওয়া চায়। নামাজের পূর্বে দু'টি খুৎবা এবং শহরে হতে হবে।

¿ জুমার নামাজের জন্য গোসল করা ও সকাল সকাল মসজিদে যাওয়ার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَة غُسْلَ الْجَنَابَة ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الثَّانيَة فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الثَّالثَة فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الرَّابِعَة فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الْخَامسَة فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائكَةُ يَسْتَمعُونَ الذِّكْرَ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [রাঃ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন জানাবতের গোসল করল। অত:পর মসজিদে গেল সে যেন একটি উট কুরবানি করল। আর যে দ্বিতীয় মুহূর্তে গেল সে যেন একটি গরু কুরবানি করল। আর যে তৃতীয় মুহূর্তে গেলে সে যেন একটি শিংওয়ালা দুম্বা কুরবানি করল। আর যে চতুর্থ মুহূর্তে গেল সে যেন একটি মুরগি কুরবানি করল। আর যে পঞ্চম মুহূর্তে গেল সে যেন একটি ডিম কুরবানি করল। অত:পর যখন ইমাম সাহেব বের হয়ে আসেন তখন ফেরেশতাগণ জিকির শুনতে থাকেন।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৮৮১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৮৫০

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَة وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَـشَى وَلَـمْ يَرْكَبْ وَدَنَا منْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَـنَةٍ أَجْـرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

২. আওস ইবনে আওস শাকাফী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যে ব্যক্তি জুমার দিন তার স্ত্রীকে গোসল করাল ও নিজে গোসল করল। অত:পর অন্যকে জলদি করাল ও নিজেও সকাল সকাল পায়ে হেঁটে মসজিদে গেল এবং ইমামের নিকটে বসল ও কোন অনর্থক কাজ না করে ইমামের খুৎবা শুনলো। তার প্রতিটি চলার পদের সওয়াব রোজা ও তাহাজ্জুদ সম্মিলিত এক বছরের সমান নেকি বরাবর হবে।"[১]

জুমার জন্য গোসলের সময়ঃ

জুমার নামাজের জন্য গোসল করা ও যাওয়ার মুস্তাহাব সময় শুরু হয় ফজর থেকে। আর এ সময় জুমা আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে এবং জুমার জন্যে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গোসল দেরী করা উত্তম।

জুমার জন্য যাওয়ার উত্তম সময়ঃ

২. জুমার জন্য যাওয়ার উত্তম সময় আরম্ভ হয় সূর্য উঠা হতেই। আর জুমার জন্য যাওয়ার ওয়াজিব সময় হলো ইমামের প্রবেশের পরে দ্বিতীয় আজানের সময়।
৩. মুসলিম ব্যক্তি পাঁচটি মুহূর্ত জানার চেষ্টা করবে। সূর্য উঠা থেকে ইমাম বের হয়ে আসা পর্যন্ত সময়কে পাঁচভাগে ভাগ করবে যার দ্বার সে প্রতিটি মুহূর্ত জানতে পারবে।

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৪৫ শব্দ তারই, ইনবে মাজাহ হাঃ নং ১০৮৭

¿ জুমার দিন সফর করার বিধানঃ

কোন প্রয়োজন ব্যতীত দ্বিতীয় আজানের পরে জুমার দিনে সফর করা জায়েজ নেই। প্রয়োজন যেমনঃ সঙ্গী বা পরিবহন গাড়ি বা পানি জাহাজ বা বিমান ছুটে যাওয়ার ভয়।

আল্লাহর বাণীঃ

. - , + *) (' & % $ # " ! [

الجمعة: ٩ Z 7 6 5 4 3 2 1 | /

“হে ঈমানদারগণ! যখন জুমার দিনে নামাজের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহর জিকিরের দিকে ছুটে আস। আর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিহার কর। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা অবগত হতে।”
[সূরা জুমু‘আঃ ৯]

¿ মাসবূক কখন জুমা পেয়েছে ধরা যাবেঃ

যে ব্যক্তি ইমামের সাথে এক রাকাত জুমার নামাজ পাবে সে দ্বিতীয় রাকাত পড়ে জুমার নামাজ পুরা করে নিবে। আর যে এক রাকাতের চেয়ে কম পাবে অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকাতের রুকু পাবে না সে যোহরের নিয়ত করবে এবং চার রাকাত নামাজ আদায় করবে।

¿ ইমাম জুমার জন্য কখন আসবেনঃ

মুক্তাদিদের জন্য সুন্নত হলো জুমা, ঈদ ও বৃষ্টির নামাজের জন্য সকাল সকাল আসা। আর ইমামের জন্য সুন্নত হলো জুমা ও বৃষ্টির নামাজের জন্য খুৎবার সময় আর ঈদের জন্য নামাজের সময় আসা।

¿ খুৎবা কেমন হবেঃ

সুন্নত হলো যিনি ভাল আরবি জানেন তিনি জুমার দু’টি খুৎবা আরবিতে প্রদান করবেন। আর যদি উপস্থিত জনগণ আরবি না বুঝে, তবে তাদের ভাষা দ্বারা অনুবাদ করাই উত্তম। তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে তাদের ভাষায় খুৎবা প্রদান করবেন। কিন্তু নামাজ আরবি ছাড়া অন্য কোন ভাষায় সঠিক হবে না।

¿ মুসাফিরের প্রতি কি জুমা ওয়াজিব ?

যদি কোন মুসাফির এমন শহর হয়ে অতিক্রম করে যেখানে জুমা অনুষ্ঠিত হয় ও সে আজানও শুনে এবং সেখানে বিশ্রাম নেওয়ার ইচ্ছা করে, তবে তার প্রতি জুমার নামাজ আদায় করা জরুরি হয়ে পড়বে। আর যদি তাদের নিয়ে খুৎবা দেয় ও জুমার নামাজ আদায় করে তবে সকলের নামাজও সহীহ হবে।

¿ খতিবের গুণাবলী:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ». أخرجه مسلم.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [﵁] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন খুৎবা প্রদান করতেন তখন তার চক্ষু দু'টি লাল হয়ে যেত, আওয়াজ উঁচু হত ও তাঁর রাগ বেড়ে যেত। এমনকি যেন তিনি কোন সেনাদল থেকে ভয় প্রদর্শনকারী। তিনি বলতেন: তোমাদের সকাল ও তোমাদের বিকাল (এটা ভয় প্রদর্শনের নির্দেশ)।"[১]

¿ ইমাম প্রবেশ করে কি করবেন:

১. তিনটি স্তর বিশিষ্ট মেম্বারে দাঁড়িয়ে ইমামের খুৎবা দেওয়া সুন্নত। ইমাম মসজিদে প্রবেশ করেই মেম্বারে উঠবেন এবং মুসল্লীদের সামনে করে সালাম দিবেন। এরপর মুয়াজ্জিনের আজান শেষ হওয়া পর্যন্ত বসে থাকবেন। অত:পর দাঁড়িয়ে প্রথম খুৎবা প্রদান করবেন। এরপর বসবেন অত:পর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুৎবা প্রদান করবেন। আর কোন প্রয়োজনে খুৎবা বন্ধ করে আবার জারি রাখা জায়েজ আছে।

২. সুন্নত হলো ইমাম সাহেব জুমার জন্য ছোট করে মুখস্ত খুৎবা দিবেন। আর মুখস্ত করা সম্ভব না হয় তবে কাগজে লেখে খুৎবা দেবেন।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৮৬৭

¿ খুৎবার পদ্ধতি:

কখনো খুৎবাতুল হাজাত আবার কখনো অন্য খুৎবা দ্বারা আরম্ভ করবেন। খুৎবাতুল হাজাতের শব্দগুলো হচ্ছে:

إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَ نَتُوبُ إِلَيْه، وَنَعُوذُ بالله منْ شُرُور أَنْفُسنَا، وَمنْ سَيِّئَات أَعْمَالنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلاَ مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادي لَهُ.وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

آل Z @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 [
عمران:

/ . - , + *) (' & % $ # " ! [

النساء: Z ? > = < ; : 8 7 6 5 4 3 1 0
١

لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ~ } | { z y x w v u [
ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ © فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ Z الأحزاب: ٧٠ – ٧١

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَديْث كتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَة بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَة ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَة فِي النَّارِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ [1]

¿ খুৎবার বিষয়:

নবী [ﷺ] ও তাঁর সাহাবাগণের খুৎবাগুলোর বিষয় বস্তু ছিল তাওহীদ, ঈমান, আল্লাহর গুণাবলীর বর্ণনা, ঈমানের মূল, আল্লাহর নেয়ামতরাজির উল্লেখ যার দ্বারা তাঁর সৃষ্টির কাছে আল্লাহ প্রিয় হয়ে যায়, ঐ সকল দিনের উল্লেখ যার দ্বারা তাঁকে ভয় পায়, আল্লাহর জিকির ও শুকরিয়ার নির্দেশ, দুনিয়াদারির প্রতি ঘৃর্ণা সৃষ্টিকরণ, মৃত্যুর স্মরণ, জান্নাত ও

---

[1]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ২১১৮, নাসাঈ হাঃ নং ১৫৭৮, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৮৯২ এর মূল সহীহ মুসলিম হাঃ নং ৮৬৭ ও ৮৬৮ আছে

জাহান্নামের বয়ান, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও পাপ কার্যাদি থেকে বারণ ইত্যাদি।

ইমাম তাঁর খুৎবাতে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব, তাঁর নাম ও গুণাবলী এবং নেয়ামতসমূহের উল্লেখ করবেন। আল্লাহর আনুগত্য, শুকরিয়া, স্মরণ ও যার দ্বারা মানুষ আল্লাহর প্রিয় হতে পারে তার নির্দেশ দেবেন। এর ফলে তারা ফিরে আসবে আল্লাহর পথে এবং আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসবেন ও তরাও আল্লাহকে ভালবাসবে। আর তাদের অন্তর ঈমান ও ভয় দ্বারা ভরে যাবে এবং তাদের অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর জিকির, আনুগত্য ও এবাদত করার জন্য অগ্রসর হবে।

¿ খুৎবা ও সালাতের সময়ের পরিমাণ:

১. ইমামের জন্য সুন্নত হলো সুন্নত মোতাবেক খুৎবাকে ছোট করা ও নামাজকে দীর্ঘ করা।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا. أخرجه مسلم.

জাবের ইবনে সামুরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে জুমার নামাজ আদায় করেছি। তাঁর নামাজ ছিল মধ্যপন্থার ও তাঁর খুৎবাও ছিল মধ্যপন্থার।"[১]

২. খতীবের জন্য মুস্তাহাব হলো তাঁর খুৎবাই তিনি কুরআন থেকে পাঠ করবেন। আর কখনো কখনো খুৎবা দিবেন সূরা ক্ব–ফ দ্বারা।

¿ খুৎবার জন্য বসার পদ্ধতি:

ইমাম যখন খুৎবার জন্য মেম্বারে বসবেন তখন মুক্তাদিগণের জন্য মুস্তাহাব হলো তারাও ইমামকে সামনে করে বসা। কারণ ইহা অন্তরের উপস্থিতি ও খতীবকে প্রেরণা এবং ঘুম থেকে দূরে থাকার জন্য উপযুক্ত। আর যদি জায়গা প্রসস্ত হয় এবং শব্দ শুনা যায়, তবে সালাতের লাইনের মত করে বসবে।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৮৬৬

¿ জুমার নামাজের পদ্ধতিঃ

জুমার নামাজ দুই রাকাত। সুন্নত হলো প্রথম রাকাতে স্বশব্দে সূরা ফাতিহা পাঠের পর সূরা জুমু'আ ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা মুনাফিকূন পাঠ করা। অথবা প্রথম রাকাতে সূরা জুম'আ ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা গাশিয়াহ। অথবা প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা ও দ্বিতীয় রাকাতে গাশিয়াহ সূরা পাঠ করা। যদি অন্য কোন সূরা পাঠ করে তবুও জায়েজ। দুই রাকাত আদায় শেষে সালাম ফিরাবে।

¿ জুমার নামাজের সুন্নতের পদ্ধতিঃ

সুন্নত হচ্ছে জুমার ফরজ নামাজের পর দুই রাকাত করে চার রাকাত সুন্নত নামাজ পড়া। আর কখনো দুই রাকাত পড়া। আর জুমার ফরজের পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নত নেয় বরং নফল যত রাকাত চাইবে পড়বে।

¿ খুৎবা চলাকালিন কথা বলার বিধানঃ

যারা খুৎবার সময় উপস্থিত থাকবে তাদের জন্য খুৎবা শুনা ওয়াজিব। খুৎবারত অবস্থায় কথা বললে সওয়াব বিনষ্ট হবে ও পাপ সংযুক্ত হবে। সুতরাং ইমামের খুৎবা দেওয়া কালিন কোন প্রকার কথা বলা চলবে না। কিন্তু ইমাম ও প্রয়োজনে যিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন সে ব্যতীত। সালাম ও হাঁচির উত্তর দেওয়া যাবে। খুৎবার পূর্বে ও পরে কথা বলা জায়েজ। জুমার দিন ইমামের খুৎবারত অবস্থায় মানুষের কাঁধ পাড়া দিয়ে চলা হারাম।

¿ শহরে জুমার নামাজ কায়েম করার বিধানঃ

শহরে ও গ্রামে শর্ত পূরণ হলে জুমা কায়েম করা যাবে তাতে দেশের রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতির প্রয়োজন নেয়। আর একই শহরে একাধিক জুমা প্রয়োজন ছাড়া কায়েম করা জায়েজ নেয়। প্রয়োজন হলে রাষ্ট প্রধানের অনুমতিক্রমে জায়েজ আছে। জুমার নামাজ শহর ও গ্রামে কায়েম করা যাবে কিন্তু বেদুঈন এলাকা ও সফরে চলবে না।

¿ ইমামের খুৎবারত অবস্থায় কেউ প্রবেশ করলে কি করবেঃ

জুমার দিন ইমামের খুৎবারত অবস্থায় যে মসজিদে প্রবেশ করবে সে হালকা করে দুই রাকাত নামাজ পড়ে বসবে। আর যে মসজিদে বসা

অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হবে তার জন্য সুন্নত হলো ঘুম দূর করার জন্যে স্থান পরিবর্তন করা।

¿ জুমার দিন গোসলের বিধানঃ

১. জুমান দিন গোসল করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আর যার শরীরে দুর্গন্ধ যা দ্বারা ফেরেশতা ও মানুষ কষ্ট পায় তার প্রতি গোসল করা ওয়াজিব; কারণ নবী [ﷺ] বলেনঃ

«الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». متفق عليه.

"জুমার দিন প্রতিটি সাবালক মানুষের প্রতি গোসল করা ওয়াজিব।"[১]

২. জুমার দিনের গোসলের পর সুন্নত হলো পরিস্কার হওয়া ও সুগন্ধি ব্যবহার করা। আর সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করা। সকাল সকাল মসজিদের দিকে যাওয়া। ইমামের সন্নিকটে বসা। আর যা চাইবে নামাজ পড়া এবং বেশি বেশি দোয়া ও জিকির এবং কুরআন তেলাওয়াত করা।

¿ জুমার দিন যা তেলাওয়াত করা সুন্নতঃ

জুমার দিনের রাত্রিতে বা দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করা সুন্নত। আর যে সূরা কাহাফ জুমার দিনে তেলাওয়াত করবে তার জন্য দুই জুমার মাঝের সময়টা আলো দ্বারা আলেকিত করে দেওয়া হবে।

¿ জুমার দিন ফজরের সালাতে যা পড়া সুন্নতঃ

জুমার দিনের ফজরের ফরজ নামাজে ইমাম সাহেবের জন্য প্রথম রাকাতে সূরা সেজদা ও দ্বিতীয় রাকতে সূরা দাহার (ইনসান) পড়া সুন্নত।

¿ খুৎবা চলাকালিন দোয়া করার বিধানঃ

১. খুৎবা চলাকালিন ইমাম ও মুক্তাদির জন্য দোয়ার সময় হাত উত্তোলন করা জায়েজ নেয়। তবে ইমাম যদি বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন তবে তিনি

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৮৫৮ ও মুসলিম হাঃ নং ৮৪৬

হাত উঠাবেন ও মুক্তাদিগণও তাদের হাত উত্তোলন করবেন। আর দোয়াতে নিচু শব্দে আমীন আমীন বলা বৈধ আছে।

২. মুস্তাহাব হলো ইমাম সাহেব তাঁর খুৎবাতে দোয়া করবেন। আর উত্তম হলো তিনি ইসলাম ও মুসলমান ও তাদের হেফাজত এবং সাহায্য ও আপোসের অন্তরের মাঝে ভালবাসা ইত্যাদির জন্য দোয়া করবেন। ইমাম সাহেব দোয়ার সময় তাঁর হাত না উঠিয়ে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবেন।

¿ জুমার দিন দোয়া কবুলের উত্তম সময়:

জুমার দিন আসরের পরে দিনের শেষভাগে দোয়া কবুলের আশা করা যায়। এ সময় বেশি বেশি দোয়া ও জিকির করা মুস্তাহাব। এ সময় দোয়া কবুল হওয়ার বড় উপযুক্ত সময়। এ মুহূর্তটি খুবই অল্প সময়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ:« فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] জুমার দিনের কথা উল্লেখ করে বলেন: "জুমার দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যে সময় কোন মুসলিম বান্দা দাঁড়িয়ে নামাজরত অবস্থায় আল্লাহর নিকট যা চাইবে আল্লাহ তাকে তাই দিবেন।" তিনি সে সময়ের সল্পতার প্রতি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করেন।"[১]

¿ ঈদের দিন জুমা হলে তার বিধান:

যদি ঈদের নামাজ জুমার দিনে হয়, তবে যারা ঈদের নামাজে হাজির হবে তাদের উপর জুমার নামাজে হাজির হওয়া রহিত হয়ে যাবে। তারা যোহরের সালাত আদায় করবে। কিন্তু ইমামের উপর থেকে রহিত হবে না। অনুরূপ যারা ঈদের নামাজে হাজির হয়নি তারাও। আর যারা

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৯৩৫ শব্দ তাইর ও মুসলিম হাঃ নং ৮৫২

ঈদের নামাজ আদায় করেছে তারা যদি জুমার নামাজ আদায় করে তবে যথেষ্ট হয়ে যাবে, তাদেরকে যোহর পড়তে হবে না।

১৬- নফল সালাত

¿ **নফল সালাত হলো:** পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত ও জুমা ছাড়া শরিয়ত সম্মত সালাতসমূহ।

¿ **নফল সালাত বিধিবিধান করার হেকমত:**

আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের বহি:প্রকাশের একটি অন্যতম দিক হলো: তিনি শরিয়তের বিধানরূপে প্রত্যেক ফরজের অনুরূপ নফল প্রদান করেছেন; যেন সে নফলের দ্বারা মুমিনের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিয়ামতের দিন অপূর্ণ ফরজগুলো পূর্ণ করা যায়। তাহলে বুঝা গেল ফরজসমূহ কখনো অপূর্ণও হতে পারে।

সুতরাং যেভাবে ফরজ সালাত ও সিয়াম (রোজা) রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে নফল নামাজ ও রোজাও রয়েছে। এভাবে হজ্ব ও ছদকা ইত্যাদিতেও ফরজ যেমন আছে তেমনি আছে নফল। আর বান্দা এ নফল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে আল্লাহ তাকে ভালবাসতে থাকেন।

? = < ; : 9 7 6 5 4 3 2 [

البقرة: ١٩٧ Z B A @

"আর তোমরা যাকিছু সৎকর্ম কর, আল্লাহ তা জনেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নি:সন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। আর আমাকে ভয় করতে থাক, হে বুদ্ধিমানগণ।" [সূরা বাকারা:১৯৭]

¿ **নফল সালাতের প্রকার:**

নফল সালাত বিভিন্ন প্রকার:

১. কোন কোন নফল নামাজ জামাতের সাথে আদায় করতে হয়। যেমন: তারাবিহ, বৃষ্টির জন্য, সূর্যগ্রহণ ও দুই ঈদের নামাজ।

২. কোন কোন নফলের আবার জামাত নাই। যেমন: এস্তেখারার নামাজ।

৩. কোন কোন নফল ফরজের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমনঃ (ফরজ সালাতসমূহের আগের ও পরের) সুন্নতে রাতেবা যা সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামে পরিচিত।
৪. আবার কোনটা সংশ্লিষ্ট নয়। যেমনঃ যুহা বা চাশতের নামাজ।
৫. কতগুলো নফলের নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে হয়। যেমনঃ তাহাজ্জুদ নামাজ।
৬. আবার কিছু নফলের নির্দিষ্ট কোন সময় নেয়। যেমনঃ সাধারণ নফলসমূহ।
৭. কিছু নফল কারণবশতঃ আছে। যেমনঃ তাহিয়্যাতুল মসজিদ (দুখুলুল মসজিদ)।
৮. আবার কতগুলো কারণ ছাড়াও আছে। যেমনঃ সাধারণ নফল নামাজ।
৯. কতগুলো তাকিদপূর্ণ (গুরুত্বপূর্ণ)। যেমনঃ দুই ঈদের সালাত, বৃষ্টির জন্য নামাজ ও সূর্যগ্রহণের সালাত, বিতরের সালাত।
১০. তাকিদ ছাড়া নফলও আছে। যেমনঃ মাগরিবের পূর্বের দু'রাকাত নফল ইত্যাদি।

এভাবেই বান্দার উপর আল্লাহর করুণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যে, তিনি শরিয়তে এমন বিধান রেখেছেন যা দ্বারা তাঁর নৈকট্য অর্জন হয়। তিনি এবাদতের বিভিন্ন প্রকার করেছেন; যেন বান্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, তাদের গুনাহের মার্জনা হয় ও সওয়াব বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র তাঁরই।

নফল সালাতের প্রকার

১- সুন্নতে রাতেবা

¿ **সুনানে রাতেবা:** ফরজ নামাজের আগে অথবা পরে সর্বদা যে সকল সুন্নত নামাজ আদায় করা হয়।

¿ **সুনানে রাতেবার প্রকার:**
সুনানে রাতেবা দুই প্রকার যথা:

প্রথম প্রকার: রাতেবা মুয়াক্কাদা (সুন্নতে মুয়াক্কাদা), যা সর্বদা আদায় করতে হয়। ইহা ১২ রাকাত যথা:

নং	সালাতের নাম	আগে	পরে
১	যোহর	৪	২
২	মাগরিব	-	২
৩	এশা	-	২
৪	ফজর	২	-
মোট		১২ রাকাত	

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ ». أخرجه مسلم.

১. নবী [ﷺ]-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যে কোন মুসলিম বান্দা (ব্যক্তি) ফরজ ছাড়া প্রতিদিন ১২ রাকাত নামাজ আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ

জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন, অথবা তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে।"[১]

عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــه وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوُّعه فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي مِــنْ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِــدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. أخرجه مسلم.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা [রা:]কে আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নফল সালাত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: নবী [ﷺ] আমার বাড়িতে যোহরের পূর্বে চার রাকাত সালাত আদায় করতেন। অত:পর বের হয়ে মানুষকে সালাত পড়াতেন। এরপর বাড়িতে প্রবেশ করে দুই রাকাত আদায় করতেন। আর তিনি মানুষকে মাগরিবের সালাত পড়ানোর পর বাড়িতে এসে দুই রাকাত পড়তেন। এরপর মানুষকে এশা সালাত পড়ানোর পর বাড়িতে প্রবেশ করে দুই রাকাত পড়তেন। এ ছাড়া রাত্রে বেতরসহ নয় রাকাত পড়তেন এবং দীর্ঘ রাত ধরে দাঁড়িয়ে ও দীর্ঘ রাত ধরে বসে সালাত আদায় করতেন। তিনি [ﷺ] যখন দাঁড়িয়ে পড়তেন তখন দাঁড়িয়ে রুকু ও সেজদা করতেন এবং যখন বসে পড়তেন তখন বসে রুকু ও সেজদা করতেন। আর যখন ফজর হয়ে যেত তখন দুই রাকাত আদায় করতেন।"[২]

¿ কখনো কখনো নবী [ﷺ] ১০রাকাতও পড়তেন। অর্থাৎ আগের মতই তবে জোহরের ফরজের আগে ৪রাকাতের জায়গায় ২রাকাত আদায় করতেন।

১. মুসলিম হাঃ নং ৭২৮

২. মুসলিম হা: নং ৭৩০

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ .متفق عليه.

ইবনে উমার (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ] -এর সাথে সালাত আদায় করেছি। জোহরের আগে ২রাকাত পরে ২রাকাত; মাগরিবের পরে ২রাকাত, এশার পরে ২রাকাত এবং জুমার পরে ২রাকাত। তবে মাগরিব, এশা ও জুমার সুন্নত নবী [ﷺ]-এর সাথে তাঁর ঘরে আদায় করেছি।"[১]

দ্বিতীয় প্রকার: রাতেবা গায়ের মুয়াক্কাদা যা সর্বদা করণীয় না:

আসর, মাগরিব ও এশার আগে ২রাকাত করে মাঝে মধ্যে পড়া। আর আসরের আগের ৪রাকাত নফলের হেফাজত করা সুন্নত।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ» .متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল মুজানী [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ বলেন:"প্রতি দুই আজান (আজান ও একামত)-এর মধ্যে (নফল) সালাত রয়েছে যে ব্যক্তি চাইবে। এ কথা তিনি তিনবার বলেন।"[২]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ. أخرجه الترمذي والنسائي.

২. আলী [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] আসরের পূর্বে চার রাকাত সালাত আদায় করতেন। এর মাঝে তিনি [ﷺ] সান্নিধ্যপ্রাপ্ত

---

১. বুখারী হাঃ নং ৯৩৭ ও মুসলিম হাঃ নং ৭২৯ শব্দ তারই

২. বুখারী হা: নং ৬২৪ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ৮৩৮

ফেরেশতাগণ ও মুমিন ও মুসলিমদের যারা তাঁদের অনুসারী তাদের প্রতি সালাম দ্বারা পৃথক করতেন।”[১] অর্থাৎ–দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়তেন।

¿ সর্বাধিক তাকিদযুক্ত সুন্নত:

সুন্নত নামাজসমূহের মধ্যে সর্বাধিক তাকিদযুক্ত সুন্নত হলো ফজরের নামাজের আগের দুই রাকাত সুন্নত। তবে তা বেশি লম্বা না করে হালকাভাবে আদায় করাই সুন্নত। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা এখলাস পাঠ করবে। অথবা প্রথম রাকাতে

? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 [

M L K J I H G F E D C B A @

[সূরা বাকারা: ১৩৬]১٣٦ البقرة: Z R Q P O N

ও দ্বিতীয় রাকাতে:

G F E D C B A @ ? > = < ; : [

V U T R Q P O N M L K J I H

[সূরা আল ইমরান: ৬৪]٦٤ آل عمران: Z Z Y X W

আর কখনো কখনো এ আয়াত পাঠ করা সুন্নত:

] فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنۡهُمُ ٱلۡكُفۡرَ قَالَ مَنۡ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِۖ قَالَ ٱلۡحَوَارِيُّونَ نَحۡنُ

أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ ﴿٥٢﴾ Z آل عمران: ٥٢

[সূরা আল ইমরান: ৫২]

¿ রাতেবা সুন্নতের বিধানসমূহ:

এ সকল তাকিদযুক্ত সুন্নত (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) কোন ওজর বা কারণে আদায় করতে না পারলে তা কাজা করা সুন্নত। আর ওজর ছাড়া

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হা: নং ৪২৯ শব্দ তাঁরই নাসাঈ হা: নং ৮৭৪

হলে কাজা করবে না। আর যে ভুলে যায় যখন স্মরণ হবে তখন কাজা করে নিবে।

যার ফজরের সুন্নত ছুটে যাবে সে ফরজ আদায়ের পর আদায় করে নেবে। অথবা সূর্য উঠার ১৫ মি: পর আদায় করবে।

যদি কেউ ওযু করে কোন আজানের পরে মসজিদে প্রবেশ করে। উদাহরণ স্বরূপ জোহরের আজানের পরে মসজিদে প্রবেশ করে এবং জোহরের আগের দুই রাকাত সুন্নত, ওযুর সুন্নত ও তাহিয়্যাতুল মসজিদের সুন্নত একসাথে নিয়ত করে শুধুমাত্র দুই রাকাত নামাজ আদায় করে তবে তা যথেষ্ট হবে। আর সে যা নিয়ত করেছে আল্লাহ তার সওয়াব দিবেন।

ফরজ নামাজ ও তার আগে বা পরের সুন্নত নামাজের মাঝে যে কোন জিকির বা কথাবার্তা বলে বা স্থান পরিবর্তন করে নেওয়া সুন্নত।

এ সকল নফল নামাজগুলো মসজিদে বা ঘরে আদায় করা যেতে পারে। তবে ঘরে আদায় করাই উত্তম। কেননা, রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন:

.....«فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ» .متفق عليه.

"--- হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের ঘরে নামাজ আদায় কর; কেননা মানুষের উত্তম নামাজ হলো তার ঘরের নামাজ। কিন্তু ফরজ নামাজ ছাড়া।"[১]

¿ সাধারণ নফল সালাতের বিধান:

সাধারণ নফল রাত ও দিনে দুই দুই রাকাত করে আদায় করা বৈধ। তবে রাত্রে তা বেশি উত্তম।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْــه وَسَــلَّمَ: « أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْــدَ الْفَرِيــضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ». أخرجه مسلم.

---

১. বুখারী হাঃ নং ৭৩১, মুসলিম হাঃ নং ৭৮১ হাদীসের শব্দগুলো হুবহু বুখারীর

আবু হুরাইরা [ﷻ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"রমজানের পর সর্বোত্তম রোজা হচ্ছে মুহররমের রোজা এবং ফরজ সালাতের পরে সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে রাত্রির সালাত।"[১]

¿ নফল সালাতের পদ্ধতি:

১. দাঁড়ানোর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নফল নামাজ বসে পড়া জায়েজ। তবে দাঁড়িয়ে আদায় করাই উত্তম। কিন্তু ফরজ নামাজে দাঁড়ানো নামাজের রোকন (স্তম্ভ) যা ব্যতীত নামাজই হবে না। তবে কারো দাঁড়ানো সামর্থ্য না থাকলে সে সামর্থ্য অনুসারে নামাজ আদায় করবে। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২. ওজর ছাড়া নফল নামাজ বসে আদায় করলে দাঁড়িয়ে আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে। তবে ওজর থাকলে সে পূর্ণ সওয়াব পাবে। নফল নামাজ কোন ওজরে শুয়ে আদায় করলেও সে দাঁড়িয়ে আদায়কারীর মত পূর্ণ সওয়াব পাবে। কিন্তু যদি বিনা ওজরে শুয়ে শুয়ে আদায় করে তবে সে বসে নফল নামাজ আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে।

عَنْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنه وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ: إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ». أخرجه البخاري.

'ইমরান ইবনে হুসাইন [ﷻ] থেকে বর্ণিত তিনি অর্শ্বরোগী ছিলেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে মানুষের বসে বসে নামাজ আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন:"যদি দাঁড়িয়ে সালাত কায়েম করে তবে সর্বোত্তম। আর যে ব্যক্তি বসে পড়বে তার সওয়াব দাঁড়িয়ে পড়া ব্যক্তির চেয়ে অর্ধেক। আর যে ব্যক্তি শুয়ে আদায় করবে তার সওয়াব বসে আদায়কারীর চেয়েও অর্ধেক।"[২]

---

[১]. মুসলিম হা: নং ১১৬৩

[২]. বুখারী হান নং ১১১৫

নিষিদ্ধ সময়সমূহ

¿ সালাতের নিষিদ্ধ সময় ৫টি:

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيَّ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاة الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاة الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». متفق عليه.

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নফল সালাত নেয় এবং ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন নফল সালাত নেয়।"[১]

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامرٍ الْجُهَنِيَّ رضي الله عنه قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَات كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. أخرجه مسلم.

২. উকবা ইবনে আমের (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তিন সময় রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং আমাদের মৃতু ব্যক্তিদেরকে কবরস্থ করতে নিষেধ করতেন। আর তা হল সূর্যোদয়ের সময় থেকে কিছুটা উপরে উঠা পর্যন্ত।[২] দ্বিপ্রহর থেকে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়া পর্যন্ত এবং সূর্য ডুবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময়।"[৩]

¿ আসরের পরে সালাত আদায়ের বিধান:

আসরের সালাতের পরেও সাধারণ নফল সালাত আদায় করা বৈধ, যদি সূর্যের আলো উজ্জল ও স্বচ্ছ অবস্থায় থাকে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৮৬ ও মুসলিম হাঃ নং ৮২৭ হাদীসের হুবহু শব্দগুলো মুসলিমের

[২]. উদয় শুরু থেকে প্রায় ১৫ মিনিট পর্যন্ত নিষিদ্ধ সময়ের অন্তর্ভুক্ত। অনুবাদক

[৩]. মুসলিম হাঃ নং ৮৩১

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.أخرجه أبو داود والنسائي.

আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] আসরের পরে কোন নফল সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যদি সূর্য উপরে অবস্থান করে, তাহলে সালাত আদায় চলবে।"[১]

¿ নিষিদ্ধ সময়ে সালাত আদায়ের বিধান:

১. উপরোক্ত পাঁচ ওয়াক্তে ফরজসমূহের কাজা, তওয়াফের দুই রাকাত নফল এবং বিশেষ কারণবশত: নামাজ যেমন: তাহিয়্যাতুল মসজিদ, তাহিয়্যাতুল ওযু ও সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের সালাত ইত্যাদি আদায় করা জায়েয।

২. কোন ওজরের কারণে ফজরের সুন্নত ফজরের ফরজ নামাজের পরে কাজা করা বৈধ আছে। এভাবে যোহরের সুন্নত আসরের সালাতের পরে কাজা করতে পারে।

৩. মক্কার হারাম শরীফে যে কোন সময় সালাত আদায় করা জায়েয আছে।

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

জুবাইর ইবনে মুত'য়িম (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "হে আবদে মুনাফের সন্তানরা! রাত ও দিনে যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তি এই ঘরের তওয়াফ করলে ও সালাত আদায় করলে তাকে বাঁধা দিও না।"[২]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ১২৭৪, নাসাঈ হাঃ নং ৫৭৩।

[২]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ৮৬৮, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১২৪৫

২- তাহাজ্জুদের সালাত

¿ কিয়ামুল লাইলের বিধানঃ

কিয়ামুল লাইল হচ্ছেঃ রাত্রের নফল সালাত; এটা সাধারণ নফল নামাজের অন্তর্ভুক্ত, তবে তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা (তাকিদপূর্ণ সুন্নত)। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল [ﷺ]কে এ নামাজের আদেশ দান করেছেন।

১. আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

2 1 0 / . - , + *) (' & % $ # " ! [

المزمل: ١ – ٤ Z 5 4 3

"হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত। অর্ধ রাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প। অথবা তদপেক্ষা বেশি। আর কুরআন পাঠ কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট, বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে।" [সূরা মুজ্জাম্মিলঃ ১-৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

Z Y X W V U T S R Q P O N M [

الإسراء: ٧٩

"আর রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় কর, এটা তোমার জন্য নফল। আশা করা যায় যে, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে (মাকামে মাহমূদে) পৌঁছাবেন।" [সূরা বনি ইসরাঈলঃ৭৯]

৩. আল্লাহ আরো বলেনঃ

Z Y X W V T S R Q P O N M L K [

i h g f e d c b a ` _ ^] \ [

الذاريات: ١٥ - ١٩ Z l k j

"আল্লাহভীরুরা জান্নাত ও প্রসবণে থাকবে। এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন। নিশ্চয় এতিপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, তারা রাত্রির সামান্য সময়ই অতিবাহিত করতো

নিদ্রায় এবং তারা শেষ রাত্রিতে ক্ষমা প্রার্থনা করতো। আর তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল।'' [সূরা যারিয়াত: ১৫-১৯]

¿ রাত্রির নামাজ তাহাজ্জুদের ফজিলত:

রাত্রির নফল নামাজ সর্বোত্তম আমলের অন্যতম এবং তা দিনের নফল নামাজের চেয়ে উত্তম; কারণ এটা গোপন হওয়াতে এতে আল্লাহ তা'য়ালার জন্য এখলাছ থাকে। তাছাড়া নিদ্রা ত্যাগের কষ্টও রয়েছে। আরো রয়েছে আল্লাহর সাথে একাকী কথা বলার একটি আলাদা স্বাদ। এ নামাজের জন্য মধ্যরাতই উত্তম।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

المزمل: ٦ Z D C B A @ ? > = < [

"নিশ্চয়ই রাত্রির নামাজ প্রবৃত্তি দমনে অধিক সহায়ক এবং (কুরআনের) স্পষ্ট উচ্চারণে অধিক অনুকূল।" [সূরা মুযাম্মিল: ৬]

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الصَّلَاة أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ فَقَالَ: أَفْضَلُ الصَّلَاة بَعْدَ الصَّلَاة الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ .أخرجه مسلم.

২. নবী [দ:]কে জিজ্ঞাসা করা হয়; ফরজ নামাজের পরে সর্বোত্তম (নফল) নামাজ কোনটি? তিনি [দ:] বলেন:"ফরজ নামাজের পরে সর্বোত্তম (নফল) নামাজ হলো মধ্য রাত্রের নামাজ।"[১]

عَنْ عَمْرِو بْنَ عَبَسَةَ ﷺأن رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:« إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرَ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ». أخرجه الترمذي وابن ماجه. أخرجه الترمذي والنسائي.

৩. আমর বিন আবাসা (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী [দ:] বলেন:''নিশ্চয়ই রাত্রির শেষ অর্ধেক প্রতিপালক (আল্লাহ) বান্দার সর্বাধিক নিকটবর্তী

---

১. মুসলিম হাঃ নং ১১৬৩ ।

হন। সুতরাং, যদি ঐ মুহূর্তের জিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার তবে হও; কারণ (তখনকার) নামাজে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফেরেশতারা উপস্থিত ও শামিল হয় এ সময়ে।"[১]

¿ রাত্রে দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্ত:

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ ». أخرجه مسلم.

১. জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী [দ:] -এর নিকট থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেন:"নিশ্চয়ই রাত্রিতে একটি মুহূর্ত আছে, কোন মুসলিম ব্যক্তি সে মুহূর্তে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলকর কিছু আল্লাহর নিকট চাইলে, আল্লাহ তাকে তা দান করেন। আর এটা প্রতিটি রাত্রেই আছে।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন: "প্রতিদিন রাত্রের যখন শেষের এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকে তখন আমাদের রব (প্রতিপালক) দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন: কে আমার কাছে দু'আ করবে; আমি তার দু'আ কবুল করব? কে আমার কাছে কিছু চাইবে; আমি তা তাকে দান করব? কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে; আমি তাকে ক্ষমা করে দিব?"[৩]

১.হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাদীস হাঃ নং ৩৫৭৯, নাসাঈ হাদীস হাঃ নং ৫৭২, ৫৫৭ হাদীসের হুবহু শব্দগুলো নাসাঈর

২. মুসলিম হাঃ নং ৭৫৭

৩. বুখারী হাঃ নং ১১৪৫, মুসলিম হাঃ নং ৭৫৮, হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর

¿ রাত্রির নামাজের শুরু:

মুসলিমের জন্য পবিত্র অবস্থায় দ্রুত এশার পরই শয়ন করা সুন্নত; যাতে করে প্রফুল্লচিত্বে রাত্রের সালাতের জন্য জাগতে পারে। আর সুন্নত হলো যখন মুরগের ডাক শুনবে তখন উঠবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যখন তোমাদের কেউ ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার ঘাড়ের পিছনে শয়তান তিনটি গিঁঠ দেয়। প্রত্যেক গিঁঠের স্থানে থাপ্পড় মেরে মেরে বলে, তোমার রাত অনেক দীর্ঘ, সুতরাং ঘুমাও। অত:পর যদি সে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর জিকির (স্বরণ) করে, তখন একটি গিঁঠ খুলে যায়। আর যখন ওযু করে তখন অপর একটি গিঁঠ খুলে যায়। অত:পর যখন নামাজ আদায় করে তখন সর্বশেষ গিঁঠটিও খুলে যায়। তখন সে পবিত্র মন নিয়ে প্রফুল্লতার সাথে সকাল করে। আর যদি তা না করে তাহলে খবিশ (নোংরা) মন নিয়ে অলসতার সাথে সকাল করে।"[১]

¿ রাত্রির সালাতের সূক্ষ্ম বুঝ:

মুসলিমের উচিত তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ে সচেষ্ট হওয়া এবং তা ত্যাগ না করা। নবী [ﷺ] রাত্রির কিয়াম করতেন এমনকি তাঁর পাদ্বয় ফেটে যেত।

১. বুখারী হাঃ নং ১১৪২, মুসলিম হাঃ নং ৭৭৬, হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ:« أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا». متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত নবী [দ:] তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে পড়তে তাঁর পাদ্বয় ফুলে যেত। আয়েশা (রা:) বলতেন: হে আল্লাহর রসূল! আপনি কেন এমনটি করেন? আল্লাহ তো আপনার আগের ও পরের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন? তখন (রসূলুল্লাহ ﷺ) বলতেন: "আমি কি চাই না যে আমি আল্লাহর অধিক শোকরগুজার (কৃতজ্ঞ) বান্দা হব!।"[১]

¿ তাহাজ্জুদের নামাজের রাকাত সংখ্যা:

তাহাজ্জুদের নামাজ বিতরের নামাজসহ এগারো (১১) রাকাত অথবা ১৩রাকাত। আর নবী [ﷺ]-এর অধিকাংশ রাকাত সংখ্যা ছিল এগারো।

¿ তাহাজ্জুদের নামাজের সময়:

তাহাজ্জুদের সর্বোত্তম সময় হলো অর্ধরাত অতিবাহিত হবার পরে (শেষের অর্ধেক হতে) রাতের এক তৃতীয়াংশ। সুতরাং, রাত্রি দুইভাগে বিভক্ত করে শেষ অর্ধেকের মধ্যে প্রথম এক তৃতীয়াংশে নামাজ আদায় করবে এবং সর্বশেষ (অংশে অর্থাৎ শেষ ষষ্ঠমাংশে) ঘুমাবে।

عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ:« أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত নবী [দ:] তাকে বলেন:"আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম নামাজ হলো দাউদ (আ:)-এর নামাজ এবং আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম রোজা হলো দাউদ (আ:)-এর রোজা।

---

১. বুখারী হাঃ নং- ১১৪২, মুসলিম হাঃ নং ৭৭৬ হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর

তিনি (আ:) (প্রথম) অর্ধরাত ঘুমাতেন এবং (শেষ অর্ধরাত হতে) এক তৃতীয়াংশে নামাজ আদায় করতেন এবং (সর্বশেষ) ষষ্ঠমাংশে ঘুমাতেন। একদিন রোজা রাখতেন আর একদিন রোজা রাখতেন না।"[১]

¿ তাহাজ্জুদ নামাজের পদ্ধতি:

১. শয়ন করার সময় তাহাজ্জুদের নিয়ত করে ঘুমানো সুন্নত। এরপর যদি সে হঠাৎ জাগ্রত হতে নাও পারে তবুও নিয়তের কারণে নামাজের সওয়াব লেখা হবে এবং তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তার ঘুম তার জন্য ছদকা স্বরূপ লেখা হবে।

২. যখন সে তাহাজ্জুদের জন্য উঠবে তখন চোখের উপর হাত বুলিয়ে ঘুম ভাঙ্গাবে এবং সূরা আল ইমরানের দশটি আয়াত তেলাওয়াত করবে। 'ইন্না ফি খলক্বিস সামাওয়্যাতি-----।'নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টির মধ্যে-----। অত:পর মিসওয়াক বা ব্রাশ করে ওযু করবে এবং হালকা করে দু'রাকাত নামাজ আদায় দিয়ে শুরু করবে। রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন:

« إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ » .أخرجه مسلم.

"যখন তোমাদের কেউ তাহাজ্জুদের জন্য উঠবে তখন সে হালকা করে দুই রাকাত দিয়ে শুরু করবে।" ।[২]

২. এরপর দুই দুই রাকাত করে নামাজ পড়তে থাকবে এবং প্রতি দুই রাকাতের শেষে সালাম ফিরাবে।

عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ ؟ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ . متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি বললেন: হে আল্লাহর রসূল! রাত্রের নামাজ (তাহাজ্জুদ) কিভাবে আদায়করব? তিনি বললেন: 'দুই দুই রাকাত, অত:পর প্রভাত (সুবহে

১. বুখারী হাঃ নং ৩৮৩৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮২০
২. মুসলিম হাঃ নং ৭৬৮

সাদিক) হয়ে যাওয়ার আশংকা হলে এক রাকাত বিতর নামাজ পড়ে নাও।"[১]

৪. কখনো কখনো (রাত্রির নামাজ তথা তাহাজ্জুদ) একসাথে চার রাকাত পড়ে একেবারে সালাম ফিরাতেও পারে।

৫. রাত্রের তাহাজ্জুদ নামাজের নির্দিষ্ট রাকাত থাকা উত্তম। যদি তা আদায় না করে ঘুমন্ত অবস্থায় থেকে যায়, তাহলে পরে সকালে জোড় সংখ্যায় আদায় করবে।

سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ. أخرجه البخاري.

আয়েশা (রা:) কে রসূলুল্লাহ [দ:]-এর রাত্রির নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন যে, ফজরের দুই রাকাত সুন্নত ব্যতীত সাত, নয় এবং এগার রাকাত।"[২]

৫. সুন্নত হলো তাহাজ্জুদ নিজ ঘরে আদায় করা এবং নিজ পরিবারকেও জাগ্রত করা। আর কখনো কখনো পরিবারের সকলকে নিয়ে আদায় করা (অর্থাৎ তাদের ইমামতি করে জামাত করে আদায় করা।) তাহাজ্জুদ নামাজ নিজের উদ্যম অনুযায়ী লম্বা করবে। ঘুম এসে গেলে শুয়ে পড়বে। কেরাত কখনো উচ্চস্বরে (স্বশব্দে) পড়বে আর কখনো চুপি চুপি (শব্দ ছাড়া) পড়বে। পড়ার সময় রহমতের আয়াত আসলে, আল্লাহর নিকট তা কামনা করবে। আর আজাব তথা শাস্তি র আয়াত আসলে আল্লাহর কাছে তা হতে পানাহ্ চাইবে। আর আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতার বর্ণনা হয়েছে এমন আয়াত আসলে তসবিহ পড়বে। (সুবহানাল্লাাহ বলবে)।

৬. এরপর তাহাজ্জুদ নামাজ সমাপ্ত করবে বিতর নামাজ দিয়ে; কেননা, নবী [ﷺ] বলেন:

---

১. বুখারী হাঃ নং ১১৩৭, মুসলিম হাঃ নং ৭৪৯ হাদীসের শব্দ গুলো বুখারীর।

২. বুখারী হাঃ নং ১১৩৯

«اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا». متفق عليه.

"তোমাদের বিতর নামাজকে রাত্রির শেষ নামাজ হিসাবে আদায় কর।"[১]

৩- বিতরের সালাত

¿ বিতরের হুকুম:

বিতরের নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ (তাকিদযুক্ত সুন্নত)। রসূলুল্লাহ [ﷺ] এ হাদীসটিতে বিতরের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ. متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:"আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আমাকে তিনটি অসিয়ত করেছেন! আমি তা মৃত্যু পর্যন্ত ত্যাগ করব না। প্রতি মাসে তিনটি রোজা, চাশতের নামাজ এবং বিতরের নামাজ পড়ে ঘুমানো।"[২]

وعن أبي أيوب ﷺ قال قال رسول الله ﷺ :«الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ». أخرجه أبوداود والنسائي.

২. "বিতর প্রত্যেক মুসলিমের উপর (আল্লাহর) হক (অধিকার)।"[৩]

¿ বিতরের সময়:

এশার নামাজের পর থেকে প্রভাত (সুবহে সাদিক) পর্যন্ত বিতরের সময়। শেষ রাত্রে জাগার উপর আত্মবিশ্বাস থাকলে শেষ রাত্রে আদায় করা উত্তম।

---

১. বুখারী হাঃ নং ৯৯৮ ও মুসলিম হাঃ নং ৭৫১

১.বুখারী হাঃ নং ১১৭৮ হাদীসের হুবহু শব্দগুলো বুখারীর, মুসলিম হাঃ নং ৭২১

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ১৪২২ হাদীসের শব্দগুলো আবু দাউদের এবং নাসাঈ হাঃ নং ১৭১২

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ .متفق عليه.

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, বিতর সমস্ত রাত্রেই আদায় করা যায়। রসূলুল্লাহ [দ:] প্রথম রাত্রিতে বিতর আদায় করেছেন এবং অর্ধ রাত্রিতে ও শেষ রাত্রিতেও আদায় করেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ [দ:] -এর বিতরের আদায় শেষ রাত্রিতে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে।"[২]

¿ সবচেয়ে কম ও বেশি বিতরের রাকাত সংখ্যা:

১. বিতরের নামাজ কমপক্ষে এক রাকাত আদায় করতে হবে। আর সর্বাধিক (১১) এগার অথবা (১৩) রাকাত। তবে তা দুই দুই রাকাত করে আদায় করবে এবং শেষে এক রাকাত বেতর পড়বে। সুন্নতের আমলের জন্য কখনো ১১ আর কখনো ১৩ পড়বে, এর দ্বারা শরিয়তের আমলের বাস্তবায় হবে। আর ১১ রাকাতের আমল অধিকাংশ করবে।

২. উত্তম হলো কমপক্ষে তিন রাকাত আদায় করা, তা দুই সালামে পড়বে আর কখনো এক সালামে অর্থাৎ–দুই রাকাত পড়ার পর না বসে তিন রাকাত একই বৈঠকে আদায়ের পর দুই দিকে সালাম ফিরাবে। শেষে মাত্র একবার তাশাহ্হুদ তথা আত্তাহিয়্যাতু পড়বে। আর এ তিন রাকাতের প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা তথা সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরূন আর তৃতীয় রাকাতে সূরা এখলাস তথা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করা সুন্নত।

৩. বিতরের নামাজ যদি পাঁচ রাকাত আদায় করতে চায়, তবে সবশেষে একবার তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ে সালাম ফিরাবে।

৪. এভাবে সাত রাকাত পড়তে চাইলে তার আদায়ের নিয়মও একই। তবে সাত রাকাতের ক্ষেত্রে যদি সে ছয় রাকাত পড়ে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য বসে তারপর সালাম না ফিরিয়ে উঠে সপ্তম রাকাত আদায়ের পরে সালাম ফিরায় তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

---

২. বুখারী হাঃ নং-৯৯৬ ও মুসলিম হাঃ নং ৭৪৫ হাদীসের শব্দগুলো মুসলিমের

৫. যদি নয় রাকাত বিতর আদায় করে, তাহলে দুইবার আত্তাহিয়্যাতু পড়বে: প্রথমবার আট রাকাত আদায়ের পরে বসে সালাম না ফিরিয়ে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে নবম রাকাতের জন্য উঠে যাবে। অত:পর আবার বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম ফিরাবে। তবে এ ক্ষেত্রে উত্তম হলো আট রাকাত পড়ে সালাম ফিরানো এবং পরে আলাদাভাবে এক রাকাত পড়ে নেওয়া। বিতর নামাজের সালামের পরে তিনবার:

«سُبْحَانَ اللهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسْ».

"সুবহানাল্লাাহিল মালিকিল কুদ্দূস" (বলা সুন্নত)। তৃতীয়বার বলার সময় একটু টেনে বলবে (কুদ্দূ----স)।

বেতরের সালাত আদায়কারীর জন্য সুন্নত হলো: বেতরের পর বসে বসে দুই রাকাত সালাত আদায় করা। যখন রুকু করবে তখন দাঁড়িয়ে গিয়ে রুকু করবে। (এ দু'রাকাতের প্রথম রাকাতে সূরা জালজালাহ ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরূন পড়া সুন্নত।)

¿ বিতরের সালাতের সময়:

১. বিতরের নামাজ তাহাজ্জুদের পরে আদায় করবে। তবে যদি শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়ার আশংকা বোধ করে তাহলে ঘুমানোর পূর্বে বিতর আদায় করে নিবে। রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন:

« مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُــومَ آخِــرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ». أخرجه مسلم.

"যে ব্যক্তি শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে আশংকা বোধ করবে সে প্রথম রাত্রিতেই বিতর পড়ে নিবে। আর যে ব্যক্তি শেষ রাত্রিতে জাগ্রত হওয়াতে আশাবাদী সে শেষ রাত্রিতে বিতর পড়বে; শেষ রাত্রির নামাজে ফেরেশতারা উপস্থিত হয় এবং নামাজে শামিল হয়। আর এটা উত্তম।"[১]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৭৫৫

২. যদি কোন ব্যক্তি প্রথম রাত্রিতে বিতরের নামাজ পড়ার পর শেষ রাত্রিতে নামাজের জন্য জাগ্রত হয়, তাহলে বিতর ছাড়া দুই দুই রাকাত করে পড়বে; কেননা, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:

«لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» .أخرجه أبوداود والترمذي

"এক রাত্রিতে দুইবার বিতর নেই।"[১]

¿ বিতরের নামাজে দোয়া কুনূত পড়ার বিধান:

কখনো কখনো বিতরের নামাজে দোয়া কুনূত পড়তেও পারে; আবার নাও পড়তে পারে। তবে পড়ার চেয়ে অধিকাংশ সময় না পড়াই উত্তম; কারণ নবী [ﷺ] বিতরের নামাজে দোয়া কুনূত পড়েছেন বলে সাব্যস্ত নেই।

¿ বিতরের নামাজে দোয়া কুনূত পড়ার পদ্ধতি:

যদি তিন রাকাত বিতর আদায় করে, তাহলে তৃতীয় রাকাতের রুকুর পরে অথবা রুকুর আগে দুই হাত উঠিয়ে দোয়া কুনূত পড়বে। এতে আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা এবং নবী [দ:] -এর প্রতি দরুদ থাকবে। অত:পর হাদীসে এসেছে এমন কোন দোয়া পড়বে। নিম্মোক্ত দোয়াটি কুনূতের দোয়া:

«اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». أخرجه أبوداود والترمذي.

"আল্লাহুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইত, ওয়া 'আফিনী ফীমান আফাইত, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইত, ওয়া বাারিক লী ফীমাা আ'ত্বাইত, ওয়াকিনী শাররা মাা ক্বযাইত, ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়ালাা ইউক্যাা 'আলাইক, ওয়া ইন্নাহূ লাা ইয়াযিললু মাওঁ ওয়াালাইত, তাবাারকতা রব্বনাা ওয়া তা'আলাইত।"[২]

---

২. আবূ দাউদ হাঃ নং ১৪৩৯, তিরমিযী হাঃ নং ৪৭০

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ১৪২৫, তিরমিযী হাঃ নং ৪৬৪

''হে আল্লাহ ! তুমি যাকে হেদায়েত দান করেছ তাদের মধ্যে আমাকেও হেদায়েত দান কর। তুমি যাদেরকে নিরাপদ রেখেছ তাদের মধ্যে আমাকেও নিরাপদ রাখ। তুমি যাদের সাথে বন্ধুত্ব করেছ তাদের মধ্যে আমার সাথেও বন্ধুত্ব কর। আমাকে তুমি যা দান করেছ তাতে তুমি বরকত দান কর। তুমি যা ফয়সালা করেছ তার অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর; কেননা তুমিই ফয়সালা কর, তোমার উপর কেউ ফয়সালা করতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব কর সে কখনও বেইজ্জত হয় না। হে আমাদের রব ! (প্রতিপালক) তুমি বরকতময় ও সুউচ্চ।"

¿ কখনো কখনো উমার (রা:) থেকে সাব্যস্ত নিম্নোক্ত দোয়া কুনূত পড়বে।

« اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بالكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرَكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ ». أخرجه البهقي.

"আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুস্বল্লী ওয়ানাসজুদ্, ওয়া ইলাইকা নাস'আা ওয়া নাহফিদ্, নারজূ রহমাতাকা ওয়া নাখশাা আযাাবাক্; ইন্না আযাাবাকা বিলকাফিরীনা মুলহিক্। আল্লাহুম্মা ইন্নাা নাসতা'ঈনুকা ওয়া নাসতাহদীকা ওয়া নাসতাগফিরুক্, ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু 'আলাইক, ওয়ানুছনী 'আলাইকাল খাইর্, ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালাা নাকফুরুক্, ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়া নাখ্যা'য়ু লাক্, ওয়া নাখলা'য়ু মাঁয় ইয়াকফুরুক্।"

"হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করি, তোমারই জন্য নামাজ আদায় করি ও সেজদা করি। তোমার দিকেই দৌড়াই এবং তোমার আনুগত্যের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হই। তোমার রহমতের আশা পোষণ করি এবং তোমার আজাবের ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আজাব কাফেরদেরকেই বেষ্টন করবে। হে আল্লাহ! আমরা তোমার সাহায্য ও হেদায়েত প্রার্থনা করি ও তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি। কল্যাণের (উপকারের) উপর আমরা তোমার প্রশংসা করি এবং তোমার কুফরি

(অকৃতজ্ঞতা পোষণ) করি না। তোমার উপর ঈমান রাখি এবং তোমার আনুগত্য করি। আর যারা তোমার কুফরি করে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।"[১]

¿ দোয়া কুনূতে অন্যান্য সাব্যস্ত দোয়াও বাড়াতে পারে; তবে বেশি দীর্ঘ করবে না। সাব্যস্ত দোয়াসমূহের মধ্যে যেমন:

«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ». أخرجه مسلم.

"আল্লাহুম্মা আসলিহ্ লী দ্বীনি আল্লাযী হুয়া 'ইসমাতু আমরী, ওয়া আসলিহ্ লী দুনইয়্যায়া আল্লাতী ফীহা মা'আশী, ওয়া আসলিহ্ লী আখিরাতি আল্লাতী ফীহাা মা'আাদী। ওয়াজ'আলিল হায়াাতা জিয়াাদাতান লী ফী কুল্লি খাইর, ওয়াজ'আলিল মাওতা রাাহাতান লী মিন কুল্লি শার।"[২]

"তুমি আমার দ্বীনকে সংশোধন করে দাও, যে দ্বীনে আমার সকল বিষয়াদির সংরক্ষণ নিহিত আছে। তুমি আমার দুনিয়াকে সংশোধন করে দাও, যে দুনিয়াতে আমার জীবন-যাপন নিহিত আছে। তুমি আমার আখেরাতকে সংশোধন করে দাও, যে আখেরাতে আমার গন্তব্যস্থল (পরকাল) নিহিত আছে। প্রত্যেক কল্যাণকর কাজের জন্য আমার জীবনকে বৃদ্ধি করে দাও। আর মৃত্যুকে আমার জন্য প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে শান্তিদানকারী করে দাও।"

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ

১. বাইহাকী হাঃ নং ৩১৪৪ ইরওয়াউল গালীল হাঃ নং ৪২৮

১. মুসলিম হাঃ নং ২৭২০

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا». أخرجه مسلم.

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনাল 'আজ্যি ওয়া কাসাল, ওয়ালজুব্নি ওয়াল বুখ্ল, ওয়াল হারামি ওয়া 'আযাবিল ক্বর। আল্লাহুম্মা আাতি নাফসী তাকওয়াাহাা, ওয়া জাক্কিহাা আনতা খাইরু মান্ জাক্কাাহাা, আন্তা ওয়ালিয়্যুহাা ওয়া মাওলাাহাা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিন্ ইল্মিল লাা ইয়ানফা', ওয়া ক্বল্বিন লাা ইয়াখশা', ওয়া মিন্ নাফ্সিন লাা তাশবা', ওয়া মিন্ দা'ওয়াতিন লাা ইউসতাজাাবু লাহাা।"[১]

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা (সাহসহীনতা) থেকে এবং (অতি) বার্ধক্য ও কবরের আজাব থেকে। হে আল্লাহ! আমার মনে তাক্বওয়া (আল্লাহভীতি) দান কর এবং তাকে পবিত্র কর; কারণ সর্বোত্তম পবিত্রকারী তুমিই ও তুমিই মনের অভিভাবক এবং তুমিই তার মনিব। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি এমন বিদ্যা হতে যা উপকারে আসেনা, এমন অন্তর হতে যা বিনয়ী হয়না, এমন মন হতে যা পরিতৃপ্ত হয়না এবং এমন দোয়া হতে যা কবুল করা হয়না।"

¿ অত:পর দোয়া কুনূতের শেষে নবী [ﷺ]-এর উপর দরুদ পাঠ করবে। দোয়া কুনূত ও অন্যান্য দোয়া শেষে দুই হাত মুখমণ্ডলে মুছবে না; কারণ ইহা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

¿ বিতর ছাড়া অন্যান নামাজে কনূতের বিধান:

দোয়া কুনূত বিতরের নামাজে ছাড়া অন্য স্থানে পড়া মকরুহ (অপছন্দনীয়)। তবে যদি মুসলিম সমাজ কোন বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়, তখন কুনূতে নাজেলার দোয়া পড়া সুন্নত। তাই ইমাম সাহেব ফরজ নামাজসমূহে শেষ রাকাতের রুকুর পরে বা কখনো কখনো রুকুর আগে দোয়া কুনূত পড়বে।

মুসলিম সমাজের উপর বিপদ দূর করার জন্য যে দোয়া কুনূত পড়া হবে, তাতে দুর্বল মুসলিমগণের সাহায্যের জন্য দোয়া করা হবে অথবা

---

১ .মুসলিম হাঃ নং ২৭২২

জালেম কাফিরদের জন্য বদ্দোয়া করা হবে অথবা উভয় দোয়াই করা হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاة الْفَجْرِ مِنْ الْقرَاءَة وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَقُولُ:«وَهُوَ قَائِمٌ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيد وَسَلَمَةَ بْنَ هشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বেলন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন ফজরের কেরাত পড়া শেষ করতেন, তখন তকবির বলে রুক করে 'সামি'য়াল্লাহুলিমান হামিদাহ্, রব্বানাা ওয়ালাকাল হামদ্' বলার পর দাঁড়িয়ে বলতেন: আল্লাহুম্মা আনজিল ওয়ালীদাবনাল ওয়ালীদ, ওয়াসালামাতাবনা হিশাাম, ওয়া'আইয়াশাবনা আবী রাবী'য়াহ, ওয়ালমুস্তায'আফীনা মিনাল মু'মিনীন, আল্লাহুম্মাশদুদ ওয়াত্বয়াতাকা 'আলাা মুযার, ওয়াজ'আলহাা 'আলাইহিম কাসিনিয়্যি ইউসুফ।"[১]

¿ সফরে বিতর পড়ার বিধান:

যে ব্যক্তি সফরে কোন স্থানে অবস্থান করবে সে জমিনের উপর বিতর পড়বে। আর যে কোন গাড়ির উপরে বা বাহনে বা ট্রেনে কিংবা বিমানে কিংবা নৌকা-পানি জাহাজে সে বিতর নামাজ যানবাহনে আরোহণ অবস্থাতেই আদায় করতে পারবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে যখন বাহনটি বা যানবাহনটি কিবলা দিকে ফিরবে তখন তাকবিরে তাহরীমা বাঁধবে। আর তা সহজে সম্ভব না হলে যে দিকে তার বাহন আছে সে দিকেই চেহারা করেই দাঁড়িয়ে নিয়ত বাঁধতে পারবে। আর দাঁড়িয়ে সম্ভব না হলে বসে মাথা দ্বারা ইশারা করবে।

---

[১]. বুখারী হা: নং ৮০৪ মুসলিম হা: নং ৬৭৫ শব্দ তাঁরই

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] সফরে তাঁর বাহন যেদিক হয়ে চলত সেদিক হয়েই তার উপর ইশরা করে রাতের সালাত আদায় করতেন। কিন্তু ফরজ ছাড়া। আর তিনি বিতর সালাত বাহনের উপর আদায় করতেন।"[১]

¿ বিতর নামাজের কাজা করার পদ্ধতি:

যে ব্যক্তি বিতরের নামাজ আদায় না ক'রে ঘুমিয়ে পড়বে অথবা আদায় করতে ভুলে যাবে সে যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে অথবা যখন তার স্মরণ হবে তখন তা আদায় করে নিবে। যদি ফজরের আজান ও একামতের মাঝের সময়ে আদায় করে তাহলে বিতর নামাজের স্বাভাবিক নিয়মেই তা আদায় করবে। আর যদি দিনে আদায় করে তাহলে রাকাত বিজোড় সংখ্যায় আদায় না করে জোড় সংখ্যায় আদায় করবে। উদাহরণ স্বরূপ যদি সে রাত্রে বিতর এগার রাকাত আদায় করার অভ্যস্ত হয়, তাহলে দিনে তা বার রাকাত আদায় করবে। ঠিক এভাবে অন্যান্য সংখ্যার বেলায়ও জোড় আদায় করবে।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.أخرجه مسلم.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ [দ:] যদি ব্যথা বা অন্য কোন কারণে রাত্রের নফল নামাজ আদায় করতে না পারতেন, তাহলে তিনি দিনে বার রাকাত আদায় করতেন।"[২]

---

[১]. বুখারী হা: নং ১০০০ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ৭০০

১.মুসলিম হাঃ নং ৭৪৬

৪-তারাবির সালাত

¿ তারাবি নামাজের বিধান:

তারাবির নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদা তথা তাগিদপূর্ণ সুন্নত, যা নবী [দ:]-এর আমল দ্বারা সাব্যস্ত রয়েছে। আর এটা ঐ সমস্ত নফলের অন্তর্ভুক্ত যা রমজান মাসে জামাতের সাথে আদায় করা হয়। তারাবির নামাজকে তারাবীহ বলা হয়েছে: কারণ মানুষ প্রতি চার রাকাত পর আরাম গ্রহণের জন্য বসতেন; কেননা এ নামাজে কেরাত দীর্ঘ করা হত।

কোন পুরুষ মানুষের সর্বোত্তম নামাজ হলো তার ঘরে আদায়কৃত নফল নামাজ। তবে ফরজ নামাজ ও যে সমস্ত নফলের জামাত আছে সেগুলো জামাতের সাথে মসজিদে আদায় করবে। যেমন: সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের নামাজ, তারাবির নামাজ ইত্যাদি।

¿ তারাবির নামাজের সময়:

রমজান মাসে এশার নামাজের পর থেকে শুরু করে প্রভাত (সুবহে সাদিক) পর্যন্ত তারাবির নামাজ আদায় করা যায়। এ নামাজ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই সুন্নত। রসূলুল্লাহ [ﷺ] রমজান মাসে রাতের নফল সালাত (তারাবিহ বা তাহাজ্জুদ)-এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। তিনি বলেন:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه.

"যে ব্যক্তি রমজান মাসে সঠিক ঈমান নিয়ে সওয়াবের উদ্দেশ্যে রাতের নফর সালাত (তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ) আদায় করবে তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[১]

¿ তারাবির সালাত আদায়ের পদ্ধতি:

১. সুন্নত হলো ইমাম সাহেব মুসল্লিগণকে নিয়ে এগারো (১১) বা তের (১৩) রাকাত তারাবীর সালাত আদায় করবেন। আর সর্বোত্তম তরীকা হলো প্রতি দুই রাকাত পর পর সালাম ফিরানো।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২০০৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১১৪৭

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا... أخرجه البخاري.

১. আবু সালামা থেকে বর্ণিত তিনি আয়েশা (রা:)কে জিজ্ঞাসা করেন রমজান মাসে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সালাত কেমন ছিল? তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] রমজান ও অন্য কোন মাসেই এগারো (১১) রাকাতের বেশি আদায় করেননি। চার রাকাত করে আদায় করতেন। তবে তা এত লম্বা হতো এবং এত সুন্দর যা প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে না। অত:পর তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন।"[১]

عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. متفق عليه.

২. ইবনে আব্বাস [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] রাত্রিতে তের (১৩) রাকাত সালাত আদায় করতেন।"[২]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ. أخرجه مسلم.

৩. আয়েশা [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] এশার সালাত ও ফজরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে এগারো (১১) রাকাত সালাত আদায় করতেন। প্রত্যেক দুই রাকাত পর পর সালামম ফিরাতেন এবং শেষে এক রাকাত বিতর আদায় করতেন।"[৩]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১১৪৭

[২]. বুখারী হাঃ নং ১১৩৮ ও মুসলিম হাঃ নং ৭৬৮ হাদীসের শব্দগুলো মুসলিমের

[৩]. মুসলিম হাঃ নং ৭৩৬

২. সুন্নত হল, ইমাম সাহেব রমজানের শুরুতে ও শেষে তারাবির সালাত এগারো (১১) বা তের (১৩) রাকাত আদায় করবেন। তবে বিশেষ করে শেষ দশকে কিয়াম, রুকু ও সেজদা বেশি দীর্ঘ করবেন; কেননা নবী [ﷺ] সারারাত কিয়াম অবস্থায় অতিবাহিত করতেন। তবে যদি কোন ব্যক্তি এর চাইতে কম বা বেশি পড়ে তাতে কোন অসুবিধা নেয়।

৩. যার শেষ রাত্রিতে তাহাজ্জুদের অভ্যাস আছে সে বিতর সালাত তাহাজ্জুদের পরে আদায় করবে। যদি ইমাম সাহেবের সাথে তারাবি ও বিতর এক সঙ্গে আদায় করে নেয়, তাহলে শেষ রাত্রিতে দুই দুই রাকাত করে শুধু তাহাজ্জুদ আদায় করবে।

যদি কোন মহিলা কোন ফরজ বা নফল সালাতের জন্য মসজিদে গমন করতে চায়, তাহলে সুগন্ধি ব্যবহার ব্যতীত সাধারণ পোশাকে পর্দা করে গমন করবে।

¿ কখন মুক্তাদির জন্য পূর্ণ রাত্রির কিয়ামের সওয়ার লেখা হবে:

১. উত্তম হল, মুসল্লি ইমাম সাহেবের সাথেই সালাত শেষ করবেন (তার আগে নয়)। ইমাম সাহেব এগারো রাকাত বা তের রাকাত বা তেইশ রাকাত অথবা তার কম বা বেশী যাই আদায় করুক; যেন তার জন্য সারারাত সালাতের সওয়াব লেখা হয়। নবী [ﷺ] বলেন:

« **إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ**». أخرجه أبوداود والترمذي.

"নিশ্চই যে ব্যক্তি ইমামের সাথে (তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ) শেষ পর্যন্ত সালাত আদায় করবে, তার জন্য সারারাত সালাতের সওয়াব লেখা হবে।"[১]

২. যদি তারাবির সালাত দুইজন ইমাম পড়ান তাহলে দুইজনের সাথে শেষ করলে সারা রাত্রির সওয়াব লেখা হবে; কারণ দ্বিতীয়জন প্রথমজনের সম্পূরক।

---

[১] .হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ১৯৭৫, তিরমিযী হাঃ নং ৮০৬ এবং হাদীসের শব্দগুলো তিরমিযীর

¿ তারাবির সালাতের ইমামতি কে করবেঃ

সবচেয়ে যার সুন্দর ও তাজবীদ সহকারে কুরআন মুখস্ত আছে সেই ইমামতি করবেন। যদি মুখস্ত সম্ভব না হয়, তাহলে ইমাম কুরআন দেখে পড়বেন। আর রমজানে মুসল্লিগণের সাথে সমস্ত কুরআন খতম করা উত্তম। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে ইমাম সাহেব যতটুকু সম্ভব ততটুকু পড়বেন।

¿ কুরআন খতমের দোয়া পড়ার বিধানঃ

সালাতের মধ্যে কুরআন খতমের দোয়ার কোন ভিত্তি নেই; কারণ নবী [ﷺ] বা কোন সাহাবী থেকে ইহা সুসাব্যস্ত নয়। কিন্তু যদি কেউ চাই তাহলে কুরআন খতমের দো'আ সালাতের বাহিরে করতে পারে। কেননা ইহা আনাস [ﷺ] থেকে প্রমাণিত আছে। অতএব, যে চাইবে সে দোয়া করবে আর যে চাইবে না করবে না। আর কুরআন খতমের নির্দিষ্ট কোন দোয়া নেই। তাই মুসলিম ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নার এবং এদ্বয়ের সাথে যা মিলে তা দ্বারা দোয়া করবে।

৫- দুই ঈদের সালাত

¿ এবাদতের জন্য জমায়েত হওয়ার বিধানঃ

এবাদত ও আনুগত্যের জন্য জমায়েত হওয়া দুই প্রকারঃ

প্রথম প্রকারঃ সুন্নাহ রাতেবা তথা যা সর্বদা করা হয়। ইহা ফরজ হতে পারে যেমনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, জুমা। অথবা সুন্নত হতে পারে যেমনঃ দুই ঈদ, তারাবিহ, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ ও এস্তেস্কার সালাতের জন্য। এসব সুন্নাহ রাতেবা এর হেফাজত ও সর্বদা করা উচিত।

দ্বিতীয় প্রকারঃ যা সুন্নাহ রাতেবা নয় যেমনঃ নফল সালাতের জন্য জমায়েত হওয়া যেমন কিয়ামুল লাইল অথবা দোয়া। এসব কখনো কখনো করা জায়েজ সর্বদা করা ঠিক নয়।

¿ নবী [ﷺ]-এর খুৎবাসমূহঃ

নবী [ﷺ]-এর খুৎবাসমূহ দুই প্রকারঃ

প্রথমতঃ যেসব খুৎবা সর্বদা দিতেন যেমনঃ জুমার খুৎবা, দুই ঈদের খুৎবা এবং ইস্তিসকা ও সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের খুৎবা। জুমার দিনে সালাতের পূর্বে দুই খুৎবা দিতেন। আর দুই ঈদ ও সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণে সালাতের পরে একটি করে খুৎবা দিতেন। আর এস্তেস্কায় সালাতের পূর্বে একটি খুৎবা প্রদান করতেন।

দ্বিতীয়তঃ যেসব খুৎবা নবী [ﷺ] কোন প্রয়োজনে প্রদান করতেন যেমনঃ ঘুষ হারাম সম্পর্কে খুৎবা দেন। অনুরূপ মাখজুমীয়্যা নারীর ব্যাপারে যে চুরি করেছিল ইত্যাদি। তাই বিচারক অথবা মুফতি বা আলেম কিংবা দ্বীনের আহ্বায়কের জন্য প্রয়োজনে উপস্থিত বিষয়ে সত্যের বয়ানে খুৎবা প্রদান করা উচিত। অনুরূপ সর্বদীয় খুৎবাগুলোতেও করবেন। খতীব সাহেব মানুষের অন্তরে নাড়া দেয় এবং যেন আত্মার মাঝে প্রভাব বিস্তার করে এমন খুৎবা প্রদান করবেন

¿ মুসলামনদের ঈদঃ

ঈদ হলোঃ বারবার ফিরে আসে এমন শরিয়ত সম্মত যেসব দিনকে ঈদ নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইসলামে মোট তিনটি ঈদ:

১. সাপ্তাহিক ঈদ, যা জুমার দিন হয়। এ সম্পর্কে আলোচনা পূর্বে হয়েছে।
২. ঈদুল ফিতর, যা প্রতি বছরে শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে হয়।
৩. ঈদুল আজহা, যা প্রতি বছর জিল হজ্ব মাসের দশম তারিখে হয়।

¿ ঈদের সালাত বিধিবিধান করার হেকমত:

ঈদুল ফিতরের সালাত রমজান মাসের রোজা পূর্ণ করার পর হয়। আর ঈদুল আজহার সালাত হজ্বের পরে এবং জিলহজ্ব মাসের দশম তারিখে হয়। এই দুই ঈদ ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য। যা মুসলিমগণ বড় দু'টি এবাদত আদায়ের পরে আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে পালন করে থাকে।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ». أخرجه أبو داود والنسائي.

আনাস [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] মদিনায় আগমন করে দেখলেন তারা দু'দিনে খেলাধুলা করে। তিনি বললেন: এ দু'দিন কিসের জন্যে? তারা বলল: আমরা এ দু'দিনে জাহেলিয়াতের যুগে খেলাধুলা করতাম। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্য এর বদলে উত্তম দু'দিন দান করেছেন। আর তা হলো: ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতির।"[১]

¿ দুই ঈদের সালাতের বিধান:

দুই ঈদে সালাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর জন্য সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হা: নং ১১৩৪ শব্দ তাঁরই নাসাঈ হা: নং ১৫৫৬

[Z [\ ] Z] الكوثر: ٢

"অতএব, আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত কায়েম করুন এবং কুরবানি করুন।" [সূরা কাওসার:২]

¿ দুই ঈদের সালাতের সময়ঃ

সূর্য উদয়ের পর এক বর্শা পরিমাণ উঁচু হলেই ঈদের সালাতের সময় শুরু হয়। অর্থাৎ উদয়ের প্রায় ১৫মিঃ পর থেকে শুরু করে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত ঈদের সালাত আদায় করতে পারে। যদি ঈদের দিন সম্পর্কে দ্বিপ্রহরের পর জানতে পারে, তাহলে পরের দিন ঈদের সালাতের সময়ে ঈদের সালাত আদায় করবে। ঈদের সালাত আদায়ের পরেই কুরবানি করবে। ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে করবে না।

¿ দুই ঈদের সালাতের জন্য বের হওয়ার নিয়মঃ

১. সুন্নত হল দুই ঈদের সালাতে বের হওয়ার পূর্বে গোসল করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হবে এবং সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করবে। এই দিনে ঈদের আনন্দ প্রকাশের জন্য মহিলারাও অংশ গ্রহণ করবে বেপর্দায় সুগন্ধি ব্যবহার করে লোকজনের সঙ্গে সালাতের জন্য বের হবে না। এমনকি ঋতুবতী মহিলারাও যাবে কিন্তু ঈদগাহের বাহিরে থেকে খুৎবা শ্রবণ করবে।

২. সম্ভব হলে পাঁয়ে হেঁটে মুসল্লিদের জন্য ঈদগাহে সকাল সকাল যাওয়া সুন্নত। সম্ভব না হলে যানবাহন দ্বারা যাবে। আর ইমাম সাহেব সালাতের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। ইসলামের নিদর্শনের বহি:প্রকাশের লক্ষ্যে এবং সুন্নতের অনুকরণের এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং অপর রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা সুন্নত।

৩. আর ঈদুল ফিতরে ঈদের মাঠে বের হওয়ার আগে বেজোড় কয়েকটি খেজুর খাওয়া সুন্নত। আর ঈদুল আজহাতে কিছু না খেয়ে বের হওয়া এবং ফিরে এসে কুরবানীর গোশ্‌ত দিয়ে খাওয়া শুরু করা সুন্নত।

¿ ঈদের সালাতের স্থানঃ

১. শহর ও গ্রামের নিকটবর্তী খোলা জায়গায় ঈদের সালাত আদায় করা সুন্নত। ঈদগাহে পৌঁছে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত আদায় করে বসে বসে জিকির করতে থাকবে। বৃষ্টি বা ঠাণ্ডা কিংবা কষ্ট ইত্যাদি কোন ওজর না থাকলে ঈদের সালাত মসজিদে আদায় করা যবে না। কিন্তু মক্কার মসজিদুল হারামে কোন ওজর ছাড়াও পড়া যাবে। ঈদ গাহে প্রবেশকারীর জন্য সালাতের পূর্বে ও পরে সালাত আদায় করা যাবে যদি নিষিদ্ধ সময় না হয়। কিন্তু তাহিয়্যাতুল মসজিদ নিষিদ্ধ সময়েও পড়া যাবে। আর ইমাম সাহেব ঈদ গাহে না আসা পর্যন্ত সে সময়ের জিকির তথা তকবির বলতে থাকবে।

¿ ঈদের সালাতের পদ্ধতিঃ

সালাতের সময় হলে ইমাম সাহেব মুসল্লিদের নিয়ে কোন আজান ও একামত ছাড়া দুই রাকাত সালাত আদায় করবেন। প্রথম রাকতে তকবিরে তাহরীমাসহ সাতটি বা নয়টি এবং দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়ানোর পর সূরা ফাতিহা শুরু করার পূর্বে পাঁচটি তকবীর বলবেন। অত:পর সূরা ফাতিহার পর উচ্চস্বরে প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে ফাতিহার পর সূরা গাশিয়াহ পাঠ করবে। অথবা প্রথম রাকাতে সূরা ক্ব-ফ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ক্বমার পাঠ করবে। সুন্নত পালনার্থে একেক সময় একাকটা পাঠ করবে।

¿ ঈদের খুৎবাঃ

ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর মুসল্লিগণের দিকে হয়ে একটি খুৎবা পাঠ করবেন।[১] খুৎবাতে তিনি আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় এবং বড়ত্ত্ব বর্ণনা করবেন। আর মানুষকে আল্লাহর শরিয়তের উপর ও আমলের প্রতি এবং দান সদকার প্রতি উৎসাহিত করবেন এবং পাপ থেকে সতর্ক করবেন। আর ঈদুল আজহাতে কুরবানীর প্রতি উৎসাহিত করবেন এবং কুরবানীর বিধিবিধান বর্ণনা

[১]. জুমার খুৎবার উপর কিয়াস করে দুই খুৎবা দেয়ার মতও রয়েছে।

করবেন। আর ঈদুল ফিতিরে রমজানের শিক্ষার প্রতি দৃঢ়তা থাকা ও শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখার প্রতি অনুপ্রেরণা দান করবেন।

¿ **ঈদের সালাতের আহকাম:**

Ø যদি জুমার দিন ঈদ হয় তাহলে শুধু ঈদের সালাত আদায় করলেই হবে, জুমা আদায়ের প্রয়োজন নেয়; বরং জুমার সময় যোহর আদায় করবে। তবে ইমাম সাহেব এবং মুসল্লিগণের মধ্যে যারা ঈদ আদায় করেনি, তাদের জন্য জুমার সালাত আদায় করা জরুরি।

Ø যদি ইমাম সাহেব সালাতে অতিরিক্ত তকবিরগুলোর মধ্যে হতে কোন তকবির ভুলে যায় এবং সূরা ফাতিহা শুরু করে দেয় তাহলে সে তকবির আর দিতে হবে না; কারণ তার স্থান ও সময় সূরা ফাতিহা শুরু করার আগে যা বিগত হয়ে গেছে। অন্যান্য ফরজ ও নফলের মত ঈদের সালাত ও বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতে অতিরিক্ত তকবিরগুলোতে হাত উঠাবে।

Ø ইমাম সাহেবের জন্য সুন্নত হল তিনি খুৎবাতে মহিলাদের জন্যও ওয়াজ করবেন এবং তাদেরকে ফরজ-ওয়াজিব ঠিকমত আদায়ের কথা এবং দান সদকা করার প্রতি উৎসাহিত করবেন।

Ø ঈদের সালাতে যে ব্যক্তি ইমাম সাহেবের সালাম ফিরানোর পূর্বে সালাতের নিয়ত বাঁধতে পেরেছে, সে সালামের পরে যথা নিয়মে বাকি সালাত সমাপ্ত করবে।

Ø ঈদের সালাতের জামাতের পর যে যাইতে চাইবে সে খুৎবা শ্রবণ না করে চলে যেতে পারে। আর যে বসতে পছন্দ করবে সে খুৎবা শ্রবণ করার জন্য বসবে যা উত্তম।

¿ **ঈদের দিন তকবির বলার বিধান:**

দুই ঈদের দিনগুলোতে পুরুষরা স্বশব্দে তকবির (আল্লাহু আকবার) বলবে। সমস্ত মুসলিম এই তকবির ঘরে, বাজারে, রাস্তা, ঘাটে, মসজিদে ও অন্যান্য সকল স্থানেই বলবে। তবে মহিলারা অন্য পূরুষের উপস্থিতিতে সশব্দে বলবে না।

¿ তকবিরের সময়সমূহঃ

১. ঈদল ফিতরের তকবির ঈদের আগের রাত (সূর্যাস্তের পর) থেকে শুরু করে ঈদের সালাত পর্যন্ত বলা সুন্নত।

২. ঈদল আজহার তকবির শুরু হবে জিলহজ মাসের ১০ তারিখের আগের রাত থেকে এবং শেষ হবে ১৩ তারিখের সূর্যাস্তের সাথে সাথে।

¿ তকবিরের নিয়মঃ

১. জোড়া তকবির বলবেঃ আল্লাাহু আকবার, আল্লাাহু আকবার, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ, ওয়াল্লাাহু আকবার, আল্লাাহু আকবার, ওয়া লিল্লাাহিল হামদ্।

২. অথবা বেজোড় তকবির বলবেঃ আল্লাাহু আকবার, আল্লাাহু আকবার, আল্লাাহু আকবার, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ, ওয়াল্লাাহু আকবার, আল্লাাহু আকবার, আল্লাাহু আকবার, ওয়া লিল্লাাহিল হামদ্।

৩. অথবা প্রথম বারে বেজোড় এবং দ্বিতীয় বারে জোড় বলবেঃ আল্লাাহু আকবার, আল্লাাহু আকবার, আল্লাাহু আকবার, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ, আল্লাাহু আকবার, আল্লাাহু আকবার, ওয়া লিল্লাাহিল হামদ্। কখনো এভাবে করবে আর কখনো ঐভাবে এতে কোন অসুবিধা নেয়।

¿ ঈদের দিনে খেলাধুলার বিধানঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا. متفق عليه.

আয়েশা [রাযিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারী দু’জন মেয়ে আমার নিকট বু‘য়াসের যুদ্ধের দিনের আনসারদের যে কথাবর্তা ঘটেছিল সেগুলোর গান গাইতে ছিল। আয়েশা বলেন, তারা

দু’জন কোন গায়িকা নয়। অত:পর আবু বকর [ﷺ] বললেন, শয়তানের বাঁশী রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বাড়িতে। আর এ ছিল ঈদের দিন। এ সময় রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:“হে আবু বকর! প্রতিটি জাতির জন্যে ঈদ রয়েছে আর ইহা আমাদের ঈদ।”[১]

¿ হারাম খেলাধুরার বিধানঃ

যেসব কাজে হারাম লজ্ঘন অথবা হারাম মাধ্যম কিংবা নিজের ধ্বংসে পতিত হওয়ার সম্ভবনা থাকে বা অন্যদেরকে আতঙ্ক করানো হয় তা সবই হারাম।

আর এমন প্রতিটি জিনিস যা মানুষের স্বভাবের বাইরের যেমন ধারালো যন্ত্রের উপর ঘুমানো, কাঁচ কাওয়া ও এর অনুপরূপ এসব প্রতারণা, জাদু ও হারাম খেলাধুলা। এগুলো কোন মুসলিমের জন্য শিখা ও শিখানো এবং দর্শন সবই হারাম; কারণ এর মধ্যে রয়েছে ফেতনা ও বিপদ ও ধ্বংস।

¿ নতুন কোন নেয়ামত লাভকারী ব্যক্তিকে শুভেচ্ছা জানানোর বিধানঃ

নতুন কোন নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শুভেচ্ছা জানানো এবং তার সাথে মুসাফাহা করা মুস্তাহাব। যেমন তাকে বলাঃ আল্লাহ তা‘য়ালা তোমাকে যা দান ও এহসান করেছেন তার জন্য অভিনন্দন।

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالك ﷺ رفي قصة توبته- وفيه-: وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّونِي بِالتَّوْبَة يَقُولُونَ لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّه عَلَيْكَ قَالَ كَعْبٌ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّه يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي. متفق عليه.

কা‘ব ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, (তাঁর তওবা কবুলের ঘটনায় রয়েছে) তিনি বলেনঃ আমি দু’টি ধার করা কাপড় পরিধান করে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কাছে যাই। তখন দলে দলে মানুষ আমাকে তওবা

[১]. বুখারী হাঃ নং ৯৫২ শব্দ তাঁরই মুসলিম হাঃ নং ৮৯২

কবুলের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছিল। তারা বলতেছিলঃ তোমাকে তওবা কবুলের অভিনন্দন। কা‘ব বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করে রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে আশে-পাশে মানুষজনসহ পাই। এ সময় তালহা ইবনে উবাইদিল্লাহ [رضي الله عنه] দড়িয়ে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করেন এবং আমাকে অভিনন্দন জানান--------।”[১]

¿ নব আবিস্কৃত বিভিন্ন ঈদ পালনের বিধানঃ

মুসলিমদের তিনটি ঈদ যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন জন্ম বার্ষিকী ও দিনের অনুষ্ঠান মানানো বিদাত। যেমনঃ হিজরী ও ইংরেজী নববর্ষ পালন, শবে মেরাজ পালন, শবেবরাত পালন, ঈদে মিলাদুন নবী পালন, মাতৃ দিবস পালন ইত্যাদি। এসব বিভিন্ন রেওয়াজ মুসলিম সমাজে বিস্তার লাভ করেছে। এগুলোর সবই বিদাত ও প্রত্যাখ্যাত, পরিত্যাজ্য। যে ব্যক্তি এর কোন একটি পালন করবে, অথবা এর স্বীকৃতি দিবে, অথবা এর দিকে আহ্বান করবে, অথবা এর জন্য টাকা পয়সা খরচ করবে, সে গুনাহগার হবে। শুধু তাই নয় বরং এ গুলোর সকল গুনাহ তাকে বহন করতে হবে এবং তাকে দেখে যারা এ আমল করবে তাদের গুনাহের সমান বোঝাও তাকে বহন করতে হবে।

১. আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

K J I H G F E D C B A @ ? > [

ML N O Q R S Z النساء: ١١٥

“যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুমিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।” [সূরা নিসা:**১১৫**]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ». متفق عليه.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৪১৮ শব্দ তাঁরই মুসলিম হাঃ নং ২৭৬৯

আয়েশা [রাযিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু আবিস্কার করে, যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত না; তা পরিত্যাজ্য।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৬৯৭ শব্দ তাঁরই মুসলিম হাঃ নং ১৭১৮

৬- সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সালাত

¿ **চন্দ্রগ্রহণ:** চন্দ্রগ্রহণ হলো রাত্রে চন্দ্রের সম্পূর্ণ অংশের অথবা কিছু অংশের আলো চলে যাওয়া।

¿ **সূর্যগ্রহণ:** সূর্যগ্রহণ হলো দিনে সূর্যের সম্পূর্ণ অংশের অথবা কিছু অংশের আলো আড়াল হয়ে যাওয়া।

¿ **গ্রহণের নির্দশনের সূক্ষ্ম বুঝ:**

সূর্যগ্রহণের বাহ্যিক দৃশ্য মনকে আল্লাহর তওহীদের দিকে ধাবিত করে এবং আল্লাহর এবাদতের দিকে উৎসাহ প্রদান করে। সাথে সথে পাপ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে এবং আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষেত্রে ও তাঁর দিকে ফিরে আসতে সাহায্য করে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

٥٩ الإسراء: Z 8 7 6 5 4 3 [

“আমি লোকদেরকে ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।” [সূরা বনি ইসরাঈল: ৫৯]

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ». متفق عليه.

২. আবু মাসউদ আনসারী [ﷻ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:“নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ উভয়ের দ্বারা তার বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেন। কার মৃত্যুর কারণে সূর্য চন্দ্রে গ্রহণ লাগে না। তাই যখন তোমরা সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ দেখবে, তখন গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত (গ্রহণের) সালাত আদায় করতে থাক এবং দো'য়া করতে থাক।”[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ১০৪১ এবং মুসলিম হাঃ নং ৯১১ হাদীসের হুবহু শব্দগুলো মুসলিমের

¿ সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সালাতের সময় জানাঃ

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে, যেভাবে সূর্য ও চন্দ্র উদয়ের নির্দিষ্ট সময় আছে। আল্লাহর সৃষ্টির নিয়মনুযায়ী সূর্যগ্রহণ মাসের শেষে হয়ে থাকে এবং চন্দ্রগ্রহণ আইয়ামে বীয তথা মাসের মধ্যভাকে ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের মধ্যে হয়ে থাকে।

¿ সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণসমূহঃ

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হলে মানুষ আল্লাহর আজাবের ভয় ভীতি নিয়ে সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অথবা বাড়ীতে গমন করবে। তবে এ সালাত মসজিদেই উত্তম। যেমনভাবে ভূমিকম্পনের কারণ আছে, বজ্রপাতের কারণ রয়েছে, আগ্নেয়গিরির কারণ রয়েছে, তেমনিভাবে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণেরও কারণ রয়েছে যে কারণে এগুলো সংঘটিত হয়। আর এগুলো সংঘটিত হওয়ার হেকমত হলোঃ আল্লাহ তা'য়ালার ভয় দেখানো; যেন মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার দিকে ফিরে আসে।

¿ সময়ঃ গ্রহণ লাগা শুরু হওয়া থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়কালে গ্রহণের সালাতে থাকতে হবে।

¿ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সালাত আদায়ের পদ্ধতিঃ

এ সালাতে কোন আজান ও একামত নেয়। তবে রাতে হোক বা দিনে হোক "আস্‌সলাাতু জাামি'আহ"(আসুন! সালাতের জামাত কায়েম হচ্ছে) কমপক্ষে একবার বা একাধিক বার বলবে। মুসল্লিদেরকে একত্র করা হলে ইমাম সাহেব তকবির বলে স্বশব্দে সূরা ফাতিহা ও একটি লম্বা সূরা পড়বেন। এরপর"সামি'আল্লাাহু লিমান হামিদাহ, রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ" বলে রুকু থেকে উঠবে। তবে সেজদা করবে না; বরং আবার সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং অন্য একটি সূরাও পড়বে। এই সূরাটি তুলনা মূলকভাবে প্রথম সূরার চেয়ে ছোট হবে। অত:পর আবার রুকু করবে। তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে কম লম্বা হবে। এরপর রুকু থেকে উঠে দু'টি দীর্ঘ সেজদা করবে। প্রথম সেজদার চেয়ে দ্বিতীয় সেজদা তুলনা মূলক কম দীর্ঘ হবে এবং দুই সেজদার মাঝে সোজা হয়ে বসবে। অত:পর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে প্রথম রাকাতের মত করে দ্বিতীয়

রাকাত আদায় করবে। তবে তা প্রথম রাকাতের চেয়ে কম লম্বা হবে। অত:পর তাশাহহুদ করে সালাম ফিরাবে।

¿ গ্রহণের খুৎবার নিয়ম:

সালাম ফিরানোর পর ইমাম সহেবের জন্য একটি খুৎবা দেওয়া সুন্নত। খুৎবাতে তিনি মুসল্লিদেরকে ওয়াজ করবেন এবং তাদের নিকট গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করবেন যেন তাদের অন্তর নরম হয়ে যায়। সাথে সাথে মানুষকে দো'য়া ও এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করার নির্দেশ দিবেন।

عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:خَسَفَتْ الشَّمْسُ في عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَأَطَالَ الْقيَامَ جدًّا ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جدًّا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقيَامَ جدًّا وَهُوَ دُونَ الْقيَام الْأَوَّل ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جدًّا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوع الْأَوَّل ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقيَام الْأَوَّل ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوع الْأَوَّل ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقيَام الْأَوَّل ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوع الْأَوَّل ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْه ثُمَّ قَالَ إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ منْ آيَات اللَّه وَإنَّهُمَا لَا يَنْخَسفَان لمَوْت أَحَد وَلَا لحَيَاته فَإذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّد إنْ منْ أَحَد أَغْيَرَ منْ اللَّه أَنْ يَزْنيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّد وَاللَّه لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثيرًا وَلَضَحكْتُمْ قَليلًا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟». متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলে সালাতের জন্য উঠেন এবং সালাতে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়ানোর পর রুকুতে যান এবং অনেক দীর্ঘ রুকু করার পর রুকু থেকে উঠেন। অত:পর দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। তবে তা প্রথম বারের চেয়ে কম লম্বা ছিল। অত:পর পুনরায় রুকুতে যান এবং দীর্ঘ সময়

রুকুতে থাকেন। তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে কম লম্বা। এরপর সেজদা করেন। অত:পর দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। তবে তা প্রথম বারের চেয়ে কম লম্বা।

অত:পর আবার রুকুতে গেলেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রুকুতে থাকলেন। তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে কম লম্বা। অত:পর রুকু থেকে মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলেন। তবে তা প্রথম বারের চেয়ে কম লম্বা। অত:পর আবার রুকুতে গেলেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রুকুতে থাকলেন। তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে কম লম্বা। অত:পর সেজদা করলেন।

এরপর রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন সালাত সমাপ্ত করলেন তখন সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। অত:পর তিনি মানুষের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিলেন। যাতে আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা বর্ণনা করে বলেন:"নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তা'য়ালার অন্যতম নিদর্শন। আর কোন ব্যক্তির মত্যু বা জন্মের কারণে সূর্য ও চন্দ্রে গ্রহণ লাগে না। অতএব, যখন তোমরা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ দেখবে তখন "আল্লাহু আকবার" বলবে, আল্লাহর নিকট দোয়া করবে, সালাত আদায় ও দান-সদকা করবে। হে মুহাম্মদের উম্মত! কারো দাস বা দাসী জেনা করলে যে রাগান্বিত হয় তার চেয়েও আল্লাহ বেশি রাগান্বিত হন। হে মুহাম্মদের উম্মত! আল্লাহর শপথ! যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি তাহলে অনেক ক্রন্দন করতে ও কম হাসতে। আমি কি আমার দায়িত্ব তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি ?"[১]

¿ গ্রহণের সালাতের কাজা:

১. গ্রহণের নামাজের প্রত্যেক রাকাতের প্রথম রুকু পেলে রাকাত পাওয়া হবে। আর যদি গ্রহণ শেষ হয়ে যায় তবে গ্রহণের নামাজ ছুটে গেলে তা কাজা করার প্রয়োজন নেয়।

২. যদি সালাতে থাকা অবস্থায় সূর্যগ্রহণ শেষ হয়, তাহলে গ্রহণের সালাত সংক্ষেপ করবে। আর যদি গ্রহণের সালাত সমাপ্ত হওয়ার পরেও

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১০৪৪ ও মুসলিম হাঃ নং ৯০১ শব্দ তারই

গ্রহণ শেষ না হয়, তাহলে গ্রহণ সমাপ্ত পর্যন্ত বেশি বেশি দো'য়া, তকবির এবং দান সদকা করবে।

৭- সালাতুল এস্তেস্কা (বৃষ্টির জন্য সালাত)

¿ **এস্তেস্কার অর্থ:** আল্লাহর নিকট বৃষ্টি চেয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে দো'য়া করার নাম।

¿ বৃষ্টির জন্য সালাতের বিধান:

এটা সুন্নতে মুয়াক্কাদা সালাত। এ সালাত যে কোন সময়ে আদায় করা যেতে পরে। তবে উত্তম হল সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উদিত হওয়ার পর (অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়ার ১৫মি: পরে)।

¿ বৃষ্টি সালাতের বিধিবিধানের হেকমত:

জমিন যখন শুকিয়ে যায় এবং বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়, তখন বৃষ্টির সালাত পড়তে হয়। বৃষ্টির সালাতের উদ্দেশ্য জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালার ভয়- ভীতি নিয়ে বিনয়ের সাথে কেঁদে কেঁদে নারী, পুরুষ, শিশু সকলেই খোলা মাঠে একত্রিত হবে। ইমাম সহেব[১] তাদের জন্য নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করবেন যে দিন সকলে বৃষ্টির সালাতের জন্য বের হবে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা বাতাস ইত্যাদির জন্য এ সালাত মসজিদে পড়া জায়েজ আছে।

¿ এস্তেস্কার প্রকার:

বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা জামাতের সাথে বৃষ্টির সালাতের মাধ্যমে হতে পারে যা সর্বোত্তম ও পূরিপূর্ণ। অথবা জুমার সালাতের খুৎবাতে বৃষ্টির জন্য দোয়া হতে পারে। অথবা সালাত ও খুৎবা ব্যতীত বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে পারে।

[فَقُلۡتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارٗا ﴿١٠﴾ ! " # $ %

& ' ( ) * + , - . / Z نوح: ١٠ – ١٢

---

[১] .ইমাম অর্থ- রাষ্ট্রপতি বা তাঁর প্রতিনিধি। তবে কোন রাষ্ট্রে বৃষ্টির সালাতের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থা না থাকলে বড় মসজিদের ইমাম সাহেব বা কোন এলাকার প্রসিদ্ধ আলেম এর দিন নির্ধারণ করবেন।

"অত:পর বলেছি: তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদর উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।" [সূরা নূহ:১০-১২]

¿ বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতের পদ্ধতি:

ইমাম সাহেব মুসল্লিগণকে নিয়ে কোন আজান ও একামত ছাড়াই দুই রাকাত সালাত আদায় করবেন। প্রথম রাকাতে তকবিরে তাহরিমাসহ (নিয়ত বাধাঁর তকবির) মোট সাতটি তকবির দিবেন। অত:পর সশব্দে সূরা ফাতিহা এবং অপর একটি সূরা পাঠ করবেন। এরপর রুকু ও সেজদা করবেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে অতিরিক্ত পাঁচটি তকবির দিবেন (দাঁড়ানোর তকবির ব্যতীত)। অত:পর পূর্বের ন্যায় সশব্দে সূরা ফাতিহা ও অপর একটি সূরা পাঠ করবে। দুই রাকাতের শেষে বৈঠক করে সালাম ফিরাবেন।

¿ বৃষ্টির সালাতের খুৎবার সময়:

সুন্নত হলো ইমাম সালাতের পূর্বে একটি খুৎবা দিবেন।

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ:رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَــوْمَ خَــرَجَ يَسْتَسْقِي قَالَ: فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. متفق عليه.

১. আব্বাদ ইবনে তামীম থেকে বর্ণিত তিনি তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী [ﷺ] যে দিন এস্তেস্কার জন্য বের হন সেদিন তাঁকে দেখেছি। তিনি বলেন, নবী [ﷺ] তাঁর পিঠকে মানুষের দিকে ফিরিয়ে কিবলামুখী হয়ে দোয়া করতে লাগলেন। অত:পর তিনি তাঁর চাদর পরিবর্তন করলেন। এরপর তিনি [ﷺ] আমাদেরকে নিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন যাতে তিনি স্বশব্দে কেরাত করেন।[১]

---

[১]. বুখারী হা: নং ১০২৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৮৯৪

عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ ﷺ وَحَمِدَ اللهَ عز وجل، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُـــمْ شَكَوْتُـــمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ..» ... ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. أخرجه أبو داود.

২. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] সূর্য উঠার সময় বের হন। এরপর মেম্বারের উপরে বসেন। অত:পর তিনি তকবির বলেন ও আল্লাহর প্রশংসা করেন। এরপর বলেন: তোমরা তোমাদের দেশে দুর্ভিক্ষের সম্যসার অভিযোগ করছ-------। অত:পর তিনি [ﷺ] মানুষের অভিমুখী হলেন এবং মেম্বার থেকে নেমে দুই রাকাত সালাত পড়ালেন।[১]

¿ এস্তেস্কার খুৎবার পদ্ধতি:

ইমাম সাহেব সালাতের পূর্বে দাঁড়িয়ে একটি খুৎবা প্রদান করবেন। খুৎবায় আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং কতবির পড়বেন ও ক্ষমা চাইবে। আর হাদীসে যা সাব্যস্ত তার মধ্য হতে বলবে যেমন:

«إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِه عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ:﴿الْحَمْدُ لِلَّـــهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اللَّهُـــمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ». أخرجه أبو داود.

"আপনারা আপনাদের দেশে অনাবৃষ্টিতে ভুগছেন এবং সময়মত বৃষ্টি পাচ্ছেন না। আল্লাহ আপানাদেরকে আদেশ করেছেন তার নিকট দো'য়া করার জন্য এবং ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আপনাদের দো'য়া কবুল করবেন।" অত:পর ইমাম সাহেব বলবেন:"আল হামদুলিল্লাাহি রব্বিল 'আলামীন। আররহমাানির রাহীম। মাালিকি ইয়াওমিদ্দীন। লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু ইয়াফ'আলু মাা ইউরীদ, আল্লাাহুম্মা আন্তাল্লাাহু লাা ইলাাহা

---

[১]. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হা: নং ১১৭৩

ইল্লাা আন্তাল গানিইয়ু ওয়া নাহনুল ফুক্বরাা' আনজিল 'আলাইনাল গাইছ, ওয়াজ'আল মাা আনজালতা লানাা কুওয়্যাতান ওয়া বালাাগান ইলা হীন।"

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু। যিনি হাশরের দিনের মালিক। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। হে আল্লাহ! আপনি আল্লাহ, আপনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেয়। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। আমরা সবাই আপনার মুখাপেক্ষী। আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। আর আপনি যে বৃষ্টি দিবেন তা শক্তিতে রুপান্তরিত করুন এবং তা আমাদের প্রয়োজন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী করুন।"[১]

«اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ».متفق عليه.

"আল্লাাহুম্মা আগিছনাা, আল্লাাহুম্মা আগিছনাা, আল্লাাহুম্মা আগিছনাা।"[২]

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের উপকারী বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদের উপকারী বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদের উপকারী বৃষ্টি দান করুন।

«اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا ».أخرجه البخاري.

"আল্লাাহুম্মাস্‌ক্বিনাা, আল্লাাহুম্মাস্‌ক্বিনাা, আল্লাাহুম্মাস্‌ক্বিনাা।"

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন।"[৩]

«اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا، مُغِيثًا، مَرِيئًا، مَرِيعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ».أخرجه أبوداود.

"আল্লাাহুম্মাসক্বিনাা গাইছান মুগিছান মারীয়ান নাাফী'য়ান, গাইরা য-ররিন, 'আাজিলান গাইরা আাজিল।"

[১]. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ১১৭৩

[২] বুখারী হাঃ নং ১০১৪ মুসলিম হাঃ নং ৮৯৭

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৮০১৩

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দান করুন, যা ফলপ্রসূ, উৎপাদনশীল, উপকারী, কোন প্রকারের ক্ষতি করে না, বিলম্ব না করে জলদি দান করুন।"[১]

«اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ». أخرجه مالك وأبو داود.

"আল্লাহুম্মাসক্বি 'ইবাাদাকা ওয়া বাহাায়িমাক, ওয়ানশুর রহমাতাক, ওয়াআহ্য়ি বালাদাকাল মাইয়িত।"[২]

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদের জন্য ও প্রাণীদের জন্য বৃষ্টি দান করুন এবং আপনার রহমত বিলিয়ে দিন। আপনার মৃত দেশকে জীবিত করুন।"

সুন্নত হলো ইমাম সাহেব তাঁর দুই হাত উত্তোলন করবে এবং সকল মানুষ তাদের হাত উত্তোলন করবেন। আর সকলে ইমামের খুৎবার মাঝে দোয়াতে আমীন আমীন বলবে।

¿ বৃষ্টি বর্ষণ হলে কি বলবে:

১. বৃষ্টি তার প্রতিপালকের নিকট হতে আসে তাই বৃষ্টিপাত হলে, শরীরের কিছু অংশের পোশাক উঠিয়ে সে অংশে বৃষ্টির পানি লাগানো সুন্নত। এ সময় নিম্নের দো'য়াটি পাঠ করবে:

«اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ».أخرجه البخاري.

"আল্লাহুম্মা স্বইয়িবান নাাফি'আা।"[৩]

অর্থ: হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন।

২. বৃষ্টিপাতের পরে বলবে:

«مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ».متفق عليه.

"মুত্বিরনাা বিফাযলিল্লাাহি ওয়া রহমাতিহ্।"[১]

---

[১]. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ১১৭৩

[২]. হাদীসটি হাসান, মুয়াত্তায় মালিক হাঃ নং ৪৪৯, আবু দাউদ হাঃ নং ১১৭৬ শব্দ তারই

[৩] . বুখারী হাঃ নং ১০৩২

অর্থ: আল্লাহর ফজলে ও তাঁর রহমতে আমরা বৃষ্টি পেয়েছে।
৩. যদি বৃষ্টি বর্ষণ বেশি হয় এবং তাতে ক্ষতির আশংকা বোধ হয়, তাহলে নিম্নের দো'য়াটি পড়া সুন্নত:

«اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ ».متفق عليه.

“আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনাা ওয়ালাা 'আলাইনাা, আল্লাাহুম্মা 'আলাল আাকাামি, ওয়াল জিবাালি, ওয়াযযিরাবি, ওয়াল আওদিয়াতি, ওয়া মানাাবিতিশ শাজার।”
হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! টিলা, পাহাড়, উচুঁ উপত্যকা ও জঙ্গলের উপর বর্ষণ করুন।”[২]

¿ খুৎবার পর যা করবে:

ইমাম খুৎবা সমাপ্ত করার পর কিবলার দিকে ফিরে দো'য়া করবেন। অত:পর নিজ চাদর উল্টাবেন। চাদরের ডান পাশ বাম পাশে করে দিবেন এবং সকল মানুষ হাত উঠিয়ে দো'য়া করবেন। অত:পর ইমাম সাহেব মানুষদের সাথে পূর্বের নিয়মে বৃষ্টি প্রার্থনার দুই রাকাত সালাত আদায় করবেন।

[১]. বুখারী হাঃ নং ১০৩৮ ও মুসলিম হাঃ নং ৭১

[২]. বুখারী হাঃ নং ১০১৩ হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর, মুসলিম হাঃ নং ৮৯৭

৮- চাশতের সালাত

¿ চাশতের সালাত সুন্নত: ইহা কমপক্ষে দুই রাকাত এবং বেশির কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেয়।

¿ চাশতের সালাতের সময়:

সূর্য একটি বল্লমের সমান তথা এক মিটার (সূর্য উদয়ের প্রায় ১৫ মিনিট পর) উঁচু হওয়ার পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত চাশতের সালাতের সময়। তবে এর সর্বোত্তম সময় হল গরম খুব বেশি হয়ে বালির উপরে উটের বাচ্চা যখন গরম অনুভব করে।

¿ চাশতের সালাতের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে তিনটি অসিয়ত করেছেন: প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা, চাশতের দুই রাকাত সালাত কায়েম করা এবং ঘুমানোর আগে বিতর সালাত আদায় করে নেওয়া।"[১]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى».أخرجه مسلم.

২. আবু যার [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "সকালে তোমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সদকা করা আবশ্যক। প্রতিটি তসবিহ (সুবহানাল্লাহ) সদকা, প্রতিটি প্রশংসা (আলহামদু লিল্লাহ) সদকা, প্রতিটি তাহলীল (লাা ইলাাহা

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৯৮১ ও মুসলিম হাঃ নং ৭২ ১ হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর

ইল্লাল্লাাহ) সদকা, প্রতিটি তকবির (আল্লাহু আকবার) সদকা, সৎকাজের আদেশ দেওয়া সদকা, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা করা সদকা। আর এগুলোর পরিবর্তে যথেষ্ট হবে মাত্র চাশতের দুই রাকাত সালাত।"[১]

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنْ الضُّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الــصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« صَــلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ ».أخرجه مسلم.

৩. জায়েদ ইবনে আরকাম [ﷺ] কিছু মানুষকে চাশতের সালাত আদায় করতে দেখে বললেন: এরা কি জানে না যে, এ সালাত এ সময় ছাড়া অন্য সময় উত্তম। নিশ্চয় রসূলুল্লাহ বলেন:"সালাতুল আওয়াবীনের (চাশতের সালাতের উত্তম) সময়, যখন উটের বাচ্চা বালির উত্তাপ অনুভব করে তখন।"[২]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৭২০, মুসলিমের অপর হাদীসে এসেছে যে, আদম সন্তানের প্রত্যেক মানুষকে ৩৬০ টি গিরা বিশিষ্ট সৃষ্টি করা হয়েছে। অনুবাদক

[২]. মুসলিম হা: নং ৭৪৮

৯- এস্তেখারার সালাত

¿ **এস্তেখারা:** ওয়াজিব বা উত্তম কিছু কাজে সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট কোনটাতে মঙ্গল আছে তার নির্বাচনের আবেদন করাকে এস্তেখারা বলা হয়।

¿ **এস্তেখারার বিধান:**

এস্তেখারার নামাজ সুন্নত, যার রাকাত সংখ্যা দুই। এস্তেখারার দো'য়া নামাজের সালাম ফিরানোর আগেও হতে পারে পরেও হতে পারে। তবে সালামের আগেই সর্বোত্তম।

একাধিকবার বিভিন্ন সময়ে এস্তেখারা করা বৈধ আছে। আর এমন কাজ করবে যার দ্বারা তার অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায় যা এস্তেখারার পূর্বে তার অন্তরে হত না।

এস্তেখারা (বাছাইয়ের আবেদন) ও এস্তেশারা (পরামর্শ চাওয়া) হবে ঐ ব্যক্তির জন্য যে কোন হারাম বা মকরুহ নয় এমন ব্যাপারে চিন্তিত অবস্থায় আছে, এমন ব্যক্তির জন্য এস্তেখারা ও এস্তেশারা (পরামর্শ) উত্তম। এস্তেখারা ও এস্তেশারা করা মুস্তাহাব। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট হতে এস্তেখারা (বাছাইয়ের আবেদন) করবে এবং কোন ভাল মানুষের সাথে এস্তেশারার তথা পরামর্শ করবে, সে কখনও লজ্জিত হবে না।

আর এস্তখারা হবে এস্তেশারার পূর্বে। যদি এস্তেখারাতে বিষয় সুস্পষ্ট না হয়, তবে এরপর ইস্তেশারা করবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

ﭐﱡ Z K J I H G E D C B A ? > = [

عمران: ١٥٩

"এবং আপনি তাদের (সাহাবীদের সাথে) কাজ-কর্মে পরামর্শ করুন। আর যখন (কোন কাজের জন্য) দৃঢ় ইচ্ছা বা সংকল্প পোষণ করবেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদেরকে ভালবাসেন।" [সূরা আল-ইমরান: ১৫৯]

¿ এস্তেখারার নিয়ম:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُــولُ: « إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّــي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْــدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِــي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِــي فِــي دِينِــي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْــرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ». أخرجه البخاري.

জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] আমাদেরকে সকল বিষয়ে এমনভাবে এস্তেখারা করার শিক্ষা দান করতেন যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। নবী [ﷺ] বলেন:"যখন তোমাদের কেউ কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে চিন্তায় পড়ে তখন সে যেন দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করে বলে:

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসতাখীরুকা বি'ইল্‌মিক, ওয়া আসতাক্বদিরুকা বিকুদরাতিক, ওয়া আসআলুকা মিন ফাযলিকাল আজীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালাা আক্বদির, ওয়া তা'লামু ওয়ালাা আ'লাম, ওয়া আন্তা আল্লাামুল গুয়ূব, আল্লাহুম্মা ইন্ কুন্‌তা তা'লামু আন্না হাাজাল আম্‌রা (এখানে প্রয়োজনের নাম বলবে) খইরুন লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আশী ওয়া আাক্বিবাতি আম্‌রী (অথবা বলেন: ফী 'আাজিলি আমরী ও আাজিলিহ্) ফাক্বদুরহু লী। ওয়া ইন কুন্‌তা তা'লামু আন্না হাাযাল আম্‌রা (এখানে প্রয়োজনের নাম বলবে) শাররুন লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আশী ওয়া আাক্বিবাতি আম্‌রী (অথবা তিনি বলেন: ফী 'আাজিলি আম্‌রী ওয়া আাজিলিহ্) ফাসরিফহু 'আন্নী ওয়াসরিফনী 'আনহু, ওয়াক্বদুর লিইয়াল

খইরা হাইছু কানা ছুম্মা আরযিনী।" দোয়ার সময় নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞান করণে আপনার নিকট সিদ্ধান্ত তলব করার প্রার্থনা করছি (এ কাজের জন্য) এবং (এ ব্যাপারে) আপনার নিকট শক্তি প্রার্থনা করছি (এ কাজের জন্য) এবং (এ ব্যাপারে) আপনার ফজল ও করুণা চাচ্ছি; কেননা, এর শক্তি আপনার আছে কিন্তু আমার নেয় এবং আপনি (এর ভাল-মন্দ) জানেন। আমি জানি না; কারণ আপনি সকল গায়েবের (অদৃশ্যের) সার্বিক জ্ঞানের অধিকারী। হে আল্লাহ! যদি আপনার জ্ঞানে থাকে যে, এ কাজটি আমার দ্বীন, জীবন ও আখেরাতের ব্যাপারে মঙ্গলময় হবে, (অথবা তিনি বলেন: আমার দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে মঙ্গলজনক হবে) তা হলে তা আমার জন্য সহজ ক'রে দাও। আর যদি আপনার জ্ঞানে এমন থাকে যে, এ কাজটি আমার দীন, জীবন ও আখেরাতের জন্য (অথবা তিনি বলেন: আমার দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য) অমঙ্গল হবে, তাহলে সেটি আমার থেকে দূর ক'রে দাও এবং আমাকেও তা থেকে সরিয়ে দাও। আর মঙ্গল যখন যেখানেই থাকুক না কেন তা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং সেই মঙ্গলের উপর আমাকে রাজি ক'রে দাও। এ দু'আ করার সময় "হাযাল আমারা)-এর পরে নিজের প্রয়োজনের নাম উল্লেখ করবে।"[১]

[১] .বুখারী হাঃ নং ৬৩৮২

এবাদত

৩-জানাজা অধ্যায়

এতে রয়েছে:

قال الله تعالى:

(قُلۡ ´ µ ¶ ۡ مِنۡهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمۡۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ
إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ﴿٨﴾)

[الجمعة/٨]

আল্লাহর বাণীঃ

“বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন কর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখামুখি হবে। অত:পর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে।” [সূরা জুমু‘আ: ৮]

৩- জানাজা অধ্যায়

১- বিপদ-আপদের সময় দূরদর্শিতা

¿ **মুসিবত তথা বিপদ-আপদের সূক্ষ্ম বুঝঃ**

জীবন, মাল-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও পৃথিবীতে যেসব বিপদ-আপদ পৌঁছে তা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার ফয়সালা ও নির্দিষ্টকরণ। এর জ্ঞান মহান আল্লাহর পূর্বে থেকেই রয়েছে, তাঁর কলম তা লিখেছে , তাঁর ইচ্ছা তা বাস্তাবায় করেছে, তাঁর হিকমত তা চেয়েছে। আর তিনি যা বিলম্বিত করেন তা কেউ এগিয়ে নিতে পারে না। আর যা তিনি এগিয়ে নেন তা কেউ বিলম্বিত করতে পারে না।

? > = < : 9 8 7 6 4 3 2 1 0 / . [

@ Z التغابن: ١١

"যাকিছু মুসিবত পৌঁছে তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে। আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, তিনি তার অন্তরকে হেদায়েত দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।" [সূরা তাগাবুন:১১]

আর সকল মুসিবত ও নেয়ামত এবং এ জগতের প্রতিটি জিনিস সমস্ত সৃষ্টিররাজির সৃষ্টিরও ৫০ হাজার বছর পূর্বে লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

] مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ © فِي كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ

إِنَّ ذَٰلِكَ ´ µ ¶ ¸ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ

ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ Z الحديد: ٢٢ – ٢٣

"পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও

তজ্জন্যে দু:খিত না হও। আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" [সূরা হাদীদ:২২-২৩]

উর্ধ্ব জগত ও নিম্ন জগতের সবকিছুই একমাত্র আল্লাহর গোলাম। তারা সকলে তাঁরই পরিচালনাধীন এবং তাঁরই এচ্ছার দিকে দ্রুত ধাবিত। অতএব, আল্লাহ দয়াময় যখন আমাদেরকে তাঁর ইচ্ছামত বিপদ-আপদ দ্বারা পরীক্ষা করেন তখন মালিক তাঁর গোলামদের মাঝে ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। তাই তাঁর ফয়সালা ও নির্দিষ্টকরণে কোন প্রকার প্রতিবাদ ও আপত্তি করা যাবে না।

[ê ë ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ Î Ï ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ Ô قَدِيرُۢ ﴿١٢٠﴾ Z المائدة: ١٢٠

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ও এ দুয়ের মাঝে সবকিছুই একমাত্র আল্লাহর জন্য। আর তিনি সবকিছুর প্রতি ক্ষমতাবন।" [সূরা মায়েদা:১২০]

আর দুনিয়া পরীক্ষা ও বালা-মুসিবতের জগত। বিশেষ করে প্রিয়জনদের মৃত্যু যেমন বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন ও কলিজার কুটরা সন্তান-সন্ততি। আর আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি মুসিবতগ্রস্ত মুসলিমকে তার ক্ষতিপূরণ করে দেন। তাই তিনি মুসিবতের সওয়াব অধিক করেছেন যার প্রতিদান বান্দাকে দিয়ে থাকেন। এ ছাড়া তিনি তাকে তার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণ, তাঁর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি থাকার এলহাম (অন্তরে অনুপ্রেরণা দান) করেন। আর মুসিবতের বদলায় উত্তম জিনিস দান করেন। এ ব্যতীত যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে তার জন্য বান্দার অন্তরকে খুলে দেন ও তার মুসিবতকে ঠাণ্ডা করে দেন।

c b a _ ^] \ [Z Y X W V [

d e Z التوبة: ٥١

"বলুন, আল্লাহ আমাদের জন্যে যা লিখেছেন তা ছাড়া আর কিছুই আমাদেরকে স্পর্শ করে না। তিনিই আমাদের মাওলা (অভিভাবক)। আর মুমিনগণ আল্লাহরই উপর ভরসা কর।" [সূরা তাওবা:৫১]

হে মুসিবতগ্রস্তরা অল্লাহ তা'য়ালা আপনাদেরকে উত্তম সান্ত্বনা এবং মুসিবতের ক্ষতিপূরণ দান করুন। এ ছাড়া আপনাদের গোনাহসমূহ মাফ করুন এবং যাদেরকে হারিয়েছন তাদের সঙ্গে জান্নাতুল ফেরদাউসের উঁচুস্থানে একত্রিত করুন। অতএব, সবর করুন এবং আল্লাহ তাঁর সবরকারী বান্দাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন তার সুসংবাদ গ্রহণ করুন। মনে রাখতে হবে যে, রিজিক বণ্টকৃত, শ্বাসপ্রশ্বাস নির্দিষ্ট ও বয়স নির্ধারিত।

] وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَاۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ﴿١١﴾ Z المنافقون: ١١

"যার মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে তাকে কক্ষনো দেরী করা হবে না। আল্লাহ তোমরা যাকিছু কর তা সবই অবগত।" [সূরা মুনাফিকূন:১১]

Ø সবরকারীদেরকে সুসংবাদ দিনঃ

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন অর্থাৎ–আমরা একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই দিকে আমরা প্রত্যাবর্তন করব; যাতে করে তিনি প্রতিটি আমলকারীকে তার আমলের প্রতিদান দেন। অতএব, দৃঢ় হন ও সবর করুন এবং সওয়াবের আশা করুন; তবে দুনিয়াতে সুখী হবেন এবং আখেরাতে অধিক সওয়াব পাবেন। এ ছাড়া প্রতিপালকের আপনার প্রতি সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর সঙ্গতা ও ভালবাসায় ধন্য হবেন।

; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 [

I H G F E D C B A @ ? > = <

البقرة: ١٥٥- ١٥٧ Z S R Q P N M L K J

"আর অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, জানমালে ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের–যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় সবাই আল্লাহ জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তারা সে সমস্ত লোক, যাতের প্রতি আল্লাহ অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত।" [সূরা বাকারা:১৫৫-১৫৭]

Ø সবরকারীদেকে সুসংবাদ দিনঃ

] قُلْ يَـٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِى هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ â
وَٰسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ç è é ê ë Z الزمر: ١٠

"বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।" [সূরা জুমার:১০]

Ø সবরকারীদেকে সুসংবাদ দিনঃ

] وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى © ﴿٤٥﴾ Z البقرة: ٤٥

"তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যেমে সাহায্য তালাশ কর। আর নিশ্চয় সালাত ভয়কারীদের ছাড়া অন্যদের প্রতি বড় কঠিন।" [সূরা বাকারা:৪৫]

Ø সবরকারীদেকে সুসংবাদ দিনঃ

] { ~ نَّبِىٍّ قَـٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا۟ لِمَآ أَصَابَهُمْ © سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا۟
وَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ´ µ Z آل عمران: ١٤٦

"আর বহু নবী ছিলেন; যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জেহাদ করেছে; আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।" [সূরা আল-ইমরান:১৪৬]

Ø সবরকারীদেকে সুসংবাদ দিনঃ

U T S R Q P N M L K I H G[
Z X W V النحل: ٩٦

"তোমাদের কাছে যা আছে নি:শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, কখনও তা শেষ হবে না। যারা সবর করে, আমি তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দেব তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদানস্বরূপ যা তারা করত।"
[সূরা নাহ্ল: ৯৬]

¿ সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত মানুষঃ

সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত মানুষ হলো নবী-রসূলগণ। এরপর যারা যত শ্রেষ্ঠতর। মুমিন তাঁর দ্বীনের মজবুত অনুযায়ী পরীক্ষিত হবে। অতএব, যার দ্বীন যত শক্ত হবে তার বালা-মুসিবতও ততো শক্ত হবে। আর যার বালা-মুসিবত যত কঠি হবে তার সওয়াবও হবে ততো বড়। আর নবী-রসূলগণ ও নেক লোকদের কঠিন পরীক্ষার কারণ হলোঃ যদি তাদের বিপদ-আপদ না হয়, তবে মানুষ তাদের মাঝে উলুহিয়্যাতের (উপাসরার যোগ্য) ধারণা করবে। এ ছাড়া বিপদে মানুষের জন্য সবুর করা সহজ হবে এবং যার বিপদ কঠিন সে আল্লাহর নিকট বেশি কাকুতি-মিনতি করবে। আর যে আল্লাহর বেশি নৈকঠ্যশীল তার ততো বড় কঠিন পরীক্ষা; যাতে করে তার সওয়াব বেশি ও বড় এবং পরিপূর্ণ হয়।

আর ধৈর্য ঈমানের সবচেয়ে বড় ফল; কারণ ইহা নফ্সের প্রতি কঠিন। কেননা এতে রয়েছে নফ্সের সাথে মুজাহাদা তথা সাধনা ও সংগ্রাম এবং সে যা চায় তা থেকে বারণ। তাই তো সবুর আলো। আর মুমিন নারী-পুরুষের সর্বদা বালা-মুসিবত আসতেই থাকে এমনকি সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে পাপমুক্ত হয়ে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ © يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ ´ µ ¶ ¸ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾ Z البقرة: ٢١٤

"তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হেয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।" [সূরা বাকারা:২১৪]

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: « مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ». متفق عليه.

২. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] এবং আবু হুরাইরা [ﷺ]থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"মুসলিম ব্যক্তির প্রতিটি দু:খ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও বিপদ-আপদ এমনকি একটি কাঁটা ফুটলেও আল্লাহ তার দ্বারা তার পাপ মিটিয়ে দেন।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى:« مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ». أخرجه البخاري.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:"আমার মুমিন বন্দার দুনিয়ার প্রিয় ব্যক্তিকে যখন আমি কবজ করি, আর সে সওয়াবের আশা করে, তার জন্যে রয়েছে জান্নাত।"[২]

عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ: « الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِه فَإِنْ كَانَ فِي دِينِه صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِه رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِه فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْه مِنْ خَطِيئَةٍ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

৪. সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললাম, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা কাদের? তিনি [ﷺ] বললেন:"নবী-রসূলগণ, অত:পর যেযত নেক। বান্দা তার দ্বীন অনুযায়ী পরীক্ষিত হবে। অতএব, যার দ্বীন শক্ত তার পরীক্ষাও শক্ত হবে, আর যার দ্বীন দুর্বল তার পরীক্ষাও তার দ্বীন অনুপাতে হবে। আর

[১]. বুখারী হ: নং ৫৬৪১ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ২৫৭৩
[২]. বুখারী হা: নং ৬৪২৪

বান্দার পরীক্ষা হতেই থাকবে, এমনকি সে জমিনের উপর পাপমুক্ত হিসেবে চলতে থাকবে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا يَـــزَالُ الْبَلَـــاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْـــهِ خَطِيئَـــةٌ ».

أخرجه الترمذي.

৫. আবু হুরাইর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "সর্বদা মুমিন নারী-পুরুষের জীবনে, সন্তান-সন্ততিতে ও মালে বালা-মুসিবত আসতেই থাকে। এমনকি সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে যখন তার উপরে কোন পাপ থাকে না।"[২]

¿ সবুরের ফজিলত:

মুমিন সর্বদা তাঁর পালনকর্তার কাছে সুস্থতা কামনা করবে এবং তাঁর নিকট বালা-মুসিবত চইবে না। এরপরও যদি বিপদ-আপদ চলে আসে, তবে সবুর করবে এবং এর প্রতি তাঁর পালনকর্তার নিকট সওয়াবের আশা রাখবে। নিশ্চয় যারা সবুর করে এবং নিজের নফ্সকে সবুরের প্রশিক্ষণ দেয়, আল্লাহ তাদেকে ধৈর্যধারণ করার তওফিক দান করেন এবং সাহায্য করনে ও তাদের প্রতি সন্তুষ্টি হয় ও তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَٱصۡبِرۡ وَمَا صَبۡرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِۚ وَلَا تَحۡزَنۡ عَلَيۡهِمۡ وَلَا تَكُ فِي ضَيۡقٖ مِّمَّا يَمۡكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ ﴿١٢٨﴾ Z النحل: ١٢٧ – ١٢٨

"আপনি সবুর করবেন। আপনার সবুর আল্লাহর জন্য ব্যতীত নয়, তাদের জন্যে দু:খ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেজগার এবং সৎকর্ম করে।" [সূরা নাহ্ল:১২৭-১২৮]

[১]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হা: নং ২৩৯৮ ইবনে মাজাহ হা: নং ৪০২৩ শব্দ তাঁরই

[২]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হা: নং ২৩৯৯

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

] قُلۡ يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡۚ لِلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٞۗ وَأَرۡضُ â
وَٰسِعَةٌۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ç è é ê ë Z الزمر: ١٠

"বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারা তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।" [সূরা জুমার:১০]

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: « مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِه اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ». متفق عليه.

৩. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"আমার নিকট কোন মাল থাকলে তা তোমাদেরকে না দিয়ে মজুদ করে রাখি না। যে ব্যক্তি নিজেকে পবিত্র রাখতে চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন। আর যে পর নির্ভলশীল হতে নিজেকে বাঁচায় আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত করনে। আর যে সবুর করার চেষ্টা করে আল্লাহ তাকে সবুর দান করেন। আর কোন ব্যক্তিকে সবুরের চাইতে কল্যাণকর ও ব্যপক আর কিছুই দেয়া হয় না।"[১]

عَنْ عَبْد اللَّه بن مسعود ﷺ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَديدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَان منْكُمْ قَالَ فَقُلْتُ ذَلكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« أَجَلْ»

---

[১]. বুখারী হা: নং ১৪৬৯ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ১৫০৩

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَا منْ مُسْلمٍ يُصيبُهُ أَذًى منْ مَرَضٍ فَمَا سوَاهُ إلَّا حَطَّ اللَّهُ بِه سَيِّئَاته كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ». متفق عليه.

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট প্রবেশ করি। এ সময় তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে আমার হাত দ্বারা স্পর্শ করে বলি: হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো রোগের প্রকোপে রয়েছেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"হ্যাঁ, আমি তোমাদের দু'জনের মতই রোগের প্রকোপে পড়ি।" আমি বললাম: এতো আপনার জন্যে বুঝি দ্বিগুণ সওয়াব। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:" হ্যাঁ, অত:পর বলেন:"যে মুসলিম ব্যক্তিকে কোন রোগ ইত্যাদি বিপদ পৌঁছে, তার মাধ্যমে তার পাপ ঝরে যায় যেমন গাছ তার পাতাকে ঝড়াই।"[1]

আল্লাহ তা'য়ালা যার কল্যাণ চান তাকে বিভিন্ন মুসিবতে ফেলেন; যা তাকে তাঁর প্রতিপালককে, মৃত্যুকে, তওবা করাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ছাড়া এর দ্বারা তার মর্যাদা উঁচু করে দেন এবং গোনাহ মাফ ও সওয়াব বাড়িয়ে দেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

c ba ` _ ^] \ [Z Y X W V [

Z e d التوبة: ٥١

"বলুন, আল্লাহ আমাদের জন্যে যা লিখেছেন তার ছাড়া আর কিছুই আমাদেরকে স্পর্শ করে না। তিনিই আমাদের মাওলা (অভিভাবক)। আর মুমিনগণ আল্লাহরই উপর ভরসা কর।" [সূরা তাওবা:৫১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِه خَيْرًا يُصِبْ منْهُ ». أخرجه البخاري.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে বিপদে ফেলেন।"[2]

---

[1]. বুখারী হা: নং ২৬৪৭ মুসলিম হা: নং ২৫৭১ শব্দ তারই

[2]. বুখারী হা: নং ৫৬৪৫

আর মুমিনের সুখে-দু:খে প্রতিটি ব্যাপারই কল্যাণকর; তার জন্য তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সম্মান ও নসিহত স্বরূপ।

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ». أخرجه مسلم.

১. সুহাইব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"মুমিনের বিষয়টি আশ্চর্য জনক; তার প্রতিটি বিষয় কল্যাণকর। আর ইহা মুমিন ছাড়া অন্য কারো জন্য নয়। যদি তাকে কোন আনন্দকর জিনিস স্পর্শ করে, তবে সে কৃতজ্ঞা প্রকাশ করে যা তার জন্যে কল্যাণকর। আর যদি তাকে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করে, তবে সবুর করে যা তার জন্য মঙ্গলকর।"[১]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ { إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ } اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا». أخرجه مسلم.

২. উম্মে সালামা [রাযিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যে মুসলিম ব্যক্তির কোন মুসিবত পৌঁছে আর সে বলে: 'ইন্নাা লিল্লাাহি ওয়া ইন্নাা ইলাইহি র–জি'উন, আল্লাাহুম্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফ লী খাইরান মিনহাা' তবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ওর পরিবর্তে উত্তম দান করবেন।"[২]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَا مِنْ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ». أخرجه البخاري.

---

[১]. মুসলিম হা: নং ২৯৯৯

[২]. মুসলিম হা: নং ৯১৮

৩. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেন:“যে কোন মুসলিম ব্যক্তির নাবালোক তিনিটি সন্তান মারা যাবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কৃপায় ওদের পরিবর্তে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।”[১]

¿ বৈধ সবুরের প্রকারঃ

বৈধ সবুর তিন প্রকারঃ

আনুগত্যের প্রতি সবুর করা। পাপের কাজ ছাড়ার প্রতি সবুর করা। আল্লাহ কর্তৃক ভাগ্যের নির্দিষ্ট যে সকল দু:খ জনক জিনিস ঘটে তার প্রতি সবুর করা। আর যে ব্যক্তি এই তিন প্রকার সবুর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করবে সেই তো প্রকৃত সবুরকারী। আর যে সবুরের শর্তসমূহ পূর্ণ করে সেই তো তাঁর দানশীল আল্লাহর বিশাল সওয়াব হাসিল করবে।

যে সকল শর্ত দ্বারা সবুরকারী উপকারী হবে সেগুলো তিনটি:

প্রথমটি: এখলাস তথা একমাত্র আল্লাহর জন্য সবুর করা।

T S R Q P O N M L K J I [

الرعد: ٢٢ Z \ [Z Y X W V U

“আর যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্যে সবুর করে, সালাত কায়েম করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল করে, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের গৃহ।” [সূরা রা'দ:২২]

দ্বিতীয়টি: মানুষকে তার অবস্থার কোন অভিযোগ না করা বরং অভিযোগ তাঁর পালনকর্তার নিকটেই করা।

] قَالَ إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّي وَحُزۡنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعۡلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٨٦﴾ Z

يوسف: ٨٦

“তিনি (ইয়াকুব ﷺ) বলেন: আমি তো আমার দু:খ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তা তোমরা জান না!” [সূরা ইউসুফ:৮৬]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১২৪৮

তৃতীয়টিঃ সময়ের মধ্যেই সবুর হতে হবে তার সময় শেষ হয়ে না।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“প্রকৃত সবুর তো হলো প্রথম চটেই।”[১]

¿ মুসিবতের সময় সবুর করার বিধানঃ

মুমিন ব্যক্তির যখন কোন মুসিবত পৌঁছে তখন সে বিশাল সওয়ার অর্জনের জন্য সবুর করে এবং তাঁর প্রতিপালকের প্রশংসা করে; কারণ ইহা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্যে নসিহত। সে ইহা দূর করতে চাইলে আল্লাহর কাছেই অভিযোগ করে এবং তার নিকট মিনতি সহকারে দোয়া করে যা আল্লাহ পছন্দ করেন। আর এর মাঝেই রয়েছে তাওহীদের এখলাস ও বাধ্যতার সত্যতা এবং তাড়াতাড়ি কবুলের সম্ভবনা।

< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 [

J I H G F E D C ¦ A @ ? > =

الأنبياء: ٨٣ – ٨٤ Z L K

“আর স্মরণ করুন আইয়ূবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিল: আমি দু:খ-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। অত:পর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দু:খ-কষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত; আর এটা এবাদতকারীদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ।” [সূরা আম্বিয়া:৮৩-৮৪]

বৈধ ক্রন্দন ও জায়েজ চিন্তা-ভাবনা করা। আর তা হলোঃ আল্লাহর নির্দিষ্টকৃত ভাগ্যের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করে চোখে অশ্রু ঝরানো ও

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১২৫২ মসুলিম হাঃ নং ৯২৬ শব্দ তাঁরই

অন্তরকে নরম করা। আর ইহা ঘটেছিল পরিপূর্ণ সৃষ্টি আমাদের নবী মুহাম্মদ [ﷺ]-এর জীবনে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« وُلدَ لي اللَّيْلَـةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ باسْمِ أَبي إبْرَاهيمَ ثُمَّ دَفَعَهُ إلَى أُمِّ سَيْف امْرَأَة قَيْنٍ يُقَالُ لَـهُ أَبُـو سَيْف فَانْطَلَقَ يَأْتيه وَاتَّبَعْتُهُ فَانْتَهَيْنَا إلَى أَبي سَيْف وَهُوَ يَنْفُخُ بكيره قَدْ امْتَلَأَ الْبَيْتُ دُخَانًا فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا أَبَا سَيْف أَمْسكْ جَاءَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَمْسَكَ فَدَعَا النَّبيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بالصَّبيِّ فَضَمَّهُ إلَيْه وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ فَقَالَ أَنَسٌ لَقَـدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَكيدُ بنَفْسه بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ إلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَاللَّه يَا إبْرَاهيمُ إنَّا بكَ لَمَحْزُونُونَ». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"আজ রাত্রে আমার একজন ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আমি তার নাম আমার মহাপিতা ইবরাহীমের নামে নাম রাখি। অত:পর তাঁকে আবু সাইফ একজন কামারের স্ত্রী উম্মে সাইফের নিকট প্রতিপালনের জন্য দেন। এরপর নবী [ﷺ] ইবরাহীমকে দেখার জন্য যান আর আমিও তার সাথে যাই। আমরা আবু সাইফের কাছে পৌঁছলে দেখি, সে তার হাফর চালাতেছে এবং বাড়ি ধোয়ায় ভরপুর হয়ে গেছে। আমি দ্রুত নবী [ﷺ]-এর আগেই আবু সাইফকে রসূলুল্লাহ [ﷺ]এসে গেছেন বলে হাফর বন্ধ করতে বললে সে বন্ধ করে। নবী [ﷺ] বাচ্চাটিকে নিয়ে আসতে বললেন এবং নিজের শরীরের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। আর আল্লাহ তাঁকে যা বলালেন তাই বললেন। আনাস বলেন, ইহরাহীমকে দেখলাম রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সামনে কষ্ট পাচ্ছে। এ সময় রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর দু'চোখে অশ্রু ঝরতে লাগল তখন তিনি [ﷺ] বললেন:"চোখ অশ্রু ঝরায়, অন্তর দু:খিত হয়। আর আমাদের পালনকর্তা যা পছন্দ করেন তা ছাড়া

অন্য কিছু বলব না। আল্লাহর কসম! ইবরাহীম তোমার কারণে আমরা দু:খিত।”[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৩০৩ মুসলিম হাঃ নং ২৩১৫ শব্দ তাঁরই

মুসিবতের সময় ধৈর্যধারণে সাহায্যকারী উপকরণসমূহ

সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বিভিন্ন বস্তুর বিরহের মুসিবতে সাহায্যকারী বিষয়াদির মধ্য থেকে:

- Ø এ কথা জানা যে, আল্লাহ তা'য়ালা তার নির্দিষ্টকৃত মুসিতের জ্ঞান আগে থেকেই জানেন। আর ইহা অবশ্যই ঘটবে এবং আল্লাহ তা'য়ালা সবুরকারীদের সঙ্গেই থাকেন ও তিনি সবুরকারীদেরকে পছন্দ করেন।
- Ø মুসিবতের উপরে আল্লাহর প্রতিদানকে জানা। আর তা হলো বিশাল সওয়াব অর্জন করা, যা আল্লাহ তা'য়ালা সবুরের প্রতি দান করবেন।
- Ø ঐ মুসিবতে আল্লাহর হককে জানা। আর তা হলো: সুবর করা, সন্তুষ্টি থাকা, প্রশংসা করা, সওয়াবের আশা রাখা এবং ইন্নাা লিল্লাাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'ঊন বলা।
- Ø এ জ্ঞানার্জর করা যে, আল্লাহ তা'য়ালা এতেই তার জন্য সন্তুষ্ট। আর প্রকৃত বান্দা তো সেই, যে তার মালিকের সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হয়।
- Ø আরো জানা যে, সে এ মুসিবতে লাভবান, হয়তো তার পাপরাজি মিটানোর মাধ্যমে অথবা তার মর্যাদা বৃদ্ধিতে কিংবা তার তাওহীদ শোধনে।
- Ø এ কথা জানা যে, এ মুসিবত তার জন্য উপকারী ঔষধ যা আল্লাহ তা'য়ালা তা জন্যে পাঠিয়েছেন। অতএব, সবুর করুন এবং সওয়াবের প্রত্যাশা করুন।
- Ø আরো জানা যে, এ মুসিবত তাকে ধ্বংস করার জন্য আসেনি। বরং তাকে পরীক্ষা করে তার সবুর দেখার জন্য যে, সে কি আল্লাহর অলি হওয়ার যোগ্য না যোগ্য না।
- Ø আরো জানা যে, এ ঔষধের পরিণতিতে রয়েছে সুস্থতা ও আরোগ্য এবং তাওহীদের পরিচ্ছন্নতা যা এছাড়া সম্ভব না।
- Ø এ কথা জানা যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাকে সুখ-দু:খ দ্বারা প্রতিপালন করেন; যাতে করে সর্বাবস্থাতে তার বন্দেগির বহি:প্রকাশ ঘটে।

- Ø এ কথা জানা যে, দুনিয়া না জান্নাতে নাঈম আর না স্থায়ী বাসস্থান। বরং ইহা নির্দেশ ও পরীক্ষার পথ মাত্র। এ দুনিয়াতে বান্দার নির্দিষ্ট কোন আবস্থাতে দৃঢ় থাকা সম্ভব নয় আর আখেরাত হলো স্থায়ী বাসস্থান।
- Ø নবী-রসূলগণ ও নেক লোকদের মধ্য হতে সবুরকারী ও দৃঢ়পদের অধিকারীদের অনুসরণ করা এবং তাঁরা যে বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষার পড়েছেন তারও অনুকরণ করা।
- Ø আল্লাহর সাহায্য তালাশ করা যে, তিনি যাতে করে বান্দাকে সবুর দান করেন এবং তার বিপদ দূর করে দেন ও মুসিবতের বদলা দান করেন।
- Ø বিপদকে ছোট মনে করা আর জানা যে, আল্লাহর তা'য়ালা এর চাইতেও বড় বিপদ দানে সক্ষম। এ ছাড়া আল্লাহ ইহা পার্থিব জিন্দেগিতে দিয়েছে দ্বীনের মাঝে নয় এবং দুনিয়াতে করেছেন আখেরাতে নয়।
- Ø একিন রাখা যে কষ্ট লাঘব অতি সন্নিকটে, পরিণতি উত্তম, যা ছুটে গেছে তার বিনিময় সুন্দর; কারণ আল্লাহ তা'য়ালা যারা উত্তম আমলকারী তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[فَٱصۡبِرۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞۖ وَلَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٦٠ Z الروم: ٦٠

"অতএব, আপনি সবুর করুন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।" [সূরা রূম:৬০]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

i h g f e d c b ` _ ^] \ [

Z t s r q p o n m l k j

الحج: ٣٤ - ٣٥

"অতএব, তোমাদের আল্লাহ তো একমাত্র আল্লাহ। সতুরাং, তাঁরই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও; যাদের অন্তর আল্লাহর

নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং যারা সালাত কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছে, তা থেকে ব্যয় করে।” [সূরা হাজ্ব:৩৪-৩৫]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى © ﴿٤٥﴾ Z البقرة: ٤٥

“আর সবুর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য তালাশ কর। আর নিশ্চয় সালাত ভয়কারীদের ছাড়া অন্যদের প্রতি বড় কঠিন।” [সূরা বাকারা:৪৫]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

﴿٢٠٠﴾ Z آل عمران: ٢٠٠

“হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।” [সূরা আল-ইমরান:২০০]

২-মৃত্যু ও তার বিধান

¿ মৃত্যুর সময়-সীমা:

মৃত্যু হলো: শরীর থেকে আত্মার বিয়োগের দ্বারা দুনিয়া ত্যাগ করা। চিরস্থায়ী একমাত্র আল্লাহ সুহানাহু ওয়া তা'য়ালা। তিনি প্রতিটি মখলুকের জন্য মৃত্যু লিখে দিয়েছেন। মানুষের বয়স যতই লম্বা হোক না কেন একদিন তাকে মরণের স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। আমলের জিন্দেগী হতে প্রতিদানের জগতে পাড়ি দিতেই হবে। আর কবর হলো আখেরাতের সর্বপ্রথম মঞ্জিল।

একজন মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের অধিকার হচ্ছে: সে অসুস্থ হলে তার পরিচর্যা ও সেবা-শুশ্রূষা করা। আর মারা গেলে তার জানাজায় শরিক হওয়া।

১. আল্লাহর বাণী:

] قُلْ ´ µ ¶ ¸ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ Z الجمعة: ٨

"বলুন! নিশ্চয়ই তোমরা মৃত্যু থেকে পলায়ন কর কিন্তু মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেই। অত:পর তোমাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর নিকটে প্রত্যাবর্তন করা হবে। এরপর তিনি তোমাদের কৃত আমলের খবর দিবেন।" [সূরা জুমু'আ: ৮]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

| { z y w v u t s q p o n [

} ~ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ © Z آل عمران: ١٨٥

"প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলাপ্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়।"

[সূরা আল-ইমরান:১৮৫]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

٢٧ – ٢٦ :الرحمن Z Z Y X W V U T S R Q P O [

"ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বসংশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তা ছাড়া।" [সূরা রাহমান:২৬-২৭]

¿ মানুষের অবস্থাসমূহঃ

মানুষ একটি স্তর পর অন্য স্তরে আরোহণ করে এবং একটি অবস্থার পর অপর অবস্থায় পরিবর্তন হয়। ইহা সময়ে হোক বা স্থানে কিংবা শরীরে কিংবা অন্তরে।

১. মানুষের জীবনে অবস্থার পরিবর্তন যেমনঃ নিরাপত্তা থেকে ভয়-ভীতিতে, সুস্থ থেকে অসুস্থতে, শান্তি হতে যুদ্ধে, উর্বরতা থেকে দুর্ভিক্ষে, আনন্দ থেকে দু:চিন্তা ইত্যাদি আবর্তন-পরিবর্ত হতেই থাকে।

২. স্থানের পরিবর্তন যেমনঃ মানুষ প্রতিদিন এক মঞ্জিল থেকে অপর মঞ্জিলে, এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করে। মার পেট থেকে দুনিয়াতে, দুনিয়া থেকে কবরে, কবর থেকে হাশরের ময়দানে। এভাবে শেষ পাড়ি হয় জান্নাতে বা জাহান্নামে।

৩. শরীরের অবস্থার পরিবর্তন যেমনঃ এক স্তর থেকে অপর স্তরে আরোহণ করে। বীর্য থেকে রক্তের টুকরা এবং তা হতে আবার মাংসের টুকরা। এরপর শিশু হতে যুবক ও বৃদ্ধ অত:পর মৃত্যু।

৪. অন্তরের অবস্থা বড়ই আশ্চর্য জনক। একবার আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক আবার দুনিয়ার সাথে। একবার ধন-সম্পদের সাথে, একবার নারীর সাথে, একবার অট্টালিকা ইত্যাদির সাথে ঝুলন্ত। আর অন্তরের সবচেয়ে মহান সম্পর্ক হলো আল্লাহর সঙ্গের সম্পর্ক। দুনিয়াকে আল্লাহর এবাদত বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করে। এ চারটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা। তাই মানুষের করণীয় হলোঃ সে যেন তার অন্তরের খবরা-খবর রাখে যাতে করে আল্লাহ ছাড়া অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে। আর অন্তরকে পবিত্র করে ও সবর্দা আল্লাহর

জিকির, এবাদত ও আনুগত্যে ব্যস্ত রাখে।

¿ ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি কি করবে:

রোগীর প্রতি ওয়াজিব হলো সে আল্লাহর ফয়সালার উপর ঈমান আনবে এবং তার তকদিরের প্রতি ধৈর্যধারণ করবে। আর তার প্রতিপালকের ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখবে এবং ভয় ও আশা নিয়ে থাকবে। কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহর হকসমূহ আদায় করবে। মানুষের হকগুলো আদায় করে দেবে। তার অসিয়ত নামা লিখবে। তার যে সকল আত্মীয়-স্বজন মিরাছ পাবে না তাদের জন্যে এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করবে। তবে এরচেয়ে কম হওয়াটাই উত্তম। বৈধ পন্থায় চিকিৎসা করবে। আর সুন্নত হলো, তার সমস্যার কথা তার প্রতিপালকের নিকট জানাবে এবং তাঁর নিকট আরোগ্য কামনা করবে। এ ছাড়া অন্যকে খবর দেয়ার উদ্দেশ্যে তার অবস্থা বলতে পারবে, অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার জন্য নয়।

c b a ` _ ^] \ [ZY X WV[

[التوبة: ٥١] Z e d

“আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছেন; তিনি আমাদের কার্যনির্বাহক। আল্লাহর উপরই মুমিননদের ভরসা করা উচিত।” [সূরা তাওবা:৫১]

¿ মৃত্যু যার হাজির হয়ে যাবে সে কি বলবে:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ قَبْـــلَ أَنْ يَمُــــوتَ، وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَى صَدْرِهَا، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى.». متفق عليه.

আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মৃত্যুর পূর্বে তার বুকে হেলান দেয়া অবস্থায় কান পেতে বলতে শুনেছেন: “আল্লাাহুম্মাগফির লী ওয়ার্হামনী ওয়াআল্হিক্বনী বির্রাফীক্বিল

আ'লাা।"[১]

¿ মৃত্যু কামনা করার বিধান:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِه فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي .متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"কারো মুসিবতের কারণে মৃত্যু যেন কামনা না করে। যদি মৃত্যুকে কামনা করতেই হয় তবে বলবে: [আল্লাহুম্মা আহ্‌য়িনী মাা কাানাতিল হায়াাতু খইরান লী ওয়া তাওয়াফফানী ইযাা কাানাতিল ওয়াফাাতু খইরান লী]
হে আল্লাহ! যদি বেঁচে থাকা আমার জন্যে মঙ্গল হয় তবে আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। আর যদি মৃত্যু আমার জন্যে কল্যাণময় হয় তবে আমাকে মৃত্যু দান করুন।"[২]

¿ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির নিয়ম:

মুসলিমের উপর ওয়াজিব হচ্ছে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে: পাপ থেকে তওবা করা, আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেওয়া, সকল প্রকার জুলুম-অত্যাচার থেকে নিজেকে বিরত রাখা, আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি অগ্রসর হওয়া এবং সকল হারাম জিনিস থেকে বিরত থাকা।

রোগী দর্শন করতে যাওয়া ও তাকে তওবা ও অসিয়তের কথা স্মরণ করানো সুন্নত। আর তার চিকিৎসা কোন মুসলিম ডাক্তারের নিকটে করানো কাফেরের নিকট নয়। কিন্তু যদি কাফের ডাক্তারের বিশেষ প্রয়োজন হয় এবং তার প্রতারণা থেকে নিরাপদ থাকে তবে জায়েজ।

---

[১]. বুখারী হা: নং ৪৪৪০ ও মুসলিম হা: নং ২৪৪৪ শব্দ তারই
২. বুখারী হাঃ নং ৬৩৫১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২৬৮০

¿ মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে তালকীনের বিধানঃ

রোগীর মৃত্যুর সময় তার নিকট যে ব্যক্তি উপস্থিত হবে তার জন্য সুন্নত হলো, তাকে শাহাদাত তথা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্যের তালকীন দেওয়া। রোগীকে "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ" বলার জন্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া। তার জন্য দোয়া করা এবং তার উপস্থিতিতে ভাল ছাড়া কোন মন্দ কথা না বলা। কোন কাফের ব্যক্তির মৃত্যুতে মুসলিম ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া বৈধ; যাতে করে তার প্রতি ইসলাম কবুলে দা'ওয়াত পেশ করতে পারে। তাকে বলবে: "বল! লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ।"

¿ শুভ মৃত্যুর কিছু আলামত-লক্ষণঃ

১. মাইয়েতের মৃত্যুর সময় কালেমা তথা "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ।" পড়ে মৃত্যুবরণ করা।
২. মুমিনের কপালে ঘাম অবস্থায় মৃত্যু যাওয়া।
৩. শহীদ হওয়া তথা আল্লাহর রাস্তায় মারা যাওয়া।
৪. আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়া অবস্থায় মারা যাওয়া।
৫. নিজের জীবন বা সম্পদ কিংবা পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে মারা যাওয়া।
৬. জুমার রাতে বা দিনে মৃত্যুবরণ করা; এর দ্বারা সে কবরের ফেৎনা হতে নিরাপদে থাকবে।
৭. বক্ষ্যগ্রহ (Pleurisy) ও যক্ষা রোগে মারা যাওয়া।
৮. মহামারী-প্লেগ অথবা পেটের পীড়ায় কিংবা ডুবে বা পুড়ে অথবা চাপা পড়ে মারা যাওয়া।
৯. মহিলাদের বাচ্চা প্রসবের সময় মারা যাওয়া।

¿ মৃত্যুর সূক্ষ্ম বুঝঃ

প্রতিটি মুসলিমের উপর ওয়াজিব হলো, সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করা। আর এ কথা না ভাবা যে, মৃত্যু মানে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও দুনিয়ার আরাম আয়েশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া; কারণ এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা ছোট দৃষ্টিভঙ্গীর বহি:প্রকাশ। বরং মৃত্যুকে স্মরণ করা অর্থাৎ–আমল ও আখেরাতের পুঁজি ও প্রস্তুতি। এ দ্বারা বান্দা তার আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি ও আমল বৃদ্ধি করতে পারে এবং আল্লাহর প্রতি সাড়া দেয়। আর

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী তার আফসোস ও লজ্জাকেই বাড়াবে। আল্লাহ যখন তার কোন বান্দাকে বিশেষ কোন জমিনে জান কবজ করতে চান, তখন সেখানে তার প্রয়োজন করে দেন আর সে সেখানে গিয়েই মারা যায়।

মুসলিমের উপর ওয়াজিব হলো মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রাখা; কারণ নবী [ﷺ]-এর বাণী:

«لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ». أخرجه مسلم.

"তোমাদের কেউ মরার সময় যেন আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রেখেই মারা যায়।"[১]

¿ মৃত্যুর আলামত:

মানুষের মৃত্যু জানার কিছু নিদর্শন যেমন: চোয়াল বসে পড়া, নাক ঢলে যাওয়া, হাতের পাঞ্জাদ্বয় ঢিল হয়ে যাওয়া, পাদ্বয় শিথিল হয়ে পড়া, চোখ অপলক দৃষ্টিতে দেখে থাকা, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া এবং শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া।

¿ মৃত্যুর স্থান ও সময়:

মৃত্যুর স্থান ও সময় আল্লাহ তা'য়ালা হওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ছাড়া আর কোন মানুষ জানে না।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ ﴿٣٤﴾ Z لقمان: ٣٤

"নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।"
[সূরা লোকমান:৩৪]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২৮৭৭

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي ´ µ ﴿٧٨﴾ Z النساء: ٧٨

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই–যদি তোমরা সদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও।" [সূরা নিসা:৭৮]

¿ কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে তার সাথে কি করণীয়:

যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা যাবে তখন তার চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দেওয়া সুন্নত। আর চক্ষু বন্ধ করার সময় এ বলে দোয়া করবে:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لفلان وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. أخرجه مسلم.

"আল্লাহুম্মাগফির লি-----(এখানে তার নাম উল্লোখ করবে) ওয়ারফা' দারাজাতাহু ফিল মাহদিইয়ীন, ওয়াফসাহ্ লাহু ফী ক্ববরিহ্, ওয়া নাওবির লাহু ফীহ্, ওয়াখলুফহু ফী 'আকিবিহি ফিলগ–বিরীন, ওয়াগফির লানাা ওয়ালাহু ইয়াা রব্বাল 'আলামীন।"[১]

এরপর পুরুষ হলে তার দাড়িগুলো একটি কাপড় দ্বারা বেঁধে দিবে এবং কোমলভাবে তার শরীরের জোড়াগুলো নরম করে নড়িয়ে দিবে। জমিন থেকে উপরে উঠিয়ে রাখবে। তার পরিধেয় বস্ত্র খুলে দিবে এবং সমস্ত শরীয় ঢাকে এমন একটি বড় চাদর দ্বারা আপাদ মস্তক ঢেকে দিবে। অত:পর গোসল দিবে।

সুন্নত হলো তার রেখে যাওয়া সমস্ত ঋণ জলদি করে পরিশোধ করা। তার অসিয়ত বাস্তবায়ন করা। দ্রুত তাকে কাফন-দাফনের জন্য প্রস্তুত করা এবং তার সালাতে জানাজা আদায় করা। আর যে শহরে মারা গেছে সেখানেই সমাধি করা। উপস্থিত ব্যক্তি ও অন্যান্যদের জন্য মাইয়েতের মুখমণ্ডল খোলা এবং চুমা দেওয়া ও শব্দ ছাড়া কাঁদা জায়েজ।

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৯২০

মৃতের উপর আল্লাহর যে সকল হক তা আদায় করা ওয়াজিব। যেমন জাকাত, নজর-মান্নত, কাফফারা, ফরজ হজ্ব। এগুলোকে ওয়ারিছদের ও ঋণের হকের পূর্বে অগ্রাধিকার দিতে হবে; কারণ আল্লাহর হক পূর্ণ করা বেশি প্রযোজ্য। আর মুমিনের আত্মা তার ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আটকা থাকে।

¿ মৃতের স্ত্রীর প্রতি যা ওয়াজিবঃ

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করা ফরজ। আর তার জন্য সন্তান অথবা অন্যদের উপর তিন দিন শোক পালন করা জায়েজ।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

Z < *) (' & % $ # " ! [

البقرة: ٢٣٤

"আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা।" [সূরা বাকারা:২৩৪]

¿ মৃতের উপর বিলাপ করে কাঁদার বিধানঃ

মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদের প্রতি তার জন্য বিলাপ করে ক্রন্দন করা হারাম। ইহা অশ্রুঝরার উপর অতিরিক্ত জিনিস। মৃতকে তার জন্য বিলাপ করে রোদনের ফলে কবরে শাস্তি দেয়া হয়। আর মুসিবতের সময় গালে চড় মারা, কাপড় ছিঁড়া, মাথার চুল মুণ্ডানো ও ছড়িয়ে রাখা জাহেলিয়াতের কাজ যা করা হারাম।

¿ মৃত্যের সংবাদ মানুষকে জানানোঃ

মৃতের মারা যাওয়ার খবর প্রচার করা জায়েজ; যাতে করে মানুষ তার সালাতে জানাজায় উপস্থিত হয় এবং জানাজা আদায় করতে পারে। আর মৃত্যুর খবর দাতার জন্য মুস্তাহাব হলোঃ খবর দেয়ার সময় মানুষকে মাইয়েতের ক্ষমার জন্য দোয়া করতে বলা। গৌরব ও অহঙ্কার এবং মাইকিং ইত্যাদি করে মৃত্যুর খবর প্রচার করা জায়েজ নেই।

¿ মুসিবতের সময় মুসিবতগ্রস্ত ব্যক্তি কি বলবে ও করবেঃ

মাইয়েতের আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদের প্রতি ওয়াজিব হলো: যখন মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারবে তখন ধৈর্যধারণ করা। আর তাদের জন্য সুন্নত হলো ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকা ও সওয়াবের আশা করা এবং "ইন্নাা লিল্লাাহি ওয়া ইন্নাা ইলাইহি র–জিঊন" পড়া।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِنَّا للَّه وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا .أخرجه مسلم.

১. নবী [ﷺ]-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যে কোন বান্দা তার মুসিবতের সময় বলবেঃ 'ইন্নাা লিল্লাাহি ওয়া ইন্নাা ইলাইহি র–জিঊন, আল্লাাহুম্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী, ওয়াআখলিফ লী খইরান মিনহাা' আল্লাহ তার মুসিবতে সওয়াব দান করবেন এবং তার পরিবর্তে তার চেয়েও অতি উত্তম দিবেন।"[১]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَته إِيَّاهُمْ . أخرجه البخاري.

২. আনাস [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী [ﷺ] বলেছেন:"যে মুসলিম ব্যক্তির তিনটি নাবালক সন্তান মারা যাবে আল্লাহ তাকে তাদের জন্য তাঁর অনুগ্রহে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[২]

¿ ধৈর্যধারণ হচ্ছে নিজেকে অস্থিরতা, জবানকে অভিযোগ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হারাম যেমনঃ গাল চাপড়ানো ও কাপড় ইত্যাদি ছিঁড়া থেকে বিরত রাখার নাম।

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৯১৮
২. বুখারী হাঃ নং ১২৪৮

¿ **মৃতদেহের ময়নাতদন্ত ইত্যাদির জন্য** (Postmortem) **অংগব্যবচ্ছেদ করার বিধানঃ**

মৃত মুসলিম ব্যক্তির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য অথবা কোন মহামারী-প্লেগ রোগের তদন্তের উদ্দেশ্যে অংগব্যবচ্ছেদ করা জায়েজ; কারণ এর দ্বারা নিরাপত্তা ও ইনসাফের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা হয় এবং জাতিকে মারাত্মক সংক্রামক রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচানো হয়। আর যদি অংগব্যবচ্ছেদ শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য হয় তবে মুসলিমের সম্মান জীবিত ও মৃত্যু সর্বাবস্থায় বহাল থাকবে। এ ব্যাপারে অমুসলিমদের মৃতদেহ অংগব্যবচ্ছেদ করাই যথেষ্ট হবে। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে শর্ত মোতাবেক জায়েজ হতে পারে।

৩- মাইয়েতের গোসল

¿ মাইয়েতকে কে গোসল দেবে?

১. যে ব্যক্তি গোসলের সুন্নত সম্পর্কে বেশি অবগত সেই গোসল দিবে। তাতে তার জন্য সওয়াব রয়েছে যদি সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করে এবং মৃতের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে ও যা কিছু খারাপ দেখবে তা মানুষের নিকট না বলে।

২. বিবাদের সময় পুরুষ মানুষের গোসলের হকদার মৃতের অসিয়তকৃত ব্যক্তিই। এরপর যথাক্রমে তার বাবা, দাদা ও রক্তসম্পর্কিত 'আসাবা' (নিকটাত্মীয় না থাকা অবস্থায় দূরবর্তী যেসব আত্মীয়-স্বজন মৃতের উত্তরাধিকার লাভ করে) তাদের নিকট তরতীবে যে আগে। এরপর মায়ের পক্ষের আত্মীয়-স্বজন।

আর মৃত ব্যক্তি নারী হলে তার অসিয়তকৃত নারী। এরপর মা, দাদী ও নিকট তরতীবে যে আগে। স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে গোসল দেওয়া জায়েজ। আর মৃতকে চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক সমস্ত শরীর একবার ধৌত করা যথেষ্ট।

৩. নারী বা পুরুষের জন্য সাত বছরের ছেলে বা মেয়ে বাচ্চাকে গোসল দেয়া জায়েজ।

৪. মৃতকে গোসলের সময় গোসলদাতা ও যারা তাকে সাহায্য করবে তারা উপস্থিত হবে এবং অন্যান্যদের হাজির হওয়া মকরুহ।

¿ আগুনে পুড়ে মারা গেলে তার গোসলের বিধান:

১. যদি মুসলিম ও কাফের একত্রে পুড়ে ইত্যাদি ভাবে মারা যায় এবং পার্থক্য করা সম্ভব না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা মুসলিম তাদের উদ্দেশ্যে সকলকে গোসল, কাফন ও জানাজা করে দাফন করবে।

২. আগুনে পুড়ে মরা বা শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হয়েগেছে ইত্যাদি ব্যক্তির গোসল দেওয়া যদি সম্ভব না হয় কিংবা পানি না থাকে, তাহলে গোসল, ওযু ও তায়াম্মুম ছাড়াই কাফন পরিয়ে তার জানাজা পড়তে হবে। শরীরের কিছু অংশ যেমন হাত-পা ইত্যাদির উপর জানাজা পড়া জায়েজ যদি বাকি অংশ পাওয়া অসম্ভব হয়।

৩. যদি কোন পুরুষ অপরিচিত নারীদের মাঝে বা কোন নারী অপরিচিত পুরুষদের মাঝে মারা যায় অথবা গোসল দেওয়া সমস্যা হয় তবে গোসল ছাড়াই জানাজা পড়ে দাফন করতে হবে।

৪. আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের ময়দানে মৃত শহীদকে গোসল দেওয়া চলবে না। এ ছাড়া আর যত শহীদের মর্যাদাপ্রাপ্ত হবে তাদেরকে গোসল দিতে হবে।

¿ গর্ভচ্যুত বাচ্চার গোসলের বিধান:

মার গর্ভচ্যুত বাচ্চার দুই অবস্থা:

প্রথম: যদি বাচ্চা মার গর্ভচ্যুত জিবীত বা মৃত্যু হয় এবং তার মাঝে মানুষের সৃষ্টিরূপ প্রকাশ পায়, তবে তার গোসল, কাফন, জানাজা ও দাফন করতে হবে। আর তার মাকে এর দ্বারা প্রসূতি ধরা হবে।

দ্বিতীয়: যদি বাচ্চা মার গর্ভচ্যুত হয় এবং তাতে মানুষের সৃষ্টিরূপ প্রকাশ না হয়, তবে একে মাটিতে যে কোন স্থানে ঢেকে দিতে হবে। আর তার গোসল, কাফন ও জানাযা পড়তে হবে না এবং তার মা এর দ্বারা প্রসূতি হবে না। কিন্তু যদি এর জন্য রক্ত প্রবাহিত হয় তাহলে একবার গোসল করবে।

¿ কাফেরকে গোসল দেওয়ার বিধান:

কোন মুসলিমের জন্য কোন কাফেরকে গোসল দেওয়া বা কাফন পরানো কিংবা তার উপর জানাজা পড়া বা তার মৃতদেহকে বিদায় জানানো কিংবা দাফন করা হারাম। বরং যদি তার আত্মীয়-স্বজনদের কেউ না থাকে তবে মাটি দ্বারা তাকে ঢেকে দিবে। আর মুশরিক ব্যক্তির মুসলিম আত্মীয়-স্বজনদের জন্য তার (মুশরিক) মৃতদেহকে দাফনের জন্য সাথে যাওয়া বৈধ নয়।

¿ মাইয়েতের সুন্নতী পন্থায় গোসলের পদ্ধতি:

যখন কেউ কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে চাইবে তখন তাকে গোসলের খাটে রাখবে। এরপর তার আওরতকে ঢেকে দিয়ে তার শরীরের কাপড় খুলে নিবে। অত:পর প্রায় বসার মত করে তার মাথাকে উঁচু করবে। এরপর নরম করে তার পেটকে চাপবে ও বেশি করে পানি

ঢেলে ময়লা বের করে নিবে। এরপর গোসলদাতার হাতে একটি নেকড়া পেঁচিয়ে বা হাত মোজা পরিধান করবে। অত:পর গোসলের নিয়ত করে প্রথমে সালাতের ওযুর মত ওযু করাবে। তবে মুখে ও নাকে পানি প্রবেশ করাবে না। বরং ভিজা আঙ্গুলদ্বয় নাকে ও মুখে প্রবেশ করাবে।

অত:পর কুল পাতা বা সাবান মিশ্রিত পানি দ্বারা প্রথমে মাইয়েতের মাথা ও দাড়ি ধৌত করবে। এরপর ঘাড় হতে পা পর্যন্ত প্রথমে ডান পার্শ্ব ধৌত করবে। এরপর বাম পার্শ্বের উপর রেখে ডান দিকের পিঠ ধৌত করবে। অত:পর অনুরূপভাবে বাম পার্শ্ব ধৌত করবে।

এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার প্রথম বারের মত ধৌত করবে। যদি পরিস্কার না হয় তবে বেজোড় করে পরিস্কার হওয়া পর্যন্ত ধৌত করবে। আর গোসলের শেষবারে পানির সঙ্গে কাফূর বা আতর-সেন্ট মিশিয়ে ধৌত করবে। আর যদি মৃতের মোচ বা নখ বেশী লম্বা হয় তবে কেটে ফেলতে হবে। এরপর একটি কাপড় দ্বারা মুছে নিতে হবে।
মহিলার চুলকে তিনটি বেণী করে পিছনের দিকে রাখতে হবে। আর যদি গোসলের পর মৃতের দেহ থেকে নোংরা বা পবিত্র কিছু বের হয় তবে বের হওয়ার স্থান ধৌত করে তুলা দ্বারা বন্ধ করে আবার ওযু করাতে হবে।

৪- মাইয়েতের দাফন-সমাধি

¿ **মাইয়েতের কাফন:** গোসলের পর মাইয়েতকে কাপড় দ্বারা আবৃত করাকে বলে।

মাইয়েতের সম্পদ দ্বারাই তাকে কাফন পরানো ওয়াজিব। যদি তার মাল না থাকে তবে মূল (যেমন: বাবা, দাদা--) ও শাখার (ছেলে, নাতী---) যাদের প্রতি তার ভরণ-পোষণ ওয়াজিব তাদের উপর কাফনের খরচ করা জরুরি। মাইয়েতকে একটি কাপড় দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করা ওয়াজিব। আর সুন্নত হলো কাফন তিনটি কাপড় দ্বারা করা।

¿ **মাইয়েতকে কাফন পরানোর পদ্ধতি:**

পুরুষ মাইয়েতকে নতুন তিনটি সাদা কাপড় দ্বারা কাফন পরানো ও তিনবার চন্দন কাঠের ধোঁয়ার সুগন্ধি দেওয়া সুন্নত। একটার পর একটা কাপড় বিছিয়ে কাপড়ের মাঝে খোশবু লাগাবে। এরপর মাইয়েতকে তার উপর চিত করে শায়িত করাবে। এরপর খোশবু লাগানো একটি তুলা দুই নিতম্বের মাঝে রেখে দিবে যা তার সমস্ত শরীরের জন্য সুগন্ধি ছড়াবে। আর একটি নেকড়া দ্বারা ছোট পাজামার মত করে তার আওরতের উপর বেঁধে দিবে।

এরপর উপরের কাপড়টি বাম পার্শ্বের দিক হতে ডান পার্শ্বের উপর রাখবে। অত:পর ডান দিক হতে কাপড়টি নিয়ে বাম পার্শ্বের উপর রাখবে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাপড়টি অনুরূপভাবে করবে। আর মাথার ও পায়ের দিকের অতিরিক্ত কাপড়ে বেঁধে দিবে এবং কোমরের উপর একটি বেল্টের মত করে বেঁধে দিবে যাতে করে ছড়িয়ে না পড়ে এবং কবরে শায়িত করার পর খুলে দিবে।

মহিলারা পুরুষের মতই। আর বাচ্চাদের জন্য একটি কাপড়ই যথেষ্ট, তাকে তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া সুন্নত। আর গর্ভচ্যুত বাচ্চা চার মাসের হলে গোসল, কাফন, জানাযা এবং মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে। কাফনের পর মাইয়েত থেকে অপবিত্র বের হলে তাকে দ্বিতীয়বা গোসল ও ওযু করাতে হবে না; কারণ এতে কষ্ট ও জটিলতা রয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ .متفق عليه.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে ইয়েমেনের সাহূলী শহরের তিনটি সাদা সুতি কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছিল, এর মধ্যে কামিস ও পাগড়ী ছিল না।"[১]

¿ শহীদকে কাফনের পদ্ধতি:

যুদ্ধের ময়দানে শহীদ ব্যক্তিকে তার কাপড় দ্বারাই কাফন দিতে হবে। গোসল দেওয়া লাগবে না। আর তার কাপড়ের উপরে আরো একটি বা একাধিক কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া মুস্তাহাব।

¿ মুহরিম ব্যক্তির কাফনের পদ্ধতি:

হজ্ব বা উমরার এহরাম পরা অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে কুল পাতা মিশ্রিত পানি বা খোশবু ছাড়া সাবান দ্বারা গোসল দিতে হবে। আর কোন প্রকার খোশবু লাগানো ও সেলাইকৃত কাপড় পরানো এবং মাথা-মুখমণ্ডল ঢাকা চলবে না যদি পুরুষ হয়; কারণ সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পড়তে পড়তে পুনরুত্থিত হবে। আর তার হজ্বের বাকি কার্যাদি কাজা করারও প্রয়োজন নেয় এবং যে কাপড়দ্বয়ে মারা গেছে সেই কাপড়েই কাফন দিতে হবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মানুষ রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে আরাফতে দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটি তার বাহণ থেকে পড়ে মারা

---

১. বুখারী হাঃ নং ১২৬৪ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৪১

যায়। এ সময় রসূলুল্লাহ [ﷺ] লোকটিকে পানি ও কুল পাতা দিয়ে গোসল করাতে বলেন। আর তার ইহরামের দু'টি কাপড়েই কাফন পরাতে বলেন। এ ছাড়া কোন সুগন্ধি লাগাতে ও তার মাথা ঢাকতে নিষেধ করেন; কারণ সে এ অবস্থায় রোজ কিয়ামতে তালবিয়া পড়তে পড়তে উঠবে।"[১]

[১]. বুখারী হা: নং ১২৬৭ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ১২০৬

৫- মাইয়েতের উপর সালাতে জানাজা আদায়ের পদ্ধতি

¿ **জানাজায় উপস্থিত হওয়ার জ্ঞান:**

জানাজার সালাতে হাজির হওয়া ও কবরস্থান পর্যন্ত যাওয়াতে অনেক উপকার রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম:
মাইয়েতের উপর জানাজা পড়ে তার হক আদায় করা এবং তাতে সুপারিশ ও দোয়া করা। মৃতের পরিবারের হক আদায় করা। মুসিবতের সময় তাদের ভাঙ্গা অন্তরে প্রশান্তি দান করা। মৃতকে কবরস্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়াতে বড় সওয়াব অর্জন করা। আর জানাজা ও কবর দর্শনে ওয়াজ-নসিহত গ্রহণ ছাড়াও অনেক ফায়েদা রয়েছে।

] وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴿٢﴾ Z المائدة: ٢

"আর নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর না। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা:২]

¿ **জানাজা সালাতের বিধান:**

জানাজার সালাত ফরজে কেফায়া। ইহা মুসল্লীদের সওয়াবে বর্ধন এবং মৃতদের জন্য সুপারিশ। জানাজায় লোক সংখ্যা বেশি হওয়া মুস্তাহাব এবং যত মুসল্লী সংখ্যা বাড়বে ততই উত্তম।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمْ اللَّهُ فِيهِ .أخرجه مسلم.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"যে মুসলিম মাইয়েতের জানাজার সালাত আল্লাহর সঙ্গে

কোন কিছুকে শরিক করে নাই এমন ৪০জন আদায় করবে তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ আল্লাহ কবুল করবেন।"[১]

¿ মাইয়েতের প্রতি জানাজা পড়ার পদ্ধতি:

১. যে ব্যক্তি মৃতের উপর সালাতে জানাজা আদায় করতে চায় সে ওযু করে কিবলামুখী হয়ে মাইয়েতকে কিবলা ও তার মাঝে রাখবে।

২. মাইয়্যেত পুরুষ হলে সুন্নত হলো ইমাম সাহেব তার মাথা বরাবর আর মহিলা হলে তার কোমর বরাবর দাঁড়াবেন। চার বা পাঁচ কিংবা ছয় অথবা সাত বা নয় তকবির দ্বারা জানাজা পড়বেন। বিশেষ করে জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ, নেক ও তাকওয়া সম্পূর্ণ ও ইসলামের ব্যাপারে যাদের উল্লেখযোগ্য খেদমত রয়েছে এমন ব্যক্তিদের জানাজায় তকবির বাড়াবেন। তকবিরের সংখ্যা একাক সময় একাকটা করবে; কারণ এর দ্বারা সুন্নত জিন্দা হবে।

৩. কাঁধ বা কানের লতি বরাবর দু'হাত উত্তোলন করত: "আল্লাহু আকবার" বলে প্রথম তকবির দিবেন। অনুরূপভাবে বাকি তকবিরগুলোতে করবেন। ডান হাত বাম হাতের উপর করে বুকের উপর রাখবেন। দোয়া ইস্তিফতা বা ছানা না পড়ে আঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা নিরবে পড়বেন।[২] মাঝে মধ্যে ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরাও পড়বেন।

৪. এরপর দ্বিতীয় তকবির দিয়ে দরুদ শরীফ বলবেন:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .متفق عليه.

"আল্লাহুম্মা স্বল্লি 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আালি মুহাম্মাদ, কামাা স্বল্লাইতা 'আলাা ইবরাহীম, ওয়া 'আলা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বাারিক 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আালি

১.মুসলিম হাঃ নং ৯৪৮

২. মানুষকে শিখানোর উদ্দেশ্যে স্বশব্দে পড়াও জায়েজ আছে।

মুহাম্মাদ, কামাা বাারকতা 'আলাা ইবরাহীম, ওয়া 'আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"[১]

৫. এরপর তৃতীয় তকবির দিয়ে এখলাসের সাথে হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমূহ হতে দোয়া পড়বে যেমন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ .أخرجه مسلم.

(ক) "আল্লাাহুম্মাগফির লাহু ওয়ারহামহু, ওয়া'আাফিহি ওয়া'ফু 'আনহু, ওয়া আকরিম নুজুলাহু, ওয়া ওয়াসসি' মুদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিলমাায়ি ওয়াছছালজি ওয়ালবারাদ, ওয়া নাক্বক্বিহি মিনালখাত্ব-ইয়াা কামাা নাক্বক্বাইতা ছাওবাল আবইয়াযা মিনাদদানাস, ওয়া আব্দিলহু দাারান খইরান মিন দাারিহি, ওয়া আহ্লান খইরান মিন আহ্লিহি, ওয়া জাওজান খইরান মিন জাওজিহি, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া 'আ'ইযহু মিন 'আযাাবিল ক্বররি (অথবা) মিন 'আযাাবিন্নাার।"[২]

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ .أخرجه أبوداود وابن ماجه.

(খ) "আল্লাাহুম্মাগফির লিহাইয়িনাা ওয়া মাইয়িতিনাা ওয়া শাাহিদিনাা ওয়াগ-য়িবিনাা ওয়া সগীরিনাা ওয়া কাবীরিনাা ওয়া যাকারিনাা ওয়া উনছানাা। আল্লাাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্নাা ফাআহ্য়িহি 'আলাল ইসলাাম, ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহু মিন্নাা ফাতাওয়াফফাহু 'আলাল

১. বুখারী হাঃ নং ৩৩৭০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৪০৬
২.মুসলিম হাঃ নং ৯৬৩

ঈমান। আল্লাাহুম্মা লাা তাহ্‌রিমনাা আজরাহ্‌, ওয়া লাা তুযিল্লানাা বা'দাহ্‌।"[১]

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَان فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .أخرجه أبوداود وابن ماجه.

(গ) "আল্লাাহুম্মা ইন্না ফুলানাবনি ফুলাানিন ফী যিম্মাতিকা ওয়া হাবলি জিওয়াারিক, ফাক্বিহি মিন ফিতনাতিল ক্বব্‌র, ওয়া 'আযাাবিন্‌নাার, ওয়া আন্তা আহলুল ওয়াফাায়ি ওয়ালহাক্‌ক্ব, ফাগফির লাহু ওয়ারহামহু, ইন্নাকা আন্তাল গফূরুর রহীম।"[২]

¿ মাইয়েত যদি ছোট বাচ্চা হয় তবে এ শব্দগুলো মিলাবেঃ

اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا وَذُخْرًا .أخرجه البيهقي

আল্লাাহুম্মাজ'আলহু লানাা সালাফাওঁ ওয়া ফারাত্বাা, ওয়া আজরাওঁ ওয়া যুখরাা।"[৩]

৬. এরপর চতুর্থ তকবির দিয়ে দোয়া করতঃ একটু অপেক্ষা করে শুধুমাত্র ডান দিকে সালাম ফিরাবে। আর যদি মাঝে মধ্যে বাম দিকেও দ্বিতীয় সালাম ফিরাই তাতে কোন অসুবিধা নেয়।

¿ যদি কারো কিছু তকবির ছুটে যায় তবে তার পদ্ধতি মোতাবেক কাজা করে নিবে। আর যদি কাজা না করে ইমামের সঙ্গে সালাম ফিরিয়ে দেয় তবে তার জানাজার সালাত সহীহ হয়ে যাবে। ইনশাা আল্লাাহ।

¿ একাধিক লাশ হলে ইমামের সামনে কিভাকে সারিবদ্ধ করবেঃ

সুন্নত হলো মাইয়েতের উপর জামাত সহকারে জানাজা পড়া এবং তিন সারির কম না হওয়া। যদি এক সাথে অনেকগুলো মাইয়েত

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩২০১ , ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৪৯৮ শব্দ তারই
২. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩২০২, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৪৯৯ শব্দ তারই
৩. হাদীসটি হাসান, বাইহাকী হাঃ নং ৬৭৯৪ আলবানী (রহঃ)-এর আহকামুল জানায়িজ পৃঃ১৬১ দ্রঃ

একত্রিত হয় তবে সুন্নত হলো ইমাম সাহেব পুরুষদের পার্শ্বে দাঁড়াবেন এবং বাচ্চাদেরকে কিবলার দিকে পুরুষদের সামনে ও মহিলাদেরকে বাচ্চাদের সামনে রাখবে। এ অবস্থায় সবার জন্য একবার জানাজা পড়লেই যথেষ্ট হবে। আর যদি সবার জন্য আলাদা করে পড়ে তবে জায়েজ।

¿ জানাজার সালাতে দোয়ার পদ্ধতিঃ

মাইয়েতের শ্রেণী হিসাবে জানাজার দোয়া হবে। যদি পুরুষ হয় তবে যেমন:পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। আর যদি নারী হয় তবে সর্বনামগুলো স্ত্রী লিঙ্গ করতে হবে। মাইয়েত একাধিক হলে লিঙ্গ হিসাবে নারী-পুরুষ ভেদে বহুবচন করতে হবে। যেমনঃ নারীরা হলে বলা: আল্লাহুম্মাগফির লাহুন্না---। আর যদি মাইয়েত নারী না পুরুষ জানা না যায় তবে মাইয়েতকে (মাইয়েত শব্দটি নারী-পরুষ উভয় লিঙ্গের জন্য ব্যবহার হয়) লক্ষ্য করে "আল্লাহুম্মাগফির লাহু--- অথবা জিনাজাহ (জিনাজাহ অর্থ শবদেহ যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য) লক্ষ্য করে "আল্লাহুম্মাগফির লাহা--- বলা জায়েজ।

¿ শহীদের জানাজা পড়ার বিধানঃ

আল্লাহর রাস্তায় শহীদের জানাজার ব্যাপারে ইমাম ইচ্ছা করলে জানাজা পড়বেন আর না হয় পড়বে না। তবে জানাজা পড়াই উত্তম। তাদেরকে তাদের শহীদাস্থ স্থানেই সমাধি করতে হবে। এ ছাড়া যারা শহীদের মৃত্যুবরণ করে যেমনঃ ডুবে বা পুড়ে ইত্যাদি ভাবে মরা। তারা আখেরাতের শহীদের সওয়াব পাবে। তাদেরকে গোসল দিতে এবং কাফন পরিয়ে অন্যান্যদের মত তাদের উপর জানাজার সালাত পড়তে হবে।

¿ কার প্রতি জানাজার সালাত পড়া যাবেঃ

১. মুসলিম মাইয়াত চাই নেককার হোক বা পাপিষ্ঠ হোক তার উপর জানানা পড়া সুন্নত। কিন্তু পূর্ণ সালাত ত্যাগকারীর উপর জানাজা পড়া চলবে না।

২. আত্মহত্যাকারী ও গনিমতের মালে খেয়ানতকারীর উপর বাদশাহ ও তার প্রতিনিধি জানাজা পড়বেন না; ইহা তাদের জন্য শাস্তি ও ধমকি স্বরূপ। সাধারণ মুসলমানরা জানাজার সালাত পড়বে।
৩. যে মুসলিমের প্রতি রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা) বা কেসাস (হত্যার পরীবর্তে হত্যা)-এর শাস্তি প্রয়োগ করে হত্যাকৃত ব্যক্তিকে গোসল, কাফন ও জানাজা পড়ে দাফন করতে হবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. أخرجه مسلم.

জাবের ইবনে সামুরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ]-এর নিকট চওড়া তির দ্বারা আত্ম হত্যাকারী একজন মানুষকে নিয়ে আসা হলে; তিনি তার উপর সালাতে জানাযা আদায় করেননি।"[১]

৪. চার মাস ও এর অতিরিক্ত বয়সের শিশু বাচ্চা গর্ভচ্যুত হলে বা মানুষের আকৃত প্রকাশ পেয়ে গেলে এবং যে মাইয়েতের শুধুমাত্র কিছু অংশ পাওয়া গেছে; এদের প্রতি জানাজা পড়তে হবে এবং কবরস্থানে দাফন করতে হবে।

৫. জানাজা পড়া ও দাফন করা পর্যন্ত মৃতের সঙ্গে কবরস্থানে যাওয়ার ফজিলত:

সুন্নত হলো ঈমান সহকারে ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে মাইয়েতের সাথে জানাজা পড়া ও সমাধি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। মাইয়েতের সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যাওয়া পুরুষদের জন্য নারীদের জন্য বৈধ নয়। লাশের সাথে কোন বাজনা বা আগুন কিংবা কুরআন তেলাওয়াত অথবা বিশেষ কোন জিকির-দোয়া পাঠ করা চলবে না; কারণ এসব বিদাত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ

---

১. মুসলিম হা: নং ৯৭৮

بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ .متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি কোন মৃত মুসলিমের জানাজায় ঈমান সহকারে ও সওয়াবের আশায় শরিক হয় এবং জানাজা ও সমাধি করা পর্যন্ত থাকে সে দুই কীরাত নেকি নিয়ে ফিরে আসে। প্রতি কীরাত উহুদ পাহাড় বরাবর। আর যে জানাজা পড়ে দাফনের পূর্বে ফিরে যাবে সে এক কীরাত নেকি নিয়ে ফিরবে।"[১]

¿ মাইয়েতের প্রতি জানাজা পড়ার জন্য সফর করার বিধান:

নিকট আত্মীয় বা বন্ধু ইত্যাদির মাইয়েতের প্রতি জানাজা পড়ার উদ্দেশ্যে শক্তি রাখে এমন মুসলিম ব্যক্তির জন্য সফর করা জায়েজ। আর ইহা করবে সওয়াব ও প্রতিদান হাসিলের জন্য; কারণ ইহা জানাজার সাথে যাওয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিম ভাইয়ের হক।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ. متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"এক মুসলিমের অপর মুসলিমের প্রতি পাঁচটি হক রয়েছে। সালামের উত্তর দেয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাজায় শরিক হওয়া, দাওয়াত দিলে উপস্থিত হওয়া এবং হাঁচি দিলে তার জন্য দোয়া করা।"[২]

¿ মাইয়েতের উপর জানাজা পড়ার স্থান:

জানাজা পড়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে জানাজা আদায় করাই সুন্নত ও উত্তম। আর মাঝে মধ্যে মসজিদে জানাজা পড়া জায়েজ আছে। যার

১. বুখারী হাঃ নং ৪৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৪৫

২. বুখারী হা: নং ১২৪০ শব্দ তাঁরই মুসলিম হা: নং ২১৬২

উপর কোন স্থানেই জানাজা হয় নাই তার উপর দাফনের পরে জানাজা পড়া উত্তম। আর যার উপর জানাজা পড়া হয় নাই তার কবরের পার্শ্বে জানাজা আদায় করতে হবে।

যদি কেউ মারা যায় এবং আপনি সালাত আদায়কারীর উপযুক্ত ও তার প্রতি জানাজা পড়তে আদেষ্টিত কিন্তু পড়েননি, তাহলে তার কবরের পার্শ্বে জানাজা পড়ে নিবেন।

¿ অনুপস্থিত মাইয়েতের জানাজা নামাজ আদায়ের বিধানঃ

যে মাইয়েতের উপর জানাজা পড়া হয়নি এবং লাশও অনুপস্থিত তার প্রতি গায়েবানা জানাজা পড়া সুন্নত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] (আবিসিনিয়ার বাদশা) নাজ্জাশীর মৃত্যুর দিনে তার মৃত্যুসংবাদ জানান। তিনি [ﷺ] সাহাবাদের নিয়ে মুসাল্লায় যান এবং চার তকবির দিয়ে জানাজার সালাত পড়েন।"[১]

¿ তাড়াতাড়ি জানাজা পড়ার বিধানঃ

সুন্নত হলো মৃতদেহকে দ্রুত প্রস্তুত করা ও জানাজা পড়ে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"তোমরা মাইয়েতের জানাজা জলদি কর; কারণ যদি সে সৎ হয় তবে তাকে তার সত্যের দিকে পৌঁছে দেওয়ায় তার জন্য

১. বুখারী হাঃ নং ১৩২৭ মুসলিম হাঃ নং ৯৫১ শব্দ তারই

কল্যাণকর। আর যদি এর বিপরীত হয় তবে অনিষ্টকে তোমাদের ঘাড় থেকে দূর করাই উত্তম।”[১]

¿ মহিলাদের জানাজা পড়ার বিধান:

মহিলারা পুরুষদের মতই যদি কোন জানাজা মুসাল্লায় বা মসজিদে হাজির হয় তাহলে নারীরা মুসলমানদের সাথে জানাজা পড়বে। মহিলারা জানাজার সওয়াবে ও শোক প্রকাশে পুরুষদের মতই।

¿ মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরের দিকে নেওয়া হয় তখন সে কি বলে:

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِي رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « إِذَا وُضِعَت الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ ». أخرجه البخاري.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন: “যখন মৃত ব্যক্তিকে পুরুষরা তাদের কাঁধে করে নিয়ে যায় তখন যদি সে নেক হয়, তাহলে বলে: আমাকে পৌঁছে দাও। আর যদি বদকার হয় তাহলে বলে: হাই আফসোস! আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা। মানুষ ব্যতীত সকলে তার আর্তনাদ শুনতে পাবে। আর মানুষ যদি শুনত তাহলে বেহুশ হয়ে পড়ত।”[২]

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৩১৫ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৪৪

২. বুখারী হাঃ নং ১৩১৪

৬- মাইয়েতকে বহন ও দাফন করা

¿ মাইয়েতকে বহন করার পদ্ধতি:

সুন্নত হলো মাইয়েতকে চারজনে বহন করা এবং পদাতিকরা তার আগে পিছে ও আরোহীরা পিছনে চলা। যদি কবরস্থান দূরে হয় অথবা বহনে কষ্ট হয় তবে কোন যানবাহনে করে নিয়ে গেলে অসুবিধা নেয়।

¿ মুসলমানদের দাফনের স্থান:

নারী হোক পুরুষ হোক কিংবা ছোট বা বড় হোক মুসলমানদের কবরস্থানে সমাধি করতে হবে। আর কোন মসজিদ বা অমুসলিমদের কবরস্থান ইত্যাদি স্থানে কবর দেওয়া জায়েজ নেই।

¿ মাইয়েতকে দাফনের পদ্ধতি:

কবরকে গভীর ও প্রশস্ত এবং সুন্দর করা ওয়াজিব। যখন কবর খননের শেষ প্রান্তে পৌঁছবে তখন কিবলার দিকের পার্শ্বে মাইয়েতকে রাখার মত জায়গা গর্ত করবে-যাকে লাহাদ (বগলী) কবর বলা হয়। আর লাহাদ করা শাক্ক তথা সোজা করার চাইতে উত্তম। মাইয়েতকে কবরে রাখার সময় বলবে:

« بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ » وَفِي لَفْظٍ « بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ .

أخرجه أبوداود والترمذي.

“বিসমিল্লাাহি ওয়া ‘আলাা সুন্নাতি রসূলিল্লাাহি্।” অন্য বর্ণনায় আছে “বিসমিল্লাাহি ওয়া ‘আলাা মিল্লাতি রসূলিল্লাাহ্।” ।”[১]

কিবলার দিকে মুখ করে ঐ গর্তে মাইয়েতের পূর্ণ ডান পার্শ্বের উপর শায়িত করাবে। চিত করে রেখে শুধুমাত্র মাথাকে কেবলামুখী করা ঠিক নয়। এরপর তার উপর বাঁশ বা স্লাব বিছিয়ে দিয়ে মাঝের ফাঁকগুলো কাদা দ্বারা বন্ধ করে দিবে। এরপর তার উপর মাটি দিবে এবং উটের পিঠের মত করে জমিন থেকে মাত্র অর্ধেক হাত উঁচু করবে। অর্থাৎ দুই দিক ঢালু করে উঠের পিঠের মত মাঝখান উঁচু করবে।

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩২১৩, তিরমিযী হাঃ নং ১০৪৬

¿ কবরের উপর ঘর বানানোর বিধানঃ

কবরের উপর ঘর-বাড়ি বানানো, কবর পাকা করা, তার উপর চলা, কবরের নিকটে সালাত আদায় করা, কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেওয়া, তার উপর আগর বাতি-মমবাতি ইত্যাদি জ্বালানো, কবরের উপর ফুলের মালা বা তড়া দেওয়া, কবরেব তওয়াফ করা, তার উপর কিছু লেখা এবং সেখানে ঔরষ বা মেলা করা এ সকল কাজ শরিয়তে সম্পূর্ণভাবে হারাম।

¿ কবরের উপর মসজিদ বানানোর বিধানঃ

কোন কবরের উপর মসজিদ বানানো হারাম এবং মসজিদে কোন মাইয়েতকে দাফন করাও হারাম। যদি মসজিদ কবর বানানোর পূর্বে হয় তবে কবরকে ভেঙ্গে সমান করে দিতে হবে। আর যদি কবর নতুন হয় তবে কবর খননকরে লাশকে কবরস্থানে স্থানতরিত করতে হবে। আর যদি কবরের উপর মসজিদ বানানো হয় তবে হয় মসজিদকে দূর করে দিতে হবে নতুবা কবরকে দূর করতে হবে। সুতরাং, কবরের উপর যত মসজিদ বানানো হয়েছে সেখানে না ফরজ সালাত আদায় করা যাবে আর না নফল সালাত; কারণ করলে তা বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

¿ কবর খননের পদ্ধতিঃ

সুন্নত হলো কবরকে গভীর করে খনন করা; যাতে করে দুর্গন্ধ বের না হয় এবং কোন জীবজন্তু খুঁড়তে না পারে। আর নীচে লাহাদ তথা বগলী করাই উত্তম যেমন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। অথবা কবরের নীচে মাঝখানে গর্ত করবে এবং সেখানে শায়িত করে স্লাব বা বাঁশ দ্বারা ঢেকে দিয়ে ফাঁকগুলো বন্ধ করে দিবে। এরপর মাটি ঢেলে দাফন করে দিবে।

¿ মৃতদের দাফনের পদ্ধতিঃ

সুন্নত হলো মাইয়েতকে দিনের বেলা দাফন করা, তবে রাত্রিতে দাফন করাও জায়েজ রয়েছে।

একটি কবরে প্রয়োজন ছাড়া একাধিক ব্যক্তিকে দাফন করা জায়েজ নেই। যেমনঃ নিহতদের সংখ্যা বেশি এবং দাফনকারীদের সংখ্যা কম। এমন সময় তাদের মধ্যে যে উত্তম তাকে কিবলার দিকে প্রথমে কবরে

রাখতে হবে। কোন মানুষ মৃত্যুর পূর্বেই নিজের কবর নিজে বা অন্য কারো দ্বারা খনন করে রাখা নাজায়েজ।

¿ কবর থেকে লাশ স্থানান্তর করার বিধান:

প্রয়োজনে কবরস্থ ব্যক্তিকে তার কবর হতে স্থানতরিত করা জায়েজ রয়েছে। যেমন: পানি তার কবরকে নিমজ্জিত করে দিয়েছে বা অন্য কোন প্রয়োজনে যেমন: রাস্তার চলাচলের ইত্যাদি কারণে। আর মসজিদে বা কাফেরদের কবরস্থানে সমাধি ইত্যাদি করা করা হলে স্থানতরিত করা ওয়াজিব। কবর হচ্ছে মৃতদের ঘর-বাড়ি এবং তাদের জিয়ারতের স্থান। সেখান হতে তাদেরকে প্রয়োজন ছাড়া কবর খনন করে স্থানতরিত করা যাবে না।
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

٥٥ :طه Z V U T S R Q P O N [

"এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদেরকে উত্থিত করব।" [সূরা ত্ব-হা:৫৫]

¿ কবরে লাশ নামাবে কে:

মাইয়েতকে কবরে নামাবে পুরুষরা নারীরা নয়। আর মাইয়েতের অভিভাকরাই তাকে কবরে নামানোর বেশি হকদার। সুন্নত হলো মাইয়েতকে তার পায়ের দিক থেকে কবরে নামানো। দক্ষিণ দিক থেকে মাথা ধরে টেনে উত্তর দিকে করে নামাবে। তবে কবরের যে কোন দিক থেকে কবরে নামানো জায়েজ আছে। আর মাইয়েতের হাড় ভাঙচুর করা বা কাটা হারাম।

¿ লাশের সঙ্গে নারীদের যাওয়ার বিধান:

মৃতদেহের পিছনে পিছনে অনুসরণ করা মহিলাদের জন্য হারাম; কারণ তারা দুর্বল, অন্তর নরম, ধৈর্যহারা এবং মুসিবতকে সহ্য করতে অপারগ। যার ফলে তাদের থেকে এমন হারাম কাজ ও কথা প্রকাশ হতে পারে যা আবশ্যকীয় ধৈর্যের বিপরীত।

¿ কবরকে চিহ্নিত করে রাখার বিধান:

মাইয়েতের অভিভাকের জন্য সুন্নত হলো কবরকে পাথর ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত করে রাখা; যাতে করে পরবর্তীতে তার পরিবারের কেউ মারা গেলে তার পার্শ্বে দাফন করতে পারে এবং তার দ্বারা তার মাইয়েতের কবরকে চিনতে পারে।

¿ যে ব্যক্তি সাগরে ডুবে মরেছে তার বিধান:

যে ব্যক্তি সাগর বা পানি ইত্যাদিতে ডুবে মারা গেছে এবং লাশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে জানাজা পড়ে পানিতে বসিয়ে দিবে।

¿ কবরের নিকট ওয়াজ করার বিধান:

সুন্নত হলো যখন লাশের খাট মাটিতে রেখে দেওয়া ও দাফন করা হয় তখন বসে যাওয়া। আর মাঝে মধ্যে উপস্থিত জনতাকে মৃত্যু ও তার পরে কি ঘটবে স্মরণ করানো।

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَد فَأَتَانَـــا النَّبِـــيُّ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِه ثُمَّ قَالَ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّة وَالنَّارِ وَإِلَّا قَـــدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً» فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَـــدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَة فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَة وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَة فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَة قَالَ: « أَمَّـــا أَهْـــلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ »

ثُمَّ قَرَأَ : (w x y z) الآية. متفق عليه.

আলী [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা মদীনার বাকী'উল গারকাদ কবরস্থানে একটি জানাজার পাশে বসে ছিলাম। এমন অবস্থান নবী [ﷺ] আমাদের নিকট আগমন করলেন। এসে তিনি বসে পড়লেন আমরাও তাঁর চতুষ্পার্শ্বে বসলাম তখন তাঁর সাথে একটি লাঠি ছিল। অত:পর

তিনি তাঁর মাথা নিচু করে তাঁর লাঠি দ্বারা জমিনের উপর দাগ কাটতে লাগলেন। এরপর তিনি [ﷺ] বলেন:"তোমাদের প্রত্যেকের জান্নাত ও জাহান্নামের স্থান এবং কে ভাগ্যবান আর কে দুর্ভাগ্যবান লেখা রয়েছে। এ সময় একজন বলল, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে আমরা লেখার উপর ভরসা করব এবং এবাদত করা ছেড়ে দেব; কারণ যে ভাগ্যবান সে ভাল আমলের দিকে ধাবিত হবে আর যে দুর্ভাগ্যবান সে খারাপ আমলের দিকে ধাবিত হবে। নবী [ﷺ] বললেন:"যারা ভাগ্যবান তাদের জন্যে ভাল কাজ সহজ করে দেওয়া হবে আর যারা দুর্ভাগ্যবান তাদের জন্যে খারাপ কাজ সহজ করা দেওয়া হবে। এরপর তিনি [ﷺ] এ আয়াতটি পাঠ করলেন:"অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব।" [সূরা লাইল: ৫-১০][১]

¿ লাশ দাফনের পর মুসলিম ব্যক্তি কি করবে:

যে কবরের পার্শ্বে হাজির হয়েছে তার জন্য সুন্নত হলো দাফনের পর মাইয়েতের দৃঢ়তার জন্য একাকী দোয়া করা এবং তার জন্য ক্ষমা চাওয়া। আর উপস্থিত যারা আছে তাদেরকে ক্ষমার জন্য নির্দেশ করা। তবে মাইয়েতকে তালকীন দিবে না; কারণ তালকীন মৃত্যুর সময় পরে নয়।

¿ যেসব সময়ে লাশ দাফন ও জানাজা পড়া নিষেধ:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ رضي الله عنه قَالَ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْـــهَانَا أنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَــقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَـــمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. أخرجه مسلم.

'উকবা ইবনে 'আমের জুহানী [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: তিনটি

---

[১]. বুখারী হা: নং ১৩৬২ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২৬৪৭

সময়ে রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং আমাদের মাইয়েতকে কবর দিতে নিষেধ করতেন। সূর্য উদয়ের সময় যতক্ষণ উঁচু না হয়, দ্বিপহরের সময় যতক্ষণ না ঢলে যায় এবং সূর্য ডুবার সময় যতক্ষণ না ডুবে যায়।"[১]

¿ কোন মুসলিম কাফেরের দেশে মারা গেলে কি করতে হবেঃ

যে কাফেরের দেশে মারা যাবে তাকে গোসল দিয়ে, জানাজা পড়ে সেখানকার মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে। আর যদি সেখানে মুসলমানদের কবরস্থান না পাওয়া যায়, তাহলে সম্ভব হলে মুসলিম দেশে লাশ নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু যদি নিয়ে আসা সম্ভবপর না হয় তাহলে নির্জন প্রান্তরে সমাধি করে কবরকে গোপন করে ফেলবে; যাতে করে কাফেররা তার প্রতি কোন প্রকার সমস্যা না করতে পারে। আর সুন্নত হলো যে যেখানে মারা যাবে সেখানেই তাকে দাফন করা। তবে মৃতের কোন অসম্মান ও পরিবর্তনের আশঙ্কা না থাকলে তার দেশে বা স্থানে নিয়ে আসা জায়েজ।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৮৩১

৭- শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দান

¿ **শোক প্রকাশঃ** মৃতের শোকার্ত পরিবারের দু:খ কমানোর জন্য সমবেদনা প্রকাশ করা এবং মাইয়েত ও বিপদগ্রস্তদের জন্য দোয়া করা।

¿ **সান্ত্বনা দানের সময়ঃ**

মৃতের শোকার্ত পরিবারকে দাফনের আগে ও পরে সান্ত্বনা দেওয়া সুন্নত। মুসলিম মাইয়েতের পরিবারের শোকাতুরকে বলবে:

«إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» . متفق عليه.

"ইন্না লিল্লাহি মা আখায, ওয়া লাহূ মা আ'ত্বা, ওয়া কুল্লু শাইয়িন 'ইন্দাহূ বিআজালিন মুসাম্মা, ফাল্তাসবির ওয়ালতাহ্তাসিব।" [১]

¿ **শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানের বিধানঃ**

মাইয়েতের শোকাতুর পরিবারকে যে কোন সময় শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দেওয়া সুন্নত, এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেয়। যার দ্বারা তারা সান্ত্বনা লাভ করে এমন কথা-বার্তা দ্বারা শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দিবে। তাদের দু:খ দূর করার চেষ্টা করবে এবং শরিয়ত সম্মত ধৈর্যধারণ ও সন্তুষ্টি থাকার জন্য বলবে। আর মাইয়েত ও শোকার্তদের জন্য দোয়া করবে।

সুন্নত হলো বড় লোক ও আত্মীয় স্বজনরা মাইয়েতের পরিবারের জন্য খানা পাকানো এবং তাদের জন্য প্রেরণ করা। আর মাইয়েতের পরিবারের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য খানা পাকানো ও তাদের খানা খাওয়া বিদ'আত।

¿ **শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানের স্থানঃ**

যে কোন স্থানে শোক প্রকাশ ও সন্ত্বনা দান করা জায়েজ। কবরস্থানে, বাজারে, মুসল্লায়, মসজিদে, বাড়িতে, অফিসে ও রাস্তায়।

---

১. বুখারী হাঃ নং ৭৩৭৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯২৩

মাইয়েতের পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট কোন পোশাক যেমন: কালো ইত্যাদি পরা জায়েজ নেই; কারণ এতে আল্লাহর ফয়সালার প্রতি নারাজ ও অসন্তুষ্টির বহি:প্রকাশ।

¿ কাফেরদের জন্য শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দানের বিধান:

যে সকল কাফের মুসলিম ও ইসলামের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করে না তাদেরকে তাদের মাইয়েতের জন্য দোয়া ছাড়াই সান্ত্বনা দেওয়া জায়েজ আছে।

¿ মাইয়েতের জন্য ক্রন্দন করার বিধান:

বিলাপ ছাড়া সাভাবিকভাবে ক্রন্দন করা জায়েজ। কাপড় ফাটানো বা চিরানো ও গাল চাপড়ানো এবং শব্দ উঁচু ইত্যাদি করা হারাম। আর এর দ্বারা মাইয়েতের কবরে আজাব হবে যদি সে বিলাপ করে কাঁদার জন্য অসিয়ত করে যায় বা নিষেধ না করে থাকে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« وُلدَ لي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ باسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْف امْرَأَة قَيْنٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَيْف فَانْطَلَقَ يَأْتيه وَاتَّبَعْتُهُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى أَبِي سَيْف وَهُوَ يَنْفُخُ بكيرِه قَدْ امْتَلَأَ الْبَيْتُ دُخَانًا فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا أَبَا سَيْف أَمْسكْ جَاءَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَمْسَكَ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بالصَّبِيِّ فَضَمَّهُ إِلَيْه وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ فَقَالَ أَنَسٌ لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَكيدُ بنَفْسه بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَاللَّه يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بكَ لَمَحْزُونُونَ». متفق عليه.

১. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"আজ রাত্রে আমার একজন ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আমি তার নাম আমার মহাপিতা ইবরাহীমের নামে নাম রেখেছি। অত:পর তাঁকে আবু সাইফ নামের একজন কামারের স্ত্রী উম্মে সাইফের নিকট

প্রতিপালনের জন্য দেন। এরপর নবী [ﷺ] ইবরাহীমকে দেখার জন্য যান আর আমিও তার সাথে যাই। আমরা আবু সাইফের কাছে পৌঁছলে দেখি, সে তার হাফর চালাতেছে এবং বাড়ি ধোয়ায় ভরপুর হয়ে গেছে। আমি দ্রুত নবী [ﷺ]-এর আগেই আবু সাইফকে রসূলুল্লাহ [ﷺ]এসে গেছেন বলে হাফর বন্ধ করতে করতে বললে সে বন্ধ করে। নবী [ﷺ] বাচ্চাটিকে নিয়ে আসতে বললেন এবং নিজের শরীরের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। আর আল্লাহ তাঁকে যা বলালেন তাই বললেন। আনাস বলেন, ইহরাহীমকে দেখলাম রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সামনে কষ্ট পাচ্ছে। এ সময় রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর দু'চোখে অশ্রু ঝরতে লাগল তখন তিনি [ﷺ] বললেন:"চোখ অশ্রু ঝরায়, অন্তর দু:খিত হয়। আর আমাদের পালনকর্তা যা পছন্দ করেন তা ছাড়া অন্য কিছু বলব না। আল্লাহর কসম! ইবরাহীম তোমার কারণে আমরা দু:খিত।"[১]

عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ فَقَالَ ادْعُوا لِي الْحَلَّاقَ فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا. أخرجه أبوداود والنسائي.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফার [رضي الله عنهم] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] জা'ফার [رضي الله عنه]-এর পরিবারকে তিনদিন পর্যন্ত শোক পালন করার জন্য সুযোগ দিয়েছিলেন। এরপর তিনি [ﷺ] তাদের কাছে এসে বলেন:"আজকের দিনের পর আর আমার ভাইয়ের জন্য কাঁদবে না"। অত:পর বলেন: "আমার ভাইয়ের সন্তানদেরকে উপস্থিত কর।" এরপর আমাদেরকে নিয়ে আসা হলো যেন আমারা পাখীর বাচ্চার মত। তখন নবী [ﷺ] বললেন:"নাপিতকে ডাক।"এরপর নাপিতকে নির্দেশ করলে সে আমাদের মাথা মুণ্ডন করে দেয়।[২]

---

[১]. বুখারী হা: নং ১৩০৩ মুসলিম হা: নং ২৩১৫ শব্দ তাঁরই

২. হাদীসটি সহীহ, আবু দাঊদ হাঃ নং ৪১৯২ শব্দ তারই , নাসাঈ হাঃ নং ৫২২৭

عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ. متفق عليه.

৩. উমার ইবনে খাত্তাব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:"মৃত ব্যক্তির কবরে আজাব হয় তার উপর বিলাপ করে কাঁদার জন্য।"[১]

---

১. বুখারী হাঃ নং ১২৯২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯২৭

৮- কবর জিয়ারত

¿ কবর জিয়ারতের হেকমত:

কবর জিয়ারতের তিনটি উদ্দেশ্য রয়েছে:

প্রথম: আখেরাতের স্মরণ, উপদেশ গ্রহণ ও মৃতদের দ্বারা নসিহত নেওয়া।

দ্বিতীয়: মৃতদের প্রতি এহসান করা যেমন: তাদের জন্যে ক্ষমা ও দয়াভিক্ষার দোয়া করা; কারণ জীবতরা যেমন তাদের সাক্ষাৎ করলে ও হাদিয়ে দিলে খুশি হয় এর দ্বারা তেমনি মৃতরাও খুশি হয়।

তৃতীয়: জিয়ারতকারী তার নিজের প্রতি এহসান করে; কারণ এর দ্বারা সে কবর জিয়ারতে শরয়িতের সুন্নত অনুসরণ করে এবং সওয়াব অর্জন করে।

¿ কবর জিয়ারতের বিধান:

পুরুষদের জন্য কবর জিয়ারত করা সুন্নত; কারণ এর দ্বারা আখেরাত ও মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। জিয়ারত শিক্ষা ও নসিহত গ্রহণ এবং মৃতদের প্রতি সালাম দেওয়া ও তাদের জন্য দোয়ার উদ্দেশ্যে হতে হবে। মৃতদেরকে ডাকা বা তাদের বা কবরের মাটি দ্বারা বরকত হাসিল ইত্যাদি উদ্দেশ্যে নয়; কারণ এসব কার্যাদি শিরকের মাধ্যম।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي. أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"আমি আমার পালনকর্তার কাছে আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলে অনুমতি দেননি। অত:পর তাঁর কবর জিয়ারতের অনুমতি চাইলে তাঁর কবর জিয়ারতের আমাকে অনুমতি দেন।"[১]

[১]. মুসলিম হা: নং ৯৭৬

¿ মহিলাদের কবর জিয়ারতের বিধানঃ

মহিলাদের কবর জিয়ারত করা কবিরা গুনাহ্। অতএব, নারীদের জন্য কবর জিয়ারত করা নাজায়েজ। কিন্তু যদি কোন মহিলা জিয়ারতের উদ্দেশ্য ছাড়া কবরস্থানে পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তবে সুন্নত হলো সে কবরবাসীকে সালাম দিবে এবং কবরস্থানে প্রবেশ না করে তাদের জন্য যে সকল দোয়া উল্লেখ হয়েছে তা দ্বারা দোয়া করবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ. أخرجه الترمذي وابن ماجه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] কবর জিয়ারতকারী মহিলাদের প্রতি অভিশাপ করেছেন।"[১]

¿ কবর জিয়ারত করার পদ্ধতিঃ

কবর জিয়ারতকারীরা চার প্রকারঃ

১. যারা মৃতদের ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে। আর তাদের অবস্থা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে ও আখেরাতকে স্মরণ করে। ইহা শরিয়ত সম্মত জিয়ারত।
২. যারা কবর জিয়ারতের সময় নিজের ও অন্যান্যদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয় করে এ নিয়তে যে, কবরের পার্শ্বে দোয়া করা মসজিদের চেয়েও উত্তম। ইহা জঘন্য বিদ'আত।
৩. যারা কবর জিয়ারতের সময় বিভিন্ন নবী-রসূল বা অলি-পীরের মর্যাদা বা হক দ্বারা আল্লাহর কাছে অসিলা করে। যেমন বলেঃ হে আমার প্রতিপালক অমুকের মর্যাদার মাধ্যমে তোমার নিকট চাচ্ছি। ইহা বিদ'আত; কারণ শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য ইহা এক বড় মাধ্যম।
৪. যারা আল্লাহকে আহ্বান করে না বরং কবরবাসীদেরকে ডাকে। যেমন বলেঃ হে আল্লাহর নবী অথবা হে আল্লাহর অলি কিংবা হে অমুক আমাকে এমনটা দান করুন বা আমাকে রোগ মুক্তি দাও

---

[১]. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ১০৫৬ শব্দ তাঁরই ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৫৭৬

ইত্যাদি। ইহা বড় শিরক যা মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।

¿ কবর জিয়ারতের সময় কি বলবে:

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ .أخرجه مسلم.

১. "আসসালাামু 'আলাা আহলিদ্দিইয়াারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়ালমুসলিমীন, ওয়া ইয়ারহামুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্নাা ওয়ালমুসতা'খিরীন, ওয়া ইন্নাা ইন শাাআল্লাাহু বিকুম লালাাহিকূন"।[১]

২. অথবা বলবে:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ .أخرجه مسلم.

"আসসালাামু 'আলাইকুম দাারা কাওমিন মু'মিনীন, ওয়া ইন্নাা ইন শাাআল্লাাহু বিকুম লাাহিকূন"[২]

৩. অথবা বলবে:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ .أخرجه مسلم.

"আসসালাামু 'আলাইকুম আহলাদ দিইয়াারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়ালমুসলিমীন, ওয়া ইন্নাা ইন শাাআল্লাাহু লালাাহিকূন, আসআলুল্লাাহা লানাা ওয়ালাকমুল 'আাফিয়াহ্।" [৩]

সুন্নতের পুনর্জীবিতকরণের উদ্দেশ্যে একাক সময় একটি দোয়া পড়বে। হে আল্লাহ! আমাদের সকলের পরিণাম সুন্দর করুন।

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৯৭৪

২ . মুসলিম হাঃ নং ২৪৯

৩. মুসলিম হাঃ নং ৯৭৫

¿ কবরস্থান ওয়াজ ও উপদেশ গ্রহণের স্থান। সুতরাং সেখানে কোন প্রকার গাছ লাগানো, টাইলস দ্বারা রাস্তা বানানো ও লাইট জ্বালিয়ে আলোকিত করা এবং যে কোন সৌন্দর্যকরণ জায়েজ নয়।

¿ জুতা-সেন্ডেল পরে কবরের মাঝে চলার বিধান:

খালি পায়ে মুসলিম ব্যক্তির জন্যে কবরের মাঝ দিয়ে চলা জায়েজ; কারণ এতে বিনয়ী ও মুসলিমদের মৃতদের শ্রদ্ধা রয়েছে। আর খালি পায়ে চলার কোন সমস্যা যেমন প্রচণ্ড গরম অথবা কষ্টদায়ক কাটা ইত্যাদি না থাকলে জুতা-সেন্ডেল পরে কবরের মাঝে চলা মকরুহ। আর কবরস্থানের যেখানে কবর নেই সেখানে চলা জায়েজ আছে।

¿ মৃতদেরকে আহ্বান করার বিধান:

সকল জীবত মানুষের জন্য মৃতদেরকে আহ্বান করা, বিপদ মুক্তির জন্য ডাকা, হাজাত পূরণ ও বালা-মুসিবত দূরের জন্য চাওয়া, নবী-রসূল ও সৎলোকদের কবরের তওয়াফ ইত্যাদি করা, কবরের নিকট জবাই করা এবং কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেওয়া সম্পূর্ণ হারাম ও বড় শিরক, যার কর্তাকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের ভয় প্রদর্শন করেছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

X W V T S R Q P O N M L K J [

المائدة: ٧٢ Z Z Y

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে তার প্রতি জান্নাত হারম এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।" [সূরা মায়েদা: ৭২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

K J I H G F E D C B A @ ? > [

النساء: ١١٥ Z S R Q O N M L

"যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলিমদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি

তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।"
[সূরা নিসা:**১১৫**]

عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في مَرَضه الَّذي لَمْ يَقُمْ منْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائهمْ مَسَاجدَ لَوْلَا ذَلكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشيَ أَوْ خُشيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجدًا .متفق عليه.

৩. আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর অন্তিমকালে বলেন:"**ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, তারা তাদের নবীগণের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল।**" তিনি (আয়েশা) বলেন: যদি মসজিদ বানিয়ে নেওয়ার ভয় না থাকত তবে তাঁর (রসূতুল্লাহ ﷺ)-এর কবর বাইরে প্রকাশ্য স্থানে করা হত।[১]

¿ মুশরিকদের কবর জিয়ারতের বিধান:

অমুসলিমের কবর উপদেশ গ্রহণের জন্য জিয়ারত করা জায়েজ। তবে তার জন্য দোয়া ও ক্ষমা চাওয়া যাবে না বরং তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ জানাবে।

¿ মৃত্যুর পরে মাইয়েতের সঙ্গে কি যায়:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ»: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ .متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "**মাইয়েতের সঙ্গে তিনটি জিনিস যায়। তার মধ্যে দু'টি ফিরে আসে আর একটি তার সঙ্গে বাকি থাকে। পরিবার, সম্পদ ও আমল**

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৩৩ মুসলিম হাঃ নং ২৫৯ শব্দ তারই

তার সাথে যায়। পরিবার ও সম্পদ ফিরে আসে আর তার আমল সঙ্গে বাকি থেকে যায়।”[১]

¿ মৃতের জন্যে সৎকর্ম করাঃ

একজন মুসলিম অপর জীবিত বা মৃত মুসলিমের জন্য ততটুকু করতে পারবে যতটুকু শরিয়তে অনুমতি আছে। যেমনঃ দোয়া করা, ক্ষমা চাওয়া, তার পক্ষ থেকে হজ্ব-উমরা ও দান খয়রাত করা, মৃতের প্রতি বাকি থেকে যাওয়া ওয়াজিব রোজা কাজা করে দেওয়া। যেমনঃ নজরের রোজা। আর কুরআন পড়ার জন্য মোল্লাা-মুনশি বা হাফেজ-কারি ভাড়া করে কুরআন খতম দিয়ে তার নেকি মাইয়েতের নামে বখশিয়ে দেওয়া একটি নব আবিস্কৃত বিদাত; চাই তা কবরস্থানে হোক বা বাইরে অন্য কোথাও হোক।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

Z i h g f e d c b a ` _ ^] [

النور: ٦٣

“অতএব, যারা তাঁর (রসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।” [সূরা নূরঃ৬৩]

১.বুখারী হাঃ নং ৬৫১৪ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২৯৬